... প্রবৃত্ত হই, তবে আমরা এ রূপ চমৎকার সংবাদ দিব, যাহা কোনকালে ঘটেও নাই, ঘটিবার সম্ভবনাও নাই।

বেশ্যাবৃত্তি।

জন সমাজে যে পরিমাণে সুরাপান হইতে সংশোধিত হয়, মনুষ্যেরাও সেই পরিমাণে সুখী হন। ইংরাজদিগের সুশাসনপ্রণালী দ্বারা দস্যুতা, শঠতা, জাল, মিথ্যাচরণ প্রভৃতি পাপ আমাদের দেশ হইতে বহু দূর হইয়েছে, আমরা তজ্জ সুখ ভোগ করিতেছি। অন্যান্য পাপ চয়ের ন্যায় রাজপুরুষেরা যদি মদ্যপান ও বেশ্যাবৃত্তি সমাজ হইতে যথা সাধ্য দূরীকৃত করিবার যত্ন পাইতেন, তবে আমাদের সুখ আরো পরিবর্দ্ধিত হইত। মদ্য নিবারণ পক্ষে তাঁহাদের যত্ন না থাকিতে পারে, ইহাতে তাঁহাদের স্বার্থ আছে, কিন্তু বেশ্যাবৃত্তি নিবারণের জন্য যে তাঁহারা কেন সচেষ্ট হন না তাহা বুঝিতে পারি না। বারাঙ্গনারা ত লাইসেন্স উঠাইয়া হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে! যাহা হউক দেশ-হিতৈষী কতিপয় ব্যক্তি সুরার প্রতিবাদে দণ্ডায়মান হইয়াছেন কিন্তু বেশ্যাবৃত্তি দিন দিন প্রাদুর্ভাব হইতেছে।

যত রূপ ধর্ম্ম আছে তাহার মধ্যে পরোপকারকে সকলে প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস করেন, এবং যাঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রতি স্বীকার না করেন, পরকালে যাঁহাদের অবিশ্বাস নাই, তাঁহাদের বিবেচনায় আবার কোন আত্মাকে পাপ পঙ্কিল হইতে উদ্ধার করা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কার্য্য। বঙ্গবাসিগণের উপচিকীর্ষা বৃত্তি যে বলবতী তাহার উদাহরণ আমাদের দেশে সর্ব্বত্র দেদীপ্যমান রহিয়াছে, কিন্তু এমন পরোপকারপ্রিয় জাতির মধ্যে মনুষ্যের ন্যায় মহত সহস্র প্রাণী যে গণিকা বৃত্তি রূপ কুৎসিত পাপে বিলিপ্ত হইতেছে, আর তাঁহারা যে তাহাদিগকে এই রূপ অধঃপাতে গমন করিতে অকাতরে দেখিতেছেন অত্যন্ত আশ্চর্য্য! বেশ্যাবৃত্তিরূপ বিষ জন সমাজে আশ্রয় লইয়া যে কত অমঙ্গল বিষরূপী অমঙ্গল ঘটাইতেছে তাহা চিন্তা করিলে আতঙ্ক হয়। ইহা দ্বারা কত ধনাঢ্য পরিবার ঋণপাশে আবদ্ধ হইয়া দুঃসহ দরিদ্রদশায় পতিত হইতেছে, ইহাতে কত পতিপ্রাণা সতীর হৃদয়ে বিষানল প্রজ্বলিত করিয়া তাহার সকল সুখ, সকল আশা ভস্মীভূত করিতেছে, কত কুল কামিনী ইহা কর্তৃক প্রবঞ্চিত হইয়া ধর্ম্ম-চ্যুত, লজ্জাশীলা স্ত্রীজাতির স্বভাব-বিপরীত কার্য্যে প্রবর্ত্ত হওত কুলে কালি দিতেছে, কত প্রস্ফুটিত যুবকের যৌবনে গণিকা বৃত্তিজনিত বিষ প্রবিষ্ট হইয়া তাহার সকল আশা নির্ম্মূল করিতেছে, কত ভ্রূণহত্যা ইহা দ্বারা সম্পন্ন হইতেছে, কত দুষ্কর্ম্মের দুর্ধর, পারজ, জন্ম গ্রহণ করিয়া সমাজের পীড়া স্বরূপ হইতেছে। এটী এই রূপ ভয়ানক পাপ, আর আমরা ইহা নিবারণে বিন্দু মাত্র যত্ন দেখাইতেছি না। অনেকে সুরানিবারণী সভার সংস্থাপন করিতেছেন, মদ্য দোষ কীর্ত্তন করিবার জন্য অনেকে সমুৎসুক হইয়া লেখনী ধারণ করিয়াছেন কিন্তু অনিষ্টকর সম্বন্ধে মদ্য, বেশ্যা অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে, অপিচ আমাদের বিবেচনায় বারাঙ্গনারা সুরা অপেক্ষা সংসারে অধিক অনিষ্টের উৎপত্তি করিতেছে, তাহার প্রধান কারণ এই যে, মদ্য পায়ীরা মিতপায়ী হইতে পারেন, কিন্তু বেশ্যা সম্বন্ধে তাহা হওয়ার সম্ভাবনা নাই। বিশেষতঃ যখন দেশ হিতৈষীগণ মদ্য নিবারণ জন্য সচেষ্ট না হইয়াছিলেন তখন ও মদ্য অপ্রতিহত ভাবে দেশ উচ্ছিন্ন দিতে পারিত না, হিন্দুধর্ম্ম তাহার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান ছিল, বেশ্যাবৃত্তির পক্ষে শাস্ত্রের সে রূপ শাসন নাই। মদ্যশালা অপেক্ষা গণিকালয় সহস্র গুণে অধিক, বেশ্যার কুহকের কাছে মদ্যের কুহক কুহকই না। মদ্যপান মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ নয়, কিন্তু মনুষ্যের ইন্দ্রীয় সবল বৃত্তি অপেক্ষা বলবান। শরীর ক্ষয়, মান ক্ষয়, আত্ম হত্যা, নরহত্যা বিষয় বেশ্যাবৃত্তি সুরা অপেক্ষা ন্যূন নয়। অধিকন্তু গণিকাগণ কর্তৃক কত শত ভ্রূণহত্যা হইতেছে। মদ্যের অহিতকর ফল প্রায় পুরুষের মধ্যেই আবদ্ধ, কিন্তু বেশ্যাবৃত্তি বালক, বৃদ্ধ, যুবা, স্ত্রী, পুরুষ সকলের পক্ষেই অনিষ্টকর। বারাঙ্গনাগণের আর এক বিষয়ে জিত আছে। মাতালের একটী প্রকাশ্য সম্প্রদায় নাই কিন্তু বেশ্যাগণ পূর্ব্বকাল হইতেই সম্প্রদায় আবদ্ধ হইয়া সমাজের হৃদয়ে কৃতকজাল বিস্তার পূর্ব্বক অবস্থিতি করিতেছে, অতএব এ পাপকে প্রশ্রয় দেওয়া কর্ত্তব্য নয়। মদ্যকে দেশ হইতে দূরীকৃত করিবার নিমিত্ত স্বদেশপ্রিয়গণ যেরূপ যত্নশীল হইয়াছেন, বেশ্যাবৃত্তি হইতে সমাজকে বিমুক্ত করিবার জন্য তাঁহারা সেই রূপ সচেষ্ট হউন।

কোন রোগের হেতু নির্ণয় না হইলে তাহার সুচিকিৎসা হয় না, সেই রূপ কোন দোষের মূল কি, তাহা নির্দ্দিষ্ট না হইলে তাহার নিরাকরণের উপায়ও অবধারণ করা যায় না। কুল কামিনী গণ কি নিমিত্ত কুৎসিত বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করে? এ প্রশ্নের উত্তর বেশ্যারাই ভাল দিতে পারে, শুনা যাউক তাহারা কি বলে।*

রত্ন--মুসলমান। আমার ছেলে মেয়ে সব মরে যায়, স্বামী পাগল হয়, খেতে দেয় কে, করি কি পেটের দায়ে বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করি।

বামা--নাপিত। পৃথিবীর আত্মীয় বন্ধু বান্ধব সব মরে গেল, একটী ছোট ছেলে ছিল সেও মলো, কোথা খেতে পাই, বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করি!

ইচ্ছা-বাগ্দি। অল্প বয়সে স্বামী প্রাণ ত্যাগ করে, শাশুড়ী আমাকে এক বেশ্যার নিকট বিক্রয় করে।

রাজলক্ষ্মী-কৈবর্ত্ত। যখন বালিকা তখন স্বামী মরে, শেষে যৌবন কালে এক জন প্রতিবাসীর সঙ্গে প্রণয় হয়, সে আমাকে কুলটা করে, প্রণয় আমাদের প্রথমে অপ্রকাশ্য ছিল, ক্রমে প্রকাশ হইয়া পড়িল, শাশুড়ী ননদ জ্বালাতন করিত, সুতরাং বেশ্যা হইলাম।

সুরধনী--বিধবার কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া কুলে কালি দেই।

বিধু-স্বামী মরে গেল, নিরাশ্রয়ে পড়িলাম, সকলে দূর ছাই করিত, ঘরে আর থাকতে পারিলাম না, বেশ্যা হলেম।

বিন্দু		ঐ
ক্ষীরো	হিন্দু	ঐ
মুক্ত	হিন্দু	ঐ

লক্ষ্মী--নাপিত। আমি বিধবা হই, অবশ্য বিধবার কষ্টে মন বিরক্ত ছিল ইহার মধ্যে আমার এক [illegible] (সে তখন বেশ্যা হইয়াছে) তাহার সঙ্গে দেখা হলো, সে ভুলায়ে ঘরের বাহির করিল, তবে এয়েছিলাম হইয়াছিল ভাল, কারণ বিধবার কষ্ট সহ্য চেয়ে বেশ্যা হওয়া ভাল।

কৈলাসী-অল্প বয়সে বিধবা হই, সংসারে কেহ ছিল না, খেতে পরতে দেয় কে? পেটের দায়ে বেশ্যা হইলাম।

আহ্লাদি ঐ

ধনমণি-- আমার কোলে যখন একটী শিশু মেয়ে, তখন স্বামির মৃত্যু হইল, একেবারে অকুল পাথারে পড়িলাম, খাওয়া অভাবে মেয়েটিও মরে, আমিও মরি, করি কি, বেশ্যা হইলাম। মেয়েটী বেঁচে আমার সঙ্গে আছে।

রুক্মী-বাগ্দি। স্বামী মরে গেলে আত্মীয় স্বজন কেহ ছিল না, যারা ছিল তারা ও না থাকার মধ্যে, বিধবা হোলে সকলে

* আমরা প্রায় দুইশত বেশ্যার পরিচয় লইয়াছি, তন্মধ্যে নিম্নে কতিকয়েক প্রকাশিত হইল।

ঘৃণা করে, খেতে পরিতে পাইনে, অন্নের দায়ে জাত মজালেম।

গুহ্যচারিণী--কলু। বিধবা হইয়া ঘরে ব্যাভিচারিণী হই, আত্মীয় সজনে ক্রম জানিতে পারিয়া জ্বালাতন করিতে আরাম্ভ করে, জ্বালা সয়ে ঘরে কিছু দিন ছিলাম, শেষ আর সহ্য করিতে না পারিয়া ঘরের বাহিরে আসি।

স্বর্ণ--গোয়ালা। অল্প বয়সে বিধবা হই, আমার শাশুড়ী ননদ মনে করিত যে আমার কপালের গুণে তা আমার স্বামী মরে, তাইতে আমাকে ভারি জ্বালা যন্ত্রণা দিত, জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া বেশ্যা হলেম।

মুক্ত--চাঁড়াল। স্বামী মরে গেল, বাপ ভাই শ্বশুর শাশুড়ী কেহ ছিল না, খেতে কে দেয়, বেশ্যাশ্রয় লইলাম।

অক্ষয় ঐ

মাধবী--বাগদি। বিধবা হইয়া ঘরে থেকে ব্যাভিচারিণী হই কিন্তু পৃথিবীতে কেহ ছিল না ভাবলেম আমার ঘরে থাকা আর না থাকা সমান, বেশ্যা হলেম।

বামা--গোয়ালা। অল্প বয়সে বিধবা হই, শেষে ক্রমে যৌবন কাল এল, আমাদের প্রতি বাসী ক্ষুদি কারিগর নামক এক জন আমাকে কুলটা করে। ক্রমে এসী রাষ্ট্র হওয়ায় সকলে জ্বালাতন করায় ঘরের বাহির হই।

গয়া--বাগদি। স্বামী মরে গেল, ত্রীজগতে কেহ ছিল না শেষে পেটের দায়ে বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করি।

রমনী--মুসলমান ঐ

করুণা--আমার গলায় আমার বুড় মা আর ছুটী ছোট ছোট ভাই আছে, যত দিন স্বামী ছিল সেই খেতে দিত স্বামী মরে গেলে আমারেই বা খেতে দেয় কে, তারা বা কোথা যায়। বেশ্যাবৃত্তি দ্বারা জীবন যাপন করিতে লাগিলাম।

হরমণি--গোয়ালা। এক জন ব্রাহ্মণ আমাকে কুলটা করিয়া ঘরের বাহির করে, প্রথমে কাপাশডাঙ্গার কুঠিতে আনিয়া রাখে শেষে সেবিশ্বাস ঘাতকতা করিয়া পরিত্যাগ করিল, কোথা যায় বেশ্যাবৃত্তির আশ্রয় লইলাম। যখন ঘরের বাহির হই তখন স্বামী ছিল।

ব্রহ্ম--কৈবর্ত্ত। বিধবার যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া কুলে কলঙ্ক দেই, সকলই পরিত্যাগ করে, শেষে বেশ্যার আশ্রয় লই।

লক্ষী--বাগধি। একজন বেশ্যা আমাকে ফুসলে ঘরের বাহির করে। আমি যখন ঘরের বাহির হই তখন আমার স্বামী ছিল।

মুক্ত--পৃথিবীর সব মরিয়া গেল, যৌবন কাল, তাতে আবার পেটের জ্বালা, কোথা যাই, ভাবলেম বেশ্যারা খুব সুখী বেশ্যা হইয়া পড়িলাম।

নতু--মুসলমান। স্বামী আমাকে দেখতে পারিত না, গনি বরকন্দাজ নাম করিয়া এক জন আমাদের বাড়ী ছিল সেই আমাকে ভাল বাসা দেখাইয়া নষ্ট করে। সকলে ক্রম জানিতে পারিল, মারা ধরা করিতে লাগিল। আর কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া ঘরের বাহির হইলাম।

লক্ষী	বেশ্যার	গর্ভজাত
কামিনী	ঐ	
বামী	ঐ	
শ্যামা	ঐ	
ধুনি	ঐ	
পুঁটি	ঐ	
তারা	ঐ	
মঙ্গল	ঐ	
চন্দ্র	ঐ	
গোলাপ	ঐ	

মনোমোহিনী মুসলমান। আমাদের প্রতিবাসী নেপাল নামক একজন আমাকে কুলটাকরে।

বরদা--গোয়ালা। যখন আমি অতি শিশু তখন আমার স্বামী মরিয়া যায় বাড়ীছিলেম, কেহ দেখতে পারিতনা আমি উহার বাড়ী উহার বাড়ী খেয়ে বেড়াতাম, যখন কুটুম্ব বাড়ি গিয়া থাকিতাম বাড়ীর কেহ আমাকে তল্লাস লইতনা। শেষে গঙ্গাস্নানযোগে আমাদের গ্রামে একটি বুড়ীর সঙ্গে চাকদহে গঙ্গাস্নান করিতে যাই বুড়ী আমাকে গোপনে এক বেশ্যার কাছে বিক্রয় করিয়া পলায়ন করে। আমি বাড়ী যেতে না পারিয়া অনেক কান্দা কাটা করি, পথ চিনিনে আরসেই বেশ্যাটী ভাল বাসা দেখাতে লাগিল গহণা পত্র কাপড়, দিলে, শেষে বাড়ীর কথা ভুলে গেলেম। শেষে বেশ্যার সঙ্গে বেশ্যা হলেম।

ভক্ত--আমার মা আমাকে কোলে করিয়া বাহিরহন। তিনি ও বেশ্যা হন আমাকেও সেই ব্যাবসায়ী করেন। আমি কোন্‌জাতির মেয়ে তাহা জানি নে।

মধু--বাগ্দি। আমার একটী মেয়ে হোলে স্বামী মরে গেল, শশুর, শাশুড়ী কেহ দেখিতে পারিত না, অনবরত বিরক্ত করিত, শেষে গঞ্জনা সহ্য করিতে না পেরে ঘরের বাহির হইয়া বেশ্যা হইলাম।

ব্রাহ্মোৎসব।

গত ১১ মাঘ শুক্রবারে ব্রাহ্মদিগের সাম্বৎসরিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। পাঠকগণ অবগত আছেন যে ব্রাহ্মরা এক্ষণ দুই দলে বিভক্ত, এক দলের অধিপতি দেবেন্দ্র বাবু এবং কেশব বাবু অপর দলের কর্ত্তা। ব্রাহ্মগণের দুই দলে বিভক্ত হওয়ার কারণ কি তাহা আমরা জানি না। শুনিতে পাই কেশব বাবুরা যত দূর অগ্রসর হইতে চাহেন দেবেন্দ্র বাবুরা ততদূর অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য ও বিবেচনা সিদ্ধ মনে করেন না, কিন্তু যত দূর উভয় দলের পরস্পর ঐক্য দেখা যায় তত দূর সংমিলন হইয়া কেন পরস্পরে হাত ধরাধরি করিয়া যে তাঁহারা চলেন না যান, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

১১ মাঘে উভয় দল স্বতন্ত্র স্থলে স্বতন্ত্র পদ্ধতি ক্রমে উৎসব নির্ব্বাহিত হইয়াছিল। উভয় দল একত্রিত হইয়া কার্য্য সমাধা না করায় যে উৎসবের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ রূপে সাধিত হয় নাই তাহা বোধ হয় উভয়ই স্বীকার করিবেন। সে যাহা হউক, কেশব বাবুরা যে নূতন প্রণালী ক্রমে কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন এই প্রস্তাবে তাহাই লেখা উদ্দেশ্য।

কেশব বাবু দিগের উপাসনার নিমিত্ত কোন বিশেষ গৃহ না থাকায় তাঁহারা চিতপুর রোডে গোপাল মল্লিকের বাটি ভাড়া করিয়াছিলেন।

ছয়টার সময় উপাসনা আরম্ভ হয়। এই সময় কেশব বাবুর দলস্থ ব্রাহ্মরা তাহার বাটিতে সমবেত হইয়া প্রাতঃক্রিয়া সমাধা করেন। সাতটার সময় ব্রাহ্ম গণ খোল করতাল ও তিনটী লোহিত বর্ণের পতাকা লইয়া ব্রহ্ম সংগীত করিতে করিতে নগর কীর্ত্তনে বহির্গত হন। পতাকার এক টীতে "সত্যমেব জয়তি", দ্বিতীয়টীতে "একমেবাদ্বিতীয়" এবং অপরটীতে "ব্রহ্ম কৃপাহি-কেবলং" এতদ্ব সুবর্ণ অক্ষরে লিখিত ছিল। কীর্ত্তন করিতেং যে স্থানে ভাবি ভারত বর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ গৃহ নির্ম্মিত হইবে সেই খানে উপস্থিত হইয়া গৃহের ভিত্তি প্রস্তর প্রোথিত করা হইল এবং তদপরে ক্রমে উৎসব গৃহে উপস্থিত হইয়া পতাকা তিনটী গেটের সম্মুখে রক্ষিত করিলেন। ব্রাহ্ম গণ মধ্যে অনেকেই তথায় উপস্থিত হইয়া দিবাবশান পর্য্যন্ত কখন ঈশ্বরোপসনায়, কখন ধ্যানে, কখন ব্রহ্মসঙ্গীত গাইয়া, সময় অতিবাহিত করিলেন।

সমাজ মন্দির মনোহর রূপে সুসজ্জিত হইয়াছিল। গেট হইতে প্রায় উপরের ঘর

[illegible] পথ ভরিয়া লতা ও পুষ্প [illegible] সজ্জিত, আর শত২ দীপালোক [illegible] হইতে আলোক নিঃসৃত হইয়া চতুর্দ্দিক আলোকময় মনোহর করিয়াছিল।

[illegible] অতিশয় সঙ্কীর্ণ [illegible] মধ্যে মনুষ্যের সমাগম হয়। [illegible] স্থান না পাওয়াতে [illegible]। অনেক সময় [illegible] ও প্রতিবন্ধক জন্মা [illegible] যে এত লোকের [illegible] এমন বোধ হয় না [illegible] বাবুর লেকচর শুনিতে আসিয়াছিলেন।

[illegible] উপস্থিত হইলে বাবু প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার বেদি আরূঢ় হইয়া একটী মনোহর প্রার্থনা ও বক্তৃতা করিয়া সায়াহ্ন ক্রিয়া সমাপ্ত করিলেন। রাত্র ৮ টার সময় তাহার [illegible] কার্য্য সমাধা হইল। ৮ টার সময় কেশব বাবু বেদি গ্রহণ করিয়া উৎসবের শেষ কার্য্য সমাধা করিলেন। তিনি ইংরাজিতে একটি প্রার্থনা ও বক্তৃতা [illegible]। কেশব বাবুর বক্তৃতা শক্তির এই নূতন [illegible] নহে, অতএব সে সম্বন্ধে অধিক [illegible] প্রয়োজন নাই। তবে সভাস্থ সুপণ্ডিত ইংরেজেরা, যথা, গবর্ণর [illegible] বাহাদুর, সর উইলিয়ম মিয়ার [illegible] টেম্পল, অনরেবল জষ্টিস [illegible], ডাক্তার [illegible] প্রভৃতি সকলেই সাধুবাদ করিয়াছিলেন।

কেশব বাবু যে বক্তৃতা করেন তাহার মর্ম্ম এই। ধর্ম্ম দুই প্রকার, স্বর্গীয় এবং পার্থিব। স্বর্গীয় ধর্ম্মের ভিত্তি ভুমি ভক্তি, এবং পার্থিব ধর্ম্মের ভিত্তি ভুমি বুদ্ধি। পার্থিব ধর্ম্ম " ইহা করিও, উহা করিও না,, এই রূপ কতক গুলি নিয়ম পালন করিলেই প্রতিপালিত হইল কিন্তু স্বর্গীয় ধর্ম্ম সম্পূর্ণ অন্য রূপ। মনকে পবিত্র করিয়া একেবারে জগদীশ্বরের প্রতি সমর্পণ করিতে পারিলেই স্বর্গীয় ধর্ম্মের পালন করা হয়। বুদ্ধি দ্বারা জগদীশ্বরের স্পষ্ট রূপ সাক্ষাৎ করা যায় না কিন্তু ভক্তি সাথে তাঁহার মূর্ত্তি দেদীপ্যমান দেখা যায়। ঈশ্বর সম্বন্ধীয় প্রকৃত জ্ঞান-দ্বার বুদ্ধি নয় কিন্তু ভক্তি। বুদ্ধি মনুষ্যকে পাপ হইতে নিষ্কৃতি দিতে ও নিরাপদে রাখিতে কখনই পারে না কিন্তু ভক্তি দ্বারা এ উভয়ই সাধন হয়। ইত্যাদি, ইত্যাদি, অতএব যিনি প্রকৃত উন্নতি আকাঙ্খী, তিনি স্বর্গীয় ধর্ম্মাবলম্বন না করিয়া অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতি অচলা ভক্তি না রাখিয়া কার্য্য করিলে কখন কৃত কার্য্য হইতে পারিবেন না।

বক্তৃতাটি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছিল, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে রাজা রাম মোহন রায়ের নাম এক বারও উল্লেখ করা হয় নাই।

ব্রাহ্মদের মধ্যে ক্রমে২ নানা বিধ কর্ম্ম কাণ্ড প্রবেশ করিতেছে বলিয়া কেহ কেহ মনোগত দুঃখিত হইতেছেন, কেহ২ বা বিদ্রূপ করিতেছেন, প্রকৃত বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে, বাহ্যাড়ম্বর ধর্ম্মোন্নতির নিতান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হয় না কিন্তু যদি বাহ্যাড়ম্বর দ্বারা ধর্ম্ম প্রবৃত্তি সকল বলিষ্ঠ হয় তবে উহা দ্বারা দোষ না হইয়া প্রত্যুত অশেষ বিধ গুণের উৎপত্তি হয়। বিবেচনা কর ব্রহ্ম সঙ্গীত। উপসনার অঙ্গ সঙ্গীত নয়, কিন্তু সঙ্গীতে উপাসনা উত্তম হয় বলিয়া উহা ভূমণ্ডলের যাবত ধর্ম্ম সম্প্রাদায়ের মধ্যে আদরণীয়। উপাসনা কালীন চক্ষু মুদ্রিত ও ঐ রূপ।

উৎসবেও অনেকে আপত্তি করিয়া থাকেন। কিন্তু উৎসব আন্তরিক আনন্দের বাহ্য ভাব সুতরাং উহা স্বাভাবিক। হাস্য এক প্রকার উৎসব, যে হেতু উহাতে মনের আনন্দকে প্রকাশ করে। নৃত্যও সেই রূপ। অতএব ব্রাহ্মরা যদি প্রকৃত মনের আনন্দে রাস্তায় রাস্তায় নৃত্য করিয়া বেড়ান, তবে তদ্দ্বারা তাহাদের মনের আনন্দ প্রকাশ ব্যতীত কিছু মাত্র লঘুতা প্রকাশ পায় না। তবে সেই আনন্দটী প্রকৃত চাই। মনে আনন্দ নাই এমত স্থলে হাসিলে তাহাকে কাষ্ঠ অর্থাৎ নিরস হাস্য বলে এবং সে হাস্যতে বৈবক্তির উৎপত্তি করে। সেই রূপ ঈশ্বরেতে প্রেম নাই অথচ ঈশ্বরের-নাম করিয়া নৃত্য করিয়া বেড়াইলে দেখিতে নিতান্ত অসহ্য হয়। তবে যে প্রকৃত ঈশ্বরের প্রেম রূপ পীযুশ পান করিয়া উন্মত্ত হইয়াছে--বৌদ্ধ মহাশয়েরা বিদ্রূপ করিতে পারেন, হল যে মজেছে, সেই জেনেছে--তাহার নৃত্য চেয়ে শোভাকর দৃশ্য ভূমণ্ডলে আর কিছু কি আছে!

প্রাপ্ত।

অন্তঃ পুর স্ত্রী শিক্ষা।

বহুদিন যাবত এদেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রচারিত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে স্থানে২ বহুসংখ্যক বালিকা বিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু এপর্য্যন্ত প্রত্যাশীতব্য ফল লাভনাহওয়ার কারণ কি? সময় সময় অনেকের মনেই এই প্রশ্নের উদয়হয়। বাল্যোদ্বাহই যে এই বিষয়ের প্রধাণ অন্তরায় তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেননা। সত্য বটে বালিকারা যতদিন বিদ্যালয়ে অধ্যয়ণ করে, ততদিন বিলক্ষণ উন্নত লক্ষণ প্রদর্শন করিয়া থাকে। এমন কি বালকদিগের অপেক্ষাও তাহারা অল্প সময়ে অনেক বিষয় শিক্ষা করে। কিন্তু দুই একখানি গ্রন্থ, এক খানি ইতিহাস, ভুগোলের দুই চারিটী স্থানের নাম এবং গণিতের যোগ বিয়োগাদির দুই একটী নিয়ম শিখিলেই প্রকৃত বিদ্যা শিক্ষা হয় না। ফলতঃ বিজ্ঞানাদি অধ্যয়ন দ্বারা চরিত্র সংশোধিত ধর্ম্মজ্ঞান ও কর্ত্তব্যজ্ঞান লাভ না হইলে কখনই বিদ্যার প্রকৃত উদ্দেশ্য সংসাধিত হইতে পারেনা। বিজ্ঞানাদি উচ্চতর শাস্ত্র অধ্যয়ন দূরে থাকুক স্ত্রীলোকের অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয় গুলিই তাহারা অবগত হইতে পারে না। কি প্রকার পারিবে? সাত, আট, উর্দ্ধ সংখ্যা নয় দশ বৎসরের উর্দ্ধবয়েসী বালিকারা কখনো বিদ্যালয়ে পাঠ করেনা। তাদৃশী কোমল--বয়স্কা বালিকারা গৃহকর্ম্ম কি শিশুপালনাদি যুবতী-জনোচিত বিষয় কি বুঝিতে সক্ষমা হয়? পক্ষান্তরে তদ্রূপ বয়সে বিবাহ না দিলেই নয়। তখন পিত্রালয়ই থাকুক, কিম্বা শশুরাশ্রমে গমন করুক সেই দিন হইতে তাহার বিদ্যা-বৃক্ষ মুলে কুঠারাঘাত হইল। চর্চ্চা না থাকাতে বাল্যকালে যাহা কিছু শিখিয়াছিল তাহাও ক্রমে২ বিস্মৃত হইয়া যায়।

যখন বর্ত্তমান স্ত্রী শিক্ষা প্রণালীর এই রূপ অবস্থা, তখন সকলিই ইচ্ছা করিবেন, হয় স্ত্রী শিক্ষা একেবারে রহিত হয়, নতুবা বর্ত্তমান প্রণালী সংশোধিত হয়। স্ত্রী শিক্ষা যখন উপকারী বস্তু তখন ইহা রহিত না করিয়া সংশোধনে যত্ন করাই স্বদেশহিতৈষী ও [illegible] ব্যক্তি দিগের কর্ত্তব্য। এবিশয় সংশোধন করিবার দুইটী উপায় আছে। এক বাল্য-বিবাহ নিবারণ, দ্বিতীয়তঃ অন্তঃপুর শিক্ষা প্রণালীর প্রবর্ত্তন। কিন্তু প্রথম উপায়টী বড় সহজ নয়। পুত্রের পরিণয় বিলম্বে দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু যে-পর্য্যন্ত বাঙ্গালী দিগের মনে " অষ্টম বর্ষে ভবেদ্ গৌরী ,, ইত্যাদি শাস্ত্রোক্ত বচন জাগরূক থাকিবে, তাবত (দুই এক জন ব্যতীত) কেহই স্বীয় দুহিতা দিগকে অধিক বয়স পর্য্যন্ত অপরিণেতা রাখিবেন না। সুতরাং প্রথম উপায় অবলম্বন কেবল বাতুলতা মাত্র।

দ্বিতীয় উপায়টী অপেক্ষাকৃত অনেক অনায়াস-সাধ্য। অর্থ সচ্ছলতা থাকিলে অধুনা উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রী লাভ বড় কষ্ট কর ব্যাপার নহে। যাহার দিগের তাদৃশ অর্থ নাই, তাঁহারা অনায়াসে স্বীয় আত্মীয়াদিগের শিক্ষা বিধান করিতে পারেন। আজি কালি এমন ভদ্র স্থান বাঙ্গলা দেশে অতি বিরল, যাহাতে গ্রামের

মধ্যে অন্ততঃ একটী পুরুষও শিক্ষা দিতে অক্ষম। সংপ্রতি স্ত্রী বিদ্যালয়-পরিদর্শিকা নিয়োগের যেরূপ প্রস্তাব হইতেছে, তাহাতে এবিষয় আরো সহজসাধ্য হইবে। যাঁহারা এ প্রণালীর বিরুদ্ধ বাদী, তাঁহারদিগকে অনুরোধ করি, একবার "বামা-বোধিনী সভার" গত বর্ষের কার্য্য বিবরণ পাঠ করিয়া দেখিবেন। এই প্রণালী বিস্তারিত রূপে প্রচলিত হইলে যে, কতিপয় বর্ষ মধ্যে স্ত্রী শিক্ষার প্রচুর ফল লক্ষিত হইবে, তদ্বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। সংপ্রতি দেশীয় মহোদয় গণ এবং গবর্ণমেণ্টের নিকট সবিনয় নিবেদন এই যে তাঁহারা অন্ততঃ এক বার ইহার কার্য্য কারিতা ও ফলোপধায়কতার বিষয় পরীক্ষা করিয়া দেখুন।

সংবাদাবলী।

কিছু দিন হইল মাগুরা সবডিবিজানে হত্যাসহ একটী ডাকাইতি সংঘটিত হইয়াছে। তদ্বিবরণ পাঠক বর্গকে পশ্চাৎ জানাইব।

শ্রীযুত সুটর সাহেব ও বাবু গঙ্গাধর ঘোষ পুলিস ইনেস্পেকটরের যত্নে মাগুরা সব ডিবিজনে কয়েক মাস হইল একটী বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। তাহাতে অধুনা ২০। ২৫টী বালিকা অধ্যয়ন করিতেছে। প্রাগুক্ত উভয় ব্যক্তিই তত্রত্য বাসী ও আমারদিগের ধন্যবাদাস্পদ সন্দেহ নাই।

যশোহরের পল্লিগ্রাম সমূহে ও সহরে ওলা উটার প্রাদুর্ভাব হওয়াতে শ্রীযুত মনরো সাহেব এক সরকুলার জারি করিয়াছেন। অধিবাসীদিগের পানাহারে সাবধানতা লওয়াই তাঁহার উদ্দেশ্য উদ্দেশ্য উত্তম সন্দেহ নাই, কিন্তু কতদূর কার্য্যকারী হইবে সন্দেহ।

মুক্তাগাছার জমীদার শ্রীযুত বাবু সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরি মহোদয় ঢাকা প্রকাশে এই বিজ্ঞাপন দিয়াছেন—"বাঙ্গলা ও সংস্কৃত ভাষায় অভিনব গ্রন্থকার এবং পত্রিকা প্রচারক মহোদয়গণকে এই বিজ্ঞাপন দ্বারা অবগত করান যাইতেছে যে তাঁহারা যে কোন বাঙ্গলা ও সংস্কৃত পুস্তক কি অভিনব বাঙ্গলা পত্রিকা প্রচারিত করিবেন, তাহার এক ২ খণ্ড আমার নিকট অনুগ্রহ করিয়া প্রেরণ করিলে আমি তাহার মূল্য ডাক মাশুল সহ প্রেরণ করিতে ইচ্ছুক আছি"। জগদীশ্বরের-রাজ্যে কত অরণ্যে কত সুগন্ধ ময় পুষ্প প্রস্ফুটিত রহিয়াছে!

ঢাকা প্রকাশের কোন সংবাদ দাতা মুরশিদাবাদের কালেক্টরির কেরাণী হেম বাবু বিষ যোগে প্রাণত্যাগ করাতে ইহাই বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন "কি জন্যে যে হেম বাবু আত্মার প্রতি বিরক্ত হইলেন জানা যায় নাই।" কি ভ্রম! আত্মার প্রতি না শরীরের প্রতি!

একজন আমেরিকান নাপিত বলেন যে পৃথিবীতে তাহার তুল্য ক্ষৌরিকার্য্যদক্ষ আর কেহ নাই। তিনি এক মিনিটে একজন মানুষকে ক্ষৌরি করিতে পারেন এবং ইহা হইতে অল্প সময়ের মধ্যে যদি কেহ উত্তম ক্ষৌরি করিতে পারেন তবে তাহার নিকট তিনি ৫০০০০ টাকা হারিবেন। কি উচ্চ অভিলাষ!

আগামী আগষ্ট মাসে সূর্য্যের সম্পূর্ণ গ্রহণ হইবে। ইহার পর্য্যবেক্ষণের নিমিত্ত মেজর টেনাণ্ট সাহেব আর কয়েক জন জ্যোতির্বিদ সহ প্রস্তুত হইতেছেন। মছলিপাটমের নিকটস্থ কোন স্থান পর্য্যবেক্ষণের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহাদের গমনাগমনের ব্যয় ভারতবর্ষীয় ও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট [illegible] দিবেন, আমাদের দেশীয়রা কেহ যাইবেন না?

বাঙ্গালোরে এক জন হিন্দু ধর্ম্ম যাজক একটী মসজিদের সম্মুখে মুসলমানদের উপাসনার সময় উপস্থিত হইয়া বাদ্য করত তাহাদিগকে ত্যক্ত করিত। তথাকার সদর আমিন তাহাকে এরূপ গর্হিত কার্য্য করিতে নিষেধ করেন সে তাহা না শুনিয়া তাহার নিজ সম্প্রদায়ী কতক গুলি লোক সমভিব্যাহারে ঐ মসজিদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া মুসলমানদের সহিত বিবাদ করিতে আরম্ভ করে। ঝগড়াটি ক্রমশঃ এরূপ গুরুতর হইয়া উঠে যে সৈন্যের সাহায্য আবশ্যক হইয়াছিল। হিন্দুরা অনড় ভাবে মসজিদের সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিয়া নানা অত্যাচার করিতে লাগিল। পরে তাহাদের বিরুদ্ধে তিন বার সঙ্গিন চালিত হইলে তাহারা চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল গাউরির সাহেব ধর্ম্ম যাজককে তিন হাজার টাকা জরিমানা করিয়াছেন। ধর্ম্ম যাজক সহর হইতে পাঁচ মাইল অন্তরে আসিয়া অবস্থিত করিতেছে, এবং যে পর্য্যন্ত তাহার উপর ন্যায় বিচার না হইবে সে পর্য্যন্ত সে সহরে প্রবেশ করিবে না। ধর্ম্ম যাজক বীর পুরুষ বটে কিন্তু নিতান্ত গর্হিত কর্ম্ম করিয়াছেন তাহার সন্দেহ নাই।

ইউরোপে ৫৩০০০ মাইল রেলওএ স্থাপিত হইয়াছে যথা—ইংলণ্ড, স্কটলাণ্ড ও আয়ারলণ্ডে ১৩৮৮২, ফ্রান্সে ৪৯৪৯, প্রসিয়ায় ৫৪৮০, অষ্ট্রিয়ায় ৪০০১, বাবেরিয়ায় ৫২০৮, সাক্সনিতে ১০৮৭, বেলজিয়মে ১৯১০, ইটালিতে ১০২০, স্পেইনে ৩৭১৬, রুসিয়ায় ২৮৯০, মকি। আমেরিকায় ৪৯৯০, ইউনাইটেড ষ্টেটসে ৩২৮৯১ (৩১৫০১০ প্রস্তুত হইতেছে) ভারত বর্ষে ৪০৭০, এবং অষ্ট্রেলিয়ায় ৬৯৬।

এডুকেশন গেজেট হইতে সংগৃহীত। নিম পাতা, উচ্ছেপাতা, কাল তুলসীর পাতা, গোল মরিচ প্রত্যেক তুল্যাংশ লইয়া মর্দ্দন করিয়া কুলের আঁটির ন্যায় বড়ি প্রস্তুত করিবেক এবং যাহাদের সংক্রামক জ্বর ও প্লীহা আছে তাহাদের তাহার একটী বড়ী সকালে ক্ষেত্র পটপটীর ঘুসড়ার রস অনুপান দ্বারা সেবন করিবে। বৈকালে আরএক বড়ী জল দিয়া মাড়িয়া সেবন করিবেক। প্লীহা থাকিলে প্রাতে গোমুত্র অনুপান দ্বারা ঔষধ সেবন করা বৈধ। পরিষ্কার জল দিয়া মাড়িয়া ঔষধ সেবনেও ক্ষতি হয় না।

বালক ও শিশুর পক্ষে বয়সানুসারে অর্দ্ধ কি সিকি মাত্র বিধি।

উপরিউক্ত ঔষধটি এদেশে একরূপ প্রচলিত আছে বিশেষতঃ একজন স্কুল ডিপুটী ইন্স্পেক্টর ইহাদ্বারা শত শত রোগিকে আরোগ্য করিয়াছেন। ঔষধটী পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। কুইনাইনে দেশের সর্ব্বনাশ করিল।

ইংলিস ম্যানের হাইদ্রাবাদস্থ সংবাদ দাতা সর সালার জঙ্গের প্রতি যে হত্যার চেষ্টা হয় তদ্বিবরণ এই রূপ লিখিয়াছেন। যখন তিনি পাল্কি আরোহণ করিয়া দরবারে গমন করিতেছিলেন, তখন এক ব্যক্তি উপর্য্যুপরি তাঁহার দিকে দুইটী গুলি করে। প্রথম গুলিটি তাঁহার এক জন সেবকের শরীরে লাগিয়া তাহাকে একেবারে হত করে অপরটী তাঁহার সহভিব্যাহারী আর এক ব্যক্তিকে আহত করে। সেই ব্যক্তি মৃত হইয়াছে। সর সালার [illegible] উপস্থিত হইলে [illegible] তাঁহার হত্যাকারির হস্ত হইতে মুক্তি পাইয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন। যে ব্যক্তি হত্যা করিতে উদ্যত হয় সে [illegible] মসজিদের এক জন শান্তিরক্ষক। এই হত্যাকারির সহকারী আর এক ব্যক্তি ছিল। তাহার চরিত্র অতিশয় মন্দ এবং সে অতিশয় ভাঙ্গাসক্ত। সে বলে যে সালার জঙ্গের ইংরাজদের সহিত প্রণয় থাকায় সে তাহার জীবন বিনাশে উদ্যত হয়। যে স্থানে সালার জঙ্গ আক্রান্ত হইয়াছিলেন, তিনি সেই দিক দিয়া প্রকাশ্য রূপে এবং নিশঙ্কচিত্তে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের [illegible] পরীক্ষকগণ সংপ্রতি কাজ করিতে গেলে গবর্ণমেণ্ট হইতে রাহাদারি পাইবেন।

হিন্দু পেট্রিয়ট রাউয়েল সাহেবের একখানি পত্র হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া যাহা প্রকাশ করিয়াছেন তাহার মর্ম্ম এই। আমার পুরাতন বন্ধু এবং শিক্ষক তর্কবাগীশের মৃত্যু সংবাদে অতিশয় দুঃখিত হইলাম। আমি ভক্তি এবং প্রীতির সহিত তাঁহাকে সদা সর্ব্বদা স্মরণ করি। তিনি এক জন প্রকৃত অধ্যাপক ছিলেন এবং তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া আমি বিশেষ আনন্দিত হইতাম। তিনি এক জন প্রকৃত পণ্ডিত ছিলেন এবং তিনি বিদ্যার জন্য বিদ্যা উপার্জ্জন করিতেন। তাঁহার একটি ফটোগ্রাফ থাকিলে আমি বড় সন্তুষ্ট হইতাম।

নেলোর জেলার অন্তর্গত অহিনিকেতে গো। ছাগাদির দমন দেবা সমারোহ পূর্ব্বক হইয়াগিয়াছে পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা এবার পশুর সংখ্যা অধিক হইয়াছিল এবং ঐ জেলাতে একণ [illegible] শুভ ফল উত্তমরূপে অনুভূত হইতেছে, কারণ গো ছাগাদির ভাল করিবার নিমিত্ত সকলই মনোযোগী হইয়াছে।

[illegible] একটি লোমহর্ষণ ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছে। রাম দিন নামক এক জন [illegible] পুত্রের স্ত্রীর সহিত অপর এক জন কৃষ্ণপুত্রের আসক্তি হয়। ইহা প্রকাশ হওয়ায় রাম দিন, দ্বিতীয় সময় শয্যা হইতে উত্থান করিয়া তাহার স্ত্রীকে যে ভ্রষ্টা করে তাহার গৃহে অগ্নি লাগাইয়া দেয়। গৃহ মধ্যস্থ ব্যক্তি গণ কোন ক্রমে রক্ষা পাইয়াছে। কিন্তু তখন [illegible] লোক [illegible] রাম দিন কে পরিবেষ্টন করিয়া দাঁড়াইলে সে আর বাঁচিবার উপায় নাই দেখিয়া "মায়ের জয় হউক" বলিয়া ঐ প্রজ্বলিত অগ্নি শিখায় ঝম্প প্রদান করিয়া আত্মপ্রাণ বিনাশ করিল। লম্পটদের গতি কোথা হইবে!

রাজপদে নিয়োগ।

কেষ্ট পাড়ার সহকারী মাজিষ্ট্রেট ডবলিউ ওলডহাম সাহেব কটকে ডিপুটী কালেক্টর ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন। তিনি আরও সেসনে অর্পণ করিবার মকদ্দমার প্রথম বিচার করিতে পারিবেন।

যত দিন সি, ইলস, সাহেব ভারতবর্ষে অনুপস্থিত থাকিবেন এবং যত দিন টিওর্বার্ড সাহেব চিন হইতে প্রত্যাগমন না করিবেন তত দিন ভারত বর্ষির গবর্ণমেণ্টের সম্মতির প্রতীক্ষা করিয়া লেপ্টেনণ্ট গবণর বঙ্গদেশে গমনশীল কুলিদিগের উপনিবেশ প্রেরণ কার্য্য রক্ষাবধারণ জন ডাক্তার এস, এস, পায়কোরের নিযোগ সম্মতি দিয়াছেন।

বাবু রসিক লাল বসু বর্দ্ধমানের প্রধান সদর আমীন হইবেন।

বাবু গোপীনাথ বসু যশোহরের প্রধান সদর আমীন হইবেন।

যত দিন বাবু রজ লাল বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ সরকারি কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তর থাকিবেন তত দিন জে, এফ বকলুন সাহেব প্রতিনিধি ডিপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডিপুটি কালেকটর হইয়া দ্বিতীয় শ্রেণির অধিন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

এচ জি সার্প সাহেব হুগলির সহকারি মাজিষ্ট্রেট ও কালেকটর হইয়া দ্বিতীয় শ্রেণির অধিন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

কাপ্তেন ই, ওয়াট, ওয়াল কট্ হাজারিবাগে প্রধান শ্রেণীর সহকারী কমিসনর হইয়া মাজিষ্ট্রেট ও সদর আমীনের ক্ষমতা পাইবেন

জে, সি, প্রাইস সাহেব ময়মনসিংহের প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

বাখর গঞ্জের প্রতিনিধি ডেপুটীমাজিষ্ট্রেট্ ও ডেপুটী কালেক্টর, বাবু হিরালাল মুখোপাধ্যায় পদ প্রাপ্ত হইয়া ষষ্ঠ শ্রেণীতে নিযুক্ত হইলেন।

নিম্ন লিখিত ভদ্রলোকেরা ভাগলপুরের বিদ্যা বিষয়ক সভার সভ্য হইবেন।—

বি,উড্সাহেব। রেবরেণ্ড জে, ডব্লিউ, আডামস্। বাবু অতুল চরণ মল্লিক। বাবু গোপাল চন্দ্র সরকার সভার সেক্রেটরি হইবেন।

কামরূপের সহকারি কমিসনর লেপ্টেনেণ্ট জে, বটলার্ শিবসাগরে বদলী হইবেন।

কক্স বাজারের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জে,এ, ক্রেবণ সাহেব সদর মহকুমা চট্টগ্রামে বদলী হইবেন।

যতদিন, ই, সি, কাষ্টার সাহেব বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন, এচ কনকোর সাহেব বাখর গঞ্জের প্রতিনিধি সিবিল সেসিয়ান জজ হইবেন।

চিরাপুঞ্জের রেবরেণ্ড এচ, রবার্ট এতদ্দেশীয় খৃষ্টিয়ান দিগের বিবাহ সম্বন্ধ বিধি দিতে পারিবেন।

যত দিন বাবু জগমোহন রায় বিশেষ সরকারি কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তর থাকিবেন তত দিন বাবু আনন্দ চন্দ্র সেন প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডিপুটী কালেক্টর হইয়া বালেশ্বরে দ্বিতীয় শ্রেণির অধিন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

হাজি পুরের সহকারি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এক ডবলিউ আর কাউলি সাহেব উক্ত উপবিভাগে লাইসেনস্ ট্যাক্সর আইনানুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা প্যাইবেন।

জাজ পুরের সহকারি মাজিষ্ট্রেট ও ডিপুটী কালেক্টর জি, জে, এচ, হজকসন সাহেব লাইসেনস আইনানুসারে উক্ত বিভাগে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

নিম্ন লিখিত ভদ্র লোকেরা দার জিলিঙ্গের মিউনিসিপাল কমিসনর হইবেন। এচ, এস, হেবলক সাহেব। জে, এচ, ডরল্ সাহেব।

টি, এচ, এচ, পর্ট সাহেব কিছু দিনের জন্য মেদীনি পুরের প্রতি নিধি মাজিষ্ট্রেট, ও কালেক্টর হইবেন। তিনি ৭ই ফেব্রুয়ারি দুই প্রহরের সময় হর্বেল সাহেবের নিকট কার্য্য ভার পাইয়াছেন।

মান ভূমের সহকারী কমিসনর, জি, জে, বি, ভালটন লোহারডগতে বদলী হইয়া তথায় প্রথম শ্রেণীর অধীন মাজিষ্ট্রেট ও মুন্সেফের ক্ষমতা পাইবেন।

বড় পেটার সহকারী কমিসনর ডব্লিউ, ও, এ, বেকেট সাহেব আসামে প্রধান সদর আমীনের ক্ষমতা পাইবেন।

মজল দিহির অতিরিক্ত সহকারী কমিসনর জ, জে, এস্ ডিকর্ণ সাহেব আসামে প্রধান সদর আমীনের ক্ষমতা প্যাইবেন।

যত দিন এচ টকার সাহেব বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন জে, এচ, ব্রেউন সাহেব দিনাজ পুরের প্রতিনিধি সিবিল ও সসিয়ান জজ্ হইবেন।

যত দিন এচ আর, কক্রেল সাহেব বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তর থাকিবেন, তত দিন, এ, আর, টমসন্ সাহেব প্রতিনিধি নিগাজ রিমেম্বুান্সর হইবেন।

এচ বেবরিজ সাহেব হুগলির জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কলেক্টর হইবেন।

জি, এস, পার্কস সাহেব শ্রীহট্টের জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইবেন। কিন্তু যত দিন অন্য আজ্ঞা না হয়, তত দিন করিদ পুরের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর থাকিবেন।

বাবু অমূল্য চরণ মল্লিক সাহাবাদের বন্দোবস্ত করিবার নিমিত্ত কিছু দিনের জন্য প্রতিনিধি ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

যত দিন ডবলিউ, এচ, টমসন্ সাহেব বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন, মৌলবী আবদুল জব্বর সেরাজ গঞ্জ উপবিভাগের ভার পাইয়া পাবনা ও বগুড়াতে মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

ডবলিউ, ও বিলি সাহেব কৃষ্ণগঞ্জ উপবিভাগের ভার পাইয়া পূর্ণীয়ার মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

যত দিন টি, স্মিথ সাহেব বিশেষ সরকারী কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তর থাকিবেন, তত দিন পশ্চিম দুয়ারের ডেপুটী কমিসনর লেপ্টেনণ্ট কর্ণেল ই, এ, রাউলাট্ আপনার কার্য্য ভিন্ন কুচবেহারের ডেপুটী কমিসনরের কার্য্য করিবেন।

নিম্ন লিখিত ভদ্র লোকেরা রঙ্গপুরের সাধারণ শিক্ষা সভার সভ্য হইবেন এ, ডি, মার রুর সাহেব। বাবু মহেশ চন্দ্র সরকার।

বাবু অভয় চরণ বসু ঢাকার এক জন অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট হইয়া মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

লেপ্টেঃ জে, বরণ বারাকপুরের কাণ্টনমেণ্ট ও মাজিষ্ট্রেট, ও ছোট আদালতের জজ হইয়া ২য় পরগণার মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

কলিকাতার পুলিসের ডেপটী কমিসনর, মেজর, জে, এস, প্রেবাস চব্বিশ পরগণার মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

যত দিন, সি, এচ মটেসর সাহেব বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন ডবলিউ জে, হয়েল সাহেব বর্দ্ধমানের প্রতি নিধি কমিসনর হইবেন।

বিবিধ।

১৮৬৭ সালের ইণ্ডিয়ান অ্যাডমিনিষ্ট্রেশন আনাল্স ১ খণ্ডে ৩৪৮ পৃষ্ঠায় রাজপুতনা রাজ্য শাসন প্রণালীর উল্লেখ করিয়া সংগ্রাহক ইহাই উক্তি করিয়াছেন "যদিও রাজপুতনা অপেক্ষা আমাদের অধিকৃত দেশ সর্ব্বাংশে উত্তম রূপে শাসিত হইতেছে তত্রাচ বোধ হয় সেখানকার প্রজারা এ দেশস্থ প্রজাপেক্ষা অধিক সন্তোষে আছে, ইহার কারণ বোধ হয় যে বিদেশীয় অপেক্ষা স্বদেশীয় দ্বারা রাজ্য শাসিত হইলে মনুষ্য মাত্র সন্তুষ্ট থাকে যে হেতু এটা মনুষ্যের স্বাভাবিক ইচ্ছা"। ওগো স্বার্থশূন্য রাজপুরুষেরা তোমরা তাহাকি জ্ঞাত আছে? জ্ঞাত আছ বই কি, সকল জান এটা জান না এমন বোধ না, কল জ্ঞাত আছ তাহাই জেবাস তোমাদের স্বার্থ।

এগ্রামে একটী পোলিস কাঁড়িতে দুই জন কনেষ্টবল আছেন, এক জনের বেতন ২০ আর এক জনের ১০। উক্ত সিনিয়ার হেড কনেষ্টবল কোন বদখ দিনায় ৩০ টাকা উৎকোচ পান। থানায় প্রত্যাগমন করিলে জুনিয়ার হেড কনেষ্টবল ঐ টাকার ভাগ চাহিলেন, সিনিয়ার হেড কনেষ্টবল তাহা কোন ক্রমে দিতে স্বীকার হইলেন না। ইহাতে জুনিয়ার (ইনি কিছু বলবান) সিনিয়ারের হস্ত পদ বন্ধন করিয়া রৌদ্রে চিত করিয়া রাখিল। সিনিয়ার হেড কনেষ্টবল অতিশয় ভীরু, একে মনরো সাহেবের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ, তাহাতে উৎকোচ গ্রহণের ন্যায় কুকর্ম্ম, সিনিয়ার হেড কনেষ্টবল চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিলেন। পরিশেষে টাকার অংশ হইয়াছিল কি কেবল জানিতে পারি নাই।

ঐ অশেষ গুণের নিধি হেড কনেষ্টবল, এক ঘুঁসের মকর্দ্দমা তদারক করিতে গিয়া আবার ঘুঁস খান। ইহা প্রকাশ হওয়াতে পূর্ব্বকার মকর্দ্দমা স্থগিত রাখিয়া কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা কনেষ্টবলের মকর্দ্দমাই করিতে লাগিলেন। এই মকর্দ্দমা তদারক করিতে স্বয়ং ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট যান। তাহার স্বয়ং যাওয়ার হেতু বোধ হয় এই, তিনি স্বয়ং না গিয়া অন্য পোলিস কর্ম্মচারিকে পাঠাইলে আর একটী ঐ রূপ মকর্দ্দমা হওয়ার বিচিত্র ছিল না, তাহা হইলে কিন্তু প্রথমোক্ত ব্যক্তির পক্ষে ভাল হইত, তাহার মকর্দ্দমার বিচার কোন কালেও হইত না।

দিন কয়েক গত হইল যশোহরের মুন্সেফের নাজিরের সহিত এখানকার আডিসনাল জজের সাক্ষাত হয়। জজ সাহেব নাজির কে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমাদের আফিসে কতেক জন আমলা আছে"। নাজির। "ওজন"। সাহেব। "তোমাদের মেরেস্তাদারের বেতন কি?"। নাজির "২৫টাকা" সাহেব। "তোমার মাহিয়ানা?" নাজির। "১৫ টাকা।" সাহেব, বলিতে পারেন আমাদের মাহিয়ানা বৃদ্ধি হবে এমন কিছু শুনেছেন।" সাহেব "হাঁ শুনা হে"। "কবে হবে সাহেব?" "জলদি হবে" নাজির মহাশয় একটু ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন" সাহেব কত দিন পরে হবে"

...হেব মুখ ভার করিয়া আপনার দাড়িতে হস্ত দিয়া বলিলেন "বৎ, তাহারা দাড়ি পাকেনা, তব তাহারা তলব বাড়েনা

ভূমণ্ডলের তাবত জাতীর মধ্যে এক একটী জাতীয় উৎসব আছে, কিন্তু এ দেশে ও রূপ কিছু না থাকাতে কেহ কেহ সেই অভাবটী পুরণ করিবার নিমিত্ত যে তারিখে পলাশির যুদ্ধ হয়, সেই তারিখে এই দেশে একটী উৎসব করিবার মনস্থ করেন। প্রস্তাবটী মন্দ নয় কিন্তু সে উৎসব কি জন্যে, এদেশ ইংরাজাধিকার হইয়াছে বলিয়া, না যবনাধিকার গিয়াছে বলিয়া?

যাঁহারা অধিক পরিমাণে মদ্য পান করেন তাঁহাদের অসাধ্য কোন ক্রিয়া পৃথিবীতে নাই, আর যাঁহারা অধিক পরিমাণে মদ্য পান করেন, তাঁহারা সকলেই পূর্ব্বে মিতপায়ী ছিলেন।

ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ একত্রিত হইয়া আবিসিনিয়ার যুদ্ধে প্রবর্ত্ত হইয়াছেন, ইহা দেখিলে আমাদের দৈত্য ও বামনের বন্ধুতা মনে হয়। গৌরব ও স্বার্থ দৈত্যের, কিন্তু শোণিত পতন বামনের।

নিচের সংবাদটী আমাদের নিকটস্থ কোন বন্ধুর প্রেরিত।

"সম্প্রতি একটী বড় আশ্চর্য্য ঘটনা হইয়া গিয়াছে। ঘটনাটী এ রূপ আশ্চর্য্যকর, অসম্ভব, অদ্ভুত, আমোদজনক, হাস্যাস্পদ অথচ ভীতিজনক পূর্ণ যে বলিতে লজ্জা ও দুঃখ হয়, ও সেই সঙ্গে হাস্যও পায়। ব্রিটিষ মিশনারি মহাশয়দের উচিত যে তাঁহারা অবিলম্বে এখানে উপস্থিত হয়েন, যে হেতু একটী ইউরোপীয় আত্মা নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে।

আপনি অবগত আছেন এখানে শ্রীযুক্ত—সাহেব এক জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। তিনি শেষ কালে বিবাহ করেন তাহাও জানেন। কিছু দিন গত হইল তাঁহার স্ত্রীর গুলা উঠা হয়, ইহাতে সাহেব ব্যাকুলিত হইয়া আর কি করেন সর্ব্বতরাহারি বাঙ্গালি ভক্তদের পরামর্শানুসারে এখানকার বিখ্যাত হরিতলার সিন্নি মানেন ও সেখানকার মৃত্তিক আনিয়া মেম সাহেবের কপালে দেন। মেম সাহেবের অদৃষ্টে এত ছিল। সে যাহা হউক, হরির কি মহিমা। মেম সাহেব আরোগ্য হইলেন। তখন সাহেবের ভক্তিরস একেবারে উথলিয়া উঠিল। তিনি তখনি ৫ টাকার হরির লুঠ দিলেন, ও মহাসমারোহ করিয়া হরির পূজা দিলেন। সাহেবের ইহাতেও তৃপ্তি হইল না, তিনি সেই স্থানে এক খানা পূজার গৃহ প্রস্তুত করিয়া দিলেন।

মেম সাহেব কি অবস্থায় আছেন জানি না, কিন্তু তাঁহার স্বামী যেখানে এ রূপ করিলেন সেখানে তাঁহার সাবিত্রী ব্রত করা উচিত।

বৈষ্ণবদের আনন্দের সীমা কি? যাহা হউক আমরা বড় ভাগ্যবান যে এ রূপ ঘটনা দেখিতে পাইলাম। সকলের অদৃষ্টে ঘটে না।"

কুসংস্কার

যে ব্যক্তি সত্যকে সমাদর করেন, তিনিই মনোবৃত্তিসমুদায় কর্ষণের প্রকৃত ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন, কিন্তু সেরূপ লোক বিরল। যদি সত্যানুসন্ধানের ইচ্ছা থাকে তবে নম্র হও, জগদীশ্বরের সৃষ্টির প্রকাণ্ড ব্যাপার, অনির্ব্বচনীয় কৌশল, ও চমৎকারিত্ব দর্শন করিয়া মস্তক নত কর, এবং দাম্ভিকতা ও আত্মাভিমান সমূলে উৎপাটন কর।

অধিক বিদ্যোপার্জ্জন করিলেই সত্যের প্রতি শ্রদ্ধার বৃদ্ধি হয় না, বরং অনেক স্থলে তদ্বিপরীত দেখা যায়। এমন কি অধিকাংশ লোকে বিদ্যোপার্জ্জন করিতে গিয়া তাহাদিগের সারল্য ও সত্য প্রিয়তা একেবারে বিসর্জ্জন দেন। এ রূপ অশুভকর ফলোৎপত্তি বিদ্যোপার্জনের নয়, বিদ্যাপার্জ্জনের বর্ত্তমান প্রথার।

যাঁহারা অধিক বিদ্যোপার্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহাদের কুসংস্কার অধিক বলবৎ বলিলে শুনিতে পরস্পর বিরোধী বোধ হইবেক, কিন্তু এ কথাটি নিতান্ত অমূলক নহে। প্রকৃত সত্যপ্রিয়, বালক। মনুষ্যের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে ২ নূতন ২ সংস্কারের সঞ্চার হয়, ও তখন সত্যের প্রতি স্নেহটি অবসৃত হইয়া সংস্কার গুলিতে অর্পিত হয়। যদি মনুষ্যের এমন কোন স্বাভাবিক ক্ষমতা থাকিত, যদ্দারা মন্দ সংস্কার হইতে ভাল সংস্কার বাছিয়া লইতে পারিতেন, তবে ইহাদ্বারা তত দোষ হইত না।

সত্য গ্রহণের নিমিত্ত যাহার মনোদ্বার অনবরত উদ্ঘাটিত রহিয়াছে, সত্য যে ভাবে আসুক না কেন, প্রার্থনীয়ই হউক, আর অপ্রার্থনীয়ই হউক, পরিচিত হউক, আর অপরিচিত হউক, আইলেই যাহার নিকট সমাদৃত হয়, তাঁহারি মন বিদ্যার ফল প্রাপ্ত হইয়াছে।

কোন একটি নৈসর্গিক ঘটনার অস্তিত্বে বিশ্বাস করা অপেক্ষা অবিশ্বাস করা অধিক কুসংস্কারের কার্য্য, কারণ একটি প্রমাণ সাধ্য, আর একটি প্রমাণাসাধ্য। এক ব্যক্তির মন্ত্রে ধ্রুব বিশ্বাস আছে, যে মন্ত্র দ্বারা সর্প বিষের নিরাকরণ হইতে পারে আর এক জন তাহা কোন ক্রমেই বিশ্বাস করেন না; ইহার মধ্যে অধিক কুসংস্কারাবিষ্ট কে? মন্ত্রের যদি প্রকৃত এরূপ শক্তি থাকে, তবে তাহা স্বচ্ছন্দে প্রমাণ করা যাইতে পারে; কিন্তু যদি তাহা না থাকে তবে তাহা প্রমাণকরা এক প্রকার অসাধ্য। যাঁহাদের মন যথার্থ জ্ঞানালোক দ্বারা উজ্জ্বলিত, তাঁহাদের ইহাই বলা উচিত যে উপযুক্ত প্রমাণ না পাইলে মন্ত্রের এরূপ শক্তিতে বিশ্বাস করিব না; কিন্তু মন্ত্র কাণ্ডই যে মিথ্যা ইহা কখন বলা কর্ত্তব্য নয়। তবে কেবল এরূপ হইলে বলিতে পারেন, যে মন্ত্রের ও শক্তি স্বীকার করিলে, আর একটী অখণ্ডনীয় সত্যকে খণ্ডন করিতে হয়। এই রূপ কোন প্রমাণ না পাইয়া, যিনি মন্ত্রকে অবজ্ঞা ও ঘৃণা করেন, তিনি ঘোর কুসংস্কারাবিষ্ট।

প্রমাণ না পাইয়া বিশ্বাস করা উচিত নয় বলিলে, সেই সঙ্গে প্রমাণ না পাইলে অবিশ্বাস করাও যে অনুচিত তাহা বলা হয়। বিশ্বাস ও অবিশ্বাস দুই শব্দের ভাবার্থ এক, তবে একটি ভাবাত্মক, আর অন্যটি অভাবাত্মক। যে একান্ত অবিশ্বাসী সে আবার অবিশ্বাসের পক্ষে একান্ত বিশ্বাসী। অতএব উপরি উক্ত যুক্তি দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। যে যাহারা কোন নৈসর্গিক ঘটনার বিষয় শুনিবা মাত্র পূর্ব্ব সংস্কারানুসারে তাহাতে অবিশ্বাস করেন, তাহাদের বিদ্যোপার্জ্জনের প্রকৃত ফল না হইয়া বরং তদ্বিপরীত ফল হইয়াছে।

দেড় বৎসর গত হইল মহোদয় নেলসান সাহেবের উৎসাহে এখানে আমেরিকান স্পিরিচিউলীজ্ঞাম প্রচার হয়, ও কিছু দিনের মধ্যে উহা নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, গৃহে গৃহে, এরূপ প্রবেশ করে যে ঐ কথা ভিন্ন আর কিছু শুনা যাইত না। কিন্তু এক্ষণে লোকের উহাতে আর সে রূপ উৎসাহ নাই। কেহ কেহ প্রচুর প্রমাণ পাইয়া উহা সত্য সিদ্ধান্ত করিয়া গোপনে গোপনে চক্র করিতেছেন, ও লোক সমাজে হাস্যাস্পদ হইবার ভয়ে প্রকাশ করেন না। কেহ কেহ বা উহা অসত্য বলিয়া উহাতে আর শ্রদ্ধা করেন না। অনেকাংশ লোকেই উহার সত্যতার প্রমাণ না পাইয়া বিরক্ত হইয়া অনুসন্ধানে বিরত হইয়াছেন।

যদি স্পিরিচিউলিজাম সত্য হয় তবে আর কোন জন্যে না হউক, সত্য বলিয়াই বহু মূল্য। আর যদি উহা সত্য না হয়, তবে যত শীঘ্র উহাকে মনুষ্যের মন হইতে দূর করা যায় ততই মঙ্গল, যে হেতু উহাতে ভূমণ্ডলের সভ্যতম জাতী আমেরিকানদের মধ্যে এক কোটী এবং ইয়োরোপে ৩০ লক্ষ লোককে উন্মত্ত করিয়াছে। অতএব সত্যই হউক, আর মিথ্যাই হউক, স্পিরিচিউলিজামের প্রকৃত অনুসন্ধান যে নিতান্ত প্রয়োজনীয় তাহার সন্দেহ নাই।

এদেশে স্পিরিচিউলিজাম সম্বন্ধে মোটে তিন খানি পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে। একখানি এক জন পাদরি সাহেবের কৃত, তিনি স্পিরিচিউলিজামে বিশ্বাস করেন কিন্তু উহার চর্চ্চার আপত্তি করেন। আর এক খানি বাবু ভোলানাথ পালের কৃত। ইনি উহার বিরোধী। ভোলানাথ বাবুর পুস্তকের স্থূল মর্ম্ম এই "আমরা স্পিরিচিউলিজামের অনুসন্ধান করি নাই ও উহার সত্যতার কোন প্রমাণ পাই নাই অতএব উহা অসত্য ও ঘৃণের"। যদি পারি আমরা ভবিষ্যতে ভোলানাথ বাবুর পুস্তকের সমালোচনা করিব।

তৃতীয় খানি বাবু শিব চন্দ্র দেবের অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান। উহা আমেরিকান ও ইংরেজী পুস্তক হইতে সঙ্কলিত। অধ্যাত্ম নামটি সর্ব্বাঙ্গ শুদ্ধ হয় নাই, কিন্তু যত দিবস উহা অপেক্ষা উত্তম নাম না পাওয়া যায়, তত দিবস আমরাও ঐ সংজ্ঞাটী ব্যবহার করিব।

পরিশেষে ইহাই বক্তব্য যে পাঠক মহাশয়েরা কৃপা করিয়া নিরপক্ষভাবে আমাদের লিখিত প্রস্তাব ও ঘটনা গুলিন পাঠ করিবেন। যদি অধ্যাত্মবিজ্ঞান সত্য হয়, তবে স্বর্গের দ্বার উদ্ঘাটিত হইবে ও মানব জাতীর সর্ব্ব প্রধান শত্রু শোক পরাজিত হইবে। আমরা শুদ্ধ এক পক্ষের মতামত লিখিব না। যিনি এ সম্বন্ধে কোন প্রস্তাব আমাদের নিকট পাঠাইবেন, তাহা স্বপক্ষ হউক, আর বিপক্ষ হউক, পাইলেই আমরা মুদ্রিত করিব। ফল ভরসা করি, অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের প্রমাণ করা অপেক্ষা-যে সত্য অনুসন্ধানে আমাদের একান্ত বাসনা, তাহা কার্য্যের দ্বারা প্রমাণ করিব।

প্রেরিত পত্র।

মান্যবর শ্রীযুত অমৃতবাজার পত্রিকা
সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

ভাগীরথী--নীর-পুঞ্জোপরে বিগত-প্রাণ
নরদেহ-আসীন বায়স।

তটিনীর নীর পুঞ্জে, দেখ, ভাসি যায়,
বসিয়া বিগত-প্রাণ-নরদেহে পাখী;
আঘাতে প্রখর—চঞ্চু হরিষ অন্তরে
ক্ষণেতাতে, কা, কা, করি ক্ষণে ইতস্ততঃ
চাহে তীর-বয় পানে; কি কহিছে যেন
তীর-স্থায়ী প্রতিলোকে ডাকি উচ্চৈঃস্বরে?
কি কহিছে? শবে এত আঘাতিছে কেন?
করিতেছে দস্তবুদ্ধি প্রতি হিংসা ছলে।
তাই ডাকি কহে নরে, কি গৌরবকর?
তব দেহ পরিণাম দেখ এবে আসি।
বিবিধ বস্তুজ, সদা পুষিয়াছ যারে;
যাতে এত অভিমানী; কালে মমসম
কদাকার পাখী, যারে ঘৃণা কর সদা,
প্রাসিছে আনন্দে তাহা রাখি পদতলে।
শুনেছ কি, লোকবৃন্দ, কিবলে বায়স
মবভরে, তোমাসবে উদ্দেশ করিয়া?

গোয়াড়ী
১৮ মাঘ
১২৭৪
শ্রীদঃ

মান্যবর শ্রীযুত অমৃত বাজার পত্রিকা
সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

নিচের লিখিত পদ্যটী যদি আপনকার পত্রিকা মাঝে স্থান পাইবার উপযুক্ত হয়, অনুগ্রহ পূর্ব্বক স্থান দিয়া বাধিত করিবেন।

স্তোত্র।

বিনাতব কৃপাবিন্দু জীবনে কি ফল
সংসার তরঙ্গ মাঝে করে কে সবল।
এসেছি আমার হেথা কিসের কারণ।
গাইতে তোমার যশ আমার সৃজন।
এ অবনি মাঝে কিছু নহে তো আমার,
ভুঞ্জিতেছি যত কিছু সকলি তোমার।
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা তোমার নিয়মে,
ঘুষিয়া তোমার যশ সদা তারা ভ্রমে।
চরাচর যত দেখি চৌদিকে আমার,
তব যশ গুণাবলী করিছে প্রচার।
এই যে বসুধা মাঝে বসু অগণন,
কাহার অদ্ভুত শক্তি করিছে ঘোষণ?
এই যে অধম আমি বিষয়ের দাস,
কাহার মঙ্গল ভাব করিছি প্রকাশ?
কাহার পিযুষ পানে জীবন ধারণ?
যে জন করেছে সৌর জগত সৃজন।
কে দিল মানস-রাজ্যে প্রভুত্ব আমার?
"এক মেবাদ্বিতীয়ং" যে ব্যাপ্ত চরাচর।
তুমিই সে, মহাত্মন্, আদ্যন্ত কারণ,
তুমিই সে দীন নাথ, পতিত পাবন।
তোমার করুণাবলে যত জীব গণ,
প্রফুল্ল হৃদয়ে বিশ্বে করিছে ভ্রমণ।
তব অন্নে এই তনু হইল সবল,
তোমার অনুধি দেয় জীবন নির্ম্মল।
যখন বোসন্ত কালে অথবা উষায়,
প্রকৃতি তোমার গুণ এক তানে গায়,
বিহঙ্গম কুল যবে বসিয়া কুলায়,
কৃতজ্ঞতা ফুলে মন উৎসর্গে তোমায়।
খুলিয়া মনের দ্বার, যত জীব গণ,
এক তানে করে চিত্ত তোমাতে অর্পণ,
কোন শৈল সম হৃদি পারে থাকি বারে,
এক বার পিতা বলি না ডাকি তোমারে?
কিন্তু এ বিষম পাপী, অসদনুচর,
পাপ শরে অবিরত হয়ে জর জর,
মা মা মা মা মা মা বলি না ডাকে তোমায়,
তবু তুমি মুহূর্ত্তেকে না ভুল আমায়।
দীপ শিখা, জ্যোতি পূর্ণ, উঠিয়া আকাশে,
মায়াবিনী পিশাচিনী কি শোভা প্রকাশে,
নির্ব্বোধ পতঙ্গ চয় না চিনি আনন,
যেমতি মাতিয়া যায় করিতে চুম্বন।
তেমতি পাপের শোভা নয়ন রঞ্জন,
মোহিত করিল মোরে দিয়া দরশন,
তুষিতে মানস তৃষ্ণা ধরিলাম তায়,
এখন ছাড়িতে নারি কি হবে উপায়,
দহিল যে দাবানলে এবে হৃদি বন,
ক্রমেতে সকল তরু হৈল অচেতন,
সকলি হইল শেষ এবে শূন্য কায়,
না সরে বদনে বাণি ডাকিতে তোমায়,
রক্ষা কর দয়াময় পতিত পাবন,
অনাদি অনন্ত তুমি জগত কারণ,
এই ভিক্ষা তব পদে একান্ত আমার,
ও মুখ সুধাংশু কভু না ভুলি তোমার,
যখন যে ভাবে থাকি, সম্পদে বিপদে,
প্রেমে বদ্ধ থাকে মন যেন তব পদে,
লও তুমি যাহা কিছু দিয়াছ আমায়,
কেবল বাঁচাও মোরে তোমার কৃপায়।

গোয়াড়ী
১৪ মাঘ
১২৭৪।
কস্যচিৎ ছাত্রস্য।

বিজ্ঞাপন।

অমৃত বাজার পত্রিকার গ্রাহক মহাশ
তাঁহাদের দেয় স্ব স্ব অগ্রিম মূল্য সত্বর পাঠ
দিয়া বাধিত করিবেন। যাঁহারা মূল্য প্রেরণ ক
বিলম্ব করিবেন, তাঁহাদিগকে বেশি দিতে হই
কলিকাতায় আমাদের পত্রিকার এজেন্ট
স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু হরো লাল রায় কি
কাসি পুরে নড়াল বাবুদিগের মোক্তার শ্রীযুক্ত
উমেশ চন্দ্র ঘোষ এবং কৃষ্ণনগরে কৃষ্ণন
ইংরাজী-বঙ্গ বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু অ
পদ বন্দোপাধ্যায় বি, এ, মহাশয়গণকে নি
করা গেল। গ্রাহক মহাশয়েরা পত্রিকার মূল্য
আনার ষ্ট্যাম্প সহ ইহাদের নিকট অথবা এ
বারেই অমৃতবাজারপত্রিকা আফিসের অ
ধ্যক্ষের নিকট প্রেরণ করিলে পত্রিকা পাইবে
শেষোক্ত ব্যক্তির নিকট পাঠাইলে বেশি
আনার ষ্ট্যাম্প লাগিবেক না।

বিজ্ঞাপন।

অমৃতবাজার পত্রিকার মূল্যের নিয়ম

অগ্রিম বার্ষিক	৫ টাকা	ডাকমাশুল ৩ টা
" ষাণ্মাসিক	৩	১৸০
ত্রৈমাসিক	২	৷৷০ আনা
প্রত্যেক সংখ্যার	৷০	⁄০

বিজ্ঞাপন।

এই পত্রিকার বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্য নির্ণয়।
প্রত্যেক পংক্তির প্রতি।

প্রথম ও দ্বিতীয় এবং তৃতীয়বার	⁄
চতুর্থ এবং তত্যোধিক বার	⁄১০

বিজ্ঞাপন।

সংগীত শাস্ত্র, প্রথম ভাগ।

উল্লিখিত পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে। উহার দ্বার
নানা বিধ গীত ও বাদ্য গুরুপদেশ ভিন্ন অভ্যাস
হইতে পারিবেক। উক্ত পুস্তক কলিকাতস্থ সংস্কৃত
ডিপোজিটারিতে এবং কলিকাতায় কলেজ ষ্ট্রীট
ব্যানার্জি এণ্ড ব্রদারসদের লাইব্রেরিতে, এবং
নিম্ন স্বাক্ষরকারির নিকট তত্ত্ব করিলে গ্রাহ্য-
ক মহাশয়েরা পাইতে পারিবেন। মূল্য ৷৷০
আনা, ডাকমাশুল এক-আনা। কেহ নগদ ৫ টাকার
বা তদধিক মূল্যের পুস্তক লইলে শত করা ১২৷৷০
টাকা এবং ৫০ টাকা বা তদধিক মূল্যের পুস্তক
লইলে শত করা ২৫ টাকা কমিসন পাইবেন।

শ্রীনীল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য।
যশোহর অমৃত বাজার।

এই পত্রিকা যশোহর অমৃত বাজার অমৃত প্রবাহিনী যন্ত্রে শ্রীযুক্ত ... দ্বারা প্রকাশিত হয়।

যে যত উন্মাদ আবদ্ধ আছে, তাহাদের অনেকের বয়ঃক্রম ২০ হইতে ৪০ বৎসর পর্য্যন্ত। কি কি হেতুতে বাতুলতা উপস্থিত হয় তাহা নিচের তালিকা দেখিলে স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

উন্মাদ গ্রস্থ হইবার হেতু নির্ণয়।

খ্রিষ্টাব্দ।	শতকরা মাদকদ্রব্য হইতে।	শতকরা মৃগিরোগ হইতে	শতকরা শোক হইতে।	শতকরা পিতামাতা হইতে।
১৮৬৩	৮৬,৩	৭	১.৪	৫০
১৮৬৪	৮৭,৮	৯,১	১.৪	
১৮৬৫	৭৭	৪	৫	৪.৭৫
১৮৬৬	৭২.৫	৫	৫.৩	৩.৪

উপরের তালিকা দেখিলে মাদক দ্রব্য ব্যবহারের শোচনীয় ফল দৃষ্ট হয়। এক শত উন্মাদের মধ্যে ৮০ জন মাদক দ্রব্য ব্যবহার করিয়া উন্মাদ হইয়াছে। কি আশ্চর্য্য! গবর্ণমেণ্ট ইহা বিশেষরূপে জানিয়াও ইহার নিরাকরণের উপায় করেন না, বরং এই সমুদায় বিষবৎ সামগ্রী লইয়া অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করেন। মাদক দ্রব্যের মধ্যে গাঁজা আবার সর্ব্বাপেক্ষা অনিষ্টকারী, ও গাঁজা, সিদ্ধি, চরস প্রভৃতিতে গবর্ণমেণ্টের ১৩ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা লাভ। গবর্ণমেণ্টের বিবেচনায় ১৫লক্ষ লাভ বড় না সহস্র২ ব্যক্তির উন্মাদ হওয়া বড় তাহা তাঁহারা জানেন।

যত প্রকার বায়ু রোগ আছে তাহা প্রায়ই চিকিৎসকের অসাধ্য। শুনিতেপাই যে ফ্রান্সে ও আমিরিকায় মেস্মেরিজম দ্বারা বায়ুরোগের চিকিৎসা মুহূর্ত্তের মধ্যে হইয়া থাকে। শুদ্ধ শ্রবণ করা নয়, আমরা এরূপ ঘটনাস্বচক্ষেও দেখিয়াছি, ডাক্তারদের উচিত যে তাঁহারা ম্যাগনেটিজামের প্রকৃত এরূপ শক্তি আছে কি না তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখেন। আমরা একটা ঔষধ জানি ও তাহার দ্বারা অতি অবাধ্য ও অনিষ্টকারী ক্ষিপ্ত ব্যক্তিকেও অতি অল্পসময়ের মধ্যে বালকের ন্যায় বাধ্য ও নম্র করা যায়। সেটী প্রেম।

মনরো সাহেব ও মুক্তিয়ারগণ।

লোকের মনে এই রূপ প্রতীতি আছে, যে মুক্তিয়ারদের অসাধ্য কর্ম্ম নাই। উৎকোচ দেওয়া, জাল করা, মিথ্যা বলা, সাক্ষী পড়ান, মুক্তিয়ারদের অঙ্গের ভূষণ। এ অপবাদ কত দূর সত্য তাহা জানি না। মুক্তিয়ারদের যে রূপ অবস্থায় চাকুরী করিতে হয়, তাহাতে যে কুকর্ম্ম না করিয়া ক্ষান্ত থাকার যো নাই, সেটী কিন্তু মিথ্যা নয়। হয় জীবিকা নির্ব্বাহোপায় পরিত্যাগ করিতে হইবে, আর নয় কুকর্ম্ম করিতে হইবে, এই রূপ বন্দ বস্ত করিয়া মুক্তিয়ার গণ চাকরী করিতে প্রবর্ত্ত হন।

মুক্তিয়ার গণ যে কুকর্ম্ম করেন তাহার অর্দ্ধেক ভাগ জমিদারদের। মড়াইলের জমিদার চন্দ্র বাবু সরল ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন যে তাঁহারাই তাঁহাদের অধীন কর্ম্মচারীগণকে অল্প বেতন দিয়া এক প্রকার কুকর্ম্ম করিতে ইঙ্গিত করেন।

মুক্তিয়ারী পদটি সামান্য নয়, উকিল দিগের তুল্য এবং অনেক মুক্তিয়ার ভারি২ হাইকোর্টের উকীল তুল্য ক্ষমবান, সুতরাং এমন স্থলে ১০ টাকা কি ২০ টাকা আয়ে তাহাদের তৃপ্ত ও হয় না, চলেও না, সুতরাং অসৎপথাবলম্বী হওয়া ভিন্ন তাহাদের পক্ষে অর্থোপার্জ্জনের কোন উপায় নাই।

যাহারা এমন বিবেচনা করেন যে মুক্তিয়ারি কর্ম্মটীই দুষ্কর্ম্মের মূল ও মুক্তিয়ার গণকে বিধাতা সকল ধর্ম্ম কর্ম্ম হইতে বিবর্জ্জিত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাদের ভারি ভ্রম। দুষ্কর্ম্মান্বিত হওনের একরূপ বলবৎ কারণ থাকা সত্ত্বেও অনেকে ধর্ম্ম-ভিত ও ন্যায় পরায়ণ মুক্তিয়ার দেখা যায়।

মুক্তিয়ার গণের দুষ্কর্ম্মে বিলিপ্ত হওয়ার আর একটী কারণ কর্ত্তৃপক্ষের তাচ্ছল্য। তাহাদের চরিত্র সংশোধনের নিমিত্ত হাকিম গণ যদি বিশেষ দৃষ্ট রাখেন তবে তাহারা অপ্রতিহত ভাবে অসৎ কার্য্য সম্পাদন করিতে পারে না। দুষ্কর্ম্ম দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিতে না পারিলে তাহাদের ব্যয় নির্ব্বাহ হয় না, সুতরাং নেয্য উপায়ে মুক্তিয়ারিতে আয় পরিবর্দ্ধিত হওয়ার সম্ভব যে পর্য্যন্ত না হয় ক্ষমতা বান ভদ্র লোকেরা তত দিন মুক্তিয়ারি শ্রেণী ভুক্ত হন না, এবং জমিদার ও ধনাঢ্য গণের দায় ঠেকিয়া তাহাদের বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিতে হয়।

মনরো সাহেব এ জেলার মাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টর পদে আরূঢ় হইয়া দেখিলেন রাজ বিচারালয়ে অনেক দুষ্কর্ম্ম প্রচলিত আছে। উৎকোচ গ্রহণ, মিথ্যাচরণ, জাল করণ প্রভৃতি এত প্রাদুর্ভব, যে কোন মকর্দ্দমার নথি প্রকৃতাবস্থায় পাওয়ার যো নাই, কোন সাক্ষ্যের প্রতি নির্ভর কি কোন দলিলের সত্যতার উপর বিশ্বাস করা যায় না। এমন স্থলে অসাধারণ যত্ন ও পরিশ্রম করিলেও কোন মকর্দ্দমার প্রকৃত অবস্থা জ্ঞাত হওয়া অসম্ভব। ধর্ম্ম-ভিত ও ন্যায় পরায়ণ ব্যক্তি গণের এমন অবস্থায় কাজ করা নিতান্ত ক্লেশ কর। তিনি বিচারালয় দুষ্ক্রিয়া হইতে সংশোধন করিবার জন্য নিযুক্ত হইলেন এবং অনেক অনুসন্ধান দ্বারা বুঝিতে পারিলেন যে কাছারিতে ঘুষ, জাল প্রভৃতি যত পাপ প্রচলিত আছে তাহার [illegible] মুক্তিয়ারেরা। মুক্তিয়ার শ্রেণীকে সৎ বলম্বী করিতে পারিলে সমুদয় না [illegible] অনেক কুক্রিয়া হইতে বিচারালয় [illegible] মুক্ত হইবে। তিনি এই সিদ্ধান্ত [illegible] মুক্তিয়ার গণকে সংশোধন করিতে [illegible] হইলেন; কিন্তু কি উপায়ে এটী সিদ্ধ [illegible] পারে? মুক্তিয়ার গণের দুষ্কর্ম্মে অ[illegible] হওয়ার কারণ কি? ঈশ্বরকে ভয় ক[illegible] পাপ হইতে বিরত থাকে এমন [illegible] ছুটী কি একটী পাওয়া যায়। অহ[illegible] আত্মাদর, আত্মাভিমান প্রভৃতি [illegible] ঘোর পাপ পংকিলে পতিত হও[illegible] প্রধান বাধা। যাহাদের এগুলি [illegible] তাহারা সহস্র২ প্রলোভন সত্বেও পা[illegible] কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে পারে না, আর যা[illegible]দের এগুলি অভাব, তাহারা সকল র[illegible] পাপই করিতে সক্ষম। মুক্তিয়ার গ[illegible] হৃদয়ে এ পাপ প্রতিষেধক গুণ কয়েক[illegible] উত্তেজিত না থাকায় কেবল তাহা[illegible] উৎকোচ, মিথ্যাচরণ, জাল প্রভৃতি কিছু মাত্র ঘৃণা প্রকাশ করেন না, অতএ[illegible] যদি কোন উপায় দ্বারা এসব জাগরূ[illegible] করিয়া দেওয়া যায়, তবে নিশ্চিৎ তাহা[illegible] পাপকে ঘৃণা করিবেন। মনরো সাহেব এ[illegible]রূপ সাব্যস্ত করিয়া কি উপায়ে এই[illegible] উপলব্ধি হইতে পারে তাহা অনুসন্ধানে নিযুক্ত হইলেন এবং দেখিলেন যে পৃথি[illegible]বীর বর্ত্তমান অবস্থায় স্বার্থই সকল কার্য্যে[illegible] বলবৎ প্রয়োজক। যদি দুষ্কর্ম্মাম্বি[illegible] মুক্তিয়ারগণ তাহাদের চরিত্রের জন্য হাকিমদিগের নিকট প্রকাশ্য রূপে অগম্য[illegible] দৃত হন এবং যদি এটী জন সাধরণের কর্ণগোচর হয় তবে তাহাদের স্বার্থের বিশেষ হানি আছে; তদ্রূপ সচ্চরিত্র দ্বারা কর্ত্তৃপক্ষের সমাদর ও বিশ্বাস ভাজন হওয়াতে তাহাদের স্বার্থ সাধন হইতে পারে এবং এই রূপে তাহাদের চরিত্র সংসোধন করিতে নিম্নোক্ত উপায় অবলম্বন করিলেন। এখানে প্রধান হাকিম, সুশিক্ষিত ও সাধারণ মান্য ব্যক্তিগণ দ্বারা লেগেল সোসাইটি নামক একটি সভা সংস্থাপন করিয়া আপনি সভাপতি পদে অভিষিক্ত হইলেন। প্রধান উকীল ও যাহাদের চরিত্র নিতান্ত কলুষিত নয় এরূপ মুক্তিয়ারগণ ও সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইলেন। সভার উদ্দেশ্য থাকিল আইন ঘটিত তর্কবিতর্ক করা ও মুক্তিয়ার গণের চরিত্র সংশোধনের কি উপায় হইতে পারে তাহার অনুসন্ধান ও তাহা কার্য্যে পরিণত করা। (সভাসংস্থাপনের কিছু দিন পূর্ব্বে [illegible]

মু[illegible]

বিখ্যাত [illegible]

যাহার ইচ্ছা তিনিই সভার সভ্য হইতে পারিবেননা। অধিকাংশ সভ্যগণ যাঁহার সাধু চরিত্রের বিষয় সাক্ষ্য দিবেন তিনিই সভ্য শ্রেণীতে ভুক্ত হইতে পারিবেন। ঘুকিয়ার গণের চরিত্র পর্য্যাবেক্ষণ করার ভার সভ্য গণের উপর থাকিল। যখন যিনি সাধু চরিত্রের পরিচয় অকৃত্রিম রূপে দিবেন, তখনই তাঁহাকে সভার সভ্য বলিয়া বরণ করা যাইবেক। যদি কোন ঘুকিয়ার অসচ্চরিত্রের নিদর্শন দেখায়, তবে তাহাকে লজ্জা দেওয়ার নিমিত্ত সভায় তাহার বিষয় উত্থাপিত হইবে এবং তিনি কোন ভয়ানক দোষে দূষিত হইলে সভাগণ শুদ্ধ তাঁহাকে লজ্জা দিয়াই ক্ষান্ত থাকিবেননা, কর্ত্তৃপক্ষকেও তাহার চরিত্রের বিষয় জ্ঞাত করাইয়া তাঁহাকে ঘুকিয়ারি শ্রেণী হইতে বহিষ্কৃত করিবার জন্য অনুরোধ করিবেন। মনরো সাহেব ইহা করিয়াই ক্ষান্ত হইলেননা। তিনি যখন যে ঘুকিয়ারকে দেখিতেন, তখনি তাঁহাকে সদুপদেশ দিতেন। জেলার প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ, বিশেষতঃ দোর্দ্দাণ্ড প্রতাপান্বিত মনরো সাহেব যখন উৎসাহ সহকারে ঘুকিয়ার গণের চরিত্র সংশোধন করিতে প্রবর্ত্ত হইলেন তখন সে যত্ন যে ফলবান হইবে, তাহার প্রতি আর সন্দেহ কি! ঘুকিয়ার গণের হাকিমের সভাসদ্ হওয়ার অভিলাস উত্তেজিত হইয়া উঠিল, যাহারা চরিত্র সংশোধন দ্বারা সভাসদ্ হইয়াছেন, তাহাদের গৌরব সর্ব্বত্র প্রচার হইল; কাজেই পশারও পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল, চরিত্র সংশোধনের এটীও কম প্রলোভন নয়। এইসমুদয় কারণে এখানকার ঘুকিয়ারগণ ক্রমশঃ সাধু হইতে আরম্ভ হইলেন; কিন্তু মনরো সাহেব দেখিলেন যে যদিও ঘুকিয়ার গণের চরিত্র সংশোধিত হইতেছে, কিন্তু যদি তাহাদের আয় বৃদ্ধি হওয়ার কোন ন্যায্য উপায় করিয়া দেওয়া নাযায়, তবে এটী দীর্ঘকাল স্থায়ী হওয়া অসম্ভব এবং যদি জমিদারগণ তাহাদের অধীনস্থ ঘুকিয়ারগণকে ১৮৬৫ সালের ২০ আইনানুসারে দশ আইন সংক্রান্ত সর্ব্বদমারি কিজ দেন অথবা তাহাদের বেতন বৃদ্ধি করিয়াদেন তবেই এটী উপলব্ধ হইতে পারে এবং এতদ্বিষয় তিনি এখানকার জমিদার গণের কর্ণ গোচর করাইলেন। তাঁহার এযত্ন কতদূর কার্য্যকারী হইয়াছে, তাহা আমরা জানিনা, শুনিয়াছি কেহ২ [illegible]দারগণের বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন।

[illegible] বিবেচনায় জাল, উৎকোচ, [illegible] প্রভৃতি পাপের প্রস্রবণ রাজ [illegible]। [illegible] কর্ম্মচারিগণ সাধু হন এবং [illegible] হইতে বিরত থা[illegible] তবেই [illegible] গুলি তিরোহিত হয়।

মনরো সাহেব এই মূলে হস্তক্ষেপ করিয়া অনেক উপকার করিয়াছেন, যদি অন্যান্য জেলার হাকিমেরা এবিষয়ে মনরো সাহেবকে অনুসরণ করেন, তবে এমঙ্গলটী আমাদের দেশের সর্ব্বত্রই বিস্তৃত হয়।

—:o:—

বালিকা-বিদ্যালয়ে অবশ্য-শিক্ষনীয় কতিপয় বিষয়।

[বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা-প্রথা অনেক দিন যাবত এদেশে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, কিন্তু আজিও সাধারণে ইহা সমাদৃত না হইবার কারণ কি? প্রত্যেক বিষয়েরই একটী প্রত্যক্ষ এবং গৌণ ফল আছে; প্রথম বিধ ফলেই মানব-মন অধিক আকৃষ্ট হয়। কিন্তু বর্ত্তমান স্ত্রী-শিক্ষা-প্রণালীতে প্রত্যক্ষ ফল দূরে থাকুক, পরোক্ষ ফল লাভ হয় কি না সন্দেহ। যে দুইটী ফলের কথা উল্লেখ করিলাম, তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি, তবেই পাঠক বর্গ বুঝিতে পারিবেন।] বিদ্যার অর্থকরী ও জ্ঞানকরী দুইটী শক্তি আছে। অর্থাৎ বিদ্যা দ্বারা কর্ম্মক্ষম হইয়া লোকে অর্থ উপার্জ্জনে সমর্থ হয়, এবং বিদ্যাতে জ্ঞান মার্জ্জিত হইয়া মনুষ্য গণ বিমল মানসিক সুখ উপভোগ করেন। যদিও স্ত্রীলোক দিগকে অর্থোপার্জ্জন করিতে না হউক; তথাচ তাঁহার দিগের এমন অনেক বিষয় জানা নিতান্ত প্রয়োজন যাহাতে কথঞ্চিৎ অর্থ দ্বারা সুচারু রূপে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারেন। এবম্বিধ-শিক্ষাদান অভাবে স্ত্রী-শিক্ষার উন্নতি প্রত্যাশা নিষ্ফল। প্রায় বালিকা বিদ্যালয় মাত্রেই দেখাযায়, দুই চারি খানি সাহিত্য, গণিতের সাধারণ কয়েকটী নিয়ম, এক খানি ইতিহাস, এবং কয়েকটী স্থানের নাম শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। কি প্রণালীতে এ সকল বিষয় শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য, তাহা আগামীতে বলিতে ইচ্ছা রহিল; সংপ্রতি স্ত্রীলোকের অবশ্য-জ্ঞাতব্য কয়েকটী বিষয়ের উল্লেখ করাই এপ্রস্তাবের উদ্দেশ্য।

সংসার ক্ষেত্রে প্রবেশ মাত্র পুরুষদিগকে যদ্রূপ বিষয় কর্ম্ম, কৃষি, বাণিজ্য, অথবা অন্য কোন না কোন প্রকারে অর্থোপার্জ্জন করিতে হয়, পরিণয় হইবা মাত্র স্ত্রীলোকদিগের স্কন্ধে তদ্রূপ রন্ধনের ভার অর্পিত হয়। ঐশ্বরিক বিষয় সম্পত্তি বিশিষ্ট ব্যক্তি, এবং সুদীর্ঘ বেতন ভোগি কর্ম্মচারীদিগের স্ত্রীলোকেরা রন্ধন নাকরিয়া পারেন। কিন্তু এমন স্থান অতি বিরল, যেখানে তাদৃশ লোকের সংখ্যা অধিক আছে। [illegible] প্রত্যেক অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে নিস্ব ও মধ্যবিত্ত লোকের সংখ্যাই অধিক। ইহারদিগের আয় ব্যয় দেখিলে, নিস্বদিগের কথা ত দূরে থাকুক, মধ্য বিত্ত লোকের মধ্যে একপব্যক্তি অল্প আছেন, যাহারা নিয়মিত রূপে সূপকার ব্রাহ্মণ রাখিতে পারেন। এমতাবস্থায় তাঁহাদের স্ত্রীলোক দিগের সহিত "শয়া কাঠির দলাদলি" থাকিলে কিরূপে চলে? হিন্দু সমাজে থাকিয়া তাঁহারা ভৃত্য দ্বারা "দশকর্ম্ম" সারাইয়া লইতে পারেন না। ওদিকে একজন সূপকার ব্রাহ্মণ রাখিতে গেলে অন্যূন ৭।৮ টী টাকার প্রয়োজন। এক স্ত্রী রন্ধন না জানাতেই না মাস মাস এত গুলি অর্থ অনর্থক ব্যয় হইল! স্ত্রীর একটু সুখ হয় বটে, কিন্তু একপ সুখে রাখিতে গেলে তিন দিনে অনেকের চালের খড় উড়িয়া যায়। স্ত্রীভক্ত-মহাত্মারা যাহাই বলুন না কেন, স্বামীর অসুবিধা যে স্ত্রীর দরুন হইবে, আমারদের মত অনেকেই তেমন "পোসাকী" স্ত্রী ভাল বাসিবেন না। কেবল স্বামীর অসুবিধা নয়, এতন্নিবন্ধন শ্বশুর বাড়ী যাইয়া স্ত্রীলোক দিগকে ননন্দ্ প্রভৃতির নিকট ভয়ানক যন্ত্রনা পাইতে হয়। অতএব রন্ধন স্ত্রীলোক দিগের একটী প্রধান জ্ঞাতব্য বিষয়। সংপ্রতি কি রূপে তাহা শিক্ষা দিতে হইবে তাহার উল্লেখ করিতেছি।

শিক্ষক কিম্বা শিক্ষয়ত্রীর উচিত যে তাঁহারা প্রত্যহ অন্যান্য পাঠ্য বিষয়ের সহিত রন্ধন বিষয়ে একটি২ উপদেশ প্রদান করেন। পরন্তু তাঁহার দিগেকে প্রথম২ এদেশ প্রচলিত সাধারণ অন্ন, ব্যঞ্জন, তদনন্তর পিষ্টক, ও লুচি ইত্যাদি প্রস্তুত করিতে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। পলান্ন প্রভৃতি প্রস্তুতি বিষয়ে শিক্ষা না দিলেও ক্ষতি নাই। কেননা আমরা সে সব সামগ্রী সচরাচর ব্যবহার করি না। বিশেষতঃ বালিকারা বয়ো প্রাপ্ত হইলে তৎ সমুদায় পুস্তক দেখিয়া শিক্ষা করিতে পারে। ক্রমাগত ছয় দিবস ছয়টী বক্তৃতা প্রদান পূর্ব্বক, সপ্তম অর্থাৎ অবকাশ দিবসে, তাহা পরীক্ষা করিবেন। প্রশ্ন দ্বারা পরীক্ষা গ্রহণ করা আমার দিগের বিবেচনায় বড় ফলোপধায়ক হইবে না। স্কুল গৃহের এক প্রান্তে, অথবা অন্য কোন উপযুক্ত স্থানে রন্ধন সামগ্রী লইয়া বালিকা দিগের দ্বারা পূর্ব্ব কয়েক দিন রন্ধন বিষয়ে যে কয়েকটী উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, সেই সকল ব্যঞ্জন পাক করাইবেন। বালিকা দিগের ভ্রম লক্ষিত হইলে, শিক্ষক তৎক্ষণাৎ সংশোধন করিবেন, সপ্তাহে না হয়, পক্ষান্তে অবশ্যই একপ

হন। শেষে না ইহাই লইয়া রাণীর সঙ্গে তাহার বিবাদ। কমিশনার ইহাতে বিরক্ত হইয়া গুজরাট মহল, বালেশ্বর, মেদিনীপুর হইতে ২০ জন শোয়ার ও এক-শত পোলিশ সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছেন। লেফটেনেণ্ট চেম্বার্স এই ক্ষুদ্র সৈন্য দলের সেনাপতি হইয়া তথায় উপস্থিত হইয়াছেন। ইংরাজ দিগের ন্যায়পরতার কি চমৎকার পরিচয়!

গত বৎসর ম্যাসি সাহেব অহিফেণের যে দর সাব্যস্ত করেন এবার তাহা অপেক্ষা দর ১০০ গুণ বৃদ্ধি অর্থাৎ চেষ্ট প্রতি ১২৫০ টাকা ধার্য্য হইয়াছে, এই দরে শুদ্ধ অহিফেণ হইতে গবর্ণমেণ্টের ৬১৩৪১৮০০ টাকা উৎপন্ন হইবে।

রাজপুতনা রাজ্যের সীমায় দাঙ্গা হওয়ায় ইন্দোরের দরবার ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট সাহায্য করিতে স্বীকার করিয়াছেন।

রেবেনিউ বোর্ড আগামী বর্ষে লবণ হইতে কি উৎপন্ন হইতে পারে, তাহার যে এষ্টিমিট দিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। কলিকাতা, চট্টগ্রাম ও উড়িষ্যা বন্দরের লবণ বিক্রয়ের কর ২২৭৯৬৩৯৩

লবণ বিক্রয়	২৩৩৭১০২
লবণের একসাইস	৪৬৫৪০২
লবণের গোলার কর	৩০১৫০
বিবিধ	৩৭৬৫৭
মোট	২৫৬৬৬৬০০

পায়োনিয়ার বলেন, যে "বেরেলির নিকটে কয়েক জন পদাতিক এক পল্লিস্থ লোকের সহিত বিবাদ করে। বিবাদের হেতু এই, পদাতিক গণ গ্রামস্থ একটি স্ত্রীলোকের নিকট একটু জল চায়, কি তাহাদের তাম্বুতে প্রত্যাগমন করিবার পথ জিজ্ঞাসা করে, ইহাতে গ্রামস্থ লোকেরা জুটিয়া তাহাদিগকে লাঠি লইয়া আক্রমণ করে। এক জন গোরা অত্যন্ত আহত হয়, ও তাহাকে ছাড়াইয়া আনিবার নিমিত্ত অন্যান্য সেপাহিরা চেষ্টা করিতে গিয়া দৈবাৎ এক জন গ্রামস্থ লোকের মৃত্যু হয়" এ সংবাদটী শুনিয়া অবাক হইবার কোন কারণ নাই, যে হেতু পায়োনিয়ার যাহা বলেন তাহার উলটা বুঝিতে হয় ও উলটা বুঝিলে আর অবাক হইবার কোন কারণ নাই। স্ত্রীলোকটীর নিকট জল চেয়ে ছিল কি পথের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, এ অনুভব মন্দ নয়। ইহাতে গ্রামস্থ লোকেরা গোরা দিগকে আক্রমণ করিল! আহত গোরাকে ছাড়াইয়া আনিতে দৈবাৎ একটী মনুষ্যের প্রাণ নষ্ট হয়! কি নির্লজ্জ!!!

ডাক্তর বলেন, "দর্জ্জিপাড়ায় এক দর্জ্জিপুত্র আশ্চর্য্য গুণ প্রকাশ করিতেছে। তাহার বয়ঃক্রম দুই বৎসর ছয় মাস। এ পর্য্যন্ত কথা বলিতে শিখে নাই, কিন্তু সঙ্কেতদ্বারা আপনার সমুদায় মনোভাব ব্যক্ত করিতে পারে, এবং অন্যের কথাও সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে সক্ষম হয়। তজ্জন্য সকলে তাহাকে মূক অর্থাৎ বোবা অবধারণ করিয়াছেন। এই হাবার বাক্‌শক্তি নাই, কিন্তু মতিশক্তি এমন প্রখরা যে, অশ্বগতিও তাহার নিকট পরাস্ত হয়। সে আপন ইচ্ছানুসারে দর্জ্জিপাড়া হইতে চিৎপুরের সেতু পর্য্যন্ত মহাবেগে গমন করে, এবং পথদর্শক ব্যতিরেকে তথা হইতে বাটীতে প্রত্যাগত হয়। কখন কখন হেদুয়া সরোবরেও ঐরূপ গমনাগমন করে। হাবা এক দিন প্রাঙ্গনে ক্রীড়া করিতে করিতে হঠাৎ নিরুদ্দেশ হইল। আত্মীয়েরা অনেক অনুসন্ধান করিয়াও দেখিতে পাইল না। বাটীতে ক্রন্দন, উঠিল, এইরূপে সমস্ত দিন গেল। যেমন সন্ধ্যা হইল, অমনি হাবা আপনি বাটী আসিল। দুই মাসের মধ্যে ৫। ৬ বার এইরূপ ঘটিল। অধৈকদা দর্জ্জী দেখিল—হাবা ভবন হইতে বাহির হইয়া মহাবেগে উত্তর মুখে গমন করিতেছে! তাহাতে সে নিষেধ করিতে করিতে বালকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল, কিন্তু অতিবেগে দৌড়িয়াও তাহাকে ধরিতে পারিল না; দেখিল, বালক একেবারে চিৎপুরের পুল পার হইয়া, গঙ্গাতটে উপবেশন করিল। ঐরূপ আর একদিন হেদুয়া সরোবর তীরে গমনোপবেশনও দৃষ্ট হইল। ইহার পরে ঐ মূক বালক প্রতিমাসেই ১০। ১২ দিন নিরুদ্দেশ হইত, এবং তাহার ভাব পতিকজ্ঞ আত্মীয়গণ অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে পাইত যে, সে হেদুয়া সরোবর তটে বা চিৎপুরের গঙ্গাতীরে জলোপরি একদৃষ্টে হইয়া উপবিষ্ট রহিয়াছে। এবং সন্ধ্যাকালে কেহ না বলিলেও ঘোরতর বেগে বাটিতে প্রত্যাগত হইয়াছে, ইহাও সকলে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছে। হাবা ক্রমে রাত্রিতেও পলায়নারম্ভ করিল, মাতৃক্রোড়ে নিদ্রিত রহিয়াছে যেমন ঘুম ভাঙ্গিল, অমনি পূর্ব্বোক্তরূপে বাটির বাহিরে ধাবিত হইল। বারম্বার ঐই ব্যবহার দেখিয়া দর্জ্জী এক্ষণে আপন পুত্রকে রুদ্ধপ্রায় করিয়া রাখিয়াছে।"

চিনদেশে চারি প্রকার বিদ্যাবিষয়ক উপাধি প্রচলিত আছে। এই উপাধি গুলি ইয়োরোপীয় দিগের ব্যাচিলর, লাইসেন্সিয়েট, ডাক্তার, এবং একাডিমিসিয়ান (বিদ্যালয়ের পণ্ডিত) উপাধির সদৃশ। প্রথমোক্ত উপাধিদ্বয় প্রদেশের প্রধান নগরিতে এবং শেষোক্তদ্বয় কেবল পিকিনে প্রাপ্তব্য। লাইসেনসিয়েটের পরীক্ষা তিন বৎসর অন্তর গৃহীত হয়। গত সেপ্টেম্বর মাসে ক্যান্‌ক্যিনে লাইসেনসিয়েট পরীক্ষার্থী দিগের সংখ্যা ২০০০০ হইয়াছিল এবং তন্মধ্যে অনেক বৃদ্ধও উপস্থিত হন। উপাধিধারী ব্যক্তিরা বিশেষ২ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যেমন যিনি ব্যাচিলর উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন তিনি অপরাধবন্ত না হইলে তাহার প্রতি শারীরিক দণ্ড বিধান করা যাইতে পারেনা। প্রদেশস্থ লাইসেনসিয়েট পদবিস্থ ব্যক্তিগণ তদ্‌ভাণ্ডার হইতে কিয়ৎ পরিমাণ চাউল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ইহাদের মধ্যে কেহ২ রাজকর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া কিম্বা সাধারণ পত্রাদি লিখিয়া বিস্তর ধন উপার্জ্জন করেন। পরীক্ষার সময় প্রত্যেক ছাত্র ভিন্ন২ কুটিরিতে আবদ্ধিত হয়। সেখানে তাহাদের [illegible] এবং হয় রাত্র থাকিয়া [illegible]

উত্তর লিখিতে হয় এবং উক্ত সময়ের মধ্যে গমন করিতে কিম্বা বহির্গত হইতে পারেন না। তাহাদিগকে কুটিরিতে থাকিয়া আহার করিতে হয়। পরীক্ষার বিষয় সকল কনফুসাসের গ্রন্থ এবং চিনদেশীয় ইতিহাস, ভূগোল-বৃত্তান্ত এবং আয় ব্যয় নির্ণয় শাস্ত্র হইতে সঙ্কলিত হয়। পরীক্ষার্থির পরীক্ষায় উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে দুই জন ব্যাচিলার উপাধিধারী এবং অপর দুই ব্যক্তিদ্বারা ইহা প্রমান করা আবশ্যক যে তিনি ভদ্রবংশোদ্ভব এবং কোন সামান্য ব্যবসায়াবলম্বী নহেন।

—৪।০।৪—

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্‌টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

২৪এ জানুয়ারি। ডাক্তার ডি, বি, স্মিথ বঙ্গদেশের স্বাস্থ্যরক্ষার প্রধান পরিদর্শক হইবেন।

১১ই ফেব্রুয়ারি। টি, জে, সি, গ্রাণ্ট সাহেব গয়ার প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

১২ই ফেব্রুয়ারি। শ্রীহট্টের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জে, জি, চার্লস সাহেব সীতামারী উপবিভাগের ভার পাইবেন।

এচ, টমসন সাহেব কিছু দিনের নিমিত্ত চট্টগ্রাম বন্দরের প্রতিনিধি তত্ত্বাবধায়ক ও রক্ষা কর্ত্তা হইবেন।

১৩ই ফেব্রুয়ারি। ডাক্তার এচ, এম, ডেবিস পাবনার বিদ্যাশিক্ষাসভার সম্পাদক হইবেন।

যত দিন জি, বেলেট সাহেব বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন ডবলিউ, বি, লিবিঙষ্টোন সাহেব ঢাকাকালেজের এক জন প্রতিনিধি অধ্যাপক থাকিবেন।

১৪ই ফেব্রুয়ারি। আর সিঙক্লেয়র সাহেব কিছু দিনের নিমিত্ত বারাসত উপবিভাগের বিশেষ সব রেজিষ্ট্রার হইবেন।

১৫ই ফেব্রুয়ারি। ডাক্তর জে, ডিন উইডি শিলঙের চিকিৎসাকর্ম্মচারী হইবেন।

রেবরেণ্ড ডবলিউ সিমসন এম, এ, কিছু দিনের জন্য কলিকাতার সেণ্ট জন গির্জ্জার প্রতিনিধি চাপলেন থাকিবেন।

যত দিন রেবরেণ্ড সি, গার্ব্বেট বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন রেবরেণ্ড এম, এস, লেণ্ড বারাকপুরের প্রতিনিধি চাপলেন থাকিবেন।

জানুয়ারি অবধি নিম্ন লিখিত সহকারী পুলিসের সুপরিণ্টেণ্ডাণ্টগণ উন্নত পদ প্রাপ্ত হইবেন।

দ্বিতীয় শ্রেণী হইতে প্রথম শ্রেণিতে।

এ, সি, বর্ক সাহেব।

ডবলিউ, কার্ণ্ণ সাহেব।
ই, এ, বাইর্ণ „।
জে, এস, মার্শিণ „।
ডবলিউ, বি, মাকওয়েল „।

তৃতীয় হইতে দ্বিতীয় শ্রেণিতে।

এচ, জে, রেণি সাহেব।
সি, জি, মাকসুইনী „।
ডবলিউ, বি, সাবি „।
জি, কে, নিয়ার্স „।
কে, জি, বরণ „।
টি, জি, চারমন „।

—৪।০।৪—

অমৃতবাজারপত্রিকা

সাপ্তাহিক।

১ম খণ্ড। } ২৩ শে ফাল্গুন বৃহস্পতিবার ১২৭৪ সাল। ৫ই মার্চ ১৮৬৮ খৃঃ অব্দ। } ৩য় সংখ্যা।

অমৃত বাজার পত্রিকা।

বিজ্ঞাপন।

অমৃত বাজার পত্রিকার গ্রাহক মহাশয়েরা তাঁহাদের দেয় স্ব স্ব অগ্রিম মূল্য সত্বর পাঠাইয়া দিয়া বাধিত করিবেন। যাঁহারা মূল্য প্রেরণ করিতে বিলম্ব করিবেন, তাঁহাদিগকে বেসি দিতে হইবে। কলিকাতায় আমাদের পত্রিকার এজেন্ট হেয়ার স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু হরো লাল রায় বি, এ, কাসিপুরে মড়াল বাবুদিগের মোক্তার শ্রীযুক্ত বাবু উমেশ চন্দ্র ঘোষ এবং কৃষ্ণনগরে কৃষ্ণনগর ইংরাজী-বঙ্গ বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু তারাপদ বন্দোপাধ্যায় বি, এ, মহাশয়গণকে নিযুক্ত করা গেল। গ্রাহক মহাশয়েরা পত্রিকার মূল্য এক আনার ষ্ট্যাম্প সহ ইহাদের নিকট অথবা একেবারেই অমৃতবাজারপত্রিকা আফিসের তত্বাবধায়কের নিকট প্রেরণ করিলে পত্রিকা পাইবেন। শেষোক্ত ব্যক্তির নিকট পাঠাইলে বেসি এক আনার ষ্ট্যাম্প লাগিবেক না।

বিজ্ঞাপন।

অমৃত বাজার পত্রিকার মূল্যের নিয়ম।

অগ্রিম বার্ষিক ৫ টাকা	ডাকমাশুল ৩ টাকা	
ষাণ্মাসিক	৩	১॥০
ত্রৈমাসিক	১	৸০ আনা
প্রত্যেক সংখ্যার	।০	৶৬

বিজ্ঞাপন।

এই পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্য নির্ণয়।
প্রত্যেক পংক্তির প্রতি।

প্রথম ও দ্বিতীয় এবং তৃতীয়বার	৵
চতুর্থ এবং ততোধিক বার	✓১০

বিজ্ঞাপন প্রেরয়িতারা বিজ্ঞাপনের সহিত তাহার প্রকাশের মূল্য এক আনা কিম্বা আদ আনার ষ্টাম্প টিকিট দ্বারা আমাদের যন্ত্রালয়ে প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন।

বিজ্ঞাপন।

সংগীত শাস্ত্র, প্রথম ভাগ।

উল্লিখিত পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে। উহার দ্বারা, বিবিধ নানা গীত ও বাদ্য গুরূপদেশ ভিন্ন অভ্যাস হইতে পারিবেক। উক্ত পুস্তক কলিকাতস্থ সংস্কৃত ডিপোজিটারিতে এবং কলিকাতার কলেজ ষ্ট্রীট বানার্জি এণ্ড ব্রুদারসদের লাইব্রেরিতে এবং নিম্ন স্বাক্ষরকারির নিকট তত্ত্ব করিলে গ্রহণেচ্ছুক মহাশয়েরা পাইতে পারিবেন; মূল্য ॥০ আনা, ডাকমাশুল এক আনা। কেহ নগদ ৫ টাকার বা তদধিক মূল্যের পুস্তক লইলে শত করা ১২॥০ টাকা এবং ৫০ টাকা বা তদধিক মূল্যের পুস্তক লইলে শত করা ২৫ টাকা কমিসন পাইবেন।

শ্রীনীল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য।
যশোহর অমৃত বাজার

বিজ্ঞাপন।

এতদ্দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে সানুনয়ে জ্ঞাপন করা যাইতেছে, যে নিম্ন বঙ্গদেশের যে কোন স্থান হউক না কেন তথায় আমরা রাস্তা, খাল, ইট, ইত্যাদির কনট্রাক্ট লইতে প্রস্তুত আছি। আমাদের কোম্পানির সকলেই সুশিক্ষিত এবং ভদ্র পদবিস্থ লোক, বিশেষতঃ এক জন সম্পূর্ণ কার্য্য দক্ষ এবং বহুদর্শী ইনজিনিয়ার আমাদের মধ্যে আছেন; অতএব আমরা সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি যে সাধারণ কনট্রাক্টদার দ্বারা ঐ সমুদায় কার্য্য যে রূপ সমাধা হয়, তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ রূপে এবং অধিকতর বিশ্বাসের সহিত আমাদের কর্ত্তৃক নির্ব্বাহিত হইবে। এক্ষণ ইনজিনিয়ার, ডিসট্রিক্টের প্রধান রাজ কর্ম্ম চারিগণ এবং সাধারণতঃ সকল ভদ্র লোক দিগের নিকট নিবেদন, যে তাঁহারা কনট্রাক্টের কার্য্য আমাদের হস্তে সমর্পণ করিয়া আমাদিগকে বাধিত করেন।

হেডআফিস }
কৃষ্ণনগর, } কে, এন, ঘোষ এণ্ড কোং।
নম্বর১০৬, হাই ষ্ট্রীট কনট্রাক্টর।

অমৃত বাজার পত্রিকা।

২৩শে ফাল্গুন। বৃহস্পতিবার।

রুসিয়া।

রুসিয়ানরা ভারতবর্ষের সমীপবর্ত্তী হইতেছে বলিয়া বাঙ্গালা কাগজের সম্পাদক মহাশয়েরা ভয়ে চীৎকার করিতেছেন এ চীৎকারের উদ্দেশ্য কি জানিনা। যদি রুসিয়ানদিগের আগমন সম্বন্ধে তাঁহাদের মনোগত ভাব গোপন করিবার নিমিত্ত এরূপ চীৎকার করেন, তবে আমাদের আপত্তি নাই। ফল যখন ইংরাজেরা চুপ করিয়া আছেন, সেখানে আমাদের এত উৎপাতে কায কি? রুসিয়ানরা আইসে তাহার উপায় রাজপুরুষেরা করিবেন, আমাদের! তাহা লইয়া ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন কি? যাঁহারা রাজ্য শাসনের সুখ-ভোগ করেন, তাঁহাদেরই উচিত কষ্ট লওয়া! আমাদের কর্ম্ম ভূমি-কর্ষণ, চাকুরি বিবাহ ও সন্তানোৎপাদন করা, তাহার ত্রুটি না যায়। আমাদের ডাকে কে যে আমরা মাথায় কাপড় জড়াইয়া মোগুল হইয়া রাজ-কার্য্যের মধ্যে প্রবেশ করি?

কিন্তু রুসিয়ানদের এরূপ আসিয়ার মধ্যে প্রবেশ করার উদ্দেশ্য কি জানিতে স্বভাবতঃ সকলেরই ইচ্ছা হয়। বোখারা কি তুর্কিস্থানের ন্যায় অসভ্যেরা, মনুষ্য শূন্য ও দরিদ্র দেশ অধিকার করিবার নিমিত্ত তাহারা যে এত অর্থব্যয়, এত মনুষ্য ক্ষয় করিতেছে, এরূপ বোধ হয় না। ফল রুসিয়ানদের রাজ্য বিস্তার করিতে হইলে, আসিয়া মুখ ছাড়া আর কোন দিকে অগ্রসর হইবার যো নাই। উত্তর, পূর্ব্ব, ও পশ্চিমে রুসিয়ার দ্বার রুদ্ধ।

শুদ্ধ বোখারা জয় করা যে রুসিয়ার

মনস্থ নয়, তাহার প্রতি আর সন্দেহ নাই, তবে আসিয়ায় আর তিনটী দেশ আছে যাহাতে উহার লোভের উদ্রেক হইতে পারে যথা—পারস্য, চিন, ও ভারতবর্ষ। যদি পারস্য অধিকার করা রুসিয়ানদের অভিপ্রায় থাকিত, তবে কাস্পিয়ান হ্রদের পথ থাকিতে বোখারার প্রয়োজন কি ছিল আবার রুসিয়া হইতে চিনদেশে গমন করিতে হইলে বোখারার উত্তরে সুগম পথ থাকিতে বোখারার মধ্যে আসিয়া অনর্থক ঝঞ্ঝট করার আবশ্যকতা দৃষ্ট হয় না। রুসিয়া দেশকে একটি সৈন্য-শিবির বলা যাইতে পারে। রুসিয়ানদের ন্যায় বলবান জাতি ভূমণ্ডলে আর নাই। যাহারা স্বভাবতঃ দীর্ঘাকার ও সাহসী এবং রুসিয়ার সম্রাটের ইচ্ছামাত্রেই ১০। ১৫ লক্ষ সুশিক্ষিত সৈন্য প্রয়োজনীয় সজ্জার সহিত রণক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে পারে। ভিন্নদেশ অধিকার করিবার ইচ্ছা, রুসিয়ানদের বরাবর বলবতী। এমত স্থলে আসিয়ায় না আসিয়া তাহারা আর কোন্ দিকে যাইবে!

কয়েক বৎসর গত হইল রুসিয়ানেরা আসিতেছে বলিয়া ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট মহা ভীত হন্ ও সেই সম্বন্ধীয় আলাপ সকলেরই মুখে শুনা যাইত। তখন বোধ হয় রুসিয়ানেরা ভারতবর্ষাধিকার স্বপ্নেও ভাবে নাই। এবং যদি তাহাদের মনে কখন সে ইচ্ছার উদয় হইয়া থাকে তবে এই রূপ জনরব শুনিয়াই হইয়াছে। এক্ষণে রুসিয়ানরা ভারতবর্ষের অতি সমীপবর্ত্তী হইয়াছে। ভারতবর্ষ তাহাদের সম্মুখে, মধ্যে কেবল আফগানিস্থান। তাহাদের মধ্যে যে ভারতবর্ষ লইয়া নানা বিধ তর্ক বিতর্ক যাইতেছে তাহার সন্দেহ নাই, আফগানিস্থানে প্রবেশ করা তাহাদের পক্ষে সহজ হইবে। কোন দুই দলে বিবাদ হইলেই তাহাদের মধ্যে একদল রুসিয়ানদের সাহায্য প্রার্থনা করিবে ও তখন অবাদে রুসিয়ানরা ভারতবর্ষের সীমায় আসিয়া উপস্থিত হইতে পারিবে। অপর আফগানেরা যে রূপ চঞ্চল ও কলহ প্রিয় তাহাতে এরূপ ঘটনা অতি সত্বর হইবার বিচিত্র নাই।

ভারতবর্ষ অধিকার করা রুসিয়ানদের মনোগত থাকুক বা না থাকুক, রুসিয়ানদের বাধ্য রাখা যে তাহাদের নিতান্ত ইচ্ছা তাহাতে সন্দেহ নাই। তুর্কি অধিকার করিতে গিয়া, রুসিয়া ফারাশিশ্ ও ইংরেজ কর্ত্তৃক অপদস্থ হইয়া আইসে। সে অপমান ভুলিতে এবং কনেষ্ট্যাণ্টী নোপলের লোভ সম্বরণ করিতে রুসিয়ানরা অদ্যাপি পারে নাই। তাহারা ভারতবর্ষের এত নিকটে থাকলে ইংলণ্ডের সতর্ক হইয়া চলিতে হইবে, এ ভাবও তাহাদের মনে উদয় হইতেছে, অতএব ইংলণ্ডকে বাধ্য রাখিতে পারিলে কনেষ্ট্যাণ্টী নোপল অধিকার করা তাহাদের পক্ষে যে তত কঠিন হইবেনা তাহা বলা বাহুল্য।

রুসিয়ানরা যদি এ সময় ভারতবর্ষ আক্রমণ করে; তবে এদেশস্থ সৈন্য আবিসিনিয়ায় পাঠাইবার ফল ইংরাজেরা হাতে হাতে পান; কিন্তু তাহা হইবার সম্ভাবনা নাই। যত দিবস আফগানিস্থান রুসিয়া কর্ত্তৃক অধিকৃত বা সন্ধি বন্ধনে আবদ্ধ না হয়, তত দিবস বোধ হয় ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট নিঃশঙ্ক চিত্তে থাকিতে পারেন। যদি কস্মীন্ কালে রুসিয়ানরা এদেশ আক্রমণ করে তখন যে একটা প্রলয় কাণ্ড উপস্থিত হইবে তাহার সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষ যে উত্তম রূপে শাসিত হইয়াছে তাহা বলা যায় না, তাহা হইলে স্থানেং অদ্যাপি বিদ্রোহানল কেন প্রজ্জলিত হইবে! এই সমুদায় লোক যে তখন রুসিয়ানদিগের সহিত সংমিলিত হইবে তাহারও সন্দেহ নাই। রুসিয়ানদের পরাক্রম বিষয়ে ভারতবর্ষীয় দের বিশেষ ভক্তি আছে ও এরূপ বিশ্বাস জন্মাইবার কারণ ইংরাজেরা। তাঁহারা যদি রুসিয়ানদের নাম করিয়া ও রূপ ভয় না পাইতেন, তবে এরূপ ফলোৎপত্তি হইতনা। রুসিয়ানরা ইংরাজেরদের ন্যায় যে সুসভ্য নয় তাহা অনেকে জানেন, কিন্তু তাহারা আপন দেশে যে রূপ অত্যচার করে, অধিকৃত দেশে সে রূপ না করিয়া প্রত্যুত বিশেষ ভদ্র ব্যবহার করে এ জ্ঞান অনেকের আছে। এমত স্থলে রুসিয়ানরা যে অত্যন্ত ভয়ানক প্রতিবাসী তাহা সকলেরই স্বীকার করিতে হইবে।

রাজ পুরুষের দের উচিত যে তাঁহারা চুপ করিয়া থাকেন। ভয় পাইয়াছেন দেখান নিতান্ত দোষ। ভীত হইলে অতি ক্ষুদ্র বিড়াল পর্য্যন্ত আক্রমণ করে, আর সাহসের উপর, নির্ভর করিলে ব্যাঘ্র পর্য্যন্ত আক্রমণ করে না। তাহারা যেন রুসিয়ান্ দিগকে আফগানি স্থানে প্রবেশ করিতে নাদেন। আর আমরা ইহাও অনুরোধ করি যে তাহারা সদ্ব্যবহারে ভারতবর্ষীয় গণকে বাধ্য করুন তাহা হইলে রুসিয়ার সমস্ত লোক সমবেত হইয়া আইলেও ভারতবর্ষ অধিকার করিতে সক্ষম হইবে না।

গবর্ণমেণ্ট দাতব্য চিকিৎসালয়ের ১৮৬৬ সালের বিজ্ঞাপনীর সমালোচনা।

একাল পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে ১০৩ টী চিকিৎসালয় সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে ৫৯ টী প্রধান চিকিৎসালয়, ২৯ টী শাখা চিকিৎসালয়, আর ১৫ টী মহকুমা স্থিত চিকিৎসালয়। গত বৎসর অপেক্ষা এবার চিকিৎসালয়ের সংখ্যা ৩৯ টী বৃদ্ধি হইয়াছে।

চিকিৎসালয়-নিবাসী ও বহির্ভাগস্থ রোগী সমুদয় কি কি রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল ও এ দেশে কোন্ কোন্ পীড়ার কি রূপ প্রাদুর্ভাব তাহা নিম্নস্থ তালিকা দুইটী দ্বারা প্রতিপন্ন হইবে।

চিকিৎসালয়-নিবাসী রোগীর শত করা পড়তা।

রক্তামাশয় ও গ্রহণী	৩০
ক্ষতং স্ফোটক	১১
আঘাত	১০
জ্বর	৯
ওলাউঠা	৭
উপদংশ	৫
বাত	৩
জলোদরী	৩
প্লীহা	৩
ফুসফুসের পীড়া	১
চক্ষের পীড়া	১
যকৃৎপ্রদাহ	৫৩
যক্ষা	.৩২
মূত্র পীড়া	.২৮
হৃদ্ রোগ	.০৪
অন্যান্য রোগ	১৩

চিকিৎসালয় বহির্ভাগস্থ রোগীর শতকরা পড়তা।

জ্বর	১৬
ক্ষত ও স্ফোটক	১১
কোষ্ট বদ্ধ, অজীর্ণ ও শূলবেদনা	১০
রক্তামাশয় ও গ্রহণী	১০
চক্ষু, কর্ণ, ও নাসিকার পীড়া	৭
উপদংশ	৬
বাত	[illegible]
চর্ম্ম রোগ	
প্লীহা	
আঘাত	
ফুস ফুসের পীড়া	
ওলাউঠা	
জলোদরী	

[illegible]	.৫৪
[illegible]	.১৮
[illegible]	.০২
[illegible] রোগ	.০১
অন্যান্য রোগ	৯

চিকিৎসালয়ে অবস্থিতি করিয়া যে [illegible] রোগী চিকিৎসিত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে শত করা গড়ে ২৯ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

নিম্নোক্ত তালিকা দ্বারা কোন্ রোগে শত করা কত মৃত্যু হইয়াছে তাহার প্রতিপন্ন হইবে।

বসন্ত	৩০
পিত্তশ্লেষ্মা জ্বর	৫
বিষম ক্ষেত্রের জ্বর	২১
রক্তামশয় ও গৃহিণী	৪৫
ওলাউঠা	৬১
জলোদরী	৩৬
যক্ষা	৫৫
ধনুষ্টংকার	৫৫
কাশ ও বাতশ্লেষ্মা	২৭
প্লীহা	১১
যকৃৎ প্রদাহ	১৪
ক্ষতস্ফোটক	১৩
আঘাত	৯

উপরি উক্ত কয়েকটি তালিকা দৃষ্টী করিলে জ্ঞাত হওয়া যায় যে এদেশে গবর্ণমেণ্ট দাতব্য চিকিৎসালয়ে যত রূপ রোগের চিকিৎসা হইয়া থাকে তাহার মধ্যে রক্তামাশয় ও গৃহিণী, জ্বর, ক্ষত ও স্ফোটক, এবংউপদংশ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাদুর্ভাব এবং ওলাউঠা, গৃহিণী, ধনুষ্টংকার, যক্ষা, জলোদরী, বসন্ত প্রভৃতি অধিক সাংঘাতিক।

চিকিৎসালয় সম্বন্ধে ১৮৬৬ সালে রাজকোষ ও স্থানীয় চাঁদা প্রভৃতি হইতে ৩২৩৯০৬৫৭ আয় হয়, তাহার মধ্যে ডাক্তারের বেতন, ঔষধের মূল্য প্রভৃতিতে ২৩৩৭৭৮।৶৮ ব্যয় হইয়াছে এবং তহবিলে ৯০১৭৮৷৷১১ টাকা আছে।

চিকিৎসক গণেরা চিকিৎসালয় সম্বন্ধে যে সমুদয় রিপোর্ট লিখিয়াছেন, তাহার অনেক গুলিই জ্ঞান-গর্ভ ও চিত্ত রঞ্জক। ডাক্তার মিটফোর্ড হাঁসপাতালের সব এসিস্টণ্ট সরজন রাম চন্দ্র বাবু কতক গুলি চিত্র দিয়া তাহার রিপোর্ট আরো সুন্দর করিয়াছেন। বঙ্গবাসীগণের বিদ্যোন্নতি পক্ষে এরূপ যত্ন দেখিলে আনন্দের ও আশার উদ্রেক হয়।

যশোহরের মাজিষ্ট্রেট কলেক্টর মনরো সাহেবের আগমনাবধি যশোহরে অনেক গুলি দাতব্য চিকিৎসালয় সংস্থাপিত হইয়াছে এবং যশোহর নগরীতে এক জন সব এসিস্টেন্ট সরজন আসিয়াছেন। ইহা দ্বারা এ জেলায় যে চিকিৎসার অনেক সুলভ হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই।

এখানে সমুদয়ে ১৪ টী চিকিৎসালয় আছে। তাহার মধ্যে নড়াল ভিন্ন অ[illegible] সমুদয় স্কুলের ডাক্তারখানা গবর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত। নড়ালের ডিসপেন্সরি তথাকার জমিদার গণ দ্বারা সংস্থাপিত। এবং তাহারা ইহার নিমিত্ত মাসে ৫।৬ শত টাকা দান করিয়া থাকেন। অপর ১৩ টার মধ্যে যশোহর নগরে একটী ও অন্যান্য ৫টী মহকুমায় ৫টী। অবশিষ্ট ৭টী চিকিৎসালয় গ্রামে। উহার মধ্যে নেবুতলার ডিস্পেনসরি গোর নগরবাসী কৈলাস বাবু, কালী বাবু, হরি বাবু ও উমেশ বাবুর যত্নে সংস্থাপিত। কালিয়া নিবাসী গিরি বাবুর যত্নে তথাকার চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত। নলডাঙ্গার চিকিৎসালয়ের ভার প্রায় সমুদায়ই মহোদয় রাজা ইন্দু ভূষণ বহন করেন। অনঙ্গ বাবুর অর্থে ও যত্নে চান্দড়ার চিকিৎসালয়টী সংস্থাপিত। দৌলতপুরেরটী ট্রষ্ট ষ্টেটের আয় দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও শ্রীধর পুর ডিস্পেনসরি শ্রীধর পুর বাবুদের যত্নে হইয়াছে। অমৃতবাজারে একটী ডাক্তারখানা আছে ওসেখানে রোগীদের পথ্য ও বাসস্থান দেওয়া হইয়া থাকে।

রোগাক্রান্ত ব্যক্তি গণকে সাহায্য প্রদানার্থে গবর্ণমেণ্ট যেরূপ যত্ন দেখাইতেছেন তাহাতে আমরা তাহার নিকট কৃতজ্ঞ না হইয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারি না। তবে যত দূর প্রয়োজন তত দূর সাহায্য দেওয়া হইতেছে কি না সেটী সন্দেহ। গবর্ণমেণ্ট হইতে যে পরিমাণে ইউরোপীয় ঔষধ চিকিৎসালয়ের ব্যবহারের নিমিত্ত দেওয়া হইয়া থাকে, তাহা প্রায় কোথাও যথা প্রয়োজন হয় না। যাহারা চিকিৎসালয়ে অবস্থিতি করিয়া চিকিৎসিত হয় তাহারা এক রূপ উপযুক্ত ঔষধ যথা পরিমাণে প্রাপ্ত হইয়া থাকে কিন্তু বহির্ভাগস্থ রোগীগণ কেবল নাম মাত্র ঔষধ পায়। এবং এই জন্যে তাহাদের মধ্যে অতি অল্প লোক আরোগ্য লাভ করিয়া থাকে। যদি ইউরোপীয় ঔষধের পরিমাণ যথা যোগ্য বৃদ্ধি করিয়া দেন তবে গবর্ণমেণ্টের বার্ষিক নিতান্ত অধিক ব্যয় পড়ে না অথচ এই মঙ্গলোদ্দেশ্য সম্পূর্ণ রূপে না হউক অনেক দূর সাধিত হয়।

এদেশে যে পূর্ব্বাপেক্ষা রোগ অধিক প্রবল হইয়াছে সে বিষয় আর বোধ হয় কাহারও সন্দেহ নাই কিন্তু ইহার কারণ কি? দোষিত জল বায়ু, অনেকে ইহার কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন কিন্তু এ জল বায়ু এরূপ দোষিত হয় কেন? ইংরাজের শুভাগমনে আমাদের দেশ পূর্ব্বাপেক্ষা পরিষ্কৃত হইয়াছে তবে জল বায়ু উত্তম হয় না কেন? পীড়ার প্রবলতার সম্বন্ধে অনেকের আবার মত অন্য রূপ। কেহ বঙ্গদেশের ভূমির নিম্নতা ইহার কারণ বলে ন। ভূমি নিচু বিধায় ভিজা থাকে, এবং তাহাতে লতা পত্র পচিয়া এক রূপ বিষ উৎপন্ন করে সেই বিষ সেবন পীড়া প্রাদুর্ভাবের মূল। এই মত ও প্রামাণিক ও যুক্তি সঙ্গত নয়। বাঙ্গালা দেশ চিরকাল নিম্ন ও জলাসিক্ত বরং নৈসর্গিক নিয়মানুসারে এখন অপেক্ষাকৃত শুষ্ক ও উচ্চ হইয়াছে। আর এক সম্প্রদায় আবার ইউরোপীয় ঔষধ বিশেষতঃ কুইনাইন ইহার হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, এবং তাহারা আপনাদিগের যুক্তির পোষকতায় দেখান যে এ দেশে যে সমুদয় স্থলে ইউরোপীয় ঔষধ অধিক ব্যবহৃত হয় সেখানিই পীড়ার প্রাদুর্ভাব। হোমিওপাথ দিগের মতও ঐ রূপ। তাহারা বলেন যে এই উষ্ণ দেশে হোমিওপেথি ঔষধ অত্যন্ত ফলদর্শী হয়, বিশেষতঃ ওলাউঠা প্রভৃতি রোগে উহা সর্ব্বাপেক্ষা উপকারী।

--:0:--

কৃষ্ণদাস ব্রজবাসীর অতিথীশালা।

কৃষ্ণদাস ব্রজবাসী কতিপয় বর্ষ স্থানে স্থানে ভিক্ষা করিয়া বহুল অর্থ সঞ্চয় করিয়া খাটুরা মণ্ডারা নামে একটী জমিদারি ক্রয় করেন। এবং যশোহরের পূর্ব্ব দক্ষিণ স্থিত মুরলীতে একটী মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া রঘুনাথ নামে এক বিগ্রহ সংস্থাপন করেন। প্রাগুক্ত জমিদারি ব্যতীত তাহার কয়েক খানি গবর্ণমেণ্ট কাগজ ও নগদ টাকা ছিল। জমিদারির উপসত্ত্ব, কাগজ ও টাকার সুদে রঘুনাথ বিগ্রহের সেবা, এবং একটী অতিথীশালার ব্যয় নির্ব্বাহ হইত। এই অতিথীশালা সহরের প্রকাশ্য স্থানে, ভোলার পুষ্করিণীর পূর্ব্বতটে, এবং কলিকাতার রাস্তার পার্শ্বে সংস্থাপিত হয়। মোহন্ত মৃত্যু সময়ে বিগ্রহ ও অতিথী-গৃহ সহ সমুদয় সম্পত্তি গবর্ণমেণ্টের নামে এই নিয়মে দান করিয়া যান যে কয়েকজন প্রধান ও উচ্চ পদস্থ হিন্দু একত্র হইয়া একটী কমিটী করিবেন, তাঁহারদিগের অভিপ্রায় অনুসারে বিগ্রহ সেবা ও অতিথীশালার ব্যয়ভার গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বকথিত আয় হইতে প্রদান করিবেন। উপেন্দ্র বাবু আলা সদর আমিন; আনন্দ লাল বাবু সদর আমিন; কালীচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট; চন্দ্রনাথ রায় আদালত

ত্তের দাওয়ার মুনশি, পরে ইনি সেরেস্তাদার হন; আনন্দ বাবু কালেক্টরির সেরেস্তাদার হরনাথ রায় জজের সেরেস্তাদার; প্রভৃতি ৬।৭ জন কমিটীর মেম্বর নিযুক্ত হয়েন। ইহারা অনেক দিন পর্য্যন্ত উৎকৃষ্ট রূপে স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া আসিয়াছিলেন। রঘুনাথ বিগ্রহের সেবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের প্রত্যহ এক টাকা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। ফলতঃ এই সকল সভ্যেরা কি অতিথী সেবা কি দেবার্চ্চনা, সামাজিক পর্ব্ব গুলিতে মনোযোগ পূর্ব্বক তত্ত্বাবধান করিতেন। গবর্ণমেণ্ট কৃষ্ণদাসের বিত্ত হস্তগত করিয়াই পত্তনি বন্দো বস্ত করিয়া দেন। এই পত্তনির আয় বার্ষিক ১৭০০ শত টাকা। কোম্পানির কাগজের আয় বৎসর ৩৫০০ শত টাকা, এবং নগদ যে টাকা ছিল, তাহা হইতে বার্ষিক শত করা ৬ টাক শুধে, কালিনাথ নাবালগকে ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে ৪৭০০ হাজার টাকা ঋণ দেওয়া হয়; তাহার বার্ষিক আয় ২৪০ টাকা।

কতিপয় বর্ষ মেম্বর দিগের যত্নে ও মনোযোগে দাতার অভিপ্রায় অনুসারে সেবার কার্য্য চলিয়াছিল, তৎপর ১৮৬৩ অব্দে শ্রীযুক্ত বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় এডিসনেল ইনেস্পেক্টর গুরু শিক্ষার্থ বিদ্যালয় স্থাপন করিতে এখানে আগমন করিয়া, অতিথি শালা গৃহকেই স্কুলের উপযুক্ত স্থান বলিয়া মনোনীত করেন। এবং তদানিন্তন কালেক্টর মেকুলিন সাহেবের নিকট তদ্বিষয়ের প্রস্তাব করেন। এদিকে প্রাগুক্ত কমিটীর জনৈক মেম্বর কোন গূঢ় কারণ বশতঃ (লজ্জায় তাহা লিখিতে আমরা বিরত হইলাম) কালেক্টর সাহেবকে নগর হইতে মুরলীতে অতিথী শালা উঠাইয়া নিতে পরামর্শ দিলেন। সুতরাং ভূদেব বাবু অনধিক যত্নেই অতিথীশালা গৃহ ভাড়া প্রাপ্ত হইতে কালেক্টরের সম্মতি পাইলেন। কোন২ সদাশয় মেম্বর আপত্তি করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল দর্শিল না। অতিথী শালা নগর হইতে স্থানান্তরিত হইল; নগর হইতে কেন তদবধি একেবারে অদৃশ্য হইল বলিলেও অসঙ্গত হয়না। ১৮৬৫ অব্দের শেষ কি ১৮৬৬ অব্দের প্রথম ভাগে, গবর্ণমেণ্ট স্বীয় হস্ত হইতে কৃষ্ণদাস বাবাজীর বিষয় পর্য্যাবেক্ষণের ভার সম্পূর্ণ রূপে মেম্বর দিগের হস্তে প্রদান করেন। পুরাতন মেম্বরেরা স্থানান্তরিত, ও কাহার২ মৃত্যু হইলে পর বকচর নিবাসী রায় রাধাচরণ এবং উকিল সরকার শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ মজুমদার সভ্য পদে বরিত হইলেন। এই অবধিই অতিথী শালার দুর্ভাগ্যের দশা পূর্ণ সীমা প্রাপ্ত হইল।

উল্লিখিত বিবরণ হইতে অতিথী শালা বিলুপ্ত হইবার তিনটি কারণ আমরা নির্দ্দেশ করিতে পারি। প্রথমতঃ নগর হইতে উহার স্থানান্তরিত করা; দ্বিতীয়তঃ কৃষ্ণদাসের বিত্তিতে গবর্ণমেণ্টের সংস্রব পরিত্যাগ; তৃতীয়তঃ অযোগ্য লোকের হস্তে, তাদৃশ গুরুতর কার্য্যের সম্পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান। এই কারণ গুলির মধ্যে প্রথমটীই সমধিক গুরুতর। মুরলী, নগর হইতে দেড় ক্রোশ ব্যবধানে হইবে, এবং সেস্থান প্রকাশ্য পথের এতদূরে স্থিত যে হয়তো বিদেশীয়েরা এথন অতিথী শালা আছে কিনা অবগত নহেন, জানিলেও পার্বাম্যানে কে এক সন্ধ্যা আহার করিতে ততদুর যায়? ফলতঃ "যশোহরের অতিথী শালা উঠিয়া গিয়াছে" সাধারণের মনে এই বিশ্বাস জন্মিয়াছে। এটী অমূলক বিশ্বাসও নহে, আমরা অতিথী শালার অধুনাতন যে রূপ দুরবস্থার কথা শুনিতে পাই, তাহাতে "কাজির গরু খাতায় আছে, গোয়ালে নাই" এই গ্রাম্য প্রবাদ প্রয়োগ করা অসঙ্গত বোধ হয় না।

অতিথী শালা প্রভৃতি সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের সংস্রব পরিত্যাগ করাও ইহার বিনাশের অনল্প নিদানভূত। বাঙ্গালী মেম্বর দিগের অনভিমতে উক্ত বিষয়ে কিছু হইতে পারিতনা সত্য কিন্তু গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি স্বরূপ কালেক্টর সাহেব তাহার শীর্ষদেশে থাকা নিবন্ধন যে, তাঁহারা অধিক তর কর্ত্তব্য পরায়ণতা প্রদর্শনে তৎপর ছিলেন একথাও কি তদ্রূপ সত্য নহে? যে কর্ম্মে কোন স্বার্থ নাই, অথচ যাহাতে কর্ত্তব্য শিথিলতার নিমিত্ত কাহারও নিকটে দায়ী হইতে হয়না, এরূপ কর্ম্ম সুচারু রূপে যে নির্ব্বাহ হইবেনা একথা নিশ্চয়। অতএব এমত স্থলে গবর্ণমেন্টের সংস্রব পরিত্যাগ করা নিতান্ত অন্যায় হইয়াছে।

তৃতীয় কারণ মেম্বরেরদের তাচ্ছিল্য। পূর্ব্বে যে সকল আয়ের উল্লেখ হইয়াছে তদ্ব্যতীত স্কুল-গৃহের (পূর্ব্বে যাহা অতিথী শালা ছিল) সাম্বৎসরিক ভাড়া ৯০০ টাকা সমষ্টিতে ৫৭৪০ আয় হইল। অপরদিকে বিগ্রহ সেবার ব্যয় ৩৬৫ টাকা। সমুদায়ে ৭৪০ টাকার উর্দ্ধ ব্যয় হইবে না। তত্রাচ বৎসর বৎসর পাচ হাজার টাকা তহবীলে থাকে। এ আয়ে একটী অতিথী শালা ও সেই সঙ্গে একটী অনাথ গৃহও সংস্থাপিত হইতে পারে।

বঙ্গদেশের শাসন প্রণালী পরিবর্ত্তন।

বঙ্গদেশের শাসন প্রণালী যে শীঘ্র পরিবর্ত্তন হইবে, তাহা লইয়া কেও অব ইণ্ডিয়া মহাধুম করিয়া এক প্রস্তাব লিখিয়াছেন। তিনি বলেন যে একবার এরূপ পরিবর্ত্তন হইয়া গেলে আবার তাহা সংশোধন করা কঠিন হইবে অত এব ভারতবর্ষীয়েরা যে সকলে চুপ করিয়া বসিয়া আছেন, সে ভাল করিতেছেন না।

কল সর্বকোর্ট সাহেব যেরূপ ব্যস্ত হইয়া দুই তক্তা কাগজ লিখিয়া এই মহা সাম্রাজ্যের শাসন প্রণালী পরিবর্ত্তন করিতে যাইতেছিলেন, তাহা এদেশীয়দের জানিবার সম্ভাবনা ও ছিল না; তবে কৌন্সলের মেম্বরের মধ্যে অর্দ্ধেকে তাঁহাকে বাধা দেন বলিয়া পরিবর্ত্তন তখন হয়নাই।

বোম্বাই ও মান্দ্রাজে যে রূপ পৃথক পৃথক গবর্ণর আছেন, বাঙ্গালা দেশও সেই রূপ এক জন গবর্ণরের অধীন রাখিবার কথা হইতেছে। এ সম্বন্ধে আমাদের যে কিছু বক্তব্য থাকে তাহা অতি সত্বর ব্যক্ত করিব।

—:০:—

কর বৃদ্ধি।

লাইসেনস ও ইনকম টেক্সের নামে যে ভারত বর্ষীয়েরা ভয়ে কম্পন করেন তাহা গবর্ণমেণ্ট উত্তম করিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট নিতান্ত বাধ্য না হইলে আর ও রূপ টাকস্ প্রচলিত করিবেননা। শুনা যাইতেছে ম্যাসি সাহেব ১০ই মার্চ্চ তারিখে তাহার ষ্টেটমেণ্ট দিবেন। তামাকুর উপরে কর ধার্য্য হইবেনা তাহা সাব্যস্ত হইয়াছে। বোম্বাই ও মান্দ্রাজে লবনের শুল্ক বৃদ্ধি করিবার কথা হইতেছে বোধ হয় পরিশেষে এইটাই স্থির হইবে। যেহেতু লবণের ব্যবসায়ে গবর্ণমেণ্টের অত্যন্ত অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে। কেও সুরার শুল্ক বৃদ্ধি করিতে প্রস্তাব করেন। এ প্রস্তাবে বোধ হয় কেহই আপত্তি করিবেন না।

—:০:—

গত ২২ শে ফেবরুয়ারি যশোহরের পূর্ব্ব দক্ষিণাঞ্চলে ও করিমপুরে প্রভৃতি স্থলে অতি ভয়ানক শীলা বৃষ্টি

হওয়া গিয়াছে। তত্থারা আন্দাজ ।৹ আনা রকম ধান্য, পাট, ও অন্যান্য রবি খন্দের ক্ষতি হইয়া গিয়াছে। নিজ যশোহরে অতি অল্প শীল বৃষ্টি হয় কিন্তু খুলনিয়া, নড়াইল, কালীগঞ্জ প্রভৃতি অনেক স্থানে বৃহদাকার শীলা সমুদায় পড়িয়াছে। এপ্রদেশে শীলা নামক এক জাতি আছে, তাহারা শীলা বৃষ্টি কর্ত্তৃক শস্যের ক্ষতি নিবারণ করিতে পারে বলিয়া কৃষক দের নিকট বার্ষিক পাইয়া থাকে। তাহাদের বিষয় অনুসন্ধান করা যাইতেছে, অতি সত্বর প্রকাশ করা যাইবে।

ঢাকা প্রকাশ সম্পাদক আমাদের পত্রিকার যে সমালোচনা করিয়াছেন তাহা আমরা পাঠ করিয়াছি।

—:০:—

সম্বাদাবলি।

১। "অকুলা কাঙলা ঘাসের মূল লইয়া বৃশ্চিক দংশ্ত করণানন্তর প্রথমতঃ ঐ মূল ধরিয়া ধোওয়া (তদাগ্রের) জল, দষ্টব্যক্তির মুখে দিবেক। পরে সেগাছটি গোলমরিচসহ জলে পেষন করিয়া খাওয়াইবে। সে দিবস নিদ্রা ও আহার নিষেধ। অত্যন্ত ক্ষুধা হইলে অনেক পরে লঘু পথ্য দিবে।

২। "শ্বেত জবা পুষ্প বৃক্ষেরমূল, মৃত্তিকা ছাড়া করণান্তর উলঙ্গ হইয়া দন্ত দ্বারা কামড়াইয়া ঐ (জবা গাছের) মূলের ছাল উঠাইয়া লইবে। পরে সওয়াটী গোলমরিচ ও জলদ্বারা বাটীয়া ভক্ষণ করাইবে। পথ্যাদি ও ঐ রূপ।

৩। শ্বেতবাড়িয়ালের মূল ২॥টি গোলমরিচ দিয়া জলে বাটিয়া খাওয়াইবে। ইহার পাত্রেরও ঐ শক্তি। বাড়িয়ালের সংস্কৃত নাম "বাট্যাল"। দক্ষিন দেশে অপভ্রংশ নাম "বেলেড়া"।

৪। শ্বেতআকন্দ পুষ্পবৃক্ষ, শ্বেতকরবীর পুষ্পবৃক্ষ, অকুলা বিল্ববৃক্ষ, নীলকণ্ঠ বৃক্ষ, বাড়িয়ালবৃক্ষ, (এস্থলে শ্বেতপীতভেদ নাই) এই পাঁচ গাছের শিকড় যাহা ঈশান (পূর্ব্বোত্তর) কোণে যায়, সেই মূল, অম্বুবাচী মধ্যে (অর্থাৎ ৮ই বা ৯ই আষাঢ়) শ্বাস রোধ করিয়া উঠাইবে। আর মৃত্তিকা স্পর্শ না হয় এমত করিয়া রাখিবে। কয়েক মূলের কিয়দংশ করিয়া লইয়া আড়াইটি গোলমরিচ সহ জলে পেষণ করিয়া দষ্টব্যক্তিকে খাওয়াইবেক। তক্ষণে অশক্ত হইয়া পতিত হইলে শিরে পাঁচিয়া বা শরীরে যেস্থানে লাল রক্ত থাকে সেই স্থান কাটিয়া ঔষধ দিবে। পরে শক্তিমান হইলে খাওয়াইবে। ইহাতে মুমূর্ষব্যক্তি ও আরোগ্য হইয়াছে। ঔষধ বাটীতে কৃষ্ণবর্ণ হইলে ভক্ষণ নিষেধ। তবা হইলে রক্ষা সংশয়। কয়েকটি ঔষধেই এই রূপ।

এডুকেশন গেজেট হইতে এই সর্প ঔষধ গুলি সংগ্রহ করিলাম। ইহা প্রকৃত উপকারি কি না তাহা আমরা জানি না। কল উলঙ্গ হওয়া কি নিতান্ত প্রয়োজন? আর মূল কোন্ দিক হইতে তুলিতে হইবে তাহার যে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে তাহা পালন না করিলে কি ঔষধের গুণের তারতম্য হয়?

হাই কোর্ট হইতে এ নিয়ম প্রচার হইয়াছে যে জজের শেরিস্তা দারেরা সময় সময় ভিন্ন জেলায় বদলি হইবেন।

তুর্কিস্থানের মধ্যে কুস্তিনজার নামক এক স্থানে একটী স্ত্রীলোক বাজারে ফল ক্রয় করিতে ছিল। ইতি মধ্যে একজন রূসিয়ান সৈন্য তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে সে বিবাহিতা কি কেমন এবং যদি তাহার বিবাহ না হইয়া থাকে তবে সে তাহার সঙ্গে সৈন্য দলের মধ্যে যাইতে প্রস্তুত আছে কি না? স্ত্রীটী সৈন্যের এই রূপ রূঢ় বাক্য শুনিয়া তুর্কি ভাষায় বলিল যে পরমেশ্বর তোমার জিহ্বা খণ্ড করুন ও তোমার রাজার রাজ্য বিনষ্ট করুন, যিনি তোমাকে এদেশ আক্রমণ করিতে পাঠাইয়াছেন তাহার মরণ হউক। তোমার এই কুকর্ম্মেরফল ঈশ্বর অচিরাৎ দিবেন। আফগানিস্থান তো তোমাদের কখন হস্তগত হইবেনা। দুর্ভাগ্য ক্রমে উকজন ও শিয়ার জাতির পরস্পর শত্রুতা হইয়াছিল নতুবা সমরকন্দও পাইতে হইত না। এইরূপ তিরস্কারে ক্রোধান্বিত হইয়া রূসিয়ান যোদ্ধা ঐ স্ত্রীকে এমনি আঘাত করে যে সে মৃত্যু প্রায় পতিত হয়। যাহারা সেখানে উপস্থিত ছিল তাহারা সকলেই স্ত্রীর স্বাপক হইয়া যোদ্ধার প্রতি আক্রমণ করিল এবং এমনী আহত করিল যে তাহার সর্ব্বাঙ্গ রক্তময় হইল। সৈন্যাধ্যক্ষ এই সম্বাদ পাইয়া বলিলেন যে তাহার অধীনস্থ যোদ্ধা যেরূপ কুকর্ম্ম করিয়াছিল তাহাতে উপযুক্ত দণ্ড হয় নাই এবং তৎক্ষণাৎ তিনি এই রূপ একটী আজ্ঞা প্রচার করিয়া দিলেন যে যদি সৈন্যদলের মধ্যে কেহ কোন অত্যাচার করে তবে সে সমুচিত দণ্ডনীয় হইবে।

পার্লিয়ামেন্টের সভ্য ফওসেট সাহেব ইণ্ডিয়ান সিবিল সর্ব্বিস পরীক্ষা কলিকাতা হওনের কথা মহাসভায় আন্দোলন হওনের বিষয় উত্থাপন করিয়াছেন। ফওসেট সাহেব আমাদের পরমাত্মীয়। যখন আমাদের প্রতি পার্লিয়ামেন্টে কোন অত্যাচার হইয়াছে, তিনি আমাদের পক্ষরক্ষা করিয়াছেন।

ডবলিন হইতে আইরিস্ ম্যান নাম্নী একখণ্ড পত্রিকা প্রকাশিত হয়। উহার প্রকাশক নিম্নোক্ত কয়েকটি বিষয় তাহার পত্রিকায় প্রকাশ করায় ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট সে গুলি "লাইবেল" স্বরূপ গণ্য করিয়া তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করিয়াছেন। বিষয় কয়েকটি এই:—প্রথমতঃ নিউইয়র্ক হইতে প্রেরিত রাজবিদ্রোহ সূচক একখণ্ড লিপি প্রকাশিত হইয়াছে; দ্বিতীয়তঃ "আয়ার লণ্ডের সুবিধা" এই শিরোনাময় একটি প্রবন্ধ লিখিত হইয়া আয়রলণ্ড আক্রমণার্থে ৫০০০ হইতে ২০০০০ সৈন্য প্রেরণ করিতে আমেরিকার আইরিস দিগের অনুরোধ করা হইয়াছে; তৃতীয়তঃ বোষ্টন পাইলট পত্রিকা হইতে ফিনিয়ান্ ভ্রাতৃ সমাজের প্রতিজ্ঞা উদ্ধৃত হইয়াছে; এবং চতুর্থতঃ কর্ণেল কেলি এই মর্ম্মে যে পত্র লেখেন "লিবারপুল ম্যানচেষ্টার প্রভৃতির বানিজ্য অগ্নি দ্বারা নষ্ট করা যাইবে এবং ফিনিয়ানেরা যুদ্ধের বন্দী রূপে ব্যবহৃত না হইলে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ ধৃত হইবেন" তাহাও প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত পত্রিকার দুইজন সম্পাদক দোষী সাব্যস্ত হইয়া একজন ১ বৎসর এবং অন্যজন ৬ মাসের নিমিত্ত কারারুদ্ধ হইয়াছেন।

শুনা যাইতেছে বৈদেশিক সেক্রেটারি সার রিচার্ড টেম্পলের স্থানে কর্ণেল এচিসন সাহেব নিযুক্ত হইবেন। রাজকীয় বিষয় সম্বন্ধে তাঁহার সমীচীন ব্যুৎপত্তি আছে কি না সন্দেহ স্থল।

"উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের কতক গুলি ধর্ম্ম-যাজকের মতে, গঙ্গার পবিত্রতা আর ২৪ বৎসর মাত্র আছে। এই কারণে একণ হরিদ্বার এতলোক যাইতেছে।

লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর গ্রে সাহেব অচিকিৎস্ক কার্য্যকারক দিগের নিয়োগ সম্বন্ধে যে নিয়মাবলী করিয়াছেন তাহার তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল।

১। ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি পদাকাঙ্ক্ষী ইংরেজ এবং বাঙ্গালিদের সংখ্যা [illegible] যোগ্যতা [illegible] এবং প্রতি যোগিতা প্রণালী [illegible] করিবার মানস [illegible]

২। প্রত্যেক কার্য্যের নিমিত্ত তিন ব্যক্তিকে মনোনীত করিয়া তাহাদের পরীক্ষা গৃহীত হইবে। পরীক্ষোত্তীর্ণ ব্যক্তিকেই কেবল কার্য্যে নিয়োজিত করা হইবে।

যেখানে কোন ইংরেজ নিযুক্ত করা আবশ্যক, সেখানে তিন জন ইংরেজকে এবং যে স্থলে বাঙ্গালী নিযুক্ত করা প্রয়োজন, সে স্থলে তিন জন বাঙ্গালিকে নির্ব্বাচন করা হইবে।

৩। দুই কি ততোধিক কর্ম্মচারি নিযুক্ত করিতে হইলে, সকলের পরীক্ষা একত্র গৃহীত হইয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরীক্ষোত্তীর্ণ ব্যক্তি দিগকে নিযুক্ত করা হইবে। যথা ৪ জন কর্ম্মচারির আবশ্যক হইলে, ১২ জনের পরীক্ষা লইয়া প্রথম পরীক্ষোত্তীর্ণ প্রথম চারি জনকে নিযুক্ত করা হইবে।

৪। পদ প্রার্থি ব্যক্তি দিগের সাধারণ বিদ্যা বুদ্ধি ও ইংরেজি ভাষায় জ্ঞান এবং দিশু বাঙ্গালার কোন একটি ভাষায় অধিকার আছে কি না উহাই প্রমাণ করা পরিক্ষার উদ্দেশ্য থাকিবে। আপাততঃ কোন বিশেষ বিষয়ের পরীক্ষা গ্রহণ করা যাইবে না, কারণ প্রথম পরীক্ষায় প্রার্থিদিগের সেইং বিষয়ে প্রস্তুত হওয়া সুকঠিন হইবে।

৫। ইংরেজ প্রার্থিদিগের ইংরেজি ভাষায় উপযুক্ত ব্যুৎপত্তি এবং বাঙ্গালা কিম্বা উর্দ্দ ভাষায় অন্ততঃ কথোপকথনের ক্ষমতা না থাকিলে তাঁহারা কার্য্য প্রাপ্ত হইবেন না।

৬। এদেশীয় প্রার্থিরা তাঁহাদের স্বদেশীয় ভাষায় সমীচীন ব্যুৎপত্তি এবং ইংরেজি ভাষায় সাধারণ রূপ জ্ঞান না দেখাইতে পারিলে নিযুক্ত হইতে পারিবেন না।

৭। ইংরেজ প্রার্থি দিগের ইংরেজি ভাষায় কোন একটি নির্দ্দিষ্ট বিষয়ের রচনা এবং কয়েকটি সাধারণ প্রশ্নের উত্তর লিখিতে হইবে। তাঁহাদের ইংরেজি ভাষায় অধিকার আছে কি না তাহা তাহাদের রচনা প্রণালী দেখিয়া সিদ্ধান্ত হইবে।

৮। ইংরেজ পরীক্ষার্থি দিগের বাঙ্গালা কি উর্দ্দ ভাষাজ্ঞানের পরিচয় কথোপকথন দ্বারা লওয়া হইবে। যাঁহারা বিশেষ অভিজ্ঞতার পরিচয়

দিতে মানস করেন তাঁহাদির লেখাইয়া বা পড়াইয়াও পরীক্ষা গৃহীত হইবে, প্রার্থিগণের গুণাগুণ বিচার সময়ে ইহা ধরা যাইবে।

৯। প্রত্যেক প্রার্থিগণের তাঁহাদের নিজ ভাষায় কোন একটি নির্দ্দিষ্ট বিষয়ের রচনা এবং ইংরেজি ভাষায় আর একটি রচনা এবং সাধারণ কতক গুলি প্রশ্নের উত্তর লিখিতে হইবে।

১০। তাঁহাদের সংস্কৃতাভিজ্ঞতা তাঁহাদের রচনা প্রণালী দ্বারা পরীক্ষিত হইবে।

১১। ইংরেজী ভাষার রচনা এবং কথোপকথন দ্বারা তাঁহাদের ইংরেজি ভাষাভিজ্ঞতা পরীক্ষিত হইবে।

১২। পরীক্ষার্থি দিগের পরীক্ষায় উপস্থিত হওয়ার পূর্ব্বে ১০ টাকা ফি দিতে হইবে।

বিগত ৮ই ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত বঙ্গ প্রদেশে ১৪৯৮০৯৮০২ লাইসেন্স ট্যাক্সের হিসাবে আদায় হইয়াছে। অতিরিক্ত আদায়ের হিসাবে ১০৪৯০৮০৭ ফেরত দিতে হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনারেল, লেফটেনাণ্ট গবর্ণর এ, ভাক্তারগণ সামাজিক বিজ্ঞান সভার পরিদর্শকের ভার লইয়াছেন।

বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের হস্তে ৫৪৪৮২ বিঘা খাস মহল আছে। ইহা হইতে বাৎসরিক ৭৫,৮৯৬৭২ টাকা কর উৎপন্ন হয়। মোট আয় হইতে জমিদারি ডাক সংস্কারার্থে শত করা ৩ টাকা গবর্ণমেণ্ট দিয়া থাকেন। এদেশে এরূপ এক জনও জমিদার নাই যিনি তাঁহার সদর জমা হইতে শতকরা ৩ টাকা করিয়া প্রজার উপকারার্থে ব্যয় না করেন।

কলিকাতা নগরের জাসটিস্ অব দি পিস ডাক্তার মাউণ্ট ফেরার এবং ডাক্তার ককস্ সাহেব হইয়াছেন। হিন্দু পেট্রিয়ট বলেন, যে আমাদের দেশীয় এম,ডি, উপাধিধারি দিগের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে উক্ত কার্য্যে নিযুক্ত করা উচিত এবং ডাক্তার মহেন্দ্র লাল সরকার যে উক্ত পদের এক জন অত্যন্ত যোগ্যব্যক্তি তাহাও তিনি প্রকাশ করেন। পেট্রিয়টের কি স্মরণ নাই যে, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল এক ঘরিয়া হইয়াছেন?

বিগত ২রা মার্চ টাউন হলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্বৎসরিক সভার উপবেসন হইয়াছিল। ভাইসচ্যান্সেলর অনারেবল সিটনকার সাহেব সভাপতির পদ গ্রহণ করেন। টাউন হলে লোকের অত্যন্ত জনতা হয় এবং পরিদর্শকেরা স্থানাভাবে অত্যন্ত অসুবিধা বোধ করিয়াছিলেন। ভাইস চ্যান্সেলর একটি সুললিত বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

মধ্যপ্রদেশে যদি কোন ধনাঢ্য ব্যক্তি মদ সেবনাদি ও অন্যান্য দুষ্কর্মে অপরিমিত ব্যয় করে এরূপ প্রমাণ হয়, তবে তৎক্ষণাৎ তাহার বিষয়াদি রক্ষা জন্য একজন রাজ কর্ম্মচারি নিযুক্ত হন। কি উত্তম নিয়ম। ইংরাজ বাহাদুরেরা এটি এদেশে প্রচলিত করেন না কেন? তাহা হইলে আবকারি আয় কমিয়া যায় এই ভয় করেন না, বোধহয় না।

সর জঙ্গ বাহাদুর তিব্বতের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য বথেষ্ট আয়োজন করিতেছেন, তাঁহার সৈন্যের অগ্রসর ভাগ লাসা নগরাভিমুখে যাত্রা করিয়াছে। কিন্তু এপ্রিল মাসের পূর্ব্বে তিব্বতের নিকট পর্যন্ত যাওয়া হইবে না।

বম্বেগেজেটের একজন সংবাদদাতা বলেন যে কানটি কোনহনের সেতু ভাঙ্গিয়া দুই শত লোকের প্রাণ নষ্ট হইয়াছে।

প্রেসিডেন্সি কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এম, এ, পাইয়াছেন তিনি বার্ষিক দুই হাজার টাকা করিয়া ৩ বৎসর পর্য্যন্ত পাইবেন।

সম্বাদ পাওয়া গিয়াছে যে আবিসিনিয়ার অনেক প্রধান লোক থিওডোরের স্বাপক্ষ হইয়াছেন।

এবার পঞ্চবিংশতি জন ব্যাচেলার অব আর্টস এম, এ, পরীক্ষা দেন। তাহার মধ্যে পঞ্চদশ জন উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এক জন ব্যতীত সকলে হিন্দু। বাবু আনন্দ মোহন বসু গণিতে সর্ব্ব প্রধান হইয়াছেন, তাঁহার গণিতে ব্যুৎপত্তি দেখিয়া পরীক্ষকগণ চমৎকৃত হইয়াছেন।

দিল্লি গেজেট বলেন, মেহেরি নামক গ্রামে দুই জন বর্দ্ধিষ্ণু মল্লিককে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ফাঁসি দিয়াছেন।

১৮৬৯ সালের জানুয়ারি মাসে কলিকাতা, মান্দ্রাজ, ও বোম্বাই, এক সময়ে গিলক্রাইষ্ট পরীক্ষা হইবে। উত্তীর্ণ ছাত্রের ইংলণ্ডে যাওয়ার ব্যয় এক হাজার টাকা ষ্টেট সেক্রেটারি নর্থকোট সাহেব দিবেন। যদি কোন ছাত্র পরীক্ষায় অপারগ বিধায় বৃত্তিচ্যুত হন তাহাকে প্রত্যাবর্ত্তনের ব্যয়ও এক হাজার টাকা দেওয়া হইবে। যাহাদের বয়ঃক্রম একুশ বৎসরের অতিরিক্ত হইয়াছে তাহারা পরীক্ষা দিতে পারিবেন না।

শুনাগেল যে নায়ক ভীল নায়ক রূপসিংহ আহত হইয়া পলায়ন করিয়াছে। রূপ সিংহকে পুনর্ব্বার আক্রমণ করিবার নিমিত্ত প্রপার্ট সাহেব যত্ন করিতেছেন।

বাবু রাম গোপাল ঘোষের সম্মানার্থে গত শনিবারে একটী সভা হয়, তথায় অনেক প্রধান লোক উপস্থিত থাকেন। সেই সভায় তাঁহার স্মরণার্থে এই দুইটী কার্য্য সাব্যস্ত হইয়াছে। প্রকাশ্য স্থলে তাঁহার চিত্র রক্ষিত ও নিম তলার ঘাটে যাহারা শব দাহন করিতে যায় তাহাদের বিশ্রামার্থে ঐ স্থানে কয়েকটী ঘর প্রস্তুত করা।

বর্দ্ধমান গর্ভকার সম্বাদ প্রেরণ করিবার জন্য যে মণময় যন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা বোম্বাই ফিটজগারেল্ড সাহেবের পর্য্যবেক্ষণের নিমিত্ত তাহার নিকট প্রেরণ করা হইয়াছে। যন্ত্রের মূল্য ৩০ লক্ষ টাকা হইবে।

আমাদের ফরিদপুরের সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন:—

১। বিগত ১৭ই ফাল্গুন তারিখে অত্রত্য ব্রাহ্ম সমাজের দ্বাদশ বার্ষিক অধিবেশন সমারোহ পূর্ব্বক সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

২। গত রবিবার অপরাহ্নে এখানে ভয়ানক শীলা বৃষ্টি হওয়াতে রবিশস্যের বিশেষ অনিষ্ট হইয়াছে।

৩। এই জেলার অন্তর্গত বেতেঙ্গা, বাগুডিয়া, এবং কানাই পুর প্রভৃতি স্থানে ইতাগ্রে ওলাউঠার যে প্রকার প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, সংপ্রতি তাহা নিবারিত হইয়াছে।

৪। এখানকার বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীর শিক্ষা নৈপুণ্য এবং পরিশ্রম দেখিয়া সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছেন, বিশেষতঃ তাঁহার যত্নে বালিকাগণ অল্প কাল মধ্যেই শিল্প কার্য্যে কিঞ্চিৎ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছে।

৫। অদ্য পাঁচ দিবস যাবৎ ঢাকার জজ সাহেব এখানে আসিয়া দাওরায় বিচার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এবার ডাকাইতি প্রভৃতি দুইটি গুরুতর মকদ্দমা আছে।

—৷০৷—

শ্রীযুক্ত লেফটেনাণ্ট গবর্ণরের অনুজ্ঞা ক্রমে নিয়োগ।

মেদিনীপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কলেক্টর বাবু কৃষ্ণ প্রসাদ ঘোষ তথাকার মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

ডবলিউ. ম্যাকফরসন কটকের সিবীল ও সেশন জজের পদে প্রতিনিধি হইলেন।

এইচ, বেল কোচবিহারের ছোট আদালতের জজের প্রতিনিধি হইলেন।

বাবু কালিকিঙ্কর রায় পাটনার ছোট আদালতের জজের পদে প্রতিনিধি হইলেন এবং তথাকার প্রধান সদর আমিনের ক্ষমতা পাইলেন।

বাবু ভূপতি রায় ত্রিহুতের প্রধান সদর আমিনের পদে প্রতিনিধি হইলেন।

খশিয়া ও জৈন্তিয়ার সহকারী কমিশনর লেফটেনাণ্ট এইচ জে, পীট শিবসাগরে বদলি হইলেন।

নদীয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কলেক্টর বাবু দীননাথ আঢ্য মেহেরপুর মহকুমার ভার পাইলেন।

আসামের প্রতিনিধি অতিরিক্ত সহকারী কমিশনর সি, জে. কাউই শিবসাগরে নিযুক্ত হইলেন।

ছুটী।

কটকের জজ আর, আলেকজাণ্ডার তিন মাসের অবকাশ পাইয়াছেন।

সারণের জজ এ, হোপ, ছয় মাসের অবকাশ পাইয়াছেন।

গয়ার সহকারী পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট ডবলিউ বি, ম্যাকিণ্টশ ১৫ মাসের অবকাশ পাইয়াছেন।

বালেশ্বরের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জে, বিমস ১ মাসের অবকাশ পাইয়াছেন।

প্রেরিত পত্র।

শ্রীযুক্ত অমৃত বাজার পত্রিকা সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

বাঁকুড়ার সব ডিবিশনে কোন ব্রাহ্মণ দুইটি স্ত্রী বিবাহ করে। কিছু দিন পরে সে আপন ছোট স্ত্রিটিকে বিবাহ দিয়া অর্থোপার্জ্জন করিব মনস্থ করিয়া গোপনে একটি সম্বন্ধ স্থির করিল। সমুদায় জুটা জুট হইলে এক দিন সে ব্রাহ্মণীর নিকট বলিল যে সে মাতুলাশ্রমে যাইবে এবং তাহাকে সঙ্গে যাইতে হইবে। ব্রাহ্মণী তাহাতে স্বীকৃতা হইল। ব্রাহ্মণ মামার বাড়ির ছল করিয়া যে বাটিতে সম্বন্ধ স্থির করিয়াছিল তথায় ব্রাহ্মণীকে লইয়া উপনীত হইল এবং পাত্রের নিকট হইতে ২০০ টাকা লইয়া প্রস্থান করিল। যাইবার সময় ব্রাহ্মণীকে বলিয়া যায় যে তুমি আমার স্ত্রী, তাহা এখানে প্রকাশ করিও না, তাহাতে

অমৃত বাজার পত্রিকা

অধ্যাত্মবিজ্ঞান।

অধ্যাত্ম বিজ্ঞান পূর্ব্বকালে প্রচলিত ছিল তাহার প্রতি কোন সন্দেহ নাই। মহাভারতের আশ্রমিকপর্ব্বেতে দেখা যাইতেছে যে বিদুরের দেহত্যাগ করিবার পর ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী, ও পঞ্চপাণ্ডব, প্রভৃতি বন মধ্যে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে ছিলেন এমত সময় ব্যাসদেব তথায় উপস্থিত হইয়া নানা প্রকার প্রবোধ দিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহাদের শোক নিবারণ না হওয়ায়—

"ক্ষণেক চিন্তিয়া তবে ব্যাস তপোধন।
আশ্বাসিয়া সবাকারে বলিল বচন॥
যে বাসনা করিলা আমার কাছে সবে।
আজি নিশি যোগে এ বাসনা পূর্ণ হবে॥"

অর্থাৎ অদ্য নিশি যোগে তোমাদের মৃত পুত্র ও আত্মীয় বান্ধব গণের সহিত সাক্ষাৎ করাইব। পরে নিশির আগমনে—

"ঊর্দ্ধমুখ করিয়া ডাকিলা মুনিরাজ।
তুই হও তুমি পরে ডাকিল সমাজ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ বলি ডাকি মুনিবর।
দুর্য্যোধন শল্য আদি যত ধনুর্দ্ধর॥
* * *
সত্বরে আইস সবে আমার বচনে।
বিলম্ব না কর শীঘ্র আইস এই ক্ষণে॥"

পরে সকলে উপস্থিত হইলে—

"নিজ নিজ বান্ধব পাইয়া দরশন।
ভাসিলেন আনন্দ সাগরে সর্ব্বজন॥
এই রূপ হলো সবার তাপ বিমোচন।
সাধু সাধু মুনিবর কহে সর্ব্বজন॥"

—:০:—

এক জন বন্ধুর দৈনিক বৃত্তান্ত হইতে উদ্ধৃত।

১৩ই আগষ্ট ১৮৬৭ সাল। ওভর সিয়র বাবু দিন নাথ রায় তাঁহার ভগ্নির পীড়া দেখিবার জন্য ৪।৫ দিন হইতে অনুরোধ করায় আমি গত কল্য সন্ধ্যাকালে তাঁহার বাসায় গিয়াছিলাম। দিন, বাহির বাটীতে বসিয়া অন্যান্য ২।৩ জন বন্ধুর সহিত আলাপ করিতেছিল, পরে আমাকে দেখিবা মাত্র সঙ্গে করিয়া সে বাটীর মধ্যে লইয়া গেল। তাহার ভিতর বাটীর পশ্চিম পোতার ঘরে আমি, দিন, ও মালতী নামক তাহার ১০।১১ বৎসরের কন্যা বসিলাম। কিঞ্চিৎক্ষণ পরে তাহার ভগ্নি আগমন করিলেন।

দিনর ভগ্নির বয়ঃক্রম ২৪।২৫ বৎসর হইবে। এদেশ ভদ্রঘরের কুল-বালা স্বাভাবিক "নম্র ও লজ্জাশীল", তাহাতে অপরিচিত পুরুষ গৃহ মধ্যে থাকায় তিনি অতিশয় কুণ্ঠিতা হইয়া কাঁপিতে২ গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া অনতিদূরে অপর একটা বিছানায় বসিলেন। তাহার পীড়ার কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি কোন উত্তর করিলেন না কিন্তু দিন বলিল যে বহু দিন হইতে তাহার একটা মূর্চ্ছাগত বায়ু আছে; বন্ধারা তিনি দিনের মধ্যে ১।২ বার অচৈতন্য হন, হাত পা ছোঁড়েন গোঁ২ করেন ও এত অধিক যন্ত্রণা হয় যে বোধ হয় আত্মহত্যা হইবার সম্ভাবনা। বিস্তর ডাক্তার ডাক্তার দেখান হইয়াছে, তাহারা চিকিৎসা করেন; কিন্তু ঔষধ খাইলে পীড়ার উপশম হওয়া দূরে থাকুক অতিশয় বৃদ্ধি হয়।

আমি তাঁহার হস্তে ১ গ্লাস মিসমেরাইজ জল দিয়া তাহার মধ্যে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে আদেশ করিলাম, ও যখন তিনি হেঁট হইয়া দেখিতে গেলেন তখন দূর হইতে তাঁহার অজ্ঞাত ৭।৮ টা পাস দিতে২ ভগ্নি দিনকে ইঙ্গিত করিয়া ডাকিয়া বলিলেন যে তিনি ঐ গ্লাসের মধ্যে একটা মুখ দেখিতে পাইতেছেন।

আমি ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া দেখুন বলিয়া মস্তকের উপর আর ২।৪ টা পাস দিলাম।

অল্পক্ষণ মধ্যে গ্লাসটা নামাইয়া রাখিয়া বলিলেন যে ঐ জল মধ্যে একটা অগ্নি শিখা এত ভয়ানক জ্বলিতেছে যে তাহার দিকে চাহিলে চক্ষু ঝলসিয়া যায়, আমি ঐ গ্লাসটা তুলিয়া তন্মধ্যে দেখিতে পুনরায় অনুরোধ করায় তিনি পুনরায় তাঁহার হস্তে লইলেন কিন্তু এবার তাহার হাত ও মাথা কাঁপিতে লাগিল, আমি উহা দৃষ্টে তাহার হস্ত হইতে গ্লাস লইয়া দিনকে ইঙ্গিত করায় সে একটা বালিস দিতে না দিতে তিনি একেবারে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেলেন। আমি মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত ৭।৮ টা পাস দিলাম। কিঞ্চিৎ ক্ষণ পরে সে বলিল "দাদা গো বাড়ির মধ্যে একটা মাগি"

আমি——তাহার নাম জিজ্ঞাসা কর।
ভগ্নি——কোন উত্তর নাই।
আমি——তোমার নাম কি?
ভগ্নি——আমার নাম আনন্দ।
আমি——তোমার বাটী কোথায়?
ভগ্নি——কলাগ্রোয়া।
আমি——তুমি ইহাকে ছাড়।
ভগ্নি——না কখন ছাড়িব না।
আমি——অবশ্য ছাড়িবা।
ভগ্নি——আজ ১৩ বৎসর রাজত্ব করিতেছি—তোর এক দিনের কথায় ছাড়িব।
আমি——পরমেশ্বরের নামে বলিতেছি—তুমি অবশ্য ছাড়িবা।
ভগ্নি——খবরদার—তোর সবংশে নষ্ট করিব।

এই সময়ে গৃহের চতুর্দ্দিকে বিস্তর লোক জুটিয়া ছিল; তন্মধ্যে এক জন কৃষ্ণ নগরের মিডিয়াম উপস্থিত ছিলেন। তাহাকে লইয়া একটি সারকল করিতে গিয়া সারকলে বসিতে না বসিতে দিনর ভগ্নি "আয়ত বাবা" বলিয়া ৫।৬ বার এত বলের সহিত উঠিবার চেষ্টা করিলেন, যে আমরা ৪।৫ জনে অতি কষ্টে তাঁহাকে ধরিয়া রাখিলাম। পরক্ষণেই তিনি স্বাভাবিক নিদ্রা যাইতেছেন দেখিয়া আমি ম্যাগনিটিক নিদ্রা অনুমান করিয়া এক জন কাছে বসিয়া থাকে ও কেহ ডাক্ না করে ইত্যাদি উপদেশ দিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলাম।

এই ঘটনাটির দেড় মাস পরে আমার দিনর সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ হইল। সে সময়ে আমার বাটিতে বাবু———বি এল মুন্সেফ; ও বাবু———ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও বাবু———চট্টোপাধ্যায় ডাক্তার ও বাবু———চট্টোপাধ্যায় হেড মাষ্টার ও বাবু———মিত্র জেলার, ইত্যাদি অনেক গুলি ভদ্র লোক বসিয়া ছিলেন। তাঁহাদের সমক্ষে দিনকে তাহার ভগ্নি এক্ষণে কিরূপ আছে জিজ্ঞাসা করায়, দিন বলিল "মহাশয়! আপনি উঠিয়া আসিবার পরেই ঐ আনন্দ পুনরায় আগমন করিয়া এরূপ ত্যক্ত বিরক্ত আরম্ভ করিল, যে কয়েক বার আপনাকে পুনরায় আনয়ন জন্য লোক পাঠাইয়া পথ হইতে ফিরাইয়া২ আনিয়াছি। তাহাকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল, যে যখন উহার একাদশ বৎসর বয়ঃক্রম, তখন উহার স্বামির মৃত্যু হইলে সে মুখাগ্নি করিয়া ঘাট হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করিবার কালে উহার শরীরের মধ্যে আনন্দ প্রবেশ করে। প্রায় সমস্ত রাত্র ক্রন্দন করে ও কাঁচা হলুদ পোড়াইয়া নাকে ধরিলে "যাই" বলিয়া চীৎকার করে ও আপনি আমাদের বাটিতে না আসেন, সেই অঙ্গীকার করাইয়া লইতে চায়। এই রূপ অবস্থায় থাকিয়া, তৎ পর দিন বেলা ৩টার সময় পর্য্যন্ত আমার ভগ্নির হটাৎ তন্দ্রা হয়, ও ৪।৫ মিনিট পরে নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া স্বাভাবিক অবস্থার ন্যায় কর্ম্ম কার্য্য করিতে লাগিল। জিজ্ঞাসা করায় সে কিছুই জানে না; ও কিছুই অবগত নহে বলিল। ফলতঃ মহাশয়, স্পিরিচিউলিজম সত্য হউক বা না হউক, সেই দিন হইতে অদ্য দেড় মাস পর্য্যন্ত তাহার একবার ও পীড়া হয় নাই"

উপরে "মেশ্‌মেরাইজ জল" এবং "পাস" যে দুটি শব্দ ব্যবহার করা গেল তাহার অর্থ "জলপড়া" এবং "ঝাড়ন।"

ঘটনাটী যে রূপ হইয়াছিল অবিকল লেখা গেল, বিষয়টা কি পাঠক বিচার করুন।

—:০:—

সকলের প্রতি।

অধ্যাত্ম বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় অদ্ভুত ঘটনা আমাদের দেশীয় অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন সন্দেহ নাই। তাঁহারা যদি অনুগ্রহ করিয়া সেই ঘটনা গুলির অবিকল বিবরণ আমাদের নিকট প্রেরণ করেন তবে আমরা নিতান্ত বাধিত হই। বিশেষতঃ তাঁহারা যদি প্রকৃত সত্যানুসন্ধায়ী হন তবে এরূপ ঘটনা সকল সাধারণের নিকট প্রকাশ করিয়া অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করা তাঁহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। যাঁহাদের নাম প্রকাশ করিতে আপত্তি থাকে, তাহাদের নাম প্রকাশ করা যাইবেনা, কিন্তু আমাদের নিকট তাহাদের প্রকৃত নাম ও ধাম গোপন করিলে তাহাদের প্রেরিত বিবরণ গুলি মুদ্রিত করা যাইবেনা।

☞ এই পত্রিকা যশোহর অমৃত বাজার অমৃত প্রবাহিনী যন্ত্রে প্রতি বৃহস্পতি বারে শ্রীচন্দ্রনাথ রায় দ্বারা প্রকাশিত হয়।

সাপ্তাহিক।

১ মখণ্ড। ৩০ শেফাল্গুন বৃহস্পতিবার ১২৭৪ সাল। ১২ই মার্চ ১৮৬৮ খৃঃ অব্দ ৪র্থ সংখ্যা

অমৃত বাজার পত্রিকা।

বিজ্ঞাপন।

অমৃত বাজার পত্রিকার গ্রাহক মহাশয়ের তাঁহাদের দেয় স্ব স্ব অগ্রিম মূল্য সত্বর পাঠাইয়া দিয়া বাধিত করিবেন। যাঁহারা মূল্য প্রেরণ করিতে বিলম্ব করিবেন, তাঁহাদিগকে বেশি দিতে হইবে। কলিকাতায় আমাদের পত্রিকার এজেণ্ট হেয়ার স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু হরো লাল রায় বি, এ কাশিপুরে নড়াল বাবুদিগের মোক্তার শ্রীযুক্ত বাবু উমেশ চন্দ্র ঘোষ এবং কৃষ্ণনগরে কৃষ্ণনগর ইংরাজী-বঙ্গ বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু তারা পদ বন্দোপাধ্যায় বি, এ, মহাশয়গণকে নিযুক্ত করা গেল। গ্রাহক মহাশয়েরা পত্রিকার মূল্য এক আনার ষ্ট্যাম্প সহ ইহাদের নিকট অথবা একে বারেই অমৃতবাজারপত্রিকা আফিসের তত্ত্বাবধারকের নিকট প্রেরণ করিলে পত্রিকা পাইবেন। পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির নিকট পাঠাইলে বেশি এক আনার ষ্ট্যাম্প লাগিবেক না।

বিজ্ঞাপন।

অমৃত বাজার পত্রিকার মূল্যের নিয়ম।

অগ্রিম বার্ষিক	৫ টাকা	ডাকমাশুল	৩ টাকা
ষাণ্মাসিক	৩		১৸০
ত্রৈমাসিক	২		৸০ আনা
প্রত্যেক সংখ্যার	।০		/৫

বিজ্ঞাপন।

এই পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্য নির্ণয়।

প্রত্যেক পংক্তি প্রতি।

প্রথম ও দ্বিতীয় এবং তৃতীয়বার	৵
চতুর্থ এবং ততোধিক বার	/১০

বিজ্ঞাপন প্রেরয়িতারা বিজ্ঞাপনের সহিত তাহার প্রকাশের মূল্য এক আনা কিম্বা আদ আনার ষ্ট্যাম্প টিকিট দ্বারা আমাদের যন্ত্রালয়ে প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন।

সংগীত শাস্ত্র, প্রথম ভাগ।

উল্লিখিত পুস্তক, মুদ্রিত হইয়াছে। উহার দ্বারা বহু নানা গীত ও বাদ্য গুরূপদেশ ভিন্ন অভ্যাস হইতে পারিবেক। উক্ত পুস্তক কলিকাতস্থ সংস্কৃত ডিপোজিটারিতে এবং কলিকাতার কলেজ ষ্ট্রীট ব্যানার্জি এণ্ড ব্রদারস মেডিকেল লাইব্রেরিতে, এবং নিম্ন স্বাক্ষরকারির নিকট তত্ত্ব করিলে গ্রাহকেচ্ছুক মহাশয়েরা পাইতে পারিবেন। মূল্য ॥০ আনা, ডাকমাশুল এক আনা। কেহ নগদ ৫ টাকার বা ততধিক মূল্যের পুস্তক লইলে শত করা ১২॥০ টাকা এবং ৫০ টাকা বা ততধিক মূল্যের পুস্তক লইলে শত করা ২৫ টাকা কমিসন পাইবেন।

শ্রীনীল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য।
যশোহর অমৃত বাজার

বিজ্ঞাপন।

এতদ্দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে অনুগ্রহপূর্ব্বক জ্ঞাপন করা যাইতেছে, যে নিম্নবঙ্গদেশের যে কোন স্থান হউক না কেন তথায় আমরা রাস্তা, খাল, ইষ্টক ইত্যাদির কনট্রাক্ট লইতে প্রস্তুত আছি। আমাদের কোম্পানির সকলেই সুশিক্ষিত এবং ভদ্র পদাবিস্থ লোক, বিশেষতঃ এক জন সম্পূর্ণ কার্য্য দক্ষ এবং বহুদর্শী ইনজিনিয়ার আমাদের মধ্যে আছেন; অতএব আমরা সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি যে সাধারণ কনট্রাক্টদার দ্বারা ঐ সমুদায় কার্য্য যে রূপ সমাধা হয়, তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ রূপে এবং অবিতর্কবিশ্বাসের সহিত আমাদের কর্তৃক নির্ব্বাহিত হইবে। এক্ষণ ইনজিনিয়ার, ডিষ্টিক্টের প্রধান রাজ কর্ম্ম চারিগণ এবং সাধারণতঃ সকল ভদ্র লোক দিগের নিকট নিবেদন, যে তাঁহারা কনট্রাক্টের কার্য্য আমাদের হস্তে সমর্পণ করিয়া আমাদিগকে বাধিত করেন।

হেডআফিস
কৃষ্ণনগর,
নম্বর১০৩, হাই ষ্ট্রীট

কে, এন, ঘোষ এণ্ড কোং।
কনট্রাক্টর।

অমৃত বাজার পত্রিকা।

৩০শে ফাল্গুন। বৃহস্পতিবার।

ইংলিস গবর্ণমেণ্ট ও ভারতবর্ষ।

জগদীশ্বরের অস্তিত্বের কি পরকালের প্রতি বিশ্বাস করুন না করুন, নৈসর্গিক নিয়মের যে কখন লঙ্ঘন হয়না ইহা সকলেই বিশ্বাস করেন। বিষ ভক্ষণের তৎক্ষণাৎ ফল মৃত্যু কি পীড়া, মনুষ্য হত্যা করার নিশ্চিৎ ফল আত্মার অপবিত্রতা ও অনুতাপ, ইহা সকলেই স্বীকার করেন।

একটী রাজ্যকে মনুষ্যশরীরের বর্ণন করা যায়। কোন রাজ্যের মধ্যে বিষ প্রবেশ করিলে তাহার মন্দ ফল অবশ্য ফলিবে। বিষ বিশেষের উপকর্ষের তারতম্য হয়, কোন বিষের ফল অতি সত্বর প্রকাশ পায়, কোন বিষের বিলম্ব লাগে; কোন বিষে শুদ্ধ পীড়া উৎপত্তি করে, ও যে পর্য্যন্ত উহা বহির্গত বা বিনষ্ট না হয় তাবৎ পীড়ার শান্তি কিম্বা আরোগ্য হয় না, কোন বিষে আবার দেহ নষ্ট করিতে পারে। উহার প্রবেশের ফল অবশ্যই প্রকাশ পাইবে।

জগদীশ্বর মনুষ্য মাত্রকে স্বাধীন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন. অতএব যিনি অন্যের স্বাধীনতা অপহরণ করেন কি নিজের স্বাধীনতা, স্বেচ্ছাই হউক, আর অনিচ্ছাই হউক, অন্যের হস্তে সমর্পণ করেন, তিনি নৈসর্গিক নিয়ম লঙ্ঘনের দণ্ড প্রাপ্ত হন।

মানব দেহ মনুষ্য মনোবৃত্তি সমূহের অধীন ও এই সমুদায় বৃত্তি স্ব স্ব কর্ত্তব্য কর্ম্মে নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। যিনি এই সমুদায় বৃত্তির পরস্পর সামঞ্জস্য রাখিয়া চলেন তিনিই প্রকৃত

স্বাধীন, এবং তাহা না করিয়া যিনি অন্য সমুদায় বৃত্তিকে নিস্তেজ করিয়া কেবল মাত্র একটীকে প্রবল করেন, তিনি দেহ ও আত্মার ও মনোবৃত্তি গুলির পরস্পরের সম্বন্ধ বিশৃংখল করিয়া ফেলেন।

কোন রাজ্যেরও অবিকল এইরূপ। যে রাজ্য যত অধিক পরিমাণ লোক দ্বারা শাসিত তাহা তত স্বাধীন। যে রাজ্য সমগ্র অধিবাসি দ্বারা শাসিত তাহা সম্পূর্ণ স্বাধীন। কোন রাজ্য হইতে যে পরিমাণে স্বাধীনতা অপহৃত হয়, উহা সেই পরিমাণে দুর্ব্বল ও বিশৃংখল হয় ও যাবৎ ঐ স্বাধীনতা প্রত্যার্পণ না করা হয়, তাবৎ উহা শান্তি ভাব প্রাপ্ত হয় না। রাজ্য পরাধীন হইলেই, হয় উহা একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায়, আর নতুবা পরিণামে, যে গতিকে হউক, অবশ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত হয়। এই রূপে পরাধীন হইয়া কত জাতি একেবারে লোপ প্রায় [illegible]য়াছে। আমেরিকায় আদিম বাসীর মধ্যে এক্ষণে আর কয়েকটি জাতি দেখিতে পাওয়া যায়? যখন নেপলস্ রাজ্য [illegible]পনীয় লোক কর্ত্তৃক অত্যন্ত উৎপীড়িত হয় তখন ম্যাসনিল নামক একজন ধীবর দরিদ্র উহাকে স্বাধীন করে। এ রূপ ঘটনা ও ইহা যে এই উপায় দ্বারা সম্পাদিত হইবে তাহা কি কেহ স্বপ্নেও ভাবিয়াছিল! উইলিয়ম টেলের ইতিহাস কে না জানেন? যখন ইংলণ্ডের দ্বিতীয় জেম্‌স ঐ দেশে রোমীয় ধর্ম্ম প্রচার করিবার যত্ন পান, তখন কি তিনি জানিতেন যে এই যত্নের নিমিত্ত তাঁহাকে সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া পলাইতে হইবে! তিনি ভাবিলেন যে তাহার প্রায় জয় লাভ হইয়াছে, আর বিস্তর অপেক্ষা নাই; কিন্তু সেই সময়ে তিনি রাজ্যচ্যুত হইলেন। মার্কিন দেশে দাস রাখার পদ্ধতি এ রূপ মর্জ্জাগত হইয়াছিল যে বোধ হইত, ঐ দেশ হইতে দাস ব্যবসায় উঠাইয়া দিলে দেশটী বিনষ্ট হইবে। কিন্তু সেই দাস রাখার ফল এত দিন পরে ফলিল, কত শোণিত পতন হইল, দাসেরা স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইল, অথচ মার্কিন দেশ সে রূপ সেই রূপই থাকিল। আওরঙ্গজিব নানা বিধ অত্যাচার করিয়া ভারতের এক ছত্রাধিপতি হন, কিন্তু যে সমুদায় কুক্রিয়া দ্বারা তাঁহার রাজ্য সংস্থাপিত হয়, তাহাতেই আবার তাঁহার রাজ্য বিনষ্ট হয়। সেরাজদ্দৌলা যখন এদেশাধিপতি ছিলেন তখন কে ভাবিয়াছিল যে, সেই দোর্দাস্ত নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী নবাব কিয়ৎ সংখ্যক বিদেশী বণিক কর্ত্তৃক সিংহাসন চ্যুত ও হত হইবেন? ১৮৫৯ সালে যশোহরে ঘোড় দৌড় হয় ও তখন সতাবধি নীল কুঠিয়াল ৭। ৮ দিন পর্য্যন্ত আমোদ প্রমোদ করে; পর বৎসর সেই সময়ে আর কয়েকটী কুঠিয়ালের আমোদ প্রমোদে ইচ্ছা ছিল? ,৫৭ সালে যে ভয়ঙ্কর বিদ্রোহানল প্রজ্জ্বলিত হইবে তাহা কি কেহ কখন স্বপ্নেও ভেবেছিলেন? লং সাহেব যখন নীল কুঠিয়াল দিগের যত্নে কারারুদ্ধ হন তখন বলিয়াছিলেন যে আমি কারারুদ্ধ হইয়াছি ইহাতে নীল করেরা জিতিল না প্রজারা জিতিল! আমরাও বলি যে ড্যাল হাউসি যখন অযোধ্যা ব্রিটিশ রাজ্য ভুক্ত করিয়াছিলেন তখন কি তিনি জিতিয়াছিলেন? কন্যা কুমারী হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের তাবৎ অধিবাসী গণের অমতে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট যে ভারতবর্ষীয় অর্থ লইয়া তুর্কির সুলতানের ভোজ দিলেন, কি আবিসিনিয়ার যুদ্ধে ব্যয় করিলেন ইহাতে কি ইংলিস গবর্ণমেন্ট জিতিলেন? যদি মনু-[illegible] দেখা যাইত, তবে ইংরেজেরা দেখিতে পাইতেন, যে, এই অপমান [illegible] প্রতি সুশিক্ষিত বাঙ্গালি মাত্রের হৃদয়ে অনবরত জাগরূক রহিয়াছে। ইহা কি ইংরেজেরা বুঝেন না যে বিদেশী কর্ত্তৃক শত বর্ষের অনুগ্রহ ও ভদ্রতা এই রূপ একটী অত্যাচারে ধৌত হইয়া যায়?

আয়রলণ্ড ও ইংলণ্ডে কত নৈকট্য সম্বন্ধ, মধ্যে কেবল একটী ক্ষুদ্র সাগর বই নয়। উভয় দেশের লোকেরা এক জাতি ও তাহাদের আচার, ব্যবহার, নীতি, পদ্ধতি, ভাষা, মানসিক ভাব সমুদায় প্রায় এক প্রকার। আইরিস রাজ্য ইংরেজদের ন্যায় পার্লিয়ামেণ্টে প্রতিনিধি পাঠাইতেছেন, সুতরাং নিজের দেশ নিজে শাসন করিতেছেন তবু ত তাহারা ইংরেজদের বাধ্য হইলেননা। আমরা আইরিশদের ন্যায় এক্ষণে স্বাধীনতা প্রার্থনা করি না। ইংরেজেরা আমাদের পরিত্যাগ করিতে চাহিলেও আমরা এক্ষণে তাঁহাদিগকে ছাড়িতে পারি না। আমরা এক্ষণে আর কিছুরই প্রার্থী নই, রাজপুরুষেরা পার্লিয়ামেণ্টে আমাদিগকে প্রতিনিধি পাঠাইতে দিউন ইহাই আমাদের মানস। আমাদের দেশীয়দের মধ্যে পারলিয়ামেণ্টে বসিবার উপযুক্ত পাত্র নাই এ রূপ আপত্তি যিনি করেন, তিনি হয় নির্ব্বোধ নয় অজ্ঞ নয় মিথ্যাবদী।

পরিশেষে আমরা নিশ্চিৎ বলিতে পারি যে যত দিন ব্রীটীশ গবর্ণমেণ্ট আমাদের এই প্রার্থনা গ্রাহ্য না করিবেন তত দিন সহস্র স্কুল স্থাপন কি সিবিল সারবিস পরীক্ষার দ্বারোদ্ঘাটন অথবা অন্য কোন অনুগ্রহ প্রদর্শন দ্বারা ভারত বাসীগণকে প্রকৃত রূপে বাধ্য করিতে সক্ষম হইবেন না—তত দিন বহুতর সৈন্য রাখার ব্যয় ও ঝঞ্ঝাট সহ্য করিতে হইবে এবং তত দিন অনবরত স্থানে স্থানে বিদ্রোহানল প্রজ্জ্বলিত হইবে, সুতরাং ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ড প্রকৃত লাভ করিতে কখনই সমর্থ হইবেন না।

—:০:—

আবিসিনিয়ার রাজা থিওডোর।

অষ্টাদশ বর্ষ গত হইল আবিসিনিয়া ৫টী ক্ষুদ্র২ রাজ্যে বিভক্ত ছিল। তাহার মধ্যে গণ্ডার নামক রাজ্যের রাজা রাস আলি সর্ব্বপ্রধান ছিলেন। তিনি যদিও আপনাকে সমস্ত আবিসিনিয়ার কর্ত্তা বলিতেন কিন্তু প্রকৃত পক্ষে টাইগর, গোজাম, সোয়া, প্রভৃতি অন্যান্য রাজ্যের রাজারা স্বাধীন ছিলেন। রাস আলির সঙ্গে তাঁহাদের কোন সম্বন্ধই ছিলনা।

এই সময় দেজাজ্ কাসাই নামক একজন নীচ কুলোদ্ভব যুবা, রাস আলির নিকট অবস্থিতি করিতেন। তিনি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও সুশীলতায় ক্রমে রাজার অত্যন্ত প্রিয় হইয়া ক্রমে তাঁহার দ্বারা সেনার নামক স্থানের সমীপবর্ত্তি কতিপয় সুবার গবর্ণরী পদে নিযুক্ত হন। দেজাজ্ কাসাই, বৃদ্ধা রাজমাতার তত্ত্বাবধানাধীনে রাজ কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন।

কিছুকাল অতীত হইলে কাসাই তাঁহার কর্ত্রী রাজ মাতার সঙ্গে একটী কলহ উপস্থিত করিলেন। বিবাদটী ক্রমে প্রবল হইয়া উঠিল, শেষে উভয় পক্ষ যুদ্ধে ব্যাপৃত হইলেন এবং কাসাইর বাহুবলে রাণীর সমুদয় সৈন্যদল পরাস্ত হইল। এই বিবাদ আরম্ভ হইলে কাসাই রাস আলি রাজাকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, কেবল তাঁহার মঙ্গলের নিমিত্ত তিনি কলহে ব্যাপৃত হইয়াছেন, নির্ব্বোধ রাজা ইহাতে সন্তুষ্ট হইলেন ও তাঁহার এই প্রবোধবাক্যে বিশ্বাস করিয়া তাঁহার জননীর বিরুদ্ধে কসাই বিদ্রোহীতাচরণ পক্ষে কিছু মাত্র বাধা জন্মাইলেন না। যুদ্ধ শেষ হইল। রাজা কাসাইকে তাহার সংগৃহীত সেনা দল বিদায় করিতে আজ্ঞা করিলেন। কাসাই তাহাতে কর্ণপাত করিলনা। রাজা ইহাতে বিরক্ত হইয়া কাসাইকে শাসন মানসে তাহার বিরুদ্ধে এক দল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। সুচতুর কাসাই চাতুরি বিস্তার করিয়া রাজার সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত না হইয়া তিনি আবার ক্রমে রাজার প্রিয়

হইলেন, এবং সৈন্যদল বিদায় না করিয়া দিয়া রাজ আজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক আরবদিগের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। রাজ দরবারে কাসাইর অনেক শত্রুছিল, রাজ মাতাও তাহার গুরুতর শত্রু। ইহারা রাজার সঙ্গে কাসাইর বিচ্ছেদ করিয়া দেওয়াব নিমিত্ত সকলেই কায়মনোবাক্যে যত্ন পাইতেন কিন্তু কাসাইর শঠতার বুদ্ধির নিকট সকলেই পরাস্ত ছিলেন।

কাসাই আরব দিগের যুদ্ধছলে ক্রমে আপনার বলবল বৃদ্ধি করিয়া ১৮৫২ সালে স্বীয় মূর্ত্তি প্রকাশ্য রূপ ধারণ করিলেন। রাজা তখন বুঝিতে পারিলেন যে কাসাইর যুদ্ধের এত উদ্যোগের উদ্দেশ্য কি। তাহার বিদ্রোহিতাচরণ দমন করিবার নিমিত্ত তিনি গোস্থু নামক রাজ পুত্রকে সৈন্য সঙ্গে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু গোস্থু কাসাই কর্ত্তৃক যুদ্ধে নিহত হইলেন। যুদ্ধে পরাভূত হইয়া রাসআলির অত্যন্ত ভয় জন্মাইল। তিনি যুদ্ধের উদ্যোগ করিতে নিযুক্ত হইলেন, বহুসৈন্য সামন্ত ও পরিপার্শ্ব সেনা নায়ক বিদ্রোহী কাসাইর বিপক্ষে প্রেরণ করিলেন কিন্তু অসাধারণ, সাহসী ও বীর কাসাই অল্প সংখ্যক সৈন্য দ্বারা তাহাদের সমুদয় পরাজয় করিলেন। রাজার সমুদয় দল বল পলায়ন করিল কাসাই তাহারদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া ক্রমে যেখানে রাস আলি অবস্থিতি করিতেছিলেন সেই থানে উপস্থিত হইলেন এবং উপস্থিত হইয়া রাজাকে আক্রমণ করিলেন। আবার যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কাসাই আবার জয়লাভ করিলেন। এই যুদ্ধে রাস আলি কাসাইর সম্পূর্ণ করস্থ হন।

কাসাই রাস আলির সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া দেশের অন্যান্য ক্ষুদ্র রাজাগণের রাজ্য জয় করার মনন করিতে লাগিলেন। এই ক্ষুদ্র২ রাজা গণের মধ্যে টাইগরের সম্রাট উবাই সর্ব্ব প্রধান ছিলেন। ইহাকে পরাস্ত করিতে পারিলে অন্যান্য রাজা গণকে পরাজয় করা আর কঠিন হইবে না এই [illegible] চিন্তা করিয়া এই উদ্দেশ্য সাধনের উপায় অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। চতুরতার দ্বারা যদি এই অভীষ্ট সিদ্ধ হয় তবে আর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন না এই স্থির করিয়া তিনি আবিসিনিয়াম ধর্ম্মযাজক একটী সভাছিল তাহার নিকট এই রূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন যে দেশে একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজা থাকা নিতান্ত প্রয়োজন। এক্ষণকার রাজা গণের মধ্যে তিনি স্বয়ং ও উবাই সর্ব্ব প্রধান। ইহারদের এক জনের এই পদবীতে আরূঢ় হওয়া কর্ত্তব্য, অতএব এবিষয় তাহারা মীমাংসা করুন।

ধর্ম্ম-যাজক গণের মধ্যে সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ আবাসালামা, তিনি উবাইর স্বপক্ষ ছিলেন, সুতরাং কাসাই দেখিলেন যে তাহার অবলম্বিত উপায়ে অভীষ্ট সিদ্ধ হওয়া কঠিন। ঐ সময় জেকবিস্ নামক একজন রোমান ক্যাথলিক বিশপ্ ছিলেন, কাসাই তাহার নিকট গিয়া বলিলেন যে যদি তিনি কোন উপায়ে তাহাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদে অভিষিক্ত করিতে পারেন তবে তিনি স্বয়ং রোমীয় ধর্ম্ম গ্রহন করিবেন ও তাহার সমুদয় প্রজাও ঐ ধর্ম্মাবলম্বী হইবেন। এই প্রলোভন বাক্যে বিশপ কাসাইর পক্ষ রক্ষার যত্ন করিতে লাগিলেন কিন্তু উভয় দল সমান প্রবল হওয়ায়, সভা কর্ত্তৃক কোন মীমাংসাই হইল না। যুদ্ধের উদ্যোগ হইতে লাগিল কিন্তু কাসাই অশেষ চতুর. তিনি ক্রমে ভয় মৈত্রতা দেখাইয়া সাসামাকে হস্তগত করিলেন, এবং ১৮৫৫ সালে তিনি সমুদয় আবিসিনিয়ার রাজা হইলেন।

কাসাই যেমন যোদ্ধা তেমনি রাজকার্য্যদক্ষ। ক্ষুদ্র রাজা গণকে [illegible] দ্বারা ক্রমশঃ বশীভূত করিলেন। রাজ্য হইতে ক্রমশঃ বিদ্রোহানল নির্ব্বাণ হইল। তিনি সুশাসন প্রণালী প্রচার করিয়া দেশের উন্নতি সাধন করিলেন, জমিদারদিগকে দমন করিয়া সুবিচারের স্থাপন করিলেন, মুসলমান দিগের নিকট হইতে খ্রীষ্টিয়ান দাস দিগকে ক্রয় করিয়া স্বাধীনতা দিতে লাগিলেন, তাঁহার যত্নে লাম্পট্যতা ক্রমে দেশ হইতে অন্তর্হিত হইল এবং এই বিষয়ে লোক দিগকে সুশিক্ষা প্রদানার্থে তিনি কেবল মাত্র আপনার স্ত্রীর অনুরক্ত থাকিলেন। এই রূপ সুশাসনে আবিসিনিয়া অল্প দিন মধ্যে অন্য রূপ ধারণ করিল। দেশের উন্নতি ক্রমশঃ হইতে লাগিল।

কাসাই খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী সুতরাং মুসলমান দিগের প্রতি তাহার অত্যন্ত দ্বেষ। তিনি স্বধর্ম্ম অস্ত্র-সঞ্চালন দ্বারা প্রচার করা অন্যায় বিবেচনা করেন না। কাসাই আপনাকে ঈশ্বরানুগৃহীত বলিয়া বিশ্বাস করেন।

আবিসিনিয়ার যুদ্ধের কথা এক্ষণে কাহারও কাছে অশ্রুত বিষয় নয়। এই আবিসিনিয়ার যুদ্ধের নায়ক কাসাই। তিনি আবিসিনিয়া অধিকার করিয়া আপনার নাম "থিওডোর" রাখেন।

[illegible]

বিগত [illegible] ফেব্রুয়ারি দিবসে কলিকাতার টাউন হলে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র দিগকে উপাধি প্রদান [illegible] একটি সভা অধিবেশিত হয়। [illegible] দেশীয় ও দেশীয় অনেকানেক [illegible] লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন। [illegible] সেনর অনারেবল মিষ্টার সিটনকার [illegible] [illegible] কার্য্য সমাপনান্তে একটী মনোহর ও [illegible] বক্তৃতা করিলেন। [illegible] প্রথমে বর্ত্তমান বৎসরের পরীক্ষার ফল বিষয়ে কয়েকটী কথা বলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় [illegible] গত বৎসরের প্রধান প্রধান চারিটী ঘটনা উল্লেখ করিলেন। [illegible] বিবর্জ্জিত ও স্বদেশানুরাগী বাবু [illegible] বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীবৃদ্ধি [illegible] ৫০,০০০ টাকা দান করেন। বর্দ্ধমানের [illegible] প্রদত্ত টাকায় ষ্টুডেণ্টসিপ নামক বৃত্তি সংস্থাপিত হওয়াতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতির ক্ষেত্র অনেক দূর বিস্তৃত হইয়াছে। [illegible] দেশীয় ভাষা শিক্ষার নিমিত্ত সতন্ত্র বিদ্যালয়ের সৃজন [illegible] [illegible] নিকট সাহায্য প্রার্থিত হয়, কিন্তু [illegible] এ বিষয়ে এই ক্ষণ যত্নশীল হইতে পারেন না। পরে চিকিৎসা বিভাগ, রাজনীতি বিভাগ, ইনজিনিয়ারি বিভাগ, ও সাধারণ বিভাগ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন। সকল বিভাগেই এতদ্দেশীয়েরা [illegible] ও পারদর্শিতা লাভ করিয়া ভারত বর্ষের মুখোজ্জ্বল করিতেছেন। বিদ্যার উন্নতি হইতেছে, কুসংস্কার বাষ্পীভূত হইয়া যাইতেছে. জ্ঞান সূর্য্য উজ্জ্বল হইতেছে, ও ভারতের প্রকৃত সুখের দিন দ্বারে উপস্থিত হইয়াছে। অনন্তর কৃতবিদ্য পুরুষ দিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "তোমরা দেশীয় দিগের রীতি নীতি আচার ব্যবহার সংস্কার [illegible] সকল সম্যক্ রূপে অবগত আছ, আপনাদিগের মনকে জ্ঞানে বিভূষিত করিয়াছ, এই ক্ষণ ভারতবর্ষের মঙ্গল সাধন করিতে যত্নশীল হও ও আপনাদিগের বিদ্যাজাত শক্তির পরিচয় প্রদান কর।" অনন্তর মুসলমান ভ্রাতা দিগের অনুন্নত অবস্থা সম্বন্ধে কয়েকটী নূতন কথা বলিয়া তাহ দিগকে আপনাদের পূর্ব্ব পুরুষ দিগের ন্যায় উন্নত হইতে প্রার্থনা করিলেন। যে মুসলমান দিগের ভাষা এত চমৎকার ও [illegible] কিছু দিন পূর্ব্বে ভারত সন্তান [illegible] উপর আধিপত্য করিয়াছিলেন তাঁহারা এইক্ষণ হিন্দু দিগের কত পশ্চাতে পড়ি-

বরিসালের সংবাদ দাতা লিখিয়াছেনঃ---

অল্প দিন গত হইল মাদারিপুর সবডিবিসনে কালিয়া নদীতে এক ভয়ানক চুরি হইয়া গিয়াছে। বেলা এক প্রহরের সময় এক মহাজনের নৌকা হুণ্ডির টাকা লইয়া ঐ নদী দিয়া যাইতেছিল, হটাৎ এক দল দস্যু নৌকা যোগে আক্রমণ করিয়া মহাজনের নৌকারোহণ করিয়া, মাল্লাগণকে সাংঘাতিক রূপে আঘাত করিতে লাগিল। তাহারা প্রাণ ভয়ে টাকার বাকস দেখাইয়া দিল। দস্যুগণ চারি শত টাকার সহিত ঐ বাক্স লইয়া যাইবে এমন সময় কয়েকখানা জেলিয়ার নৌকা ঐ স্থানে উপস্থিত হইল। তাহারা দস্যুগণকে ধরিতে যেয়ে একজন বন্দুক গুলিতে হত হইল। দস্যুগণ নির্ভয়ে চলিয়া গেল। ডিষ্ট্রিক্ট কেটিং চড়িয়া নদী তীরে হাওয়া খাইয়া কি ডাকাত গ্রেপ্তার করিবেন। দিনের বেলায় বাসায় বাসায় চুরি হইতে লাগিল মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ইহার বিধান করা উচিত।

প্রায় একমাস গত হইল গবর্ণমেন্ট স্কুলের সেক্রেটেরি পিগু সাহেব এই স্থান পরিত্যাগ করিয়াছেন ও এ পর্য্যন্ত কেহ তাহার পদ গ্রহণ করিলেন না। এগতিকে স্কুলের কর্ম্ম নিতান্ত বিশৃঙ্খল ভাবে চলিতেছে। শিক্ষকেরা সেক্রেটরির অভাবে বেতন পাইতেছেন না, সাহেবেরা স্কুল পক্ষে উদাসীন, তাহারা ভুল ক্রমেও উহার প্রতি কটাক্ষপাত করেন না।

বরিসালের জজ সাহেবের স্থান পরিবর্ত্তন দেখিয়া আসিতেছি। বালফোর সাহেব ক্রমাগত এক মাস কালও বিচারাসনে উপবেশন করেননা। তিনি কয়েক দিন কাছারী করিয়াই কলিকাতায় যান। তাহার স্থানে আর এক সাহেব আসেন, আবার বালফোর সাহেব আসিয়া কয়েক দিন পরে যান। এই রূপ প্রায় দুই মাস চলিতেছে। ইহাতে অর্থী প্রত্যর্থীর কত অনিষ্ট হইতেছে তাহা বলা বাহুল্য। জজ সাহেবের বরিসাল ত্যাগ করিতে ইচ্ছানাই। কিন্তু সে ইচ্ছার কিছুই শক্তি নাই, তাহার ইচ্ছার প্রতিরোধে একটি আকর্ষণ রহিয়াছে। বালফোর সাহেবের কলিকাতায় থাকাই বা সন ইহাই আকর্ষণ যাহা হউক তাহার এস্থান ত্যাগে আমরা বড় দুঃখিত নই, তাহার বিচারে প্রায় সকলি অসন্তুষ্ট।

অত্রস্থ গবর্ণমেণ্ট উকিল শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গা মোহন দাস সরকারি উকিলের পদ পরিত্যাগ করিলেন ফৌজদারি মকদ্দমার অপরাধীর পক্ষে উকিল হইতে না পারাই ঐ পদ ত্যাগের কারণ উহাতে তাহার রোজের বিলক্ষণ হানি হইল।

লক্ষ্মীপাশার সংবাদদাতা লিখিয়াছেনঃ---

জেলা যশোহরের নড়াইল মহাকুমার অন্তর্গত পুটিমারী জয় নগর গ্রামে একটী হৃদয় বিদারক অতি শোচনীয় ঘটনা হইয়াছে। গত ১৫ই বুধবার ১০ টার সময় গৃহদাহ হইয়া উক্ত গ্রামটী এককালে উৎসন্ন হইয়া গিয়াছে। অনুমান ২৪। ২৫ বাড়ীতে ২০০ ঘর ভস্মীভূত হইয়াছে তন্মধ্যে বিশেষতঃ উক্তগ্রামের বিলক্ষণ যোত্রাপন্ন শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীদিন নাথ চক্রবর্ত্তীর একেবারে সর্ব্বনাশ হইয়াছে। কোন প্রাণী মরে নাই বটে কিন্তু উক্ত দুই ব্যক্তির ২। ৩ শত ও ৫। ৭ শত টাকার অনুমান ৩০ খান ঘর ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছে। বিশেষ ঐ দুই ব্যক্তির ১০। ৮। ৭। ৫ বৎসরের চারিটী কন্যার কুলক্রিয়া হইবে বলিয়া অনুমান যে ২০,০০০ বিশ সহস্র টাকার দ্রব্যাদির আয়োজন হইয়াছিল তাহার বিন্দু মাত্রও বহির্গত হয় নাই। অনুমান হয় সমুদায়ে উক্ত গ্রাম বাসীদিগের ৪০। ৫০ হাজার টাকা ভস্ম হইয়াছে তাহার আর সংশয় নাই।

(৩) নড়াইল মহাকুমায় বিগত ১২ ই ফাল্গুন ২ টার সময় আরম্ভ হইয়া (মধ্যে কিছু কাল বন্দ হয়) প্রায় ৮ টা পর্য্যন্ত ভয়ানক শিলাবৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। কিসিঠামুর গ্রামে একটী মহাপ্রাণী হত হইয়াছে। আর কোথায় যে কত গোমেষাদি নষ্ট হইয়াছে তাহার সংখ্যা করা সুকঠিন। মটর, খেবাড়ী, মসুড়ী, যব কতক বোর ধান্য ও শরিষা প্রভৃতি শস্য এক রূপ নাই বলিলেই হয়। শ্রুত হওয়াগেল স্থানে ২ আধ সের এক সের প্রমাণ শিলাও পতিত হইয়াছে। পূর্ব্বাংশেই কিছু অধিক করকাপাত হইয়াছে।

গত মাঘ মাসে জেলা যশোহরের লোহাগড়া থানার মধ্যে ভাকুড়ির চর নামক গ্রামে শ্রীঅভয়া চরণ রায়ের বাড়ীতে একটা ভয়ঙ্কর চুরি হইয়া যায় উক্ত থানার সবইন্সপেক্টার শ্রীযুত রাধিকা প্রসাদ মজুমদার ওয়িমিত্ত নিকট বর্ত্তী রাম পুর গ্রামে খানা তল্লাসী করিতে যান, বাটীর মধ্যে যাইবার সময় মুসলমানেরা তাহাদিগকে উত্তম [illegible] করিয়া দেয়। এমনকি চৌকীদারের মস্তক বিদীর্ণ [illegible] পরিশেষে ইন্সপেক্টর শ্রীযুত বাবু বিপ্রদাস মিত্র ও হেড কনেষ্টেবল শ্রীহরিশ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং উপরি উক্ত সবইন্সপেক্টর বাবু বহুতর লোক সমভিব্যাহারে যমাল ৩০। ৪০ জন চোর গ্রেপ্তার করিয়া চালান করিয়াছেন। তাহারা দায়রায় সুপর্দ হইয়াছে। যাহা হয় পশ্চাৎ প্রকাশ করা যাইবেক।

(৪) গত মাঘ মাসে মধুমতী নদীর মধ্যে টোনার হাটের নিকট একখান কাপড়ের নৌকা আর এক খান সোওারি নৌকা দস্যুতে মারিয়া লয়। সংপ্রতি মাল সমেত ১০। ১২ জন ডাকাইত ধৃত হইয়া ৫ জন চালান হইয়া গিয়াছে। পশ্চাৎ যাহা হয় প্রকাশ করিব। এপ্রদেশে চোর ডাকাইতের কি ভয়ানক বৃদ্ধি! এদিকে এমন গ্রাম নাই যে তাহাতে ১০। ২০ জন ভদ্রাভদ্র চোর, ডাকাইত না পাওয়া যায়।

(৫) বিগত ১৮ই মাঘ জেলা যশোহরের লক্ষ্মীপাশা গ্রামের ইং, বাং, স্কুলের মাষ্টারদিগের বাসা হইতে এক বৃহৎ সিধ দিয়া সেকেণ্ড মাষ্টার শ্রীযুক্ত যাদব চন্দ্র বসু ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত আনন্দ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের আমিয়ার শাল প্রভৃতি অনুমান ২০০ শত টাকার দ্রব্যাদি লইয়া গিয়াছে। অদ্যাপি ইহার কিছু মাত্র সন্ধান হয় নাই। উক্ত যাদব বাবু নড়াইল মহাকুমায় ৩৫ পইত্রিশ টাকা বেতনে সব ওবার্ষিয়ারী কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া কথঞ্চিৎ চিত্তকে প্রবোধ দিয়াছেন বটে কিন্তু পণ্ডিত বাবু ১৫ টাকা বেতনে এখানে ১ মাস মাত্র হইল আসিয়াই চিরকালের গন্ধা জনী শালটুকু ও অন্যান্য দ্রব্যাদি হারাইয়াছেন। কি আক্ষেপের বিষয়, চোর শালাদের কোথা গতি হইবে?

প্রেরিত পত্র।

মহামহিম শ্রীযুক্ত অমৃতবাজার পত্রিকা সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

রোগীর মনের ভাব।

যেভাবে আমার দিন হয় অবসান।
কে আছে কাহারে বলি জুড়াইব প্রাণ।
প্রাণসমা প্রিয়তমা বসিলে বদনে।
তুষ্ট তাহে দূরে থাকি রুষ্ট হয় মন।
তাই তাই বলি তাহি সুমধুর বোলে।
আসিতে বাসনা যদি করে মোর কোলে।
ক্রোধ ভরে দূরে তারে করি পদাঘাত।
কাঁদিয়া হইলে শুন নাহি ধরি হাত।
জননী যাতনা দূর করিতে যখন।
হাত বুলাইয়া গায় করেন যতন।
যা যা যা বলিয়া তাঁরে দেই উঠাইয়া
কত মত কহি মন্দ বকিয়া ঝকিয়া।
পরিজন দরশন করিতে আমায়।
বার বার অনিবার আসে আর যায়।
কেহ করে তোসামোদ শান্তনার তরে।
কেহবা বিরলে বসি রহেন শিয়রে।
তথাপি মনের ভাব এমন নিষ্ঠুর।
উঠাইয়া দেই তারে করি দূর দূর।
সতত মনের ভাব কেবল দুর্ব্বল।
যাতানা বিষম তাহে অতীব প্রবল।
শরীর বেদনা আর সহিতে না পারি।
জ্বরেতে জর্জ্জর সদা হইতেছে নাড়ী।
হাত, পা চিবাইয়া প্রাণ বাহিরয়।
মাথার বেদনা আর সহন না যায়।
পিপাসায় শুকাইয়া গিয়াছে রসনা।
জল বিনে কিছুতেই নাহিক বাসনা।
ইদিকে, ওদিকে শুই কতই যতন।
ফিরিয়া ঘুরিয়া সুখ নাহিক কখন।
এমন সময়ে যদি ডাকি ডাক্তারে।
অমনি আসিয়া তিনি বসেন শিয়রে।
সার্থক ভিজিট তাঁর জল খেতে দ্যায়।
বৈদ্য কবিরাজ তাহে বলে হায় হায়।
এতক শাস্ত্রিক জোর শাস্ত্রিবাত পেয়ে।
ত্রিদোষ ঘটাবে বেটা জল খায়াইয়ে।
ডাক্তার বলেন ওরে তাহা কিছু নয়!
কুনিয়ান খায়াইলে যাবে সব ভয়।
এইরূপ ভাব তবে দেখিয়া দোহায়।
আমার পেটের প্লিহা উলটিয়া যায়।
কবিরাজে ডাকি তবে বলি মহাশয়।
রাগা রাগী এসময় উপযুক্ত নয়।
করুন রোগের যাহা হয় প্রতিকার।
যাতনায় প্রাণ যায় বাচিনাক আর।
কবিরাজ বলে কর ঔষধ সেবন।
এখনি হইবে যত যাতনা বারণ।
আই মরি কিবা সেই ঔষধের আঘ্রাণ।
খাইলে বমন করি বাহিরায় প্রাণ।
ওওয়া ওওয়া বলি রব বাহিরয়।
তখন মনেতে হয় বুঝি প্রাণ যায়।
এই রূপে বমনের হলে পরিহার।
সাগুর আরক দেয় করিতে আহার।
কেজানে তাহার স্বাদ বিষম কেমন।
জানে সেই যেইজন খেয়েছে কখন।
বাম করে লেবু পাতা ধরি নাসিকায়।
জননী ধরিয়া মণ্ড খায়াইয়া দায়।
কি করি সভাই খায় দধি দুগ্ধ ক্ষীর।
আমার কপালে ছিল আহার রোগীর।
দিবানিশি এ যাতনা কত সহা যায়।
বিধি কি হয়েছে বাম হায় হায় হায়।

কস্যচিৎ রোগিণঃ

ঢাকা।

—১০।০১—

বিবিধ।

সে দিবস করাটী গ্রামের ভদ্র লোকেরা মহা সমারোহ সহকারে সেখানকার ডাক্তার কালা চাঁদ বাবুকে এক অভিনন্দন পত্র দিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এই

"আমরা করাটী গ্রামের তাবৎ ব্রাহ্মণ একত্রিত হইয়া আপনার নিকট যে ঋণ পাশে আবদ্ধ আছি তাহার যথা সাধ্য পরিশোধ করিতে আসিয়াছি।

২। আপনার এখানে শুভাগমনাবধি আর আমাদের ফলাহারের অভাব নাই; মহাশয়ের অনুগ্রহে আমরা প্রায় প্রতি সপ্তাহে এক একটী শ্রাদ্ধ পাইয়া থাকি। আমরা ব্রাহ্মণ, আপনাকে আর কি দিব, আশীর্ব্বাদ করি যে আপনি দীর্ঘ জীবি হইয়া আমাদিগকে যে রূপ তৃপ্ত করিতেছেন ঐ রূপ করিতে থাকুন॥"

শ্রীদ্বারকা নাথ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি।

কালা চাঁদ বাবু এই অভিনন্দন পত্র পাইয়া অতি বিনীত ভাবে এই রূপ বক্তৃতা করিলেন

"মহাশয়েরা, আমি কৃতার্থ হইলাম, আমি যে পরিশ্রম করিয়া বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলাম, ও এখানে আসাবধি কায়মনোবাক্যে আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধনের যত্ন করিতেছি তাহার যথেষ্ট পুরস্কার অদ্য প্রাপ্ত হইলাম। আমি অতি ক্ষুদ্র, আমার প্রশংসা কিছুই নহে, এ আমাদের ব্যবসায়ের প্রশংসা। আমি আর কি অধিক করিয়াছি। ভূমণ্ডলের সমুদায় ডাক্তার আবাহমান কাল পর্য্যন্ত এই রূপ করিয়া আসিতেছেন।

আহা! আমার কলিকাতার ভ্রাতারা কি না করিতেছেন! তাহারা যদি কেহ এখানে আসিতেন তবে আপনারা আরও কত আনন্দিত হইতেন। যাহা হউক এই অবসরে আপনাদিগকে একটী শুভ সংবাদ দি, আমি আর এক বাক্স ঔষধের নিমিত্ত ইণ্ডেন্ট করিয়াছি, তাহা আইলে ইহা অপেক্ষা অধিক সন্তোষ জনক ফল দেখাইতে পারিব। ফল আমি নিতান্ত বাধিত হইলাম।"

এই বক্তৃতান্তে সভা ভঙ্গ হইয়া গেল।

দাওরাঁর কাছারি। উপস্থিত জজ, দুইজন আসেসর, আমলা ইত্যাদি।

জজ। (আসেসারের প্রতি) এখন অপরাধ যুক্ত নর হত্যা এবং জ্ঞানকৃত বধের প্রভেদ কি বুঝিতে পারিলে? আসামির প্রতি কোন চার্জ সাব্যস্ত হইল?

১ম আসেসার। (অন্য আসেসারের প্রতি চুপে ২) ভাই তুমি উঠে বল।

২য় আসেসার। এই বুঝি! আমি ত বলেছি, আমাকে এই দায় হইতে অব্যাহতি করিয়া দিলে তোমাকে এক সের সন্দেশ খাওয়াইব।

জজ। কি গোল কর্চ্চো? বল, কোন চার্জ সাব্যস্ত হইয়াছে।

১ম আ—র। (দাঁড়াইয়া কাঁপিতে ২) হুজুর! আমি একবার বাহির হইতে আসি।

জজ। কেন?

১ম আ—র। হুজুর! ধর্ম্মাবতার! আমি একবার তামা—না না না, হুজুর, আমি তামাকের কথা বলিনি,—আমি একটু জল খেয়ে আসি।

জজ। কি চার্জ সাব্যস্ত হইল তাহা বলিয়া বাহিরে যাও।

১ম আ—র। (চুপে চুপে) ভেবে ছিলাম খুড়ার কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া আসিতাম, তা দিলেনা, এখন উপায়? দুর্গা! ভবপার ভরসা! (২য় আসেসারের প্রতি) ভাই বলি কি, আমি কি একা চোর হইয়াছি?

২য় আ—র। বলে ফেল্, বলে ফেল্ একটা, বল্ প্রথম চার্জ।

১ম আ—র। হুজুর! প্রথম চার্জ প্রমাণ হইয়াছে। আমি এখন যাই?

জজ। প্রথম চার্জ কিসে প্রমাণ হইল?

১ম আ—র। (মনে ২) এই দায় খেলে। (২য় আসেসারের প্রতি) ভাই, প্রথম চার্জ কোন্টা? কি বল্লে, অজ্ঞকার কৃত স্ত্রী হত্যা না কি ভাই, আমার কিছুই মনে নাই।

২য় আ—র। কোন্ শালা তোমারে দিছে বলে আমারও মনে নাই!

১ম আ—র। (মনে মনে) দুর্গা! দুর্গ! কালি কালি! (জজের প্রতি) হুজুর কাগজ পত্র দেখুন ত অবশ্য প্রমাণ পাইবেন। আমি এখন যাই!

জজ। না তাহবে না। প্রমাণ দেখাইয়া দিতে হবে।

১ম আ—র। হুজুর প্রথম চার্জটা কি আমাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলিলে, আমি অবশ্য প্রমাণ দেখাইতে পারি।

জজ। অপরাধ যুক্ত নরহত্যা অর্থাৎ হত্যা করিবার মনস্থ করিয়া হত্যা করা।

১ম আ—র। (মাথা চুলকাইতেং) হুজুর সাক্ষী দ্বারা প্রমাণ হইবে, সাক্ষীর জবানবন্দি পাঠ করুন ত অবশ্য প্রমাণ পাইবেন। আমি এখন যাই।

জজ। (ক্রোধের সহিত) কিসে প্রথম চার্জ সাব্যস্ত হইল, তাহা দেখাইয়া দাও।

১ম আ—র। (২য় আ—র প্রতি) দেখ্ দেখি তোর কথা শুনে শেষে অদৃষ্টে কি আছে, দুর্গা তোমার ইচ্ছা!

২য় আ—র। বল্, বল্ যে দ্বিতীয় চার্জ সাব্যস্ত হইয়াছে। সাহেবের রায় বুঝিতেছিস্ না?

১ম আ—র (হাত যোড় করিয়া) হুজুর, আমার কসুর মাপ হয়। হুজুর! দ্বিতীয় চার্জ সাব্যস্ত হইয়াছে। আমি এখন যাই

জজ। আচ্ছা, তার এখন প্রমাণ দেখাও।

১ম আ—র। (মনে মনে) প্রমাণ দেখাও, প্রমাণ দেখও, আমি প্রমাণ দেখাব ত উনি বসে কি করেন? (প্রকাশ্যে) হুজুর ২য় চার্জ সাব্যস্ত হইয়াছে, তাহার প্রতি আর কোন সন্দেহ নাই। আজ্ঞা হয়ত আমি এখন যাই, দোহাই হুজুরির!

জজ। কিসে জানিলে যে দ্বিতীয় চার্জ সাব্যস্ত হইয়াছে? তাহার প্রমাণ দেখাও।

১ম আ—র। হুজুর! তাহার প্রমাণ কিছু নাই।

জজ। (ক্রোধের সহিত) তবে [illegible] দ্বিতীয় চার্জ সাব্যস্ত হইল?

১ম আ—র। সেইত হুজুর, প্রমাণ না থাকিলে কখনই দ্বিতীয় চার্জ সাব্যস্ত হইতে পারে না, আজ্ঞা হয়ত আমি এখন যাই?

জজ। (ক্রোধের সহিত) [illegible], স্পষ্ট করিয়া বল।

১ম আ—র। হুজুর! আমাদের মত যে উচিত বিচার হয়। হুজুর তাই বিচার করুন, আমরা চলিলাম। হুজুর সেলাম।

জজ। দাঁড়া যাও। তোমাদের রায় আগে দাও, তার পরে যাইও।

১ম আ—র। (মনে মনে) কি দায়? গুরু, তোমার ইচ্ছা! (প্রকাশ্য) হুজুর আমরা অনেক বিচার করিয়া দেখিলাম, কোন চার্জ সাব্যস্ত হয়না।

জজ। (চোক পাকাইয়া) কি!

১ম আ—র। হুজুর আমি বলছিলাম যে দুই চার্জই সাব্যস্ত হইয়াছে কিন্তু তাহার প্রমাণ নাই।

জজ। সে কি? তোমরা পাগল না কি? তা কেমন করে হয়?

১ম আ—র। হুজুর তা কি হয় না? তবে আমি নাচার হুজুর, সকল রকম বলে দেখলেম, কোনটাই খাটিল না, তা ইহার বেসি আর কি করিব। হুজুর, তুমি গবর্ণর হও, আমার যথা সাধ্য রায় দিয়া গেলাম, এক্ষণে হুজুরের যা হয়। সেলাম হুজুর।

—:০:—

অধ্যাত্ম বিজ্ঞান।

অমৃত বাজার চক্রে যে সমুদায় আধ্যাত্মিক ঘটনা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহা প্রকাশ করিতে আমরা প্রবর্ত্ত হইলাম। এই চক্রে স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়ই উপস্থিত থাকিতেন। যিনি মিডিয়ম অর্থাৎ যাহাকে আশ্রয় করিয়া পিতৃগণ আপনাদের মনোগত ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, তাঁহার নাম পশ্চাৎ লিখিত হইবে। বিশেষ ২ পরিবার সম্বন্ধে যে সকল বিষয় আমরা জ্ঞাত হইয়াছি তাহা প্রকাশ করা যাইবে না। নিম্নোক্ত পিতৃগণ দত্ত উত্তর গুলি এত দ্রুত বেগে লিখিত হয় যে তত অল্প সময়ের মধ্যে সে গুলি পাঠ করা সুকঠিন।

"২৩শে সেপ্টেম্বর। উপস্থিত ৫জন পুরুষ এবং ৪ জন স্ত্রী। মিডিয়ামের হস্ত কম্পিত হইলে একটি পেন্সিল দেওয়া গেল এবং তিনি লিখিতে আরম্ভ করিলেন।

"কেদার নাথ ঘোষ।"

প্রশ্ন। কেদার নাথ ঘোষ? আপনার বাড়ি কোথা?

উত্তর। আমার নাম কেদার কে বলিল?

প্র। তবে আপনার নাম কি?

উ। ফকির চাঁদ দত্ত।

প্র। আপনি কোন্ লোকে আছেন?

উ। তাতে তোমাদের কাজ?

প্র। বলুন না কোন্ লোকে আছেন?

উ। আমি পরলোকে আছি। (সকলের হাস্য) এখানে লোক আছে বটে কিন্তু তাদের হাসিবার দাঁত নাই (সকলের হাস্য)

প্র। বলুন না আপনি কোন্ লোকে আছেন?

উ।—চন্দ্র নাথ রক্ষের বাপ যে লোকে আছেন আমিও সেই লোকে আছি।

প্র। বুঝিতে পারিলাম না?

উ। ইহাতেই বুঝিয়া লও (সকলের হাস্য) আমার নাম ফকির, আমি কিছু ভিক্ষা

(সকলের হাস্য); ভয় করিও না, আমি টাকা চাই না, আমার পরিত্রাণের জন্যে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিও।

প্র, আপনার বাড়ি কোথায় বলিলেন না?

উ, বাড়ি কোথা ঘর কোথা আমি কেবা হই,
লোকে জিজ্ঞাসিলে আমি কি কহি হই।

প্র, কতক গুলি কবিতা লিখে দিউন,

উ, কালি দাও কলম, আমি একটি ছবি।

প্র, আমি প্রবীণা বৃদ্ধা, আমাকে বাড়ির কথা
বলে যেতে হবে,

উ. প্রাচীনা প্রবীণা তুমি অতি বুদ্ধিমতী,
অপূর্ব্ব রূপসী তুমি, তুমি অতি সতী।

প্র, আমাকে ঠাট্টা কর কেন?

উ, পরলোকে গিয়া দেখো, যে আমার কথা সত্য

চল ভাই, চল যাই, চল বৃন্দাবন,
চল গিয়া দেখ সব অমূল্য রতন।
চল সব দেখি গিয়া অপূর্ব্ব মুরতি,
রাধা আর কৃষ্ণ হন কি আশ্চর্য্য সতি।

* *

আমি, আমি আবার আসিয়াছি।
আমি নারী গর্ব্ব ধারী অতি মনোহর।
সুন্দর বেসেতে করি বাজারে বিহার।

প্র। ফকির বাবু নাকি? কয়েকটা কবিতা বলুন।

উ। শুন শুন করি আমি কবিতা রচন।
অপূর্ব্ব কথন হয় কৃষ্ণ জনার্দ্দন।

তদনন্তর তিনি কতক গুলি অশ্লীল কবিতা রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন কিন্তু তাহা হইতে ক্ষান্ত থাকিতে অনুরোধ করায় তিনি নিচের লিখিত কয়েক পংক্তি পদ্য লিখিলেন।

কেমনে করিব নাথ গুণের বর্ণন।
অসময় হয় মন করিলে চিন্তন।
রোগ শোক যায় দুখ যায় মনস্তাপ।
যায় সব মন দুখ, যায় দূরে পাপ।

তদনন্তর তত্রস্থ একজন ভদ্রলোক বলিলেন "ফকির বাবু আমাতে আবির্ভূত হউন"। তাহাতে ফকির চাঁদ উত্তর করিলেন যে "তাহলে আর রক্ষা থাকিবেনা।" তিনি পুনরায় অনুরোধ করায় ফকির বলিলেন "আচ্ছা, তুমি চোকবুঁজে দাঁত বাহির করে, নাকে হাত দিয়া বস, তা হলে তোমার কাছে যাব।" ঐ ভদ্র লোকটি তদ্রূপ অবস্থায় উপবিষ্ট হইলেন, ফকির চাঁদ লিখিলেন, হরি বোল হরি! হরি বোল হরি! আমাকে পেতে হলে বিশেষ সাধনা চাই, ফকিরকে ফকির ভিন্ন আর কেহ পায় না।

প্র। আপনি ফকির ছিলেন নাকি?

উ। ফকির ছিলেমনা। এক্ষণ ভেক লইয়াছি, পাঁচটি সেবাদাসী আছে।

আছি সুখে মন দুখে কত কব তাই।
কোঁদল লাগিলে তাদের করি হায় হায়।

পরে তড়িতের ন্যায় দ্রুত গতিতে নিম্নোক্ত পদ্যটি লিখিত হইল।

হরিয়া অপূর্ব্ব শোভা গগন মণ্ডল,"
অদ্ভুত সুমেরু তরে করে টল মল;
কি কাজ বসাতে নর থাকিয়ে নিদ্রায়,
হৃদয় ভরিয়া দেখ জাগিয়া তাঁহায়;
কি কাজ বসাতে নর গাও সবে গান,
পাইবে অচিন্ত্য সুখ মেতে হবে প্রাণ;
দেখিবে ভরিয়া প্রাণ তাঁহার মুরতি,
অপূর্ব্ব তাঁহার শোভাপূর্ব্ব তাঁর জ্যোতিঃ
শীতল হইবে তুমি জুড়াবে হৃদয়,
মনে মহিত তাঁকে দেখিবে সদায়;
পাইবে অমৃত ফল অমৃতাস্বাদন,
দেখ গিয়া মাতৃ-প্রেম-ময়-আলিঙ্গন;
কোথা হে পতিত নাথ কোথা দয়াময়,
ফকির ডাকিছে হয়ে কাতর হৃদয়;
দেখা দাও দেখা দাও দেখিতে বাসনা,
পুরাও পাপির আশা সহেনা যন্ত্রণা;
আর যে সহেনা মন হয়েছে অধীর,
কোথা গিয়ে পাব তোমা ওহে বিশ্বাধার;
এস এস এস নাথ পুরাও মানস,
পবিত্র করহে নাথ পাপিরে হৃদেশ;
কৈ গো দেখিনা তোমা কোথা রইলে নাথ,
কৈ গো করিলে গ্রহণ পাপির প্রণিপাত;
কাতর হয়েছি নাথ অধৈর্য্য হয়েছি,
কত বার পিতা পিতা বলিয়া কেঁদেছি;
তবু কি নিস্তার না পাপিরে হইবে,
কোথা গিয়া বল নাথ ফকির পাইবে;
কত শত পাপ আমি করিয়াছি কত,
এখন করিছি নাথ করিব কত শত।
তাই বলি দয়াময় দীন হীন জনে,
স্থান কি দিবেন নাথ অমৃত চরণে;
এই যে এসেছেন নাথ হৃদয় মন্দির,
তাপিত হৃদয় মোর করিতে সুস্থির;
মন আঁখি মেলি দেখ পিতা প্রেম মুখ,
বল তাঁরে দুখ সব দিবেন পিতা সুখ;
দেখনা দেখনা তুমি হৃদয় ভরিয়া-
কি কাযে এখন আছ নিদ্রায় মজিয়া;
হারাইলে শেষে তুমি করিবে হায় হায়,
যেন চক্ষু মেল২ দোহাই তোমায়।

গত আগষ্ট মাস অবধি কেনসিংটন নগরে একটি অদ্ভুত ব্যাপার লইয়া বড় গোল যোগ উপস্থিত। তাহার কারণানুসন্ধানে অনেকে প্রবর্ত্ত হইয়াছেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহই কোন স্থির সিদ্ধান্ত করিতে সক্ষম হয়েন নাই। সাধারণ রাস্তার প্রায় ৪০ হাত অন্তরে একটি ক্ষুদ্র গৃহ আছে। তথায় ৮৪ বৎসর বয়স্কা একটি ভদ্র কুলোদ্ভবা বৃদ্ধা স্ত্রী তাঁহার কন্যা এবং দাসী সমভিব্যাহারে বাস করেন। তাঁহারা একাদিক্রমে বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত ঐ গৃহে নিরুদ্বেগে বাস করিয়া আসিতেছিলেন কিন্তু কয়েক মাস অতীত হইল, তাঁহারা রাস্তার সম্মুখস্থ কবাটের উপর উচ্চ ও সুস্পষ্ট আঘাতের ধ্বনি শ্রবণ করিয়া চমকিত হন। তাঁহারা শব্দ শুনিবা মাত্র হটাৎ দ্বার খুলিলেও কাহাকে দেখিতে পাইতেন না। প্রথমে সকলে এই রূপ অনুমান করেন যে স্কুলের দুষ্ট বালক দিগের কর্ত্তৃক এটি সংঘটিত হইতেছে, তন্নিবন্ধন ইহার প্রতি কেহ অনুধাবন করিতেন না কিন্তু ক্রমশঃ উহা গুরুতর উৎপাতের বিষয় হইয়া উঠিল। উপদ্রব কারিকে ধরিবার নিমিত্ত অশেষ যত্ন করা হয়, কিন্তু সকলি বিফল হইল। পরে কয়েক রাত্রি পর্য্যন্ত শুদ্ধ স্ত্রীলোকের সম্মুখেই ঐ রূপ শব্দের উৎপত্তি হইতে আরম্ভ হয়। ইহাতে তাঁহারা এরূপ ভীত হন, যে কেহ কেহ রোগ গ্রস্ত হইলেন। পরে গত বৃহস্পতি বারে উক্ত বৃদ্ধা স্ত্রীর পুত্র গৃহে সমাগত হন। তিনি তাহাদিগের দুর্দশা দর্শন করিয়া তাহাদিগকে নানা বিধ সাহস এবং সান্ত্বনা বাক্য প্রয়োগ করিতেছেন, এমন সময় সম্মুখস্থ দ্বারে "ঠক্, ঠক্, ঠক্," এই রূপ কয়েকটি শব্দ স্বকর্ণে শুনিতে পাইলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি দ্বার সমীপে উপস্থিত হইয়া উহা উদ্ঘাটন করতঃ রাস্তার চতুষ্পার্শ্বে দেখিতে লাগিলেন কিন্তু কিছুই তাহার দৃষ্টিগোচর হইল না। তাঁহার জননী এবং ভগ্নির উৎপাতের কারণ স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়া তাহার নিরাকরণের চেষ্টায় তিনি প্রবর্ত্ত হইলেন। তিনি দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া এক খান বৃহৎ যষ্টি সহ তথায় উপবিষ্ট হইলেন কিন্তু বসিতে না বসিতে "ঠক্, ঠক্, ঠক্," শব্দ পুনরায় আরম্ভ হইল; তখন তিনি ক্ষিপ্রের ন্যায় গৃহ বহির্গত হইয়া দ্রুত বেগে রাস্তার চতুর্দ্দিকে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন কিন্তু কিছুই নাবাস্ত করিতে না পারিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এই রূপ রাত্রি ১১ টা পর্য্যন্ত শব্দ মধ্যে২ উত্থিত হইয়া পরে ক্ষান্ত হইল। তৎপর দিবস প্রাতে তিনি এক জন পুলিস কর্ম্মচারি ঐ বাটির সম্মুখে নিযুক্ত করেন এবং প্রতি বাসি দিগের অনভিপ্রায়ে নিকটস্থ উদ্যান ও প্রাচীর সকল উত্তম রূপে পরিদর্শন করিয়া এরূপ চিহ্ন কিছুই দেখিতে পাইলেন না, যদ্দ্বারা ঐ শব্দের কারণ অবধারণ করা যাইতে পারে; প্রত্যুত সকলের মনে এই রূপ দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিল যে কোনরূপ কৌশল দ্বারা রাস্তার দিক ব্যতীত আর অন্য দিক হইতে ঐ গৃহ দ্বারে আসিবার সম্ভাবনা নাই। ফলতঃ ইহার যত অনুসন্ধান হইতে লাগিল, ততই ইহা বিস্ময় জনক ঘটনা বলিয়া প্রতীত হইতে লাগিল। সন্ধ্যার সময় ঐ যুবক-ভদ্রলোক, চারি জন বন্ধুর সহিত অন্যতর কুঠিরে বসিয়া আছেন, এমত সময় স্ত্রীলোকদের মধ্যে মহা কোলাহল হইয়া উঠিল। ঐ আবার "ঠক্ ঠক্" করিতেছে বলিয়া কেহ মূর্চ্ছাপ্রায় হইল কেহ বা চীৎকার রবে ক্রন্দন করিতে লাগিল। পুরুষেরা তাহাদিগের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং পরস্পর কথোপকথন দ্বারা ইহা প্রকাশ হইল, যে গত ১৮ই সেপ্টেম্বর ঐ রূপ শব্দের প্রথম সূত্র পাত হয় এবং তদবধি প্রতি শুক্রবারে উহা শুনা গিয়া থাকে। শনিবারে প্রায়ই এবং রবিবারে কখনই উহ শ্রুত হওয়া যায় নাই। সন্ধ্যার পর শব্দ আরম্ভ হইয়া রাত্রি ১১ টার পর নিবারণ হয়। সকলে সমবেত হইয়া এই রূপ আলাপ করিতেছেন, ইতিমধ্যে "ঠক্ ঠক্ ঠক্" ধ্বনি সকলের কর্ণ কুহরে প্রবেশ করিল। নিমিষের মধ্যে আগত ভদ্র লোক চতুষ্টয় সম্মুখস্থ উদ্যানের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন; পুলিস কর্ম্মচারিরা নিস্তব্ধ ভাবে দ্বারে দণ্ডায়মান হইলেন; গৃহ স্বামিনী অপর পার্শ্বস্থ দ্বার হইতে চতুর্দ্দিগ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন; আর এক জন ভদ্র লোক অন্য দিকে দণ্ডায়মান থাকিয়া চতুষ্পার্শ্বে অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিলেন এবং পরিশেষে সকলেই এক বাক্য হইয়া স্বীকার করিলেন যে ১৫ মিনিটের মধ্যে কোন রূপ জীবিত পদার্থ কাহারও দৃষ্টি পথে পতিত হয় নাই। এই অদ্ভুত ঘটনাটি লইয়া নিকটস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে নানা তর্ক বিতর্ক হইতেছে কিন্তু বিষয়টি যে কি তাহার নাবাস্ত এ পর্য্যন্ত কিছু মাত্রও হয় নাই।

Standard.

☞ এই পত্রিকা যশোহর অমৃত বাজার অমৃত প্রবাহিনী যন্ত্রে প্রতি বৃহস্পতি বারে শ্রীচন্দ্রনাথরায় দ্বারা প্রকাশিত হয়।

সাপ্তাহিক।

১ম খণ্ড। ... ৫ম সংখ্যা।

বিজ্ঞাপন।

অমৃত বাজার পত্রিকার গ্রাহক মহাশয়েরা তাঁহাদের দেয় অগ্রিম মূল্য স্বত্বর পাঠাইয়া দিয়া বাধিত করিবেন। যাঁহারা মূল্য প্রেরণ করিতে বিলম্ব করিবেন, তাঁহাদিগকে বেশি দিতে হইবে। কলিকাতায় আমাদের পত্রিকার এজেন্ট হেয়ার স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু ... বি, এ কাসিপুরে নড়াল বাবুদিগের মোক্তার শ্রীযুক্ত বাবু উমেশ চন্দ্র ঘোষ এবং কৃষ্ণনগরে কৃষ্ণনগর ইংরাজী-বঙ্গ বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, মহাশয়দিগকে নিযুক্ত করা গেল। গ্রাহক মহাশয়েরা পত্রিকার মূল্য এক আনার ষ্টাম্প সহ ইহাদের নিকট অথবা একে বারেই অমৃতবাজারপত্রিকা আফিসের তত্বাবধায়কের নিকট প্রেরণ করিলে পত্রিকা পাইবেন। শেষোক্ত ব্যক্তির নিকট পাঠাইলে বেশি এক আনার ষ্টাম্প লাগিবেক না।

বিজ্ঞাপন।

অমৃত বাজার পত্রিকার মূল্যের নিয়ম।

অগ্রিম বার্ষিক ৫ টাকা ডাকমাশুল		টাকা
ষাণ্মাসিক	৩	১॥০
ত্রৈমাসিক	২	৮০ আনা
প্রত্যেক সংখ্যার	।০	/০

বিজ্ঞাপন।

এই পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্য নির্ণয়।

প্রত্যেক পংক্তির প্রতি।

প্রথম ও দ্বিতীয় এবং তৃতীয়বার	/
চতুর্থ এবং ততোধিক বার	/১০

বিজ্ঞাপন প্রেরয়িতারা বিজ্ঞাপনের সহিত তাহার প্রকাশের মূল্য এক আনা কিম্বা আর আনার ষ্টাম্প টিকিট দ্বারা আমাদের বহ্যালয়ে প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন।

সংগীত শাস্ত্র, প্রথম ভাগ।

উল্লিখিত পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে। উহার দ্বারা নানা বিধ গীত ও বাদ্য গুরুপদেশ ভিন্ন অভ্যাস

করিতে পারিবেন। উক্ত পুস্তক ... মহাশয়দিগের বাবাজি ... নিকট ... পাইতে পারিবেন। মূল্য ।॥০ আনা, ... এক আনা। কেহ ... টাকার বা তদধিক মূল্যের পুস্তক লইলে শতকরা ... টাকা এবং ৫০ টাকা বা তদধিক মূল্যের পুস্তক লইলে শত করা ২৫ টাকা কমিসন পাইবেন।

শ্রীনীল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য।
যশোহর অমৃত বাজার

বিজ্ঞাপন।

এতদ্দ্বারা সর্ব্ব সাধারণ কে সাহ্লাদে জ্ঞাপন করা যাইতেছে, যে নিম্ন বঙ্গদেশের যে কোন স্থান হউক না কেন তথায় আমরা রাস্তা, খাল, ইট, ইত্যাদির কনট্রাক্ট লইতে প্রস্তুত আছি। আমাদের কোম্পানির সকলেই সুশিক্ষিত এবং ভদ্র পরিবিস্থ লোক, বিশেষতঃ এক জন সম্পূর্ণ কার্য্য দক্ষ এবং বহুদর্শী ইনজিনিয়ার আমাদের মধ্যে আছেন; অতএব আমরা সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি যে সাধারণ কনট্রাক্টরদের দ্বারা ঐ সমুদায় কার্য্য যে রূপ সমাধা হয়, তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ রূপে এবং অধিকতর বিশ্বাসের সহিত আমাদের কর্ত্তৃক নির্ব্বাহিত হইবে। এক্ষণ ইনজিনিয়ার, ডিস্ট্রিক্টের প্রধান রাজকর্ম্ম চারিগণ এবং সাধারণতঃ সকল ভদ্র লোক দিগের নিকট নিবেদন, যে তাঁহারা কনট্রাক্টের কার্য্য আমাদের হস্তে সমর্পণ করিয়া আমাদিগকে বাধিত করেন।

হেডআফিস কৃষ্ণনগর, নম্বর১০৬, হাই ষ্ট্রীট	কে, এন, ঘোষ এণ্ড কোং। কনট্রাক্টর।

... । কৃষ্ণপাতিবাড়ি।

... তিনি সকলকেই স্বাধীন ও স্ব স্ব প্রধান করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। সমাজের যত উন্নতি হইবে ততই মনুষ্য নিজের মহত্ব বুঝিতে পারিবেন, আপনারা স্বাধীন হইতে কি মনুষ্য বর্গকে স্বাধীন করিতে চেষ্টা পাইবেন, এবং ক্রমে ভ্রাতৃভাব স্থাপন করিবেন।

পূর্ব্বকালে যখন মনুষ্য জাতি অসভ্য ছিলেন, তখন শারীরিক বল, সাহস, ও ধূর্ত্ততা সর্ব্ব শক্তিমান ছিল। পরে এক্ষণে বুদ্ধি মানবজাতিকে শাসন করিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু শারীরিক বলের প্রাধান্য অদ্যাপি একে কালে লোপ হয় নাই, তাহার সাক্ষী পরাধীনদেশ সকল। জগত হইতে যখন পরাধীনতা উঠিয়া যাইবে, তখনি শারীরিক বলের আধিপত্য আর থাকিবেনা।

ইংরেজেরা কি বুদ্ধি বলে কি শুদ্ধ শারীরিক বলে, কি উভয় যোগে আমাদের দেশ শাসন করিতেছেন তাহা লইয়া তর্ক করা আমাদের উদ্দেশ্য নাই। যে বলেই করুন, ফল ধর্ম্ম বলে নয় সেটা নিশ্চিত।

বুদ্ধি ও শারীরিক বল যে রাজ্যের কর্ত্তা, অবিশ্বস্ততা, ভীরুতা, ও নিষ্ঠুরতা সে রাজ্যের মন্ত্রী। সেখানকার রাজ্য-রক্ষক বন্দুক ও শান্তিরক্ষক ফাঁসি এবং শৃঙ্খল।

গত সপ্তাহের পত্রিকায় যশোহরের কোন সংবাদদাতার পত্র প্রকাশ পাইবে যে কয়েকটা আমলা ধরা পড়িবার সম্ভাবনা হইতেছে ও সেই নিমিত্ত হাকিমদের

মধ্যে জয় জয় কার লাগিয়া গিয়াছে। তিনি রহস্য করিয়াছেন কি মনোগত লিখিয়াছেন জানিনা, ফল বাঙ্গালা দেশের অনেক স্থানে একটী অপরাধী ধৃত হইলে যে হাকিমদের মধ্যে মহোৎসবের বিষয় হয় তাহা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। মৃগয়া-প্রিয় ব্যক্তিরা যে রূপ শিকারের গন্ধ পাইলে, কুকুর সমভিব্যাহারে মহানন্দে ও উৎসাহের সহিত পর্ব্বত গুহা, নদী উল্লঙ্ঘন করিয়া হত ভাগ্য পশুকে হনন কি ধৃত করে, অনেক স্থানের হাকিমেরা সেই রূপ পুলিস সমভিব্যাহারে করিয়া অপরাধিকে ধৃত করা একটী মহৎসবের কার্য্য মনে করেন। হাকিমদের এটা মনে করা উচিত (ইহা যিনি মনে না করেন ...) যে পুলিস স্থজন করার উদ্দেশ্য মনুষ্যকে বিপদ হইতে রক্ষাকরা, অপরাধীকে দণ্ড করার নিমিত্ত নয়। শুদ্ধ মনুষ্যকে বিপদ হইতে রক্ষার নিমিত্ত কোন কুকর্ম্ম প্রিয় ব্যক্তিকে কারাবদ্ধ করা প্রয়োজন। পীড়িত ব্যক্তিকেও অনেক সময় তাহার মঙ্গলের নিমিত্ত তাহাকে স্বাধীনতাচ্যুত কর বিধেয়। ফল ভিজিট পাইবার প্রত্যাশায়, বা যশাকাঙ্ক্ষায়, কিম্বা কোন রূপ প্রত্যাশা না করিয়া শুদ্ধ পীড়া হইয়াছে এই সংবাদ শুনিয়া ডাক্তারে অস্ত্র, শস্ত্র, সমভিব্যহারে আনন্দে নৃত্য করিতে ২ রোগীকে আরোগ্য করিবার নিমিত্ত রোগীর কোন অঙ্গ ছেদন করিতে যাওয়া যেরূপ মনুষ্যত্বের কার্য্য, শিকারি হাকিমেদেরও অপরাধী ব্যক্তিকে ধৃত করিতে যাওয়া সেই রূপ, তবে একটু বিভিন্ন আছে। ডাক্তারের অভিপ্রায় থাকে রোগীর রোগ আরাম করা, আর হাকিমদের অপরাধিদিগকে দণ্ড করা।

কে কাহাকে দণ্ড করে? অপরাধী দোষী, কোন্ হাকিম নির্দ্দোষী? হাকিমদের অপরাধী ব্যক্তি দিগকে দণ্ড করিতে লজ্জা করে না? দোষী ব্যক্তিরা যে অবস্থায় দোষ করে, হাকিমেরা সেই অবস্থায় তাহাই করেন না? জগদীশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন না করিলে অপরাধ হয় না, ও সেই নিয়ম লঙ্ঘনের দণ্ড আপনিই হইবে। তাহার নিয়ম লঙ্ঘনের দণ্ড করিতে কি হাকিমের সাহায্য আবশ্যক করে! আবার দণ্ড করার উদ্দেশ্য কি? প্রথমতঃ দোষী ব্যক্তি আর দোষ না করে, দ্বিতীয়তঃ দোষী ব্যক্তির দণ্ড দেখিয়া অন্যান্য ব্যক্তিকে দুষ্কর্ম্ম হইতে বিরত রাখা, তৃতীয়তঃ লোকের প্রতিবিধিৎসা বৃত্তিকে তৃপ্ত করা। ইহার কোনটার সাধন হইয়া থাকে? তাবৎ জেলার অপরাধি ব্যক্তিকে একত্রিত করিয়া বেত্র হস্তে করতঃ ভূতের মত খাটাইয়া যৎসামান্য আহার দিয়া কি মনুষ্যের মন বিমল করা যায়? হাকিম মহাশয়েরা যান না, এক বার কারাগার হইতে মন বিশুদ্ধ করিয়া আসুন, কি তাহাদের সন্তান গণকে পাঠান। ভয়ের দ্বারা কি লোককে কুকর্ম্ম হইতে বিরত করা যায়, না উহাতে মনুষ্যকে কুকর্ম্মে রত করে! মনুষ্য অশ্বের ন্যায় চাবুকির অধীন নয়। শুনিতে পাই যে অশ্বকেও অধিক বেত্রাঘাত করিলে আরও অবাধ্য ও অনিষ্টকারী হয় ... দিকে নত হয়। হাকিমেরা অপরাধীকে দণ্ড করিয়া করিয়া তাহাদের মন পাষাণবৎ করিয়া ফেলিয়াছেন। "দশ বৎসর দ্বীপান্তর,, এই কয়েকটি শব্দ উচ্চারণ করিয়া হাকিম আমোদ করিতে পারেন কিন্তু অপরাধীর সর্ব্বনাশ হইল। আত্মা যে অপবিত্র তাহাই থাকিল, অপরাধ করার নৈসর্গিক ফলভোগ করিতে হইল, অধিকন্তু কারাবাসের কষ্ট।

কেহ কেহ আবার অভ্যাস বশতঃ মনটী এরূপ চমৎকার করিয়াছেন যে অপরাধী পাইলে যেন একটা কলার পান, দণ্ড করা তাহাদের একটী মহাসুখের কায।

ফলের পরিচয়ন্তে। ব্রিটিশ রাজ্যের কীর্ত্তিস্তম্ভ পিনাল কোড। এক পিনালকোড পাঠ করিলে ইংরাজেরদের অনেক নিগূঢ় তত্ত্ব পাওয়া যায়। মনুর নিয়ম বড় কঠিন, ড্রেকোর নিয়ম বড় কঠোর, কিন্তু সে সমুদায় সেকালে ছিল। এখনকার কালে যে আইনের নিয়ম এই যে "অমুক উৎকোচ লইয়াছিল, এক্ষণে অবেনা জাল, আর লইবেনা, জাল, কিন্তু পূর্ব্বে যে উৎকোচ লইয়াছে তাহার যে পর্য্যন্ত দণ্ড না হয় সে পর্য্যন্ত ছাড়া ছাড়ি নাই,, সে আইন ধন্য, আইন প্রেণেতাগণ ধন্য ও যাহারা এই আইনানুযায়ী কার্য্য করেন তাহারাও ধন্য।

সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা যে রূপ, তাহাতে বর্ত্তমান শাসন প্রণালী দূষণীয় সত্ত্বেও অনেকের নিকট প্রয়োজনীয় বোধ হইতে পারে কিন্তু এতদ্বিষয়ে আমাদের মত কি তাহা ক্রমান্বয়ে প্রকাশ করিব।

—১০৪—

সিবিলসারবিস পরীক্ষা।

এতদ্দেশীয়দের সিবিল সরবিস্ পরীক্ষায় উপস্থিত হওয়ার পক্ষে বহু কাল যাবৎ নিয়ম আছে। কিন্তু কার্য্যে তাহা ঘটার পক্ষে এত প্রতিবন্ধক রহিয়াছে যে নিয়মটী কেবল শূন্য নিয়ম হইয়া আছে। নামে বটে এতদ্দেশীয়েরা ইংরেজদের তুল্য সামাজিক সত্ত্বের অধিকারী, কিন্তু কার্য্যে তাহার বিপরীত হইয়া আসিতেছে। নামে শাসন কার্য্যে ইংরাজেরা যে যে উচ্চ পদ গ্রহণ করিতে পারেন, এতদ্দেশীয়েরাও তাহা পারে কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এতদ্দেশীয়দের মধ্যে দুই এক জন কে উচ্চ পদাভিষিক্ত করিয়া কর্তৃপক্ষেরা সাধুবাদের লোভে গ্রীবা প্রসা... এবং অন্য সকলকেও বলিতে ইঙ্গিত করেন যে তাঁদের কি অসামান্য বদান্যতা! পার্লিয়ামেণ্টের সনন্দানুসারে এতদ্দেশীয়েরা ও ইংরাজেরা সমভাবে সিবিল সরবিস্ পরীক্ষার ফলভোগ করিতে পারে। কার্য্যেও ত তাহাই, কেবল একটী সমুদ্রের প্রভেদ, কিন্তু ইহাতেও নিঃশঙ্ক না হইয়া --কি জানি যদি কোন অসম সাহসী যুবক সমুদ্র না মানিয়া পার হইয়া পড়ে---এতদ্দেশীয়দের সুলভ ভাষাটীর নম্বর একেবারে কমাইয়া ফেলিলেন। কর্তৃপক্ষীয়দের মনের এই রূপ নিগূঢ় ভাব মনে করিতে গেলে মানব জাতির উপর অবিশ্বাস জন্মে।

কিছু কাল হইল এই প্রস্তাবের আন্দোলন হইতেছে বটে, কিন্তু যে পর্য্যন্ত ইহার আন্দোলন হওয়া উচিত তাহা কি হইতেছে? আবার যে টুকু হইতেছে, তাহাও কতিপয় বদান্য ও সদাশয় ইংরাজ মহাত্মার চেষ্টায়। কিন্তু এ অত্যুচ্চ বিষয়ে আমাদের নিজের মধ্যে আন্তরিক জীবন্ত কায়-মনো-বাক্যিক আন্দোলন কেন হয় না? "সিবিল সার্ব্বিসের দ্বারোদ্ঘাটন কর,, "সিবিল সরবিসের দ্বারোদ্ঘাটন কর,, এই ধ্বনি চারি দিক হইতে কেন উত্থিত না হয়? কৃত বিদ্যান মহাশয়েরা কি এই বিষয়টীর প্রকৃত ভাব সম্যক প্রকার দেখিতে পারিতেছেন না? তাহারা কি বুঝেন না যে এতদ্দেশীয় গণকে সিবিল সর্ব্বিসে প্রবেশ করিতে না দেওয়ায় পুরাকালে প্রেট্রিশিয়ান দিগের সহিত প্লিবিয়ান দিগের যে রূপ সম্বন্ধ লক্ষিত হইত, ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের পরস্পর সম্বন্ধের যেরূপ ইতর বিশেষ ছিল, ইংরাজ পুরুষ দিগেরও পরস্পরের ব্যবহার বিষয়ে সম্পূর্ণ না হউক প্রায়

সেই রূপ হইতেছে। গ্রীস ও পুর্ত্তিজ ভার তবর্ষের শ্রেষ্ঠ অভিমানী জাতিরা অধীনস্থ ব্যক্তি গণকে যে রূপ নিকৃষ্টতায় কলঙ্কিত মনে করিতেন, তাহারা যে রূপ হেয় বলিয়া লক্ষিত হইত, এ দেশের বর্ত্তমান রাজ পুরুষেরা যে পর্য্যন্ত সিবিল সরবিসে আমা দিগকে যাইতে প্রকারান্তরে না দিবেন সে পর্য্যন্ত প্রকৃত পক্ষে হিন্দু ও ইংরাজেতে সেই রূপ প্রভেদ বোধ হইবে। কিন্তু এ বিষয়ে ইংলিস গবর্ণমেণ্টের কি দোষ দিব, আমাদের যে রূপ ভাব তাহাতে কেন তাহা রা স্বদেশীয় গণের নিমিত্ত উচ্চপদ সমুদায় একচাটিয়া না করিবেন ? আমরা তাহা দের কর্ত্তৃক এই ভেয় হইয়া রহিয়াছি, ইহার জন্যে কখন কি একটা কথা বলিয়া থাকি। কোণে কোণে বউর মত কাঁদিলে কি ইং রাজ বাহাদুর দিগের নিকট কায পাওয়া যায় ! আমরা এবিষয়ে যত চুপ করিয়া থাকিব, যত আমরা রাজপুরুষ দিগের সদ্বি বেচনার মুখ পানে তাকাইয়া থাকিব, তত তাহারা ভাবিবেন যে নির্ব্বোধ হিন্দুরা অদ্যাপি তাহাদের ন্যায্য দাবি টের পায় নাই। লড়ালড়ী না করিয়া আমাদের কোন অভীষ্টটী তাহারা সহজে, সদ্বিবেচনা র অধীন হইয়া, সিদ্ধি করিয়াছেন; ফল আমরা ভাল মানুষ, নিরীহ এবং শিশু সন্তানের ন্যায় তাহাদের হাতধরা বলিয়া তাহাদের ন্যায় বীরপুরুষগণের এমন স্বার্থ-পর হওয়া কি উচিত ? তাহাদের বীরত্বের কি এই ধর্ম্ম। তাহারা আমাদের জন্যে অনেক করিতেছেন এবং কৃতজ্ঞ মনে তাহা আম রা চিরকাল মনে করিব। কিন্তু তাহাদের ঔদার্য্যের ভাণ্ডার কি এই নিঃশেষ হইল ?

সিবিল সরবিসে প্রবেশ করিতে দেওয়ায় রাজপুরুষ গণের যদি মনোগত আপত্তি থাকে, তবে কেন শিক্ষা দ্বারা আমাদের এই উচ্চাভিলাসটীর উদ্রেক করিয়া ছিলেন, দুটী একটী উচ্চপদ দিয়া সে আশা কেন বলবতী করিয়াছিলেন ? এ নিষ্ঠুরাচরণের উদ্দেশ্য কি ? অনিবার্য্য পিপাসার উদ্রেক করিয়া দিয়া, পিপাসা শান্তির কি সুখ তাহা জানাইয়া, সম্মুখে সুশীতল সুগন্ধময় জল রাখিয়া, জলপান করিতে না দেওয়া কি তোমাদের যোগ্য কর্ম্ম। প্রভু যীশুর উপদেশ কিন্তু অন্যরূপ। প্রকাশ্য শত্রু অপেক্ষা প্রবঞ্চক বন্ধু অনেক গুণে অনিষ্টকর। মুসলমানেরা আমাদের প্রকাশ্য শত্রু ছিল।

মুসলমানেরা এত অত্যাচারী থাকা তেও তাহারা রাজকর্ম্মে নিয়োগ পক্ষে নির পক্ষ ছিলেন, উপযুক্ত পাত্র পাইলেই তাহা কে উচ্চ পদাভিষিক্ত করিতেন বলিয়া সকলের নিকট, বিশেষতঃ সুশিক্ষিত মণ্ড-লির সমীপে অপ্রিয় ছিলেন না আর ইংরাজ গণের পক্ষপাতিত্ব তাহাদের সকল গুণকে কলঙ্কিত করিয়াছে। তাহাদের এ রূপ উদার চরিত্র, তবে এ দোষটি কেন থাকে ?

ফল যেমন গতিক দেখি, তাহাতে অর্থ প্রিয় রাজপুরুষগণেরা যে সহজে আপনা হইতে আমাদিগকে উচ্চপদের দ্বার উদ্ঘা টন করিয়া দিবেন এমন ভরসা হয় না। নিজের সত্ব আমাদের নিজে সাব্যস্ত করি তে হইবে। কিন্তু এ বিষয় সঙ্ঘটন হওয়া কঠিন। যাহারা বাড়িলে চাড়িলে কায হয় তাহারা [illegible] মনে করেন না। কেহকেহ দুটী একটী ভারি কথের দ্বারা রায় বাহাদুর পদ পাইয়া কৃতকৃতার্থ হই য়াছেন কিন্তু বাহাদুরির কায যাহা তাহাতে অগ্রসর হওয়া রায় বাহদুরদিগের উচিত। সম্পাদকেরা বটে সময় সময় সি বিল সরবিস, সিবিল সরবিস, বলিয়া চিৎ কার করেন, কিন্তু তাহাদের গলার শব্দে কি স্বার্থে বিনিদ্রিত রাজপুরুষ গণকে জাগরিত করিতে পারে ? যে গাঢ় নিদ্রায় তাহারা নিদ্রিত তাহাতে দেশ সমেত জুটিয়া কাণের কাছে ঢাক না বাজাইলে তাহারা কি শুনিতে পাইবেন ? ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভা আমাদের সকল বল, সকল ভরসা কিন্তু দুরদৃষ্ট ক্রমে আমরা যেমন আমাদের তেমনি সভা। কোন কর্ত্তব্য কর্ম্মে ইহাদের ত প্রায়ই উৎসাহ নাই, বিশেষতঃ যেখানে স্বার্থের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ না থাকে।

এখন পার্লিয়ামেণ্টে সিবিল সরবিস লইয়া গোল হইতেছে। সময় মত যদি তাহারা দুটী কথা বলেন তবে কত কাজ হয়। কিন্তু তাঁহারা কৈ কিছুইতো বলেননা ? আমাদের বিবেচনায় এখন যদি সম্পাদ-কেরা আবার চীৎকার করিতে আরম্ভ করেন, ব্রিটীস ইণ্ডিয়ান সভা হইতে যদি এবিষয়ে আবেদন প্রেরণ করা হয় এ দেশীয় লোকেরা যদি অত্যাচার অত্যাচা র, পক্ষপাতিত্ব বলিয়া নাছোড় বান্দা হন তবে ন্যায় পরতার জন্যেই হউক, অনুরাগ প্রিয়তার জন্যেই হউক, চক্ষু লজ্জার জন্যেই হউক, আর ভয়ের জন্যেই হউক, আমাদের কথার প্রতি রাজ পুরুষগণেরা কর্ণ পাত না করিয়া থাকিতে পারিবেন না।]

আমলা।

" আজি ধরা পড়িল রে চোর চুড়ামনি "
বিদ্যাসুন্দর।

আপনারা অনেকেই পল্লিগ্রাম বাসী বোধহয় দেখিয়াছেন যে প্রায় যাবৎ পল্লির প্রান্তভাগে ২। ১ টী নাওয়ারেস প্রাচীন পুষ্করিণী--আছে যথা সেনপুকুর, কলুপুকুর, ইত্যাদি। ফাল্গুন চৈত্র মাসে সেই সব পুকু[illegible] জল কমিয়া যাওয়ায় কোন দিন প্রা[illegible]লে গ্রামের ২। ৪ জন পাণ্ডা এক [illegible]ইয়া " অমুক পুকুরে মাচ ধরা পড়ি [illegible] বলিয়া পুকুরের পাড় হইতে চীৎ[illegible]র করিতে থাকে। ইহাতে গ্রামের আবাল বৃদ্ধ বণিতা জাল, পোলো, দুপে, প্রভৃতি যে যেমনে যাহা পায়, তাহা লইয়া পুকুরে মাচ ধরিতে পড়ে।

আমাদের এই কথাটী এ স্থলে বলি বার তাৎপর্য্য এই যে প্রতাপশালী বৃটিশ রাজ্যে আমলা নামক এক নাওয়ারেস সর বিস আছে। এই সরবিসে যাহার মা বাপ তিন কুলে কেহই নাই, আর কোন খানে কিছুই হয় না এবং যাহারা সাত ঘাটের কাণা কড়ি তাহারাই প্রবেশ করিয়াথাকে। সংপ্রতি এজেলার ইহাদের মধ্যে একভারি মারিভয় উপস্থিত হইয়া বিস্তর ধরা পাকড়া আরম্ভ হইয়াছে। পাঠক গণ ! আপনারা কি নবমি পূজার পাঁঠা দেখিয়া-ছেন ! তাহাদের ঊর্দ্ধ দৃষ্টী, কম্পবান শরীর, এমন কি " ভ্যা " করিবার ক্ষমতা অভাব---দৃষ্টি কাহার না হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হয় ? এখানকার আমলা গণ শশব্যস্ত হইয়া ভেড়ার দলের ন্যায় আসন্ন কাল উপস্থিত জানিয়া ভয়ে কেবল মুখ চাওয়া চায়ি করিতেছে। আসন্ন কালে বিপরীত বুদ্ধি ও " বিপত্তে মধুসূদনং" প্রায় দুই বচনেরই সমান অর্থ। মানুষ মরিবার সময় প্রায় ধনে প্রাণে মরিয়া থাকে। ইহারা এই বিপদ হইতে উদ্ধার হইবার জন্য অর্থব্যয়, দিন দিন কত শত চণ্ডিপাঠ, সস্ত্যয়ন, কালিঘাটে মানসা ও নানা প্রকার দৈব কর্ম্ম করাইতেছে ! গণক দৈবজ্ঞ ও পুরোহিতদের বাহারের সীমা কি ! মাল্লা জিও পীর পাকম্বরের দোহাই দিয়া সিন্নি পাইতেছেন। কিন্তু চতুর্দ্দিকে কেবল ধর মার শব্দ ! নাওয়ারেস বেচারাদের হইয়া একটী কথা কেহ কয় না।

আমরা কখন আমলাগিরি করিনাই কিন্তু অনেক আমলা দেখিয়াছি। সাহেবেরা যাহাকে ভাল আমলা বলেন, সে আমলা

হওয়া সহজ ব্যাপার নহে। তাহাকে ক্রীত কাফ্রি দাস অপেক্ষা নম্র হওয়া আবশ্যক, হুজুর ধর্ম্ম অবতার বন্দেগমাত প্রভৃতি গোলামি শব্দ তাহার জিহ্বাগ্রে থাকা আবশ্যক. তাহার আদেশের কার্য্য সুচারু রূপে জানা আবশ্যক, কারণ হাকিমানের হাতে খড়ি আমলারাই দিয়া থাকে। তাহার সন্যাসীর ন্যায় ইহকালের উন্নতি আশা বিসর্জ্জন দিয়া ও শিবের ন্যায় মুষ্টী ভিক্ষায় সন্তুষ্ট থাকা আবশ্যক। ১০ কি ২০ টাকায় কর্ম্ম আরম্ভ করিয়া কত শত হাকিমেরদের হাতে খড়ি দিয়া কেহ জজ কেহ কমিসনর হইয়া গিয়াছে। বৃদ্ধ গুরু মহাশয়কে সেই ১০ টাকায় ... রা থাকিতে হইয়াছে। আবার ... গবর্ণমেন্টের মধ্যে প্রাচীন হইলে ওল্ড ক্লাসরোগ অকর্ম্মণ্য বলিয়া ঘৃণিত হয়েন। ইহাতে আবার তাদের পায় পায় দোষ, কথায় কথায় জরিমানা ও ইচ্ছা হইলেই সসপেণ্ড ও ডিসমিস। "অপরন্তা কিং ভবিষ্যতি,,

কিন্তু আমলারা চিরকাল এরূপ জঘন্য ছিল না। একশত বৎসরের অধিক গত হইল যখন দুরন্ত মুসলমান নবাবের অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা ইংরাজ সদাগর গণের সঙ্গে কুমন্ত্রণা করিয়া তাহাকে পদচ্যুত করেন তখন আমলা গণ ইংরাজ গণের মন্ত্রী ছিলেন। প্রজা ও জমিদার গণের সঙ্গে তাহারা মধ্যস্থ করিয়া সমুদয় বন্দবস্ত করিতেন। দেয়ান গঙ্গা গোবিন্দ সিংহ ও মুনশি নবকৃষ্ণ এই কালের আমলা॥ প্রাতঃ স্মরণীয় রাজা রাম মোহন রায় ও ভুবন বিখ্যাত বাবু দ্বারিকা নাথ ঠাকুর ইহার পরের আমলা। এই সময় আমলা গণ সাধারণ সম্মানিত ও সমাদৃত ছিলেন ইয়্যাতাচার, আজিজন কদর, বাকিয়াত বাসান্দা প্রভৃতি সম্ভ্রম সূচক পাঠ ছিল তাহাদের সম্বোধক। তখন রাজ পুরুষ ও আমলায় পিতা পুত্র সম্বন্ধছিল। উভয় উভয়কে বিশ্বাস করিতেন। উভয় উভয়ের মঙ্গল বাঞ্ছা করিতেন কিন্তু এখন সময় বোদলে গিয়াছে, আমলাদেরও সে সুখের সময় নাই। এ পরবির্ত্তন কেন হোল? আমলার দোষে না হাকিমের গুণে? এ বিষয়ে আমরা এখন কিছু বলিতে চাহি না তবে এইমাত্র বলি যে প্রতাপশালী ব্রিটিস শাসনে ভারত বর্ষিয়রা তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষ অপেক্ষা অধিক জ্ঞান বান, ধর্ম্মশীল ও বিদ্বান ক্রমশঃ হইতেছে।

এই প্রস্তাব সম্বন্ধে আমরা কয়েক খানি পত্র পাইয়াছি তাহা যথা স্থানে ক্রমে প্রকাশিত হইবে। আমাদেরও এসম্বন্ধে দুটি কয়েক কথা আছে। যাহার প্রতি যত অবিশ্বাস করা যায় সে তত বিশ্বাস ঘাতক হয় যাহাকে যত সন্দেহ করিয়া চৌকি পাহারা দেওয়া যায়, সে তত চতুর চোর হইয়া উঠে। পবলিক ওয়ার্ক ডিপার্টমেণ্টে যত হিসাবে আটা আটী সেখানে তত চুরি, নবাব গণের জানানায় যত চৌকি পাহারা সেখানে তত ব্যাভিচার, এ দেশে কুইনাইনের যত আমদানি জ্বরের তত প্রাদুর্ভব।

রাজপুরুষ গণের যত্নে দেশ দিন দিন উন্নত হইতেছে। গারো সাঁওতাল প্রভৃতি বন্য জাতীও তাহাদের যত্নে সভ্য হইয়া উঠিল কিন্তু নিরুপায়ী আমলা গণের উপর কেবল তাহাদের নজর পড়েনা! ইহাদের অধোগতির ও দুর্দ্দশার কারণানুসন্ধান করা কি রাজপুরুষগণের কর্ত্তব্য নয়! যে প্রণালী অবলম্বিত হইতেছে তাহাতে আমলা গণের সংশোধিত হওয়ার সম্ভব নাই। দুই চারি শত আমলাকে কারারুদ্ধ করিলে কি তাহারা শুধরাইবে যত দিন দোষের মুল থাকিবে তত দিন যেই আমলা হবে সেই তাহার পুর্ব্ব কর্ম্মচারির অবিকল নকল হইবে। তাহারা খাইতে পায় না বলিয়া চুরি করে, উপযুক্ত পদ পায় না বলিয়া দুষ্টমি করে, তাহাদিগকে অবিশ্বাস ও ঘৃণা করেন বলিয়া তাহারা প্রবঞ্চনা করে। তাহারা যদি উপযুক্ত বেতন পায়, উচ্চপদের যদি দ্বার খোলা থাকে, তাহাদের সহিত যদি সখ্য ভাব স্থাপিত হয় তবে রাজপুরুষেরা দেখিবেন যে আমলা জাতি জঘন্য জাতি নয়। ফল তাহাদিগকে বধ করিলে রাজ পুরুষেরাই ঠকিবেন, কারণ এমন সস্তা ধৈর্য্যশালী কর্ম্মঠ চতুর ব্যবসায়জ্ঞ পরিশ্রমি জাতি ভুমণ্ডলে আর কোথাও মিলিবেনা।

পত্রপ্রেরকের প্রতি।

আমাদের হস্তে অনেক প্রেরিত পত্র আসিয়া জমিয়াছে। স্থানাভাবে আমরা সেগুলি প্রকাশ করিতে পারিতেছিনা। প্রকাশ যোগ্য গুলি পাঠক বর্গের বিদিতার্থে ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে।

—৪০৪—

সংবাদাবলি।

১৪ই মার্চ তারিখে মাসি সাহেব ১৮৬৮ অব্দের বজেট প্রদান করিয়াছেন। তাহাতে সমুদায় ব্যয় ৪৯১১৩৩৪০০ টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে. ইহার মধ্যে ২৪০২৫৫০০ টাকা পুলিসে খরচ হইবে কিন্তু সিবিল সাব খরচ ৩৬১৯৭০০ অ র শিক্ষার খরচ ৯০৪১৯১০ টাকা প্রদত্ত হইবে। ধন্য বিবেচনা!

১৮৬৮ অব্দের ২২ শে ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত ১৩ ৩৩৯০৩ টাকা লাইসেন্স ট্যাকস আদায় হইয়াছে তাহার ১০৬৬৭৭ টাকা প্রত্যার্পিত হইয়াছে। উড়ীষ্যাতে গবর্ণমেন্ট অধীন ১৪৯৭ জন অনাথ বালক আছে, তন্মধ্যে ৫৩০ টি বালক ৯২৭টি বালিকা, ইহারা সংসারে প্রবৃত্ত হইতে পারে, এই জন্যে ৩৯৫৩৫২ টাকা ব্যয় নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

"কলিকাতার লর্ডবিশপ পৌত্তলিক দিগকে গির্জ্জায় খৃষ্টির সম্প্রদায়ের মধ্যে বসিতে দিবেন না। ভালই!"

"হাবড়ার ক্যানিং ইনষ্টিটিউটে, রেবরেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায় জৈনক বাঙ্গালীর বক্তৃতার বিরুদ্ধে বলেন, হিন্দু দিগের ভগবদ্গীতায় ব্যক্ত আছে, আত্মাকে কেহ বধ করিতে পারে না। অতএব যুদ্ধ দুষণীয় নহে। কিন্তু খৃষ্টান দিগের বাইবেলে লেখে, হত্যা যে কোন প্রকারেরই হউক পাপাত্মক। রেবরেণ্ড মহাশয় ভাল রূপ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। ভাগবদ্গীতার গুঢ় তাৎপর্য্যের এই রূপে ব্যাখ্যা করিলে বোধ হয় অভ্রাপর আর কেহই. এতাদৃশ প্রধান গ্রন্থের ব্যাখ্যাসামর্থ্যে বিশ্বাস করিবে না।"

"বোম্বে হইতে টেলিগ্রাফ আসিয়াছে যে সরবর্ট নেপিয়র আটিজিরাট ছাড়াইয়া ১৩ মাইল অগ্রসর হইয়াছেন, তিনি আণ্টেলোর গমন করিতেছেন। মেজরগ্রাণ্ট, আবিসিনিয়ার রাজপুত্র কাসার নিকট হইতে অনুকুল সংবাদ লইয়া আডোয়া হইতে প্রত্যাগত হইয়াছেন। কাসা আণ্টালোয় যাইবার সময় পথে প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন, স্বীকার করিয়াছেন। জল এবং ঘাস প্রচুর পাওয়া যাইতেছে কিন্তু শস্য প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে না। জল বায়ু অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর। ১৫ই জানুয়ারি পর্য্যন্ত যেরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে বন্দীগণ সুস্থশরীরে আছেন, শুনা গিয়াছে। থিওডোরের নিকটস্থ হইবার নিমিত্ত এক দল সৈন্য ম্যাগডালা হইতে যাত্রা করিয়াছে। থিওডোরস সত্বর হইয়া আসিতেছেন, ফেব্রুয়ারি মাসে তাঁহার ম্যাগডালায় পৌঁছিবার কথা। তাঁহার সৈন্যেরা খাদ্যদ্রব্যাদির দুষ্প্রাপ্যতা নিবন্ধন অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছে। আবিসিনিয়াস্থ এক জন বন্দী তাঁহার দেশস্থ বন্ধুদিগকে যে কতক গুলি পত্র লিখিয়া দিলেন, সেই গুলি ইংলণ্ডে প্রচার হওয়ায় থিওডোরস জানিতে পারিয়াছেন। এতদ্বারা বন্দীদিগের হানি হইবার আশঙ্কা হইতেছে।"

(৪) বোম্বে গেজেট বলেন যে যোধপুরের মহারাজা, তদীয় পুর্ব্বতন প্রধান অমাত্যমৃত হাজি মহমুদ খাঁর পদে, তাঁহার (মন্ত্রির) পুত্র মিরজা আবদুল্লা খানকে নিযুক্ত করিয়াছেন। ১৫ই ফেব্রুয়ারির মহা দরবারে মহা রাজা তাঁহার হস্তে বিশ্বাসের চিহ্ন স্বরূপ রাজকীয় মোহর দিয়াছেন, এবং নবাবের উপাধি, মণি মুক্তা খচিত একটী বহু মুল্যের খেলাত, এবং ১২০০০ টাকা আয়ের জাগির প্রদান করিয়াছেন। যে পর্য্যন্ত তিনি বয়োপ্রাপ্ত না হইবেন, তাবৎ তদীয় খুল্লতাত হাজি মহমুদ আবদুল্লাহক খাঁ সেকার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন।

রামপুর প্রদেশে একটি ব্রাহ্মণ একখানি তাম্র পত্র প্রাপ্ত হয়, যদ্দ্বারা প্রকাশ পায় যে কোন একটি স্থানে অসংখ্য অর্থ নিহিত আছে। রাম পুরের নবাব এইকথা শ্রুত হইয়া ব্রাহ্মণের নিকট হইতে সেই নির্দিষ্ট স্থানটী কোথায় তাহা বাহির করিয়া লইবার জন্য তাহাকে যৎপরোনাস্তি কষ্ট দেন। কিন্তু সে কোন মতেই না বলায় নবাব ব্রাহ্মণের অঙ্গুলি হইতে অঙ্গুরি উন্মোচন করিয়া একজন লোককে সেই অঙ্গুরি লইয়া তাহার স্ত্রীর নিকট পাঠাইলেন এবং সে ব্রাহ্মণীর নিকট ব্রাহ্মণের প্রেরিত বলিয়া পরিচয় দিয়া সেই অঙ্গুরি তাহার প্রমাণস্বরূপ দেখাইয়া, তাহার নিকট হইতে এই সম্বাদটী বাহির করিয়া লইয়াগিয়াছে এবং যে খানে উক্ত অর্থ আছে তত্স্থান খনন করিবার জন্যে নবাব উদ্যোগ করিতেছেন।

সেন্টপল নামক একখানি ফরাসিস জাহাজ কলিকাতা হইতে ফ্রান্স দেশে যাইতেছিল এবং সেন্ট ব্রাণ্ডন দ্বীপের নিকট গিয়া উহা ভগ্ন হয়। জাহাজারোহী ব্যক্তিগণ মারিসসে পৌছিবার মনস্থ করিয়া ভগ্ন জাহাজ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্ষুদ্র দুই খানি নৌকায় আরোহণ করে দুইখানি নৌকা কিয়ৎক্ষণ একত্র হইয়া চলিয়া রাত্রে উহার মধ্যে ছোট নৌকা জল মগ্ন হয় এবং তাহাতে তিন জন ব্যক্তি নষ্ট হয়। বাতাস প্রতিকূল হওয়াতে বড় নৌকাস্থিত মনুষ্যগণ মরিসসে না গিয়া ম্যাডাগাস্কারাভিমুখে যাওয়া স্থির করিলেন। অতিশয় পরিশ্রম প্রযুক্ত কাপ্তানটী মৃত্যু গ্রাসে পতিত হইলেন। জাহাজ পরিত্যাগের নয় দিন পরে তাহাদের সমুদয় আহারীয় দ্রব্য নিঃশেষ হইয়া গেল। অনশন কষ্ট সহ্য করাপেক্ষা প্রাণত্যাগ করা শ্রেয় তাহাদের মধ্যেস্থ প্রধান ব্যক্তি এই প্রস্তাব করিয়া জলে ঝম্প দিবার কথার অনুষ্ঠান করিলেন কিন্তু জীবনাশা শীঘ্র যাইবার নহে। উহাদের মধ্যে এক জন নাবিক বলিল যে আমারদের মধ্যে এক ব্যক্তিকে হত্যা করিয়া তাহার মাংস দ্বারা জীবন রক্ষা করা যাউক এই প্রস্তাবে সকলেই স্বীকৃত হইল এবং জাহাজের ষ্টুয়ার্ডকে (ভাণ্ডারি) বধ করাই সাব্যস্ত হইল। জাহাজের সূত্রধর তাহাকে বধ করিল। তাহারা নর মাংশ ভক্ষণ করিয়া নির্ব্বিঘ্নে মাডাগাস্কারে পৌছিয়াছে।

আয়ার্লণ্ডে ও ইংলণ্ডে ফিনিয়েনেদের অত্যাচার ক্রমশঃ প্রবল হইতেছে। সম্প্রতি দুইজন ফিনিয়ান ধৃত হইয়া কারারুদ্ধ আছে।

উইথোপ্স নামক এক জন প্রুসিয়ান কাপ্তান উয়াল্মোর নামক এক নর্ত্তকীর প্রতি আশক্ত হন। তাহারা উভয়েই এক গৃহে অবস্থিতি করিতেন সাহেব এক দিবস তাহার নিকট মনোগত ভাব প্রকাশ করিয়া স্বীয় অভিলাস ব্যক্ত করেন কিন্তু স্ত্রীটী তাহাতে অস্বীকৃত হন। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া সাহেব তাহাকে জানান যে যদি তিনি তাহার অভিলাস পূর্ণ না করেন তবে প্রথমে তিনি তাহাকে হত্যা করিবেন পরে আপনার প্রাণত্যাগ করিবেন। স্ত্রীটী ভীত হইয়া অন্য এক সৈনিক পুরুষের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। ইতি মধ্যে এক দিবস প্রেমোন্মত্ত ক্যাপ্টেন একটী রিবলবর লইয়া তিনি নর্ত্তকিকে লক্ষ্য করিতে গিয়া তাহার বাহু চূর্ণীর সান হইয়া গিয়াছে। সৈনিক এই করিয়া শেষে আত্ম হত্যা দ্বারা দেহত্যাগ করিয়াছে।

১৮৫৭।৫৮ ইং সাল হইতে ৬১।৬৭ সাল পর্য্যন্ত কৃষি কার্য্যের উন্নতি নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট সর্ব্ব সুদ্ধ ৩৭৪৩১।০ টাকা ব্যয় করিয়াছেন।

মান্দ্রাজ অথিনিয়ম পত্রিকায় একটি অত্যাশ্চর্য্য বিষয় লিখিত হইয়াছে। মান্দ্রাজের যে স্থানে ৮ম ক্যাবোলিনেসের প্রস্তর ময়ী প্রতিমূর্ত্তি আছে তাহার নিকট একটী কামান ক্ষেত্র আছে। এক দিবস দেখা গেল যে তাহার মধ্যে একটী ভেড়ার ছিন্ন মস্তক ও পদ রহিয়াছে। পদের খুরের মধ্যে এক খানি কাগজ। কৌতুক দর্শনার্থ অনেক ব্যক্তির সমাবেশন হইল। ইহার মধ্যে এক জন ইংরেজ পোলিস ইনেস্পেক্টর উপস্থিত হইয়া পায়ের কাগজ খানি বাহির করিয়া ফেলিলেন। এবং দেখিলেন তাহাতে তৈলঙ্গি ভাষায় এই রূপ লিখিত আছে যে "১৮৬৮ অব্দের মে মাসে ইংরাজ রাজ পুরুষেরা বিতাড়িত হইবেন। নানা সাহেব ৪০ দিবের মধ্যে উপস্থিত হইবেন ও বনরোর প্রতিমূর্ত্তি সমীপে আমরা ৯ জন মিলিত হইয়া একটী নর বলি প্রদান করিব"। ইহা যিনি লিখিয়াছেন তাহাকে যে ধরিয়া দিতে পারিবে সে ৫০ টাকা পুরস্কার পাইবে।

ইংলণ্ডে নুতন একটি ধর্ম্ম সম্প্রদায় হইয়াছে তাহাদিগকে পিকুলার পিপিল বলে। ইহারা ঈশ্বরোপাসনার অসীম শক্তি আছে বলিয়া বিশ্বাস করেন। রোগ হইলে তাহারা কেবল উপাসনার উপর নির্ভর করেন। কোন ঔষধ ব্যবহার করেন না তাঁহাদের বিশ্বাস যে ধর্ম্মশীল লোকের কোন দৈব বিপাকে শরীরের কোন অঙ্গ ভঙ্গ হয় না। কি দৃঢ় বিশ্বাস, কি অচলা ভক্তি! যেসপ্রকাশ ধর্ম্ম প্রিয় ব্যক্তি গণকে বুজরুক বলিয়া উপহাস করিতে করিতে ব্রাহ্ম দিগকেও ঠাট্টা করিয়াছেন; যাঁহার স্ত্রীপ্রগতে কেহ নাই, তিনি নিশঙ্ক অন্যকে গালি দিতে অনায়াসে পারেন।

ইংলণ্ডে একটী নগরের মজুরেরা গোবিজ টিকা লইতে অসম্মত হইয়া এক সভা করিয়াছিল এবং সভা দ্বারা টিকাদার ডাক্তার গণকে জুয়াচোর বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছে। ডাক্তার গণের ব্যবসা আর চলে না। সকলে টের পেয়ে নিল।

বিখ্যাত টপ গায়ক শ্রীমধু সুদন কাইন গত ২৬শে ফাল্গুনে কৃষ্ণ নগরে দেহ ত্যাগ করিয়াছেন।

সর রিচর্ড টেম্পল ভারতবর্ষের ফাইন্যান্শিয়াল মিনিষ্টরের পদ গ্রহণ করিবেন কথা ছয় কিন্তু তিনি গবর্ণর জেনারেল বাহাদুরের কাউন্সেলের মেম্বর হইয়াছেন।

কুর্গ নামক স্থানে জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া তথায় বোরার নামক এক রূপ অনিষ্ট কর কীটের উৎপাত আরম্ভ হইয়াছে। ডাক্তার বিডী সাহেব এই কীটের অনিষ্টকারিতার বিষয় অনুসন্ধান করিতে নিযুক্ত হইয়াছেন। কেহ সংক্রামক জ্বরের কারণ সুন্দর বন পরিষ্কার করা মনে করেন। এবিষয় কত দূর সম্ভব তাহা অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য।

২৯শে জানুয়ারিতে বিসুবিয়াস পর্ব্বতের এক পার্শ্ব ভগ্ন হইয়া অনেক বাটী দোকান গাড়ী ও মনুষ্য নষ্ট হইয়াছে।

ডাক্তার টপলার দূরবীক্ষণ বক্ষস্থিত কাচে আলোক পুঞ্জ একত্রিত করিবার উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। ঐ কাচের সহিত এক খানি পরদা এই ভাবে সংযুক্ত হইয়াছে যে তাড়িত পরিচালন দ্বারা বায়ুর অল্প গতি হইবা মাত্র দূরবীক্ষণের মধ্যে অগ্নি মণ্ডলের ন্যায় দৃষ্ট হয়।

ব্রাহ্ম দেশীয় রাজ কন্যার বিবাহে ভারি ধুম হইয়া গিয়াছে। এক মাস এ উৎসব থাকে এবং ইহাতে দশ লক্ষ টাকা খরচ হইয়াছে।

বোম্বাইতে একটী মদের গুদামে আগুন লাগিয়া ৪৪০০০০ টাকা লোকসান করিয়াছে। মদে কত রকমেই সর্ব্বনাশ করিল!

ডক্টার ওল্ডহাম দেখিয়াছেন যে কৃষ্ণা নদীর তীরে কয়েক ক্রোশ পর্য্যন্ত অপর্য্যাপ্ত কয়লার খনি আছে।

সারজনলরেন্স বাহাদুর ২৪ আপ্রেল তারিখে সিমলাগমন করিবেন শুনা যাইতেছে।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশের লেপ্ট গবর্ণর গত শনি বার কলিকাতায় পৌঁছিয়াছেন, আগামী অর্ণব পোতে কলিকাতা পরিত্যাগ করিবেন।

বাঙ্গালাবেঙ্কের সাব ডাইরেক্টর বাদ স্থাপনের এগ্রিমেণ্টের আগামী এপ্রিল মাসে নিরূপিত হইবে গবর্ণর জেনেরল এরূপ আদেশ করিয়াছেন।

কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের রেজিষ্টর ঘোষণা দিয়াছেন যে, যাঁহারা ১৮৬৬ অব্দের পূর্ব্বে আর্টের প্রথম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, ১৮৬৯ অব্দে বি, এ, পরীক্ষায় তাহারা বাঙ্গলা কিংবা উর্দ্দুতে দ্বিতীয় ভাষার পরিক্ষা দিতে পারিবেন। এই দুই ভাষায় যে সকল পুস্তক এবারে নির্দ্ধারিত হইয়াছে, উক্তবৎসরেও তাহাই থাকিবে।

—|০০|—

প্রেরিত পত্র

মান্যবর শ্রীযুক্ত অমৃত বাজার পত্রিকা
সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

মহাশয়!

আপনার ১২ই মার্চ তারিখের ৪র্থ সংখ্যার পত্রিকায় বিবিধ রস উৎপাদক সম্বাদাবলি পাঠে যারপর নাই সন্তুষ্ট হইলাম, তম্মধ্যে আমরা মিউনিসিপলটীর সম্বন্ধে যাহা পাঠ করিলাম তাহার প্রতি কিছু বক্তৃতা করিতে বাঞ্ছাকরি;

দেখিসদা অল্পজ্ঞানী তত্ত্ব হীনের,
বাচাল নির্ব্বোধ বড় বাক্যেতে তৎপর।

কোন একটী বিষয়ের সমুদায় তত্বাবধারণ না করিয়া তৎ সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপ বক্তৃতা করিতে গেলে সাধারণ জাত অন্ধ চতুষ্টয় ও হস্তির গল্প বিষয়টী মনে পড়ে।

তবে পত্রিকা সম্পাদক মহাশয়েরা এবিষয়ে আবদ্ধ বটে, যে ভাল হউক বা মন্দই হউক সকল সম্বাদকে তাঁহাদিগের পত্রিকায় স্থান প্রদান করিতে হইবে কিন্তু এবিষয়টীর প্রকৃতত্ব অং নিয়া তাঁহার লেখা কর্ত্তব্যছিল কারণ যাহা দ্বারা শত শত উপকার হইতেছে এমন নির্দ্দোশী সম্প্রদায়কে দোষী করা পত্রিকার কর্ত্তব্য কর্ম্ম নহে; দোষী ব্যক্তির দোষ প্রকাশ করিয়া ঐ দোষ পরিহারের যত্ন করাই তহার উচিত।

মিউনিসিপেল দ্বারা নগরের কত উপকার হইয়াছে তাহার সাক্ষ্য নিম্নোক্ত তালিকা।

(১) নড়াল বাবু দিগের পুষ্করিণী সংস্কৃত হইয়াছে (২) প্যারাদের পুকুর সংস্কৃত হইতেছে (৩) আবর্জ্জন নগর হইতে দূরীকৃত করণার্থে ৪০০।৫০০ টাকা দিয়া তিন খানা গাড়ী খরিদ হইয়াছে (৪) রাস্তা সমান করণার্থে লৌহ রোল

৪০০।৫০০ টাকা দ্বারা ক্রয় করা হইয়াছে। (৫) রাস্তার আলোক প্রদানার্থে ১৫০।১৭৫ টাকা দিয়া ২০ টী লাণ্টন খরিদ হইয়াছে (৬) আলো-কের তৈলের মূল্য ও ফারাশির বেতন কত লাগে বিবেচনা করুন। প্রত্যেক আলোতে অর্দ্ধ পোয়া করিয়া তৈল দেওয়া হয়। (৭) গত বাত্যা পীড়িত গণের সাহায্যার্থে ৩০০।৪০০ টাকা দান করা হইয়াছে। (৮) কাছারির বার্ষিক ভাড়া ১৮০ টাকা (৯) এতদ্ভিন্ন নগরস্থ সমুদয় রাস্তা পাকা করা হইয়াছে। বৎসর২ তাহা মেরামত করিতে হয়।

আপনার বংশীরস্থ লেখক এখন দেখুন যে কেবল ভদ্র লোকের ছেলেদের প্রতিপালন জন্য না নগরে প্রকৃত কোন মঙ্গলের নিমিত্ত মিউনিসিপল আফিস স্থাপিত। তবে তিনি কি দেখতে পান, তাহা হোলে সমোজ্জ্বলিত লাণ্টনকে আন্ধারে বর্ণিতেন না।

শ্রীসুরেন্দ্র চন্দ্র মজুমদার

মান্যবর শ্রীযুক্ত অমৃত বাজার পত্রিকা সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়।

মদীয় কতিপয় পংক্তি ভবদীয় পত্রিক পার্শ্বে স্থান দানে বাধিত করিবেন।

প্রতাপশালী শ্রীমতী ইংলণ্ডেশ্বরীর সুশাসন প্রণালীতে ভারতবর্ষীয় প্রজা পুঞ্জের যে পূর্ব্বাপেক্ষা অভ্যুন্নতি, অশেষ বিধ সুখ স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা প্রায় ব্যক্তি মাত্রই মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিবেন। মনুষ্যের প্রয়োজনীয় যাবদীয় বিষয়ে ক্রমশঃ এতাদৃশ উন্নতি লাভ কোন রাজার সময়ে শ্রুতি গোচর হয় নাই। রাজ্য শাসন প্রণালী বিদ্যাচর্চ্চা, চিকিৎসা বৃদ্ধি, ইত্যাদি যে বিষয় কেন আলোচনা করা যাউক না, তাহাতেই বর্ত্তমান রাজ পুরুষ গণের অসীম উৎসাহ দৃষ্ট হয়। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে ইহারা যে কোন কার্য্যারম্ভ করেন তাহা প্রজাবর্গের মনোরঞ্জনীয় ও পরিণামে, সুখদায়ক, হইবেক বলিয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন, বস্তুতঃ এ টী ও নিতান্ত অমূলক নহে। যথা, কলিকাতা বাসী গণকে, টাক্স দিতে হইবেক, কিজন্য, না রাত্রিতে গ্যাস লাইট প্রদানের জন্যে, টাক্স আদায় হইল, রাত্রিতে গ্যাস লাইট বসিল। নাই সেল্‌ টেক্স কি ইষ্টাম্পের ষষ্ঠ বিংশতি (প্রজা পীড়ক) ব্যবস্থা প্রচারিত হইল। কি জন্য, না তদ্দ্বারা অধীনস্থ কর্ম্মচারি গণের বেতন বৃদ্ধি হইবেক। লোকে ব্যবস্থার অনুবর্ত্তি হইয়া টাক্স ও দিলেক, ইষ্টাম্পের মাশুল ও ক্রমশঃ আদায় হইতে লাগিল। বেতন বৃদ্ধি কাহার হইল? না কলিকাতার এচ মণকঅকোর্টের জজের ও তাঁহার ক্লার্কের। শেষে মোনসফ বাবু দিগের ও হইল, কেবল যাহাদের উপার্জ্জিত ধনে পেট ভরে না, যাহারা বেতন বৃদ্ধির উপযুক্ত পাত্র, তাহারা ব্যতীত। পূর্ব্বে গরিব চাকুরেরদের বিলক্ষণ প্রত্যাশা ছিল যে এবার যখন এই বিষয়ের আন্দোলন হইয়া কমিটী সংস্থাপন হইল, সুবিজ্ঞ ত্রিভেলেপ সাহেব যাহার সভাপতি হইলেন, বঙ্কিম বাবুর যে জন্য সুদীর্ঘ কাল ঐ বিষয়ে এসপিসিয়াল ডিউটীতে নিযুক্ত থাকিলেন, ও ইস্তাহারে কোন কর্ম্মচারিরা কি কার্য্য নির্ব্বাহ করে ও তজ্জন্য কি বেতন প্রাপ্ত হয় সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম রূপে তাহার তালিকা প্রস্তুত হইয়া প্রেরিত হইল, তখন অবশ্যই কিছু না কিছু বেতন বৃদ্ধি হইবেক। সকলে আশা করিয়াছিলেন কিন্তু সে আশা বুঝি আশাই থাকিল। এখন দ্রব্যাদি এমন মহার্ঘ্য হইয়া উঠিয়াছে, যে সাধারণ মজুর গণের ও প্রত্যহ ।০ আনার কম সংসার চলে না; তাহাও কষ্টে সিষ্টে, এমতাবস্থায় সৎপথের পথিক হইয়া কিবল ঐ পাঁচটী মুদ্রা বেতন প্রাপ্ত হইয়া রাজ কর্ম্মচারি ও ভদ্র সন্তানের কিরূপে চলিবে? ইহাতে যে রাজ পুরুষ তদুপযুক্ত বেতনবৃদ্ধি না করিয়া দিয়া বলেন, যে তাঁহারা অসৎ রূপে অর্থ গ্রহণ করে, ইহাতে আমার উত্তর এই যে তাঁহারাই তাঁহার দিগের পথ দেখাইয়া দিতেছেন। আবার আশ্চর্য্য এই যে ন্যায় পরায়ণাভিমানী রাজ পুরুষেরা পেন্টুলন পরিধেয়, কুর্ত্তি আবৃত ইংরাজি ভাষী ব্যক্তি মাত্রকে ২০০ টাকা ন্যূন কল্পে বেতন দেন না আর আমরা চিরকাল, রাত জাগরণ করিয়া সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া, বিদ্যালয়ে পরীক্ষায় ধন্যবাদ পাইয়া যদি ২০০ টাকার বেতনের একটী চাকুরি পাই তবে আপনাদিগকে কৃত কৃতার্থ মনে করি। পেন্টুলন ধারি গণের সাংসারিক খরচ আমাদের চেয়ে অধিক। কোনং রাজ পুরুষ গণের বটে এদেশে এসে ব্যয় বৃদ্ধি হয় কিন্তু রাজ পুরুষ গণের মধ্যে করা উচিত, ফিরিঙ্গি, পেড় সাহেবেরা আমাদের অপেক্ষা বড় আদি নয়। দুঃখের মধ্যে এই যে আমরা ভাল খাব, ভাল পরিব, বাবুগিরি করিব সে জন্যে মাহিয়ানা বৃদ্ধি করিতে বলি না। পেট ভরে চারটী কেবল খেতে চাই। এবং দরবারের জন্যে লক্ষ২ টাকা ব্যয় করা আবিসিনিয়া যুদ্ধ লক্ষ২ টাকা ব্যয় করা প্রভৃতি অপেক্ষা কি দয়ালু রাজ পুরুষ গণের নিকট তাঁহার গরিব কর্ম্মচারি গণকে উদর পূর্ত্তি করে চারিটী খেতে দেওয়া অধিক প্রয়োজনীয় নয়?

মান্যবর শ্রীযুত অমৃত বাজার পত্রিকা সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

সম্পাদক মহাশয়! কৃপা করিয়া নিম্নলিখিত কতিপয় পংক্তি সংশোধনান্তে, প্রকাশ করিতে আজ্ঞা হইবেক। মহাশয়! আপনার ১ম সংখ্যা পত্রিকাতে বেশ্যা বৃত্তি শির নামক প্রস্তাবটী পাঠ করিয়া সন্তুষ্টা হইলাম, কিন্তু যত দিন কুৎসিত কৌলিন্য মর্য্যাদা ও বহু বিবাহ এদেশ হইতে দূরিভূত না হইবে, যত দিন স্বয়ম্বর প্রথা এবং বিধবা বিবাহ সম্পূর্ণ রূপে প্রচলিত না হইবে তত দিন ঐ ঘৃণিত জঘন্য বৃত্তি নিবারণের সম্ভাবনা কি? যে দেশে পিতা মাতা কুল রক্ষার্থে অশিতি বর্ষ বয়স্ক শীর্ণ ও জীর্ণ কলেবর বৃদ্ধের হস্তে ও প্রাণাধিকা কন্যাকে সমর্পণ করিতেছেন, যে দেশে দুর্বৃত্ত ব্যক্তি ও কুল গৌরবে শত শত দার পরিগ্রহে সমর্থ, যে দেশে পঞ্চম বর্ষিয়া বিধবা কন্যার ও দ্বিতীয় বার স্বামী গ্রহণের অধিকার নাই, যে দেশে সবকক্ষ কুলীন পাত্র অভাবে কুল কন্যা দিগের অদ্যাবধি বিবাহ হয় না, সে দেশে কুৎসিত বেশ্যা বৃত্তির প্রাবল্য তাদৃশ বিস্ময় জনক নহে। মহাশয়! এস্থলে আমার এক দুর্ভাগিনী প্রিয় সখির কথা আপনার এবং পাঠক বর্গকে জ্ঞাত করিয়া দুঃখিত করিতেছি, ইনি দ্বাবিংশতি বৎসর বয়স্কা, কুলিন কন্যা। ইঁহার পিতা এক জন গোঁড়া হিন্দু, প্রতি দিন শিব পূজা এবং প্রাতঃস্নান ইত্যাদি কিছু মাত্র ত্রুটি হয় না। কিন্তু কুলীন বর না পাওয়াতে ঐ কন্যা ভগিনীর এ পর্য্যন্ত বিবাহ দিতে পারেন নাই, মহাশয় স্ত্রী লোক দিগের কি রক্ত মাংসের শরীর নহে? জগদীশ্বর তাহাদিগকে কি কাম ক্রোধাদি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি প্রদান করেন নাই! এরূপ অবস্থায় উদ্দিন চরম কত দূর সহজ বিবেচনা করিয়া দেখুন। যখন অবিবাহিতা কন্যার ঋতুস্রাবা হইলে সপ্তম পুরুষ নরক গামী হওয়ার কথা হিন্দু শাস্ত্রে উল্লেখ আছে তখন যাঁহারা কুল ভঙ্গের আশঙ্কায় যথা সময়ে উপযুক্ত পাত্রে কন্যা সম্প্রদান না করেন, তাঁহারা কি যুক্তি ও শাস্ত্রের অন্যথাচরণ করিয়া পৃথিবীর পাপ প্রবাহ বৃদ্ধি করিতেছেন না? ফলতঃ যত দিন উদ্বাহ সম্বন্ধে বিশুদ্ধ নিয়ম সংস্থাপিত না হইবে, যত দিন স্বজাতির দুরবস্থার প্রতি সুশিক্ষিত ব্যক্তি গণ দৃষ্টিপাত না করিবেন, তত দিন বেশ্যাবৃত্তি ক্ষণ হউক। এবং ব্যভিচার দোষের নিবৃত্তি হওয়ার সম্ভাবনা নাই।

একান্ত বশীভুতা
শ্রীশিব সুন্দরী দেবী
ফরিদ পুর

—:০:—

মান্যবর শ্রীযুক্ত অমৃত বাজার পত্রিকা সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

মহাশয়।

পরিহাস্য।

সতির উক্তি।

রাজা হয়ে ঋতু রাজ একি অবিচার।
কি দোষে বাড়াও দুখ বিরহী জনার।
না কর সন্ধান মোরে তব তীক্ষ্ণ বাণ।
শত শত রয়েছে অপর লক্ষ স্থান।
উহু উহু কুহু রবে ব্যাপিল অখিল।
পায়ে ধরি ক্ষান্ত হও বাসন্তি কোকিল।
কুহু কুহু কুহু রব কুহক সমান।
ছি ছি তুমি জান না কি অন্য কোন গান?
রূপের সমান তব গুণ বুঝি হয়।
রাঙ্গা চক্ষু দেখাইয়া ভাস বিস্ময়।
বাহিনী কামিনী, হয়ে কামিনীকে নাশো।
আমি মরি যন্ত্রণায় তুমি মৃদু হাঁসো।
নির্গুণ মক্ষিকা কেন কর গুণ গুণ।
যে গুণ জেনেছি পার জ্বালাতে আগুন।
তবা ছিল পুষ্প মধ্যে তুমিই অশোক।
বটে তুমি অশোক সে কিন্তু দিতে শোক।
বাতি বুঝি যত তোরা পেয়েছ সাগর।
আদর বরেছে দেখি অলিছে ভ্রমর।
আম্র শাখা মমতায় ছিল ষত কাছে।
কাল পেয়ে মুকুলিত হল কালে কালে।
আঃ আবার কোথা থেকে মলয়া মারুত।
বাসন্তি সেনার মধ্যে তুমি কোন দূত।
পরস্পরে পরস্পরে দেখ ব্যবহার।
সখা সনে দেখা নাকি হবে না তোমার।
ধক ধক হিয়াবেতে হিয়া বিদারিত।

চন্দনেতে বিষগুণ জানিনা কারণ ॥
ঊষার শিশির আর দেখা নাহি যায়।
সুখ সেব্য সমীরণে দেখিয়া পালায় ॥
এসময় রসময় রৈয়ে কোথা ভুলে।
সুপণ্ডিত হয়ে কেন ভ্রান্তি হয় মূলে ॥
ধিক হেন উপার্জ্জনে ধিক দূরে বাস।
অদূর দরশী সম সদূরে প্রয়াস ॥
ধনে নাহি সুখ বৃদ্ধি কিম্বা দুঃখ হ্রাস।
স্বভাব পালিলে মোক্ষ শাস্ত্রের আভাস ॥
যদি নাহি বুঝ ইথে আসিবে ত্বরায়।
করিব সংশয় ছেদ সহস্র ধারায় ॥

—Joe—

বিবিধ।

আমরা বিবিধ শিরোনামা দিয়া যাহা কিছু লিখি তাহা লইয়া মহা গোল উপস্থিত হইয়াছে। অনেকে বলেন যে আমরা অনেক অত্যুক্তি করিয়া থাকি—কেহকেহ বলেন যে আমরা রচনা করিয়া মিথ্যাকথা লিখি—কেহকেহ আবার তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছি বলিয়া মহা অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। এমতস্থলে আমরা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিতেছি যে এই স্তম্ভে আমরা যাহা কিছু লিখিয়াছি কি লিখিব, তাহা সমুদায় মিথ্যা, সম্পূর্ণ মিথ্যা, ও মিথ্যা ভিন্ন সত্য নহে, অতএব আমরা যদি ইংরাজ দিগকে স্বার্থপর-অর্থপ্রিয়-সিম্পাঞ্জি বলি ও যবন তুল্য অত্যাচারী বলি, কি এতদ্দেশীয় দিগকে অলস, অকর্ম্মণ্য মেষ বলিয়া নিন্দা করি, তবে সর্ব্বসাধারণ বুঝিবেন যে সে সমুদয়াই মিথ্যা।

সাহেবের পূজা সম্বন্ধে বেল্লিক তন্ত্র উদ্ধৃত বচন কয়েকটী দৃষ্টে এক জন অধ্যাপক আমাদিগকে লিখিয়াছেন যে তান্ত্রিক পূজা করিতে হইলে পূর্ব্বে উপাস্যদেব কি দেবীর পূজা করিতে হয় তাহার পর আবরণ অর্থাৎ কাল ভৈরব পূজা করিতে হয় এবং এই পূজা অন্তে আবার ইষ্ট দেবের অর্চনা করিলে পূজা সমাপন হয়, অতএব সাহেব পূজার বক্রি অঙ্গ অর্থাৎ কাল ভৈরব পূজা ও শেষ ইষ্টদেব পূজা প্রেরণ করিতেছি। সাধারণ মঙ্গলের নিমিত্ত এটী ছাপাইবেন। পূজা প্রণালী অঙ্গ ভঙ্গ করিয়া রাখাও শাস্ত্র মতে দোষের কথা।

আবরণ অর্থাৎ কাল ভৈরবের ধ্যান।
গোয়েন্দা কৃষ্ণ বর্ণো বিকট দশনঃ সর্কারা জঘন্য।
খর্কাকারো মরকট মুরতি তীক্ষ্ণ কর্ণং বিধত্তে ॥
মিত্রাকারং ধরতি সততং যাতি সর্ব্বত্র আয়গায়।
নিন্দা বাদং বহতি নিয়তং সাহেবা নন্দ কামঃ ॥
গুণাধরং ভমিহ জগতে মাদৃশাং কাতরাণাং।
স্তোমুং শক্তঃ কেহ ন ভবতি ক্ষম্যতাং সজ্জনে ॥

এষা সম্মার্জ্জনীং আইং আইং হ্রিং হ্রিং খুং খুং শ্বেতকান্তি বাহনায় গয়েন্দায় নমঃ।

গৌরাঙ্গাষ্টকং।

শুভ্র ত্রেতাঙ্গং, শাখামৃগকুলং। রাক্ষসী সহ উদ্বাহ বন্ধনং। তদাতি তবৈব পয়দা ভুক্তিয়াসে। নমামি শ্বেতাঙ্গং পুরুষং মহান্তং।

হিমাদ্রি সদৃশং তনু, পলাশ বর্ণং। মার্জ্জার অক্ষি-নিভ চক্ষুর্দ্বয়ং। মরি: কেশ পাশং যথা শণরজ্জুম্। নমামি শ্বেতাঙ্গং পুরুষংমহান্তম্।

পেণ্টুলনকুর্ত্তীং সুপরিধানম্। আস্যদেশে সদা হুট হুট শব্দম্। মর্কট সদৃশ সদা ভাবভঙ্গীং। নমামি শ্বেতাঙ্গং পুরুষংমহান্তম্।

পোটেটু, পলাণ্ডু, রসুনশ্চ লোভং। কাট লেটং রোষ্টং প্রভৃতি সুখাদ্যং। আমমাংসে, সুর ভোগীং প্রেতভুলাম্। নমামি শ্বেতাঙ্গং পুরুষং মহান্তং।

কুক্কুর বৃন্দম্ সদা সহচরম্। ভূতাদি বেষ্টিতঃ ভূতনাথ যথা। "নেগার্ড বাঙ্গালিং" সদাভবাননে। নমামি শ্বেতাঙ্গং পুরুষং মহান্তং।

ধূর্ত্ততা জালং বলে ভারতেশং। ছলে বলে ধন হরণে নিপুণং। বিড়াল সদৃশং ব্রীড়া বিহীনং। নমামি শ্বেতাঙ্গং পুরুষং মহান্তং।

নবিদ্যা নবুদ্ধি, নচ কুলশীলং। নধর্ম্মভীরুতা সাধুতা, সৌজন্যং। তবৈব প্রসাদ প্রাপণেন হেতু নমামি শ্বেতাঙ্গং পুরুষং মহান্তং ॥

অপরেনকুচ্ছা, কোটনামি নিতাং। কারণে খোসামুদে সোচিতব প্রিয়ং। তোসামোদ বাক্যে খুসি কেবলং। নমামি শ্বেতাঙ্গং পুরুষং মহান্তং।

প্রভাতে যঃ স্মরনিত্যং, গৌরাঙ্গ অষ্টকং শুভং। চাকুরী পদ ঐশ্বর্য্যং ধনে ধান্যে সুখী ভবেৎ।

পার্থিব মান যশানি বর্দ্ধিতানি দিনে২।
আপদ যুসা নশ্যন্তি তমঃ সূর্য্যোদয়ো যথা ॥

ইতি বেল্লিকতন্ত্রে প্রথম পরিচ্ছেদঃ গৌরাঙ্গ অষ্টকং নাম শ্লোক সমাপ্তঃ ॥

(প্রাতে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান সময় ইহা পাঠ করিতে হইবে।)

—:০:—

অধ্যাত্ম বিজ্ঞান।

নিম্নে প্রকাশিত ঘটনা কয়েকটি আমরা কোন বিশ্বস্ত বন্ধু হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি। সমুদয় ঘটনা গুলি তাঁহার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ।

মান্যবর শ্রীযুত অমৃত বাজার পত্রিকা
সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

সম্পাদক মহাশয়, কয়েকটী অদ্ভুত ও আশ্চার্য্য ঘটনা নিম্নে লিখিতেছি। এগুলি অধ্যাত্ম-বৈজ্ঞানিক, নৈসর্গিক, কি অন্যবিধ ঘটনা তাহা আপনারাই বিচার করিবেন। অনেক চিন্তা করিয়াও আমরা উহার কোন কারণ নির্দ্দেশ করিতে নাপারিয়াই সাধারণে প্রকাশ করিতেছি। এই ঘটনা গুলিতে মিথ্যা, কল্পনা, বা অত্যুক্তির লেস মাত্র নাই। প্রেততত্ত্বে বিশ্বাস নাই লিয়া গোলে পড়িয়াছি। পাঠক গণ যদি নিম্ন লিখিত ঘটনার কারণ ব্যাখ্যা করিতে পারেন বড় বাধ্য হইব।

১। প্রায় ৭।৮ বৎসর গত হইল আমার এক জন আত্মীয়া একদা অচৈতন্য হইয়া পড়েন। তদীয় স্বামী অনেক গুলি দানবি মন্ত্র ও প্রক্রিয়ার জানিতেন। ভূতে ধরিয়াছে বলিয়া তিনি ঝাড়িতে আরম্ভ করাতে, স্ত্রী লোকটী সচেতন হইয়া ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক কহিলেন "আমাকে কেহ তাড়ন করিসনা" স্বামী "ছেড়েদাও" স্ত্রী। "তোর মুখের কথায়ই আমি যাব?" স্বা। "তুমি কে?" স্ত্রী। "আমার নাম নাই।" স্বা। "সেকি? নাম ছাড়া কি মানুষ আছে?" স্ত্রী "জন্ম মাত্রেই আমার নিষ্ঠুরা জননী আমারে গলায় টিপদিয়া মারিয়া ফেলেন। সুতরাং নাম কেমন করিয়া থাকিবে?" স্বা। "তুমি কোথা থাক?" স্ত্রী। "তোদের গাব গাছের নিচে।" স্বা। "ইহাকে কখন আশ্রয় করেছ?" স্ত্রী। "বাসি বিয়ের দিন আমার উপর মলত্যাগ করিয়া ছিল, সেই সময়।" ফলতঃ ঐ বাসিবিয়ার হজ্ঞের সময় উক্ত স্ত্রীটি একবার মোহ প্রাপ্ত হন। তখন সকলে ভাবিয়া ছিল যে পূর্ব্বদিনের অনশনাদি নিবন্ধন কাতরতাই তাদৃশ মোহের নিদান। তৎপর ওঝা জিজ্ঞাস করিলেন "তোমার মা বাপের নাম কি? এবং কিরূপে কোন সনে তোমার জন্ম হয়?" যে সকল লোক সে স্থানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহার দিগকে দূর করিয়া এই কথা হয়। আমরা কয়েক জন আত্মীয় মাত্র তথা উপস্থিত ছিলাম। ঐ স্ত্রী লোকটী স্বীয় জন্ম বৃত্তান্ত বিষয়ে যাহা কিছু বলিলেন, তাহার বিন্দু বিসর্গও আমরা পূর্ব্বে জানিতামনা। এমত স্থানে নব বিবাহিতা স্ত্রীর তাহা জানা যে সম্ভব নহে, একথা বলা বাহুল্য। পরে গ্রামের প্রাচীন লোক কাহার কাহার কাছে অনুসন্ধান করাতে জানিতে পাইলাম ঘটনাটী সম্পূর্ণ সত্য। অনেক দিন এই রূপ না না বিধ আশ্চর্য্য ঘটনা দৃষ্ট করিয়াছি। একদা ছাড়িয়া যাইবার সময় সেই অল্প বয়স্কা স্ত্রী লোকটী সম্মুখের চারিটি দশন দ্বারা, যে একটী পূর্ণকুম্ভ প্রায় ২০ হস্ত অন্তরে ছিল, বোধ হয় না সেই বয়সে তিনি স্বাভাবিক শরীরে দুই হস্ত দ্বারা ধরিয়াও তত দূর সে কলশীটি নিয়া যাইতে পারিতেন। এই বায়োরোগ (?) প্রায় ৪।৫ বৎসর থাকিয়া আরোগ্য হয়।

২। আমাদের পুরোহিতের স্ত্রীর একটী আশ্চর্য্য পীড়া আছে। তিনি মাসের মধ্যে ১০ দিন কাল ও আহার করিতে পারেন না। অথচ পারিবারিক সমুদয় কার্য্য করেন। তিনি কহেন যে তাঁহার উপর কাল ভৈরবের দৃষ্টি আছে। ইনি অধুনা বিধবা হইয়াছেন। সধবা থাকিতে অশন জন্য অনেকে দাগ্রতা করিতেন কিন্তু তিনি কহিতেন যে "ঠাকুর আমাকে নিষেধ করেন।" পরিশেষে যখন তদীয় স্বামী অনেক ওঝা আনিয়া তাড়ন করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন অনেক দিন দেখা গিয়াছে সূক্ষ্ম একটী শণ রজ্জু দ্বারা তদীয় দন্তশ্রেণী দৃঢ় এরূপ আবদ্ধ হইয়াছে যে, আহার করা দূরে থাকুক, কথাও কহিতে পারিতেন না। যে দিন আহার করিতে হইবে, সে দিন কোন প্রকার চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করিলে, পরিবারস্থ কেহ ঐ রজ্জু গাছি ছেদন করিয়া দিত। অনেক দিন কপালে সিন্দুর দিয়া বসিয়া কাহার সহিত কথা

কহিতেছেন, এমন সময় দেখা যাইত সিন্দুরের পরিবর্ত্তে কপালে ভস্ম রহিয়াছে। তার কয়েক মিনিট পর উপস্থিত ব্যক্তির কাছে বলিতেন "ঠাকুর যেন আমাকে কেন ডাকছেন।" ইহা বলিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া, বাগানের মধ্যে যাইয়া হস্ত বাড়াইতেন। প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কহিতেন "অমুক স্থানে কালি পূজা হচ্ছে। ঠাকুর কহিলেন ; এই নির্ম্মাল্যের সিন্দুর পর, এই বলিয়া ইহা দিয়াছেন" দেখা যাইত একটী বিল্বপত্রে তৈল মিশ্রিত উৎকৃষ্ট সিন্দুর। এখনো তিনি জীবিত আছেন অনেক সময় অনেককে সময়মত আতপ তণ্ডুল, এবং সন্দেশ ইত্যাদি যে সকল বস্তু সংগ্রহের প্রায় প্রাপ্ত হওয়া যায় না, দেখাইয়াছেন। উহার বয়ঃক্রম ৪০।৫০ হইয়াছে, এখনো সে পাড়াতেই আছে। উঁহাকে আমরা কাল ভৈরবের আকৃতির কথা জিজ্ঞাসা করাতে কহিয়াছেন "সুদীর্ঘ ও স্থূল কায়, অর্দ্ধেক বয়সী একটী পুরুষ। শরীরে অগ্নির ন্যায় তেজঃ। সর্ব্বাঙ্গ ভস্মাচ্ছাদিত, হস্তে ত্রিশূল, গলে রুদ্রাক্ষ মালা, মস্তকে জটাভার। এবং যজ্ঞোপবীত ও দীর্ঘ শ্মশ্রুধারী।" অনেক সময় বিদেশী ওস্তাদ আসিলে, তাহাদের নাম, গ্রাম, পিতার নাম এবং জাতী ইত্যাদির বিষয় বলিয়া, "আমাকে ছাড়ান তোর সাধ্য নাই" এই বলিয়া তাড়াইয়াছেন।

৩। প্রথম দুইটী ঘটনা যদ্রূপ, সংপ্রতি যাহা লিখিতেছি, তাহার প্রকৃতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আমাদের বাড়ী হইতে প্রায় ক্রোশান্তরে মৈনট বলিয়া একটী গ্রাম আছে। উহাতে কয়েক ঘর আত্যা সাহা বাস করে। একদা তাহার এক বাড়ীতে অনেক ফকির ভিক্ষা করিতে যাওয়াতে সেই বাড়ীর এক জন বৃদ্ধা ঝাঁটা লইয়া ফকির কে তাড়াইয়া লইয়া যায়। এবং অনেক ভর্ৎসনা করে। ফকির প্রস্থান করিল। কিন্তু সেই দিবস রাত্রি হইতে সেবাড়ীতে গোহাড় নিক্ষেপ প্রভৃতি ভয়ানক অত্যাচার আরম্ভ হয়। গ্রাম্য লোকেরা চতুর্দ্দিগ অন্বেষণ করিয়াও ইহার কিছু কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারে না। অধিক আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তদবধি প্রায় মাসেক পর্য্যন্ত তাঁহাদের ভাত খাওয়া ঘটে নাই। কোন দিন ফেণ গালিবার সময়, কোন দিন বা কয়েক জনের আহার হইয়াছে, এমন সময় হাঁড়িতে বিষ্ঠা দেখিতে পাইত।

৪। ১৮৬১ কি ৬২ খৃষ্টাব্দে শীত কালিন বন্ধের সময় আমরা বাড়ী আছি, তখন ভয়ানক অগ্ন্যুৎপাত হইতে আরম্ভ হয় ; যত গুলি গৃহ দাহ হয়, সকল গুলির ঠিক মধ্য স্থান (মটকা) হইতে প্রথমতঃ অগ্নি শিখা উত্থিত হইত। ৫। ৬ খানি গ্রামে লোক রাত্রি হইলেই সশঙ্ক থাকিত। অনেক মুসল মান জমিদারের বাড়ী ক্রমে, চারি প্রহরে ৪, ৮, ১৬ জন পর্য্যন্ত প্রহরী চতুর্দ্দিগে পাহারা দিত, কিন্তু ক্রমাগতঃ ৩ বার এক খানি আটচালায় আগুণ লাগে। ঐ আটচালারই প্রহরীরা থাকিত। ১৬ জন প্রহরী নিযুক্ত হইয়া সেই গৃহের চতুর্দ্দিগে পাহারা দিতে আরম্ভ করিল, সেই বারই গৃহ খানি একেবারে ভস্মসাৎ হইয়া গেল। সকল বারই মটকাতে প্রথম আগুন দেখাযায় ; সশস্ত্র লোকেরা চতুর্দ্দিগে ফিরিয়া অন্বেষণ করিয়াছে, কিন্তু কেহই অগ্ন্যুৎপাতের কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই। শুনিতে পাইলাম গত সনও নাকি তদ্রূপ কাণ্ড উপস্থিত হইয়াছিল।

অমৃতবাজার চক্র।

৩ রা আক্টবর। উপস্থিত ৫ জন পুরুষ এবং ৫ জন স্ত্রী। সকলে স্থির হইয়া উপবিষ্ট হইলে মিডিয়াম দ্রুত হস্তে লিখিতে আরম্ভ করিলেন।

"পৃথিবী পরিবর্ত্তন শীল। ইহাতে যাহা কিছু সকল ক্রমশঃ এক এক রূপ ধারণ করিতেছে। পৃথিবী প্রথমে ডিম্ব মাত্র ছিল, শেষে ক্রমশঃ নানা পরিবর্ত্তনান্তর এক সময়ে বর্ত্তমান অবস্থা ধারণ করিয়াছে। এ পর্য্যন্ত ইহাতে নানা জীব জন্তু বাস করিত, এক্ষণে ইহা মনুষ্যোপযোগী হইয়াছে। পৃথিবী এখন অনেক উন্নতি করিয়াছে, মনুষ্যেও বটে, তাহার সাক্ষী ফকির চাঁদ।"

প্র। আপনি চন্দ্র ও সূর্য্য লোক দেখিয়াছেন।

উ। যখন আর্শিতে মুখ দেখিয়াছি, তখন চন্দ্র দেখিয়াছি, সূর্য্য নিজেই।

প্র। আপনি কে আমাদের সরল ভাবে বলুন।

উ। আমি মনুষ্য ছিলাম, অমনুষ্য হইয়াছি। ভাই, আমি কে, তুমি কে বলিতে পার? আমরা সকলেই ঈশ্বরের অংশ, যে পর্য্যন্ত ঈশ্বরকে জানিতে না পারিব, সে পর্য্যন্ত আমি কে, তুমি কে, বলিয়া বেড়াইতে হইবে।

প্র। প্রকৃত কি আপনার নাম ফকির চাঁদ?

উ। ফকির বটে, চাঁদ টা মিছে। আমার নাম কি ভুলিয়া গিয়াছি, আমি যেই হই, আমি কিন্তু তোমাদের।

প্র। আর একটি প্রার্থনা লিখিয়া দিউন, বলিতে না বলিতে লিখিত হইল।

"জ্বলে পাপানলে দেহ জ্বলে গেল প্রাণ,
কোথা ওহে দয়াময় কর শান্তি দান;
এমন দুর্গতি হবে জানিতে পারিতাম,
কখন তোমাকে নাথ নাহি ভুলিতাম;
এখন জেনেছি নাথ তুমি সর্ব্বময়,
তুমি দীন-হীন নাথ তুমি দয়াময়;
অনলে দহে প্রাণ অন্তরে সদা জ্বলি,
অন্ধকার দেখি আমার যবে আঁখি মেলি;
এমন যন্ত্রণা নাথ অনুতাপানল,
এ যাতনা যাবে কি নাথ, যাবে কোন কাল?
আমি অতি পাপি নাথ, নরের অধম,
কিন্তু তুমি দয়াময় অধম হইওনা বাম;"

প্র। আর খানিক লিখুন।

উ। আমি যে আগুণে জ্বলছি, তা বলে তোমাদের আর জ্বালাইতে চাহি না।

* * * *

ফকির বাবু আর একটী কবিতা লিখুন। বলিবা মাত্র লিখিত হইল।

কি মধুর স্বর শুনি কানন ভিতরে।
প্রেম-রস উথলিয়া উঠিল অন্তরে।
চল যাই চল সখি দেখি গিয়া নাথ।
কোথায় রহিল আমার কাণের কর্ণপাত॥

প্র। কর্ণপাত কি?

উ। অলঙ্কার বিশেষ।

তদনন্তর অন্যান্য কথোপকথনান্তে এই পদ্যটি নিমিষের মধ্যে লিখিত হইল।

গভীর গর্জ্জন করি যবে জলধর,
গায় তাঁর গুণ বসি গগণ উপর;
যবে ঘোরতর বেগে বহে স্রোতস্বতী,
তাঁর গুণ গান গায় সুমধুর অতি;
যবে গৃহ বৃক্ষ আদি করিয়া ভঞ্জন,
গায় তব গুণ গান বেগেতে পবন;
যখন মানব গণ তান-লয় সুরে,
গায় তাঁর গুণ গান হরিষ অন্তরে,
যবে সবে পাখিগণ সুমধুর ধ্বনি,
করিয়া সকলে গায় বাক্য শুন্য বাণী;
তবে আমি অচেতন হইয়া হৃদয়,
জুড়াই তোমাকে দেখি ওহে দয়াময়।

অবশেষে নিম্নোক্ত পদ্যটি লিখিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

মিছে দিন যায় নর কি করহে বসে।
ডাকহ ডাক সদা ডাকহে হৃদেশে।
সময় হইলে গত করিবে হায় হায়।
কোথা নাথ কোথা নাথ বলিবে সদায়!
সময় থাকিতে এই বেলা দাও মন।
পাইবে অমূল্য ধন অমূল্য রতন॥

—১০০৪—

মূল্য প্রাপ্ত।

বাবু গোপাল হরি মল্লিক পূলিশ ইনেসপেক্টর (মোং যশোহর) ১৮৬৮ অব্দের ৮ই ফাল্গুন হইতে ৫

বাবু শশি ভূষণ বসু কোর্ট ইনেস্পেক্টর (মোং যশোহর) ১৮৬৮ অব্দের ৮ই ফাল্গুন হইতে ৫

বাবু কালী প্রসন্ন মজুমদার হেড ওভারসিয়ার (মোং যশোহর) ১৮৬৮ অব্দের ৮ই ফাল্গুন হইতে ৫

বাবু ক্ষেত্র নাথ ভট্টাচার্য্য য়্যাসিষ্টাণ্ট ইনজিনিয়ার (মোং যশোহর) ১৮৬৮অব্দের ৮ই ফাল্গুন হইতে ৫

বাবু গোপাল চন্দ্র হোড় হেড ক্লার্ক (মোং বাগের হাট) ১৮৬৮ অব্দের ৮ই ফাল্গুন হইতে ২

বাবু শিব চন্দ্র দেব (মোং কোন্নগর) ১৮৬৮ অব্দের ৮ই ফাল্গুন হইতে ৪।০

বাবু আনন্দ মোহনবসু এম, এ, প্রোফেসর ইনজিনিয়ারিং কালেজ (মোং কলিকাতা) ৮ই ফাল্গুন হইতে ৮

বাবু দুর্গাদাস চৌধুরি ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট (মোং যশোর) ৮ই ফাল্গুন হইতে ৫

বাবু দীন বন্ধু মিত্র ইনেস্পেক্টিং পোষ্ট মাষ্টার (মোং কৃষ্ণনগর) ৮ই ফাল্গুন হইতে ৮

বাবু বিষ্ণুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মুক্তিয়ার (মোং যশোহর) ৮ই ফাল্গুন হইতে ৫

বাবু রামতনু গুপ্ত নেটীব ডাক্তার (মোং ব্রাহ্মণ বাড়িয়া) ১৮৬৮ অব্দের ৮ই ফাল্গুন হইতে ৪।০

বাবু বৈকণ্ঠ নাথ মজুমদার নেটিব ডাক্তার (মোং ওষমানপুর) ৩০শে ফাল্গুন হইতে ৪।০

☞ এই পত্রিকা যশোহর অমৃত বাজার অমৃত প্রবাহিনী যন্ত্রে প্রতি বৃহস্পতি বারে শ্রীচন্দ্রনাথ [illegible] দ্বারা প্রকাশিত হয়।

অমৃতবাজারপত্রিকা

সাপ্তাহিক

১ মখণ্ড। } ১৪ইচৈত্র বৃহস্পতিবার ১২৭৪ সাল। ২৬সে মার্চ্চ ১৮৬৮ খৃঃ অব্দ } ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

অমৃত বাজার পত্রিকা

১৪ইচৈত্র। বৃহস্পতিবার।

ব্রাহ্মসম্প্রদায়।

অন্তর্যামী ঈশ্বরের এই রীতি হয়।
বাহিরে না কহে বস্তু প্রকাশে হৃদয়॥

চৈতন্য চরিতামৃত।

ইউরোপীয় বিদ্যা স্রোতে এ দেশের কুসংস্কার ধৌত হইতেছে, ও যে রূপ সচরাচর হইয়া থাকে, আবর্জ্জনার সঙ্গে সঙ্গে দুই এক খণ্ড বহু মুল্য মণিও অন্তর্হিত হইতেছে। কুসংস্কার অনেক স্থলে অজ্ঞতা হইতে উৎপন্ন হয়, সুতরাং ইউরোপীয় বিদ্যা ও কুসংস্কার পরস্পর বিরোধী।

কেবল এক জাতীয় মনোবৃত্তির সঞ্চালনা করিলে সে গুলি অপরিচালিত বৃত্তি গুলির জীবনীয় শক্তি লইয়া পরিবর্দ্ধিত হয়। ইউরোপীয় বিদ্যা, বুদ্ধির কল ও বুদ্ধির ফলে কেবল বুদ্ধি-বৃক্ষ উৎপাদন করিতে পারে। ইউরোপীয় বিদ্যার মহৎ দোষ এই। উহাতে ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমূহের শোণিত শোষণ করিয়া কেবল বুদ্ধি বৃত্তি গুলিকে বলাধান করে। ইংরেজী বিদ্যালয়ে শিক্ষা আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত কেবল বুদ্ধিরই চালনা হয়। সেই হেতু সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণ মধ্যে অধিকাংশ নাস্তিক ও ধর্ম্মবিরোধী এবং সেই নিমিত্ত ইউরোপে ক্রমেই নাস্তিকতার প্রাদুর্ভাব হইতেছে। যে জনসমাজ ইউরেপীও বিদ্যাপ্রভাব হইতে যত দূরে, সেখানে ধর্ম্মের ভাব তত অধিক ও নাস্তিকতা তত কম। অতএব যাঁহারা নাস্তিকতাকে অতি ভয়ংকর বিষয় মনে করেন, তাঁহারা ইউরোপীয় বিদ্যার প্রতি তত শ্রদ্ধা করিতে পারেন

না। কুসংস্কারাবিষ্টের হৃদয়ক্ষেত্র অনুর্ব্বরা নয়, তবে কণ্টক বৃক্ষে পরিপূরিত কিন্তু নাস্তিকের মন বালুকাময় ভূমি স্বরূপ। একটী অতি অল্প যত্নে পরিস্কৃত হইতে পারে, আর অন্যটি তাহা হওয়া নিতান্ত দুর্ঘট।

এই সার্ব্বভৌমিক সন্দিগ্ধতা ও নাস্তিকতার মধ্যে, ব্রাহ্মেরা ক্রমেই তাহাদের দলবল বৃদ্ধি করিতেছেন। ইহাতে বোধ হয় ব্রাহ্মধর্ম্মে, কি ব্রাহ্মদের মধ্যে অবশ্য কিঞ্চিৎ সার পদার্থ আছে। কোন ধর্ম্মের, কি ঐ ধর্ম্মাবলম্বীদের কোন রূপ হৃদয়াকর্ষণী শক্তি না থাকিলে সে ধর্ম্ম প্রচার হয়না। এই সার্ব্বভৌমিক নাস্তিকতার মধ্যে যে আপ্ত বাক্য ও বুজরকী শূন্য ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রচার হইতেছে ইহাতে এই মহৎ সত্যটী অর্থাৎ জগদীশ্বরের আরাধনার ইচ্ছা মনুষ্যের স্বভাব সিদ্ধ, অভ্যাস দ্বারা সৃষ্ট নয়, তাহা প্রতিপাদন করিতেছে।

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথমে নির্জ্জীব ছিল, এক্ষণে কতিপয় মহাত্মার যত্নে জীবন প্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু উহা প্রকৃত রূপে সুস্থকর ও সতেজ হইবার অনেক বিলম্ব আছে। যাহাদের ভক্তির ভাব অধিক তাহারা ভিন্ন, ব্রাহ্ম ধর্ম্মের ন্যায় ভিত্তি শূন্য ধর্ম্মে কেহ আশ্রয় লইতে অগ্রসর হয়েন না। যাঁহারা ঈশ্বরোপাসনা নাকরিয়া থাকিতে পারেন না তাহারাই ব্রাহ্ম হয়েন, কিন্তু ভক্তির ভাব অধিক এরূপ কয়েকটী লোক পাওয়া যায়!

ঈশ্বরোপাসনায়, কি ঈশ্বরের প্রেমে মগ্ন হওয়ায় যদি অসীম আনন্দ থাকে, তবে সে অনেক তপস্যার পর। যাহাদের ভক্তির ভাব কম, তাহাদের প্রথম প্রথম ঈশ্বরোপাসনা ঔষধের ন্যায় তিক্ত বোধ হয়, সুতরাং অনেকে চেষ্টা করিয়াও ব্রাহ্ম হইতে পারেননা।

ব্রাহ্ম ধর্ম্ম বিশেষ রূপে প্রচার না হওয়ার আর একটী প্রতিবন্ধক ব্রাহ্মদের সাম্প্রদায়িক ভাব, এবং প্রেম ও ক্ষমতার অপ্রতুলতা। সম্প্রদায়ীরা ধর্ম্মাপেক্ষা নিজের ধর্ম্মকে অধিকতর স্নেহ করেন। তাহারা ঈশ্বরোপাসকের দল বৃদ্ধি করাপেক্ষা নিজের দল বৃদ্ধি করিতে অধিকতর যত্ন শীল। যাঁহারা "ঈশ্বরোপাসনা কর" না বলিয়া "ব্রাহ্ম ধর্ম্মাবলম্বন কর" বলেন তাহারা ঈশ্বরের প্রেরিত, নন, ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রেরিত। "ঈশ্বরোপাসনা কর" ও "ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বন কর" এই দুই ভাবের অর্থ একনয়। ব্রাহ্মেরা সকল ঈশ্বরোপাসককে স্বদলস্থ বলিয়া পরিগণিত করিলে ব্রাহ্মের সংখ্যা কোটীগুণ বৃদ্ধি হইত। তাহারা ঈশ্বরোপাসনা ছাড়া আরও কিছু চান। গত সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মোৎসবে নগর কীর্ত্তনের নিমিত্ত যে গীত প্রস্তুত হয় তাহা সাম্প্রদায়িক ভাবে পরিপূর্ণ। "ব্রাহ্ম ভ্রাতা" শব্দটী ব্রাহ্মদিগের সৃষ্ট, ও উহা কতিপয় সংখ্যক লোককে বুঝায়, কিন্তু যখন ব্রাহ্মেরা তাহাদের ধর্ম্মের প্রকৃত উপদেশানুসারে কার্য্য করিবেন তখন "ব্রাহ্ম ভ্রাতা" শব্দটী জগতের তাবল্লোকের প্রতি প্রয়োগ করিবেন। একল মনুষ্যই জগদীশ্বরের সন্তান এবং সকলই তাহার গাঢ় প্রেমের পাত্র, যাহারা ইহা বিশ্বাস করেন, তাহারা নাস্তিক, পৌত্তলিক ব্রাহ্ম প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করিতে পারেন, কিন্তু প্রত্যেক শব্দের অর্থানুসারে যেন তাহাদের মনের ভাবে পরিবর্ত্তন না হয়। বিশেষ বিবেচনা করিতে গেলে, এক জন ভক্ত পৌত্তলিক ও ভক্ত ব্রাহ্মে তত বিভেদ নাই। উভয়ে ভক্তির উৎকর্ষ করেন, উভয়ে অন্তর্যামী ঈশ্বরের উপাসনা করেন, ও ব্রাহ্ম ধর্ম্মানুসারে উভয়েই পরিত্রাণ হইবে।

ব্রাহ্মদের মধ্যে প্রচারকেরা ব্রাহ্মধর্ম্মের পতাকা দেশে দেশে না লইয়া যদি চৈতন্যের ন্যায় শুদ্ধ "ব্রহ্ম" নামটী সকলের কাণে কাণে দিয়া বেড়াইতেন, তবে ব্রাহ্মের দল বৃদ্ধি হউকনা হউক, প্রেমিকের দল যে বৃদ্ধি হইত তাহার আর সন্দেহনাই। ব্রাহ্মেরা যদি বৌদ্ধ কি নাস্তিক গণকে অস্পৃশ মনে না করিয়া তাহাদিগকে স্বীয় ভ্রাতা ভাবিয়া প্রেম ভাবে অবলোকন করিতেন-তাহাদের হীনাবস্থায় মনোগত দুঃখিত হইতেন, কি চরণ ধরিয়া রোদন করিতেন, তবে অনায়াসে ঘোর নাস্তিককেও পরাস্ত করিয়া তাহাকে ঈশ্বর-প্রেমে ভাসাইতে পারিতেন।

—:o:—

বেথুন সোসাইটি।

বিগত ১১ই মার্চ সন্ধ্যার পর কলিকাতা মেডিকেল কালেজথিয়েটরে উপরিউক্ত সভা অধিবেশিত হয়। সভ্যেরা উপস্থিত হইলেন, শ্রোতাবর্গে গৃহ পরিপূর্ণ হইল। সম্পাদক কর্ত্তৃক পূর্ব্ব অধিবেশনদিবসের কার্য্য বিবরণ পঠিত হইল। তৎপরে সভাপতি হনরেবিল জসটিস ফিয়র মহোদয়ের প্রার্থনানুসারে বেং উইনি, মিষ্ট, স্পষ্ট ও অস্তুচ্চৈঃস্বরে স্বরচিত, হৃদয় গ্রাহক প্রবন্ধ পাঠকরিলেন। শারীরিক শিক্ষা ব্যতীত কোন জাতির প্রকৃত উন্নতি হইতে পারেনা, এই বিষয়ে বক্তা মহাশয় যাহা বলিলেন তাহা শ্রবণ করিয়া শ্রোতাগণের মধ্যে অধিকাংশই যৎপরোনাস্তি পরিতৃপ্ত হইলেন। বঙ্গনিবাসী দিগের পক্ষে বক্তৃতাটী অমৃতময় ঔষধ স্বরূপ; সুবিচক্ষণ বক্তা যে সকল কথা বলিলেন তাহা আমাদিগের নিকট যেন নিস্ফল হইয়া নাযায়; এবং যত দিন আমাদিগের শারীরিক উন্নতি না হয় ততদিন যেন আপনাদিগকে প্রকৃত রূপে উন্নত জ্ঞান নাকরি। বক্তা যাহা বলিলেন তাহা কেনা স্বীকার করিবেন? কোন দূরদর্শী ব্যক্তি অস্বীকার করিবেন যে শরীর মন স্বতন্ত্র পদার্থ হইয়াও এরূপ নিগূঢ় সম্বন্ধে আবদ্ধ যে শরীর সম্যক রূপে রক্ষিত ও সুনিয়মে পরিচালিত না হইলে মানসিক উন্নতি হইতে পারেনা। আর যদি হয়, তবে যেমন নবপক্ষ ভূষিত [illegible] শাবক বেগের সহিত গগনে উত্থিত হইয়া পড়িয়া যায়, সেই রূপ পুস্তকার [illegible] কূপে পতিত হইতে হয়! কোন বিবেচক ব্যক্তি অস্বীকার করিবেন শরীর পরিচালনে ইহা বলবতী হয়, এবং আলস্য দ্বারা ইহা দিন দিন দুর্ব্বল হইয়া পড়ে? কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি অস্বীকার করিবেন যে শরীর পরিচালনে মন স্বাধীন সাহসী ও উন্নত ভাব ধারণ করে, ও আলস্য প্রভাবে এই সকল ভাবের হ্রাসতা জন্মে? কোন জ্ঞান বান ব্যক্তি অস্বীকার করিবেন যে মনুষ্যের সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল শরীর পরিবর্দ্ধনে যথা নিয়মে পরিচালিত হইতে পারে, ও শরীর অপটু হইলে তাহার ম্রিয়মাণ হইতে থাকে। বঙ্গীয়গণ এবিষয়ে মনের সহিত সায় দিবেন কারণ তাঁহারা এ সম্বন্ধে ঠেকিয়া শিখিয়াছেন। যাঁহারা শরীরকে অবহেলা করিয়া মনকে পরিপুষ্ট করিতে চেষ্টাকরেন তাহারা অচিরাৎ প্রতিফল প্রাপ্ত হন। ইহার দৃষ্টান্ত এদেশে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়; শুদ্ধ এদেশে কেন সকল দেশেই এরূপ ঘটিয়া থাকে। [illegible] স্যার উইলিয়ম হ্যামিল্টনের নাম শুনিয়াছেন। এই মহাত্মা বিদ্যাউপার্জ্জনে ও জ্ঞান পরিমার্জ্জনে জীবনের অধিকাংশ ব্যয় করিয়া অবশেষে মস্তিষ্ক রোগাক্রান্ত ও জ্ঞানশূন্য হইয়া মানব লীলা সম্বরণ করেন। কি ভয়ানক পতন! পৃথিবীর সমস্ত লোক, বিশেষতঃ বাঙ্গালীগণ এই দৃষ্টান্ত পাইয়া যেন সতর্ক হন, এবং সর্ব্বদাই যেন মনে রাখেন যে ঈশ্বর সংস্থাপিত ক্ষুদ্রতম নিয়মটীও অবজ্ঞা করা পাপ, ও তাহার ফল ভোগ করিতে হইবেই হইবে। এতদ্দেশীয় ধর্ম্মোন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি সাধকেরা যেন ভুলিয়া নাযান যে সমুদয় মনোবৃত্তির উন্নতিই প্রকৃত উন্নতি। বৃহৎ সর্ব্বাঙ্গ দৃঢ় করা চাই, এক অংশে ক্ষীণ থাকিলে সমুদায় অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে।

বক্তৃতাটি যে প্রকার মনোহর, ভক্ত-

সম্বন্ধীয় বাক্যানুবাদ ও সেই পরিমাণে, বাক্যে ধিক, কৌতুকাবহ হইয়া ছিল। বক্তৃতা শেষ হইলে সুবিখ্যাত শ্রীযুক্ত তারা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গাত্রোত্থান করিয়া এটি কতক কথা বলিলেন, তন্মধ্যে দুইটী উল্লিখিত হইবার যোগ্য, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে তিনি মনের ভাব স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিতে পারেন নাই। প্রথমতঃ তিনি বলিলেন যে এদেশে বিদ্যানুশীলনের বিদেশীয় ভাব দিয়া স্বাভাবিক ভাব হয় নাই। কৃতবিদ্যদিগের মধ্যে সত্য নির্ণয় স্পৃহা সম্যক রূপে বলবতী হয় নাই। বিদ্যার উদ্দেশ্য যে মনোবৃত্তিচয়ের পূর্ণোন্নতি, ইহা প্রকৃতি রূপে কাহারও হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। ইংরাজী শিক্ষা যে সেই মহৎ উদ্দেশ্যের একটী উপায় মাত্র এই জ্ঞান প্রায় কাহারও মনে অঙ্কুরিত হয় নাই। কেহ বা অর্থ উপার্জ্জনের জন্য, কেহ বা যশের জন্য, কেহ বা বিদ্যা প্রকাশ করিয়া বিখ্যাত হইবার জন্য, বিদ্যোপার্জ্জনে মন নিবেশ করেন, শুদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরিণত-বুদ্ধি ছাত্রেরা কেন, বড় বড় সম্ভ্রান্ত হিন্দু সমাজাগ্রগণ্য মহাশয়েরা অনেকেই কোন পুস্তক পাঠ কি বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া সমাদরে বলিয়া থাকেন ইহার বাক্য বিন্যাস অতি চমৎকার হইয়াছে, অথবা ইহা অলঙ্কার ও ব্যাকরণ দোষে পরিপূর্ণ, কিন্তু তাহাতে সত্য পাওয়া যায় কি না এবিষয়ে তত মনোযোগ করেন না। একি বিকৃত মনোভাব নহে! ইহা একটী মানসিক রোগ মাত্র। বিদ্যালয়ে, কার্য্যস্থলে, সভামণ্ডপে, নগরে, পল্লীগ্রামে, পুস্তকে বক্তৃতাতে, এই ভাব স্পষ্ট দেখা যায়। কিন্তু ইহার যে কি ফল, তাহা বঙ্গভূমি এইক্ষণ পর্য্যন্ত স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারেন নাই। বোধ করি ইহা সময়ে বুঝিতে পারিবেন, এবং তখন বাল্য কালের ক্ষুদ্র স্পৃহা সকল স্মরণ করিয়া চমৎকৃত হইবেন। ইংরাজদিগের অনুকারী মহাশয়ের যাহা ইচ্ছা করেন করুন, এদেশের বিদ্যানুশীলন কেন, এদেশের সভ্যতারও অতি বিকৃতভাব; ইহা সুন্দর অট্টালিকা নহে, কেবল একটি ইষ্টক স্তূপ মাত্র। ইহা সূর্য্যের ন্যায় স্থির আলোক প্রদান করেন না; কিন্তু বিদ্যুতের ন্যায় ক্ষণিক জ্যোতি প্রদান করে। এতদ্দেশীয়দিগের মনের যেরূপ গতি, যেরূপ প্রবৃত্তি, তদনুসারে তাহাদিগের উন্নতি হইতেছে না। তাহাদিগের হস্তে যে সকল উপায় আছে, সেই সকল উপায় দ্বারা তাহাদিগের শ্রীবৃদ্ধি সাধন হইতেছে না। স্বদেশীয় ভাবে, স্বদেশীয় উপায়ে যে জাতির বল বুদ্ধি পরিবর্দ্ধিত না হয়, সে দেশের অবস্থা শোচনীয় না হইলেও তাহাকে প্রকৃত ভাবাপন্ন বলা যাইতে পারেনা। এরূপ দেশে কি দেখা যায়! অনুকরণ বৃত্তির প্রবলতা, ইচ্ছার দুর্ব্বলতা, জ্ঞানের অধীন ভাব ও মনের চাঞ্চল্য ও অহঙ্কার! তারা প্রসাদ বাবুর দ্বিতীয় মতটী এই, "যত দিন পর্য্যন্ত ইংরাজেরা ভ্রাতৃভাবে ভারত বর্ষ পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে গমন না করিবেন তত দিন আমাদিগের মন প্রকৃত স্বাধীনতা অবলম্বন করিতে পারিবেনা ও আমাদিগের স্থায়ী ও প্রকৃত মঙ্গল হইবেনা,,। বোধ হয় তিনি ইহা অঙ্গীকার করেননা যে ইংলণ্ডের অধীনে ভারত বর্ষ সভ্যতার সোপানে দিন দিন অধিরোহন করিতেছেন এবং অশেষ প্রকারে উপকৃত হইতেছেন। বক্তার যদ্যপি এই অভিপ্রায় হয় যে যদিও ইংলণ্ড ভারত বর্ষের হস্ত ধারণ করিয়া এত দিন উন্নতি করিয়াছেন এবং ভবিষ্যতে আরও করিবেন তথাপি ভারত ভূমিকে সম্পূর্ণ রূপে স্বাধীন হইতে না দিলে তাহার উন্নতির পরিসমাপ্তি হইবেনা; তবে এমতটী নিতান্ত অগ্রাহ্য নহে। এইমত খণ্ডন করিতে শ্রীযুক্ত নব গোপাল মিত্র মহাশয় যাহা বলিলেন তাহা উল্লেখ না করিয়া বিচক্ষণ মেং উইনী যাহা বলিলেন তাহা আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হই। স্বমত অখণ্ডনীয় এই মত বিবেচনা করিয়া বলিলেন যে "কোন জাতি পরাজিত না হইয়া উন্নত হইতে পারে নাই।,, ইহা সম্পূর্ণ রূপে সত্য বলিতে পারিনা। ইংলণ্ড নর্ম্মানদিগের দ্বারা অধিকৃত হইবার পর উন্নত হইয়াছে বটে; কিন্তু সকল জাতির এই রূপে শ্রীবৃদ্ধি হয় নাই। রোম গ্রীসকে পরাজিত করিয়া বিজ্ঞান ও শিক্ষা বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করে। এক জাতির সাহায্যে অন্য জাতির উন্নতি হইয়াছে এরূপ ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় কিন্তু পরাজিত হওয়া যে উন্নত হইবার এক মাত্র উপায় ইহা স্বীকার করিতে পারিলামনা। অতএব উইনী সাহেবের এযুক্তিটী নিতান্ত অমূলক। যাহা হউক তাঁহার অনুরোধে স্বীকার করিলেন যে পরাজয়ই উন্নতির মূল। কিন্তু ইহা হইলেই যে তারা প্রসাদ বাবুর মত খণ্ডিত হইল ইহা বলিতে পারি না। পরাজিত জাতি অনেক সাহায্য পাইয়া উন্নতির পথে গমন করিতে শিক্ষা করে বটে কিন্তু কিছু দূর গমন করিলে পর আর সাহায্যের প্রয়োজন হয় না অধীনতা হইতে উন্নতি আরম্ভ হইতে পারে বটে কিন্তু পূর্ণ স্বাধীনতা না হইলে পূর্ণ উন্নতি হইতে পারেনা। অদূরদর্শী লোকদিগের নিকট বোধ হইতে পারে যে অধীনতার অবস্থাতে উন্নতির পরকাষ্ঠা লাভ করিতে পারা যায়, কিন্তু দূরদর্শী উইনী সাহেব যে এ কথা বলিবেন ইহা স্বপ্নেরও অগোচর

চতুর্থ বক্তা শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এম্, এ, মহাশয় যাহা বলিলেন তাহা নিতান্ত অসঙ্গত ও তাহাতে অন্যান্য অনেক দোষ ছিল। তাঁহার যেখানে ভুল হইতে লাগিল শ্রোতা গণ হাস্য ও করতালি দ্বারা গৃহকে কম্পমান্ ক...
আশঙ্কা হইল পা...
অবসান না...
করেন। কা...
কেহই হাস...
দেরই সম্বন্ধে...
মত সত্য হইল, সে...
করিলে প্রতীত হইবে, যে
বালক গণ অপেক্ষা অহঙ্কার ...
ত আশ্চর্য্য ও দুঃখের বিষয় এ...
অনেক প্রাচীন ইংরাজ মিসনরি সম...
পেক্ষা উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া আমোদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। আশুতোষের বক্তৃতার দোষ, কি ধর্ম্ম যাজকের হাস্য দেখিয়া, অধিক চমৎকৃত হইব, এবিষয়ে মীমাংসা করিতে পারিলাম না। আশু বাবুর ইংরাজী বক্তৃতা করা অভ্যাস নাই, সুতরাং তাঁহার এরূপ অপ্রতিভ হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। এত বিদ্বান লোক সম্মুখে দাঁড়াইয়াছেন, ইহা মনে করিলে যে আশু বাবুর ন্যায় কোন ব্যক্তি স্থির হইয়া বক্তৃতা করিবেন, ইহা সম্পূর্ণ রূপে অসম্ভব! এত লেখা পড়া শিখিয়া আশু বাবু এই রূপে অপ্রস্তুত হইলেন, ইহা হইতে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা যেন একটী হিতকর উপদেশ লাভ করেন। তাঁহারা কালেজ হইতে বাহির হইয়া যেন কোন প্রকাশ্য ইংরাজী সভায় বক্তৃতা করিতে চেষ্টা না করেন। প্রথমে আপনারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সভা করিয়া পরিপাটী রূপে ইংরাজী বলা অভ্যাস করিয়া পরে প্রকাশ্য সভায় স্বমত ব্যক্ত করিতে সাহস করেন।

—০৩০—

সংক্রামক জ্বর ও ডাক্তার এলিয়ট।

এই জ্বর এ দেশের সর্ব্বনাশের কারণ হইয়াছে। ইহা দিনং চতুর্দ্দিকে ব্যাপিত হইয়া বঙ্গ ভূমির প্রকৃত শত্ত প্রাণী সমূহ একেবারে ছার খার করিয়াছে। ১৮ ৫৮ সাল হইতে ১৮ ৬৪ সাল মধ্যে শ্রীপুর, উলা, বড়জাগুলিয়া, নৈহাটী, বারাসত, কাঁচি পাড়া, বামন মুড়া, কাটোয়া, আমড়াডাঙ্গা, মলকুড়া প্রভৃতি বড়ং জনাকীর্ণ পল্লি সমূহ প্রায় জন শূন্য করিয়াছে। এক্ষণে ইহা কলিকাতার চতুষ্পার্শ্বে, ভবানীপুর, চিৎপুর, বরাহ নগর প্রভৃতি স্থানেং ঘুরিয়া বেড়াইতেছে ও বোধ হয় নৈহাটী হইতে গঙ্গা পার হইয়া হুগলি দিয়া ত্রিবেণী, মগরা, পেণ্ডো প্রভৃতি গ্রাম সমূহ নষ্ট করিয়া কবে সোণার বর্দ্ধমানের পল্লি সমূহ ছার খার

...র্ব্ব রুকের গাড়ি চড়িয়া কাশি

...খ করিয়াছে, তাহা

...কেই অবগত

... উৎপত্তি তাহা

...রেন নাই এবং

...দের কোন বিশেষ

... চেষ্টা দূরে থাকুক ১৮ ৬৪

...দের খবরেও আসে নাই।

...পত্রের সম্পাদকেরা এই বিষয় লই-

...লন করায় এলিয়েট নামক এক জন

...কে, কারণ অনুসন্ধান জন্য গবর্ণমেণ্ট নিযুক্ত করেন। ডাক্তর সাহেব কয়েক দিন এদিক ওদিক দৌড়া দৌড়ি করিয়া কিছুই নিরাকরণ করিতে পারেন নাই। এই কালে বিলাতী কাগজের সম্পাদকেরা আরও গোল করিতে লাগিলেন, তজ্জন্য গবর্ণমেণ্ট আর চুপ চাপ না রহিতে পারিয়া বেচারা ডাক্তারকে রিপোর্টের জন্য পীড়া পিড়ি করায় ডাক্তর অমনি তাড়া তাড়ি এক রিপোর্ট দাখিল করিলেন। রিপোর্টের সার এই যে বড় বাঁস, বাগভেরেণ্ডা ও আসসেওড়া বৃক্ষ এই পীড়ার মূলীভূত কারণ।

এই কালে আমাদের লাড সাহেব হিমালয়ের উচ্চতম গিরির উপর বাসা বাঁধিয়া সুশীতল সমীরণ সেবন করিতেছিলেন। ডাক্তরের রিপোর্ট পাইবা মাত্রই অতিশয় ব্যস্ত হইয়া তাড়িত তড়িত বার্ত্তাবহে কলিকাতায় সংবাদ করিলেন। কলিকাতায় লেফটেনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুর গবর্ণমেণ্ট হৌসের নবনী কোমল সুকোমল শয্যায় নিদ্রিত ছিলেন, ইনি ইতি পূর্ব্বে বঙ্গ রাজ্যের সংক্রামক জ্বর বিলাতি কাগজে পাঠ করিয়া অবগত হইয়াছিলেন, এক্ষণে হিমালয় পর্ব্বত হইতে সংবাদ পাইয়া কমিসনর সাহেবদের উপর সারকুলর চিঠি জারি করিলেন। পরে যথা নিয়মে কমিসনার মাজিষ্ট্রেটদের উপর ও মাজিষ্ট্রেটরা মহকুমার হাকিমদের উপর ও তাহারা পুলিসের উপর রীতি মত হুকুম জারি করিতে লাগিলেন। ধুম ধাম দেখে কে। চতুর্দ্দিকে হুল স্থূল পড়িয়া গেল। স্থানে স্থানে আসসেওড়া ও বাগভেরেণ্ডার মুণ্ড ছেদন হইয়া পর্ব্বত প্রমাণ স্তূপ হইতে লাগিল আর স্থানে স্থানে যে ২।৪ জন বাঁড়ি ভুড়ি জীবিত ছিল, তাহাদের উপজীবিকা বাঁস, ও কলা বৃক্ষ সবংশে নষ্ট হইতে লাগিল। জাঁক কে দেখে! কোন দিকে কালান্তক যমের ন্যায় কনেষ্টবেল গণ মজুর খাটাইতেছে, মধ্যে মধ্যে পুলিস আফিসর বেত হাতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, সাহেবেরাও কখন কখন অশ্বারোহণ করিয়া তদারক করিয়া বেড়াইতেছেন এবং হেড কোয়াটার হইতে কমিসনর "সামাল সামাল" বলিয়া চীৎকার করিতেছেন। কি দুর্দ্দান্ত প্রতাপ!!

"মেদিনী কাঁপিয়া উঠে থাকিয়াং।"

এদিকে ডাক্তর মহাশয় সঙ্কোচিত হইতে লাগিলেন। ২।২ সপ্তাহে ১।১ নেটীব ডাক্তারের সৃজন হইতে লাগিল। বাজারে শেঁকো, চিরেতা ও হীরাকস দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিল। আহা সেই দিন ডাক্তরের কি সুখ কর দিন। দুরন্ত দিগ্বিজয় কালের প্রধান সেনানি সংক্রামক জ্বরকে পরাজয় করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়াছেন!

রাশিতে কপাল, চলে পালং,
ডা-ক-ত-র সব সাজিল।
বড় দেখি জাঁক, উঠে দেয় হাঁক,
কত শত শিঙ্গা বাজিল।

(ক্রমশঃ)

—॥০॥—

আমাদের এইটী দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে কোন নাস্তিক শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারিবে না। কিন্তু সে বিশ্বাস এক্ষণ চলিয়া যাইতেছে, কারণ কোন প্রসিদ্ধ কালেজের, প্রসিদ্ধ অধ্যাপকেরা ঘোর নাস্তিক বিবেচনা হয়। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ছাত্রদিগের নিকট ঈশ্বরের অনস্তিত্ব, ও পাপ পুণ্যের অমূলকতা প্রমাণ করিতে যত্ন করেন। একদিন এক জন অধ্যাপক অধ্যাপনা কার্য্য করিবার সময়ে আপনার বিদ্যাগর্ভ মত প্রতিপন্ন করিয়াছেন, মনে করিয়া উল্লাসের সহিত বলিয়াছেন "তবে ঈশ্বরকে জগত হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দাও"। জগত হইতে ঈশ্বরকে নির্ব্বাসিত করা সহজ, কিন্তু মনুষ্যের হৃদয় হইতে তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করিবার উপায় অধ্যাপক কি ঠাহরিলেন? একে ত আমাদের হিন্দু সমাজ জীবন্ত ধর্ম্মবিরহে নির্জ্জীব হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে যদি কোমল অন্তঃকরণ যুবক দিগের মনে এই রূপে নাস্তিকতা বীজ অঙ্কুরিত হয়, তাহা হইলে দেশের যে কত অমঙ্গল হইবে তাহা বলা যায় না। কর্ত্তৃ পক্ষীয়েরা যেন এবিষয়ে মনো যোগী হন, এবং যাহাতে শিক্ষা বিভাগে নাস্তিকেরা স্থান না পায় এরূপ করিতে যেন ত্রুটী না করেন।

—০॥০॥০—

বিজ্ঞানানুশীলন।

মৌএল নামক এক ব্যবসায়ী আছে, তাহারা সুন্দর বনে মধু সঞ্চয় করিয়া থাকে। তাহারা অতি সহজোপায়ে মধুকল আবিষ্কার করে। অনুসন্ধান করিতেং দৈবাৎ যে একটী মধুমক্ষিকা দেখিতে পায়, তদ্দণ্ডে এক ব্যক্তি সেই মধুমক্ষিকার প্রতি এক দৃষ্টে তাকাইয়া থাকে। যে দিকে মক্ষিকা গমন করে, সেই ব্যক্তিও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেই দিকে ধাবিত হয়, এক মুহূর্ত্তের তরেও উহাকে চক্ষের অন্তরাল করেনা। ইহাতে সেই ব্যক্তি পদে পদে আঘাত পায়, কত বার ভূমে পতিত হয় কিন্তু সে সমুদায় কষ্ট তুচ্ছ করিয়া আবার মক্ষিকার পশ্চাদ্গমন করিতে থাকে। সম্মুখে নদী পড়িলে তদ্দণ্ডে তাহা সন্তরণ দ্বারা পার হয়। এই রূপে অবশেষে আহার লক্ষ ফল প্রাপ্ত হয়। দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপকেরাও ঐ রূপ পদ্ধতিতে নৈসর্গিক ঘটনা ও নিয়মের আবিষ্কার করিয়া থাকেন। আবিষ্কার করার ইহা অপেক্ষা সহজোপায় আর নাই, ও সাহস করিয়া বলিতে পারি যিনি এই পদ্ধতি অবলম্বন করেন—যিনি মৌএলদের ন্যায় ধৈর্য্যশালী হইতে পারেন—তিনি অসাধারণ ব্যুৎপত্তি সম্পন্ন না হইয়াও অনায়াসে নূতন বিষয় সমুদয় আবিষ্কার করিতে পারেন। ইহ ... মৌএলদের অপেক্ষা আর একটী সুবিধা, মৌএলরা মধু মক্ষিকা ভ্রমে যদি সামান্য মক্ষিকার অনুগামী হয়, তবে তাহারা অতি কদর্য্য স্থানে উপস্থিত হয়, কিন্তু দর্শন শাস্ত্রাধ্যায়িরা যে কোন ভাবে, যে কোন নৈসর্গিক ঘটনার অনুগমন করেন, করিলেই যত্ন ফল প্রাপ্ত না হন, পরিশ্রমের পুরস্কার অবশ্যই প্রাপ্ত হন।

—॥০॥—

গত ... চৈত্র রবিবারে যশোহর বালিকা বিদ্যালয়ের উন্নতি সাধনার্থে বিদ্যালয় গৃহে একটী সভার সমবেশন হয়। সভাতে প্রায় শতাধিক ভদ্রের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল, কিন্তু কেবল জন চারিক মাত্র উপস্থিত হন। এত অল্প সভ্যের সমবেশনের কারণ কি বুঝা যায় না, অথবা বাঙ্গালির, বিশেষতঃ যশোহর নিবাসী গণের, পক্ষে এ আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি?

এক্ষণে কলেক্টরের জজ দুর্গাপ্রসাদ বাবুর স্থানান্তরিত হওয়ায় সভা পতি পদটি শূন্য হয় এবং সভা কর্ত্তৃক এই শূন্য পদে ফৌজদারির ক্লার্ক বাবু রাজ কৃষ্ণ মিত্র বরিত হইয়াছেন। ইনি এ পদের যোগ্য ব্যক্তি। রাজ কৃষ্ণ বাবু যেমন বিদ্বান তেমনি উৎসাহী। ইহাদের কর্ত্তৃক এদেশে প্রথমে বালিকা বিদ্যালয়ের সৃষ্টি হয়। যশোহর

বালিকা বিদ্যালয়ের [illegible] হইলে প্যারি কৃষ্ণ বাবু নিজ [illegible] হইতে টাকা দিয়া আনুকূল্য করিয়া থাকেন।

বালিকা বিদ্যালয়ের উন্নতির পক্ষে কালীমোহন বাবু [illegible] নগরেতে আর এক জন আছেন। তিনি যশোহর গবর্ণমেন্ট স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক বাবু জগ বন্ধু ভদ্র। জগবন্ধু বাবুকে বালিকা বিদ্যালয়ের কোন ভার অর্পিত হইলে বিদ্যালয়ের উপকার হইবে।

বর্ত্তমান সম্পাদক বাবু চন্দ্র কান্ত মজুমদার পদের উপযুক্ত পাত্র। স্কুলের বর্ত্তমান উন্নতিতে অনেকাংশে তাহার যত্ন ও উৎসাহ লক্ষিত হয়।

কয়েক দিবস গত হইল, কৃষ্ণনগরে প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিসনার শ্রীযুত চ্যাপম্যান সাহেবের গৃহে সদালাপের নিমিত্ত কৃষ্ণনগরস্থ কয়েক জন ভদ্র বাঙ্গালি এবং সাহেব নিমন্ত্রিত হন। এতদ্দ্বারা বাঙ্গালি এবং ইংরাজেদের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপিত হইবার বিলক্ষণ সম্ভব আছে। শ্রীযুত মনরও ওকেনালি মহোদয়দের যত্নে যশোরে এইরূপ সভার অধিবেশন মাঝে মাঝে হইত, এক্ষণ সেটা ক্ষান্ত হইয়াছে। কি কারণে যে ক্ষান্ত হইল তাহা আমরা বলিতে পারি না। তাহাদের নিকট আমাদের এই অনুরোধ যে তাহারা পুনুরায় ঐ সভাটি সংস্থাপন করেন।

ব্রাহ্ম বিবাহ।

বিগত ২৭ সে ফাল্গুণ সোম বার বাগ্‌আঁচড়া গ্রামে শ্রীযুত কিশোরী লাল মৈত্রের পুত্র শ্রীযুক্ত রাধিকা প্রসাদ মৈত্রের সহিত শ্রীযুক্ত সাত কড়ি মল্লিকের কন্যা শ্রীমতী বসন্ত কুমারীর শুভ বিবাহ সম্পন্ন হয়। বরের বয়ঃক্রম আনুমানিক বিংশতি বৎসর ও কন্যার বয়ঃক্রম চতুর্দ্দশ বর্ষের ন্যূন নহে।

বিগত সোমবারে যশোহর গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ে ছাত্র দিগকে পারিতোষিক দেওয়া হইয়াছে।

যশোহরস্থ সেই ব্যক্তি লিখিয়াছেন।

আমি আজ বুজ মানুষ, কি লিখেছিলাম তাহা নিয়া যশোহরে মহা গোল হইতেছে। কককে বকে আমি লেখক কিন্তু আমি ত লিখি নাই, লিখিয়াছেন তোমাদের একজন।

আপনার পঞ্চম সংখ্যক পত্রিকায় কেহ হাঁসছেন কেহ কাঁদছেন।

আপনার বৈদ্যিক তত্ত্বে এবার ভারি গোল উপস্থিত। বাহারা লম্বা তাঁহারা হাসছেন, যাহারা খর্ব্ব তাহারা পায় বুট দিয়া লম্বা হইবার চেষ্টা করিতেছেন। আমাদের আর দুইশ বার পাঁটা ভেড়া বসুন, কল তাহাদের আশা দিয়া অকুলে ভাসাবেন না। আর, কবরি প্রায় ২।১টী লিখিলে অনেক কার্য্য হইবে।

এখানে এক জন প্রধান লোক একটি নুতন যন্ত্র দিয়া বড় বুজরুকী দেখাইতেছেন। তিনি সেই যন্ত্র দিয়া লোকের মনের কথা বাহির করিতে পারেন। সেই যন্ত্রে ঘুরিলে এক বারে না হয় দুই বারে, এই রূপ ২।৩ বার করিলে, যিনিই হউন না কেন, তোতা পাখির ন্যায় বকিতে থাকেন।

এখানে পাচড়ার এক নূতন ঔষধ আবিষ্কার হইয়াছে। কলিকা পোড়াইয়া পাছায় দাগ দেওয়া। আইজ এপর্য্যন্ত।

সংবাদা বলি।

যশোহর জেলার সোলকোপা থানার অধীনে কোন গ্রামে এক জন মুসলমান স্ত্রীর চরিত্রের প্রতি সন্দেহ করিয়া রাগান্ধ হইয়া তার স্ত্রী ও ছয় মাসের একটি শিশু সন্তানকে এক খান সুন্দুরির রোলা দিয়া বধ করে। ইহা থানাতে প্রকাশ হওয়াতে হত্যাকারী পলায়ন করে। তাহাকে অনেক অনুসন্ধান দ্বারা ও পাওয়া না যাওয়ায়, গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক তাহার চেহারা বর্ণিত হইয়া জেলায় জেলায়, থানায় থানায় প্রেরিত হয়। সম্প্রতি হত্যাকারী কৃষ্ণ নগরে কোন এক চৌকিদার কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছে। ধৃতকারিকে গবর্ণমেন্ট ২০০ টাকা পারিতোষিক দিয়াছেন। এ মকর্দ্দমা এখন যশোর জেলার সেসনে বিচার হইতেছে। উপরি উক্ত সম্বাদটি আমাদিগকে এখানকার সুযোগ্য পলিস সুপারিন্টেণ্ট সাহেব দিয়া গিয়াছেন। এরূপ ঘটনা দেশে নিতান্ত বিরল নহে। সচরাচর হয়। এগুলি পেনাল কোর্ডের ফল।

বোম্বায়ের কাউজি রেডীমানি জাহেঙ্গির সিবিল সরবিসের নিমিত্ত আবেদনের সাহায্যার্থে বোম্বে এসোসিয়েসনে ১০০০ টাকা দান করিয়াছেন।

ইণ্ডিয়ান কাউন্সেলের যত্নে ভারতবর্ষিয় সমুদয় জাতির অবয়বের ফটোগ্রাফ লওয়া হইতেছে। এইরূপ ৪৫০ খানা ফটোগ্রাফ সম্বলিত একখানা পুস্তক প্রস্তুত হইয়াছে। এমৎ কার্য্য সমাধা হইলে বিজ্ঞান শাস্ত্রানুশীলনের একটি প্রশস্ত পথ নির্ম্মিত হইবে।

বারাক পুর হইতে কোন বন্ধু লিখেনঃ—

বিগত ১৩ই মার্চ হইতে ১৫ই তক এখানে মহা সমারোহের সহিত ঘোড় দৌড় হইয়া গিয়াছে। ইহাতে ইউরোপীয় ভিন্ন বাঙ্গালী কেহ ছিলেন না। শুনিতে পাই ১০০০০ টাকার বাজি ছিল। ১৪ই তারিখে একজন ইংরেজ যেমন ঘোড় দৌড় দেখিতেছিল অমনি মৃগি রোগাক্রান্ত হইয়া ভূমিতে পতিত হয়। পরে কয়েক জন ইংরাজ ও বাঙ্গালি তাহাকে দূরে লইয়া শুশ্রূষা করায় সে আরোগ্য লাভ করে।

চাণকে গবর্ণর সাহেবের একটী বাগী ও চিড়িয়া খানা আছে, তাহাতে ৩টী ব্যাঘ্র ছিল আর একটী নূতন ব্যাঘ্র আসিয়াছে।

গত ১৬ই মার্চ তারিখে এখানকার সুরকি কলের একজন ইনজিনিয়ার সাহেব একটী সম্ভ্রান্ত লোককে গালি গালাজ দিয়া মারি পিট করেন সাহেব কিছু উৎকোচ চাহিয়াছিলেন, তাহা না দেওয়ায় ক্রোধান্ধ হইয়া মারি পীট করেন। ক্যান্টনমেন্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের ওখানে নালিস হইয়াছে।

"উৎকলদীপিকা বলেন, জগন্নাথ ক্ষেত্রের যাত্রিগন পাছে সংক্রামক পীড়া আনয়ন করেন এই ভয়ে কটকের মাজিষ্ট্রেট তাঁহাদিগকে উক্ত নগরে প্রবেশ করিতে দিতেছেন না। স্থানে স্থানে পুলিস প্রহরী রহিয়াছে। মাজিষ্ট্রেটের অনুমতি ব্যতীত কোন ব্যক্তিকে ইহারা ছাড়িয়া দিতেছেননা। যাঁহারা যাত্রী নহেন, তাঁহাদিগকেও যাত্রী বলিয়া প্রবেশ করিতে দেওয়া হইতেছে না। সম্প্রতি রাজা দিগম্বর রায় জগন্নাথ দর্শন করিতে যান। তিনি জগন্নাথের দর্শন পাইলেন, কিন্তু কনষ্টেবলগন তুলক স্থানীয় কর্ম্মচারীদিগের সহিত তাঁহাকে সাক্ষাৎ করিতে দিল না।"

এদেশীয়গণ জুতা ব্যবহার করিয়া ইংরাজ রাজ বিচারালয়ে, দরবারে কি অন্য কোন রাজ কার্য্যস্থানে উপস্থিত হইতে পারে কি কেমন এবিষয় লইয়া অনেক তর্ক বিতর্ক হয়। অধুনাতন, গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর মন্ত্রীগণের পরামর্শে এই সাব্যস্ত করিলেন যে ইহারা চর্ম্ম পাদুকা পরিধান পূর্ব্বক যে কোন রাজবিচার স্থানে উপস্থিত হইতে পারিবে।

রয়াল চার্টর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হাইকোর্টে দেশীয়গণের পাদুকা ব্যবহার সম্বন্ধে সেই আদালত কর্ত্তৃক, সাব্যস্ত হইবে।

দিল্লি গেজেট বলেন যে কাহত সেনাদল সহিত বেজুটীস নামক এক পার্ব্বতীয় জাতির সঙ্গে তুমুল সংগ্রাম হইয়া গিয়াছে। বেজুটিসগণ প্রায় ছয় সহস্র উপস্থিত হয়। শত্রু কর্ত্তৃক মেজর বকসটন নিহত, এবং ১২জন যোদ্ধা আহত হইয়াছেন।

টীপ এবং টুর নামক একখানি গ্রন্থ বাবু ভোলানাথ চন্দ্র প্রণয়ন করেন। পুস্তকখানি সর নরেন্সকে উপহার দেওয়া তাহার মানস এবং গবরর্ণর জেনারল বাহাদুর তদ বিষয়ে গ্রন্থকারের মানস পূর্ণার্থে স্বীকৃত হইয়াছেন।

বোখারাস্থ আমীর তাহার প্রতিবাসীগণ সহকে সম্মিলিত হইয়া রুসিয়ার বিরুদ্ধে একটি সন্ধি সংস্থাপনের যত্ন করিতেছেন। রুসিয়ারা বোখারা থানাটে ছাউনি করিয়া দিন দিন সৈন্যদল পরিবর্দ্ধিত করিতেছে। সৈন্য সংগ্রহের উদ্দেশ্য কি অদ্যাপি জানা যায় নাই।

গবরর্ণর জেনারলের কাউন্সেলে লাইসেন্স বীল উত্থাপিত হইয়া ট্যাক্স সম্বন্ধে আর একটি সিডিউল বৃদ্ধি হইবার কথা হইতেছে, অর্থাৎ যাহাদের আয় লক্ষ টাকার অধিক তাহাদিগকে ১৬০০ টাকা ট্যাক্স দিতে হইবে।

ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান এসোসিয়াশন কর্ত্তৃক সিবিল সর্ব্বিস পরীক্ষার নিমিত্ত সেক্রেটরী অব এসষ্টেটের নিকট আবেদন পত্র প্রেরিত হইয়াছে।

২৪পরগণার এসিসেষ্টণ্ট অব পুলিস বাবু জগদীশ নাথ রায় নড়য়া খালির ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট হইয়াছেন। বাঙ্গালির দিগের কপাল বুঝি ফিরিল।

আমরা দুঃখের সঙ্গে লিখিতেছি যে চন্দদিঘির জমিদার বাবু সারোদা প্রসাদ রায় এবং ডিপুটি মাজিষ্ট্রেট বাবু কালি চন্দ্র বন্দোপাধ্যায় অকালে মৃত্যুগ্রস্থ হইয়াছেন।

১৮৬৭ সালে ইংলণ্ডে ৩৫১৬ খণ্ড পুস্তক মুদ্রিত এবং ১৪২২ পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

ছিলেন। অপরের সহিত বিস্তর কথা বার্ত্তা কহিতেন না, দুই চক্ষু মুদিয়া কেবল অহর্নিশি জল পড়িত ও একান্ত-মনে রোগ আরগ্য জন্য আপন ইষ্টদেবতাকে ডাকিতেন।

এই রূপে মাসাবধি গত হইল এক দিন রাত্র আন্দাজ দুই প্রহরের সময়, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ খাটের উপর শয়ন করিয়া আছেন ও নীচে তাঁহার (বোধ হয়) দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত দিনবন্ধু ন্যায়রত্ন শুইয়া আছেন সকলেই নিদ্রিত ব্রাহ্মণীরও নিদ্রা হইয়াছে। বৃদ্ধা হটাৎ "পাইয়াছি ২" বলিয়া আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। পুত্র-মা কি ও। "মাতা-বাবা-আল-লও, আমার সঙ্গে চল"। দিন নাথ লাণ্টন জ্বালিয়া মায়ের সঙ্গে ২ চলিলেন। ঐ রাত্রে অল্প২ বৃষ্টি হইতে ছিল, বাবা এদিকে, চল ওদিকে, ঐখানে চল ইত্যাদি বলিতেছে২ পরে বাটির নিকটে তাল পুকুর নামে একটা পুখুরের ধারে যাইয়া ঐ বৃদ্ধা মাটী হইতে একটা পুঁটলী কুড়াইয়া লইলেন এবং এক দৌড়ে বাটিতে ফিরিয়া আসিয়া ঐপোটলি খুলিয়া গঙ্গাজলের সহিত বাটিয়া স্বামীর পায়ে প্রলেপ দিলেন। দুই দিন মধ্যে ঐ ঘা একেবারে আরাম হইয়া গেল।

৮। ১০ বৎসর হইল আমরা এই গল্পটী বিদ্যাসাগরের ভ্রাতার নিকট শুনিয়াছি। তখন বিশ্বাস করিয়াছিলাম কিন্তু কোন কারণ বুঝিতে পারি নাই। অধ্যাত্ম বিজ্ঞান বিপক্ষিয়েরা এই প্রকৃত ঘটনার কারণ কি অনুগ্রহ করিয়া দর্শাইলে বাধ্য হইব।

মহাশয়!

যশোহরের অন্তর্গত চৌগাছায় আমরা একদিন একটি চক্র করি। আমাদের মধ্যে একজন মিডিয়াম হইয়া ইংরাজিতে এক জন সাহেবের নাম স্বাক্ষর করিয়া, লিখিলেন যে আমি তোমাদের ছবি আঁকাইতে শিখাইব। তখন চক্রস্থ এল এ, উপাধিধারী এক ব্যক্তি (ইহার অধ্যাত্ম বিজ্ঞানে বড় বিশ্বাস ছিলনা) সাহেব আত্মাকে অনুরোধ করিলেন, যে তিনি যদি স্ত্রীলোকদের মধ্যে কাহাকে আশ্রয় করিয়া তাহাদিগকে ছবি আঁকাইতে শিক্ষা দেন, তাহা হইলে বড়ই সন্তোষের কারণ হয়। সাহেব আত্মা তাহাতে স্বীকৃত হইলেন এবং তদনুসারে আমরা তৎক্ষণাৎ স্ত্রীলোকেদের একটি চক্র স্থাপন করিলাম। স্ত্রীলোকেরা উপবিষ্ট হইলে, অবিলম্বে তাঁহাদের মধ্যে একজনার হস্ত কম্পিত হইতে লাগিল এবং পেন্‌সিল দেওয়ায় তিনি একটি মনুষ্যের আকৃতি অঙ্কিত করিলেন। তদনন্তর তাহাকে ইংরাজিতে প্রশ্ন করা যাইতে লাগিল এবং যদি ও তিনি এ, বি, সি, ডি ও কখন পড়েন নাই, তথাচ ঐ প্রশ্নগুলির যথা যথ উত্তর তাহা কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইল।

নিং শ্রী ঈশান চন্দ্র ঘোষ
সাং চৌগাছা।

বিবিধ।

সে দিবস "জ্ঞান তিমির নাশিনী" সভায় এক জন বিখ্যাত কবি একটী চমৎকার বক্তৃতা করেন। ইনি সম্বাদ পত্রে কবিতা লিখিয়া লিখিয়া হাত পাকাইয়াছেন। ইনি কত বার আপনার নামের অক্ষর গুলি দিয়া কত ভঙ্গি ভঙ্গি করিয়া কবিতা প্রস্তুত করিয়াছেন। সে কবিতা গুলির ভাব এত নিগূঢ় যে তাহা কাহার বুঝিবার সাধ্য নাই. কিন্তু অর্থে পায় কি, সে কয় কয় মিল, খয় খয় মিল দেখিলেই মন আর্দ্র করিয়া ফেলে। সে যাহা হউক তাহার বক্তৃতার মর্ম্মটী এই স্থানে উদ্ধৃত করা গেল।

"হে বঙ্গীয় বন্ধু বৃন্দ! "গদ্য কি পদ্য প্রকটন পক্ষে যত প্রকার পরিপাটীর প্রয়োজন, নাটক লেখাতেও তাটকনহে। অস্মদ্ বিবেচনায় নাটক রচনায় নব নব গ্রামের ও মনুষ্যের নাম সংযোজনা সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন" পরে সম্পাদনে একটী গল্প অল্প মধ্যে কল্পনা কি জল্পনা করিতে হইবে। অথবা তোমার বাসনা কালের ক্রন্ড, শিক্ষয়িত্রীর কল্পিত উপন্যাস বিন্যাসে অভিলাস পূর্ণ হইবে। পরে "স্বগত" "জনান্তিক" "প্রবেশ" "প্রস্থান" "চিন্তা করিয়া" "নেপথ্য" ইত্যাদি কণ্ঠস্থ ও যথা স্থানে বিন্যস্ত করিতে হইবে।

আবার খবর দার, যাইতেছে খাইতেছে না দিবা যাচ্ছে খাচ্ছে দিতে হবে। ভুলোনা, ইহা ভুলিলে লোকের ভক্তির অভাব হইবে। মনে থাকে, পুরপুরি নাম দিবা না, নামের আদ্য অক্ষর দিয়া এক দাঁড়ি দিতে হইবে। পরে ছড়া কাটা কাটী, এটা পরিপাটি চাই ও ইহাতে বড় আটা আটি, ইহাতে অক্ষর চাই ১৭ টী। একটি ২ করিয়া আখর গুণিয়া লইতে হইবে। উদাহরণ দেখ।

"স্থবত হজ ভালে যাহার বসতি, তা
-চার বহিত কোন রূপে তবাস্য তুল-
না কি হতে পারে? তোমার শশী-শঙ্কিত
মুখ, অপ্রিতির জগতে-তোলা কি যায়?
হে প্রাণেশ্বর-হৃদয় আকাশ-চন্দ্রমা—
মধুময়-তামরস যেমতি। অথবা
মরু-ভূমেতে সরোবর, কিংবা যথা স-
রস ইক্ষুদণ্ড তব স্নেহ ভরা লপি।"

এই উপদেশ অক্ষর-রূপে অনুসরণ করিলেই নাটক-রচক হইতে পারিবে। পরন্ত তোমাদের প্রভৃতি যারা মস্ত মস্ত লোকের সহিত বন্ধুতা করিও, তাহা হইলেই কপাল ফাটিবে। যশের ঢেউ দেশ বিদেশে লাগিবে।

পরিশেষে এ সম্বন্ধে আর একটী উপদেশ দিতেছি। এটীও নিতান্ত তুচ্ছ নয়। নাটক কোন ধন শালী, ক্ষমতা শালী, অথবা উচ্চপদাভিষিক্ত ব্যক্তিকে উপহার দেওয়া আবশ্যক।

সপথ পূর্ব্বক বলিতেছি নিচের কবিতাটি আমার।
(বা) হবা কবিতা আমি করিব বাহ (বা)।
(বা) তুলের প্রলাপ নহে নিশ্চিত জানি (বা)।
(মা) সে মাসে সম্বাদ পত্রে পদ্য থামা না (মা)।
(মা) ধুনী সুন্দর তাদের নাহিক উপ (মা)।
(কা) লীদাস স্বর্গ হতে করে আকা বা (কা)।
(কা) ডি দিন মোর রাজ্য করি মোরে বো (কা)।
(দা) পা মাপি করে আর মধু তখন দা (দা)।
(দা) ড়িবের মত কাটি বাহির হইনু সা (দা)।
(দি) ব উপহার তোমা নব্য কবি আ (দি)।
(দি) লাম এই কবিতাটী সারা রাতি কাঁ (দি)।

(য) দি আমার কবিতার নাহি পাও অর্থ।
(মে) লি চক্ষু দেখ বসি পাইবে পদার্থ।
(র) ত্ন ক্ষার মত কথা গাঁথা নিরবধি।
(বা) বা মামা কাকা দাদা আর শব্দ দিদি।
(টী) কা ভিন্ন কবিতা মোর বুঝিতে নারিবে।
(যা) হে কথা গাঁথা নাই অর্থে কি করিবে।

—:০:—

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত অমৃত বাজার সম্পাদক
মহাশয় সমিপেষু;

মহাশয়;

অস্মদ্দেশে আবাল বৃদ্ধ সকলে কি পর্য্যন্ত সুখে ইংরাজাধিকারে বাস করিতেছেন! এরূপ পূর্ব্বে কোন রাজার রাজ্যে শুনা হওয়া যায় না। কিন্তু নিম্নোক্ত বিষয়টী শ্রীমতী মহারাণীর সুবিচারের যোগ্য হইতেছে না বিশ্বাস করিয়া আমরা তাহা তাহার কর্ণ গোচর করিতেছি।

দেখুন বিদ্যান হউক, কি মূর্খ হউক, কি উন্মত্ত হউক, জমিদারেরা তাহা দিগকে মুক্তিয়ার নামা দিলেই তাহারা আদর পূর্ব্বক মুক্তিয়ার বলিয়া পরিচিত হইত কিন্তু সে প্রথাটী দূরীকৃত করিয়া একটী এক আমিনীর সৃষ্টি করিয়াছেন। সে ভালই হইয়াছে কিন্তু উহার মধ্যে একটী অনিয়মের কার্য্য দেখা যাইতেছে, যে তাহাদিগের মধ্য হইতে কতক গুলি মুক্তিয়ারকে বাছাই করিয়া এবং যাহারা ১৮৬৫ সালের পূর্ব্ব হইতে মুক্তিয়ারি করিয়াছে তাহাদিগকে মনোনীত করিয়া প্রথমতঃ ১৬ টাকা ষ্ট্যাম্পে সার্টিফিকেট লইতে অনুমতি দিয়াছিলেন। পরে তাহা পরিবর্ত্তন করিয়া এক্ষণ নিয়ম হইয়াছে যে মুক্তিয়ারি পদাকাংক্ষি ব্যক্তিগণকে প্রথম এক আমিনের ফি ৫ টাকা, রেজিষ্টরি ফি ৮ টাকা ও উত্তীর্ণ হইলে ১৬ টাকা দিয়া সরটিফিকেট লইতে হইবে অথচ তাহারা রেবনিউ সংক্রান্ত পরীক্ষায়, উত্তীর্ণ না হইলে রেবেনিউতে বক্তৃতা করিতে পারিবে না। নূতন মুক্তিয়ার গণের প্রতি এ নিয়মটী ভারি কঠিন হইয়াছে।

নিং শ্রীমাধবচন্দ্র রায় চৌধুরি।
সাং গোয়াড়ি

ভগ্ন প্রমাদ।

রতনে খচিত ছিল সুন্দর মূরতি
জীর্ণ কলেবর গৃহ, ভাবিত কি কেহ
ঘটিবে এদশা তব? তুমিই কি কভু,
ওহে ভাবিতে এ সব? কালে তব দ্বারে,
নানা জীব বাহ দ্বারী,—ভীষণ দর্শন!
বিবিধ আয়ুধ ধরি—(বীর মদে মত্ত!)
ফিরি ইতস্ততঃ সদা, দিত না চাহিতে
তোমা পানে, দেখি এবে, বিস্মিত কায়!
স্থানে স্থানে ভাঙ্গে, টলি সমীরণ ভরে,
বট বৃক্ষ রাজী, কহে, সোঁ সোঁ স্বরে ডাকি,
"দেখিছ কি!—(কি আশ্চর্য!) বিনশ্বর নর,
এত কৌতুহল কেন? এ যে প্রতি রূপ
তব দেহের, জানহ, কি হইবে গতি!
একে দুঃখিত অন্তর, তব দশা হেরি,
তাহে বৃক্ষ নিঃসৃত, এ, নিদারুণ বাণী,
বিদরে হৃদয় মম! আর যদি এস,
গৃহবর গেলে কোথা, পরিত্রাণ পাব!

বন্ধুর মৃত্যু।

কি রয়েছে বদ্ধ এই পিঞ্জর ভিতরে।
তুচ্ছ জ্ঞান করি ক্ষুদ্র পৃথিবীর নরে:
তুচ্ছ জ্ঞান করি এই লৌহ আবরণ।
তুচ্ছ জ্ঞান করি যত নিষ্ঠুর পীড়ন ?
একি হিমাচল-বাসী কেশরী দুর্জ্জয়।
কিম্বা অজগর ভীম নির্ভয়-হৃদয় ?
অন্তরে হতেছে যেন ভীষণ গর্জ্জন।
বিদীর্ণ করিছে যেন হৃদয়-গগন !
এযে সিংহ নত-শীর, উন্মত-অন্তর।
ধর্ম্ম-মণি বিভূষিত অজগর-বর:
এযে ম্লান ভারতের স্বাধীনতা-স্থল।
এ যে দুর্ভাগোর বক্ষে বীরেন্দ্র অটল।
এযে স্বর্ণ-জাত তেজ-ধর্ম্ম আবরিত।
শিখ-প্রাণ-সখা বন্ধু বন্ধু-বিরহিত।
কোথায় গিয়েছে, বন্ধো, তব সঙ্গীগণ।
যাহাদের পদ-ভরে কাঁপিত ভুবন;
তব পদ-রেণু শিরে করিয়ে ধারণ।
যাহারা যবন সৈন্য করিত নিধন।
ভারতের স্বাধীনতা রাখিবার তরে।
যায় প্রাণ থাকে প্রাণ পশিত সমরে?
করিছ কি, ম্রিয়-মাণ ভারত, রোদন ?
তব অঙ্ক ত্যজি তারা করেছে গমন।
নির্দ্দয় যবন গণ যাদের হৃদয়।
আত্ম-পর-নাশ-কারী-হিংসা-বিষ ময়।
যারা হিন্দুদের অর্থে হরে ধন মান।
করিয়াছে হিন্দু গণে দাসের সমান।
অশেষ যন্ত্রণা দিয়ে, নাশিয়াছে সবে।
এমন যন্ত্রণা বল কে শুনেছে কবে !
তাহারা গিয়েছে চলি, একাকী এখন।
রয়েছেন শিখ-শিখা, অরণ্যে যেমন।
ওই দেখ লৌহ-দণ্ডে করিয়া স্থাপন।
আনিছে তাদের মুণ্ড যতেক যবন।
বিবর্ণ হইয়ে গেছে সবার আনন।
তেজ হীন হইয়াছে সবার নয়ন।
মুণ্ড রাজি দিয়ে দেখ বেষ্টিছে পিঞ্জর।
শত শূলে ভেদিতেছে বন্ধুর অন্তর।
নয়ন মুদিত কর বন্ধু ধর্ম্মাধার।
দেখো নাক পাপ! ধার এসংসার আর।
ওই দেখ আসিতেছে আর এক জন।
অহঙ্কার দ্বেষ-পূর্ণ দুর্দ্দান্ত যবন।
স্নেহ-উদ্দীপন-কারী মানব আকার।
ইহা হতে হইয়াছে পাপে কদাকার।
যার পানে দেখে চেয়ে বলে যেন তার।
আমার বাসনা মনে নাশিব তোমার।
হিংস্র ব্যাঘ্র সম, ধূর্ত্ত শৃগাল সমান।
মানবের শত্রু এই মনে হয় জ্ঞান।
দক্ষিণ হস্তেতে ধরি তীক্ষ্ণ তরবার।
আনিতেছে বন্ধু সুতে বাম হাতে তার।
সঞ্চানের মধ্যে মৃত কপোত দুর্ব্বল।
কি করিবে ? বুক হতে নাহি তার বল।
পিতার হেরিতে শিশু সানন্দ অন্তর।
পিতার হেরিয়া হল কতই কাতর।
স্নেহে লইবেন পিতা প্রাণ সুতে কোলে।
করিবেন স্নেহ-ভরে চুম্বন কপোলে।
তনয় জনকে পেয়ে পিতা পিতা বলে।
ভুজ দ্বয় বাড়াইয়া ধরিবেক গলে।

ওরে রে যবন তোর নাহি দয়া চিতে।
পিতা পুত্রে নাহি দিলি স্নেহে সম্ভাসিতে।
স্নেহ চন্দ্রমার রশ্মি কিবা মনোহর।
শত্রু মাঝে দেখিতেও কেমন সুন্দর।
পিতার ক্রোড়েতে সুতে অর্পিলে এখন।
সে শশির পূর্ণ শোভা জুড়াত নয়ন।
তোর রক্ত-শূন্য হৃদে দয়ার সঞ্চার।
নিশ্চয় হইত ওরে দুষ্ট দুরাচার।
হেরিয়া পিতার বদ্ধ পিঞ্জর ভিতরে।
শুকাল আশার পুষ্প শিশুর অন্তরে;
সরলতা বিমণ্ডিত নয়ন হইতে।
সুবিমল অশ্রুধারা লাগিল ঝরিতে।
এ অশ্রুর মর্ম্ম কিসে বুঝিবে যবন।
বুঝিলেন বন্ধু, মর্ম্ম হইল ছেদন।
সহসা শরীর তাঁর শিহরি উঠিল:
নয়ন নির্ঝর হতে বারি উথলিল।
ভীষণ উন্মত্ত সিন্ধু মাঝে গিরিবর।
যেমন অটল ভাবে থাকে নিরন্তর।
সেই রূপ বেই বন্ধু দুঃখেতে পড়িয়া।
ছিলেন ধৈরজ বলে সুস্থির হইয়া।
সেই বন্ধু দেখি নীর সুতের নয়নে।
হলেন অধীর কত বলি তা কেমনে।
ধন্য বিশ্ব-রচয়িতা! মোহিতে ভুবন।
করিয়াছ সর্ব্ব জয়ী স্নেহের সৃজন।
বন্ধুরে সম্বোধি পরে কহিল যবন।
এই তরবারি হস্তে করহে গ্রহণ।
তীক্ষ্ণ তরবারী করে শিখেন্দ্র লইয়া।
কহিলেন যবনেরে নির্ভয়ে ডাকিয়া।
"দিলি তরবারি এবে দেরে স্বাধীনতা।
এখনি দেখাব কত বন্ধুর ক্ষমতা।"
শঠতার হাসা মুখে, কহিল যবন।
"স্বাধীনতা শিখপতি দিব এই ক্ষণ।
এই তর বারী দিয়া বিনাশ তনয়ে।
হইবে স্বাধীন তুর্ণ, থাকিবে নির্ভয়ে।"
শৈল পরে বজ্রপাত হইলে যেমন।
প্রতি নাদ করি গিরি চমকে ভুবন।
সেই রূপে শিখ-শ্রেষ্ঠ সরোষ বচনে।
কহিলা নিশঙ্ক চিতে দুরাত্মা যবনে।
"সাক্ষাৎ পিশাচ তোরা জানিনু নিশ্চয়।
দেখিলে তোদের মুখ পাপ বৃদ্ধি হয়।
কেমনে বলিলি মুখে এরূপ বচন।
বাহা শুনি বিদরয়ে রাক্ষসের মন।
কেনরে পিশাচ, আমা বধির করিলে।
শুনিতে না হত বিষ বাক্য তাহইলে।
পিঞ্জরের কাছে দেখি আয় দুরাত্মন।
এখনি রসনা তোর করিব ছেদন।
ওরে ভীরু না হইলি ভয়ে অগ্রসর।
হানিলাম এই অস্ত্র পালায়ে সত্বর।"
ইহা বলি নিক্ষেপিলা অসি বীরমান।
দ্রুত পদে দূরে ম্লেচ্ছ করিল প্রস্থান।
পুনঃ আসি ভূমি হতে অস্ত্র হাতে নিল।
রজনী-বায়স-রবে কহিতে লাগিল।
বৃথা তোর, ক্রোধ, দম্ভ, বৃথা আস্ফালন।
কি করি এ অস্ত্র দিয়া দেখ রে এখন।
এখনি এ সর্প শিশু বিনাশ করিব।
আনন্দে যন্ত্রণা তোর নয়নে হেরিব।
কি বলিলি দুরাচার ? শুনেছি শ্রবণে।
বৃথা পালে নর শিশু পরম যতনে।
বন চর পশু হতে তুই নিচাশয়।
তোর পাপানলে ধরা হবে ভস্ম ময়।
সৃজিলে কি যবনেরে ওহে বিশ্বাধার।
বিনষ্ট করিতে নিজ সুন্দর সংসার।
কি করিল, পৃথিবিতে পাপ মূর্ত্তিমান।
কি করিল বলি বন্ধু হইল অজ্ঞান।
ঈশ্বরে অবজ্ঞা করি মারিল বালকে।
ভারতের বক্ষ পরে আনিল নরকে।
ধরণী কেমনা চূর্ণ হইল তখন।
সহস্র বজ্রের কেন নহিল পতন।
অনন্ত ধৈরজ যত অনন্ত ঈশ্বর।
তাইতো রহিল বাঁচি মোগল পামর।
পুনঃ কি করিল ওরে ব্রহ্মাণ্ডের অরি।
হৃদ-পিণ্ড বালকের বহির্গত করি।
ফেলিল সে হৃদ পিণ্ড বন্ধু মুখো পরে।
ইহা দেখি পিশাচেরো শরীর শিহরে।
না হতে ভারত মাতঃ ম্লেচ্ছ-পরাজিত।
কেমনা পাতালে গেলে সন্তান সহিত।
কং পরে বন্ধু বীর পাইল চেতন।
হঠাৎ চাহিয়া পুন মুদিল নয়ন।
মুখ হতে পুনঃ আর বাক্য না সরিল।
প্রাণ নাহি যেতে, ধরা মানস ছাড়িল।
আইল যবন গণ নিকটে বাহিয়া।
লোহার সাড়াসি সবে হস্তেতে লইয়া।
বন্ধুর শরীর মাংস লাগিল ছিড়িতে।
রক্ত ধারা সর্ব্বাঙ্গেতে লাগিল বহিতে।
কেহ আনন্দেতে করে জিহ্বা আকর্ষণ।
বাহির করিছে কেহ টানিয়া নয়ন।
কুকুর শকুনী যেন যত ম্লেচ্ছ গণ।
এই রূপে নাশিলেক বন্ধুর জীবন।
ভারতের দুঃখানল জ্বলিয়া উঠিল।
পাপ দেখি ত্রিভুবন কম্পিত হইল।

—॥০০॥—

মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত জে ওকেনলী সাহেব জাইণ্ট
মাজিষ্ট্রেট মোং যশোহর, দশ খণ্ডের মূল্য,
৮ই ফালগুন হইতে ৫০
বাবু লক্ষী নারায়ণ রায় প্রাক্টিশনার
মোং সুরুল জেলা বিরভুম ৮ই ফালগুণ
হইতে ৪॥৹
বাবু [illegible] রায় [illegible] নেটিব
ডাক্তার মোং অমৃত বাজার ৮ই ফালগুণ
হইতে ৫
বাবু বীপিন বিহারি বসু (মোং গোয়াড়ি)
৮ই ফাল্গুন হইতে ৮
বাবু গৌর সুন্দর সিংহ (মোং বোয়ালিয়া)
৮ই ফাল্গুন হইতে ৩৶
বাবু রাজ কুমার সরকার (মোং বোয়ালিয়া)
৮ই ফাল্গুন হইতে ৩॥৹
বাবু ধরণী ধর লাহিড়ি (মোং ধনগ্রাম)
৮ই ফাল্গুন হইতে ৪৶

—॥০॥—

এই পত্রিকা যশোহর অমৃত বাজারে অমৃত প্রবাহিনী যন্ত্রে প্রতি বৃহস্পতি বারে শ্রীচন্দ্রনাথ রায় দ্বারাপ্রকাশিত হয়।

* বন্ধু শিখ দিগের সেনা পতি ও গুরু ছিলেন।

সাপ্তাহিক।

"পরাধীন কাল কুটে মরি হায় হায়।
করেছে কি আর্য্য সুতে চেনা নাহি যায়॥"

১ম খণ্ড } ২৬শে বৈশাখ বৃহস্পতিবার ১২৭৫ সাল। ৭ই মে ১৮৬৮ খৃঃ অব্দ } ১২ সংখ্যা

অমৃত বাজার পত্রিকা।

বিজ্ঞাপন।

অমৃত বাজার পত্রিকার গ্রাহক মহাশয়েরা তাঁহাদের দেয় স্ব স্ব অগ্রিম মূল্য সত্বর পাঠাইয়া দিয়া বাধিত করিবেন। যাঁহারা মূল্য প্রেরণ করিতে বিলম্ব করিবেন, তাঁহাদিগকে বেসি দিতে হইবে কলিকাতায় আমাদের পত্রিকার এজেণ্ট হেয়ার স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু হরো লাল রায় বি, এ কাশিপুরে নড়াল বাবুদিগের মোক্তার শ্রীযুক্ত বাবু উমেশ চন্দ্র ঘোষ এবং কৃষ্ণনগরে কৃষ্ণনগর ইংরাজী-বঙ্গ বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, মহাশয়গণকে নিযুক্ত করা গেল। গ্রাহক মহাশয়েরা পত্রিকার মূল্য এক আনার ষ্টাম্প সহ ইহাদের নিকট অথবা একেবারেই অমৃতবাজারপত্রিকা আফিসের তত্ত্বাবধায়কের নিকট প্রেরণ করিলে পত্রিকা পাইবেন শেষোক্ত ব্যক্তির নিকট পাঠাইলে বেসি এক আনার ষ্ট্যাম্প লাগিবেক না।

বিজ্ঞাপন।

অমৃত বাজার পত্রিকার মূল্যের নিয়ম।

		ডাকমাশুল
অগ্রিম বার্ষিক	৫ টাকা	৩ টাকা
ষাণ্মাসিক	৩	১॥০
ত্রৈমাসিক	২	৸০ আনা
প্রত্যেক সংখ্যার	।০	৵০

বিজ্ঞাপন।

এই পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্য নির্ণয়।

প্রত্যেক পংক্তির প্রতি।

প্রথম ও দ্বিতীয় এবং তৃতীয়বার	৵
চতুর্থ এবং ততোধিক বার	/১০

বিজ্ঞাপন প্রেরয়িতারা বিজ্ঞাপনের সহিত তাহা প্রকাশের মূল্য এক আনা কিম্বা অর্দ্ধ আনার ষ্ট্যাম্প টিকিট দ্বারা আমাদের যন্ত্রালয়ে প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন।

সংগীত শাস্ত্র, প্রথম ভাগ।

উল্লিখিত পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে। উহার দ্বারা নানা বিধ গীত ও বাদ্য গুরুপদেশ ভিন্ন অভ্যাস হইতে পারিবেক। উক্ত পুস্তক কলিকাতস্থ সংস্কৃত ডিপোজিটারিতে এবং কলিকাতার কলেজ ষ্ট্রীট বানার্জি এণ্ড ব্রদারসদের লাইব্রেরিতে, এবং মন্ন স্বাক্ষরকারির নিকট তত্ত্ব করিলে গ্রাহকেরা মহাশয়েরা পাইতে পারিবেন। মূল্য ।৹০ আনা, ডাকমাশুল এক আনা। কেহ নগদ ৫ টাকার ও তদধিক মূল্যের পুস্তক লইলে শত করা ১২॥০ টাকা এবং ৫০ টাকা বা তদধিক মূল্যের পুস্তক লইলে শত করা ২৫ টাকা কমিসন পাইবেন।

শ্রীনীল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য।
যশোহর অমৃত বাজার

বিজ্ঞাপন।

যাঁহারা ষ্টাম্প টিকিট দ্বারা মূল্য পাঠান তাঁহারা যেন এক অথবা আধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ না করেন।

বেয়ারিং কিম্বা ইন্‌সাফিসিয়েণ্ট পত্রাদি পাঠাইলে আমরা তাহা গ্রহণ করিব না।

যখন মফস্বল গ্রাহক মহাশয়েরা অমৃত বাজার পত্রিকার মূল্য পাঠান তখন যেন তাহা রেজেষ্টরি করিয়া পাঠান।

অমৃত বাজার পত্রিকা

২৬শে বৈশাখ। বৃহস্পতিবার।

[জাতি-ঐক্যতা।

[যিনি যেমন বংশোদ্ভূত তাহা দেখিলেই টের পাওয়া যায়। মর্য্যাদা এই জন্যে লোকের মহৎ সম্পত্তি। যাহারা ভদ্র বংশ জাত, হাজারি দুরবস্থায় পড়ুন না কেন, তাহাদের অন্তর্নিহিত মহৎ ভাব কখনই অন্তর্হিত হয় না, উপাদানের সুপ্রতুলতা অপ্রতুলতা প্রযুক্ত সতেজ কি নিস্তেজ হইতে পারে মাত্র। ভারতবর্ষীয়গণের উপর এত অত্যাচার, এত ঝড় তুফান যাইতেছে, তথাচ তাঁহাদের দেখিলেই চেনা যায় যে তাহারা শ্রেষ্ঠতম আর্য্য বংশোদ্ভূত। আর্য্য দেবের সেই বিস্তৃত ললাট, উজ্জ্বল চক্ষু, সুদৃশ্য অবয়ব ও সুঠাম, এখনো তাঁহার সন্তানগণে বিরাজ করিতেছে। তাঁহাদের আকার, প্রকার, রীতি, নীতি, সকলতাতেই তাঁহাদের বংশ মর্য্যাদার পরিচয় দেয়। তাঁহারা পূর্ব্বতন আর্য্য সন্তান গণের ন্যায় বীর্য্যবান না হন, তাঁহারা যে সিংহ শাবক তাহা যখন স্বদেশের জন্য খড়্গ হস্ত করিয়াছেন তখনই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। সিপাই যুদ্ধ ও পঞ্জাব যুদ্ধ ইহার সুন্দর উদাহরণ। তবে দীর্ঘকাল যবনাধীন থাকিয়া, তাহাদের আনিত বিলাস ভোগ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া, ভারতবর্ষীয়গণের যে অনেক ক্ষতি হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই।

ভারতবর্ষীয় গণ যত কাল অত্যাচারী পরাধীনতা কর্ত্তৃক নিষ্পীড়িত হইতেছেন, যদি অন্য কোন জাতি এত কাল এই অবস্থায় অবস্থিতি করিত, তবে তাহাদের চিহ্নও পাওয়া যাইত না। হয় জেতৃ জাতির সঙ্গে মিশাইয়া যাইত, নয় নির্ম্মূল হইত। কিন্তু আর্য্য সন্তান নির্ব্বংশ হওয়ার বস্তু নন কি আত্মাভিমান বিহীন নন। অত্যাচারে তাহাদের আন্তরিক মহত্ত্ব নিস্তেজ করিতে পারে বটে, কিন্তু বিনষ্ট করিতে কোন কালেই পারিবে না।]

হিন্দু জাতীর পরাধীনতার কারণ যাঁহারা সাহস ও বীর্য্যের অভাব বলেন তাঁহারা ভারতবর্ষীয়গণকে চেনেন না। তাহাদের বীর্য্যের, সাহসের, বুদ্ধির কি রাজকৌশলতার অভাব নাই। তাহাদের এক মহৎ অভাব--ঐক্যতা এবং ইহাই

তাহাদের সকল সর্ব্বনাশের মূল। যদি জাতি ঐক্যতা থাকিত, তবে ভারত ভূমি স্বাভাবিক যেমন পরিখা দ্বারা পরিবেষ্টিত, ভারত সন্তানগণের যেমন বীর্য্য, যেমন সাহস, তাহাতে কখনই কোন ভিন্ন জাতি এদেশে প্রবেশ করিতে পারিত না। কিন্তু এই অনৈক্যতার জন্য এতদ্দেশীয় গণের কোন দোষ নাই। যে দেশ কস্মীন কালে সম্পূর্ণ রূপে এক ছত্রাধীন হয় নাই, যে দেশে ভিন্ন২ জাতির অবস্থিত, যে দেশে ভিন্ন২ ভাষা ও ভিন্ন২ ধর্ম্ম প্রচলিত, সে দেশে সকলের মধ্যে ঐক্যতা থাকা কঠিন; ফল কঠিন বই অসম্ভব নয়।

ভারতবর্ষীয় গণ হৃদয় শূন্য নন; পূর্ব্বে ঐক্যতা হওয়ার যে সমুদয় প্রতি বন্ধক ছিল, তাহাও এখন অনেক গিয়াছে; এখন সকলেরই এক দশা, আবার পরাধীনতাতে সকলকে ঐক্যতা কত প্রয়োজনীয় বস্তু তাহার শিক্ষা উত্তম রূপ দিয়াছে, অতএব এখন যত্ন করিলে আমাদের এই সর্ব্বদেশে অভাবটী দূরিভূত হওয়ার সম্ভব। যদি কোন দেশ হিতৈষী, ব্রাহ্ম গণের ন্যায়, ভারতের সর্ব্বত্র ভ্রাতৃভাব উদ্দীপনের জন্য ভ্রমণ করেন তবে বোধ হয় তিনি অনায়াসে কৃত কার্য্য হইতে পারেন। যান না, প্রতিনিধি সভার উদ্যোগী কোন দেশহিতৈষী এদেশের সর্ব্বত্র ভ্রাতৃভাব যাজন করিয়া বেড়ান গিয়া। আমাদের মধ্যে যখন যিনি ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়াছেন তিনিই আসিয়া বলিয়াছেন যে সর্ব্বত্রই তিনি সহৃদয়ে গৃহীত হইয়াছেন, প্রীতির অভাব কোথাও দেখেন নাই।

কিন্তু এই রূপে প্রীতি যাজন দ্বারা সকলের পরস্পর ভাল বাসা জন্মাইতে পারে মাত্র, এবং ভাল বাসা আর ঐক্যতা ঠিক এক নয়। ভালবাসা ঐক্যতার ঘটক মাত্র। জাতি ঐক্যতার সংস্থাপন করিতে গেলে একটী এমন উদ্দেশ্য আবশ্যক করে যে খানে সকলের স্বার্থ সমান রূপে সম্মিলিত হয়। এবং আমাদের মধ্যে এমন কি আছে যেখানে গিয়া সকলে মিসতে পারে! আমাদের ধর্ম্ম পৃথক পৃথক, ভাষা পৃথক২; আহার ব্যবহারের রীতি ও পৃথক, এমন কি আমোদ আহ্লাদ করিবার পদ্ধতি পর্য্যন্ত এক রূপ নয়। তবে কোথা গিয়া সকলের স্বার্থ সম্মিলিত হইবে? কেহ২ বলেন ইংরাজ প্রতি ঘৃণা বিষয়ে সকলে এক মত হইতে পারেন-এমত কি ইহাতে হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি সকল জাতিতে ঐক্য হইবে; কিন্তু এটী কি কর্ত্তব্য? কোন জাতিকে ঘৃণা করা নীচত্বের কার্য্য, বিশেষতঃ ইংরাজ গণের উপর যদি আমাদের কোন রূপ মনের ভাব থাকা উচিত হয় তবে সে কৃতজ্ঞতা ও ভাল বাসা। সে যাহা হউক, এতদ্দেশীয় গণের সম্মিলিত হইবার এক মহদুদ্দেশ্য আছে এবং যেখানে বোধ করি সকলের স্বার্থ থাকিতে পারে। সেটি ভারত ভূমিকে দাসত্ব শৃঙ্খল হইতে উন্মোচন করা। ইহাতে সুদ্ধ হিন্দুরা কেন, পৃথিবীর সকল মহৎ জাতিই সম্মিলিত হইতে পারেন। হিন্দু জাতির ন্যায় মহৎ একটী জাতি স্বাধীন হইবে, ইহাতে কাহার না আন্তরিক আনন্দ হইবে! ইংরাজ গণ আমাদিগকে এই রত্ন উপভোগের যোগ্য করিবার জন্য এত যত্ন পাইতেছেন। এদেশে থেকে, স্বদেশে অবস্থিতি করিয়া, ক্রমে আমাদিগকে সভ্যতার সোপানে তুলিবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহারা যদি দেখেন যে আমরা স্বদেশকে স্বাধীন করিবার জন্য যত্নশীল হইতেছি তাহা হইলে তাঁহারাও আনন্দে নৃত্য করিবেন। ফল কি উদ্যোগে দেশকে স্বাধীন করা যাইতে পারে?

এদেশে প্রতিনিধি সভা সংস্থাপনের কথা হইতেছে। উদ্যোগটী মন্দ নয়, বোধ করি যদি সমুদয় ভারতবর্ষীয় গণ ইহার মর্ম্ম সুন্দর রূপে অবগত হন তবে সকলে এক তানে "জয় জয় ভারতেরই জয়,, বলিয়া উঠিতে পারেন।

—:o o:—

সর্পাঘাত।

মান্দ্রাজের ডাক্তার সর্ট উপযুক্ত সর্পৌষধ আবিষ্কার করিবার নিমিত্ত অনেক যত্ন করিয়াছেন কিন্তু কোন ক্রমেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। এই রূপ চেষ্টাতে লাভ কিছু হইয়াছে কি না বলিতে পারি না, কিন্তু একটু অনিষ্ট হইয়াছে। এক্ষণে সর্পৌষধ মাত্রে লোকের অবিশ্বাস জন্মিয়া গিয়াছে।

কোন রোগের অব্যর্থ ঔষধ অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই, সেখানে সর্প বিষের অব্যর্থ ঔষধ যে পাওয়া যাইবে তাহা ভরসা করা যাইতে পারে না। বিশেষতঃ বিষাক্ত সর্প নানা জাতিতে বিভক্ত। ভিন্ন ভিন্ন জাতি সর্পের দংশনে ভিন্ন২ লক্ষণ প্রত্যক্ষীভূত হয়। এমত স্থলে এক ঔষধে যে সমুদায় সর্প বিষের বিষত্ব হরণ করিবে তাহাও বোধ হয় না। যাহা হউক আমরা এক প্রকার সর্প চিকিৎসার বিবরণ নিম্নে লিখিতেছি, উহা অব্যর্থ বলিতে সাহস হয় না, কিন্তু ইহা বলিতে পারি, এ ভূমণ্ডলে যদি কোন২ অব্যর্থ ঔষধ থাকে তাহার মধ্যে নিম্ন লিখিত সর্প চিকিৎসাও একটী।

এদেশে মাল বৈদ্য নামক এক জাতি আছে, তাহারা সাপ খেলাইয়া থাকে ও সর্প বিষের চিকিৎসাও করিয়া থাকে। তাহারা এরূপ চমৎকার চিকিৎসক যে তাহাদের হস্তে রোগী প্রায় মরে না। সাপ ধরা তাহাদের ব্যবসায়, সুতরাং সর্পে তাহাদিগকে সচরাচর দংশন করিয়া থাকে কিন্তু তাহারা উহা লক্ষও করে না। দুই বৎসর গত হইল ইহার নিকট কোন স্থানে ষোড়শ বয়স্ক একটী মাল বৈদ্য বালক সর্প ধরিতে গিয়া সর্পাঘাতে প্রাণ ত্যাগ করে। তাহার কিছু কাল পরেই এক জন মাল বৈদ্যের সহিত আমাদিগের সাক্ষাৎ হওয়াতে সে আমাকে বলিয়াছিল যে "মহাশয়, সেটী বালক, ভাল করিয়া শিখে নাই, সাপ ধরিতে গিয়া আমাদের কখন যা হয় নাই সেই অখ্যাতি করিয়াছে। আমাদের কোন পুরুষে কখন কেহ সর্পাঘাতে মরে নাই। যদি আমরা খবর পাইতাম তবে কি মরে,, ইহারা দম্ভ করিয়া সর্পকে "[illegible],, বলিয়া উক্তি করে।

যদি ডাক্তর সর্ট সাহেব ভাটী, আর সেওড়ার পশ্চিম দিকের শিকড় তল্লাস না করিয়া ইহাদিগের চিকিৎসা প্রণালী পরীক্ষা করিতেন তবে বোধ হয় তিনি আশাতিরিক্ত ফল পাইতেন। যাহা হউক আমরা তাঁহার সেই অভাবটী পূরণ করিবার চেষ্টা করিতেছি। আমরা অনেক দিন যাবৎ মাল বৈদ্যদের সহিত সৌহৃদ্য ভাব স্থাপন করিয়া তাহাদের চিকিৎসার নিগূঢ় সমুদায় অবগত হইয়াছি। এই চিকিৎসা যে চমৎকার তাহা বোধ হয় এই বিবরণ পাঠ করিলেই অনেকের মনে বিশ্বাস জন্মিতে পারে, আর আমরা অনুরোধ করি যে এই বিবরণটী কি ইহার সার মর্ম্ম উদ্ধৃত করিয়া অন্যান্য পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়েরা প্রকাশ করেন।

মাল বৈদ্যরা সর্প জাতিকে ৪ ভাগে বিভক্ত করে। ও "চৌসাপা,, শব্দের দ্বারা সমুদায় সর্প জাতিকে ব্যক্ত করে। এতদ্দেশে নূতন এক জাতি সর্প আসিয়াছে, ও ইহাদের বিষ অত্যন্ত সাংঘাতিক। মাল বৈদ্যরা ইহাকে চৌসাপার বাহির বলে, ও ইহার নাম কানড় জাতি। চৌসাপার মধ্যে সর্ব্ব প্রধান গোক্ষুর জাতি। ইহাদের বিষ এরূপ সতেজ যে অনেক সময় দষ্ট ব্যক্তি চক্ষের নিমিষের মধ্যে প্রাণ ত্যাগ করে। তাহার নিকট গোক্ষুর জাতির মধ্যে এই কয় প্রকার সর্পের উল্লেখ করিতে শুনিয়াছি ১গোক্ষুর (*Naja*) ও ইহাদের অন্তর্গত কেউটা।

রে জাতি প্রভৃতি। ২ শঙ্কর চুর (Hamadryas anna) ওইহার অন্তর্গত বঙ্করাজ (Bungarus annularis) পাতরাজ, দুধরাজ, মনিচুর প্রভৃতি। ইহাদের সকলেরি কথা আছে। গোক্ষুর জাতি চারি হস্তের অধিক লম্বা হয়না, কিন্তু শঙ্কর চুর জাতি ৬। ৭ হস্ত লম্বা দেখা গিয়া থাকে। আবার শঙ্কর চুর জাতির ফণা তত বিস্তৃত নয়; ও কিছু লম্বা, মাড়ির দন্ত বিষ দন্তের পশ্চাদ্দিকে ও স্কন্ধের অস্থি সমুদায় এরূপ সন্নিবেসিত যে তাহারা অবলীলা ক্রমে চারিদিকে মস্তক ফিরাইতে পারে। এই নিমিত্ত শঙ্কর চুর জাতি ধরিতে বড় সতর্কতা চাই। গোক্ষুরার গলা ধরিলে আর দংশন করিতে পারেনা, কিন্তু শংকর চুর জাতির গলা ধরিলে ফণা বক্র করিয়া দংশন করিতে পারে। আবার মাল বৈদ্যদের মতে গোক্ষুর জাতি অপেক্ষা শংকর চুর জাতির বিষ অধিক তেজস্কর, এই নিমিত্ত গোক্ষুর যদিও যে সেই ধরিতে পারে কিন্তু শঙ্কর চুর ধরিতে তিন ব্যক্তি আবশ্যাক করে। সৌভাগ্যের মধ্যে শেষোক্ত জাতীয় সর্প এতদ্দেশে প্রায় নাই। সুন্দর বনেই থাকে। ক্রমশঃ

—:০:০:—

বিশ্ব বিদ্যালয়ের পরীক্ষা স্থান।

ইতঃপূর্ব্বে প্রতিজিলায় প্রবেশিকা পরীক্ষার স্থান নির্দ্দিষ্টছিল। কিন্তু কয়েক বৎসর হইল, বিদ্যাধ্যাপনের কর্ত্তৃপক্ষেরা সমগ্র বঙ্গদেশকে কলিকাতা, হুগলি, কৃষ্ণ নগর, বহরমপুর, এবং ঢাকা এই পাঁচটি সার্কলে বিভক্ত করিয়া তত্তৎ স্থানীয় কলেজে পরীক্ষা স্থান করিয়াছেন। এরূপ নিয়মের গূঢ়কারণ আমরা কিছুই বুঝিতে পারিনা। যদি ডাক ঘরে প্রশ্নচুরি এবং পরীক্ষা স্থানে উপযুক্ত রক্ষক অপ্রাপ্তির আপত্তি হেতু এই নিয়মের সৃষ্টি হইয়াথাকে তবে এ আপত্তি গুলি কোন কায্যকর ও বলবৎ নহে। ডাক ঘর ও রক্ষক বিষয়ে প্রেসিডেন্সিতে যত গোল হয়, তদ্রূপ আর কোথাও হইবার কথা এপর্য্যন্ত শুনা যায় নাই। জিলার পোষ্ট আপিসে যে সকল কর্ম্ম চারিরা থাকেন, অত বড় অন্যায় কাজ করিতে তাঁহার দিগের সাহস হয় না। বিশেষতঃ সতর্কতা পূর্ব্বক সমুদয় প্রশ্নগুলি পাঠাইলে কোন অসুবিধা এবং গোলের সম্ভব নাই। এবং সাধারণের প্রতি ততদূর অনাস্থা থাকিলে প্রত্যেক স্থানে পরীক্ষককে স্বয়ং উপস্থিত থাকিতে হয়।

রক্ষক বিষয়ে কোন গোলেরই সম্ভব নাই। স্থানীয় মেম্বর এবং শিক্ষকগণ যে সকলেই কুলোক এরূপ কেহই বলিতে পারিবেননা। কর্ত্তৃপক্ষ যদি এরূপ সন্দেহ করিয়া প্রাগুক্ত নিয়ম করিয়া থাকেন তবে তাঁহার দিগের নিতান্ত ভ্রম হইয়াছে। স্কুলের ফল উত্তম হইবে বলিয়া তাদৃশ অন্যায় কার্য্য শিক্ষক এবং সম্ভ্রান্ত লোকে কি করিতে পারেন যদি তাঁহার দিগের প্রতি এরূপ সন্দেহ হয়, তবে আমরা এই কথা ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না, যে কলেজস্থ রক্ষক দিগের প্রতি তদ্রূপ সন্দেহ কেন নাহয়? তাঁহারাও কি স্থানীয় ভদ্র লোকের ন্যায় এই পৃথিবীর লোক নহেন? বাঙ্গালী শিক্ষক কি মেম্বরের প্রতি যদি একান্তই বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারা যায়, তবে ইংরেজ হাকিমদিগের প্রতি অন্ততঃ রক্ষণাবেক্ষণের ভার প্রদত্ত হোক। কিন্তু কালেজে পরীক্ষা স্থান নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় অনেক অসুবিধা আছে।

প্রথমতঃ যে সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা গ্রহণ হইয়া থাকে, বৎসরের মধ্যে সেই ঋতুটিই স্বাস্থ্য বিষয়ে অত্যন্ত নিকৃষ্ট, তাহাতে আবার ছাত্রদিগের পরীক্ষার নিমিত্ত অপরিমিত পরিশ্রম হেতু, অধিকাংশ ছাত্রেই পীড়িত হইয়া পড়ে। তাদৃশ অপটু শরিরে পথ ক্লেশ কত দূর ভয়ানক তাহা কিঞ্চিৎ চিন্তা করিলেই উপলব্ধ হইতে পারে।

দ্বিতিয়তঃ ছাত্রদিগের গমনাগমনের কষ্ট ও অর্থব্যয়। ছাত্রের মধ্যে অনেকেই দরিদ্র সুতরাং ইহাতে অনেকেরই ভারিকষ্টে পড়িতে হয়।

তৃতীয়তঃ পরীক্ষাস্থানে প্রায় ছাত্রের পরিচিত বাসা নাই। অতি কষ্টে "নবাব বাড়ীর বেগুণের দরে" একখানি কদর্য্য গৃহ ভাড়া করিতে হয়। তাহাতে সময় ক্ষয়, অর্থক্ষয় অথচ কদর্য্য স্থানে বাস।

চতুর্থতঃ অধ্যয়নের ভয়ানক ক্ষতি। পরীক্ষার পূর্ব্বে এক ২ দিন যে পর্য্যন্ত পড়া হয় পূর্ব্বে এক মাসেও ততদূর হয় না। কিন্তু স্থানান্তরে যাইতে হইবে বলিয়া পরীক্ষার অনতি পূর্ব্বে প্রায় ১০। ১২ দিন কিছুই পড়া হয় না।

যে কয়েকটী অসুবিধার কথা আমরা উপরে উল্লেখ করিলাম তদ্ব্যতীত আর অনেক অসুবিধা হইয়া থাকে তাহা বলা বাহুল্য। যাহোক আমরা নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট প্রার্থনা করি যে জিলাস্কুলে পরীক্ষা দানের নিয়ম হোক। মফস্বলে যে সকল স্কুল আছে তাহার ছাত্রেরা জিলাতে আসিয়া পরীক্ষা প্রদান করিতে অবশ্যই স্বীকৃত হইবেন।

বিধবা বিবাহ।

বিদ্যাসাগর মহাশয় [illegible] বুঝি এত দিন পরে আন্দোলিত [illegible] করিতে চলিল, বিধবার [illegible] বুঝি অবসান হইল। [illegible] হিন্দু সমাজকে আর [illegible] হিন্দু ধর্ম্মের কঠোর ভাবে [illegible] পতিহীনা রমণীদিগের সুপ্রভাত উপস্থিত। ফল পাঠক গণ, নিম্নে যে বিষয়টি আমরা লিখিতেছি, ইহা যে হিন্দু সমাজে আশ্রয় পাইবে, তাহা এক কাল অসম্ভব বলিয়া আমাদের বোধ ছিল। সকল হিন্দু মহাশয়েরা যদি এইরূপ শাস্ত্রের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করেন, তবে উপরে যে উক্ত ... বাক্য গুলি আমরা প্রয়োগ করিলাম, তাহা অত্যুক্তি বলিয়া বোধ হইবে না।

অমৃত বাজারের নিকটবর্ত্তী গঙ্গানন্দপুর নামক একটি গ্রাম আছে। যশোহর জেলার মধ্যে এটি গণ্ড গ্রাম বলিয়া গণনীয়। এখানে ভদ্র বংশোদ্ভূত প্রায় ৪০০ কায়স্থ ব্রাহ্মণ বাস করেন। ইহাদিগের সমাজ অতি বিস্তীর্ণ। এই গ্রাম বাসী কোন ভদ্র ব্রাহ্মণ কুলীন বংশীয় একটি বালিকাকে বিবাহ করেন। বালিকাটির দ্বিতীয় সংস্কারের সময় প্রকাশ পাইল যে পূর্ব্বে তাহার আর এক বিবাহ হয়। ইহাতে গ্রামস্থ মানিক ভদ্র লোক তাহাকে এক ঘরিয়া করেন, এবং পুনর্ব্বিবাহ সময় দেশাচার অনুযায়ী যে সমুদায় সামাজিক কার্য্য করিতে হয় তাহা কাজেই ব্রাহ্মণের রহিত হইল। দায়গ্রস্ত ব্রাহ্মণ এই বিপদ্ সময় উক্ত গ্রাম বাসী শ্রীযুক্ত প্রাণ হরি দত্ত মহাশয়ের শরণাপন্ন হন। ইনি এক জন অতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। [illegible] বাবু গঙ্গানন্দপুর বাসী মহামান্য পণ্ডিত [illegible] ভৈরব চন্দ্র চূড়ামণি মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে [illegible] বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, যে উক্ত ব্রাহ্মণ যখন ঐ বিধবা স্ত্রীটি বিবাহ করেন তখন সে ঋতুমতী হয় নাই, এমত [illegible] তাহার উদ্বাহ শাস্ত্রসম্মত হইয়াছে কি না! চূড়ামণি মহাশয় বলিলেন যে পরাশর মুনির মত যদি গ্রাহ্য করা যায় তবে এই পরিণয় শাস্ত্র বহির্ভূত কখনই [illegible] পারেনা এবং তিনি সেই সকল মুনির মত উদ্ধৃত করিয়া যে ব্যবস্থা দেন তাহা নিম্নে প্রকটিত হইল। [illegible] তিনি বলিলেন যে এব্যক্তি [illegible] হই বার কোন কার্য্যই করেন নাই, অধ্যাপক দত্ত এই বিধির উপর [illegible] করিয়া গ্রামস্থ ভদ্রলোক তাহাকে বিনা দন্দুরে পুনরায় সমাজে তুলিয়া লইয়াছেন এবং

চতুর্পার্শ্বস্থ গ্রামবাসীরাও তাহার সহিত আচার ব্যবহার করিতেছেন। হিন্দু সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা বিবেচনা করিতে গেলে, এটি কম আশ্চর্য্য কাণ্ড বলিয়া বোধ হয়না, বিশেষতঃ গঙ্গানন্দ পুর, যেখানে ইংরেজি সভ্যতার ফুলিঙ্গ মাত্র অদ্যাবধি প্রবেশ করে নাই সেখানে এইরূপ একটি ঘটনা সংঘটিত হইবে ইহা দেখিলেও প্রত্যয় করা দুর্ঘট। অন্যান্য হিন্দু মহাশয়েরা যদি গঙ্গানন্দ পুর বাসীদিগের অনুসরণ করিয়া চলেন, তবে বৈধব্য রূপ দুঃসহ যন্ত্রণা যে অচিরাৎ হিন্দু সমাজ হইতে নির্ব্বাসিত হইবে, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন।

চন্দ্রামণি মহাশয় বিধবা বিবাহের পক্ষ সমর্থনার্থে যে বচন গুলি উদ্ধৃত করেন তাহা এই:

অক্ষত যোনা বিধবায়াং স্ত্রীবাদি পতিকায়াঃ পুনর্ব্বিবাহ সংস্কারঃ শাস্ত্র সিদ্ধঃকিম্বা ইতি জিজ্ঞাসায়াং কশ্চদ্বয়হমতি। আসাং পুনর্ব্বিবাহাখ্য সংস্কারঃ শাস্ত্র সিদ্ধ এবেতি। অপোত্তর আসাংহি সাচেদক্ষত যোনিঃ স্যাৎ গত প্রত্যাগতাপিবা পৌনর্ভবেন ভর্ত্রা সা পুনঃ সংস্কার মর্হতীতি মনু বচনং। তথা পাণি গ্রহেতুতে বালা কেবলং মন্ত্র সংস্কৃতা। সাচেদক্ষত যোনিঃ স্যাৎ পুনঃ সংস্কার মর্হতীতি বশিষ্ট বচনং। তথা উদ্বাহিতাপি সা কন্যা নচেৎ সম্প্রাপ্ত মৈথুনা। পুনঃ সংস্কার মর্হতি যথা কন্যা তথৈব সা ইতি নির্ণয় সিন্ধু ধৃত নাম বচনং। তথাচ নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবেচ পতিতে পতৌ। পঞ্চস্বাপৎসু নারীনাং পতিরন্যো বিধীয়তে ইতি পরাশর বচনং।

—১০ঃ—

আমরা নেটিব ডাক্তারের বেতন বৃদ্ধি সম্বন্ধে এক খানি পত্র পাইয়াছি তাহা যথা স্থানে সন্নিবেশিত হইল। নেটিব ডাক্তার গণ যে এ দেশের কত উপকারী এবং তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই যে সুখ, সচ্ছন্দতা, ও প্রাণ আশা পর্য্যন্ত, পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করেন, তাহা এখন সকলি এক রূপ স্বীকার করিয়া থাকেন। কল দেশে যেরূপ পীড়ার প্রাচুর্ভাব, তাহাতে এই শ্রেণীস্থ রাজ কর্ম্মচারী যে অনেক সময় আমাদের প্রকৃত বন্ধুর ন্যায় কার্য্য করেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই, কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে আমাদের গবর্ণমেণ্ট ইহাদের প্রকৃত গুণ গ্রহণ করেন না। ইহাদিগকে অল্প বেতন দিয়া নিরুৎসাহ করাতে সুদ্ধ তাহাদের ক্ষতি করিতেছেন এমন নয়, দেশেরও অনেক ক্ষতি। ইহারা আমাদের এক রূপ জীবন রক্ষক। গবর্ণমেণ্ট যদি উক্ত বেতন দিয়া ইহাদিগকে স্বকার্য্যে আরো অধিক মনো যোগী করান, তবে আমাদের প্রকৃত উপকার হয়। বিশেষ এত পরিশ্রম করিয়া, তিন বৎসর বিদ্যাভ্যাস করিয়া, আপনার প্রাণ পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া, মাসে ২০। ২৫ টাকা উপার্জ্জন করায় তাহাদের যথাযোগ্য লভ্য হয় না। আমাদের দেশ এখনও ডাক্তারকে বি ক্রটি দিতে শিখে নাই, যখন দেশের তেমন অবস্থা হয়, তখন ইহাদিগকে অল্প বেতন দিলে নিতান্ত অন্যায় হইবে না।

—০১—

গৌর নগরস্থ ব্রাহ্মেরা হিন্দু দিগের দ্বর্কৃক নিপীড়িত হইয়া স্বধর্ম রক্ষার্থ যে রূপ সৎসাহস প্রদর্শন করিতেছেন তাহা শুনিয়া আমরা অতিশয় প্রীতি লাভ করিলাম। হিন্দু মহাশয়েরা ইহাদিগকে হিন্দু সমাজচ্যুত করিতে উদ্যত হইয়াছেন কিন্তু তাঁহারা তাহাতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত আছেন। কল যখন শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাস চন্দ্র মিত্র এই ব্রাহ্মদিগের অধ্যক্ষ, তখন যে তাঁহারা হিন্দু সমাজের ভ্রূকুটিকে তুচ্ছ জ্ঞান করিবেন, তাহা বলা বাহুল্য সাধারণে কৈলাস বাবু তত প্রসিদ্ধ না থাকিতে পারেন, কিন্তু ইঁহার বন্ধু বর্গ মধ্যে ইনি পরম ধার্ম্মিক বলিয়া জানিত। ইঁহার উৎসাহে গৌর নগরে ইংবিদ্যালয়, যুবতী বিদ্যালয়, বালিকা বিদ্যালয়, রজনী বিদ্যালয়, দাতব্য চিকিৎসালয় প্রভৃতি স্থাপিত হয় এবং যাহাতে উক্ত গ্রামটি উন্নতাবস্থাপন্ন হয়, ইহাই তাঁর আন্তরিক যত্ন। যশোহরস্থ এবং বিদেশীয় ব্রাহ্ম দিগকে আমরা অনুরোধ করি, যে তাঁহারা এই মহৎ-পথ-প্রদর্শক ব্রাহ্ম দিগকে যথোচিত উৎসাহ প্রদান করেন। আমরা তাহাদের সৎসাহসকে ধন্যবাদ দেই এবং ঈশ্বর সমীপে আন্তরিক প্রার্থনা করি, যে তাহারা এই পরীক্ষার সময় বিবেকাধীন থাকিয়া কার্য্য করিতে সক্ষম হন।

হিন্দু এবং ব্রাহ্মে যখন এত প্রভেদ, তখন উভয় সম্প্রদায়ী স্বতন্ত্র ভাবে অবস্থিতি করেন ইহা প্রার্থনীয়। কিন্তু গৌর নগর এবং তন্নিকটস্থ হিন্দু মহাশয়দের একটি অবিচারের কথা শুনিয়া আমরা দুঃখিত হইলাম। তাহারা নাকি ব্রাহ্ম দিগের হিন্দু আত্মীয় স্বজনকে সমাজচ্যুত করিতে মনস্থ করিয়াছেন। এটি যদি সত্য হয় তবে ইহাতে হিন্দু মহাশয় দিগের প্রকৃত লঘুচিত্ততা প্রকাশ পাইবে। তাহারা যেন ইহা ই বিবেচনা করিয়া কার্য্য করেন।

—০১০—

বোম্বাই হইতে গত বৃহস্পতি বারের টেলিগ্রামে জানা গিয়াছে, যে আবিসিনিয়ার যুদ্ধ শেষ হইয়াছে। ইংরাজেরা জয় লাভ করিয়াছেন এবং থিওডোরাস হত হইয়াছেন। থিওডোরের নিকট ৬১ জন বন্দী ছিলেন, তাহাদিগকে মুক্ত করা হইয়াছে। থিওডোর যুদ্ধ-ক্ষেত্রে যে রূপ বীরত্ব দেখাইয়াছেন, তাহা শুনিয়া আমরা চমৎকৃত হইলাম। পুরা কালের হিন্দু কি গ্রীক দিগের মধ্যে ইঁহার সদৃশ ব্যক্তি দেবতা বলিয়া পুজিত হইতেন।

৬ই এপ্রেল সর রবর্ট নেপিয়ার মাগদালায় উপস্থিত হন এবং ৯ই তারিখে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। ভয়ানক সংগ্রামের পর থিওডোর পরাস্ত হন। তাঁহার ৫০০ সৈন্য হত ও ১৫০০ আহত হয়। ইংরাজ দিগের পক্ষে নাকি ১৫ জন সৈনিক মাত্র আহত হইয়াছে। থিওডোর ইহাতে কিঞ্চিন্মাত্র ভীত না হইয়া মাগদালায়ের গড় রক্ষার্থে প্রবৃত্ত হইলেন। সার রবার্ট নেপিয়ার তাঁহাকে আত্ম সমর্পণ করিতে বলিলেন কিন্তু তিনি তাহাতে কর্ণপাত না দেওয়ায়, তিনি কামান ও গোলাদ্বারা দুর্গ ভেদ করেন। থিওডোর বীরের ন্যায় একটি দ্বার রক্ষা করিতেং হত হইয়াছেন।

—১০,০১—

কাঁঠাল গাছ লইয়া একটি দরিদ্র বৃদ্ধার উপর অতিশয় অত্যাচার হইয়াছে এতৎ সম্বন্ধে যশোহরস্থ কোন ব্যক্তি আমাদিগকে এক খানি পত্র লিখিয়াছেন। পত্র প্রেরকের প্রকৃত নাম না পাইলে আমরা তাঁহার পত্র মুদ্রিত করিতে পারি না।

—১০১০—

বিজ্ঞাপন।

গ্রীষ্মাবকাশের সময় অনেকে স্থানান্তর যাইতে পারেন। তাঁহাদিগের পত্রিকা কোন্ ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে লিখিয়া বাধিত করিবেন।

—০১০—

সংবাদাবলী।

নিম্নোক্ত ঘটনাটি আমাদের কোন বিশ্বস্ত বন্ধুর নিকট হইতে প্রাপ্ত।

"মহাশয়, একটী আশ্চর্য্য ও বিস্ময় কর ঘটনা আপনাকে উপহার দিতেছি। বাবা লোকনাথ গঙ্গার মহীপতী কোন গ্রামে ১০ই চৈত্র একটী মর্কটে বল পূর্ব্বক একটী ১৪।১৫ বৎসরা বালার সতীত্ব নষ্ট করিয়াছে। শুনিতে পাই আর একটী

টাঙ্গার অরুণোদয় বলেন তথায় কোন স্ত্রী লোকে এককালে দুইটী সন্তান প্রসব করে, তন্মধ্যে একটী মস্তক হীন। দুইটী সন্তানেরই মৃত্যু হইয়াছে।

আমাদের ফরিদ পুরের সংবাদ দাতা লিখেন

১। দেব দত্ত তেওয়ারি নামক জনৈক হেড কনষ্টেবল শাঁমা নাম্নী পেসাকরের গৃহে প্রবেশ করে, কিন্তু কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে কৃতকার্য্য না হওয়ায় রাগান্ধ হইয়া তাহার গাত্র হইতে ন্যূনাধিক ৪০ টাকা মূল্যের কয়েক খানা অলঙ্কার জোর পূর্ব্বক অপহরণ করতঃ পলায়ন পর হয়। এদিকে বেশ্যাটি থানায় দৌড়িয়া গিয়া সাবইন্‌স্পেক্টরের নিকট সমুদায় কথা বলিল, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় তিনি তাহার কথায় কর্ণপাতও করিলেন না। বেচারি কি করে, অগত্যা ইন্‌স্পেক্টর আনন্দ বাবুর পা জড়াইয়া ধরে এবং তাঁহার আদেশানুসারে ৩৫ পর দিবস ইহার এজাহার লওয়া হয়। এবং আমাদের গুণের নিধি সবইন্‌স্পেক্টর দলবল সহ আসামির বাটি তল্লাস করিতে যান এবং নিষ্ফলতায় এক লম্বা চৌড়া রিপোর্ট দেন। যখন "কাকের মাংস কাকে খায় না" তখন সবইন্‌স্পেক্টর হেড কনষ্টেবলের দোষ উল্লেখ না করে ভালই করেছিলেন। কিন্তু আমাদের সুচতুর মেজিষ্ট্রেটের চোকে ধুলা দেওয়া তার মত পেট মোটা হোঁৎকারামের অসাধ্য। পার্কর সাহেব তত্বং করিয়া অনুসন্ধান পূর্ব্বক আসামীর নিকট হইতে এক শত টাকার জামিন এবং ফৈরাদি ও সাক্ষি গণের ৫০ টাকা পরিমাণের মুচল্কা লইয়াছেন, বোধ হয় ঐ মকদ্দমাকে দাওরায় সোপর্দ্দ করিবেন। বিচারে যাহা হয় পরে লিখিব।

২। কয়েক বৎসরাবধি প্রতি জানুয়ারি মাসের প্রারম্ভেই ফরিদ পুরে একটি কৃষি প্রদর্শনী মেলা হইয়া থাকে। বিগত মেলায় স্থানীয় চাঁদা ৫০০ টাকা এবং গবর্ণমেন্টের প্রদত্ত ৫০০, সাকুল্য ১০০০ টাকা ব্যয়িত হয়। ইতি মধ্যে আমাদের কমিসনার সাহেব অত্রত্য কালেক্টরের নিকট উক্ত অর্থ সম্বন্ধীয় একটি হিসাব চাহিয়া পাঠান। তদুত্তরে কালেক্টর সাহেব লিখিয়াছেন, যে মেলার সময় তিনি এখানে উপস্থিত ছিলেন না, সুতরাং মেলা সম্বন্ধীয় হিসাব সুচারু রূপে রক্ষিত হয় নাই। সম্পাদক হিসাব দিয়াছেন, তদৃষ্টে জানা যায় যে অধিকাংশ টাকা নৃত্য গীতেই ব্যয় হইয়াছে, এবং কতিপয় গবর্ণমেন্ট কর্ম্মচারি প্রচুর পরিমাণে পারিতোষিক পাইয়াছেন। আজ কাল তেলা মাথা ফেলে কে রুক্ষ মাথায় তেল ঢালে? ফল আমরা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিতেছি, যে নৃত্য গীতাদীতে যে টাকা খরচ হয় তাহাতে মেলার উদ্দেশ্য সাধনোপযোগী অনেক কার্য্য হইতে পারে। উক্ত গবর্ণমেন্ট কর্ম্মচারি দিগের পরিবর্ত্তে টাকা গুলি কৃষক দিগকে দিলে অধিক তর ফল লাভের সম্ভাবনা।

৩। ইতি মধ্যে মাতলা খালী গ্রামের জনৈক মুসলমান বৃষ্ণার বজ্রাঘাতে মৃত্যু হইয়াছে।

৪। বাগিয়া ঝিনাই দাহ গ্রামে ঈশ্বর চন্দ্র দাস নামক এক ব্যক্তির সর্পাঘাতে প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে।

—১০,০২—

অধ্যাত্মবিজ্ঞান।

এইস্তম্ভে কৃষ্ণ নগরস্থ বঃ—স্বাক্ষর কারী পত্রপ্রেরকের সম্পূর্ণ নাম তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়। তারাপদ বাবু বি, এ, পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র। ইহাঁর মন অত্যন্ত উন্নত। ইহাঁর বুদ্ধি-বৃত্তি এবং ধর্ম্ম প্রবৃত্তি উভয়েরই উত্তম রূপ উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে, অতএব ইহাঁর লিখিত ঘটনা গুলির যে বিশেষ গুরুত্ব আছে তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। অধ্যাত্ম বিজ্ঞানকে ইনি প্রথমে বিদ্রূপ করিতেন কিন্তু এক্ষণ ইহাতে ইহার গাঢ় ভক্তি; এবং পূর্ব্বে এই ঐশ্বরিক সত্য লইয়া বিদ্রূপ করিতেন, তাহা স্মরণ করিয়া তিনি অনুতাপ করিয়া থাকেন।

সকলে চক্রে উপবিষ্ট। আমি আত্মাধিকৃত হইলে আমার হস্তদ্বারা একটি বিষয় লিখিত হয়। যথার্থই আমাদ্বারা লিখিত হইল কিনা জানিবার জন্য, কাগজ ঢাকিয়া আমরা মিডিয়ম আশুবাবুকে (যিনি আমাহইতে কিছু দূরে চক্ষু মুদিত করিয়া বসিয়াছিলেন) আমার হস্ত লিখিত কথা গুলি বলিতে অনুরোধ করি। তিনি কথায় কথায় সব বলিয়া দেন। সে দিবস এইরূপ প্রায় ১৯।২০ বার ঘটিয়া ছিল।

মিডিয়ম প্রসন্ন বাবু দ্বারা একটি বিশেষ উপদেশ বাক্য লিখিত হয়। তিনি ইহা কল্পনার কার্য্য হইতে পারে ভাবিয়া কাগজখানি লুক্কায়িত রাখেন এবং যে আত্মা আমাকে অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহাকে সেই কথা গুলি লিখিতে অনুরোধ করেন। আমার হস্ত দ্বারা প্রসন্ন বাবুর লিখিত কথা গুলি পর্য্যন্ত লেখা হয়। এই সময়ে আমি অজ্ঞানাবস্থায় ছিলাম।

চক্রের ঘরে টেবিলের উপর শব্দ হয় এবং বাসাস্থ লোকেরা মধ্যে২ শুনিতে পান, এই কথা শুনিয়া আমি এক দিন সেই ঘরে শয়ন করি। শয়ন করিবার পূর্ব্বে আহারের সময় আমরা টেবিলের উপর শব্দ হইতে শুনিয়াছিলাম। শয়ন করিয়া আছি, নিদ্রা আসিয়াছে, হঠাৎ খস্ খস্ শব্দ শুনিয়া আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। চেতন হইয়া ঐরূপ শব্দ শুনিতে লাগিলাম, বোধ হইল যেন ভাঙ্গা পাখা দ্বারা দেওয়ালের উপর কে শব্দ করিতেছে। ঐ ঘরে একখানি ভাঙ্গা পাখাও ছিল।

আমাদের মধ্যে দুই একজন কস্‌ফরাসের আলোকের ন্যায় আলো দেখিতে পাইতেন।

হরি নামক ১১।১২ বৎসরের একটি বালক মিডিয়ম হয়। সে ইংরাজী এ বি সি ডি ভিন্ন কিছু জানিত না, কিন্তু তাহার দ্বারা বহুতর ইংরাজীতে জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর হয়। ঐ বালকটি একদিন একটি জানিত আত্মাদ্বারা অধিকৃত হয়। আত্মাকে দ্বারিক বাবু অনেক গুলি প্রশ্ন (যাহা দ্বারিক বাবু এবং আত্মা ভিন্ন তথাকার অন্য কেহ জানিতেননা) জিজ্ঞাসা করেন। সকল গুলি প্রশ্নেরই, যথার্থ উত্তর প্রদত্ত হয়।

আমরা অনেক সময়ে দুষ্ট আত্মা কর্ত্তৃক প্রতারিত হই। কিন্তু ঐ প্রতারণাদ্বারা অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের সত্যতা যে রূপ প্রমাণিকৃত হয়, অন্য কোন প্রকার ঘটনা দ্বারা সে রূপ হয় নাই। আমরা চক্রে বসিয়া আছি, হঠাৎ প্রসন্নবাবুর হস্ত দ্বারা লিখিত হইল, "তোমাদের একজনের একটি ভয়ানক বিপদ ঘটিবে।" কি বিপদ ও কাহার বিপদ, এবিষয়ে কিছুই লিখিত হইলনা। পরে একদিন রাত্র প্রায় ৯।১০ টার সময় নগেন্দ্র বাবু এবং আশুবাবু এক নির্জ্জন স্থানে বসিয়া আছেন, হঠাৎ আশুবাবুর দ্বারা ব্যক্ত হইল, নগেন্দ্র, তোমার মাতার মৃত্যু হইবে, তুমি সেই আসন্ন বিপদের জন্য প্রস্তুত হও। নগেন্দ্র বাবু নিতান্ত ভাবিত হইয়া পরদিন সূর্য্যোদয় না হইতে হইতে, অন্য একজন মিডিয়মের নিকট গমন করেন এবং তিনি আত্মাধিকৃত হইলে, আবির্ভূত আত্মাকে আশুবাবুর হস্ত দ্বারা যাহা লিখিত হইয়াছিল তাহাই লিখিতে অনুরোধ করেন। অবিলম্বে অবিকল গত রাত্রের কথা গুলি লিখিত হইল। ইহাতে নগেন্দ্র বাবুর ব্যাকুলতা দ্বিগুণিত হইল। তিনি তদপরে আমার নিকট আসিলেন, আমার হস্ত দ্বারাও তাহাই লিখিত হইল। নগেন্দ্র বাবু অন্য দুই এক জন মিডিয়মের নিকট গিয়াছিলেন, কিন্তু সকলেরই হস্ত হইতে একরূপ কথা লিখিত হয়

আমাদের লিখিত ঘটনাটি ঘটে নাই বটে, কিন্তু ভিন্ন ২ মিডিয়মদের হস্ত হইতে এক কথা লিখিত হইতে দেখিয়া আমরা নিতান্ত বিস্মিত হই এবং অধ্যাত্মবিজ্ঞানের সত্যতা আমাদের মনে বদ্ধমূল হয়।

ক্রমশঃ

শ্রীতারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

গোয়াড়ী।

মান্যবর শ্রীযুক্ত অমৃত বাজার পত্রিকা

সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

অনুমান ছয় মাস গত হইল আমি কোন বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে কৃষ্ণ নগর গমন করিয়াছিলাম, এবং তথায় আমার কতিপয় বন্ধু গণের প্রমুখাৎ মিস্‌মেরিজমের বিষয় অবগত হইয়া আগ্রহাতিশয় সহকারে তাহার প্রণালী ও ক্ষমতার বিষয় বিশেষ যত্নে জানিবার নিমিত্ত আমি স্বয়ং আমার এক বন্ধুর দ্বারায় কএক দিবস মিস্‌মেরাইজড্ হইতে বসিয়াছিলাম, কিন্তু প্রথম দিবস যেরূপ কৃতকার্য্য হইয়াছিলাম, অপর কএক দিবস তদ্রূপ হই নাই। কৃষ্ণ নগর গমন করিবার পূর্ব্বে প্রায় ৮।১০ মাস আমি পুরাতন জ্বরে কষ্ট পাইয়া আসিতে ছিলাম, কিন্তু মিসমেরাইজড হওয়ার পর হইতেই আমি সেই জ্বরের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছি। মহাশয় তদবধি মিস্‌মেরিজম যে একটী ঐশ্বরিক সত্য তাহা মনোমধ্যে বুঝিতে পারিয়া কি প্রকারে আমি স্বয়ং মিস্‌মেরাইজ্ করিতে সমর্থ হইব তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। কৃষ্ণ নগর হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়া আমি ২।৩ দিবস আমার দুইটী ভ্রাতুষ্পুত্রকে মিস্‌মেরাইজ্ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম কিন্তু সম্পূর্ণ রূপে কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই।

গত ১৪ বৈশাখ তারিখে, দিবা আন্দাজ ৪টার সময় আমাদের একটী ১৯।২০ বৎসর বয়স্ক আত্মীয় সন্তানকে মিস্‌মেরাইজ্ করিতে বসিয়াছিলাম। তথায় ৩।৪ জন অপর লোক উপস্থিত ছিলেন। প্রায় ১৫ মিনিট কাল হস্ত সঞ্চালন করার পর

ক্রমে২ তিনি অজ্ঞান হইতে লাগিলেন এবং অবশেষে সম্পূর্ণ রূপে অচেতন হইয়া পড়িলেন। আমি তদ্দৃষ্টে তাঁহাকে ৩। ৪ বার আহ্বান করিলাম কিন্তু কোন উত্তর পাইলাম না। তদবস্থায় কিছুকাল থাকিয়া অনেক কষ্টে তাঁহার চেতনের সঞ্চার হইল। সে দিবস আর কিছুই হইল না। পর দিবস প্রোক্ত সময়ে অপর তিনটী লোকের সাক্ষাতে উল্লিখিত ব্যক্তিকে মিস্‌মেরাইজ করিতে বসিলাম। প্রায় ৮। ১০ মিনিট্‌ পরে তিনি পূর্ব্ব দিবসের ন্যায় অজ্ঞান হইতে লাগিলেন এবং অবশেষে খাটের উপর অচেতন হইয়া পড়িলেন। আমি তদ্দৃষ্টে তাঁহার নাম উচ্চারণ করতঃ ২। ৩ বার ডাকিলাম ও জিজ্ঞাসিলাম, তিনি কোথায় আছেন এবং কি করিতেছেন। তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন যে তিনি কিছুই ঠিকানা করিতে পারিতেছেন না। পরিশেষে তাঁহাকে ২। ৩ স্থানে প্রেরণ করা হইল এবং তথায়২ গমন করিয়া যে সকল বিষয় আমাদিগকে অবগত করাইলেন তাহার অধিকাংশ সত্য বলিয়া বোধ হইল। ইহা ব্যতীত কাগজ, কলম, ছড়ি ইত্যাদি যখন যাহা ধরা হইয়াছিল, তাহাও অবলীলা ক্রমে কহিয়াছেন। এইটী অতি আশ্চর্য্যের বিষয় যে যখন আমি ডাকিয়াছি, তখনই উত্তর প্রদান করিয়াছেন, অপর যাঁহারা ছিলেন তাঁহারা অতি উচ্চৈস্বরে আহ্বান করাতেও উত্তর দেন নাই। এখানে ইহাও কহা আবশ্যক যে, যে ব্যক্তিকে অজ্ঞান করা হইয়াছিল তিনি কখনই কথিত বিষয়ের কথা শ্রবণ করেন নাই এবং আমিও উত্তম রূপে পরীক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে কিছুই জানাই নাই।

১নং থিয়েটর রোড | শ্রীআশুতোষ চট্টো
কলিকাতা। | পাধ্যায়

—:o:o:—

বিবধ।

আমরা কোন বিশ্বস্ত লোকের মুখে শুনিয়াছি, যে কোন ডাক্তারের আশামত বেতন বৃদ্ধি না হওয়াতে আত্ম-হত্যা করিতে কৃত সঙ্কল্প হইয়া তিনি রোগীদিগকে যে ঔষধ ব্যবস্থা করিতেন তাহাই সেবন করিবার মনস্থ করেন।

কোন প্রাচীন ডাক্তার খানার রিপোর্ট পাঠে জানা গেল যে সেখানে দশবৎসরের মধ্যে সহস্রাধিক মৃত দেহ পরীক্ষিত হইয়াছে ও তাহাতে এই কয়েকটি নূতন বিষয় জানা গিয়াছে। রিপোর্ট লেখক ডাক্তার বলেন;

ইংরাজদিগের মৃতদেহ কর্ত্তন করিয়া দেখা গেল যে ভূমণ্ডলের তাবৎ জাতি অপেক্ষা তাহাদের জিহ্বা লম্বা।

বাঙ্গালির দেহে মাংসপেসী, শোণিত কি অস্থি প্রায় নাই; উদর নাড়ি ভুড়িতে পরিপূর্ণ ও পৃষ্ঠ পুরু ও সুদৃঢ়।

মুসলমান দিগের দন্ত সমুদায় কুক্কুরের দন্তের ন্যায়, আর উদরটি কিছু প্রসারিত।

বাঙ্গালি স্ত্রীলোকের দেহ ছেদ করিয়া দেখা গিয়াছে, যে তাহাদের শরীর স্নায়ুময় আর হৃদয়টি অত্যন্ত নরম ও এরূপ বিস্তীর্ণ যে সমস্ত শরীর ব্যাপিয়া রহিয়াছে, কিন্তু জীবিতাবস্থায় তাহাদের হস্ত পদ সজীব ছিল এরূপ বোধ হয় না!

অধিকাংশ বাঙ্গালি পুরুষের মস্তক মস্তিষ্কে পরিপূর্ণ কিন্তু সেগুলি এরূপ কোমল যে একটুকু টানিলে ছিন্ন হইয়া যায়। ভূমিষ্ঠ হইবার সময় কি শৈশবস্থায় বিস্তীর্ণ হৃদয় ছিল, কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে২ সে গুলি সংকীর্ণ হইয়া গিয়াছে। আর ধমনী গুলি এরূপ সংকীর্ণ যে তাহাদের শরীরে বোধ হয় কখন রক্ত সঞ্চালিত হইতনা। বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যে তাহাদের শোণিত অতিশয় শীতল।

মুসলমানেদের একটি অদ্ভুত বিষয় প্রত্যক্ষ হইল। তাঁহাদের হৃদয় নাই, মস্তিষ্ক ও নাই তবে অনেক অনুসন্ধান করিয়া পশ্চাদ্দিকে খুব এক দলা মস্তিষ্ক পাওয়া গেল।

ইংরাজ দিগের যেমন হৃদয় তেমনি মস্তিষ্ক কিন্তু একটি দেখিয়া বিস্ময় জন্মিল। তাহাদের হৃদয় ও মস্তিষ্কের শিরাগুলি নিজের দিকে ফিরান।

আর একটি বিষয় আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি ব্যবসায়ের ধর্ম্মে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পরিবর্ত্তন হয়। বেশ্যা, নীলকুঠিয়াল, বেশ্যাশক্ত বাঙ্গালি, আইন ব্যবসায়ী, ও কোন২ প্রধান ইংরাজের (ইহারা কি ব্যবসায় করিতেন কি কোন প্রধান রাজকার্য্য করিতেন কি কেমন, তাহা জানা যায় নাই) মোটে হৃদয় পাওয়া গেলনা। শেষোক্ত দলের মধ্যে এক জন এত বড় লোক ছিলেন, যে তিনি ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া পত্রিকার সম্পাদকীয় কর্ম্মের নিমিত্ত মনোনীত হইয়াছিলেন। বাঙ্গালি দিগের কয়েক জনার হৃদয় পাওয়া যায় নাই। তাহাদের ব্যবসা কি ছিল জানি না, এই মাত্র জানা গিয়াছে যে তাহারা নাস্তিক ছিলেন।

—o:o:o—

প্রেরিত পত্র।

অমৃত বাজার সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু।

মহাশয়,

আপনার সংক্রামক জ্বর সম্বন্ধে প্রস্তাব এবং তন্নিবারণার্থে গবর্ণমেণ্ট যে২ উপায় অবলম্বন করেন, তাহা পাঠ করিয়া আমি পরম আনন্দ লাভ করিলাম। এই পীড়া দূরীকৃত করিবার প্রকৃত উপায় কি, সে বিষয়ে আপনার কোন মত ব্যক্ত করেন নাই, বোধ হয় পশ্চাৎ করিবেন। বাঁধ ভেরেণ্ডা কাটিয়া ইহা নিবারণ করিতে যাওয়া কেবল হাস্যাস্পদ হওয়া মাত্র। শুনা যাইতেছে, যে গবর্ণমেণ্ট পাবলিক ওয়ার্ক ডিপার্টমেণ্ট হইতে "ইরিগেসন" নামক একটি সতন্ত্র শাখা স্থাপিত করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। যে সমুদায় জল নির্গমের পথ রেলওয়ে কর্ত্তৃক এবং নদি চর পড়িয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছে, যাহাতে সেগুলি সম্পূর্ণ রূপে সংস্কৃত হয়, ইহাই তাহাদের অভিপ্রায়। ইরিগেসন ডিপার্টমেণ্টের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা যদি তাঁহাদের স্ব স্ব কর্ত্তব্য কর্ম্মে ত্রুটি না করেন, তবে এতদ্দ্বারা যে আমাদের দেশে কিছু বিশেষ উপকার হইবে তাহাতে আমাদের সন্দেহ নাই। এ সম্বন্ধে আপনার মত ব্যক্ত করিয়া বাধিত করিবেন।

শ্রীযদুনাথ সেন।
ওভাসিয়ার
গোরাড়ি

মান্যবর শ্রীযুক্ত অমৃত বাজার পত্রিকা
সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়।

আমাদের দেশে জিনিস পত্রাদির মূল্য এবং মুজুর গণের বেতন বৃদ্ধি এবং লোকের জন্য নানা প্রকার কষ্ট হইয়াছে। নানা কারণ বশতঃ এগুলি হইতেছে। ১৮১৯ সালের ২২ আপ্রেল তারিখের চিটিতে এই বিধি আছে, যে "কেহ ২। ৩ কড়া কর প্রদানে লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিলেও সরকার বাহাদুর তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন না।" এদিকে জমিদারগণ স্ব স্ব প্রজার প্রতি দিন২ কর বৃদ্ধি করায় তাহাদিগের ক্লেশের এক শেষ হইয়াছে। যখন কোম্পানির টাকা প্রচলিত হয় তখন প্রত্যেক টাকায় এক আনা পাঁচ কড়া বাট্টা ধার্য্য হয়; ইহাতে না সরকার বাহাদুরের ক্ষতি, না জমিদারের ক্ষতি; জল নিম্নাভিমুখেই গমন করে। আবার প্রথমে সরকারি চাকরগণকে বাট্টা সম্বলিত বেতন দেওয়া হইত, এক্ষণ সেটি রহিত হইয়াছে, কিন্তু করের প্রতি বাট্টা চিরস্থায়ী হইয়াছে। মহাশয় বিবেচনা করুন, বাট্টা বার হওয়ায় উক্ত ১৮১৯ সালের ২২ আপ্রেলের চিটি কি রূপে বহাল রহিল। অপর পূর্ব্ব জমিদারগণ কিঞ্চিৎ পীড়ন করিয়া কর আদায় করিতেন বটে, কিন্তু তাহাতে প্রজাগণের অনেক সুলভ ছিল। এইক্ষণ দশ আইন ভিন্ন কর আদায় করিবার যো নাই। ইহাতে না জমিদার, না প্রজার লাভ; লাভ যাহা কিছু সরকার বাহাদুরের। পূর্ব্বে কয়েদি দ্বারা রাস্তা বাঁধাই ও পরিষ্কার করা হইত, এক্ষণ তাহারা যাহাতে সরকারের লাভ হয় এমত কার্য্যে নিযুক্ত হয়, রাস্তা নির্ম্মাণাদি সতন্ত্র লোক দ্বারা করা হয় এবং তাহাদের বেতন মিউনিসিপাল ট্যাক্স হতে দেওয়া হয়। মরতে মরণ বাঁশের মরণ। সহর এবং পল্লিগ্রাম বাসী বেহারা, গাড়োয়ান প্রভৃতির উপর লাইসেন্স ট্যাক্স ধার্য্য হওয়ায় তাহাদের রেট কাজেই বৃদ্ধি হইয়াছে। সরকারি কার্য্যে বিস্তর মুজুর আবদ্ধ থাকায় দ্রব্যাদির মূল্য এবং মুজুরের বেতনের আধিক্য হইয়াছে। পূর্ব্বাপেক্ষা ভূমি ক্রমশঃ উচ্চতর হওয়ায় শস্যাদির ফসল অল্প হইতেছে। জল-কর স্থাপিত হওয়ায় মৎস্যের মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে। কলিকাতা নগরের ধর্ম্মতলায় প্রত্যহ গো-মেধ যোগ্য হওয়ায় দুগ্ধ ও ঘৃত উত্তরোত্তর দুষ্প্রাপ্য হইতেছে এবং সত্বর ইহার নিবারণ না হইলে গব্যরসোৎপাদিত দ্রব্যাদি যে আর আমাদের ভোগ করিতে হইবেনা, তাহার আর ভুলনাই।

মহাশয়! ধনহীন ব্যক্তি দিগের জমা জমির প্রতি আর ভরসা নাই, কারণ তাহারা কোন প্রবলতর ব্যক্তি কর্ত্তৃক নিজ ভূমি চ্যুত হইলে তাহা পুনঃপ্রাপ্ত্যর্থে ষ্ট্যাম্পের খরচ এবং বেদখলি জমির ২০ গুণ লভ্য ধরিয়া নালিস করিতে গেলে তাহার যে খরচ হয়, তদপেক্ষা ন্যূন অর্থে উৎকৃষ্টতর জমি ক্রয় করিতে পারে। মহাশয়, এটি কি ভয়ঙ্কর বিধি!

এই জেলায় আমলা এবং দোকান্দারগণ এবং ইহার নিকটবর্ত্তি যে সকল গ্রাম আছে তাহার বাসন্দারা ও মিউনিসিপাল ট্যাক্স দেয়। প্রথমোক্ত ব্যক্তিদিগের ঐ ট্যাক্স দিতে তত কষ্ট বোধ করা উচিত হয়না, কারণ উহা দ্বারা তাহাদিগের

সহরের ময়লা পরিষ্কৃত হয়, কিন্তু শেষোক্ত বাকি না যে ট্যাক্স কেন দিবে তাহা ত আমরা বুঝিতে পারি না। একে ত গত কার্ত্তিক মাসের ঝড় তাহ দের সর্ব্বনাশের এক শেষ হইয়াছে, তাহাতে তাহা দের একপ ট্যাক্স দিতে হইলে মড়ার উপর খাড়ার ঘা দেওয়া হয়। এই সকল বাকি [illegible] দরিদ্র [illegible] [illegible] লেন, তাহাদের উপর [illegible] [illegible] না হয়, [illegible] [illegible] প্রার্থনা। ইহাদের [illegible] হুগলীর মাজিষ্ট্রেট উদ্যোগ করিতেছিলেন। কিন্তু এ ট্যাক্স সর্ব্বত্র হইবে জানিয়া ক্ষান্ত হয়েছেন।

যশোহর।

মান্যবর শ্রীযুক্ত অমৃত বাজার পত্রিকা
সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

নেটিভ ডাক্তার দিগের অবস্থা চিরকাল একই প্রকার দেখা যাইতেছে। অদ্য প্রায় ৪০ চল্লিশ বৎসর গত হইল, ইহার মধ্যে তাঁহাদিগের অবস্থার আর কোন পরিবর্ত্তন শুনা যাইতেছে না। অল্প বেতন এবং কোন উৎসাহের চিহ্ন না থাকাতেই চিরকাল এক অবস্থায় চলিয়া আসিতেছে। পূর্ব্বে নেটীভ ডাক্তার দিগের কেবল ২০ বিশ টাকা মাত্র বেতন ছিল, এই ক্ষণ সেই স্থানে ৫ পাঁচ টাকা বৃদ্ধি হইয়া ২৫ পঁচিশ টাকা হইয়াছে। যদিও ৪০ চল্লিশ হইতে ৬০ ষাইট টাকা বেতনের নিয়ম আছে, কিন্তু তাহা অনেক কারণে অল্প লোকে পাইয়া থাকেন। সাধারণ বেতন ২০ বিশ টাকার স্থানে ২৫ পঁচিশ টাকা হইয়াছে। যে সকল ভদ্র সন্তানেরা ৩। ৪ বৎসর পর্য্যন্ত পরিশ্রম করিয়া নানা ক্লেশে ডিপ্লোমা পাইয়াছেন, তাঁহারা গুরুতর কার্য্যের ভার মস্তকে বহন করিয়া বহুকাল পর্য্যন্ত উক্ত অল্প বেতনেই কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। অদ্য পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্ট ইহার কোন সুবিধা করিয়া দেন নাই। আমরা গবর্ণমেণ্টের সমুদায় আফিসার দিগেরই হয় হস্ব না হয় দীর্ঘ একটা পরিবর্ত্তন দেখিয়া আসিতেছি। হতভাগা নেটিভ ডাক্তার দিগের প্রতি গবর্ণমেণ্টের ভ্রুক্ষেপও নাই, তাঁহারা চিরকালই বামন আকৃতি হইয়া রহিলেন। অবশ্য ক্ষেত্র [illegible] হস্তের ন্যায় সকলেই তত উন্নতি লাভ করিতে না পারুন, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যদ্য নেটিভ ডাক্তার দিগের বেতন বৃদ্ধি করিয়া তাঁহ দিগের জন্য একটি উন্নতির সঙ্কেত-দ্বার খুলিয়া দিতেন, তবে এই ক্ষণে অনেক নেটিভ ডাক্তর [illegible] উন্নত দেখিতে পাইতেন।

আমরা সংপ্রতি শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, বোম্বের গবর্ণর নেটিভ ডাক্তর দিগের এই প্রকার দুরবস্থা দেখিয়া তাঁহাদিগের বেতন বৃদ্ধির জন্য সুপ্রিম গবর্ণরকে অনুরোধ করিয়াছেন। গবর্ণর জেনেরেল ও তাহাতে মনোযোগ দিবেন এমন প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

এইক্ষণে আমরা সকল নেটিভ ডাক্তর দিগকে জিজ্ঞাসিতেছি, তাঁহারা যদি উন্নতি প্রত্যাশা করেন, তবে এই সময় হইয়াছে। এই সময়ে তাঁহারা যদি সকলে চেষ্টা করেন, অবশ্যই কৃত কার্য্য হইতে পারিবেন। আমরা জানি অনেক নেটিভ ডাক্তর, যাঁহারা জেলায় জেলায় কার্য্য করিয়া থাকেন, তাঁহার দিগের অপর্য্যাপ্ত পরিশ্রম করিতে হয়। যাঁহারা সব ডিবিজনে আছেন, তাঁহারা এক একটি স্বাধীন পদ লইয়া সেই কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন। উভয় সম্প্রদায়ীরই বেতন অত্যল্প দেখ, কাজেই অবস্থা গতিকে অনেকেই বেতন ভিন্ন অন্য দিক হইতে কিছুই পান না অথবা অতি অল্প মাত্র পান। গবর্ণমেণ্ট এই সকল অবস্থা দেখিয়াই বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব করিয়াছেন। যদ্যপি নেটিভ ডাক্তর মহাশয়রা এই সময়ে চেষ্টা না করেন, গবর্ণমেণ্টের উক্ত অভিপ্রায় সম্বন্ধে নীরব পড়িয়া থাকিবে। অদৃষ্ট গতিকে বলিতে ই [illegible] সন্দিগ্ধ। অতএব তাঁহারা সকলে সমবেত হইয়া যে বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করুন, কিম্বা সংবাদ প্রকাশ করুন, শীঘ্রই কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন।

—:০:০:—

দুর্গা দাসের বীরত্ব।

যোধপুরের রাজা যশবন্ত সিংহের মৃত্যু হইলে তদীয় পরিবার আফগানি স্থানে বাটীতে ছিলেন, এমন সময় দিল্লীশ্বরের সৈন্য কর্তৃক পরিবেষ্টিত হও য়াতে, যশোবন্তের প্রধান বিশ্বাস ভৃত্য দুর্গাদাস সমুদয় রাজপুত দিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতেছেন।

কিসের কিসের ভয়ে, কিসের চাহিয়ে?
ঘর আগু ঘরদার, রণে চও আগুয়ান,
থেকনা, থেকনা আর, থেকনা বসিয়ে।
ম্লেচ্ছ করে অপমান, এখনো নাহ্নী সমান,
র'বে সবে অস্ত্র আবরিয়ে?
বীরত্ব কি সবাকার ত্যজিয়াছ হিয়ে?
সবে কি দেখ চাহিয়ে?

কিসর কিসর ভয়ে রাজপুতগণ?
আর্য্যকুলে জনমিয়ে, রাজপুত নাম নিয়ে,
বল বল তোমাদের এ কি আচরণ?
তোমাদের বীরানল, গেল কিহে নিভিয়া?
উত্তর নাকর কি কারণ?
দেখ নাকি গর্ব্বে হাসে অধম যবন,
অহে রাজপুতগণ?

ধরহে ধরহে করে, ধরহে কামান!
প্রবেশি বিপক্ষ মাঝ, যথা সিংহ—গজরাজ
প্রবেশে যেমন পালে তয়ে সেনাপান।
চূর্ণ কর শত্রু শির, রণে অরাতি রুধির,
অবনীরে করাও হে স্নান।
করে ধরহে কামান।

দিয়না দিয়না পৃষ্ঠ দিয়না সমরে।
মহাবীর-জন বংশে, জন্মি সবে বীর অংশে,
পালাবে পালাবে কিহে যবনের ডরে?
"রজপুত হীনবল" বলি যবে ভূমণ্ডল
বলিবে তা সহিবে কি করে?
প্রতাপের আত্মা তাহা ভাবিবে অন্তরে;
পৃষ্ঠ দিয়না সমরে।

শুনহে শুনহে দম্ভ করিছে যবন।
কহিছে সাহসে ভ, ক্রমে ২ অগ্রসর,
দেখ দেখ হইতেছে ম্লেচ্ছ সেনাগণ।
দম্ভ করি বর্দ্ধিত, উপহাস করি কত,
করিতেছে কত আস্ফালন,
টিটকারি দিয়ে, অহং করে গর্জ্জন,
দম্ভ করিছে যবন।

দেখিয়া শুনিয়া কেন নিশ্চিন্ত রহিলে?
কাসিমে করিল ধ্বংস, সূর্য্য-বংশ-অবতংস
বীর প্রা যাপ্পারাও, তাহা কি ভুলিলে?
খুনাদের গর্ব্ব চূর, করিলেন গোহদুর,
তাও এ'ক বিস্মৃত হইলে?
কলঙ্কিতে সেকুলে কি জনম লভিলে?
কেন নিশ্চিন্ত রহিলে?

ধিক ধিক ধিক আর রাজপুত চয়!
যোধপুরেশ্বরী গিনি, অপমান ভয় তিনি,
কলঙ্কেতে তোমাদেরে করেন বিনয়।
দুঃস্থ উপহাস সও, তবু অস্ত্র নাহি লও,
কিহ মনে লজ্জা নাহি হয়?
বীরত্ব কি তোমাদের ত্যজেছে হৃদয়?
অহে রাজপুত চয়!

পড়েনা পড়েনা অহে, পড়ে নাকি মনে?
প্রজা পুঞ্জ সর্ব্বক্ষণ, পীড়িতেছে ম্লেচ্ছগণ,
নিরন্তর ছলেবলে ধরিতেছে ধনে।
জিজিয়াদি করে ২, সর্ব্বদা শোষণ করে,
বিপক্ষতা করে হিন্দু সনে;
উচ্চপদ নাহি দেয় হিন্দু সুতগণে;
অহে, পড়ে নাকি মনে?

নাই কি, নাই কি, বল, নাই কি স্মরণ,
দুষ্ট ম্লেচ্ছ দুরাচার কত হিন্দু মহিলার
করিয়াছে বলাৎকারে সতীত্ব হরণ?
দেব দেবী কত শত, চূর্ণিয়াছে অবিরত,
ভেঙ্গেছে মন্দির সুশোভন—
বিচিত্র [illegible] যে কত কে করে গণন?
বল নাই কি স্মরণ?

থেকনা, থেকনা, আর থেকনা সুস্থির।
এই আমি রণ—মাঝে, চলিনু বিপক্ষ মাঝে,
সহায় হইবে বল কোন কোন বীর?
বিলম্ব নাহহে আর, বীর্য্যবল আছে যার,
সমুন্নত কর ত্বরা শির।
লওহে লওহে করে অসী ধনুঃতীর।
আর থেকনা সুস্থির।

অইশুন, অইশুন, বাজে রণ-ঢাক।
ত্বরা রণ ক্ষেত্রে গিয়ে গোলা গুলি বরষিয়ে,
অধম-যবন সেনা পুড়িকর খাক।
রাখহে ক্ষত্রির মান, রণে হয়ে আগুয়ান
ভাঙ্গ ত্বরা যবনের জাঁক।
অই শুন পিতৃকুল পাড়িছেন ডাক।
শুন বাজে রণ ঢাক।

সাবাস সাবাস অহে, ক্ষত্রিয়-নিকর!
এবেসে পুরুষ প্রায়, তোমা সবে দেখা যায়,
দেখা যায় ভীরুতা কি বীরেতে সুন্দর?
আর্য্যসুত বলি এবে যদি গর্ব্ব কর, শোভে
যথা শিব-শিরে শশধর।
শত্রু মুণ্ড খণ্ড খণ্ড করহে সত্বর,
অহে ক্ষত্রিয় নিকর!

কর কর ত্বরা কর শত্রু-কুল ক্ষয়।
আক্রমণ করি সবে, দি [illegible] ন বণ্যরূরে
পূর্ণ কর। সকলে করুক জয় ২।
হিন্দু-সূর্য পুনর্ব্বার, দীনা ভারত মাতার,
দেশে ২ হইতে উদয়।
যায় প্রাণ যাবে প্রাণ কিবা তাতে ভয়?
কর শত্রু-কুল ক্ষয়।

ক্রমশঃ

মূল্য প্রাপ্তি।

বাবু শরচ্চন্দ্র দে মোং কাহাড় ১২৭৪ সালের চৈত্র মাস হইতে ৮

বাবু হরমোহন বসু মোং ময়মনসিংহ ১২৭৪ সালের ৮ই ফাল্গুন হইতে ৮

বাবু কৃষ্ণ সুন্দর ঘোষ মোং ময়মনসিংহ ১২৭৪ সালের ৮ই ফাল্গুন হইতে ৮

এই পত্রিকা যশোহর অমৃত বাজারস্থিত প্রবাহিনী যন্ত্রে প্রতি বৃহস্পতি বারে শ্রীচন্দ্রনাথরায় দ্বারা প্রকাশিত হয়।

সাপ্তাহিক।

" অধীনতা কাল কুটে মরি হায়২।
করেছে কি আর্য্য সুতে চেনা নাহি যায়। "

১মখণ্ড } ২ রা জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার ১২৭৫সাল। ১৪ ই মে ১৮৬৮খৃঃ অব্দ } ১৩সংখ্যা

অমৃত বাজার পত্রিকা।

বিজ্ঞাপন।

অমৃত বাজার পত্রিকার গ্রাহক মহাশয়েরা তাহাদের দেয় স্ব স্ব অগ্রিম মূল্য সত্বর পাঠাইয়া দিয়া বাধিত করিবেন। যাঁহারা মূল্য প্রেরণ করিতে বিলম্ব করিবেন, তাঁহাদিগকে বেশি দিতে হইবে কলিকাতায় আমাদের [illegible]ত্রিকার এজেন্ট হেয়ার স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত ব[illegible]কর লাল রায় বি, এ কাশী পুরে নড়াল বাবুদিগে[illegible] আক্তার শ্রীযুক্ত বাবু উমেশ চন্দ্র ঘোষ এবং [illegible]নগরে কৃষ্ণনগর ইংরাজী-বঙ্গ বিদ্যালয়ের শি[illegible] শ্রীযুক্ত বাবু তারা পদ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, ম[illegible]াশয়গণকে নিযুক্ত করা গেল। গ্রাহক মহাশয়েরা প[illegible]কার মূল্য এক আনার ষ্ট্যাম্প সহ ইহাদের [illegible] অথবা একে বারেই অমৃতবাজারপত্রিকা আ[illegible]র অধ্যক্ষের নিকট প্রেরণ করিলে প[illegible] শেষোক্ত ব্যক্তির নিকট পাঠাইলে [illegible] এক আনার ষ্ট্যাম্প লাগিবেক না।

বিজ্ঞা[illegible]ন।

অমৃত [illegible]র পত্রিকার মূল্যের নিয়ম।

[illegible]বার্ষিক ৫ টাকা ডাকমাশুল ৩ টাকা
[illegible]
ষাণ্মাসিক [illegible] ৩৷০ [illegible]
প্রত্যেক সংখ্যার ।০ /০

বিজ্ঞাপন।

এই পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্য নির্ণয়।

প্রত্যেক পংক্তির প্রতি।

প্রথম ও দ্বিতীয় এবং তৃতীয়বার
চতুর্থ এবং তদোধিক বার

বিজ্ঞাপন [illegible]প্রেরয়িতারা বিজ্ঞাপনের সহিত [illegible] [illegible]ের মূল্য এক আনা কিম্বা আধ আনার [illegible] দ্বারা আমাদের যন্ত্রালয়ে প্রেরণ [illegible] বাধিত করিবেন।

সংগীত শাস্ত্র, প্রথম ভাগ।

উল্লিখিত পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে। উহার দ্বারা নানা বিধ গীত ও বাদ্য গুরূপদেশ ভিন্ন অভ্যাস হইতে পারিবেক। উক্ত পুস্তক কলিকাতস্থ সংস্কৃত ডিপোজিটারিতে এবং কলিকাতার কলেজ ষ্ট্রীট ব্যানার্জি এণ্ড ব্রদারসদের লাইব্রেরিতে, এবং নিম্ন স্বাক্ষরকারির নিকট তত্ত্ব করিলে গ্রহণে-চ্ছুক মহাশয়েরা পাইতে [illegible]রিবেন। মূল্য ৷৷০ আনা, ডাকমাশুল এক আনা [illegible] নগদ ৫ টাকার বা তদধিক মূল্যের পুস্ত[illegible] হইলে শত করা ১২৷৷০ টাকা এবং [illegible] টাকা বা তদধিক মূল্যের পুস্তক হইলে শত [illegible] [illegible] কমিসন পাইবেন।

শ্রীনীল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য।
যশোহর অমৃত বা[illegible]র

বিজ্ঞাপন।

যাঁহারা ষ্টাম্প টিকিট দ্বারা মূল্য পাঠান তাঁহারা যেন এক অথবা আধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ না করেন।

ব্যারিং কিম্বা ইন্ সাপিসিয়েন্ট পত্রাদি পাঠাইলে আমরা তাহা গ্রহণ করিব না।

যখন দূরস্থ গ্রাহক মহাশয়েরা অমৃত [illegible] পত্রিকার মূল্য পাঠান তখন যেন তাহা রেজেষ্টরি করিয়া পাঠান।

অমৃত বাজার পত্রিকা

২ রা জ্যৈষ্ঠ। বৃহস্পতিবার।

ব্যায়াম চর্চ্চা

শরীর আত্মার শুদ্ধ আবাস স্থান নয়, পরিবর্দ্ধনের স্থানও বটে। গর্ভস্থিত শিশুর পরিবর্দ্ধন যেরূপ উহার জননীর সুস্থতার উপর নির্ভর করে, আত্মাও শরীরের উপর সেই রূপ নির্ভর করে। পুষ্পের দলে আঘাত করিলে গর্ভবীজের অনিষ্ট করা হয়, বল্কলে আঘাত করিলে বৃক্ষের সারভাগ পরিবর্দ্ধিত হয়না, সেই রূপ শরীরের কোন প্রকার অনিষ্ট হইলে আত্মার অনিষ্ট হয়। মস্তিষ্ক যে আমাদের সমুদায় জ্ঞানোপার্জ্জনের যন্ত্র তাহা নাস্তিক আস্তিক সকলেই স্বীকার করেন। আবার মানব শরীরের তাবৎ প্রত্যঙ্গের মধ্যে এরূপ নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে যে একটী দূষিত হইলে, [illegible] তাবৎ অঙ্গ দূষিত হয়, তাহাও বোধ হয় সকলে স্বীকার করেন; অতএব শরীরের সুস্থতা কি পুষ্টি তার দিকে দৃষ্টি না রাখিলে জ্ঞানোপার্জ্জ-নের ব্যাঘাত হয়।

যাহাদের [illegible]স্তিষ্ক সুস্থ ও দৃঢ় তাহারা অবলীলা ক্রমে অধিকক্ষণ পর্য্যন্ত অতি গুরুতর বিষয় ভাবিতে পারেন। যাহাদের দুর্ব্বল মস্তিষ্ক তাহারা ওরূপ করিতে গেলে একেবারে ক্লান্ত হইয়া পড়েন, কি যদি জিদ করেন তবে শিরঃ পীড়া করিয়া ফেলেন। আমাদের দেশীয় যুবকেরা তাহার উদাহরণের স্থল। যদি বিদ্যা নানুশীলন করিতে একটী বিষয় লইয়া অধিক ভাবিবার প্রয়োজন হয় তবে শরীরের পরিবর্দ্ধন নিতান্ত প্রয়োজনীয়, এই নিমিত্ত পৃথিবীর যিনি২ বড় লোক বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন প্রায় সকলেই বলবান ছিলেন।

পৃথিবীর যে রূপ অবস্থা ও মনুষ্যের সঙ্গে উহার যে রূপ সম্বন্ধ তাহাতে যে পদে পদে শারীরিক বল কাযে লাগে তাহা অনায়াসে প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। কিন্তু ইহা জানিয়াও বাঙ্গালী মহাশয়েরা এই গুরুতর বিষয়টী নিতান্ত তাচ্ছিল্য করেন। মানসিক বৃত্তি সমুদয় সতেজ করিবার নিমিত্ত এত ব্যগ্র যে উহার নিমিত্ত শরীরকে নিস্তেজ করিতেছেন। একেই বলে "গোড়া কেটে মাথায় জল দেওয়া।"

শুদ্ধ পুস্তক পাঠ করিয়া এক প্রকার বিদ্যা জন্মে, আর পুস্তক পাঠ করিয়া ও সেই সঙ্গে সঙ্গে আপনা আপনি অনুসন্ধান করিয়া আর এক প্রকার বিদ্যা জন্মে। শুদ্ধ আহার করিলে শরীরের এক প্রকার পুষ্টিতা জন্মে আর সেই সঙ্গে সঙ্গে ব্যায়াম চর্চ্চা করিলে আর এক প্রকার পুষ্টিতা জন্মে। যিনি জ্ঞানোপার্জ্জনের নিমিত্ত একটু মস্তিষ্ক আলোড়ন করেন, তিনি যে রূপ সৎ কর্ম্ম করেন, আর যিনি বলোপার্জ্জনের নিমিত্ত বাহু সঞ্চালন করেন তিনিও সেরূপ সৎ কর্ম্ম করেন। অতি বলবান মূর্খ ভদ্রলোক যেমন বড় কাযে লাগেন না, আবার অতি বিদ্বান কিন্তু ক্ষীণ লোকও বড় কাযে আসেন না। বিদ্যা অভাবে শারীরিক বল যেরূপ বৃথা, শারীরিক বল অভাবে বিদ্যাও প্রায় সেই রূপ। বলবান হিন্দুস্থানিদের কথা "লেখেগা পড়েগা না মরদ হোবাগা,, যেরূপ অন্যায় আমাদের কৃতবিদ্য যুবক দিগের ব্যবহার সেই রূপ দূষণীয়।

ব্যায়াম চর্চ্চায় শরীর সুঠাম হয়, মাজা চিক্কণ, বক্ষ প্রসারিত, মাংস পেশী সমুন্নত ও মেরু দণ্ড সুদৃঢ় হয়, মস্তিষ্ক সতেজ ও সমুদায় গতি দ্রুত ও লঘু ও পীড়ার লাঘব হয়। যাহারা নিয়মিত রূপে ব্যায়াম চর্চ্চা করেন তাহারা অপেক্ষাকৃত কর্ম্মঠ, সুস্থকায়, সুশ্রী, ও তাহারা অধিক ক্ষণ কোন দুরূহ বিষয় অক্লেশে ভাবিতে পারেন।

—০ঃ০—

সর্পাঘাত

মাল বৈদ্যেরা বলে, সর্প দংশন তিন প্রকার, ছোল, টান, টিপ। সর্পে দংশন করিয়াছে কিন্তু দন্ত প্রবেশ করাইতে পারে নাই, তাহাকে ছোল কামড় বলে। রোগী শুদ্ধ ভয়ে অভিভূত হয়, ও সেই নিমিত্ত দষ্ট স্থানে জ্বালাবোধ করে। সর্পে দংশন করিয়াছে রক্ত অনবরত পড়িতেছে কিন্তু ক্ষত স্থলে দুইটি আঁচড়ের ন্যায় বোধ হয়, যেন একটি তীক্ষ্ণ সূচাগ্র শরীরের মধ্যে অল্প প্রবেশ করাইয়া টানিয়া আনা হইয়াছে, তাহাকে টান কামড় বলে।

যদি দষ্ট স্থানে দুইটি ছিদ্র মাত্র দেখা যায় শোণিত মোটে পড়িতেছেনা, কি অল্পং পড়িতেছে, ক্ষতস্থান টিপিয়া ধরিলে বগ্ বগ্ করিয়া শোণিত নির্গত হয় তবে তাহাকে টিপ কামড় বলে। সর্প বিষ তৈলবৎ সামগ্রী, উহার আস্বাদ বসার ন্যায় ও উহা ভক্ষণ করিলে কিছু ক্ষতি হয় না, কিন্তু যদি তাহার এক বিন্দু কোন প্রকারে রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া যায় তবে নিশ্চিত মৃত্যু। উহাতে বায়ু লাগিলে উহার তেজ অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া পড়ে কি একেবারে শক্তি হীন হয়। এই নিমিত্ত বোধ হয় বিষ ভক্ষণে প্রাণ বিয়োগ হয় না। বিষাক্ত সর্প মাত্রের সম্মুখে দুইটী চর্ম্মাবৃত দন্ত আছে, উহা তালুর গায়ে লাগিয়া থাকে, কিন্তু যখন উহারা ক্রুদ্ধ হয় তখন দুইটি সোজা হইয়া উঠে ও চর্ম্ম কোষ হইতে বাহির হয়। ঐ দুই দন্তের ভিত্তি ভূমিতে দুইটী কোষ আছে ও তাহাতে বিষ সঞ্চয় হয়। মাল বৈদ্যেরা সর্প ধরিবা মাত্র কোষ সহ দন্ত উপড়াইয়া ফেলে, কিন্তু আবার দুই তিন সপ্তাহের মধ্যে দন্তের ও কোষের সৃষ্টি হয়। এই নিমিত্ত তাহারা ১৫ দিবস অন্তর ঐ রূপ দন্ত ও কোষ নষ্ট করে। বিষ দন্তের মধ্যে ছিদ্র আছে ও সেই ছিদ্র হইতে কোষ সঞ্চিত বিষ নির্গত হয়। এই কৌশলানুসারে সর্পে শরীর মধ্যে বিষ প্রবেশ করাইয়া দেয়, ও এই নিমিত্ত যখন সর্পে ছোঁ মারে তখনি খানিক বিষ নষ্ট হইয়া যায়। এই রূপে দুই, তিন বার ছোঁ মারিলে কে [illegible] বিষ শূন্য হয় কিন্তু আবার অল্প ক্ষণ পরেই বিষ সঞ্চয় হইতে থাকে। প্রথম বার দংশ[illegible] রূপ সাংঘাতিক তাহার অনতি বিলম্বে আবার দংশন করিলে সে রূপ সাংঘাতিক হয় না। মাল বৈদ্যদের মতে অল্প বয়স্ক (নধার) বিষ অতি শীঘ্র প্রাণ ধ্বংশ করে ও [illegible] অতি অল্পে আবার "সাহায্য,, হইতে পারে। বৃদ্ধ সর্পের ঠিক তাহার উলটা। তাহারা মোটা মুটি বলিয়া থাকে যে, যে সর্পের বিষ অতি শীঘ্র শরীর ব্যাপে তাহা অতি ত্বরায় "সাহায্য,, হয় ও যে সর্পের বিষ উঠিতে বিলম্ব হয় তাহার সাহায্যও সহজে হয় না।

উপরে যে তিন প্রকার দংশনের উল্লেখ করা গেল তাহার মধ্যে ছোল ও টান কামড়ের কিছু মাত্র চিকিৎসা প্রয়োজন করে না। সর্পে ছোঁ মারিবা মাত্র যমনি দন্ত টান দিলে, টান কামড় হয় ও উহাতে বিষ প্রবেশ করিতে পারে না। টান কামড়ের লক্ষণ উপরে বলা গিয়াছে। ছোল কামড় দেখিলে যেন কেহ ভীত না হয়। সর্পে দংশন করিয়া ক্রমে লাড়িয়া বিষ ঢালিয়া দেয় সুতরাং উহাতে একটু সময় লাগে। অতএব বিষ ঢালিবার পূর্ব্বে দষ্ট অঙ্গ টান দিলে দুইটী আঁচড় মাত্র পড়িয়া যায়, বিষ হয় ত কোষের মধ্যে থাকে নতুবা বাহির আসিয়া মৃত্তিকায় পড়িয়া যায়। টিপ কামড় সংঘাতিক। সর্পে, দংশন করিয়া বিষ ঢালিবার স্থান করিবার নিমিত্ত দন্ত দুইটী প্রায় তুলিয়া লয়, এই নিমিত্ত টিপ কামড় দেখিলেই যে বিষ প্রবেশ করিয়াছে তাহা জানা যায়।

সর্পাঘাত এই কয়েকটী লক্ষণ দ্বারা জানা যায়। প্রথমতঃ দন্তাঘাত দ্বারা। অর্দ্ধ ইঞ্চ অন্তরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুইটী দন্তাঘাত প্রত্যক্ষীভূত হয় ও ক্ষত স্থান টিপিয়া ধরিলে রক্ত পড়িতে থাকে। ক্ষত স্থান অসাড় হইয়া যায় ছুরিকা দ্বারা কাটিলেও অনুভব হয় না। অঙ্গুলির গাঁরার শব্দ হয় না। কোন কোন দষ্ট ব্যক্তির দন্ত হইতে শোণিত নির্গত হইতে থাকে। আস্বাদ বোধ কিছু মাত্র থাকে না, বরং তিক্ত দ্রব্য মিষ্ট লাগে, লংকা ভক্ষণ করিলেও ঝাল বোধ হয় না। ইহাতেও যদি সন্দেহ থাকে তবে ক্ষত স্থান হইতে যে পর্য্যন্ত বিষ ব্যাপিয়াছে তাহার কোন এক স্থান হইতে একটুকু রক্ত বাহির করিলে উহা ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ দেখা যাইবে।

ক্রমশঃ

—০ঃ০—

ভারত বর্ষ-শাসন-সম্বন্ধে [illegible] সাহেবের মত।

ইংলণ্ডে [illegible] ষ্টেটর নামক পত্রিকা, ঐ দেশস্থ উদা[illegible] উচ্চদরের লোক দিগের মত ব্যক্ত [illegible] বলিয়া আমাদের শুনা আছে। স[illegible] সেই পত্রি[illegible]লিয়াছেন যে ইংরাজ[illegible] ভারত সন্তান[illegible] নিমিত্ত প্রস্তুত [illegible] তাঁহাদের ম[illegible] না। ১৮৫৭ সালে দৈবাৎ কোন কারণে [illegible] করিতে গোরার সংখ্যা কম হয়, আর অধী[illegible] সিপাহিরা বন্দুক হস্তে করিয়া ইংরাজ বংশ [illegible] করিতে প্রবৃত্ত হয়। এমত স্থলে ভারতবর্ষ [illegible] সহিত আর ভাব রাখিবার যো নাই, প্রয়োজনও নাই। [illegible] নিতে পাই উপরিউক্ত প্রস্তাবের লেখক [illegible] [illegible] সাহেব [illegible] কথা লইয়া অধিক আন্দোলন করিতে চাহি না, এই মাত্র বলি যে ইংরাজেরা উপরিউক্ত প্রস্তাব লেখকের মত লইয়া কার্য্য করিলে আমাদের লাভ বই অলাভ নাই। কোন অধীন দেশকে অতি কঠোর রূপে শাসন করিলে [illegible] অধিবাসীগণ একেবারে নির্মূল হইয়া যায় নতুবা দেশ স্বাধীন হয়। ইহার যেটা [illegible] ভারতবর্ষীয়দের পক্ষে সেইটাই মঙ্গল [illegible] ১৮০ কোটি লোকের ধ্বংশ হওয়া অধিক [illegible] কি ১৮০ কোটি লোকের অসহ্য অত্যাচার সহ্য করা অধিক সহজ, তাহা জগদীশ্বর জানেন।

আবার পঞ্জাবের ভূত পূর্ব্ব লেঃ-গবর্ণর মণ্টগোমারি সাহেব যে মত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহার সহিত টাউন্‌সেণ্ড সাহেবের মতের তুলনা করিয়া দেখা যাউক। তিনি বলেন যে ইংরাজাধিকারে প্রজা দিগের এই এই সুবিধা আছে, ও এসমুদায় সুবিধা ভারত বর্ষস্থ অন্যান্য রাজ্যে নাই। (১) করাদায়ের প্রণালী উৎকৃষ্ট। (২) প্রজার নিকট হইতে নিয়মিত কর ব্যতীত অন্য কোন প্রকার অর্থ সাহায্য লওয়া হয় না। (৩) বাণিজ্যের সুবিধা ও স্বাধীনতা আছে। (৪) ধর্ম্ম সম্বন্ধে সকলের স্বাধীনতা আছে। (৫) বণিক পোদ্দার ও সাধারণ প্রজাগণের অবস্থা অপেক্ষা কৃত ভাল। (৬) লোকেরা জীবন ও সম্পত্তি সম্বন্ধে নিরাপদে আছে।

মণ্টগোমারি সাহেব উপরে যে কএকটী সুবিধা দেখাইয়াছেন তাহার মধ্যে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। প্রথমতঃ ইংরাজ দিগের কর আদায়ের প্রণালী কোন২ বিষয়ে উৎকৃষ্ট বটে, কিন্তু আবার শুদ্ধ ঐ প্রণালীর দোষে প্রজা দিগের সহিত রাজ পুরুষ গণের সম সুখ দুঃখ বেদিতার হ্রাস হইতে থাকে। রাজার যখন প্রকৃত প্রয়োজন হইল তখন প্রজা দিগের সম্মতি ক্রমে তাহাদিগের নিকট টাকা লওয়া এক প্রকার, আর অমু দিনে, এত ঘণ্টার মধ্যে, এত টাকা তোমার [illegible]তে হবেই হবে---তাহা রাজার প্রয়োজন [illegible]কুক বা না থাকু তোমার দিবার সাধ্য [illegible]কুক না থা[illegible] আর এক প্রকার। দ্বিতী[illegible] নিয়[illegible]ত কর কাহাকে বলে? লাইসেন্স, [illegible]ক্স, ইনকম ট্যাক্স কি নিয়মিত করের মধ্যে? গবর্ণমেণ্ট বৎসর বৎসর দেশীয় ভাবলোকের অনভি মতে যত [illegible] টাকা অপব্যয় করেন, সমুদায় অনিয়মিত কর হইতে সঙ্কলিত হইয়া থাকে। তৃতীয়তঃ ধর্ম্ম সম্বন্ধে স্বাধীনতা আছে. ঠিক, কিন্তু একটা কথা আছে। খৃষ্টীয় [illegible]

কেন র[illegible] [illegible] নি[illegible]২৫ এদেশস্থ অন্যান্য রাজ্যে ধর্ম্ম সম্বন্ধে স্বাধীনতা নাই বটে কিন্তু সে সমুদায় [illegible] প্রায় তাবৎ অধিবাসী এক ধর্ম্মাক্রান্ত। ইংরাজ রাজ্যে রাজ পুরুষ দিগের এক ধর্ম্ম, অধিবাসী দিগের আর এক ধর্ম্ম, এ[illegible] যদি গবর্ণমেণ্টের কোন ধর্ম্মের নিমি[illegible] ব্যয় করা কর্ত্তব্য হয়, তবে কা[illegible] প্রভৃতি করা বিধেয়, নতুবা তাবৎ পৌত্তলিকের নিকট হইতে অর্থ লইয়া লার্ড বিশপকে বেতন দেওয়ায় ধর্ম্ম সম্বন্ধে স্বাধীনতা কই থাকিল?

মণ্টগমারি সাহেব আরো বলেন যে, ভারতবর্ষের ওমরা ও রাজ সভাসদগণ, সর্দ্দার গণ, ভদ্রলোক মাত্র, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়, রাজনীতি বিশারদ ও উচ্চাভিলাষী ব্যক্তি গণ ও স্বর্ণকার প্রভৃতি শিল্পি গণ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরোধী। ঠিক, তবে বাকি থাকিল কে? মণ্টগোমারি সাহেবের কি এই মত যে ভারতবর্ষীয় ভাবলোক ইংলিশ গবর্ণমেণ্টের বিরোধী?

ব্রিটিশ শাসনের উপর এদেশস্থ লোক কেন বিরক্ত, মণ্টগমারি সাহেব তাহার এই ২ হেতু দর্শান। (১) ইংরাজেরা বিদেশী (২) বিচার প্রণালীর কুটিলতা (৩) আইনের অনিশ্চয়তা (৪) বাকি খাজানার নিমিত্ত জমিদারি বিক্রয় (৫) ব্যভিচারিণী দিগকে দণ্ড হইতে নিষ্কৃতি (এটা কোন কাযের কথা নয়) প্রভৃতি। (৬) সাক্ষীদিগের কষ্ট। (৭) ব্রহ্মোত্তর বাজাপ্ত করা। (৮) পদস্থ ব্যক্তি দিগকে, অপদস্থ করা, মহৎ বংশীয় দিগকে মর্য্যাদা জনক পদ না দেওয়া, কি সদ্বংশোদ্ভূত যুবা ব্যক্তিদের উত্তম উত্তম পদ হইতে বঞ্চিত রাখা। ইত্যাদি ইত্যাদি।

মণ্টগমারি সাহেব বেশ বলিয়াছেন, কেবল দুটি ২ এক প্রধান ২ কারণ ছাড়িয়া দিয়া[illegible]। অনেকে জাতি বৈর [illegible] শুদ্ধ এই গুলিকে বলিয়া থাকেন... বিচার পতিদের পক্ষ পাতিত্ব, এদেশ বাসী ইংরেজ দিগের অর্থাৎ নীল কুঠিয়াল প্রভৃতির অত্যাচার, হস্ত্য [illegible] প্রভৃতি ব্যবসায়ীদের অত্যাচার, ও ইংরেজ দিগের অহঙ্কার ও এদেশীয়দের প্রতি ঘৃণা। আর একটি কারণ আছে। এদেশে নূতন ২ ইংরেজের আগমন এবং প্রচুর অর্থের সংগ্রহ হইলে ইংরাজ দিগের এদেশ হইতে প্রস্থান।

কিন্তু মণ্টগমারী সাহেব এই সমুদায় দোষ যাহাতে না থাকে, সেই নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টকে যে যে উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, আর টাউনসেণ্ড সাহেব যে যে উপায় দেখান এই উভয় পাঠক গণ তুলনা করিয়া দেখিবেন। মণ্টগমারি সাহেব বলেন, যে গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারিদের প্রজার সহিত মিশ্রিত হইয়া তাহাদের দুঃখে দুঃখ, সুখে সুখ দেখান কর্ত্তব্য। প্রজা দিগকে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করা, অধিবাসীদের মত [illegible]য়া আইন প্রস্তুত করা, দেশ শাসনের [illegible]র কতক কতক এদেশীয়দের উপর দেওয়া উচিত ইত্যাদি। মণ্টগমারি সাহেব যে উপদেশ গুলি দিয়াছেন, ইহাতে তাহাকে আমরা শত শত ধন্য বাদ দেই। গবর্ণমেণ্ট যদি সুবোধ হন, তবে সত্বর স্থির মণ্টগমারী সাহেবের উপদেশানুসারে কার্য্য করিতে থাকুন। তাহারা যদি স্বেচ্ছা পূর্ব্বক এই কর্ম্মে [illegible], তবে তাহাদের জিত থাকিবে. [illegible] বাধ্য হইয়া করেন, তবে সম্পূর্ণ [illegible] ঠকিবেন।

—:০:—

গত ২৫শে বৈশাখ বুধবার [illegible] বেঙ্গলরেলওএএক ভয়ানক সংঘাত ঘটিয়া গিয়াছে। কুষ্টিয়া হইতে বৈকালে যে ডাউনমেলট্রেন আইসে, তাহা [illegible] এবং কলিকাতার মধ্যে বাঁরাকপুর [illegible] অন্য কোন মধ্যবর্ত্তী ষ্টেশনে থামেনা। এইট্রেন যখন শ্যাম নগর ষ্টেশন ছাড়িয়া যায় তখন কলিকাতা হইতে [illegible] জন্য আগত প্যাসেঞ্জার ট্রেন উক্তষ্টেশনের অপর এক রেলে রক্ষিত ছিল। পইণ্টসম্যানের অনবধনতা জন্য মেল গাড়ি মেন লাইন ছাড়িয়া প্যাসেঞ্জার গা[illegible]র রেলে উঠে। মেল ট্রেণ তখন সম্[illegible] বেগে যাইতেছিল সুতরাং সম্মুখস্থ [illegible] শ্রেণীর সজ্জাতে অসংখ্য যাত্রীগণের [illegible] উহা কেমন শোচনীয় দুর্দ্দৈবে পড়িয়াছিল তাহা পাঠকগণ অনুভব করুন। মেলট্রেন স্থ এঞ্জিনের পশ্চাদ্বর্ত্তী সাত আট খান লোকপূর্ণ গাড়ি দশ পোনের হাত উঠিয়া চূর্ণ হইয়া যায়। জনরব এই যে উক্ত ট্রেণের প্রায় পাচ শত লোক হত ও আহত হইয়াছে। দেশময় রাষ্ট হইয়া গিয়াছে যে রেলওএর কর্ম্মচারী গণ উক্ত ভয়ানক ঘটনার সম্বাদ পুলিসে পাঠান না এবং তথাকার হেড কনেষ্টবল এসংবাদ শুনিয়া আসিলে তাঁহাকে ষ্টেশনের মধ্যে প্রবেশ করিতে দেন না। আর শুনা যাইতেছে যে রেলওএর কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা শ্যামনগরে আসিয়া বহুসংখ্যক মৃতদেহ গোপনভাবে রাত্রির মালগাড়ি যোগে পদ্মার জলে নিক্ষেপ করিয়াছেন। এ জনরব কত দূর সত্য বলিতে পারিনা। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের উচিত যে এবিষয়ের তথ্য অনুসন্ধান করিয়া সাধারণ্যে প্রচার করেন, কেননা বিষয়টী সত্য হইলে রেলওএ কম্পানি সামান্য দোষে অপরাধী নন, মিথ্যা হইলে রেলওএ কম্পানির প্রতি সাধারণের অকারণ সন্দেহ থাকা অন্যায়। আর আমরা গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করি যে এই সময় কম্পানিকে ডবললাইন করিতে বাধ্য করেন।

—:০:—

আমরা কয়েকবার যে প্রতিনিধি সমাজের কথা লিখিয়াছি তাহাই উল্লেখ করিয়া মিরার একটা ভুল করিয়াছেন। মিরার বলেন যে মধ্যবিত্ত ও নিম্ন শ্রেণীস্থলোকের আনুকূল্যার্থে এই সভা সংস্থাপিত হইবে।

যাঁহারা সভা প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত কৃত সংকল্প হইয়াছেন, তাঁহারা উহাকে সার্ব্বভৌমিক প্রতিনিধি সভা করিবার মনস্থ করিয়াছেন। শুদ্ধ মধ্যম ও নিম্ন শ্রেণীস্থ লোক যে উহাতে থাকিবেন একপ নয়, উত্তম, মধ্যম, অধম সকল প্রকার লোক লইয়া এই সভার সৃষ্টি হইবে। তাঁহারা আরো বলেন যে শুদ্ধ বাঙ্গালার নয়, ভারতবর্ষের প্রায় তাবত স্থান হইতে যাহাতে প্রতিনিধি আইসে তাহার যোগাড় কহক করিয়াছেন ও করিবেন। এটী প্রকাণ্ড ব্যাপার, ইহা সুসিদ্ধ হইলে ক্রমশঃ আমরা একটী জাতি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিব। সুসিদ্ধ হওয়ায় আর কোন বাধা নাই, দশজনে মনে করিলেই হয়।

পেট্রিয়ট এই সভার কথা শুনিয়া ব্যস্ত সমস্ত হইয়া সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান এসোসিএশন সকল শ্রেণীর লোকের নিমিত্ত, শুদ্ধ জমিদার দিগের নিমিত্ত নহে। ইহা দেশ সমেত লোক, এমনকি গবর্ণমেণ্ট পর্য্যন্ত কেহই বিশ্বাস করেন না। ফল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনে যে মাসিক চাঁদা নির্দ্ধারিত আছে তাহা দিতে জমিদারগণ ব্যতীত সকলের সাধ্য নাই। যাহা হউক এ সম্বন্ধে আমাদের যাহা কিছু বলিবার আছে পরে লিখিব।

ভারতবর্ষীয় সভার সভ্যেরা অনেকে যাহাতে এ সভার সৃষ্টি না হয় তাহার চেষ্টা পাইতেছেন। তাহারা বলেন দেশে মনে কি ভাবেন তাহারা জানেন না যে এ দেশের যাহা কিছু—মুখপাত্র—তাহা তাহারা; এমতস্থলে এরূপ সভা করিলে তাহাদের বলের হানি হইয়া প্রকারান্তরে দেশের অমঙ্গল ঘটিবে। এটা বোধ হয় ভুল। যদি উভয় সভা এক মত হইয়া চলেন তবে যে বলের বৃদ্ধি হইবে তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। আর এক মত না হইয়া যদি পরস্পরে ঘোরতর বিবাদ হয় তবু আমাদের রাজনৈতিক শক্তি প্রবল বেগে বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। রাজনৈতিক দুই দলে পরস্পর সংহত হইলে যে অগ্নির উৎপত্তি হয় তাহাতে দূষিত বায়ু পরিষ্কৃত হইয়া দেশে নূতন জীবন প্রদান করে। এই বিষয় উল্লেখ করিয়া "নূতন সমাজ" শিরোনামে শিক্ষাদর্পণ সম্পাদক যে প্রস্তাব লিখিয়াছেন তাহা হইতে কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল। তিনি, এই ভাবি প্রতিনিধি সভা সংস্থাপিত হইলে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভার কিছুমাত্র বল হানি করিবেনা, ইহা প্রমাণ করিবার নিমিত্ত বলেন :—

যে দেশে রাজনীতি সম্বন্ধে দলাদলী থাকে সেই দেশই স্বাধীনতার সোপানে আরোহণ করিতে সমর্থ হয়। দলাদলী থাকিলেই কোন রাজ নিয়ম কিরূপ তাহার বিচার হইতে পারে—কোন নিয়ম দ্বারা কোন প্রকার লোকের উপকার কাহার বা অপকার হইল তাহাও প্রকাশ হইয়া পড়ে—এবং স্থল বিশেষে দেশ সাধারণের অভিমতি কিরূপ তাহাও প্রকৃতরূপে জানিবার অনেক সুবিধা হয়।

রাজনৈতিক দলাদলী অপর দলাদলীর ন্যায় পরস্পর বল হানির কারণ না হইয়া প্রত্যুত পরস্পরের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া দেয়। এই কথাটি পাঠকবর্গের বিশিষ্ট রূপে হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যক। দল মাত্রই ব্যক্তিবিশেষের স্বার্থ সম্বন্ধের একতা নিবন্ধন জন্মে। অন্য কোন প্রকারে দলের উৎপত্তি সম্ভব হয় না। যদি তাহাই হইল তবে দল বিশেষ কখনই দেশ সাধারণের প্রতিনিধি হইতে পারিলনা। উহা যেমনই কেন হউক না, একটি দল একই প্রকার স্বার্থ সম্পন্ন লোকের অভিপ্রায় ব্যঞ্জক হইয়া থাকে। সুতরাং দলের সংখ্যা অধিক হইলে বিভিন্ন প্রকার স্বার্থ সম্পন্ন লোকের অভিপ্রায় প্রকাশ পাইতে থাকে এবং তদ্দ্বারা দেশীয় সাধারণ অভিমত কি তাহাও প্রকট হইয়া উঠে।

আর একটী কথা এস্থলে বলা আবশ্যক। আমাদিগের দেশে এ পর্য্যন্ত এক ভারতবর্ষীয় সমাজ বই অন্য কোন তাদৃশ সমাজ নাই। ঐ সমাজের অভিপ্রায় যদিও অনেক স্থলে দেশ সাধারণের হিতকর হয় তথাপি গবর্ণমেণ্টের মনোগত না হইলে গবর্ণমেণ্ট বলিতে পারেন এবং বলিয়াও থাকেন যে, ভারতবর্ষীয় সমাজ কেবল জমীদার সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি মাত্র অতএব উহার অভিপ্রায় তাদৃশ মনোযোগার্হ নহে। কিন্তু যদি অপর একটী সমাজ সংস্থাপিত হয় তবে যখনই উভয় সমাজের এক বাক্য হইবে তখন আর ওরূপ কথা বলিয়া ফাঁকি দিবার সুযোগ থাকিবে না।

এ স্থলে একথাও অবশ্য বক্তব্য যে, ভারতবর্ষীয় সমাজের সহিত প্রস্তাবিত সভার অনৈক্য উপস্থিত হইলেও দেশের কোন [illegible] দর্শিবে না। গবর্ণমেণ্ট কেমন সকল স্থলে কোন পক্ষে সদযুক্তি এবং যুক্তির ভাগ অধিক তাহা দেখিয়া আপনাদিগের কর্ত্তব্য অবধারণ করিয়া লইতে পারিবেন।

—১০—

আবিসিনিয়ার যুদ্ধ শেষ হইয়াছে কিন্তু এ সম্বন্ধে আমাদের একটি কাযস্থ কথা আছে। বন্দী গণকে মুক্ত করার নিমিত্ত ইংরাজেরা এই যুদ্ধে প্রবিষ্ট হন ও পৃথিবী সমেত লোক তাহাই জানেন। কিন্তু টেলিগ্রামে স্পষ্টাক্ষর জানা যাইতেছে, যে থিওডোর মাগডিলায় পরাস্ত হইয়া স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বন্দীদিগকে প্রত্যার্পণ করেন কিন্তু লাড নেপিয়ার তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া থিওডোরকে তাহার হস্তে আত্ম সমর্পণ করিতে আদেশ করেন। ইহা স্পষ্টই বুঝা যায়, যে নেপিয়র সাহেব, তাহার আদেশ যে থিওডোর শুনিবেন না; ইহা জানিয়া শুনিয়া ঐরূপ প্রস্তাব করেন। ইহাতে বোধ হইতেছে ইংলিস গবর্ণমেণ্টের থিওডোরকে হস্তগত করার সংকল্প মনে মনে ছিল। টেলিগ্রাম পাঠে উপরে যাহা লিখিলাম, তাহাই বোধ হয়। ভরসা করি যে যখন বিশেষ বিবরণ জানা যাইবে তখন ইংরাজ দিগকে এই ঘোর কলঙ্ক হইতে অব্যাহতি দিবেন।

—১০—

সমালোচনা।

হিতসাধক মাসিক পত্র।

আমরা ইহার কয়েক সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহা ইংরাজি ওএল উইশারের অনুকরণ এবং এক ব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রকাশিত। পত্রিকার উদ্দ্যেশের পরিচয় ইহার নামেই দিতেছে।

আন্তরিক ইচ্ছার সঙ্গে যাহা কর তাহাই প্রায় উত্তম হয়। এমতস্থলে হিতসাধকে সন্নিবেশিত প্রস্তাব গুলি যে উত্তম রূপে লিখিত হইয়াছে তাহা বলা বাহুল্য। তবে পত্রিকার ভাষাটি একটু সরল হইলে আরো ভাল হইত। আমাদের বিবেচনায় ভাষাটি সাধারণ্যে, বিশেষতঃ যাহাদের হিত সাধন করা পত্রিকার মুখ্য উদ্দেশ্য তাহাদের পক্ষে তেমন বোধগম্য হয় নাই। প্রথম সংখ্যায় লিখিত "কৃষিকার্য্যের আবশ্যকতা" প্রস্তাবটি [illegible] উপকারী; কিন্তু দুরদৃষ্ট ক্রমে আমরা যেখানে শিক্ষিত কোন ভদ্রসন্তানকে এই প্রণালীতে কৃষিকার্য্য আরম্ভ করিতে দেখিয়াছি, সেখানেই লাভ করা দূরে থাকুক তাঁহাকে ক্ষতিগ্রস্থ হইতে দেখিয়াছি। এদেশের কৃষিকার্য্যের বর্ত্তমান অবস্থা যেরূপ, তাহাতে উক্ত প্রণালীতে [illegible] চাষারা কায়িক পরিশ্রম দ্বারা অথবা ধনবান ব্যক্তিরা অধিক অর্থ খাটাইয়া কেবল লাভ করিতে পারেন।

হিতসাধক সম্বন্ধে আমাদের আর একটি কথা আছে। [illegible] যে প্রণালী [illegible] তে যে বিশেষ উপকার [illegible] এমন ভরসা আমাদের হয় না। নীতিগর্ভ প্রস্তাব লিখিয়া সমাজের কোন উন্নতি সাধন করিতে যাওয়া অরণ্যে রোদন করা, বিশেষতঃ প্রবন্ধ গুলি যখন বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত। ইংরাজি নবিশেরা বাঙ্গালা পড়িতে চাননা এবং যাহারা কেবল বাঙ্গালা জানেন তাহারা পড়িতে পারেন বটে কিন্তু ক্ষমতা বিহীন। তবে ওয়েল উইশারের ন্যায় "হিত সাধক" যদি দেশের প্রচলিত কোন বিশেষ একটী কদাচারের মূলোচ্ছেদ উদ্দেশে লিখিত হয়, তবে উহার শ্রম কখনই বিফল হইবেনা।

সাপ্তাহিক।

" অধীনতা কাল কূটে মরি হায়২।
করেছে কি আ[illegible] মুক্তে চেনা নাহি যায়। "

১মখণ্ড | ৯ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার ১২৭৫সাল। ২১এ মে ১৮৬৮খৃঃ অব্দ | ১৪সংখ্যা

অমৃত বাজার পত্রিকা।

বিজ্ঞাপন।

অমৃত বাজার পত্রিকার গ্রাহক মহাশয়েরা আমাদের দেয় ২ অগ্রিম মূল্য সত্বর পাঠাইয়া দিয়া বাধিত করিবেন। যাঁহারা মূল্য প্রেরণ করিতে বিলম্ব করিবেন, তাঁহাদিগকে বেসি দিতে হইবে কলিকাতায় আমাদের পত্রিকার এজেন্ট হেয়ার স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু হর লাল রায় বি,এ কাশী পুরে নড়াল বাবুদিগের মোক্তার শ্রীযুক্ত বাবু উমেশ চন্দ্র ঘোষ এবং কৃষ্ণনগরে কৃষ্ণনগর ইংরাজী-বঙ্গ বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু তারা পদ বন্দোপাধ্যায় বি,এ, মহাশয়গণকে নিযুক্ত করা গেল। গ্রাহক মহাশয়েরা পত্রিকার মূল্য এক আনার ষ্ট্যাম্প সহ ইহাদের নিকট অথবা একে বারেই অমৃতবাজারপত্রিকা আফিসের তত্ত্বাবধায়কের নিকট প্রেরণ করিলে পত্রিকা পাইবেন শেষোক্ত ব্যক্তির নিকট পাঠাইলে বেসি এক আনার ষ্ট্যাম্প লাগিবেক না।

বিজ্ঞাপন।

অমৃত বাজার পত্রিকার মূল্যের নিয়ম।

অগ্রিম বার্ষিক ৫ টাকা ডাকমাশুল ৩ টাকা

[illegible]

ত্রৈমাসিক [illegible] ৮০ আনা

প্রত্যেক সংখ্যার ।০ /০

বিজ্ঞাপন।

এই পত্রিকার বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্য নির্ণয়।

প্রত্যেক পংক্তির প্রতি।

প্রথম ও দ্বিতীয় এবং তৃতীয়বার /

চতুর্থ এবং ততোধিক বার /১০

বিজ্ঞাপন প্রেরয়িতারা বিজ্ঞাপনের সহিত তাহা প্রকাশের মূল্য এক আনা কিম্বা আধ আনার ষ্ট্যাম্প টিকিট দ্বারা আমাদের যন্ত্রালয়ে প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন।

সংগীত শাস্ত্র, প্রথম ভাগ।

উল্লিখিত পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে। উহার দ্বারা নানা বিধ গীত ও বাদ্য উপদেশ বিনা অভ্যস্ত হইতে পারিবেক। উক্ত পুস্তক কলিকাতস্থ সংস্কৃত ডিপোজিটারিতে এবং কলিকাতার কলেজ ষ্ট্রীট ব্যানার্জি এণ্ড ব্রদারসদের লাইব্রেরিতে, এবং নিম্ন স্বাক্ষরকারির নিকট তত্ত্ব করিলে গ্রহণেচ্ছুক মহাশয়েরা পাইতে পারিবেন। মূল্য ৮০ আনা, ডাকমাশুল এক আনা। কেহ নগদ ৫ টাকার বা তদধিক মূল্যের পুস্তক লইলে শত করা ১২॥০ টাকা এবং ৫০ টাকা বা তদধিক মূল্যের পুস্তক লইলে শত করা ২৫ টাকা কমিসন পাইবেন।

শ্রীদীন চন্দ্র ভট্টাচার্য্য
যশোহর অমৃত বাজার

বিজ্ঞাপন।

যাঁহারা ষ্টাম্প টিকিট দ্বারা মূল্য পাঠান তাঁহারা যেন এক অথবা আধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ না করেন।

ব্যারিং কিম্বা ইন্ সাপিসিয়েন্ট পত্রাদি পাঠাইলে আমরা তাহা গ্রহণ করিব না।

যখন [illegible] গ্রাহক মহাশয়েরা অমৃত বাজার [illegible] মূল্য পাঠান তখন যেন তাহা রেজেষ্টরি করিয়া পাঠান।

অমৃত বাজার পত্রিকা

৯ই জ্যৈষ্ঠ। বৃহস্পতিবার।

১৮৬৮ সালের ১৪ আইন।

উপদংশ পীড়া লুকায়িত ভাবে সভ্যতার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভ্রমণ করে। উক্ত পীড়া এতদ্দেশে পূর্ব্বে ছিলনা, পোর্টুগীজেরা প্রথমে উহার বীজ রোপণ করিয়া যায়, আর শেয়াল কাঁটা গাছের ন্যায় উহা একণে সকল স্থানেই দেখাযায়। ভদ্র, অভদ্র, স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বালিকা, কৃতবিদ্য যুবক কি অজ্ঞ পল্লিগ্রামস্থ কৃষক, এমন কি মহা মান্য অধ্যাপক মহাশয় দিগের মধ্যেও উহা প্রবেশ করিতে দেখা গিয়াছে। কখন কখন আরো ভয়ংকর ঘটনাও ঘটিয়াছে। অবিবেচক স্বামী কর্তৃক কোনের কুল বধূ রোগাক্রান্ত হইয়াছেন, ও সেই নিমিত্ত দুগ্ধ পোষ্য বালক দিগেরও গাত্রে উহার চিহ্ন প্রত্যক্ষীভূত হয়।

তবে একটী সুখের সংবাদ আছে। এ দেশে লাম্পট্য দোষের, সুতরাং উপদংশ পীড়ার যে, অনেক লাঘব হইয়াছে তাহা অনায়াসে প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। তাহার কারণ মনুষ্যের মনের ভাবের পরিবর্ত্তন। আমরা উত্তম রূপে জানি যে পূর্ব্বে অনেক পুরুষের মধ্যে কৃষ্ণ বর্ণ দন্ত সম্মানের ও গৌরবের কারণ ছিল, এক্ষণে প্রায় তাহার বিপরীত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কৃতবিদ্যেরা প্রায়ই এসম্বন্ধে সাধু ও তাহাদের সংখ্যা এক্ষণে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে। আরো একটী কারণ আছে। পুরুষের যে স্ত্রী লোকের ন্যায় শুদ্ধ ও পবিত্র থাকা প্রয়োজন, এ বোধ স্ত্রী লোকের অতি অল্প দিন মাত্র হইয়াছে, সুতরাং এই জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের শাসনের অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে।

সম্প্রতি সংক্রামক পীড়া (গরমি) নিবারণার্থে গবর্ণমেন্ট যে আইন করিয়াছেন তাহার মর্ম্ম উদ্ধৃত করা গেল। গরমির আকর স্থান বেশ্যালয়, ও গবর্ণমেণ্ট উহা, ওস্থান হইতে দূরীকৃত করিবার নিমিত্ত কৃতসংকল্প হইয়াছেন। বেশ্যাদিগের কি বেশ্যালয় রক্ষক দিগের নাম ধাম দিয়া, ব্যবসার চালাইবার অনুমতি পত্র লইতে হইবে। না লইয়া ব্যবসায় করিলে ১০০ টাকার অনধিক জরিমানা ও এক মাসের অনধিক কারাদণ্ড। স্থান পরিবর্ত্তন করিলে

হইলে উহাদিগকে সংবাদ দিতে হইবে, তানাইতে ক্রটী করিলে বেশ্যাদিগের ৫০ টাকার অনধিক জরিমানা ও ১৪ দিবসের অনধিক কারা দণ্ড, আর বেশ্যালয় রক্ষক দিগের উর্দ্ধ সংখ্যা ১০০ টাকা জরিমানা ও একমাস কয়েদ। ইহারা, আদেশ মতে যদি অনুমতি পত্র না দেখায় তবে দণ্ডনীয় হইবে।

বেশ্যাদিগকে সময় সময়ে ডাক্তারেরা পরীক্ষা করিবেন, যাহারা পীড়িত হয় তাহারা যে পর্য্যন্ত আরোগ্য লাভ না করে হাসপাতালে থাকিতে বাধ্য হইবে। পীড়িতাবস্থায় যে ব্যবসায় করে তাহার দণ্ড হইবে। হাসপাতাল হইতে পালাইলে পোলিস, বিনা ওয়ারেণ্টে ধৃত পূর্ব্বক তাহাদিগকে ফিরাইয়া আনিতে পারিবে। ডাক্তারের অনুমতি লইয়া বেশ্যারা বাটী থাকিয়াও চিকিৎসিত হইতে পারিবে। চিকিৎসা সমাপ্ত হইয়া গেলে, তাহারা আরোগ্য লাভের আর একখানা সার্টিফিকিট পাইবে।

যে সমুদায় স্থানে, এই আইন প্রচলিত হইবে সেই স্থানের এই কর্ম্মে নিযুক্ত গবর্ণমেণ্ট কর্ম্ম চারিরা, ইচ্ছা করিলে বেশ্যাদিগকে পৃথক এক স্থানে বাস করিবার আজ্ঞা প্রচার করিতে পারিবেন।

এই আইনে যে গরমি পীড়ার অনেক লাঘব হইবে কি হইতে পারে, কি এক দিন কাল একেবারে নির্ম্মূল হইয়া যাইবে তাহা ভরসা করা যাইতে পারে। কিন্তু ইহা স্বত্বেও আমরা এই আইন সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করিতে পারিনা। লণ্ডন নাগারিকেরা এইরূপ রেজিষ্টারি আইনের প্রার্থনা করিয়া যখন হোম সেক্রেটারি সার জর্জগ্রের নিকট আবেদন করে তখন তিনি এই উত্তর দিয়াছিলেন "বেশ্যাদিগের অত্যাচার নিবারণ করিবার নিমিত্ত এই রূপ আইন করিলে বেশ্যা বৃত্তিকে গবর্ণমেণ্টের এক প্রকার অনুমোদন করা হয়।" সামাজিক নিয়মে গবর্ণমেণ্ট [illegible] পক্ষে হস্ত ক্ষেপ করিবেন না, করিতে গেলেই উপকার অপেক্ষা [illegible] অপকার হইবে। কিন্তু [illegible] পীড়াকাইিসে [illegible] দ্বারা ঐর নিবারণ করিতে বিশেষ কিছু [illegible] নাই। অষ্ট্রিয়ার রাজধানী বায়নার গবর্ণমেণ্ট রেজিষ্টারি করিতে দেন না, কিন্তু সেখানে একশত ছেলের মধ্যে পঞ্চাশটী জারজ। মিউনিকেও ঐরূপ নিয়ম আছে, কিন্তু সেখানে দেশের সমুদায় লোকের মধ্যে প্রায় নয়আনা দশআনা জারজ। রোমেও ঐরূপ। এদিক গবর্ণমেণ্ট থড়্গ হস্ত, এদিকে তলে তলে সব, বরং কিছু অধিক হয়। মনুষ্য যত জ্ঞান বান হন বেশ্যা বৃত্তির ও উপদংশ পীড়ার তত লাঘব হয়, আর এ উভয় নিবারণের এই নৈসর্গিক নিয়ম।

গবর্ণমেণ্ট গরমির পীড়া নিবারণ করিতে গিয়া সামাজিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলেন, মন্দ ফলও বিস্তর ফলিবে। ধর্ম্মের নিমিত্ত বেশ্যালয় গমনে বিরত অতি কম লোকে থাকে। সমাজের ভয়ই অনেকে করেন। লাম্পট্যের অকপট সাক্ষী গরমি পীড়া, সুতরাং এই আইন কর্ত্তৃক বেশ্যালয় হইতে উপদংশ পীড়া দূরীকৃত করিয়া গবর্ণমেণ্ট সুসভ্য সমাজে লাম্পট্য দোষের প্রাদুর্ভাব করিয়া দিলেন। লম্পটের সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে সুতরাং সম্ভবত বেশ্যার সংখ্যাও বৃদ্ধি, ও সেই সঙ্গে সঙ্গে উহার আনুসঙ্গিক দোষ সমূহ অর্থাৎ মদ্য, ব্যভিচার, ভ্রূণহত্যা প্রভৃতি যে পরিমাণেই হউক বৃদ্ধি পাইবে।

আবার গবর্ণমেণ্ট বেশ্যা দিগের হিতের নিমিত্ত এক বারও দৃষ্টিপাত করেন নাই। তাহাদের যে যাবদিক কষ্ট হইবে, কি তাহাদের ঈশ্বরদত্ত স্বাধীনতার প্রতি হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে, সে সম্বন্ধে আমরা কিছু বলি না। এই আইনটী প্রচলিত হইলে বেশ্যারা শত গুণে নির্লজ্জ, ও হৃদয় শূন্য হইবে। তাহাদের মন ক্যারোলিনার দাস অপেক্ষাও জঘন্য হইয়া যাইবে। গবর্ণমেণ্ট শুদ্ধ তাহাদের শরীরের দিকে তাকাইলেন আত্মার দিকে দৃষ্টি করেন নাই। ফরাসিশ দেশে ১৭৬৫ খৃ অব্দে প্রথমে বেশ্যা দিগকে রেজেষ্টরি করিবার নিয়ম হয়, কিন্তু ১৮১৬ অবধি ঐ নিয়ম উত্তম রূপে প্রচলিত হয়। সেখানে যে নিয়ম প্রচলিত আছে সে এরূপ নিষ্ঠুর নয়। ফরাশিশ গবর্ণমেণ্ট উপদংশ পীড়া নিবারণের যে রূপ যত্ন দেখাইয়াছেন, বেশ্যা দিগের মঙ্গলের নিমিত্ত ও সেই রূপ যত্ন দেখাইয়াছেন, সেখানে কোন স্ত্রীলোক নাম লেখাইতে আইলেই, তাহাকে এ সমুদায় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়--বাড়ী কোথা? বিবাহিতা, কি অবিবাহিতা? পিতা, মাতা কি অন্য কে আছে, তাহাদের কি [illegible]? কি জন্যে তাহা দিগকে ত্যাগ করিয়াছে? সন্তানাদি আছে? পূর্ব্বে [illegible] ছিল কি না? উপদংশ পীড়া আছে [illegible] না? কি নিমিত্ত বেশ্যা হইতেছে [illegible] ইত্যাদি। যদি পীড়া থাকে তবে তাহাকে চিকিৎসালয়ে প্রেরণ করা হয়। ইতিমধ্যে কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা তাহার সমুদায় অনুসন্ধান করিতে থাকেন, আর তাহাকে সমাজে তুলিয়া লইবার চেষ্টাকরিতে সেই স্থানের মেয়ারকে অনুরোধ করিয়া এক পত্র লেখা হয়।

এদিকে কর্ত্তৃ পক্ষীয়েরা তাহাকে নানা মত বুঝাইতে থাকেন। যদি ক্রোধ কি ঈর্ষা পরবশ হইয়া আসিয়া থাকে ও সদুপদেশ দিলে মন কিঞ্চিত ফিরান যায় তবে সরকারি ব্যয়ে তাহাকে রিফরমেটারিতে রাখা হয়। যদি সে অল্প বয়স্কা হয়, কি সার্টিফিকিট প্রার্থনা কালীন সতীথাকে, তবে তাহাকে ধর্ম্ম শালায় প্রেরণ করা হয়। এই রূপ সত্‌ পথে আনিবার সমুদায় যত্ন বিফল হইলে তখন ফরাশিশ গবর্ণমেণ্ট সর্টিফিকিট দেন। আমাদের গবর্ণমেণ্ট বড় ঠাণ্ডা, তত গোল মালের মধ্যে যাইতে চান না।

আর গুটি কয়েক কথা না বলিয়া প্রস্তাব শেষ করিতে পারিনা। যদি গরমির পীড়া নির্ম্মূল করাই গবর্ণমেণ্টের সংকল্প হইয়া থাকে, তবে আর একটী ধারা এই মর্ম্মে ক[illegible]ত, "উপদংশ পীড়াক্রান্ত কোন ব্যক্তি যদি বেশ্যালয়ে গমন করে, তবে তাহার উর্দ্ধ সংখ্যা তিন মাস মিয়াদ হইবে।"

গবর্ণমেণ্ট আইন করিতে আর একটী বিষম ভুল করিয়াছেন, বেশ্যারা প্রায় একক বাস করে। "বেশ্যালয় রক্ষক," সম্পূর্ণ ইউরোপীয় জিনিস, অদ্যাপি এ দেশে বেশী আমদানী হয় নাই। বেশ্যারা পীড়িত হইয়া চিকিৎসালয়ে গেলে তাহাদের বাটী প্রভৃতি গবর্ণমেণ্টের রক্ষা করা কর্ত্তব্য। তাহার কোন উপায় করা হয় নাই।

—:::—

সর্পাঘাত

সর্পদংশনে মানব শরীরে এই এই লক্ষণ প্রকাশ পায়,--ঘা বমি বমি করে নিশ্বাস ঘন ও কষ্টের সহিত বাহির হয়, গাত্রে ঘর্ম্ম হয়, ও কখন কখন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কাঁপিতে থাকে, চক্ষু রক্ত বর্ণ হয় ও রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হয়। মৃত্যুর কিছু কাল পূর্ব্বে মুখ হইতে ফেণ বৎ লালা বাহির হইতে থাকে; কণ্ঠনালী এরূপ সংকীর্ণ হইয়া যায় যে রোগী ঔষধ সেবন কি জলপান করিতে পারেনা। কোন২ রোগী মরিবার কিছু পূর্ব্বে রক্তবর্ণ [illegible] বমন করে। [illegible] নিস্তব্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করে।*

* কোবিরাজেরা যদি লক্ষণ দেখিয়া পীড়ার ঔষধ আবিষ্কার করিতে পারেন তবে সর্পের ঔষধ কেন বাহির করেন না। সর্পাঘাতে যে যে লক্ষণ প্রকাশ পায় তাহা মাল বৈদ্যেরা বেশ বলিতে পারে, তাহাদের নিকট অনুসন্ধান করিয়াই হউক, আর অন্য কোন উপায়েই হউক, তাঁহারা একটু যত্ন করিলে অবলীলা ক্রমে লক্ষণ গুলি সংগ্রহ করিতে পারেন। এরূপ করিলেও তাঁহাদের পরীক্ষার অনেক সাহায্য হইতে পারে। কোন ক্ষুদ্র পশুকে সর্প কর্ত্তৃক দংশিত করাই লক্ষণ গুলি ভাল রূপ সংগ্রহ হয় না বটে, কিন্তু তাহাদের মৃত দেহ পরীক্ষা করিলেও ঔষধ আবিষ্কারের অনেক বিধা হইতে পারে।

পূর্ব্বে বলাহইয়াছে ঢিপ কামড়েরি চিকিৎসাই প্রয়োজন, অন্যান্য কামড়ের চিকিৎসার প্রয়োজন নাই। সর্প্পে আঘাত করিবা মাত্র, দষ্ট স্থান ঈষৎ স্ফীত হয়, কিন্তু একটু পরেই সেফুলা আর থাকেনা, সর্পাঘাতের পর বিষ অল্পক্ষণ যা মুখে থাকে, আর যতক্ষণ যা মুখে থাকে তত ক্ষণ দষ্ট স্থানে ফুলা দেখাযায়, পরে বিষ উঠিতে আরম্ভ করিলে আর ওরূপ থাকেনা, দুইটী ছিদ্র মাত্র দেখাযায়। এখানে একথা বলা আবশ্যক যে বিষ খানিক উঠিলে আবার দষ্ট স্থান স্ফীত হয়। তাহার কারণ আর কিছু নয়, শরীরে কোন রূপ আঘাত লাগিলে ঐ [illegible] হইয়া থাকে। চিকিৎসক এ উভয়ের [illegible] স্বচ্ছন্দে বুঝিতে পারিবেন।

এত ভূমিকার পর এক্ষণে মাল বৈদ্যদের চিকিৎসা প্রণালী লেখা যাইতেছে। তাহারা সর্পাঘাতের তিন প্রকার চিকিৎসা করিয়া থাকে-সাতি, পিং, ধুবি অর্থাৎ জল, অস্ত্র, আগুণ। সর্পে দংশন করিবা মাত্র দষ্ট স্থান স্ফীত হয় ও স্ফীত থাকিতে২ এক খণ্ড অগ্নি ঐ স্থানে ঠাসিয়া ধরিতে হইবে। বিষ যদি তখনও যা মুখে থাকে তবে পট্ করিয়া একটী ক্ষুদ্র শব্দ হইবে ও বিষ সাহায্য হইয়া যাইবে।

অগ্নি নিকটে না থাকে, কি বিষ যা মুখে আছে না আছে সন্দেহ হয়, দষ্ট স্থানে মুখ দ্বারা চুসিয়া বিষ তুলিয়া লইতে হইবে, রোগী নিজে না পারে অন্য কাহার সাহায্য লইতে হইবে। মুখে যদি কোন প্রকার যা না থাকে, কি দন্তের গোড়া জীর্ণ না হয়, তবে কোন বিপদের আশংকা নাই। মুখের দ্বারা সুবিধা না হয়, চোঙ্গার দ্বারা কি অন্য কোন যন্ত্র সাহায্যে ঐ স্থানের রক্ত সম্বলিত বিষ বাহির করিতে হইবে। বিষ নির্গত হইলে স্পষ্টরূপে চক্ষে দেখা যাইবে।

[illegible] সেই স্থান টীতে পিং [illegible] তীক্ষ্ণ ছুরিকা দ্বারা অস্ত্র করিয়া, হাতদিয়া টিপিয়া বিষ বাহির করিতে হইবে। এই রূপ একবারে না হয় দুইবারে, এ রূপ দুই তিন বার করিতেই দষ্ট স্থান নির্বিষ হইয়া যাইবে। বিশেষতঃ দষ্ট স্থানে অস্ত্র করিলে যদি শোণিত পড়িতে থাকে তবে বিষের ঊর্দ্ধ গতির বাধা জন্মে, এক সময়ে শোণিতের দুই বিপরীত দিকে গতি হইতে পারেনা। রক্তের গতি নিচের দিকে, হইলে, বিষ উঠিতে পারেনা।

যদি বিষ উপরে উঠিয়া থাকে তবে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে যে বিষ কত দূর উঠিয়াছে। ইহা নানা প্রকারে জানা যাইতে পারে। অনেক সময় রোগী ঠিক করিয়া বলিতে পারে। যে পর্য্যন্ত বিষ উঠে সে পর্য্যন্ত অসাড় হইয়া যায়। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা নিশ্চিত রূপে জানিবার উপায়, অস্ত্র দ্বারা শোণিত বাহির করিয়া যে রক্ত বিষদূষিত হইয়াছে তাহা একটু কৃষ্ণবর্ণ, সুতরাং যেখানে তাজা রক্ত পাওয়া যাবে সেখানে বিষ উঠে নাই।

বিষ যে পর্য্যন্ত উঠিয়াছে তাহার উপরে বন্ধন করিতে হইবে। কোন সন্ধিস্থলের উপরি ভাগে বন্ধন করাই শ্রেয়। মাল বৈদ্যেরা শণ কি কোষ্টার রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিয়া থাকে, কারণ রজ্জু দ্বারা যেরূপ বন্ধন হয় এরূপ আর কিছুতেই হয়না। যদি হঠাৎ রজ্জু না পাওয়া যায় তবে বস্ত্র পাকাইয়া লইলেও হইতে পারে। মাল বৈদ্যেরা আর একটী অদ্ভুত কথা বলে, বিষ যে ক্রমান্বয়ে ঊর্দ্ধমুখ উঠিতে থাকে এমন নয়। বিষ ঊর্দ্ধমুখ উঠিয়া আবার একটু নিম্নমুখ নামে, এই রূপ একবার উপর একবার নিচে, এই রূপ করিয়া বিষ উঠিতে থাকে। বন্ধন স্থান পর্য্যন্ত বিষ উঠিলে কোন২ সময় বিষের গতি দেখা যায়। রোগী বেশ বুঝিতে পারে যে বিষ উঠিবার নিমিত্ত মহা যত্ন করিতেছে।

বিষদন্ত শরীরের মধ্যে অল্পদূর মাত্র প্রবেশ করে, সুতরাং বিষও চর্ম্মের অল্প মাত্র নিচে থাকে, অতএব উহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে তত দূর বন্ধন প্রয়োজন করেনা। এরূপ বন্ধন করা যাইতে পারে যে বিষও উঠিতে পারেনা অথচ দষ্ট অঙ্গে রক্ত সঞ্চালনও বন্ধ হয় না। কিন্তু ভয় ক্রমে, মাল বৈদ্যের শোণিত সঞ্চালনের দিকে একেবারে দৃষ্টি না [illegible] দৃঢ়তর রূপে বন্ধন করে। এবং [illegible] তিন [illegible] বন্ধ করে।

সম্পূর্ণ রূপে নির্ব্বিষ হইবার পূর্ব্বে বন্ধন খুলিলে, সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়। বিষ এরূপ শীঘ্র গতিতে উঠিতে থাকে যে, মুহূর্ত্তের মধ্যে রোগীকে অচেতন করিয়া ফেলে। এই নিমিত্ত নির্ব্বিষ হইয়া গেলেও মাল বৈদ্যেরা বিবেচনা মত কয়েক ঘণ্টা পর্য্যন্ত বন্ধন রাখিয়া দেয়।

বন্ধন সমাপ্ত হইলে পরে চিকিৎসার আরম্ভ হয়। যদি বিষ অধিক দূর না উঠিয়া থাকে তবে পিং করাই কর্ত্তব্য। তীক্ষ্ণ ছুরিকা দ্বারা বন্ধন স্থান হইতে যা মুখ পর্য্যন্ত দুই তিন স্থান চিরিয়া দিয়া হস্ত দ্বারা টিপিয়া বিষ সহ শোণিত বাহির করিয়া ফেলা উচিত। ইহাতে [illegible] যাইবে।

যদি বিষ অধিক দূর উঠিয়া থাকে তবে দষ্ট স্থানে উষ্ণ [illegible] উষ্ণ যে স্বাভাবিক অবস্থায় সহ্য করিতে অল্প একটু কষ্ট হয় মাত্র। জলের ধারানি করিতে হইবে। এই রূপ অর্দ্ধ ঘণ্টা ধারানি করিতে করিতে নির্ব্বিষ হইয়া যাইবে। অথবা যদি সুবিধা হয় তবে দষ্ট অঙ্গ তপ্ত জলে ডুবাইয়া রাখিলেও হইতে পারে। মাল বৈদ্যেরা বিষের উগ্রতা নিতান্ত অধিক না দেখিলে এই রূপ চিকিৎসা সচরাচর করিয়া থাকে। ইহাতে রোগীর কোন কষ্ট হয় না, অথচ এই উপায়ে বিষের শক্তিপ্রায়ই ধ্বংসহয়। এবং যদি দৈবাৎ কোন অজ্ঞাত কারণ বশতঃ বিষ সম্পূর্ণ রূপে ধ্বংশ করিতে না পারে তবু ইহাতে বিষের উগ্রতার অনেক লাঘব হয়।

যদি উষ্ণ জল ধারানি করিলে বিষের শক্তি সম্পূর্ণ রূপেনষ্ট না হয় তবে কয়েকটী বালির টোপলা অগ্নিতে তপ্ত করিয়া সেক দিতে হইবে। এই রূপে অনবরত সেক দিতে থাকিলে ২৫ মিনিট কি অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে বিষ সহায্য হইয়া যাইবে।

কোন কোন সময় ইহাতেও বিষ যায় না। তখন একটী তীক্ষ্ণ ছুরিকা দ্বারা যে সমুদায় স্থানটী বিষ ব্যাপিয়াছে, অল্প অল্প চিরিয়া দিয়া লবণ মালিস করিয়া দিতে হইবে। একটী পাত্রে স্বেদ নির্গত হইতে থাকিবে ও তাহাতেই শোণিত নির্বিষ হইয়া যাইবে।

বিষ নিতান্ত অবাধ্য না হইলে মাল বৈদ্যেরা নিম্নোক্ত চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন করেনা। বন্ধন স্থান হইতে যা মুখ পর্য্যন্ত ২। ৩। ৪ [illegible] মত) চিরিয়া দিয়া হস্ত দ্বারা টিপিয়া বিষ নির্গত করিতে হইবে। যে পর্য্যন্ত বিষ নিঃশেষ হইয়া বাহির না হয় সে পর্য্যন্ত ইহাই করিতে হইবে। যদি বিষ অল্প দূর উঠিয়া আবদ্ধ হয়, কি অধিক দূর উঠিয়া অন্য কোন প্রকারে সাহায্য না হয় তবেই উক্ত রূপ চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। [illegible]

---

* কণ্টীনার (Enteau) হইতে।

আমাদের মনে একটা বিশ্বাস আছে যে, ইংলণ্ডবাসী প্রধান প্রধান লোক আমাদের স্বপক্ষ। এ বিশ্বাসের কারণ আছে। ইংলণ্ডে যিনি যখন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে প্রস্তাব লিখেন কি বক্তৃতা করেন, তখন উহার প্রতি বিলক্ষণ মমতা দেখাইয়া থাকেন। তাঁহারা বিলাত হইতে দুই একটী আশা ভরসা দেন, আর আমরা সমুদায় কষ্ট ভুলিয়া যাই। এক একটি ভদ্রলোক পারলেমেণ্টে আমাদের নিমিত্ত দুই একটী কথা বলেন. আর ১৮ কোটি লোক চাতকের ন্যায় হা করিয়া ইংলণ্ডে মুখ তাকাইয়া থাকে। কিন্তু আমাদের অদৃষ্টে কেবল নৈরাশ্য নৈরাশ্য, নৈরাশ্য।

আমাদের বীর-নিরানন্দি-নির্ব্বোধ গবর্ণর জেনারেল আমাদের উন্নতির বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিলেন, পেরি ও ক্রিয়ার সাহেব আবার সেই নিমিত্ত গবর্ণরজেনারেলকে গালি দিলেন। আমরা সকলেই বলিতেছি "পেরি ও ক্রিয়ার সাহেব আমাদের পরম বন্ধু।" কিন্তু যাহা লইয়া গোল, তাহার ঐ পর্য্যন্ত। ফসেট সাহেব এ দেশে সিবিল সরবিসের পরীক্ষা স্থান করন বিষয় পারলিয়ামেণ্টে উপস্থিত করায়, ট্রিবিলেন সাহেব বলেন যে, ভারতবর্ষীয়েরা উপযুক্ত হইলে বিনা পরীক্ষায় তাহাদিগকে সিবিল সরবিসে প্রবেশ করিতে দেওয়া যাইবে। উভয় সাহেবে যুদ্ধ হইল, কিন্তু আমাদের ঐ পর্য্যন্ত। এ দেশের সর্ব্বময় কর্ত্তা নর্থকোট সাহেব গবর্ণর সাহেবকে লিখিলেন "ভারতবর্ষীয়দের স্বাভাবিক স্বত্ব হইতে বঞ্চিত করা কর্ত্তব্য নয়।" গবর্ণরজেনারেল তাহাই এক প্রকার অনুমোদন করিয়া উত্তর দিলেন। নর্থকোট সাহেবের মত যে, ভারতবর্ষীয়েরা উক্ত পদ পায়, গবর্ণরসাহেব তাহাতে না. বলেন না, না বলিলেও কিছু ক্ষতি নাই, কিন্তু তবু আমাদের যে দশা সেই দশা।

ইংলণ্ডের ন্যায়পরতার দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া আমাদের চোখ ঠিকরাইয়া গেল। এ রোগের [illegible] ঔষধ নয়। আমেরিকায় স্ত্রী লোকে কংগ্রেসে প্রবেশ করিতেছে। ভারতবর্ষীয়েরা যেন আর স্তোভ বাক্যে ক্ষান্ত না থাকেন। ইংরাজেরা আমাদের ন্যায্যদাবি কত দূর তাহা বেশ বুঝেন, কিন্তু আমরা যে তাহা কত দূর বুঝিয়াছি তাহা জানিতে পারিলে আর শুদ্ধ স্তোভ বাক্যদ্বারা ভারতবর্ষীয় দিগকে বাধ্য করিতে চেষ্টা পাইবেন না।

—০:০—

সংক্রামক জ্বর ও ডাক্তারী লরাই।

৩ সংখ্যক পত্রিকার ৪৪ পৃষ্ঠার পর।

উলা নামক গ্রামে এলিয়টের সৈন্যরির সহিত সংক্রামক জ্বরের প্রথম সংগ্রাম হয়। এই কালে ঐ গ্রামে প্রত্যহ ১০।১৫ জন মরিতেছিল, কিন্তু নিকটে একটা কালেজ থাকায় সেখানকার কৃতবিদ্য যুবক গণ বাঙ্গালা ও ইংরাজি ছাপার কাগজে "রক্ষা কর রক্ষা কর" বলিয়া ভয়ঙ্কর চীৎকার করিতে থাকায় সেনাপতি সাহেব বোধ করিলেন যে উহাদের মুখবন্ধ করা তাহার প্রধান কার্য্য। তজ্জন্য একেবারে চারি দিক হইতে ৪ জন নেটীব ডাক্তর অসংখ্য শেঁকোর পিল—রাশ রাশ কালা দানা ও গুল্লাকার হিরাকস লইয়া রণ স্থলে উপস্থিত হইল। নগরের চারি দিকে চারিটা শিবির স্থাপিত হইল ও বিপক্ষ কর্ত্তৃক পীড়িত প্রজাগণ পালের উপস্থিত হইয়া ডাক্তরদের শরণাগত হইতে লাগিল। সেনাপতি সাহেব অতিশয় বুদ্ধিমান ছিলেন তজ্জন্য বিজ্ঞ লোকের ন্যায় তিনি প্রথমে ঐ গ্রাম স্থলে নিজে যান নাই। কিন্তু গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করা আবশ্যক, তজ্জন্য নেটীব ডাক্তারদের প্রতিসপ্তাহে আমদানি রপ্তানির ১।১ টা হিসাব দিতে হইত এবং সেই সব হইতে এলিয়ট সাহেব এক প্রকাণ্ড ইসটেটমেণ্ট প্রস্তুত করিয়া এক কাপি কমিসনরিতে, এক কাপি বাঙ্গালি আফিসে ও এক কাপি মেডিকেল বোর্ডে পাঠাইতেন। আর কিছু না হক সকল স্থানের কেরাণি বেচারাদের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইয়া পলাই ২ ডাক ছাড়িতে লাগিল এবং প্রত্যেক বুধবারের গবর্ণমেণ্টের অতিরিক্ত গেজেটের ২।৩ কালম বাড়িয়া গেল।

এদিকে নেটীব ডাক্তার চতুষ্টয় "মহাজনো-যেন গতঃ স পন্থা" অবলম্বন করিয়া পূর্ব্ব২ প্রথানুসারে প্রথমে কালাদানা পরে শেঁকোর বটিকা দিতে২ অনেকের উদরাময় পীড়া হইয়া মৃত্যুর সংখ্যা দিন২ অধিক হইতে লাগিল। প্রথমে ইহাদের সিক্টু এতেণ্ড (অর্থাৎ উপস্থিত হইতে অক্ষম থাকা) অথবা নাট নোন (কি হইয়াছে জানা যায় নাই) বলিয়া রিপোর্ট করা হইত। অবশেষে এক রাত্রে ৩০০ লোক মরিয়া যাওয়ায় যুদ্ধের প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ হইয়া পড়িল। ঐ ৩০০ লোকের মধ্যে ২ জন নেটীব ডাক্তার ছিল। বাকী ২ জন হাত—পা—[illegible]—পেট—[illegible]—[illegible] অস্থি—চর্ম্ম—সার হইয়া পর দিন প্রাতে শিবির ও যুদ্ধের সরঞ্জম ফেলিয়া যে কোথায় পলায়ন করিল, তাহার কিছুই নির্ণয় হয় নাই। যুদ্ধের নিয়ম এই যে রণে ভঙ্গ দিলে কোর্ট মার্সেল হইয়া থাকে, কিন্তু তাহারা পলায়নের পূর্ব্বে [illegible] বিবর্ণ [illegible] হইয়াছিল যে [illegible] ছিল না যে অদৃষ্টে দূত হইতে [illegible] উলার দফা রফা করিয়া সাহেব অন্যান্য গ্রাম সমূহে হস্ত ক্ষেপ করিতে লাগিলেন। জাগুলিয়া, গৌড়পাড়া, নৈহাটী প্রভৃতি জনাকীর্ণ পল্লি সমূহ একেবারে জন শূন্য হইতে লাগিল। বারাসত, আড়বেলিয়া, কাজিপাড়া প্রভৃতি কয়েক খানা গ্রামে তিনি পৌঁছিবার পূর্ব্বে সেখানকার সব আসিসটাণ্ট বাবু সাহেবের বিনা সাহায্যে একেলায় স্ব স্ব পল্লির দ্বারা সাজোবাতি দেওয়া প্রায় বন্ধ করিয়াছিলেন এমন কি—শুনলে হিংসা হয়—তিনি অল্প দিন মধ্যে "লভেক মারি" নাম ঘুচাইয়া চিকিৎসক উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। মহেশ্বরপুর, নলকুড়া, কৃষ্ণপুর প্রভৃতি গ্রাম সমূহে একজন ঘোঁড়া ডাক্তর একটা হল চবি ঘোঁড়ার উপর চড়িয়া বড় বড় সেনাপতির কার্য্য করিয়াছিল। যে সব স্থানে যে ১ ১টা পেটমোটা ছেলে জীবিত দেখা যায়, তাহারা ঘোড়া দেখিলেই পলায়ন করে ও তাদের মায়েরা বলে যে ঘোড়ার ২ পা থাকিলে সে যে কি করিত তাহা বলা যায় না। চতুর্দ্দিকে হুল স্থূল পড়িয়া গেল—কে কারে দেখে। আমরা প্রথমে ঐ ঘোঁড়ার সহিত পুরোহিত ও ময়রার বন্দোবস্ত থাকা বোধ করিতাম কিন্তু পরে যখন দেখিলাম যে গলায় দেওয়া বন্ধ হইয়া থাঁদা খসে সকলে নাম ভুলিতে লাগিল ও শ্রাদ্ধ করা একেবারে বন্ধ হইয়া গেল তখন আমাদের ঐ সংস্কার ভুল বলিয়া বোধ হইল।

পরে সেনাপতি সাহেবের আদেশানুসারে দলের লেওড়া ও ভেরেণ্ডা বৃক্ষের মুণ্ড ছেদন, ঝাঁটি ঝুড়ির উৎপাটিকা বাঁশ ও কদলী বৃক্ষ সমূলে নির্বংশ ও তাহার [illegible] বড়া [illegible] তাদের কাঁতা ধুকড়ী নিলামে [illegible]—মেজেষ্টর ও পুলিসের খুব খাম ও কমিসনরের লম্বা চৌড়া রিপোর্ট বিষয় পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে অবশেষে।

জ্বরেতে জর্জ্জর হয়ে সেনাপতি পড়ে।
রাম রম্ভা পড়ে যেন বৈশাখের ঝড়ে॥

ক্রমশঃ।

—০:০—

প্রুফ সংশোধকের ভ্রম ক্রমে অধ্যাত্ম বিজ্ঞান, স্বাস্থ্যে প্রেরিত পত্র মধ্যে ১৭৭ পৃষ্ঠার ২য় কলমের শেষ পংক্তির পরে নিম্ন লিখিত কয়েক পংক্তি বসে নাই।

চীৎকার করিয়া যেন সম্মুখে কেহ কহিল যে, "কন?" তৎক্ষণাৎ আমার স্ত্রী মূর্চ্ছাপন্না হইলেন। কিন্তু এই বারে স্পষ্ট বোধ হইল ঐ শব্দ আমার মৃত বন্ধুর স্বরের ন্যায়। আমি তখন নিশ্চয় বোধ করিলাম তাঁহার আত্মা আমার নিকট উপস্থিত। আমার স্ত্রীর চেতনা হইলে আমি তাঁহাকে বন্ধুর বিষয় আদ্যোপান্ত বলিলাম তিনি ভীত হইয়া পুনরায় তাঁহার সহিত আলাপ করিতে কহিলেন আমি স্পষ্ট করিয়া তখন বলিলাম যে, হে বন্ধু তুমি মৃত্যুকালে যে কথা বলিয়াছিলে তাহার অর্থ কি? কোন উত্তর

—:::—

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

লেপ্টেনেণ্ট গবর্নরের আদেশানুসারী।

নিয়োগ।

জে, সি, [illegible] সাহেব [illegible] পুরের বিশেষ [illegible]

৮ই মে। যত দিন [illegible] সরকারী কার্য্যোপলক্ষে [illegible]

বাবু যাদব চন্দ্র চক্রবর্ত্তি কালনার [illegible] মুন্সেফ হইবেন।

এচ, এ, কক্কেল সাহেব ত্রিহুতের মাজিষ্ট্রেট কালেক্টর হইবেন।

এ, জে, এলিয়ট সাহেব পাবনার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন। কিন্তু আপাততঃ দিনাজপুরের অফিসিয়েটিং সিবিল ও সেসিয়ন জজ থাকিবেন।

ই, আই, পটিঞ্জ ওয়ার্ড সাহেব গয়ার পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

কাপ্তেন জি, এম, বাউই যশোহরের পুলিস সুপারিন্টেনডেন্ট হইবেন, কিন্তু আপাততঃ দ্বিতীয় চক্রবাড়ে প্রতিনিধি ডেপুটি ইনস্পেক্টর জেনেরল থাকিবেন।

যত দিন কাপ্তেন জে, সি, সি, ডনষ্ট, সি, সি, বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন তত দিন ডবলিউ, ডি, গ্রাট সাহেব সাহাবাদের প্রতিনিধি পুলিস সুপারিন্টেনডেন্ট হইবেন।

এ, আনলী সাহেব যশোহরের প্রতিনিধি পুলিস সুপারিন্টেনডেন্ট হইবেন।

সব-আসিষ্টান্ট চিকিৎসক শ্রীযুত বাবু রাজমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা মেডিকাল কালেজ [illegible] ডাক্তের কার্ষ্ট ফিজিশন ওয়াডের হৌস ফিজিশন্ হইবেন।

বাঁকুড়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু গোপালচন্দ্র সেন বর্দ্ধমানে নিযুক্ত হইয়াছেন এবং শেষোক্ত জিলাতে মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইয়াছেন।

নদীয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু ব্রজনাথ সেন বিয়ৎকালের নিমিত্তে বনগাঁ শাখাখণ্ডের কর্ম্মের ভার পাইবেন।

—:০:—

সংবাদাবলি

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম যে, বগচর নিবাসী রায় রাধাচরণ রায়ের বৃন্দাবনে মৃত্যু হইয়াছে। ইনি সুপ্রসিদ্ধ রায় কালী প্রসাদ রায়ের পৌত্র। যশোহরের মধ্যে ইনি এক জন পরোপকারী ও সাধু চরিত্র লোক ছিলেন।

যশোহরের কোন মোক্তারের নিকট শুনা গেল, যে তিনি তাঁহার মক্কেলের দুখানি ডায় দাদ প্রাপ্তির জন্য আর্জি করিয়া ফিস দাখিল করেন। যে আমলার প্রতি তায়দাদ প্রদানের ভার, উক্ত আমলা অন্য এক ব্যক্তি দ্বারা পূর্ব্বোক্ত মোক্তারের নিকট কিঞ্চিৎ প্রণামী চান, কিন্তু তিনি তাহা না দেওয়াতে, আমলা বাবু সাহেবকে বলিয়া তায়দাদ পাওয়া যায় না বলিয়া নথর খারিজ করিয়া দিয়াছেন। এ বিষয় কত দূর সত্য বলিতে পারি না।

গত শুক্রবারে একজন স্ত্রীলোক যশোহরের নিকটবর্ত্তী দাইতলায় একখানি ৫০০ টাকার হাফ নোট পড়িয়া পাইয়াছিল সে নোট খানি কালেক্টরিতে দিয়াছে। শুনা গেল যে নড়ালের বাবুদের হরকরা যশোহরে আসিবার সময় ঐ নোট অনবধানতা বশতঃ পথে ফেলিয়া আসিয়াছিল। নোট অধিকারীর এই স্ত্রী লোকটিকে কিছু পুরস্কার দেওয়া নিতান্ত উচিত।

আমাদের ব্রাহ্ম ভ্রাতা ইণ্ডিয়ান মিরারের সম্পাদক, [illegible] গতায় [illegible] ভ্রমণ করিতেছেন।

এডুকেশন গেজেট বলেন, দেশীয় দুইটি ভদ্র লোক, বাবু ফকীর চাঁদ ঘোষ ও বাবু কালী পদ গুপ্ত, চিকিৎসা ডাক্তারী কর্ম্মের জন্য নিরূপিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার উদ্দেশে এত দেশে বিলাত যাত্রা করিয়াছেন।

বিজ্ঞাপনীর দরবঙ্গ নিবাসী কোন পত্র প্রেরক চিনে জোঁক গায় না লাগে তাহার দুইটি কৌশল পরীক্ষা করিয়া ঠিক করিয়াছেন,—"চিন জোঁকের যে স্থানে ভীতি আছে সেই স্থানে পূর্ব্বেই আপনার বাম হস্তের কনিষ্ঠা অঙ্গুলি এবং অঙ্গুষ্ঠের যোগ করিয়া টিপে দিয়া রাখিতে হইবে, তবেই সেই জোঁক নিকটে আসিলেও ধরিবে না, ধরাইয়া দিলেও পড়িয়া যাইবে। ঐ জোঁকের ভীতি স্থলে শ্বাস বন্ধ করিয়া রাখিলেই যাবৎ শ্বাস বন্ধ থাকে তাবৎ কাল ধরিবে না, ধরাইয়া দিলেও পড়িয়া যাইবে।"

কতক গুলি ভদ্র বংশীয়া স্ত্রীলোক পার্লেমেণ্টে বসিবার ক্ষমতা প্রাপ্তির জন্য মহা সভার সভ্যগণের নিকট আবেদন করা বিষয়ে বিবেচনার্থ মান চেষ্টারে একটি প্রকাশ্য স্থানে এক বৃহৎ [illegible] প্রসিদ্ধ পার্লেমেন্ট বক্তা ব্রাইটের কুমারী কন্যা ঐ সভায় বক্তৃতা করিবেন কথা ছিল কিন্তু তিনি পীড়িত হওয়াতে অন্যান্য স্ত্রীলোক বক্তৃতা করেন। ইংরেজ দিগকে অনেক বিষয়ে আমেরিকানদের অনুকরণ করিতে দেখা যায়।

মহারাণীর দ্বিতীয় পুত্র হত্যা হইতে রক্ষা পাওয়াতে ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েশন মহারাণীকে এক খানি আনন্দ সূচক অভিনন্দন পত্র দিয়াছেন। স্বাক্ষরকারীরা উক্ত হত্যার উদ্যম হওয়াতে রোষ ও দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন।

শুনা যাইতেছে যে কলিকাতার কতক গুলি বেশ্যা উপদংশ পীড়ার আইন রদের জন্য রাজ-[illegible] আবেদন করিয়াছে। তাহারা বলে এ আইন প্রচলিত হইলে তাহারা কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া যাইবে।

মিরার বলেন, ব্রাহ্ম বিবাহ বিধি-বদ্ধ করিবার জন্য আর্য্যদেশে মুক্তিসভার আবেদন করার যোগাড় হইতেছে।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম যে কাশ্মীরের মহারাজা অত্যন্ত পীড়িত। জগদীশ্বর শীঘ্র তাঁহাকে আরোগ্য করুন।

মিরার শুনিয়াছেন যে, বাবু কেশব চন্দ্র সেনকে গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর তাঁহার সহিত বর্ত্তমান ঋতুতে সিমলায় প্রবাস করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। যে সকল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হইয়া বা স্বেচ্ছা পূর্ব্বক গবর্ণর জেনেরলের সহিত সিমলায় প্রবাস করিবেন তাঁহাদিগের অবস্থিতির জন্য তথায় যে সকল গৃহ নির্দ্দিষ্ট হইবে, কেশব বাবু তাহার এক গৃহে থাকিবেন। সকলি বুঝিতে পারিতেছেন যে, আমাদের মিসনারী গবর্ণর জেনেরল কেশব বাবুকে খৃঃ ধর্ম্ম ভজাইবার জন্য তাহাকে সিমলার গুপ্ত প্রদেশে লইয়া যাইতেছেন।

সোম প্রকাশ বলেন আবিসিনিয়া হইতে সংবাদ আসিয়াছে, মুক্ত বন্দীগণ ইহার মধ্যে এক দল প্রহরী সৈন্য লইয়া উপকূলের দিকে গমন করিয়াছেন। সৈন্যগণ গত কল্য যাত্রা করিবে। সর রবার্ট নেপিয়র ওয়াগসাম গোবাজীকে মাগদালা প্রদান করিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু প্রধান [illegible] নষ্ট হওয়াতে তিনি এই নগর [illegible] হইয়াছেন। তদ্ভিন্ন সর রবার্ট থিওডোরের খাদ্যার রাণীকে উঠা দিয়া আসিবেন।

মাগদালাতে থিওডোরের মৃত দেহ সমাহিত হইয়াছে। বন্দীগণ অতি অপকৃষ্ট স্থানে রুদ্ধ ছিলেন বলিয়া আশঙ্কা করা হইয়াছিল কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। তাঁহারা উত্তম স্থানে ছিলেন এবং তাঁহাদিগকে পর্য্যাপ্ত রূপ খাদ্য দ্রব্য দেওয়া হইয়াছিল। মাগদালাবাসীরা ব্রিটিস সৈন্য দিগকে সমাদরে গ্রহণ করিয়াছেন।

সর ষ্টাফোর্ড নর্থ কোট কয়েক জন পুরুষ কতিপয় ভারতবর্ষীয়কে একটি খানায় নিমন্ত্রণ করেন। এরূপ কার্য্যে ভারতবর্ষীয় ইংরেজেরা অতিশয় লজ্জা পান।

মস্তীর [illegible] মহারাণীর নিকট রাজত্ব পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছা [illegible] মহারাণী তাঁহার ইচ্ছার অনুমোদন করেন নাই।

একটি স্ত্রীলোক অপমানের [illegible] তৃতীয় শ্রেণীর রেলওয়ে গাড়ী হইতে [illegible] করে। তাহার শারীরিক কোন অনিষ্ট হয় নাই কেবল মাত্র মূর্চ্ছিত হইয়াছিল।

সরজন লরেন্স এক্ষণে রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া সিমলার শীতল বায়ু সেবন করিতেছেন। শ্যামস [illegible] উচিত কার্য্যই এই।

[illegible] গেজেট বলেন এ দেশীয় দিগকে উচ্চ [illegible] দিয়া শাসন কার্য্যে নিযুক্ত করা অন্যায়। আমাদের পরম বন্ধু শ্রীরামপুর পত্রিকা এই কথায় অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিয়া কহিয়াছেন যে কলিকাতার ও বোম্বাইর পত্রিকার [illegible] তাহা [illegible] চক্ষুশূল হওয়া অতি [illegible]।

মুজাপুরের [illegible] প্রকাশে লিখেন যে

"কিছু [illegible] হইতে [illegible] হইতে ছাইল হিন্দুস্থানি [illegible] একটি জুয়াচুরী প্রকাশ [illegible]। একটি নাম মুন্সী, দ্বিতীয়টির নাম হরকরা। মুন্সী [illegible] যে বাক্স [illegible] চিঠি [illegible] হইতে [illegible] সাহেব যেরূপ বলিয়া চাহেন, তাহা চক্ষু বাঁধা উত্তোলন করিয়া হরকরার স্থানে দেয়। হরকরা ঐ চিটী খানি খাম চক্ষু তে লইয়া প্রার্থকের নিকট অর্পণ করে। ইহার মধ্যে বিশেষ আশ্চর্য্য এই যে, ইংরেজী, বাঙ্গলা, পারস্য এবং দেবনাগরি, এই চারি ভাষাতে এক এক ব্যক্তির নামের চারি খান করিয়া চিঠী আছে, এরূপ পঞ্চাশ ব্যক্তির নামের দুই শত পত্র একত্র করিয়া মুন্সীর সম্মুখে রাখিয়া প্রার্থকেরা বলিয়াছেন "অমুকের নামে অমুক ভাষার চিঠী খানি চাহি" মুন্সী তৎক্ষণাৎ মাত্র সকল পত্র গুলি চক্ষু দ্বারা একেবারে নির্ব্বাচন করিয়া সেই ভাষার সেই পত্র খানি তুলিয়া হরকরার হস্তে অর্পণ করিয়াছে, হরকরা তাহা লইয়া প্রার্থীর সমীপে আনয়ন পূর্ব্বক ফেলিয়া দিয়াছে। একজন সেতাপ পুরুষ বড় বদখত লেখক ছিলেন তাঁহার হস্তাক্ষর কেরাণীগণ দূরে থাকুক, অনেক সাহেব লোক পড়িতে পারেন না। ঐ সাহেব স্বহস্তে স্বীয় নামের পত্র লিখিয়া প্রায় শতাবধি পত্রের মধ্যে রাখিয়া আপন পত্র খানি মুন্সীর নিকট চাহিয়া ছিলেন, কিন্তু কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! মুন্সী সমূহ পত্র মধ্য হইতে সেই পত্র খানিকে তুলিয়া দেয় ইহাতে সাহেব পরমাশ্চর্য্য রসে অভিভূত হইয়া পক্ষীপালক [illegible] [illegible] বখসিস প্রদান করেন, এরূপে সাহেব লোকের বাঙ্গলায়, ও ধনাঢ্য হিন্দুস্থানী [illegible] দিগের কুঠীতে এবং বাঙ্গালি বাবু দিগের বাটীতে এই রূপ পক্ষীর অত্যাশ্চর্য্য কার্য্য দেখাইয়া শুক পালক অনেক টাকা উপার্জ্জন করিয়াছে।"

রঙ্গপুর দিক প্রকাশ পাঠে অবগত হওয়া গেল যে "ষ্টেশন বিরাজ গঞ্জের অধীন রাণী গ্রাম নামক স্থানে এক বৈদ্য কন্যার গর্ব্ভে একটী সর্পিণী সর্পের উৎপত্তি হইয়াছে। জাত মাত্র সর্প বন প্রস্থান করিয়াছে সর্প জননী শারীরিক ভাল আছেন ১২৭৩ সালের মাঘ মাসে এই বৈদ্য কন্যার গর্ব্ভ সঞ্চার হয়, ক্রমশঃ চতুর্দ্দশ মাস পর্য্যন্ত এই দুর্ব্বহ অসার গর্ব্ভভার বহন করিয়া ১২৭৪ সালের ১১ই ফাল্গুণ বেলা দুই প্রহরের সময় উক্ত সর্প প্রসব করেন।"

[illegible] অনেক বিষয়ে লোকের কষ্ট নিবারণ করিয়াছেন। ডৌজি মিস্ত্রিতার হিসাব দেখিতে লোকের যে কষ্ট হইত তাহা নিবারণ করিয়া সাধারণের [illegible] জন্য একখানি ডৌজির বহি প্রস্তুত করাইয়া কালেক্টরির [illegible] কাছারিতে তাহা রাখাইয়া অশেষ কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া এই বিষয়ে যাহাতে তাঁহার একটু দৃষ্টি পড়ে এমত করিয়া দিবেন।

এ মহাশয় যশোর মিউনিসিপালিটির মধ্যে [illegible] এক স্থানে [illegible] বাটীর নিকট মদ ও [illegible] হইয়া [illegible] আমোদ প্রমোদ হইতেছে। এমন [illegible] জন্য কোন [illegible] নাই।

—৹৹—

মান্য বর শ্রীযুক্ত অমৃত বাজার পত্রিকা সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে যশোর স্কুল সংস্থাপিত হয়। ঢাকা বিভাগের মধ্যে এটী একটী উচ্চ শ্রেণীস্থ স্কুল বলিয়া পরিগণিত [illegible] হইতে অনেক উৎকৃষ্ট ছাত্র [illegible] যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। [illegible] বৎসর দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় মন্দমত উৎপাদিত হওয়াতে, [illegible] খৃষ্টাব্দে হেডমাষ্টার প্রভৃতি কয়েকজন শিক্ষক এখানে আগমন করেন। শ্রীযুক্ত বাবু উমাচরণ দাস হেডমাষ্টার মহাশয়ের যত্ন ও অপরাপর শিক্ষকের পরিশ্রমে [illegible] হইতে, এই স্কুলের ক্রমোন্নতি দৃষ্ট হইতেছে। বিগত বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষাতে এই স্কুল হইতে ৭ জন ছাত্র পরীক্ষা দিতে যায়, তন্মধ্যে ৬ জন উত্তীর্ণ হয়, ঢাকা বিভাগে এই স্কুল চতুর্থ হইয়াছে। এবং এবার নানাস্থান হইতে এইস্কুলে ছাত্র আসিয়া ভর্ত্তি হইতেছে। প্রথম শ্রেণীতে এবার [illegible] জন ছাত্র হইয়াছে এবং লোকের নিকট এ স্কুল [illegible] ক্রমেই সমাদৃত হইতেছে।

স্কুলের বাহ্যোন্নতি যেরূপ, অভ্যন্তর তত সন্তোষজনক নয়, ইহার [illegible] একটী ভয়ানক অভাব হইয়াছে, তাহার প্রতি দৃষ্টি না করিলে, ইহার বর্ত্তমান উন্নতি [illegible] হইবে এমন আমাদের বিশ্বাস হয় না। অর্থ কৃচ্ছতাই [illegible] অনাটন, [illegible] শিক্ষক [illegible] মঞ্জুর হইয়াও [illegible] নিযুক্ত হইতে পারেন [illegible] [illegible] এক বাৎসরিক পুরস্কারের [illegible] না করুন, তাহলে টাকা [illegible] পাইবেন? তাহাতে আবার [illegible] যাইয়া [illegible] শ্রেণীতে পরিশ্রম করিতে হয়। ভূতপূর্ব্ব ইন্স্পেক্টর [illegible] একদিন লিখিয়াছিলেন যে "অন্যান্য শিক্ষকেরা যদি বেতন বৃদ্ধির আশা করেন, তবে নূতন শ্রেণীতে স্বতন্ত্র শিক্ষক নিযুক্ত নাহইয়া তাহারা অবকাশ সময় উক্ত শ্রেণীতে শিক্ষা দিলে [illegible] করা যাইবে।" কিন্তু অর্থাভাবে সে আদেশ কেবল আদেশ মাত্রই রহিয়াছে। বিশেষতঃ আমরা বার্ষিক রিপোর্ট পাঠে অবগত হইলাম যে, বিগত বর্ষশেষে তহবিলে মোট ১৬ কি ১৭ টাকা ছিল। সাইক্লন ও পীড়াদি নিবন্ধন ছাত্র সংখ্যা ন্যূন হওয়াতেই ফণ্ডের এরূপ দুরবস্থা ঘটে। বর্ষে ২ ঝড় নাহৌক, যশোহর যেরূপ পীড়াপ্রধানস্থান তাহাতে প্রত্যেক বর্ষেই দেখা যায় যে পূজার বন্ধের পর হইতেই ছাত্র সংখ্যা কমিতে থাকে। সুতরাং এক সময়ে এমন দুরবস্থা উপস্থিত হইবার বিচিত্র নাই, যখন অর্থাভাবে নূতন শিক্ষক নিয়োগ দূরে থাকুক বর্ত্তমান শিক্ষক সংখ্যা ন্যূন হইয়া পড়িতে পারে। [illegible] বৈশাখের ঢাকা প্রকাশে উক্ত পত্রের যশোহরস্থ সংবাদ দাতা এই অভাবটির উল্লেখ করিয়া লোকেলকমিটীর মেম্বর দিগকে স্কুলের ফিবৃদ্ধি করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন।

স্কুল রসাতল যাউক বা যাহৌক, মেম্বর দিগের তাহাতে কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। নয়মাস ছয়মাস কমিটির দিন স্কুলে উপস্থিত হওয়া ব্যতীত, স্কুলের সঙ্গে সেক্রেটারি কি মেম্বর দিগের যে বিশেষ সম্বন্ধ কিছু আছে, কার্য্য দেখিয়া আমাদের এরূপ বিশ্বাস হয় না। যদি তাহা থাকিত তবে আর উক্ত সংবাদ দাতার বাক্য তাঁহারা বধির থাকিতেন না। যাহৌক যশোহর স্কুলের উপরই যখন সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির ভার রহিয়াছে, তখন আমরা আর নিরস্থ থাকিতে পারিলামনা। আমরা হেড মাষ্টার, লোকেলকমিটী এবং (তাঁহারা নাশুনিলে) ইনেস্পেক্টর মহোদয়কে প্রার্থনা করি শীঘ্র স্কুলের ফিবৃদ্ধি করিয়া স্কুলটীকে অবনতি আশংকা হইতে রক্ষা করুন। প্রথম দ্বিতীয় শ্রেণীতে ২ টাকা, তৃতীয় চতুর্থেতে ১॥০ টাকা পঞ্চম ষষ্ঠে ১৷০ সিকা এবং সপ্তম অষ্টম শ্রেণীতে ১ টাকা এই নিয়মে ফি বৃদ্ধি করিলে, স্কুলের অর্থকৃচ্ছতাও দূর হইবে, এবং অভিভাবক দিগের ও কষ্ট কিংবা আপত্তি হইবেনা। যখন প্রত্যেক জিলা স্কুলেই (এমনকি অনেক গ্রামস্কুলেও) ফিবৃদ্ধি হইয়াছে, তখন এস্থান বাসিরা যে স্কুলটির বিনাশে কৃতসংকল্প হইয়া আপত্তি উত্থাপন করিবেন আমাদের এরূপ কখনি বিশ্বাস হয়না। অর্থের অসচ্ছলতা নিবন্ধন স্কুলের অবশ্য প্রয়োজনীয় মেপ গ্লোব প্রভৃতি দ্রব্যগুলি ক্রয় হইতে পারেনা। ইহাতে শিক্ষা বিষয়ে ও যে যথেষ্ট অসুবিধাও ক্ষতিহয় তাহা বলা বাহুল্য। অতএব আমরা আবারও বলি ত্বরা কি বৃদ্ধির নিয়ম হউক।

—৹৹—

অবিসিনিয়া প্রেরিত সিক সৈন্যের

মহারাণীর নিকট

প্রার্থনা।

করযোড় করি মে[illegible]চি তব পদে,
[illegible]জননি নিকটে[illegible]
[illegible] মোদের
সপত্নি সন্তান বলি কর,
তব অনুগত মোরা বিপদ
শিয়ডর বন্দী করি ছিল ভ্রা[illegible]গণ।
তাদের উদ্ধার তরে, প্রাণ তুচ্ছ জ্ঞান করে,
মাতৃ-ক্রোড় করি পরিহার,
হইলাম নদ, নদী, মরু ভূমি পার,
শান্তি ভরিলাম এই বিদেশ গমনে।
তব দুঃখে দুঃখী হয়ে কাঙ্গালিনী মাত,
কহিলেন আমাসবে, "যাও পুত্র মহাহবে,
যদিও না হই আমি পতি-সোহাগিনী,
তথাচ স-পত্নি দুখে আকুল পরাণি।
উদ্ধারিয়ে এস যেয়ে বৈমাত্রের ভ্রাতা।"
ভ্রাতাদের দুখে, আর মাতার আদেশে,
প্রাণ-আশা পরিহরি, করে অস্ত্র শস্ত্র ধরি,
এসেছিনু এদুর্গম স্থানে।
করিয়াছি যুদ্ধ শেষ সবে মানে মানে।
বাসনা পুরাও এবে যাই চলি দেশে।
দয়াময়ী নাম তব, সমদয়া সবে।
নিজ কি সপত্নি সুত, নির্গুণ কি গুণ-যুত,
সকলি সমান তব কাছে।
এবিশ্বাস আমাদের চির দিন আছে।
এখন মোদের খেদ রয় কেন তবে?
কেন মোরা পার্লিমেণ্টে না পাই আসন?
কেন উচ্চ রাজ কর্ম্মে, ব্যথিয়া মোদের মর্ম্মে,
আসীন কেবল শ্বেতকায়?
কি জন্য বধির তাঁরা মোদের কথায়?
মোরা তুল্য বিচার নাপাই কি কারণ?
শোণিত শুষিয়া মোরা করি কর দান।
কিন্তু, মা, ব্যয়ের বেলা, আমাদেরে করিহেলা,
বাইস্থা করেন তাহা শ্বেত ভ্রাতৃগণ।
অন্যায় দেখিয়া, যদি করি নিবারণ।
ভাবেন তাঁহারা তাহা তৃণের সমান।
সিভিল সর্ব্বিস দ্বার কর উদ্ঘাটন।
এদেশে পরীক্ষা স্থান কর, বলি ক্রন্দমান
হইতেছি দিবস সর্ব্বরী।
কতই বিনয় মোরা করি।
কিন্তু মা, কইত কেহ করেনা শ্রবণ?
বসুন ভারত বাসী মহা সভাসনে।
তাহাদের অভিপ্রায়, নিয়া, যেন যায় আর,
নির্ব্বাহ ভারত মাঝে কর।
শাসন কর্ত্তার কাছে কথা যেন রয়।
ন্যায্য স্বাধীনতা যেন পান ভ্রাতৃগণে।
ভ্রাতৃভাবে যেন সদা শ্বেতকায় গণ।
ভারত বাসির প্রতি, রহেন সদয় চিত।
বিজাতী বৈরতা পাশরিয়া
ডাকেন তাঁদেরে যেন আদর করিয়া।
না করেন করে করে যেন জ্বালাতন।
একে একে সব কথা কহিনু চরণে।
চির অনুগত রবে, সপত্নি তনয় সবে।
পায় যদি সুত নির্ব্বিশেষে।
আরো এক নিবেদন করি অবশেষে।
মোদের মাতাকে তব থাকে যেন মনে।

—৹৹—

মূল্য প্রাপ্তি।

বাবু তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় (কৃষ্ণনগর) ১২ ৭৪ সালের ৯ই ফাল্গুন হইতে..... ৮৲

বাবু অভয় চরণ সিংহ (কৃষ্ণনগর) ১২ [illegible] সালের ৯ই ফাল্গুন হইতে................৮৲

বাবু দীন নাথ সেন, (বোয়ালিয়া,) ১২ ৭৪ সালের ৯ই ফাল্গুন হইতে.......... ৮৲

বাবু গোবিন্দ চন্দ্র রায়, (যশোহর,) ১২ ৭৪ সালের ৯ই ফাল্গুন হইতে........ ৫৲

বাবু অবিনাশ চন্দ্র রায় চৌধুরী, (হাকিরালি) ১২ ৭৪ সালের ৯ই ফাল্গুন হইতে ৫৲

এই পত্রিকা যশোহর অমৃত বাজার অমৃত প্রবাহিনী যন্ত্রে প্রতি বৃহস্পতি বারে শ্রীচন্দ্রনাথরায় দ্বারাপ্রকাশিত হয়।

সাপ্তাহিক।

"অধীনতা কাল কূটে মরি হায়!

করেছে কি আর্য্যসুতে চেনা নাহি যায়।"

১মখণ্ড } ১৬ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার ১২৭৫সাল। ২৮এ মে ১৮৬৮খৃঃ অব্দ } ১৫সংখ্যা

অমৃত বাজার পত্রিকা

১৬ ই জ্যৈষ্ঠ। বৃহস্পতিবার।

ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউস এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতা।

ডেলিনিউস সম্পাদক বলেন যে, ইংরাজেরা আমাদের দেশ পরিত্যাগ করিয়া গেলে আমাদের অবস্থা আরো মন্দ হইবে। সম্পাদক রাজবংশীয়, সুতরাং তাহার এ কথায় আমরা চুপ করিয়া থাকিতাম, কিন্তু এদেশস্থ কোনং কৃত বিদ্যেরও এই রূপমত। অতএব এ সম্বন্ধে আমাদের গুটী কয়েক কথা বলিতে বাসনা হইতেছে।

ইংরাজেরা আমাদিগকে হঠাৎ ত্যাগ করিয়া গেলে যে আমরা আন্ধারং দেখিব, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু অহিফেন সেবীরা যদি উহার সেবন অভ্যাস ত্যাগ করিতে যায় তবে ঐ রূপ প্রথমে আন্ধারং দেখিয়া থাকে। সতীত্বভ্রষ্ট স্ত্রীর এক মাত্র সম্বল উপপতি, তাইবলে কি তাহার চিরকাল ব্যভিচার করিতে হইবে? পীড়া হইলেই ঔষধ সেবনকষ্ট সহ্য করিতে হইবে। ঘোড়া হইতে পড়িয়া অস্থি ভগ্ন করিলে হাড় যোড়া লাগাইবার কষ্ট একবার অবশ্যই সহ্য করিতে হইবে। যখন ভারত বর্ষীয়েরা একবার স্বাধীনতা ধন হারাইয়াছেন, যখন তাঁহাদের এক বার জাতি গিয়াছে, তখন প্রায়শ্চিত্ত রূপ কষ্ট সহ্য আজি হউক, কালি হউক, এক দিন করিতেই হইবে।

"অদ্যাপি ভারতবর্ষীয়েরা স্বাধীনতা পাইবার উপযুক্ত হয়নাই" ইংরাজ মহাপ্রভুর মুখে এই কথা শুন, ও একবার উত্তর দিবার যোও নাই। কেন উপযুক্ত হয় নাই? ইহার প্রমাণের ভার ডেলিনিউস সম্পাদকের উপর। তিনি কি ইহার উত্তর দিতে পারেন? মিল্, কোমিন্, টাম্বেন্ট দ্বারা ইহা প্রমাণ করা যাইতে পারেনা। এদেশীয়দের উপর একটী দেশের ভার দিয়া দেখ, তাহারা না পারে, তখন আমরা চুপ করিয়া থাকিব। আর যত দিন এরূপ প্রমাণ না দিয়া কোন ব্যক্তি এরূপ বলিবেন, তিনি হয় বুঝিয়া বলেননা, নয় ধূর্ত্ত।

"ভারত বর্ষীয়েরা ক্রমে স্বাধীনতা পাইবার উপযুক্ত হইবে।" ইহা কি কখনও হইয়া থাকে? স্বাধীনতা শিখি

বাঃ পুস্তক ইতিহাসও নয়, রাজনৈতিক বিজ্ঞানও নয়। স্বাধীনতা শিখিবার পুস্তক স্বাধীনতা। আমরা না শত শত ইংরাজি পুস্তকে পড়িয়াছি যে, অনেক দিবস পরাধীন থাকিলে মানুষের মধ্যে দুর্ব্বলের যত দোষ অর্থাৎ মিথ্যাকথা, প্রবঞ্চনা, ভীরুতা, নীচত্ব প্রবেশ করিয়াছে? আমরা না পড়িয়াছি যে, রোমানেরা যখন ইংলণ্ড প্রথমে আক্রমণ করে, তখন অধিবাসীরা অত্যন্ত সাহস ও বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করে, ও চারি শত বর্ষ পরে যখন রোমানেরা ঐ দেশ পরিত্যাগ করিয়া আইসে, তখন ব্রীটন জাতি এরূপ হীনবল হইয়াছিল যে, তাহাদের চেয়ে অনেক গুণ নিকৃষ্ট পিকট্ জাতির সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হয় নাই! তাহারা ত রোমানদের কর্ত্তৃক সুসভ্য হইয়াছিল! মুসলমানদের কি ইংরাজদের অধিকার অগ্রে আমরা কাহার দ্বারে খোশামোদ করিয়া বেড়াইতাম "ওগো তোমরা অনুগ্রহ করিয়া আইস, আমাদের দেশ গুলি শাসন করিও আমরা নিষ্কণ্টকে লাঙ্গল চসিব!,,

স্বাধীন থাকিবার ইচ্ছা, মনুষ্যের স্বাভাবিক, এইজন্য দাসেরা মাঝে ২ জুটিয়া যুদ্ধ করিয়াছে, এই নিমিত্ত ১৮৫৭।৫৮ সালের ঘোর সমর হয়, আর এই নিমিত্ত আমরা বিরলে বসিয়া ক্রন্দন করিয়া থাকি। ১৮৫৭।৫৮ সালে যেসস্থলে যুদ্ধ হইয়াছিল, সেখানে কি কেহ আর এক শত বর্ষের মধ্যে মাথা তুলিতে পারিবে ইংরাজেরা কি এই রূপে আমাদিগকে স্বাধীনতার উপযুক্ত করিতেছেন! সমস্ত দেশ নিরস্ত্র করিয়াছেন, এবুঝি আর একটী উপায়? এটী নিশ্চিত যে, পরাধীন অবস্থায় আমাদের যত সময় যাইতেছে, রোগ ততই অসাধ্য হইতেছে।

[ডেলিনিউস সম্পাদক বলেন যে ইংরাজেরা গেলে রুশিয়ানেরা কি ফরাসিসরা আসিবে। কিন্তু ইংরাজেরা কিরূপে গেলে? যদি আমরা বাহুবলে কি ধর্ম্মবলে ইংরাজ দিগকে এদেশ হইতে বহিষ্কৃত করিতে পারি, তবে স্বীয় দেশ রক্ষা করিতেও পারিব। যদি ইংরাজেরা আপনারাই, কি অন্য কোন জাতির অনুরোধে, ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দেওয়া কর্ত্তব্য মনে করিয়া উহাকে স্বাধীন করেন, তাহা হইলে তাঁহারাই আমাদিগকে রক্ষা করিবেন। গ্রীস কি করিয়া স্বাধীন হইল! অধিক কথার প্রয়োজন নাই, ডেলি নিউস সম্পাদক লাইবিরিয়া সাধারণ তন্ত্রের ইতিহাস জানেন? দাসগণ কর্ত্তৃক ঐ দেশ স্থাপিত, সুতরাং তাহারা আমাদের অপেক্ষাও নিকৃষ্ট ছিল, কিন্তু কয়েক সহস্র লোক লইয়া ত তাহারা নিত্য স্বাধীন ভাবে আছে। তাহারা যদি অন্যের সাহায্য না পায়, তবে তাহা দিগকে ইউরোপের যে কোন জাতি মনে করিলেই অধীন করিতে পারে। কিন্তু যদি এক্ষণে কোন জাতি এরূপ দুষ্প্রবৃত্তি দেখায়, তবে ভূমণ্ডলের যাবত জাতি তাহাদের বিরুদ্ধে বন্দুক ধারণ করিবেন। ইংরাজ মাত্রেই ঐ রূপ বলিয়া থাকেন। যদি তাঁহারা অকপট হন, তবে এক কাজ করুন না কেন? বাঙ্গলা দেশ উন্নতি করিয়াছে, শুদ্ধ এই দেশটী আমাদিগকে শাসন করিতে দিউন, তাহা হইলে চারি পাশে ইংরাজাধিকার, কেহ আমাদের গায়ে সাহস করিয়া হাত দিতে পারিবেনা, অথচ আমরা রাজ্য শাসন করিতে শিখিব। নেপালীরা আক্রমণ করে, আর আমরা আপনাদিগকে রক্ষা করিতে না পারি, তখন তাঁহারা আমাদিগকে সাহায্য করিবেন, আমরা টাকা দিব। কেমন, হে মহোদয়, স্বাধীনতা--প্রিয়, দাসত্ব--নাশক, সুসভ্য, বিশুশিষ্য রাজ পুরুষেরা! এরূপ প্রস্তাব অনুমোদনে কেহ প্রস্তুত আছ?

আর এক প্রকারে আমাদিগের স্বাধীনতা লাভ হইতে পারে, অন্য কোন কারণ বশতঃ যদি ইংরাজেরা, হঠাৎ আমাদিগেরদেশ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। রোমাণেরা ঐরূপ দৈব কারণ বশতঃ ব্রীটন পরিত্যাগ করিতে বাধ্যহন। এরূপ হওয়া দুর্ঘট, কিন্তু হতে পারেনা এরূপ নহে। হইলে আমাদের দেশ বিশৃঙ্খল হইয়া যায় বটে। আমাদের মতে তাহা হইলেও আমাদের মঙ্গল হয়, কিন্তু এ বিষয় আমরা পরে বিবেচনা করিব। তবে ডেলি নিউস সম্পাদক যে বলেন, তাহা হইলে রুসিয়ানেরা আসিবে ও তাহারা আইলে আমাদের ভাল হইবেনা, সে সম্বন্ধে গুটী দুই কথা আছে। রুসিয়ান দিগকে নিন্দা করায় তাঁহাদের স্বার্থ আছে, এইজন্য তাঁহারা তাহাদিগকে মন্দ বলিলে স্বভাবতঃ আমাদের তত বিশ্বাস হয় না। আবার যদি তাহারা কোন বিষয়ে তাহাদিগকে ব্যাখ্যা করেন, তবে সেই কারণে, তাঁহারা এক গুণ বলিলে আমরা মনে ২ শত গুণ করিয়া লই। তাঁহারাই বলেন যে "রুসিয়ানেরা স্বেচ্ছাচারী, কিন্তু তাহাদের একটী গুণ আছে যে ভিন্ন দেশ অধিকার করিলে তাহারা অধিবাসী দিগের প্রতি খুব সৎ ব্যবহার করে।,,]

—:০:—

আবিসিনিয়ার যুদ্ধ।

আমাদের টেলিগ্রাফ পাঠে যে সন্দেহ হইয়াছিল, আবিসিনিয়ার যুদ্ধের বিস্তার বর্ণনা পাঠ করিয়া সেই সন্দেহ দূরীভূত করিতেছে। গুড ফ্রাইডেতে প্রথম যুদ্ধ আরম্ভ হয়। ঐ দিবস অতি প্রত্যূষে জেনারেল স্টাইভার ওয়াড়েলা পর্ব্বত পরিত্যাগ করিয়া, ম্যাগডালার সম্মুখে যে শিবির স্থাপিত হইয়াছিল, সেই মুখ ধাবিত হন। এদিকে ফেরার সাহেব পূর্ব্বে শিবির সংস্থাপন নিমিত্ত প্রেরিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি ভুল করিয়া থিওডোরের দুর্গের এত নিকটে শিবির স্থাপন করেন, যে সৈন্যদের উহাতে প্রবেশ করিতে হইল না, ঐ ক্লান্ত অবস্থায়ই যুদ্ধ করিতে হইল। থিওডোরের সৈন্য অতি অল্পকাল মধ্যে নিস্তেজ হইয়া পড়িল, এবং পঞ্জাবির বন্দুক ত্যাগ করিয়া সঙ্গীন ধরিয়া তাহাদিগকে পরাজিত করে। ইংরাজেরা বলেন যে থিওডোরের ১০০ সৈন্য আহত ও৪০০।৫০০০ হত হইয়াছে, ও তাহাদের নিজের ১৭ জন মনুষ্য মাত্র আহত হইয়াছে।

থিওডোরের দুর্গের সম্মুখে এই যুদ্ধ হয়, ও রাত্রে যখন যুদ্ধ শেষ হইয়া গেল, তখন দুর্গের মধ্যে তাহার অর্দ্ধেক মাত্র সৈন্য পুনঃ প্রবেশ করিতে পারিল। পর দিবস প্রাতঃকালে দেখাগেল যে, ইংরাজেরা দুর্গের অতি সমীপবর্ত্তী হইয়াছেন। থিওডোর নিরুপায় হইয়া ইংরাজদের সহিত সন্ধি করিতে মনস্থ করিয়া, ফ্লাড ও প্রাইডো নামক দুই জন ইংরাজ বন্দী সমভিব্যাহারে দিয়া, সেনাপতি নেপিয়ারের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন, কিন্তু নেপিয়ার সাহেব ইহাতে কোন উত্তরও দিলেন না, বন্দী দিগকেও লইলেন না। কাজেই বন্দী দুই সাহেবের দুঃখিত হৃদয়ে থিওডোরের দুর্গ মুখে ফিরিয়া যাইতে হইল। দূত প্রেরণ করিয়া আবার থিওডোর এক সহস্র গো-মেষ প্রভৃতি সেনাপতিকে উপঢৌকন দেন, কিন্তু সেনাপতি তাহা গ্রহণও করিলেননা, ফিরাইয়া দিতে ও তাহার মন সরিলনা, মাঝা মাঝি এক প্রকার করিয়া সেই গুলি করায়ত্ত রাখিলেন। থিওডোর ইংরাজদের মহত্ত্বের উপর নির্ভর করিয়া দূত প্রেরণের পরেই স্বেচ্ছা পূর্ব্বক বন্দী দিগকে ছাড়িয়া দিলেন। ফ্লাড সাহেবের স্ত্রী সেরাত্রি যাইতে না পারায়, পর দিন পালকিতে করিয়া তাহাকে আনা হইয়াছিল। পাঠক বর্গের মনে থাকে যেন, যে নেপিয়ার সাহেবের নিষ্ঠুর ব্যবহারের পর ফ্লাডসাহেবের স্ত্রীকে থিওডোর ছাড়িয়া দেন। ইহার পরে থিওডোর নিতান্ত ভদ্রতা সহকারে

সেনা পতিকে এক খান পত্র লিখেন তাহার মর্ম্ম এই যে, তিনি আত্মঘাতী হইতে যাইতেছিলেন কিন্তু জগদীশ্বর তাহাকে এ রূপ কর্ম্ম হইতে বিরত করিয়াছেন। ইহার উত্তর নেপিয়ার সাহেব দিলেন যে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে যদি থিওডোর যথা সর্ব্বস্ব সহিত আত্মসমর্পণ না করেন তবে আবার যুদ্ধ আরম্ভ হইবে। এরূপ হুকুম জারি করা "রাজ.বিরাজ,, থিওডোর কেন, আমাদের ন্যায় অতি ক্ষুদ্র-বাঙ্গলা কাগজের সম্পাদকের পক্ষেও দুর্ঘট। ইংরাজ মহোদয় দের বাহুবল আছে বলিয়া যেখানে সেখানে হুকুম করিতে যান, থিওডোর ইহাতে কুপিত হইয়া ওজন ইংরাজকে আবদ্ধ করিয়া পৃথিবীর তাবত জাতির নিয়ম বিরুদ্ধ কায করে। কাজেই সমর হইল। ব্যয়ের অংশ আমাদের বহন করিতে হইল, সৈন্যও আমরা দিলাম। ইংলণ্ডের এই সুবিচার রূপ কীর্ত্তি চির কাল থাকিবে। থিওডোর পরাজিত হইয়া বন্দী দিগকে স্বেচ্ছা পূর্ব্বক ছাড়িয়া দিলেন সুতরাং যে নামত যুদ্ধ জয় তাহার ফল লাভ হইল। "তবু ইংলণ্ডের প্রতি শোধ লওয়া বাকি থাকিল,,। থিওডোর নিতান্ত নিরুপায় হইয়া ইংরাজ দিগের শরণ লইলেন---ইংরাজ দিগের নিকট মহত্ব প্রত্যাশা করিয়া নিজে মহত্ব দেখাইলেন--অধিক কথা কি, নিতান্ত সরল ভাবে মনের দুঃখ প্রকাশ করিয়া নিজে আত্মঘাতী হইবার মনস্থ করিয়া ছিলেন তাহাও সেনা পতির নিকট লিখিলেন। আমরা কাঁদের, ইংলণ্ডের এই নৃশংস ব্যবহারে আমাদেরও লজ্জা হয়। দয়া ধর্ম্ম মহত্ব কি রাজনীতিতে নাই? আমাদের বিশ্ব বিদ্যালয়ে কি এই রাজনীতি পড়ান হইয়া থাকে ও এই রাজনীতি পড়াইয়া ইংরাজেরা আমাদিগকে সুসভ্য করিবেন! আমারা গত পত্রিকায় লিখি যে, বোধ হয় ইংরাজদের থিওডোরের প্রাণ নাশ করা মানাগত ছিল, এক্ষণে তাহারা তাহাই, লজ্জার মাথা খেয়ে, মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিতেছেন। "থিওডোর বেঁচে থাকিলে আমাদের যাবদিক কষ্ট হইত,," অতএব থিওডোরের হত্যা ব্যতীত তাহাদের কষ্ট নিবারণের উপায় আর ছিলনা। তাই বলে এক জন স্বাধীন সম্রাটের প্রাণ নাশ করিবে, আর ইংলণ্ডের দেশ সমেত জুটিয়া সেই কার্য্যের অনুমোদন! আমাদের দেশে সামান্য হত্যা কারীরাও শরণাগতকে কিছু বলে না। এক থিওডোরের প্রাণে মরাতে ইংরেজদের সুবিধা হইল, কিন্তু আবিসিনিয়ার কি অবস্থা হইল! তাহারা যত গৃহাভিমুখে ধাবিত হইবেন, তত অরাজকতায় দেশটী উচ্ছিন্ন যাইবে। তাহারা থিওডোরের পুত্রকে বিদ্যাভ্যাস দিতে আনিতেছেন। একাযটী উত্তম হইতেছে। ইহাতে এক দিন কাল ইংরাজেরা আবিসিনিয়া বাসী দিগের নিকট কৃতজ্ঞতা দাবি করিতে পারিবেন, অথচ থিওডোরের প্রাণ নাশ করিয়া রাজ কুমারকে হস্তে রাখিতে পারিলে আবিসিনিয়া এক প্রকার হস্তের মধ্যে থাকিল। থিওডোরের প্রাণ নাশ না করিতে পারিলে আর এরূপ সুবিধা হইত না। এক্ষণে বৃদ্ধ অস্তেই সর্প গর্ত্তে আশ্রয় প্রাপ্ত সজারুর ন্যায়, ইংরাজেরা তাহাদিগের আবিসিনিয়ার মিত্র রাজা দিগের প্রতি ব্যবহার করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। আবিসিনিয়ার কিরূপ অবস্থা দাঁড়াইবে, তাহা এক্ষণে আমরা কতক কতক বুঝিতে পারিতেছি, দেখি পরে কি হয়।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া

—:০:—

এতদ্দেশীয় স্ত্রী লোকের উন্নতিসাধন।

বৈরাগীদের মুখে হরিবোলের ন্যায় প্রায় সকল কৃত বিদ্য বাঙ্গালির মুখে স্ত্রীলোকের উন্নতি বিষয়ের কথা শুনা যায়। সকলে মুখে বলেন, কি মনোগত বলেন জানিনা, কিন্তু বিষয়টী গুরুতর বলিয়া, কি সময়ের গতি দেখিয়া এই সম্বন্ধে বাক্য ব্যয় সকলেই করিয়া থাকেন। হিন্দু সমাজের উপরের স্তর পুরুষ গঠিত, উহা কর্ত্তৃক পাশ্চিমাঞ্চলীয় সমুদায় রশ্মী শোষিত হইতেছে। নিম্নস্থ স্ত্রী--গঠিত স্তর অদ্যাপি-কর্দ্দমময় রহিয়াছে। কোন কোন প্রধান ব্যক্ত সে দিবস হিন্দু মহিলা দিগের অবস্থা যার পর নাই হীন বলিয়া বর্ণনা করিলেন, আর কোন কোন সংবাদ পত্র সেই নিমিত্ত তাহাকে গালি দিয়া বলেন, যে এদেশের স্ত্রী লোকের অবস্থা অতি উৎকৃষ্ট। আর এক সম্বাদ পত্র বলেন, দেখিও, সাহেব সমাজ জুজু বুড়ী, সাবধান সেখানে যেন কোন স্ত্রীলোক না যান। কিন্তু পরস্পরে এ রূপ হট্টগোল না করিয়া স্ত্রী লোকের উন্নতি পক্ষে কি করা কর্ত্তব্য তাহাই সন্ধান করা কি কর্ত্তব্য নয়?

প্রাচীন কালে হিন্দু পরিবারের গঠন অতি সরল ছিল, ও এক্ষণেও প্রায় সেই রূপ আছে। সে গঠন প্রণালীর প্রধান লক্ষণ, পরিবারের মধ্যে প্রবীণ বয়স্ক কি বয়স্কাকে কর্ত্তৃত্ব ভার দেওয়া। সমাজের এই অবস্থা কালে স্ত্রী লোকের অবস্থা পুরুষের অনুরূপ ছিল। এ দিকে যেমন নন্দরাজ রাণী নবনী প্রস্তুত করিতেন, গ্রীক রাজ কন্যা ঘট হইতে জল আনিতেন, রোমান কন্যালন বসিয়া ঘরে বসে সুতা কাটিতেন, ও দিক তেমনি নন্দরাজ জনক শ্রেষ্ঠ পতি চাইতেন, ডিক্টেটারগণ পরিত্যাগ করিয়া সিন্সিনেটাস ভূমি কর্ষণ করিতেন ও [illegible] প্রধান লোকেও অতি নীচ কর্ম্ম করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না।

এ রূপ সমাজের অবস্থা যদিও উহার উৎকর্ষের প্রমাণ দেয় না, তবুও প্রকৃতি মাতার ক্রোড়ের নিকটস্থ বলিয়া, কি সুন্দর ও ঐকতানিক!

ইউরোপে ও আসিয়ায় এ পর্য্যন্ত স্ত্রী লোকের অবস্থা এক রূপ ছিল, কিন্তু এখন হইতে দুই স্থানে দ্বিবিধ পথাবলম্বন করিয়া পরিবর্ত্তন পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। ইউরোপে বেনীর [illegible] সময় স্ত্রীলোকের মধ্যে সরলতা ও নৈসর্গিক স্বাধীনতার হ্রাস হইয়া তৎপরিবর্ত্তে শুষ্ক ভদ্রতা, মধুরতা ও ঈর্ষা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। সম্রাজ্য পতনের পর খৃঃ অঃ দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ইউরোপে ধর পাকড় মার লাগিয়া সভা গোল মাল চলিল। পরে যখন ফিউডাল পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইল তখন ইউরোপীয় সমাজ এক অদ্ভুত ও অস্বাভাবিক আকার ধারণ করে। জনতা তার ফল, শারীরিক বীর্য্য নৃশংসতা ও প্রচণ্ড ইন্দ্রিয় লিপ্সার সহিত, রোমীয় সভ্যতার অবশিষ্ট এক প্রকার উন্নত ভাবের সংমিলিত হয়। সেই উন্নত ভাবটীকে আত্মাদর বলা যাইতে পারে, এ দুই বিপরীত ভাব একত্রিত হওয়াতে পুরুষের মধ্যে ঘোর অহংকার ও স্ত্রীলোকে প্রতি অস্বাভাবিক সমাদর বাড়িয়া গেল। মার্কিন দেশীয়েরা কি ইউরোপীয়েরা স্ত্রীলোককে যে এত সমাদর করেন তাহার কারণ পশ্চিমাঞ্চলীয় সভ্যতা নহে, কিন্তু পূর্ব্বকার অসভ্যতা।

ইউরোপে স্ত্রীলোকের অবস্থা যে রূপ ক্রমে ক্রমে ঊর্দ্ধ মুখে ধাবিত হইতেছিল, ভারতবর্ষে উহার গতি আর এক রূপ হইতেছিল। হিন্দু রাজাদের শাসন কালে স্ত্রীলোকের অবস্থা অনেক উপযুক্ত রূপ উন্নতি প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে বিলক্ষণ রূপে বিদ্যাচর্চ্চাও হইত, এমন কি তাঁহারা মহা মহোপাধ্যায় পণ্ডিত দিগের সহিত প্রকাশ্যে তর্ক যুদ্ধ করিতেন। কেহ কেহ বা বিজ্ঞান শাস্ত্রে, কেহবা নীতি শাস্ত্রে বিলক্ষণ পারদর্শিতা দেখাইয়া গিয়াছেন। পরে মুসলমান রাজ্য বর্দ্ধিত হইলে দেশের সমাজ বিশৃঙ্খল হইয়া যায়। যে দশা তাহা ইউরোপে স্ত্রীলোকের উচ্চ পদ্য ভিষিক্ত করিল, তাহাই আবার এখানে স্ত্রীলোকের কতক অধোগতির কারণ হই

সাপ্তাহিক।

"অধীনতা কাল কূটে মরি হায়২।
করেছে কি অর্য্য সুতে চেনা নাহি যায়।,,

১মখণ্ড } ৬ই আষাঢ় বৃহস্পতিবার ১২৭৫সাল। ১৯শে জুন ১৮৬৮খৃঃ অব্দ } ১৮সংখ্যা

অমৃত বাজার পত্রিকা।

বিজ্ঞাপন।

অমৃত বাজার পত্রিকার গ্রাহক মহাশয়েরা আহাদের দেয় স্ব স্ব অগ্রিম মূল্য সত্বর পাঠাইয়া দিয়া বাধিত করিবেন। যাঁহারা মূল্য প্রেরণ করিতে বিলম্ব করিবেন, তাঁহাদিগকে বেসি দিতে হইবে কলিকাতায় আমাদের পত্রিকার এজেণ্ট হেয়ার স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু হর লাল রায় বি, এ কাশী পুরে নড়াল বাবুদিগের মোক্তার শ্রীযুক্ত বাবু উমেশ চন্দ্র ঘোষ এবং কৃষ্ণনগরে কৃষ্ণনগর ইংরাজী-বঙ্গ বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু তারপদ বন্দোপাধ্যায় বি, এ, মহাশয়গণকে নিযুক্ত করা গেল। গ্রাহক মহাশয়েরা পত্রিকার মূল্য এক আনার ষ্ট্যাম্প সহ ইহাদের নিকট অথবা একেবারেই অমৃতবাজারপত্রিকা আফিসের তত্ত্বাবধায়কের নিকট প্রেরণ করিলে পত্রিকা পাইবেন শেষোক্ত ব্যক্তির নিকট পাঠাইলে বেসি এক আনার ষ্ট্যাম্প লাগিবেক না।

বিজ্ঞাপন।

অমৃত বাজার পত্রিকার মূল্যের নিয়ম
অগ্রিম বার্ষিক ৫ টাকা ডাকমাশুল ৩ টাকা

ষাণ্মাসিক	৩	১॥৹
ত্রৈমাসিক	২	৸৹ আনা
প্রত্যেক সংখ্যার	।৹	/৹

বিজ্ঞাপন।

এই পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্য নির্ণয়

প্রত্যেক পংক্তির প্রতি।

প্রথম ও দ্বিতীয় এবং তৃতীয়বার	৵
চতুর্থ এবং ততোধিক বার	/১০

বিজ্ঞাপন প্রেরয়িতারা বিজ্ঞাপনের সহিত তাহা প্রকাশের মূল্য এক আনা কিম্বা আধ আনার ষ্ট্যাম্প টিকিট দ্বারা আমাদের যন্ত্রালয়ে প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন।

সংগীত শাস্ত্র, প্রথম ভাগ।

উল্লিখিত পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে। উহার দ্বারা নানা বিধ গীত ও বাদ্য গুরূপদেশ ভিন্ন অভ্যাস্থ হইতে পারিবেক। উক্ত পুস্তক কলিকাতস্থ সংস্কৃত ডিপোজিটারিতে এবং কলিকাতার কলেজ ষ্ট্রীট ব্যানার্জি এণ্ড ব্রদারসদের লাইব্রেরিতে, এবং নিম্ন স্বাক্ষরকারির নিকট তত্ত্ব করিলে গ্রহণেচ্ছুক মহাশয়েরা পাইতে পারিবেন। মূল্য ॥৹ আনা, ডাকমাশুল এক আনা। কেহ নগদ ৫ টাকার বা তদধিক মূল্যের পুস্তক লইলে শত করা ১২॥৹ টাকা এবং ৫০ টাকা বা তদধিক মূল্যের পুস্তক লইলে শত করা ২৫ টাকা কমিসন পাইবেন।

শ্রীনীল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য
যশোহর অমৃত বাজার

বিজ্ঞাপন।

যাঁহারা ষ্টাম্প টিকিট দ্বারা মূল্য পাঠান তাঁহারা যেন এক অথবা আধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ না করেন।

ব্যারিং কিম্বা ইন্‌সাপিসিয়েণ্ট পত্রাদি পাঠাইলে আমরা তাহা গ্রহণ করিব না।

যখন দূরস্থ গ্রাহক ম... .য়রা অমৃত বাজার পত্রিকার মূল্য পাঠান তখন যেন তাহা রেজেষ্টরি করিয়া পাঠান।

অমৃত বাজার পত্রিকা

৬ই আষাঢ়। বৃহস্পতিবার।

সিবিল সারবিস।

সিবিল সারবিস লইয়া সম্প্রতি পারলিয়ামেণ্টে আবার অনেক তর্ক বিতর্ক হইয়া গিয়াছে। ফসেট সাহেব একথা প্রথমে উপস্থিত করেন। পরে সর জন মনরো বলেন "ভারতবর্ষীয়েরা ইউরোপীয়দের অপেক্ষা কার্য্যদক্ষ, আর তাহাদের চরিত্র সম্বন্ধে যে দোষারোপ করা হয়, বিবেচনা কর, যদি ভারতবর্ষীয়দের ন্যায় ইংরাজদের অবস্থা হইত—স্বীয় দেশে কেবল ক্ষুদ্র২ কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিতে হইত ---তবে তাহাদের কি দুর্দ্দশা হইত? এটিও নিশ্চিত যে, ভারতবর্ষীয়দের মধ্যে অনেকে যাহারা দেশ শাসন করিতে পারেন, এক্ষণ ইংরাজদের সময়, তাহাদিগকে অতি অল্প বেতনে অতি ক্ষুদ্র কাজ করিতে হইতেছে। লর্ড মেটকাফ যথার্থই বলিয়াছেন যে, এক্ষণকার পদ্ধতি অনুসারে, এক দল খাটেন, আর এক দল উপস্বত্ব ভোগ করেন। ইহা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, যাহারা ভারতবর্ষে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাহারাই ঐ দেশের বিচার কার্য্য উত্তম রূপে করিতে পারেন। ভারতবর্ষে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যাদান করা হইয়াছে, এক্ষণ যাহাতে ঐ বিদ্যা জনিত উচ্চাভিলাষের তৃপ্তি হয়, তাহা করা কর্ত্তব্য।,,

সিবল সরবিস সম্বন্ধে সার জন মনরো যাহা বলিয়াছেন, ইহার অধিক আর আমরা বলিতে চাহি না। ট্রিবিলেন ও নর্থকোট সাহেব উভয়ে ভারতবর্ষীয়দের প্রতি অন্যায় হইতেছে স্বীকার করেন, কিন্তু ভারতবর্ষীয়েরা যে পরীক্ষা দিয়া সিবিল সারবিসে প্রবেশ করেন এ তাহাদের মত নয়। তাহারা বলেন, গবর্ণর জেনারলকে এরূপ ক্ষমতা দেওয়া যাইবে যে, তিনি ভারতবর্ষীয়দের মধ্যে উপযুক্ত পাত্র দেখিলে, বিনা পরীক্ষায় তাহাদিগকে সিবিল সারবিসে প্রবেশ করিতে দিবেন। ভারতবর্ষীয়েরা যদিও ইংরেজ অপেক্ষা বুদ্ধিতে ন্যূন নয়, তবু তাহাদের অন্যান্য অভাব আছে---তাহাদের নীতিজ্ঞান তত অধিক অদ্যাপি হয় নাই। বিশেষতঃ ভারতবর্ষীয়েরা পরীক্ষায় প্রবেশ করিলে ইংরাজদের তাহাদিগের সঙ্গে পারিয়া উঠা কঠিন হইবে ইত্যাদি।

ভারতবর্ষীয়েরা যে বুদ্ধিমান হয় ট্রেবিলিয়ান ও নর্থকোট সাহেব মনোমত বিশ্বাস করেন, তবে তাঁহাদের ভয় যে, এদেশীয় গণ পরীক্ষায় প্রতিযোগী হইয়া দা-

তাইলে শেষে ইংরেজদের অন্ন পাছে মারা যায়। কথা এটি সরল ভাবে বলিলে তাহারা, আর কিছু না হউক, লোকের নিকট হাস্যাস্পদ হইতেন না কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে, তাঁহাদের ন্যায় ব্যক্তিদের বালকের মত বাহানা করিতে লজ্জা করেনা। এরূপ স্তোভ বাক্য ভিন্ন, কোল, কি তাহাদের দেশের সাধারণ লোকের নিকট খাটিতে পারে। যাহা সকলে বুঝিতে পারে এরূপ স্তোভ বাক্যের প্রয়োজন? মনে মনে বুঝি একটু ভয় করে যে, একেবারে চটান হইবে না, তাই--না ভারতের অন্নে ট্রেবিলেন সাহেবের শরীরের কতক অংশ বর্দ্ধিত হইয়াছে বলিয়া মনে২ অনুতাপ হয় ও সেই অনুতাপকে ডুবাইবার নিমিত্ত? সার নর্থকোট বুঝি দেখিলেন যখন ট্রেবিলিয়ান সাহেব ইহার বিপক্ষ, সারলরেন্স বিপক্ষ, সিবিলিয়ানেরা বিপক্ষ, তখন তাঁহার মনোগত ইচ্ছা থাকিলেও তিনি কেমন করিয়া এত লোকের অননুরাগের পাত্র হন। তাঁহার কাছে ইহাদের অনুরাগ বড়, না কর্ত্তব্য কর্ম্ম বড়। কাজেই ট্রেবিলিয়ানের প্রস্তাবে অনায়াসে সায় দিয়া গেলেন। এমন ও হইতে পারে যে, জগদীশ্বর আমার হস্তে ১৮° লক্ষ লোক ন্যস্ত করিয়াছেন, আমি তাহাদের একটি বিশেষ ক্ষতি করিতেছি, এই ভাবিয়া তাঁহার মনে অনুতাপের উদয় হইয়া থাকিবে এবং সেই জন্য এ বাহানা ও বাহানা করিয়া মন এবং সাধারণকে সন্তুষ্ট রাখিবার যত্ন পাইয়াছেন, কিন্তু এরূপ না করিয়া সিবিলিয়ান হইতে যে২ গুণ চাই তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিলে, আমরা তাহারই জন্য প্রস্তুত হইতে পারি। সার জন নর্থকোট সন্দেহ করিয়াছেন, বাঙ্গালী সিবিলিয়ান হইলে তাহারা তাহাদের অধীনস্থ ইংরাজ দিগকে শাসন করিতে পারিবেন না। এক্ষণ পারেনা, সে ঠিক, কিন্তু সে কি জন্য? ইংরেজদের মানসিক ক্ষমতা আছে বলিয়া নয়, এরূপ করিতে গেলে বেচারি বাঙ্গালির চাকুরিটুকু যায়। জগদীশ বাবুকে ডিষ্ট্রিক্টস্থপারিণ্টেনডেণ্ট কর্ম্ম দিয়া তখনি আবার তাহার অধীনে আসিষ্টেণ্ট ইংরেজ বলিয়া সে স্থানান্তারিত হইল। গবর্ণমেণ্টের ইংরাজকে করিয়া এত মমতা!

কিন্তু এসম্বন্ধে অধিক তর্ক করিবার প্রয়োজন নাই। আমরা ছোট কালে ভাবিতাম কাফ্রি জাতি এরূপ কদাকার তাহাদের স্ত্রীপুরুষে প্রণয় কেমন করিয়া হয়! কিন্তু জগদীশ্বর কাফ্রিকে কাফ্রীর উপযুক্ত ও কাফ্রিণীকে কাফ্রির উপযুক্ত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয়েরা যদি বিবি বিবাহ করিতে যায়, তবে বটে তাহাদের সাহেব হওয়ার আবশ্যক করে এবং বিবির লোভে বিলাত যাওয়ার প্রয়োজন করে, কিন্তু ভারতবর্ষীয়েরা শাসন করিবে ভারতবর্ষ। ঈশ্বর তাহাদের সেইরূপ উপযোগী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, সেখানে তাহাদের ইংলণ্ডে যাওয়ার দরকার? ভারতবর্ষীয়েরা যদি কোটি গুণ নিকৃষ্ট হয়, তাহা হইলেও তাহারা ভারতবর্ষকে শাসন করিবার উপযুক্ত থাকিবে।

আমাদের নীতি--জ্ঞান নাই! দয়াবান, প্রজাবৎসল, স্বার্থশূন্য, নিরপেক্ষ, সরল, ইংরজেরা কি সৎ! তাহাদের রাজ শাসন প্রণালী কি ধর্ম্মনীতি পরিপূর্ণ! ইতিহাস পাঠ করিলে দেখাযায় যে, তাহারা কখনই কাহাকে বঞ্চনা করেন নাই, কখনই কাহার স্বার্থ হরণ করেন নাই, কখনও কাহার প্রতি অত্যাচার করেন নাই, বা কখন কপটতা করেন নাই—তাহাদের যে কার্য্য দেখা যায় তাহাই সাধুতা পূর্ণ! আমাদের হাতে গুরুতর ভার দিতে তাহাদের সাহস হয়না, তাহাদের হস্তে জগদীশ্বর যে গুরুতর ভার দিয়াছেন তাহা তাহারা কেমন পালন করিতেছেন! আমাদের কথায় বিশ্বাস নাই, কিন্তু একথার আগে মাহারাণীর ঘোষণা পত্র খানার প্রতিজ্ঞা গুলি তাহাদের পালন করা উচিত। সে যাহাহউক আমাদিগকে সিবিল সারবিসে প্রবেশ করিতে দিউন না দিউন, এরূপ মিছে কলঙ্ক দ্বারা আমাদের দেশীয় গণের চরিত্র দূষিত করার মানে কি! তাহাদের ন্যায়ান্যায়ের জ্ঞান না থাকুক একটু পুরুষত্ব কি নাই আমাদের উচ্চপদারোহণের প্রধান কণ্টক স্বরূপ সর লরেন্সও স্বীকার করিয়াছেন যে বিচার বিষয়ে এদেশীয় হাকিমেরা সিবিলিয়ান গণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, হাই কোর্টের জজদের মধ্যে অনেকে [illegible] মত, তবে তাহাদের নীতি--জ্ঞান নাই, সরনর্থকোর্ট এ কথাটি কোথায় পাইলেন? এ দেশের নিম্নশ্রেণীস্থ কর্ম্মচারিগণ বটে উৎকোচ গ্রহণ করে কিন্তু তাহাদের যে দুর্দশা করিয়া রাখিয়াছেন, তাহাতে তাহাদিগকে তিরস্কার করিতে রাজ পুরুষ গণের লজ্জা বোধ হয় না? লজ্জাআছে কোথা, যে লজ্জা বোধ হবে, থাকিলে আর আমাদের এরূপ দুর্দশা হইত না।

যদি ইংরাজ মহোদয় দিগের আমাদিগকে উঠিতে দিবেন না, আমাদিগের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি করিবেন না, মনস্থ থাকে তবে আমরা বিনীত ভাবে তাহাদের চরণ ধরিয়া নিবেদন করিতেছি যে, আমাদিগকে স্পষ্ট করিয়া বলুন। বিশ্বাস ঘাতক বন্ধু চেয়ে প্রকাশ্য শত্রু ঢের ভাল। বক ধার্ম্মিকের সঙ্গে পেরে উঠা ভার। আমরা তাই বুঝিয়া শুঝিয়া দাপাদাপি ক্ষান্ত দিয়া নাঙ্গল চষিতে কি ইষ্ট দেবতার নাম জপিতে থাকি।

আর একটী কথা বলিব। ইংরাজেরা আমাদের দেশ এক রূপ চক্ষু দিয়া দেখেন, আমরা আর এক রূপ চক্ষুদিয়া দেখি। ইংরাজেরা এদেশটীকে তাহাদের উপনিবেশ মাত্র ভাবেন, আমরা হইয়াছি তাহাদের কণ্টক স্বরূপ। আমরা আবার ভাবি যে, এদেশটী আমাদের, ইংরাজেরা বিদেশী, তাহারা এক্ষণে রাজত্ব করিতেছেন, আজ হউক কাল হউক, এক দিন অবশ্যই উহা পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন। ইংরাজেরা ভাবেন যে সিবিল সারবিশে ভারতবর্ষীয়েরা প্রবেশ করিবে, তবে আমাদের সমুদ্র পার হইয়া আসার ফল কি। ভারতবর্ষীয়েদের যাহা২ দেওয়া হইয়াছে, সেই ঢের দেওয়া হইয়াছে। আমরা আবার ভাবি যে, ইংরাজেরা আমাদের মুখের অন্ন কাড়িয়া লইয়া আমাদের সম্মুখে খাইতেছেন, আমরা ক্ষুধায় কাতর হইয়া কেবল উচ্ছিষ্ট প্রসাদ পাইলে, এমন কি পাতের কোলে যে দুই একটী অন্ন পড়িতেছে, তাহা পাইলেই কৃতার্থ হই। ভারতবর্ষীয়গণ! নিজের অবস্থার প্রতি একটু দৃষ্টিপাত কর, এক্ষণ সময়টা বড় মন্দ বোধ হইতেছে।

—১০১০—

জাবা দ্বীপ ও ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া।

আমরা ফ্রেণ্ড অবইণ্ডিয়া পাঠে একটী নূতন বিষয় পাঠ করিলাম। ওলেন্দাজেরা জাবা দ্বীপে অত্যন্ত অত্যাচার সহ শাসন করিতেছে শুনিয়া ইউরোপেরও আমেরিকার সমুদায় সভ্য জাতি তাহা দিগকে অত্যন্ত ঘৃণা করিয়াছেন। ডেকার নামক এক ব্যক্তি ১৭ বৎসর পর্য্যন্ত জাবা দ্বীপে বাস করিয়া সেখানকার অত্যাচার নিবারণ করিবার নিমিত্ত যত্নশীল হন কিন্তু কোন ক্রমে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া, পরে এক খানি পুস্তক মুদ্রিত করিয়াছেন। পুস্তক খানির উদ্দেশ্য অঙ্কল টমস ক্যাবিনের ন্যায়। উহাতে ও লোন্দাজেরা জাবা দ্বীপ অধিবাসী গনের প্রতি কি রূপ অত্যাচার করিতেছে তাহাই একটী গল্প ছলে বর্ণিত হইয়াছে। পুস্তকের লিখিত অত্যাচার শুনিয়া পৃথিবীর ভাবলোকের রোমাঞ্চ হইয়াছে।

নীলকরেরা যে রূপ কোন কোন জমিদারের সাহায্য লইয়া অত্যাচার করিত, কি করিতেছে, ওলোন্দাজ গবর্ণমেণ্ট ও সেই রূপ দেশীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদার দিগের সাহায্য পাইয়া অধিবাসী দিগের প্রতি অত্যাচার করিতেছেন। এই রূপ যে হইতেছে তাহা ডেকার সাহেবের পুস্তক প্রচার না হইলেও আমরা জানিতে পারিতাম। ওলোন্দাজেরা যদি ন্যায় সঙ্গত শাসন করেন তবে জাবা দ্বীপ রাখায় তাহাদের কিছু মাত্র লাভ থাকিবে না বরং পদে পদে ক্ষতি। তবে জাবা রাখায় তাহাদের লাভ কি! অতএব যেখানে এই রূপ দুই দেশে অনৈসর্গিক সম্বন্ধ উপস্থিত হয় সেখানে নিশ্চিতই অত্যাচার হইবে--সে দেশের শ্রীবৃদ্ধি কখনই হইবে না। যাহারা পরাধীন দেশকে স্বাধীনতা না দিয়া অথচ তথাকার অত্যাচার নিবারণ করিতে যান, তাহারা মিত্র নয় বরং শত্রু। তাঁহারা দুই একটী উপসর্গ নিবারণ করিয়া পীড়া জাপ্য করিয়া রাখেন, সুতরাং দেশের পরিবর্দ্ধন হইতে দেন না। জগদীশ্বরের সুকৌশলানুসারে, বিষ বিষহর প্রায় এক স্থানেই পাওয়া যায়। অত্যাচার অত্যাচারীর মহৌষধ। নীল করেরা একটু কম করিয়া অত্যাচার করিলে আরো অনেক বৎসর নিষ্কণ্টকে অত্যাচার করিতে পারিত। ইংরাজেরা যদি একটু বাহ্য ঔদার্য্য ও দয়া না দেখাইতেন, তবে এত দিন এদেশ রাখিতে পারিতেন না পারিতেন, সন্দেহ স্থল। ইহা বুঝিয়াও যে অনেকে অত্যাচার নিবারণের চেষ্টা করেন তাহার মানে এই যে, অনেকে কুইনিয়ানকে ঘৃণা করিয়াও অনেক সময় উহা ব্যবহার করিয়া থাকেন।

ডেকার সাহেবের পুস্তকের এক স্থানে লিখিত আছে আমি যে এরূপ মুক্তকণ্ঠে এ সমুদায় অত্যাচারের কথা উল্লেখ করিতেছি ইহাতে যিনি রাগ করেন তাঁহার বিবেচনা করা উচিত যে, ইংরাজেরা যদি ভারতবর্ষে কি রূপ শাসিত হইতেছে তাহার প্রতি পূর্ব্বে দৃষ্টিপাত করিতেন, তবে সিপাহি যুদ্ধের সময় এত কোটীটাকা অপব্যয় ও এত মনুষ্য বৃথা নষ্ট হইত না। এই কয়েকটী কথা ফ্রেণ্ডের মনপুত হয় নাই। তিনি বলেন অত্যাচার নয় বরং সোহাগে সিপাহি যুদ্ধের উৎপত্তি করে। ফ্রেণ্ড যে এ রূপ দুই একটী কথা বলেন, ইহাতে ভারতবর্ষের ভাবলোকের তাঁহার নিকট বাধিত হওয়া উচিত, কারণ ইহাতে তাহাদের মনে পরাধীনতার নিমিত্ত ক্ষোভের উদ্রেক করিয়া দেয়। ওলোন্দাজেরা জাবা দেশের জমিদারের সাহায্য লইয়া অত্যাচার করিতেছে বলিয়া ফ্রেণ্ড বলেন, এ দেশস্থ অধিবাসীদিগকে রাজ্য শাসনের কি আসিয়াটিক দিগকে আসিয়াটিক দিগের উপর ভার দেওয়া উচিত নয়। ফ্রেণ্ডের এ হিসাবে, ওলেন্দাজ গবর্ণমেণ্টের জাবাদ্বীপের উপর অত্যাচার দেখিয়া, আমরা ও বলিতে পারি, যে ইউরোপীয় দিগকে আসিয়াটিক দিগের উপর কর্তৃত্ব করিতে দেওয়া উচিত নয়।

জাবা বাসী দিগের দুরাবস্থার কথা শুনিয়া আমাদের নিজের অবস্থা মনে আসিতেছে। আমারও জাবা বাসীর ন্যায় আর এক হত ভাগা। কিন্তু জাবার অবস্থায় সভ্য জাতি গণ সমদুঃখ সুখতা প্রকাশ করিয়াছেন দেখে অমাদের অনেক ভরসার উদ্রেক হইয়াছে। বোধ হইতেছে পৃথিবীতে আর স্বেচ্ছাচারী হইয়া কেহ কাহার উপর অত্যাচার করিতে পারিবে না কিন্তু দুঃখের মধ্যে এই যে আমাদের রাজ পুরুষেরা ইহার প্রতি তাদৃক কটাক্ষপাত করেন না। ইহাদের ধর্ম্মভয় না থাকুক লোক নিন্দা ভয় কি নাই? তাহারা বুঝেন না যে এখন যদি ডেকরের ন্যায় কোন মহা পুরুষ ভারতবর্ষের শাসন প্রণালী জগতের সর্ব্বত্র প্রচার করিয়া দেন, তাঁহাদের রাজস্ব আদায় সম্বন্ধীয় কঠোর নিয়ম যদি জগতে প্রচারিত হয়, তাঁহাদের স্বজাতির প্রতি (বিচার সম্বন্ধে পর্য্যন্ত) পক্ষ পাতিত্বের বিষয় সকলে জানিতে পায়, সকলে জানিতে পায় যে, এক অপরাধে ইংরেজ ও এতদ্দেশীয় গণের ভিন্ন রূপ দণ্ড হয়, তাহাদের আবকারি দ্বারা দেশীয় লোকের সর্ব্বনাশ করিয়া কর আদায়ের কথা, চা ও নীলকরেরা দেশের প্রতি কি রূপ আচার করে ও রাজ পুরুষেরা প্রকারান্তরে তাহার অনুমোদন করেন ইহা যদি সভ্য জাতি গণের কর্ণ গোচর করান যায়, যদি সকলে জ্ঞাত হয় যে ইংরাজেরা পরীক্ষায় পারিয়া উঠিবে না বলিয়া রাজপুরুষগণ ভারতবর্ষীয়দের সিবিল সরবিস পরীক্ষায় উপস্থিত হইবার নানা বাধা জন্মাইতেছেন, তাহারা কেমন করিয়া উচ্চপদ সমুদয় এক চাটিয়া করিয়া রাখিয়াছেন, রাজ শাসন বিষয়ে ইহা দিগকে হস্ত ক্ষেপ করিতে দেন না এবং এক রূপ ঘরে কপাট দিয়া এদেশের আইন, কানন খরচ পত্র সমুদয় করেন এবং তাহার বিন্দু বিসর্গও ভারতবর্ষীয়গণ জানিতে পায় না, এসব যদি প্রচার করিয়া দেওয়া যায়, যদি তাহারা শুনে ইহাদের কথার ঠিক নাই---আর বৎসর বলিলেন লাইসেন্স ট্যাক্স কেবল এক বৎসরের জন্য, এবার আবার সেই কর সংস্থাপিত হইল---ও ইহারা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের ভয় কিছুনা করিয়া কাইমি বন্দ বস্ত উলংঘন করিয়া জমিদার গণের উপর এখন বিদ্যাশিক্ষার কর বসাইবার প্রস্তাব করিতেছেন. নিয়ম বহির্ভূত প্রজাগণের দুর্দশা সমুদয় যদি সকলে শ্রুত হয়, যদি শুনে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট তাহারদের প্রজা গণকে শিক্ষা প্রদান করার জন্যে বাধ্য নন, যদি গত উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষের কথা ও রেলওয়ে দুর্বিপাক সম্বন্ধে গ্রে মহোদয়ের বিচার সকলে অবগত হয়, যদি সর্ব্বাগ্রে আগ্রা দরবারে সর লারেন্স স্বাধীন রাজা ও সর্দ্দার গণের প্রতি যে রূপ ব্যবহার করেন তাহা রাষ্ট্র হয়, যদি এই সকল এবং ইংরাজ দিগের অন্যান্য শাসন কৌশল ও প্রণালী ডেকারের ন্যায় কেহ দেশ বিদেশে প্রচার করিয়া দেন, তবে লোকে তাহাদিগকে কি ভাবিবে? ওলন্দাজেরা তাহা হইলে প্রতিশোধ দেওয়ার কেমন সময় পাইবে? আমরিকান প্রভৃতি সভ্যরা না তাহা হলে ইংরাজ জাতিকে এক ঘরিয়া করিবে; এখন এদেশে অনেকে লেখা পড়া শিখিয়াছে ডেকরের ন্যায় অনেকে দুই একখানা পুস্তক লিখিতে পারেন। অনেকে ইহার জন্যে সকল রকম ক্ষতিগ্রস্থ হইতেও প্রস্তুত আছেন। এমন অবস্থায় হে সুবোধ রাজ পুরুষেরা, একটু সাবধান হইয়া চলিলে ভাল হয় না? রাজ্য সুশাসন প্রণালী সংস্থাপিত হইলে শুদ্ধ যে তোমাদের কলঙ্ক ভয় দূর হইবে তাহা নয়, তোমরা এখন হইতে সচ্ছন্দ ও সুস্থির ও হইবে।

অতঃপর ফ্রেণ্ডের সম্পাদককে আমরা গুটী কয়েক কথা বলিব। আমরা ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়াকে মিশনারির কাগজ বলিয়া জানি, অতএব ওলন্দাজ গণের অত্যাচার দেখিয়া তাহা দিগকে ধিক্কার দেওয়ায় তিনি তাহার পদোচিত কার্য করিয়াছেন কিন্তু তিনি যদি জানিতে পান যে সে কয়েকটী অত্যাচার অপেক্ষা কি অধিক পরিমাণে সুসভ্য ইংরাজ শাসন প্রণালীতে লক্ষিত হয়, তবে তাহার ন্যায় পরহিতৈষী সম্পাদক রমাঞ্চ হইয়া উঠিবেন সন্দেহ নাই। প্রথমতঃ ওলন্দাজেরা রাজস্ব শোষণ করিয়া জাবা হইতে অর্থ সংগ্রহ করিতেছে বলিয়া তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু ইংরাজ শাসন প্রণালীও পুনঃ বার একলঙ্কে কলঙ্কিত। উড়িষ্যা প্রভৃতি দেশ যখন দুর্ভিক্ষে উচ্ছিন্ন দেয়, তখন তথাকার অনেক জমিদারগণ তাহাদের রাজস্ব আদায় বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট হইতে কিছু শৈথ-

ন্যের প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের প্রার্থনা গ্রাহ্য হইলনা। আজ কয়েক বৎসর নানা দৈব বিপাকে দেশ এক রূপ দুরবস্থা পন্ন হইয়া পড়িয়াছে। এখন দেশের লোকের চীৎকারে বধির হইয়া লাইসেন্স টাক্স বসাইলেন, আবার শুনচি বিদ্যাশিক্ষা ও শান্তিরক্ষারকর বসিবে। এসমুদায় করের কথা উত্থাপন করিলে অনেকে বলেন খরচ না কুলাইলে কি করা যায় কিন্তু আমাদের উপর দেশের আয়ব্যয়ের ভার দিউন না, দেখি আমরা এই সমুদায় পীড়াজনক কর ধার্য্য না করিয়া ইহা অপেক্ষা সুচারু পূর্ব্বক রাজকার্য্য চালাইতে পারি কি না। স্বেচ্ছাচারী হইয়া তোমরা করবে ব্যয়, না কুলাইলে, আমরা মরি আর বাঁচি, টাক্স দিব, এটী কি অত্যাচার নয়? তবে আমাদের রাজ পুরুষেরা ওলান্দাজ গণ হইতে বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও চতুর, সুতরাং ইহাদের অত্যাচার সুপ্রণালী ক্রমে সম্পাদিত হয় এবং অনুধাবন না করিলে লোকে টের পায় না। দ্বিতীয়তঃ ওলেন্দাজেরা নাকি দেশীয় জমিদার গণকে হস্তগত করিয়া প্রজা পীড়ন করে, এবং যে জমিদারের অধীনস্থ প্রজা যত শান্ত ভাবে তাঁহাদের উৎপীড়ন সহ্য করে, তিনি তত ওলন্দাজ রাজ পুরুষ গণের নিকট অধিক সমাদৃত ও অধিক পুরস্কার প্রাপ্ত হন। এটী কি ভয়ানক রাজ কৌশল! এবং কেও যদি শুনেন যে ইংরাজ রাজ পুরুষ গণ এই জঘন্য কৌশলাধীন হইয়া গত বৎসর প্রেসিডেন্সি ডিবিশনে লাইসেন্স টাক্স এসেসর দিগের শতকরা ২ টাকা করিয়া কমিশন ধার্য্য করেন এবং জেলারেরা কয়েদি খাটাইয়া যত অর্থ উপার্জ্জন করিবে তাহাতে শতকরা ২৫ টাকা কমিশন দিয়া থাকেন তবে তিনি চমৎকৃত হইবেন। এই বন্দবস্ত দ্বারা গত বৎসর মহাজন ব্যবসায়ীদের উপর যত অত্যাচার হইয়াছে এবং কয়েদিরা কারাগারে যে রূপ কষ্ট সহ্য করে তাহা সকলই জানেন। তৃতীয়তঃ ওলন্দাজ গণ জাবাদেশস্থ দেশোপযোগী বাণিজ্য দ্রব্য উৎপন্ন করিতে প্রজাগণকে বাধ্য করে ও তাহারা আবার দ্রব্যের যথা যোগ্য মূল্য পায় না। এটী যে কত অনিষ্ট কর ও অত্যচার জনক তাহা আমরা প্রতি নিয়ত নীল ও চাকরদের আচার ব্যবহারে জানিতেছি। আবার মধ্যে রাজ পুরুষেরা ইহাদের সঙ্গে তালে ২ যোগ দিয়া এটী আরও ভয়ানক করিয়া তুলিয়া থাকেন। কেও এরূপ অত্যাচারে হৃদয় বেদনা পান আমরা আগে জানিতাম না। যাহা হউক তাহার ন্যায় ক্ষমতাশালী সম্পাদক যখন এ অত্যাচারের এত বিদ্বেষী, তখন বোধ হয় ইংরাজ দিগের এত অত্যাচার দ্বারা আমাদের নিরিহ প্রজাকুল আর কষ্ট সহ্য করিবেনা। চতুর্থতঃ একজন ওলেন্দাজ শাসন কর্ত্তা নাকি জাবাবাসী গণ প্রতি অতিশয় নিষ্ঠুরাচরণ করিয়া দেশে প্রত্যাগমন করিলে সকলের নিকট প্রশংসার ভাজন হন এবং ভারি এক উচ্চপদ প্রাপ্ত হন কিন্তু কেওের এ বিষয় ওলেন্দাজ গণকে তিরস্কার করা অন্যায় হইয়াছে। কারণ ইউরোপে যিনি যত মানুষ খুন করিতে পারেন, যিনি যত অন্যের স্বার্থহরণ করেন, যিনি যত অন্যকে প্রবঞ্চনা এবং নিষ্পীড়ন করিয়া অর্থ সংগ্রহ করেন, তিনিই তত ভারি লোক বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন।

—:00:—

কৃষিবিদ্যালয়ের প্রস্তাব।

কলিকাতা নরমাল স্কুলের শিক্ষক বাবু হরি মোহন মুখোপাধ্যায় বাঙ্গলা সমুদয় নরম্যাল স্কুলে অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় কৃষিবিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার বিষয় গবর্ণমেন্টে প্রস্তাব করিয়াছেন। আমাদের কৃষাণেরা কৃষিকার্য্য সুন্দর মত অবগত না থাকায় দেশের যে অনেক অনিষ্ট হইতেছে তাহার সন্দেহ নাই। অতএব তাহারা যাহাতে এ সম্বন্ধে যথা প্রয়োজন জ্ঞান লাভ করিতে পারে তাহার কোন সদুপায় রাজ পুরুষ গণের করা কর্ত্তব্য। এদেশে কৃষি বিদ্যার চর্চ্চা হইলে কৃতবিদ্য যুবক গণও ইহার উন্নতির প্রতি যত্নশীল হইতে পারেন। অধীনতার প্রতি এখন অনেকের ঘৃণা জন্মিয়াছে, অথচ বাণিজ্য ব্যবসায় করিবার যোগ্য মূল ধনের সঙ্গতি না থাকায় অনিচ্ছায় চাকুরির অন্বেষণে দারি২ ফিরিতে বাধ্য হন। কৃষি কর্ম্ম যদি এমন উন্নত অবস্থায় উপনীত হয় যে তাহাতে ভদ্র লোকের চলিতে পারে, তাহা হইলে অনেকে কৃষাণ হইবেন। কল এটী হওয়া দুর্ঘট। গবর্ণমেন্টের বর্ত্তমান ভাব দেখিলে যে উহা কর্ত্তৃক দেশের প্রকৃত মঙ্গল আর হইবে সে আশা আমাদের নাই, বিশেষ প্রস্তাবক এক জন বাঙ্গালি।

যদি ডাইরেক্টর ও স্কুল ইনেস্পেক্টরেরা ইহাতে একটু ভরাভর দিতেন তবু আমাদের কিছু ভরসার উদ্রেক হইত কিন্তু অদৃষ্টক্রমে এ সম্বন্ধে শিক্ষা দেয় এমন লোক নাকি পাওয়া যায় না, আবার ডিরেক্টর এ বিষয়ে মুর্খ, কাজেই তিনি এ প্রস্তাব কেমন করিয়া অনুমোদন করেন। শিক্ষক পাওয়া যায় না আশ্চর্য্যের বিষয় কিন্তু ডিরেক্টরের মুর্খতার সঙ্গে আর কৃষি বিদ্যার সঙ্গে সম্বন্ধ কি? তাহার কাষ বৎসর অন্তর একটী এষ্টাটিষ্টিক ও রিপোর্ট দেওয়া। তাহা স্বতঃ পরতঃ এক রকম করিয়া তিনি নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন। সেজন্যে তাহার আশঙ্কা করার প্রয়োজন বোধ হয় না। উড্রু সাহেবও এ প্রস্তাবের বিপক্ষ। তিনি বলেন যে, হরি মোহন বাবুর সঙ্গে আর তাঁহার ছাত্র গণের সঙ্গে বিবাদ হইয়াছিল, অতএব যে ব্যক্তি অধীনস্থ ছাত্র গণ সুশৃংখলায় রাখিতে পারেন না তাহার প্রস্তাব কেমন করিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে

হরি মোহন বাবুর প্রস্তাব অগ্রাহ্য হওয়ার আর একটী মস্ত কারণ উড্রু সাহেব ভুলিয়া গিয়াছেন। হরিমোহন বাবুর বয়স ২১ বৎসরের অধিক হইয়াছে। উড্রু সাহেব আজি কালি দিব্য নৈয়ায়িক হইয়াছেন, ভাগ্য ক্রমে তিনি শিক্ষা বিভাগে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহা না হইয়া যদি তিনি অন্য কোন বিভাগে যাইতেন তবে তাহার ন্যায়ের চোটে কত সর্ব্বনাশ হইত বলা যায় না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তিনি নিজে স্বীকার পাইয়াছেন যে তিনি কৃষি বিদ্যার কিছু বুঝেন না অথচ সে সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিতে একটু লজ্জা বোধ করেন নাই! আমাদের কপাল গুণে সব গোপাল মিলে। যেমন ডিরেক্টর, তেমনি ইনেস্পেক্টর, আবার তেমনি গবরনর জেনারেল বাহাদুর। যাহা হউক হরিমোহন বাবু যখন এই গুরুতর প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন তখন ইহার শেষ দেখা কর্ত্তব্য। দেশীয়গণ যদি নাছোড় হন; তবে গবর্ণমেন্ট ইহা শুনিবেন নাই বা কেন? সকল লেফটেনান্ট গবরনরেরা একটী কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন (ভালই হউক আর মন্দই হউক) গ্রে মহোদয় কৃষি বিদ্যালয় সংস্থাপন দ্বারা তাহার কীর্ত্তি স্তম্ভ গঠন করুন না কেন? হরিমোহন বাবুর প্রস্তাবিত শিক্ষা প্রণালী সম্বন্ধে আমাদের যে বক্তব্য আছে তাহা বারান্তরে প্রকাশ করিব।

—০:০:০—

মূল্য প্রাপ্তি।

বাবু উমাচরণমিত্র, মোং যশোহর, ১২৭৪ সালের ৯ই কাল্গুন. হইতে............... ৫
" অনঙ্গ মোহন দেব রায় ১২৭৪ সালের ৯ই কাল্গুন হইতে ১
" আব্দুল উল্লা হক মোং সারসা ১২৭৪ সালের ৯ই কাল্গুন হইতে..... ....৮
বকু রাস বিহারি বসু, খুলনা, ১২৭৪ সালের ৯ই কাল্গুন হইতে..................... ৪
" ব্রজেন্দ্র বসু পটল ডাঙ্গা, ১২৭৪ সালের ৯ই কাল্গুন হইতে..... .... ৬
যশোহরের মাজিষ্ট্রেট, ১২৭৫ সালের ২৫জ্যৈষ্ঠ হইতে ৫

সংবাদাবলী।

যশোহরের ডাক্তার খানায় ইতি মধ্যে একজন রোগী চিকিৎসার্থে আসে। সে ঘর ছাইবার সময় পদ স্খলিত হইয়া ভূমিতে পতিত হয় এবং তাহার মলদ্বার দিয়া একটি লৌহ শলাকা প্রবেশ করিয়া ভাঙ্গিয়া থাকে। তথাকার সিবিল সারজন ফেকলিয়ত সাহেব তাহা বহির্গত করিয়াছেন। শুনিতে পাইলাম উপযুক্ত অস্ত্র ডিস্পেন্সরিতে না থাকায় চারি দিন পর্য্যন্ত লৌহ খানি বহির্গত হইয়াছিলনা। একটি জেলার ডিস্পেন্সরির এরূপ অবস্থা হওয়া বড় আশ্চর্য্যের বিষয়!

আমরা যশোহর পাবলিক ডিস্পেন্সরির চাঁদার বহি পাঠে দেখিলাম, মাসিক ৩৬৷৹ টাকা চাঁদার স্থানে ১৭৷৷৹ অনাদায় রহিয়াছে। অনেকে ।০ আনা মাসিক চাঁদার স্থানে ১৫। ১৬ টাকা বাঁকি ফেলিয়াছেন, অনেকে একেবারে ১৭। ১৮ টাকা বাঁকি ফেরিয়া চান্দা বন্দ করিয়াছেন। এবার আমরা অনাদায়ীদের নাম প্রকাশ করিলাম না, কিছু দিন দেখিয়া আমরা এ বিষয়ে লিখিব। যাহাদের চান্দা বাঁকি আছে তখন তাহারা আমাদের মন্দ বলিতে পারিবেন না।

গত সন শ্রীযুক্ত মনরো সাহেবের তাড়নায় যশোহরস্থ বেশ্যারা কিছু দিন নিবৃত্ত ছিল। এবার আবার তাহারা আবার তরুণ বয়স্ক যুবক দিগকে কুহকে ফেলিতেছে। শীঘ্র এবিষয় নিবারণ করা উচিত।

এঅঞ্চলে গত দুই সপ্তাহ কাল অনবরত বৃষ্টি হইতেছে। এই অকাল বৃষ্টিতে ধানের কতক ক্ষতি হইয়াছে। বিলেন জমির অধিকাংশে আদৌ ধানের বুনন হইতেছে না।

বিজ্ঞাপনী পাঠে জানা গেল যে, তাহার করিমপুরের সংবাদ দাতা ডাক্তার ভোলা নাথ বসু নিরুদ্ধে গ্লানি সুচক পত্র লেখায় যে অভি যোগ উপস্থিত হয়, তাহাতে নিন্দাকারীর ৩ মাস মেয়াদ, ২০০ টাকা জরিমানা ও টাকা না দিলে আর এক মাস মেয়াদের আদেশ হইয়াছে। এসম্বন্ধে আমাদের কোন বক্তব্য নাই, তবে ডাক্তারবসুর এতৎ সংক্রান্ত একটি ব্যবহারে আমরা অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম, শুনিলাম বিজ্ঞাপনীর উক্ত সংবাদ দাতা নিতান্ত বালক এবং তাহার এই অবিবেচকতার জন্য ডাক্তার বসুর নিকট সে এবং তাহার পিতা যাইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করে। ইহা সত্ত্বেও যে ডাক্তার বাবুর কোপের তৃপ্তি হইল না, এটি তাঁহার পক্ষে কেমন অতি নির্দ্দয় এবং লঘু চিত্ত বিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষেও শোভা পায় না।

ইংলিস মানের কাবুলস্থ সংবাদ দাতা বলেন। রুসিয়ানদের বহুতর অর্থব্যয় ও অপর্য্যাপ্ত রসোদের সঞ্চয় দেখিয়া সাধারণের প্রতীতি হইতেছে যে রুসিয়ানেরা, ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবে। সংবাদ দাতা আরো বলেন যে রুসিয়ানদের সঙ্গে সিয়ার আলীর খুব ঘনিষ্ট বন্ধুতা আছে। আবার সিয়ার আলী, পারস্য সম্রাট কর্ত্তৃক বহুতর সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সিয়ার, আমির মহাম্মদ আজিম খানের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম করিতেছেন তাহার ভার তাঁহার পুত্রের উপর ও তাঁহার প্রধান২ সরদারের উপর রাখিয়া তিনি উক্ত সম্রাটের প্রার্থনা অনুসারে হিরাটে গিয়াছেন। সম্রাট এই যুদ্ধে সিয়ারকে, অনেক অর্থের আনুকূল্য করিয়াছেন এবং প্রকাশ করিয়াছেন যে ইহাতে যত অর্থ ব্যয় হইবে তাহার সাহায্য তিনি করিবেন, এবং রুসিয়ানেরাও সিয়ারকে, এক লক্ষ কি দেড় লক্ষটাকার আনুকূল্য করিতে সম্মত আছে। সিয়ার আলীর পুত্র আকুব সৈন্যে নে ছিলেন কিন্তু আবদুলরহমানের আক্রমণের সময় উপস্থিত ছিলেন। আবদুলের সৈন্যেরা রসোদ অভাবে যার পর নাই কষ্ট পাইতেছে। আজিম খানের সৈন্যেরা এক্ষণে বাজমানে গিয়াছে।

ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটি কর্ম্মের নিমিত্ত যাহারা পরীক্ষা দেন তন্মধ্যে ২৯ জন উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে ১৭ জন এদেশীয় এবং ১২ জন ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গি।

প্রভাকর বলেন, "কয়েক দিবসাবধি আমরা বেতাল পচিশের চোর ও ব্রাহ্মণের গল্পের ন্যায় একটী অদ্ভুত গল্প শ্রবণ করিতেছিলাম। সম্প্রতি এক জন উকীল তদ্বিষয়ের সত্যতা স্বীকার করিলেন। ঘটনা এই যে, এক ব্রাহ্মণ আলাহাবাদ হইতে ৭০০ টাকা ও কতক গুলি সুবর্ণালঙ্কার লইয়া বাটী আসিতেছিলেন। হুগলীতে তাহার নিবাস। আসিবার সময় এক জন কন্যাদায় গ্রস্থ হিন্দুস্থানী রেলওয়ে শকটে তাঁহার সঙ্গ লয়। উভয়েই সন্ধ্যাকালে হুগলী ষ্টেসনে নামিয়া ব্রাহ্মণের গৃহাভিমুখে গমন করিল। ব্রাহ্মণ গৃহ প্রবিষ্ট হইলে হিন্দুস্থানী তাহা দেখিয়া গোপনে লুকাইয়া রহিল। পরে রাত্রি কিছু অধিক হইলে ঐ হিন্দুস্থানী প্রচ্ছন্নভাবে ব্রাহ্মণের শয়ন গৃহে প্রবেশ করিয়া খাটের নীচে বসিয়া থাকে। ব্রাহ্মণ আহারাদি করিয়া ব্রাহ্মণীর সহিত শয়ন করিলেন। অপ্রাচোর নিম্নে বসিয়া তাঁহাদিগের নিদ্রার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল, ব্রাহ্মণ শীঘ্রই নিদ্রিত হইলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণী সজাগ থাকাতে চোরের ইষ্টসাধন বিলম্ব হইতে লাগিল। এমন সময় গৃহের কপাটে আঘাত পড়িল। ব্রাহ্মণ বহু দিন বিদেশে ছিলেন, এই অবসরে ব্রাহ্মণীর এক উপনায়ক জুটিয়াছিল। সেই ব্যক্তিই দ্বারে আঘাত করাতে ব্রাহ্মণী দ্বার খুলিয়া বলিলেন "অদ্য আমার স্বামী আসিয়াছেন, তুমি ফিরিয়া যাও।" সে কহিল, "তুমি কি আমা অপেক্ষা স্বামীকে ভাল বাস? আর তোমার স্বামী অবশ্যই অনেক টাকা আনিয়াছে, এখনি তাহাকে মারিয়া ফেল।" ব্রাহ্মণী কহিল "তাহা আমি পারিব না।" নায়ক তৎক্ষণাৎ ক্রুদ্ধ হইয়া এক অস্ত্র লইয়া ব্রাহ্মণকে কাটিতে উদ্যত হইল। হিন্দুস্থানী চোর খাটের নীচে বসিয়া ছিল, অকারণে ব্রহ্ম হত্যা হয় দেখিয়া দ্রুতগতি হন্তাকে জড়াইয়া ধরিল। গোলমাল হওয়াতে ব্রাহ্মণের নিদ্রা ভঙ্গ হয় এবং প্রতিবাসীরা আসিয়া চৌকিদার ডাকিয়া দেন। সকলেই ফৌজদারিতে নীত হইয়াছিল, হুগলীর সেসন জজ ঐ উপপতিকে ১৪ বৎসর দ্বীপান্তর বাসের আজ্ঞা দিয়াছেন। হিন্দুস্থানী চোর ৫০০ টাকা পুরস্কার পাইয়াছে। ব্রাহ্মণ তাঁহার ব্যভিচারিণী স্ত্রীর যে রূপ দণ্ড ইচ্ছা করেন তাহাই করিতে পারিবেন।"

ইণ্ডিয়ান অপিনিয়ান বলেন যে কাবুল হইতে আমির আজিম খাঁয়ের সম্বন্ধে যে সকল সংবাদ আসিয়া এতদ্দেশীয় সংবাদ পত্রে মুদ্রিত হয়, তাহা নিবারণার্থে, আমির অতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতেছেন। সংপ্রতি ৪ চারি ব্যক্তিকে সংবাদ দাতা বিবেচনা করিয়া ফাঁসিদিয়াছেন তন্মধ্যে এক জন সওদাগর ও বিপাকে পড়িয়া প্রাণ হারাইয়াছেন। [illegible] দের নিকট যে সংগ্রাম হয় তাহাতে [illegible] ইক্ষু মীনি খাঁ পরাজিত হইয়াছেন। [illegible] সরদারের সঙ্গে আর সিয়াদির [illegible] হইবেক তাহার বিস্তর আয়োজন [illegible] অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা এবার [illegible] শোণিত স্রোত অধিকতর হইবে তাহার কোন সন্দেহ নাই।

সার টমাফোর্ড নার্থকাট, কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদিগের জন্য ৫০০ করিয়া ২০০০ টাকার চারিটী পারিতোষিক প্রদান করিয়াছেন। বঙ্গ, উৎকল, অযোধ্যা, পাঞ্জাব উত্তর পশ্চিম প্রদেশ ও মধ্য বিভাগের মধ্যে যে চারিজন ১৮৬৯ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরীক্ষা দিবেন তাহারা এই পরিতোষিক পাইবেন।

ইংলিস ম্যানের পারিস নগরস্থ সংবাদ দাতা লেখেন যে চন্দ্রনগর হইতে, ফরাসি এক ব্যক্তি, বঙ্গ দেশীয় দুইটী ব্যাঘ্র ফরাসির সম্রাটকে উপহার দিয়াছে। ঐ ব্যাঘ্র দুটি এক্ষণে পারিসে পৌঁছিয়াছে। সম্রাটের দেখা হইলে পরে স্থানান্তরে বদ্ধ রাখা হইবেক।

এডুকেশন গেজেট বলেন, দেতিয়া হইতে এক জন পাদরি সাহেব ইণ্ডোইউরোপীয়ান নামক ইংরাজি কাগজে সর্পের একটী ঔষধ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, প্রায় দশমবর্ষীয় একটী বালিকাকে সূর্য্যাস্ত সময়ে সর্পে দংশন করে। কিন্তু ঐ সর্পকে দেখিতে পাওয়া যায় নাই। তৎকালে অন্ধকার হইয়া আসিতেছিল। আর যে স্থলে কামড়াইয়াছিল, ঐ স্থান ঘাস ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ। বালিকাটী "কিসে কামড়ালে কিসে কামড়ালে" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। যে স্থানে তাহাকে দংশন করিয়াছিল, ঐ স্থান হইতে কতিপয় পদ ভূমি কাঁদিয়া কাঁদিয়া দৌড়িয়া আসিয়াই বালিকাটি চলৎ শক্তি রহিত হইয়া পড়ে, ক্রমে বাক শক্তি-হীন হইয়া দশ মিনিটের মধ্যেই সে বিচেতন হয়। পাদরি সাহেব সত্বর একটি মুখভিস্ব পরিমিত ফিটকিরি এক গ্লাস জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া বালিকাকে খাওয়াইয়া দেন। ঐ দ্রব্য খাওয়াইতে কতক ভেদ ও বমি হইয়া যায়। পুনর্ব্বার ঐ পরিমাণ জলের সহিত ফিটকিরি খাওয়ান হয়, পুনর্ব্বার আবার বমন হয়। এই রূপে অল্পে২ ঐ দ্রব খাওয়াইতে ও বমন করাইতে দেড় ঘন্টার পর ঐ রোগী সুস্থ হইতে আরম্ভ হয়। দুই ঘন্টার পর বালিকাটী কথা কহিতে ও দাঁড়াইতে এবং চলিতে সমর্থ হয়। পাদরি সাহেব বলেন, এই রূপে ফিট্‌কিরি দ্বারাই ঐ সর্পদষ্টা বালিকাটী সম্পূর্ণ রূপ আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

প্রয়াগদূত বলেন, এই জেলার অন্তঃপাতি সুরাম গ্রাম নিবাসী সিরদিন নামক এক জন কর্ম্মকার তাহার স্ত্রীকে আনিবার জন্য শ্বশুরালয়ে গিয়াছিল, রাত্রিতে তাহার স্ত্রীর উপপতি তাহার প্রাণ নাশ করিবার জন্য গলায় অস্ত্রাঘাত করে। কিন্তু তাহাতে তাহার প্রাণ নষ্ট হয় নাই। পর দিন পুলিশ এ বিষয়ের তদারক করিয়া রিপোর্ট করে, যে এব্যক্তি আত্মহত্যা করিবার জন্য আপনার গলায় অস্ত্রাঘাত করিয়াছিল, এসিষ্টেন্ট মাজিষ্ট্রেট যথার্থ বিষয়ের প্রমাণ না পাইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছেন।

উক্তপত্রিকা বলেন, মুসি গ্রামে একটি আশ্চর্য্য মৃত্যু ঘটনা হইয়া গিয়াছে। উক্ত গ্রাম নিবাসী পন্নালাল নামক এক জন ক্ষেত্রী মহাজনের স্ত্রী রাত্রিতে শয়ন করিয়াছিল। প্রভাতে সকলে দেখে যে সে শয্যার উপর মরিয়া রহিয়াছে। স্ত্রীলোকটির কোন পীড়া ছিল না, শুনা গেল কোন প্রকার মাদক সেবন করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে। পুলিশ ইহার কোন যথার্থ সন্ধান বাহির করিতে পারে নাই।

হিন্দুরঞ্জিকা কোন সংবাদ পত্র পাঠে জানিয়াছেন যে, ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ফারাসিরা ৮ কোটি টাকার তামাক এবং চুরুট ব্যবহার করিয়াছে।

ভারতবর্ষের কবেনাণ্টেড্ সিবিলিয়ানদের জন্য, সেক্রেটারি অব ষ্টেট্, নিম্ন নিয়ম অনুসারে ছুটী মঞ্জুর করিয়াছেন:—যাহারা ১২ বৎসর কর্ম্ম করিয়াছেন তাঁহারা ৪০০, টাকা মাসিক, যাহারা ৮ বৎসর কর্ম্ম করিয়াছেন তাঁহারা ৩০০, টাকা মাসিক; আর ৮ বৎসরের ন্যূন যাহারা কর্ম্ম করিয়াছেন, তাঁহারা ২৫০ টাকা মাসিক, পাইবেন।

বিগত ৮ জুন এক দল সিঁধাল চোর, সিঁধ কাটিয়া কলিকাতার টাউন হলে প্রবেশ করতঃ, এড বোকেট্ জেনারালের গাউন প্রভৃতি পোষাক আর আট আনা পয়সা চুরি করিয়াছে। পোলিস, চোরের কোন অনুসন্ধান করিয়া উঠিতে পারে নাই।

দিল্লি গেজেটের সংবাদ দাতা লেখেন যে, আমির সিয়ার আলির মৃত্যু সংবাদ, ১৪ মে, কাবুলে পৌঁছিয়াছে, কিন্তু ঐ প্রবাদ সকলে বিশ্বাস করে, [illegible] পরে শুনা গেল যে আমির সিয়ার আলির মৃত্যু হয় নাই কিন্তু খান্দিল খাঁ কান্দাহারির পুত্র, সর্দার সিয়ার আলি খাঁ মরিয়াছে। সেই দিবস আবদুল রহমান খাঁ সংবাদ পাঠান যে ঐ সৈন্যাধ্যক্ষ, যাই মোমা হস্তগত করতঃ দেশীয় ব্যক্তি দিগকে সংস্থাপন করিয়া হিরাটে গিয়াছেন এবং মহাম্মদ ইসমেল খাঁ, বাখের গবর্ণর স্বরূপ দশ হাজার সৈন্য লইয়া তাক্তা পুলে আছেন।

কাসিয়া ও অস্ট্রিয়ার সর্দারদের মধ্যে, আপন আপন রাজ্যের সীমা লইয়া যে বিবাদ উপস্থিত হইয়াছে তাহা নিষ্পত্তি করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট হইতে সার্ভেয়িং ডিপার্টমেন্টের এক জন কর্ম্মচারী প্রেরিত হইয়াছেন।

জমসুরের যুব রাজ যিনি কয়েক বৎসর হইল মান্দ্রাজ গবর্ণমেন্টের অধীনে, ষ্টেট প্রিজনার হইয়া আছেন, তিনি একণে স্বদেশে গিয়া বিবাহ করিবেন বলিয়া, ৬ মাস মান্দ্রাজ হইতে অনুপস্থিত থাকিবার অনুমতি পাইয়াছেন। তাঁহার মাসিক নিয়মিত প্রাপ্য ১০০০, টাকা ব্যতীত তিনি বিবাহ সম্পাদনার্থে ১০০০০, টাকা, আর যাতায়াতের খরচ ২০০০, টাকা পাইয়াছেন।

বাণিজ্য দ্রব্য জনিত উপার্জ্জন সম্বন্ধে, ভারত বর্ষের গবর্ণমেন্ট, ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের এজেন্সি বোর্ডকে যে পরামর্শ দেন তাহা স্বীকার না, করায় উভয় পক্ষে একটি গোল যোগ উপস্থিত হইয়াছে। সেক্রেটারি অব ষ্টেট ঐ বিষয় মীমাংসা করিবেন।

গত বার এপ্রিল অপেক্ষা এবার এপ্রিল মাসে কলিকাতা হইতে ৩১১২৯৯১ টাকার জিনিষ বেসি রপ্তানি হইয়াছে, এবং ১৪৩৪৪৩৬, টাকার জিনিষ কম আমদানি হইয়াছে।

—০।০:—

বজ্র যোগিণী হইতে কোন ব্যক্তি লিখিয়াছেন।

সাধারণ লোক দিগের গমনাগমনের সুবিধার জন্য বজ্র যোগিনী হইতে মীর কাদিমের প্রকাশ্য পথ পর্য্যন্ত একটি পাকা রাস্তা নির্ম্মিত হইবে। এত দর্থে মুন্সী গঞ্জের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু বিমলা চরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় ১০০, বজ্র যোগিনীর জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু কালী কিশোর গুহ ৪০০ বরমান সিংহের জজ আদালতের উকীল শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণ সুন্দর ঘোষ ৫০০ টাকা দান করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন আর ও চাঁদা সংগৃহিত হইয়েছে।

গত ২৬শে জ্যৈষ্ঠ রবিবার বজ্র যোগিনী জ্ঞান প্রদায়িনী সভার তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন মহা সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। বিক্রম পুর স্কুল ডেপুটী ইনেস্পেক্টার শ্রীযুত বাবু বৈকণ্ঠ নাথ সেন মহাশয় এই সভার সভা পতির পদে বরিত হইয়াছিলেন। সভাতে ন্যূনাধিক ২০০ শত সভ্য আহুত হইয়াছিলেন। সভাতে প্রথমতঃ ছাত্র দিগকে পুরস্কার বিতরণ. দ্বিতীয়তঃ সম্পাদকের বার্ষিক রিপোর্ট পাঠ তৃতীয়তঃ সভ্য বৃন্দের রচনা পাঠ চতুর্থতঃ সমাগত ব্যক্তি গণের বক্তৃতা হইয়া রাত্রি প্রায় ১২ ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হয়। সভা ভঙ্গের পর নিমন্ত্রিত ব্যক্তি দিগকে জাঁক জমক সহকারে এক ভোজ দেওয়া হয়। এতদুপলক্ষে জমীদার কালী কিশোর গুহ মহাশয় প্রায় ১০০ টাকা ব্যয় করিয়াছেন। ধন্য কালী কিশোর গুহ মহাশয়।

আমাদের বিক্রম পুরের আসেসর বাবু বৈকুণ্ঠ নাথ সেন মহাশয় মির কাঁদিমের খাল খননার্থ যত্ন বান হইয়া চাঁদা সংগ্রহ করিতেছিলেন। অধিকাংশ ব্যক্তি প্রতিজ্ঞাত চাঁদা দানে বিশেষ শৈথিল্য করায় তিনি তদ্বিষয়ে নিরুৎসাহী হইয়াছেন। এজন্য এবার ঐ খাল কর্ত্তন আরম্ভ হয় নাই। তাহার মুখে শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, ঢাকার চৈতন্য বাবুরা স্বয়ং ঐ খাল কর্ত্তনজন্য উদ্যোগী হইয়াছেন। আগামী শীত ঋতু খনন আরম্ভ হইবে। কার্য্যটি সংশোধিত হইলে লোকের বহুল উপকার দর্শিবে।

দক্ষিণ পূর্ব্ব বিভাগের স্কুল ইনেস্পেক্টার শ্রীযুত সি বি ক্লার্ক এম্.এ মহোদয় বিক্রম পুর বিভাগের শ্রীনগর স্কুলের সেক্রেটরী শ্রীযুত বাবু শ্রীনাথ বসু, বজ্র যোগিনী স্কুলের সেক্রেটরী শ্রীযুত বাবু চন্দ্রকান্ত মহাশয় দ্বয়ের কার্য্যাদক্ষিদর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে এবার কার শিক্ষা সংক্রান্ত রিপোর্টে অত্যন্ত প্রশংসা করিয়াছেন। উপযুক্ত পাত্রের প্রশংসা হওয়া একান্ত আহ্লাদের বিষয়।

বিক্রম পুরের স্কুল ডেপুটি ইনেস্পেক্টার বৈকণ্ঠ নাথ সেন মহাশয় বজ্র যোগিনীর সভায় কহিয়াছেন চন্দ্র কান্ত বাবু আপন স্কুলের জন্য যে সকল নিয়ম ও কার্য্য করিতেছেন যদি সমুদায় স্কুলের সেক্রেটরীরা এরূপ কার্য্য করেন তাহা হইলে তাঁহাকে স্কুলের কার্য্যাদি প্রতি বিশেষ দৃষ্টি না রাখিলে ও কার্য্য চলিতে পারে। ফলতঃ যদি ও চন্দ্র কান্ত বাবুর প্রচলিত নিয়ম গুলি কিছু কঠিন হউক কিন্তু উহা দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শিতেছে সন্দেহ নাই।

—০।০।০—

বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের আজ্ঞানুসারে নিয়োগ।

ডবলিউ, এফ, মাকডনেল সাহেব বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন যে, এম লুইস সাহেব নদীয়ার প্রতিনিধি সিবিল ও সেসিয়ন জজ হইবেন।

ডবলিউ, ই, ওয়ার্ড সাহেব বীরভূমের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

চুয়াডাঙ্গার সরকারী মাজিষ্ট্রেট যে, কে ওটে বঙ্গীয় সাহেব বর্দ্ধমানের প্রতিনিধি জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডিপুটি কালেক্টর হইবেন।

সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর ডবলিউ, বি, ওল্ড হাম সাহেব চুয়াডাঙ্গা উপবিভাগের ভার পাইয়া মাজিষ্ট্রেট ও ডিপুটী কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন। ২০ এমের গেজেটে তাঁহার মেহেরপুর উপবিভাগে নিয়োগের যে বিজ্ঞাপন হয় তাহা এত দ্বারা রহিত হইল।

সরকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এ, পি, ম্যাকডনেল সাহেব মেহেরপুর উপবিভাগের ভার পাইয়া প্রথম শ্রেণির অধিক মাজিষ্ট্রেট ও ডিপুটী কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন। তিনি আরও সেসিয়নে অর্পণ করিবার মকদ্দমার প্রথম বিচার করিতে পারিবেন।

সিংহ ভুমের সব আসিষ্টান্ট কমিসনর ডাক্তার এম, যে, মাচুক সেসিয়নে অর্পণ করিবার মকদ্দমার প্রথম বিচার করিতে পারিবেন।

ছোটনাগপুরের কমিসনর কর্ণেল ই, টি, ডাল্টন কটকের করদ মহলের তত্ত্বাবধায়কের পদ পাইবেন।

ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ ভবানীগঞ্জ উপবিভাগের ভার পাইয়া রঙ্গপুরে মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

পশ্চিম্লিখিত কর্ম্মচারি গণকে বর্ত্তমান শূন্য পদে প্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত ষষ্ঠ হইতে পঞ্চম শ্রেণিভুক্ত করা গেবে।

বাবু কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ। যে দিবস অবধি তিনি ভবানীগঞ্জের ভার গ্রহণ করিবেন।

বাবু ব্রজনাথ সেন। যে দিবস অবধি তিনি বর্দ্ধমান সিংহে উপস্থিত হইবেন।

বাবু বিমলা চরণ ভট্টাচার্য্য ও দুর্গাগতি বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ই এম রেলি সাহেব।

মজঃফরপুরের সহকারী পুলিষ সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট বাবু ঈশ্বরীপ্রসাদ দ্বিতীয় শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইয়া পাটনার ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার হইবেন।

ভাগলপুরের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট মৌলবী আলি-হোসেন পাটনা বিভাগে বদলী হইবেন।

এচ, এস, টমসন সাহেব হুগলীর প্রধান সদর আলা হইবেন।

সৈদ আজিমুদ্দিন হোসেন খাঁ বাহাদুর সি, এস, আই, প্রাণ ত্যাগ করাতে রাজসাহী বিভাগের সরকারী কমিসনর নিযুক্ত শাসন কার্য্য নির্ব্বাহার্থ প্রথম শ্রেণিভুক্ত হইবেন।

—০।০।০—

অধ্যক্ষ বিজ্ঞান।

যশোহরের দক্ষিণ দিকে চোর যাত্রা নামক এক প্রাচীন দিঘি আছে। উহার সন্নিহিত রসরেওয়া নাম্নী এক জন বৃদ্ধা একখানি কুঁড়ে ঘর বাঁধিয়া বহুকাল হইতে বাস করিয়া আসিতেছে। বৃদ্ধার বয়ঃক্রম অনুমান ৬০ বৎসর হইবেক।

ঐ গ্রামের কুমুই সরদার নামক এক জন আবকারির পেয়াদার সহিত রুস রেওয়ার পরিণয় হয়। উহাদের স্ত্রীপুরুষে অতিশয় প্রণয়ছিল প্রায় কি ৪৫।৫০ বৎসর হইল কুমুইয়ের মৃত্যু হইয়াছে কিন্তু অদ্যাবধি রুস তাহার নাম জপিতে [illegible] করিতে থাকে।

একদা কোন সরকারি কার্য্য বশতঃ কুমুইকে কলিকাতা যাইবার আবশ্যক হইলে সীয় স্ত্রীর নিকট বিদায় লইয়া তথায় গমন করে। [illegible] বস পরে বেলা আন্দাজ ১০।১১ ঘণ্টার সময় রুস, ঘাট হইতে বারি আনিবার কালে তাহার হাতের শাঁখা চটাৎ হাত হইতে খুলিয়া পড়িয়া গেল। [illegible] [illegible] হাতের শাঁখা ও খুলিয়া পড়িল। ইহাতে সে কোন অমঙ্গল ঘটিয়াছে বিবেচনা করিয়া সেই রাত্রে কোন আহারাদি করিল না। রাত্রি আন্দাজ ১০।১১ ঘণ্টার সময় তাহার হঠাৎ তন্দ্রা উপস্থিত হইয়া দেখিল যে, তাহার স্বামী গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া তাহাকে কহিতেছে " আমি বাটী ফিরি

আসিয়াছি গো „। রস আনন্দে উল্লাসিত হইয়া চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখে যে সেটা কেবল স্বপ্ন মাত্র। কিন্তু ৫।৭ দিন মধ্যে সে জানিতে পারিল যে, সেই দিন বেলা ১০।১১ ঘণ্টার সময় তাহার স্বামীর কলিকাতায় মৃত্যু হইয়াছে।

এই ঘটনাটি ৪৫ কি ৫০ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু সেই অবধি প্রতি মাসে তাহার স্বামী ২।১ বার তাহাকে দেখা দিয়া সৎউপদেশ দিয়া আসিতেছিল, কেবল গত ৫।৬ মাস হইতে সে আর তাহাকে দেখিতে পায় না। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে রুসুই, যে বয়সে মানব দেহ পরিত্যাগ করে তত বৎসর পর্য্যন্ত সে স্বীয় স্ত্রীকে দেখা দিত কিন্তু সকলে বলে যে এক্ষণে তাহার গতি হইয়াছে, তজ্জন্য সে আর সেখানে নাই!

রুস দেওয়া অধ্যাত্মবিদ্যা অধ্যয়ন করে নাই কিন্তু তাহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে যে, তাহার স্বামী মরে নাই এবং আত্ম বিশিষ্ট শরীর হইয়া তাহার প্রতিজ্ঞায় ঐ স্থানে অবস্থান করিয়াছে।

—০:০:০—

বিবিধ।

সম্পাদক মহাশয়, কতিপয় মাস অতিবাহিত হইল, ত্রেতাবতারের প্রভু রামচন্দ্রের কীর্ত্তি দর্শনে সমুৎসুক হইয়া সেতু—বন্ধ রামেশ্বর গমন করিয়া ছিলাম। বৌদ্ধেরা উক্ত স্থানে উপকৈলাশ প্রভৃতি অনেক গুলি অদ্ভুত মন্দির স্থাপন করে। ইহার অন্যতম মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, এক পার্শ্বে প্রাচীরের মধ্যে একটী রন্ধ্র আছে। এবং তাহার মুখে একখানি গোলাকার প্রস্তর চাপা রহিয়াছে। ঐ প্রস্তর খানির উপর হস্তামর্ষণ করিতেছি, এমন সময় ঐ খানি সরিয়া গেল. এবং রন্ধ্রের মধ্যে কয়েক খানি তাল পাতার গ্রন্থ দেখিলাম। এই আকস্মিক ঘটনাতে আমার অত্যন্ত কৌতুহল উদ্দীপ্ত হইল, ক্রমে২ বই গুলি বহির্গত করিয়া খুলিয়া দেখি তৎসমুদয় পালি ভাষাতে লেখা। পাঠ করিয়া দেখিলাম, রাম রাবণের যুদ্ধের সময় একজন ষড়যন্ত্রকারী দাক্ষিণাত্যে প্রস্থান করিয়া ঐ স্থানে অবস্থিতি করিয়াছিল, তাঁহার নিকট তদীয় লঙ্কাস্থ কোন সুহৃদ, পত্রাকারে এই সকল লিপী প্রেরণ করিয়াছিল। আমরা পালি ভাষাতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি নাই কিন্তু এতদ্দ্বারা আপনার পাঠক বর্গ রামায়ণাতীত অনেক নূতন বিষয় জানিতে পারিবেন, বলিয়াই, এই পত্র গুলি অনুবাদ করিয়া আপনকার পত্রিকায় প্রকাশার্থে মনন করিয়াছি, ক্রমে প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।

"প্রিয়বর, তুমি মহারাজ রাবণের মৃত্যু ও বানর কর্ত্তৃক লঙ্কা লণ্ড ভণ্ড হইবার প্রাক্কালেই, পলায়ন করিয়াছ, সুতরাং দশমী—যুদ্ধের দিন হইতে লঙ্কার দিন২ যে কি দুর্দ্দশা হইতেছে, তাহার কিছুই জাননা। রাম যুদ্ধ জয় করিবার সময় যে সকল উপদ্রব হইয়াছিল তাহাও বরং সহ্য হয়, কিন্তু এখনে রোগ অপ্রতিবিধেয় হইয়াছে, আর সহ্যকরা যায়না। রাবণের অত্যাচারে বিরক্ত হইয়া বিভীষণের ষড়যন্ত্রে, এই বিশ্বাসে সহায়তা করিয়াছিলাম যে, প্রজা বৎসল ন্যায়বান শ্রীরাম চন্দ্রের অধিকারে সুখে থাকিব। রাবণের নিরঙ্কুশ আধিপত্য জনিত অত্যাচারে আর শঙ্কিত থাকিতে হইবে না। কিন্তু কপাল গুণে সে সকল আশা সরসী মরিচীকায় পরিণত হইয়াছে। রাবণের অত্যাচার কেবল নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে ছিল, কিন্তু অধুনাতন অত্যাচার দেশের সর্ব্বস্থানে, পল্লি২, পাড়ায়২ প্রবেশ করিয়াছে।

"এস্থলে আমি স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছি, এ সকল বিষয়ে রামের কোন অপরাধ নাই। তাঁহার প্রগাঢ় ন্যায় পরতা, গভীর প্রজাবৎসলতা, এবং অমেয় নিরপেক্ষতার কোন দিনই ত্রাসতা নাই। তিনি স্বয়ং কিংবা তদীয় পরম স্নেহ ভাজন লক্ষ্মণাদি কেহ যদি লঙ্কা শাসন করিতেন, তবে কখনই আমাদের ষড়যন্ত্রের এমন বিষময় ফলোৎপত্তি হইত না। রামের বানরেরা লঙ্কা শাসন করিবেন, এ কথার আভাস যদি মুহূর্ত্তকাল অগ্রেও পাইতাম, তবে কি আর বিভীষণের ষড়যন্ত্রে যোগ দেই? শাস্ত্রকারদিগের "নরিসু মধুরায়তে" এবং "বিশ্বাস নৈব কর্ত্তব্যং স্ত্রীষু রাজ, ইত্যাদি „ বচনের যাথার্থ্য এখন পদে২ বুঝিতেছি। অসৎ উপায়ে সৎকর্ম্ম সংসাধিত হইতে পারে, এরূপ যাঁহাদের বিশ্বাস, তাহারা আমাদের অবস্থা আসিয়া দর্শন করুন।

"এই অল্পকালের মধ্যে সোণার লঙ্কার পুর্ব্ব ভাব এক কালে লুপ্ত প্রায় হইয়াছে। স্বাধীনতা রূপ অমূল্যরত্ন সেই মহাসমরানলেই ভস্মীভূত হইয়াছে যেখানে যে ঐশ্বর্য্য ছিল, ক্ষুদ্র একটী বাগানেও বানরেরা গ্রাস করিয়া বসিয়াছে। উপকূল ভাগের লঙ্কার গৌরব বহুমূল্য মৌক্তিক রাশী সম্ভোগে আমরা একেবারে বঞ্চিত হইয়াছি। রাজ ভক্ত নল, নীল, গয়, গবাক্ষ, বানর গণের অনুচর গণ, তাহাতে এক চেটিয়া অধিকার করিয়া তুলিয়াছে। যে রসাল ফল পৃথিবীর অন্যত্রে ছিল না, যাহা লঙ্কার অন্যতম গৌরব স্থান ছিল, তাহা আর লঙ্কাবাসীদের অদৃষ্টে ঘটেনা. রাবণের মনোহর মধুবন এখন বানর উপভোগ্য হইয়াছে। চন্দ্রদগ্ধ স্বর্ণ আদি লঙ্কার প্রধান২ বাণিজ্য দ্রব্য গুলি আইন দ্বারা অধিবাসি বর্গের অস্পৃশ্য হইয়াছে, অধিবাসিরা ঐ সকল ব্যবসায় প্রবৃত্ত হইলেই, আইন হইয়াছে, তাহাদের প্রাণ দণ্ড হইবে। এই ক্ষুদ্র পত্রে অধিক লেখা অসম্ভব, অথচ স্থূল২ বিষয় গুলি না লিখিয়াও পারি না।

"বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, বনের বানর প্রশ্রয় পেয়ে, এখন আর এক নূতন কথা তুলিয়াছে যে, লঙ্কাবাসিরা অত্যন্ত অবিশ্বাসী, অকর্ম্মণ্য, ও অলস! একথা কেবল মুখে বলিলে, তত ক্ষোভের বিষয় ছিল না, (জগদীশ্বর সকলকেই মুখ দিয়াছেন, যাহার যা ইচ্ছা তাই বলিতে পারে), কিন্তু মর্কটেরা কাজেও তাই দেখাইতেছে। প্রধান২ রাজ পদ গুলিতে তাহাদেরই এক চেটিয়া অধিকার, ক্ষুদ্র পদেও লঙ্কা বাসিদের বড় প্রত্যাশা নাই। গুণের বিচার ত নাই, তবে যদি কেহ বানরের তোষামোদ করিতে পারে, তবেই যে কিছু করিতে পারে। বানরেরা যেমন ঐ সকল পদ নিয়াছে, তেমনই অত্যাচার বাড়িয়াছে। কোন বানরেরা উচ্চ গাছে আরোহণ করিয়াই কাল কাটাইতেছে, কোন বানর বা আমোদেই রত, দেশ উচ্ছন্ন যাউক, তাহাতে তাহাদের কি?

"এই সকল হৃদয় বিদীর্ণ কর পরিবর্ত্তনের সহিত, এখানকার অল্প বয়স্ক যুবক দিগের মনের ভাবও অনেকাংশে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। পুর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে স্বাধীনতার মোহিনীজ্যোতিঃ আর এখানকার কাহারই মুখে বিভাসিত হয় না। অনুকরণ, ইহাদের প্রধান মনোবৃত্তি হইয়াছে। কোথায় বানর দিগকে ঘৃণা করিবে, কোথায় রাম চন্দ্রের নিকট তাহাদের অমানুষ দৌরাত্ম্য, পর ধন লোভ, জ্ঞাপন করিয়া তাহা বিবরণ করিবে, না, কোথায় তাহারা মর্কটের মনস্তুষ্টি করিয়া অধরামৃত পানে হৃষ্ট পুষ্ট হইবার চেষ্টায় সকলে ব্যস্ত। বানরের লেজ ধরিয়া সৌভাগ্য বৃক্ষের শিখর দেশে উঠাই তাহাদের এক মাত্র প্রার্থনীয় বিষয় দেখা যায়। লঙ্কার স্বাধীনতাসূর্য্যের সহিত তাহার পুরুষানুক্রমিক আচার ব্যবহার সকল অস্তগত হইয়াছে। আমরা কয়জনা পুর্ব্বমত চলি বলিয়া সমাজে ঘৃণাস্পদ হইয়াছি, বানরের মত লম্ফ ঝম্ফ ভ্রূকুটি ভঙ্গি প্রায় সকলই শিখিয়াছে. বানরের পরন পরিচ্ছদ অনুকরে। এত দিন অসুবিধা ছিল, কেন না লোম আর লেজ উৎপাদন তাহা চেষ্টা করিলে কখনই হইবার নহে, কিন্তু সংপ্রতি এক প্রকার কৃত্রিম বস্ত্র প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা পরিধান করিলেই ঠিক বানরের মত রোমশ দেখায়। তাহার পাছে একটি কৃত্রিম লেজ আছে, যদিও এত গ্রীষ্ম আমরা খালি গায়ে থাকিতে পারি না, কিন্তু নব্য সম্প্রদায়ি অনেক যুবক ঐ পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া বানর সমাজে বিলক্ষণ সমাদৃত হইতেছেন।

"আহা তাই ইচ্ছা হয়, তুমি নিকটে থাকিলে মনের দুঃখ নির্জ্জনে বসিয়া তোমাকে সকল বলিতাম। এখন এদেশে এমন ব্যক্তি নাই যে, মনের কথা সকল নির্ভয়ে খুলে বলি, কে কোন বানরের কাছে কি বলিবে আর বাস্তু বৃক্ষ নির্জ্জীবিত হইবে। আমাদের দুধুরন রক্ষক হয় গ্রীবের পত্র ভীষনাদ প্রতি পুর্ণিমাতে এপ্রদেশের শাসন কর্ত্তা গবাক্ষ বানরের জন্য সেতু বন্ধ রামেশ্বর শিবের নির্ম্মাল্য আনয়ন করিতে যাইয়া থাকে, তাই তাহার সহিত সময়ে সময়ে তোমাকে পত্র দ্বারা মনের কথা জানাইয়া চিত্ত তাপ কথক নিবারণ করিব মনস্থ করিয়াছি। লিখিতের কথক গুলি তাল পত্র পুরিয়া গেল, এবং ধরা পড়িবার ভয়ও মনে হয়, অতএব আজি ইতি দেওয়া গেল।"

—:০:০:—

প্রপত্র

মান্যবর শ্রীযুক্ত অমৃত বাজার পত্রিকা সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সম্পাদক মহাশয়। তিন বৎসরের অনধিক কাল গত হইল, শ্রীযুক্ত বাবু বংশীধর সেন হাই কোর্টের উকীল, শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্ন কুমার দাস, শ্রীযুক্ত বাবু কালি প্রসন্ন সেন, স্বর্গীয় বাবু তারা প্রসন্ন দাস বিএ, বিএল (এই শেষোক্ত ব্যক্তি আমাদের গ্রামের অলঙ্কার স্বরূপ ছিলেন এবং তাঁহার মৃত্যু জনিত শোক, [illegible] বাসীদের অন্তরে চিরকালের তরে বিদ্ধ থাকিবে) এবং অন্যান্য কএক জন দেশ হিতৈষী জন দ্বারা [illegible] কাটিয়া ইংরেজি বাঙ্গলা বিদ্যালয়ের সৃষ্টি হয়। বিদ্যালয়টী সংস্থাপন হইলে অনতিকাল পরেই আমাদের পরম হিতৈষী যশোহরের কালেক্টর শ্রীযুক্ত মনরো সাহেব উক্ত স্কুল দর্শন করিয়া সাতিশয় সন্তোষ লাভ করেন এবং তাঁহারি প্রযত্নেই অচিরে গবর্ণমেন্ট হইতে ৪০, টাকা [illegible] মঞ্জুর হইয়া আসে। ছাত্র দিগের বেতন ও গ্রাম বাসীদের চাঁদা দ্বারা মাসিক ৬০, টাকার অধিক সংগ্রহ হইত, এই রূপ গবর্ণমেন্ট প্রদত্ত সাহায্য দ্বারা আয়ের সংখ্যা একশত টাকার অতিরিক্ত [illegible] ইন্‌স্পেক্টর সাহেব দ্বারা ৪০, টাকা বেতনে এক জন প্রথম শিক্ষক মকরর হইয়া [illegible] স্কুল সংস্থাপন কালে যিনি প্রথম শিক্ষক ছিলেন তিনি দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে এবং [illegible] শিক্ষক ছিলেন তিনি তৃতীয় শিক্ষকের পদে এবং পূর্ব্ব [illegible] নারিকেল স্কুলের পণ্ডিত, পণ্ডিতের পদে, নিযুক্ত

হইলেন। উক্ত শিক্ষক গণের মধ্যে সকলই অতি বিচক্ষণ, কর্ত্তব্য কর্ম্মে কাহারও শৈথিল্য নাহি এবং স্কুলের হিত সাধনে সকলেই কায়োমনো বাক্যে চেষ্টা করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রথম শিক্ষকের গুণে আমরা বিশেষ বাধ্য আছি। তাঁহার নাম শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গ চরণ চক্রবর্ত্তি। তিনি পূর্ব্ব দেশ বাসী এবং ঢাকায় থাকিয়া বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন। আমরা অনেকেই তাঁহাকে বাঙ্গাল বলিয়া প্রথমে অবজ্ঞা করিতাম এবং এই ক্ষণ তাঁহার সদ্গুণ দেখিয়া পূর্ব্বকৃত অবজ্ঞা ভাব স্মরণ করিয়া লজ্জিত আছি। তিনি ছাত্র গণকে পুত্র নির্বিশেষে স্নেহ করিয়া থাকেন, আমরা যখনই তাঁহার বাসায় যাই তখনই তাঁহাকে শিক্ষা সম্বন্ধীয় কোন না কোন কার্য্যে ব্যাপৃত দেখিতে পাই। কি সকাল কি বিকাল সর্ব্বদায়ই ছাত্র গণ তাঁহার বাসায় গিয়া শিক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকে। স্কুলের আয় বৃদ্ধি বিষয়েও তাঁহার দ্বারা আমরা বিশেষ সাহায্য পাইয়া থাকি। তাঁহার শিক্ষা প্রণালীও অতি চমৎকার। গত বৎসর ছাত্র গণ যে রূপ শিক্ষা পাইয়াছিল তাহা গত মাইনর স্কলরশিপ পরীক্ষায়ই প্রকাশ আছে। উক্ত পরীক্ষায় কাদীয়া স্কুল হইতে ৪টী মাত্র ছাত্র উপস্থিত হইয়াছিল এবং ঐ চারিটী ছাত্রই ঢাকা বিভাগের মধ্যে ক্রমান্বয়ে ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ হইয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষে উক্ত পরীক্ষার জন্য ৮টী ছাত্র প্রস্তুত হইতেছে। প্রথম শ্রেণী পরীক্ষা করিয়া যে রূপ দেখা গিয়াছে তাহাতে ভরসা করি সকলেই আগত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই, ঐ স্কুলের আয় এত অল্প যে অদ্যাপি আমরা তাঁহার বেতন বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হই নাহি। শিক্ষা বিভাগের কর্তৃপক্ষদের নিকট এই প্রার্থনা যে তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক উক্ত সুবিজ্ঞ শিক্ষকের বেতন বৃদ্ধি করিয়া শিক্ষক সাহেবদের উৎসাহ বর্দ্ধন করুন।

আপনার একান্ত বশম্বদ
"যশোহর বন্ধু"

—০:০:০—

সম্পাদক মহাশয়, সেনহাটী নিবাসী "পঁচা" সাক্ষর কারীর পত্র খানা পাঠ করিয়া বিস্মিত হইলাম। এক বার ভাবিয়া ছিলাম "পঁচা" কথায় উত্তর দিবার প্রয়োজন নাই, কিন্তু ভবিষ্যতে ভ্রম বশতঃ আর যেন কেহ কাহাকে উপহাস না করেন, এই জন্যই কটী কথা লিখিতে হইল।

লেখক সমাজের বিষয় আলোচনা করিবার মুখবন্ধেই "ওঁ তৎসৎ" ও "সত্যং জ্ঞানমনন্তং" পাঠের প্রতিবাদ করিয়া, কহিয়াছেন "আমরা এই রূপ পাঠের কিছু তাৎপর্য্য বুঝিতে পারি না। আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি সভাস্থ অনেকেই "ওঁ তৎসৎ শব্দের অর্থ জানেন না, "সত্যং জ্ঞানমনন্তং" এরও কথাই নাই।" তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি, যাঁহারা ব্রাহ্ম ধর্ম্মে দিক্ষিত এবং ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহারা "ওঁ" শব্দের প্রকৃত অর্থ বিশেষ করিয়া না জানিলেও, ওঁ শব্দে পরব্রহ্মকে বুঝায়, এটীও কি জানেন না? "সত্যং জ্ঞানমনন্তং" বাক্যের প্রতি তিনি অধিকতর জটিলতার ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু অনুস্বর তিনটী ফেলে দিলে ইহার অর্থ বোধ হয়, ছোট একটী স্কুলের ছেলেও বলিতে পারে। এরূপ সহজ সংস্কৃত যিনি না বুঝেন, তিনি কি সমাজের বাঙ্গলা বক্তৃতা বুঝিতে পারেন? লেখক যদি বলেন, তাহা পাঠ করাও অন্যায়। তবে "নাটকের" ভাষায়, তাহার কয়েক খানি পুস্তক প্রণয়ন করা উচিত।

ব্রহ্মসংকীর্ত্তনে লেখক চটিয়া অনেক বকিয়াছেন। বোধ হয় জেয়াদা চটিয়া ছিলেন, তাহাতেই এক কলম হইতে "বিরোধ" বাক্য প্রকাশ পাইয়াছে। এই উপলক্ষে তিনি প্রথমে বলিয়াছেন "আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে, বিশেষতঃ অনেকানেক জ্ঞানী দিগের নিকটেও এটী ভাল বোধ হয় না।" তৎপর আবার কহিয়াছেন "আমাদের বোধ হয় বাঙ্গালী দিগের স্বাভাবিক অনুকরণপ্রিয়তাই এরূপ সংকীর্ত্তনের মূল।" আর এক স্থানে আছে "আমিও বাঙ্গালী, সাহেব নহি" আবার তৎপরেই "ধর্ম্মের সহিত খোল বা ডসর গরদের কি সম্বন্ধ?" এই প্রশ্ন করিয়া কতক গুলি বাগ্বিতণ্ডা করিয়াছেন। পাঠক বর্গ উদ্ধৃত চারিটী বাক্যের দুটী দুটী করিয়া বিবেচনা করুন, লেখক আপনার কথায় আপনি প্রতিবাদ করিয়াছেন কি না? কেশব বাবুর প্রথম সংকীর্ত্তন করেন, সেইটী প্রচ্ছন্ন ভাবে উল্লেখ করিয়া সংকীর্ত্তনকে "বাঙ্গালীর স্বাভাবিক অনুকরণ প্রিয়তা মূলক" বলিয়াছেন। লেখক অনুকরণকে ঘৃণা করিয়াও যে তাহাই করিয়াছেন। জ্ঞানী ব্যক্তিরা সংকীর্ত্তনকে ভাল বোধ করেন না, এজন্য লেখকও করেন না তাঁহার লেখার ধরণে ইহাই কি প্রকাশ পায় না? "ফলতঃ লোকে করে, অতএব আমিও করিব" এবং "লোকে করে না, অতএব আমিও করিব না" ইহার উত্তরটী তেই "অনুকরণ প্রিয়তা" দেখা যায়। সেনহাটীস্থ কিংবা স্থানান্তরের ব্রাহ্মরা কেশব বাবু করিয়াছেন বলিয়া সংকীর্ত্তন করেন না আপন মনে ধরে বলিয়াই করেন, একথাটী লেখক যেন মনে রাখেন। এবিষয়ে অনুকরণ করিলেই বা ক্ষতি কি? স্ববিষয়ে যদি, কয় জনা উপহাস কারীর ভয়ে, লোকে অনুকরণ না করে, তবে ঐ বৃত্তিটীর পরিচালনা কোন স্থানে হইবে?

পরন্তু লেখক! আপনাকে বাঙ্গালী বলিয়া পরিচয় দিয়াও, খোল করতাল ইত্যাদি লইয়া ব্যঙ্গ করিয়াছেন। এই দুইটী কথা কি পরস্পর বিরোধী নহে? খোল করতাল সম্বলিত সংকীর্ত্তন প্রসিদ্ধ ভক্ত গৌরাঙ্গ প্রবর্ত্তন করিয়া পতিত পামর দিগের মন পর্য্যন্ত প্রেমে বিগলিত করিয়া ছিলেন। ব্রাহ্ম দিগের সেই প্রথা অবলম্বন করা কি অনুচিত? না বিদেশী পদ্ধতিতে ধর্ম্ম প্রচার না করিয়া স্বদেশস্থ উৎকৃষ্ট একটী প্রথা পুনরুজ্জীবিত করা তাঁহাদের অধিক তর গৌরবের বিষয় এবং সমধিক স্বদেশ প্রিয়তার লক্ষণ? ব্রাহ্ম ধর্ম্ম (যে প্রকার এখন প্রচলিত) সকলের বোধ গম্য নহে, অথচ ব্রাহ্মেরা জানেন যে এই স্বর্গীর ধর্ম্ম উত্তমাধম, উচ্চনীচ সকল ভ্রাতার সহিত উপভোগ করিতে হইবে, এখন লেখক বলুন দেখি সংকীর্ত্তন ভিন্ন এবিষয়ের সহজ উপায় কি আছে? আখড়ার খোল বাজে বলিয়া যদি এটী পৌত্তলিকতা হয়, চার্চ্চে মিউজিয়ম অরগেন প্রভৃতি বাজে তাহা অবলম্বন ও তবে পৌত্তলিকতা। এরূপ ধরিতে গেলে যন্ত্র ও গান মাত্রেই পৌত্তলিকতার ভাব আনা যাইতে পারে। পরন্তু এরূপ পৌত্তলিকতা বিবেচনা করাও যে এক রূপ পৌত্তলিকতা, তাহার উত্তর কি? অতএব লেখক মহাশয় পৌত্তলিকতা এবিষয়ে আনিবেন না। সংগীত বিদ্যার স্বভাবতঃই একটী মোহিনী শক্তি আছে, আবার তাহা যতই দেশীয় হয়, তত মিষ্ট লাগে। খোলকর্তাল সম্বলিত সংকীর্ত্তন খাটি হিন্দু রচিত, এবং সকলের বোধগম্য, বিশেষতঃ বাঙ্গালী মাত্রেরই (লেখক তন্মধ্যে না হইলেও পারেন) হৃদয় গ্রাহী, অতএব এ পদ্ধতি অবলম্বনে ব্রাহ্মদের গৌরব বৈ নীচতা হইতে পারে না। লেখককে বিনয়ভাবে অনুরোধ করি, তিনি "অনেক জ্ঞানী ব্যক্তি দিগের" মত না শুনিয়া, একটু স্থির চিত্তে, দুটী দিন ব্রহ্ম সঙ্গীত শ্রবণ করিবেন, তৃতীয় দিনে যদি তিনি করতালি দিয়া গায়কদের সহিত প্রেমে মগ্ন হইয়া যোগ না দেন, তখন যেন আমাকে মন্দ বলেন। যে সংকীর্ত্তনে নরঘাতী জগাই মাধাই এবং দুর্বৃত্ত যবন মগধ কাজির মন গলিয়া ছিল, তাহাতে যাঁহার মন দ্রবীভূত না হয়, তিনি মনুষ্যই নহেন, এবং তাহার মন লৌহ ও পাষাণ হইতেও সহস্র গুণে কঠিন!

----মধ্য হইতে এক জন।

—:০০:—

বীর মেঘেন্দ্র প্রতি।

গম্ভীরে গরজ কেহে অম্বরের পথে!
আচ্ছাদি অম্বরে হেন শ্যামল মুরতি
রূপে? ভীষণ দর্শন! কে হে তুমি কহ
বীরবর, কৃপা করি মোরে? ভীম স্বনে
মন্দ্রিছ কি লাগি হেন, কাঁপায়ে মেদিনী
থর থর ... তুমি কম্পনে যেমতি?
এত দিন, ভীম—বাহু, কোথা ছিলে তুমি?
কোথা লুকাইলা, শূর কিম্বা অবরণে
ভীষণ মুরতি হেন, আবরিলা যাহে
এবে গগণ; শশাঙ্কে যেমতি রাহুর
শরীরে পূর্ণ গ্রহণ কালে? কিবা ঘোর
রূপ, মরি, শিহরয় তনু সহসা
সহসা হেরিলে! ভীম—অন্তক সদৃশ!
হবে ঊর্ম্মিলা বল্লভ—মেঘনাদ আর—
গাণ্ডীবী—সুরেন্দ্র পার্থ— কৌরব সূদন-
কুলিশী—বাসব! কিম্বা হৈমবতি সুত
ষড়ানন রথী—দেব সেনানী দুর্জ্জয়?
কে তুমি মিনতি পদে, এরূপ করিছ।
বল কেন? কোন দোষে দোষী কেবা, বীর
তব কাছে? গুরুজন ভৈরব আরবে
হেন করিতেছ কারে? না চিনি ভুজঙ্গে
রোষাইলা তারে মরি কোন জনে টানি
পুচ্ছে, ছিন্ন রজ্জু ভ্রমে:—মতিচ্ছন্ন মূঢ়:—
মজিবে স্বদোষে আজি, কার সাধ্য এবে
হে বীরেশ, রাখে তারে, বিমুখিয়া তোমা?
গ্রহ প্রতি কূল যার রাখে কেন জনে,
কার সাধ্য কোথা? হায় মরিবে এখনি,
মরে পতঙ্গ যেমতি, জলন্ত পাবকে,—
ভ্রান্তি মদে মাতি!—বীর চূড়ামণি তুমি,
শূরবর, কে বাঁচিবে অবহেলি তোমা?
না কি পর দুঃখে তুমি দুঃখী সদা? তাই
ব্যাকুলা বসুধা দেখি, মিহির প্রতাপে—
দহে খরতর তাহে নিরন্তর যেই—
আসিয়াছ এবে সাজি সসৈন্যে রক্ষিতে
হেতারে বীরেশ? তাই প্রচণ্ড তেজস্বী
ভাস্কর সংহতি এবে যুঝিছ কঠোর?
তবে ঘন-দলপতি পবন বাহন
মেঘেন্দ্র তুমি! নইলে কেন দয়া কাতে?
জানি পর দুখে সদা ঝরে নয়নের
বারি তব ঝর ঝরি। দয়ার আদর্শ
হে ঘনেশ তুমি! দয়া বশে মাতি আজি,
বিগ্রহে পশিল শূর, অনক সহিতে?
পর দুঃখে হেন দুঃখী—বলি হারি তোমা!

ক্রমশঃ.

এই পত্রিকা যশোহর অমৃত বাজার অমৃত প্রবাহিণী যন্ত্রে প্রতি বৃহস্পতিবারে শ্রীঅমৃত নাথ রায় দ্বারা প্রকাশিত হয়।

সাপ্তাহিক।

"অধীনতা কাল কূটে মরি হায়২।
করেছে কি অর্দ্ধ-মৃতে চেনা নাহি যায়।,

১ম খণ্ড { ২০ ই আষাঢ় বৃহস্পতিবার ১২৭৫সাল। ২ রা জুলাই ১৮৬৮খৃঃ অব্দ } ২৫সংখ্যা।

অমৃত বাজার পত্রিকা।

বিজ্ঞাপন।

অমৃত বাজার পত্রিকার গ্রাহক মহাশয়েরা আহাদের দেয় স্ব স্ব অগ্রিম মূল্য সত্বর পাঠাইয়া দিয়া বাধিত করিবেন। যাঁহারা মূল্য প্রেরণ করিতে বিলম্ব করিবেন, তাঁহাদিগকে বেসি দিতে হইবে কলিকাতায় আমাদের পত্রিকার এজেণ্ট হেয়ার স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু হর লাল রায় বি, এ কাশী পুরে নড়াল বাবুদিগের মোক্তার শ্রীযুক্ত বাবু উমেশ চন্দ্র ঘোষ এবং কৃষ্ণনগরে কৃষ্ণনগর ইংরাজী-বঙ্গ বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু তার পদ বন্দোপাধ্যায় বি, এ, মহাশয়গণকে নিযুক্ত করা গেল। গ্রাহক মহাশয়েরা পত্রিকার মূল্য এক আনার ষ্ট্যাম্প সহ ইহাদের নিকট অথবা একে বারেই অমৃতবাজারপত্রিকা আফিসের তত্ত্বা বধায়কের নিকট প্রেরণ করিলে পত্রিকা পাইবেন শেষোক্ত ব্যক্তির নিকট পাঠাইলে বেসি এক আনার ষ্ট্যাম্প লাগিবেক না।

বিজ্ঞাপন।

অমৃত বাজার পত্রিকার মূল্যের নিয়ম

অগ্রিম বার্ষিক ৫ টাকা ডাক-মাশুল ৩ টাকা

ষাণ্মাসিক ৩ ... ১॥০

ত্রৈমাসিক ২ ... ৸০ আনা

প্রত্যেক সংখ্যার ।০ ... /০

বিজ্ঞাপন।

এই পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্য নির্ণয়।

প্রত্যেক পংক্তির প্রতি।

প্রথম ও দ্বিতীয় এবং তৃতীয়বার ... ৴

চতুর্থ এবং ততোধিক বার ... /১০

বিজ্ঞাপক প্রেরকেরা বিজ্ঞাপনের সহিত তাহা প্রকাশের মূল্য এক আনা কিম্বা আধ আনার ষ্ট্যাম্প টিকিট দ্বারা আমাদের যন্ত্রালয়ে প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন।

সংগীত শাস্ত্র, প্রথম ভাগ।

উল্লিখিত পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে। উ. [illegible] নানা বিধ গীত ও বাদ্য গুরুপদেশ ভিন্ন অভ্যস্ত হইতে পারিবেক। উক্ত পুস্তক কলিকাতস্থ সংস্কৃত ডিপোজিটারিতে এবং কলিকাতার কলেজ ষ্ট্রীট ব্যানার্জি এণ্ড ব্রদারসদের লাইব্রেরিতে, এবং নিম্ন স্বাক্ষরকারির নিকট তত্ত্ব করিলে গ্রহণেচ্ছুক মহাশয়েরা পাইতে পারিবেন। মূল্য ॥০ আনা, ডাকমাশুল এক আনা। কেহ নগদ ৫ টাকার বা তদধিক মূল্যের পুস্তক লইলে শত করা ১২॥০ টাকা এবং ৫০ টাকা বা তদধিক মূল্যের পুস্তক লইলে শত করা ২৫ টাকা কমিসন পাইবেন।

শ্রীনীল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য
যশোহর অমৃত বাজার

বিজ্ঞাপন।

যাঁহারা ষ্টাম্প টিকিট দ্বারা মূল্য পাঠান তাঁহারা যেন এক অথবা আধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ না করেন।

ব্যারিং কিম্বা ইন্‌সাপিসিয়েণ্ট পত্রাদি পাঠাইলে, আমরা তাহা গ্রহণ করিব না।

যখন দূরস্থ গ্রাহক মহাশয়েরা অমৃত বাজার পত্রিকার মূল্য পাঠান তখন যেন তাহা রেজেষ্টরি করিয়া পাঠান।

অমৃত বাজার পত্রিকা

২০ ই আষাঢ়। বৃহস্পতিবার।

বাঙ্গালার শাসন-প্রণালী।

লর্ড ক্লাইব নানা উপায়ে বাঙ্গলায় ইংরাজ অধিকার পরি বর্দ্ধিত করিলে ১৭৭৪ খৃ অব্দে এখানে গবরণর জেনেরেলের পদটীর সৃষ্ট হয় এবং ওয়ারেন হেষ্টিংস সাহেব তৎপদে প্রথম নিযুক্ত হন। বোম্বাই ও মান্দ্রাজে এই সময় অপেক্ষাকৃত ইংরাজ অধিকার অনেক পরিমিত ছিল। কিন্তু তত্রাচ মহারাষ্ট্রীয়, হাইদার আলি, কর্ণটের নবাব প্রভৃতির সঙ্গে অহোরহ রাজ্য সংক্রান্ত নানা রূপ গোলমাল উপস্থিত হইত বলিয়া এই উভয় স্থলে দুই জন স্বতন্ত্র [illegible] গবরনর নিযুক্ত হন। বোম্বাই ও মান্দ্রাজ কলিকাতা হইতে অনেক দূর, কাজেই বাঙ্গালার গবরণর জেনারল তথাকার কার্য্য সমুদয় রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারিতেন না। কিন্তু ইংরাজেরা ক্রমেই ভারত বর্ষে অধিকার বাড়াইতে লাগিলেন। শেষে গবরনর জেনারলের হাতে এত কাজ আসিয়া পড়িল যে তিনি বাঙ্গলার শাসন কার্য্য সমুদয় নির্ব্বাহ করিবার যথা প্রয়োজন সময় পাইতেন না, এই জন্য ১ ৮৩৪ খৃঃ অব্দে লার্ড এলেন বারা বাঙ্গলার রাজ কার্য্য নির্ব্বাহার্থে তাঁহার অধীনে একজন ডিপুটী গবরণর নিযুক্ত করিলেন। লর্ড ড্যাল হাউসের শাসন কালে ইংরাজাধিকার ভারত বর্ষে আরো বিস্তৃত হইয়া পড়িল এবং গবরণর জেনারেলের বাঙ্গালার রাজ শাসন নির্ব্বাহার্থে অতি অল্প সময় পাইবার সম্ভব থাকিল. কাজেই তথাকার ডিপুটী গবরণরের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া দেওয়ার প্রয়োজন হইল এবং ড্যাল হাউসি ডিপুটী গবরণরী পদটী উঠাইয়া দিয়া তদ্‌পদে এক জন লেফটেনেণ্ট গবরণর নিযুক্ত করিলেন। বাঙ্গলার শাসন ভার সমুদয় তাঁহার প্রতি অর্পিত হইল। তবে গবরণর জেনারেলের অধীনে থাকিয়া তাঁহার সমুদয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইবে। লর্ড ড্যাল হাউসির শাসন হইতে একাল পর্য্যন্ত এই প্রণালীতে সমুদয়কার্য্য চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু ইহাতে সময়২ অনেক গোল উপস্থিত হয়। লেফটেনেণ্ট গবরণর না স্বাধীন না সম্পূর্ণ অধীন। অনেক সময় তিনি জানিতে পারেন না, কোন্ ভারটী তাঁহার এবং কোনটী বা গবরণর জে-

নারেলের ! অনেক সময় আবার শাসন সম্বন্ধে পরস্পরের অধিকার লইয়া বিবাদও উপস্থিত হয়।

সরনর্থকোট্ট বাঙ্গলায় শাসন প্রণালীর নূতন বন্দো বস্ত করার মানসে গবরণর জেনরেল ইন কাউন্সেলের নিকট অনেক গুলি প্রশ্ন পাঠান এবং জিজ্ঞাসা করেন যে বাঙ্গলায়, বোম্বাই ও মান্দ্রাজের মত এক জন গবরণর নিযুক্ত করিলে ভাল হয়, না তথায় লেফটেনেন্ট গবরণর যেমন অবস্থায় থাকিয়া রাজ কার্য্য করিতেছেন, সেই রূপ থাকিবে। ইহার উত্তরে গবরণর জেনারেল ইন কাউন্সেল লেখেন যে, বাঙ্গলায় যেমন এক জন লেফটেনেণ্ট গবরণর আছেন সেই রূপ থাকুক, তবে তাঁহার অধীনে কাউন্সেল থাকার প্রয়োজন করে না। গবরণর জেনারেল ইন কাউন্সেল দ্বারা বাঙ্গলা ও সমুদয় ভারত বর্ষের আইন কানন প্রস্তুত হইবে। সর নর্থকোট ইহার অনুমোদন করেন নাই। তিনি এবিষয় কি করিলে ভাল হয়, না হয়, তাহার ভার গবরণর জেনারেলের উপর অর্পণ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি ইহার কিছুই মীমাংসা করিতে পারেন নাই। বাঙ্গলার লেফটেনেণ্ট গবরণরকে যদি গবরণরী পদ দেওয়া যায়, তবে গবরণর জেনারেলের ক্ষমতার অনেক খর্ব্বতা হইয়া পড়ে। আবার বাঙ্গলায় ইহা অপেক্ষা নৈকট্য সম্বন্ধে আবদ্ধ হইলে, গবরণর জেনারেলের সিমিলায় যাওয়ার প্রতি বন্ধক জন্মে। এমন অবস্থায় যেমন আছে বাঙ্গলার শাসন প্রণালী বোধ হয়, এখন তেমনি থাকিল।

বাঙ্গলা, গবরণরের অধীনে, কি গবরণর জেনারেলের অধীনে, শাসিত হইলে দেশের অধিক মঙ্গল সম্ভব, তৎসম্বন্ধে অনেক তর্ক বিতর্ক যাইতেছে। যাঁহারা এখানে গবরণর চান, তাঁহারা বলেন, মান্দ্রাজ ও বোম্বাই অপেক্ষা বাঙ্গলা সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ অথচ এখানকার শাসন কর্ত্তার ক্ষমতা অপেক্ষা কৃত পরিমিত, এটী নিতান্ত অন্যায়, বিশেষতঃ ইহাতে একটী বিশেষ ক্ষতি হইতেছে। বাঙ্গলা, বোম্বাই, মান্দ্রাজ পরস্পর এক রূপ প্রতি যোগী, তিন প্রেসিডেন্সিতে এক ক্ষমতা বিশিষ্ঠ শাসন কর্ত্তা তিন জন যদি থাকে, তবে তাঁহাদের পরস্পর শাসন সম্বন্ধে একটী জিগীষা থাকে। এখন আমরা এই মহৎ উপকারটী হারাইতেছি। এতদ্ভিন্ন গবরণর জেনারেলেরা প্রায়ই ইংলণ্ড হইতে মনোনীত ও নিযুক্ত হইয়া আইসেন, তাঁহারা এদেশের আহলে বিলাত, সুতরাং তাঁহাদের পক্ষে সুন্দর মতে শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ করা এক রূপ অসম্ভব। তাঁহারা আরো বলেন গবরণর, এদেশীয় পুরাতন কোন সিবিলিয়ানের হওয়ার সম্ভব, অতএব তাঁহার সঙ্গে অনেক বাঙ্গলার আলাপ পরিচয় ও সৌহৃদ্যতা থাকিবে, ইহার নিকট প্রয়োজন হইলে বাঙ্গালীরা অনায়াসে মনের কথা বলিতে পারিবেন সুতরাং ইহাঁর অধীনস্থ কাউন্সেল প্রকটিত ব্যবস্থাতে এদেশীয় গণের অনেক হস্ত থাকিবার সম্ভব। গবরণর জেনারেলের নিকট [illegible] হওয়ার সম্ভব থাকিবেনা। আবার ভারত বর্ষে ব্রীটিস অধিকার দূর বিস্তৃত হইয়া ও [illegible]য়া ডালহাউসি ডিপুটী গবরণরকে লেফটেনেন্ট গবরণরের ভার অর্পণ করেন। ইংরাজ অধিকার এখন আরও পরি বর্দ্ধিত হইয়াছে, সুতরাং লেফটেনেণ্ট গবরণরকে গবরণরী পদ দেওয়া কর্ত্তব্য। আরো একটী যুক্তি ইহারা দেখান। গবরণরের হস্তে বাঙ্গলার শাসন ভার দিয়া যদি গবরণর জেনারেল তাহার কার্য্য কেবল পর্য্যাবেক্ষণ করেন, তবে গবরণর স্বেচ্ছা চারী হইয়া কোন কাজ করিতে পারিবেন না, কিন্তু স্বয়ং গবরণর জেনারল ভার লইলে এ শাসনটী আর থাকিবে না।

যাহারা গবরণর কর্ত্তৃক বাঙ্গলা শাসিত হওয়ার বিপক্ষ, তাহারা তাহাদের মতের পোষকতায় আবার বলেন যে, গবরণর সিলিয়ান গণ হইতে নিযুক্ত হইবেন। সুতরাং তাহাদের জাতি পক্ষপাতিতা দোষ কর্ত্তৃক দেশের অনেক অমঙ্গল ঘটিবে। ইংলণ্ড হইতে মহৎ বংশীয় বিদ্বান ও বিখ্যাত রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তিগণ এদেশে গবরণর জেনারেল পদে নিযুক্ত হইয়াই আসিয়া থাকেন। আর যে দোষ থাকুক, পক্ষপাতিতা দোষ কর্ত্তৃক ইঁহাদের মহৎ মন কখনই কলঙ্কিত হয় না। এবং যে শাসন কর্ত্তা নিরপেক্ষ হইয়া বিচার করেন, তিনিই অধিক প্রার্থনীয়। বাঙ্গালা যেমন সকল প্রেসিডেন্সি হইতে শ্রেষ্ঠ, তাহার ভার গবরণর জেনারেলের ন্যায় কোন ক্ষমতাশালী শাসন কর্ত্তার হস্তে অর্পিত হওয়া কর্ত্তব্য। তিনি সাক্ষাৎ ভাবে বাঙ্গালার রক্ষণাবেক্ষণ করিলে বাঙ্গালীর অনেক অবিচার, অনিয়ম ও শাসন বিশৃঙ্খলতা দূর হওয়ার সম্ভব। বটে, গবরণর জেনারেলের এ দেশের রীতি নীতি আচার ব্যবহার অজ্ঞাত থাকায় শাসন পক্ষে অনেক অসুবিধা হইতে পারে কিন্তু তাহার অধীনস্থ আমাত্যগণ সমুদয় এ দেশীয় পুরাতন কর্ম্মচারী, সুতরাং এ অসুবিধা দ্বারা কোন বিশেষ ক্ষতি হইতে পারে না। মহৎ বংশ জাত কৃত বিদ্য রাজ নীতিজ্ঞ রাজ পুরুষ, আবার যিনি আজন্ম স্বাধীন ইংলণ্ডে অবস্থিতি করিয়া স্বাধীন রাজ্য শাসন প্রণালী দ্বারা সমুদয় জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাঁহা কর্ত্তৃক যে দেশের অনেক মঙ্গল সম্ভব তাহা কেনা স্বীকার করিবেন। যদি সিবিলিয়ান গণ যোগ্যতানুসারে গবরণরী পদে আরূঢ় হইতেন তবু এসম্বন্ধে তাহাদের তত আপত্তি থাকিত না কিন্তু ইহার সঙ্গে যোগ্যতার কোন সম্বন্ধ থাকার সম্ভব নাই। পর্য্যায়ক্রমে এক২ জন গবরণর হইবেন এবং এই অনিষ্টকর প্রথার অশুভ ফল এ দেশ প্রায়ই ভোগ করিবে।

আমরা দুই পক্ষের মতামত উপরে প্রকাশ করিলাম। পাঠক বর্গ বিবেচনা করুন কোনটী অধিক যুক্তি সঙ্গত। ফল আমরা রাজ পুরুষ গণকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করিব। তাহাদের বাঙ্গলার শাসন প্রণালী লইয়া গোল করার উদ্দেশ্য কি? যদি লেফটেনেণ্ট গবরণর ও গবরণর জেনারেলের ক্ষমতা ও পদ গৌরব লইয়া এতর্ক উপস্থিত হইয়া থাকে তবে আমাদের কোন কথা বলার প্রয়োজন করে না। কিন্তু প্রজার সুখ সমৃদ্ধি যদি ইহার উদ্দেশ্য হয় তবে তাঁহা দিগকে আমরা একটী কথা বলি। এ দেশ লেফটেনেণ্ট গবরণর, গবরণর কি গবরণর জেনারেল, যিনিই শাসন করুন না কেন যত দিন এতদ্দেশীয় গণ রাজ কার্য্যে প্রবেশ করিতে না পারিবেন, তত দিন কিছুতেই কিছু হইবেনা।

—০:০:০—

মুক্তিয়ার গণ

চিরদিনই মোক্তারদিগের একরূপ দুরবস্থা। গবর্নমেণ্ট মধ্যে২ এশ্রেণীর প্রতি যে কৃপা প্রদর্শন না করেন, এরূপ নহে। কিন্তু তথাচ তাহাদের দুর্দ্দশা দূর হয় না কেন? এটী মোক্তার মহাশয়দের কপাল দোষ। ১৮৬২ অব্দের পূর্ব্বে মোক্তারদিগের নাছিল অর্থলাভ, নাছিল সম্মান। উক্ত সালে মোক্তার দিগের ফিস প্রাপ্তির জন্য গবর্নমেণ্ট ৬ আইন প্রচার করিলেন, কথঞ্চিৎ রূপে অর্থ লাভের উপায় হইল। মান মর্য্যাদা যে সেই রহিল, তিন বৎসর দেখিয়া২ আবার গবর্ণমেণ্টের মন একটু ভিজিল, মোক্তার দিগের অবস্থোন্নতি উদ্দেশে ১৮৬৫ অব্দে ২৬ আইনের সৃষ্টি করিলেন। যদ্দ্বারা গবর্ণমেণ্ট মোক্তার

[illegible]উপকার করিতে যত্ন করিলেন, তাহাই তাঁহাদের প্রধান কন্টক হইল। এটী কি কপালের দোষ নয়?

প্রথমতঃ। উচ্চ অর্থাৎ প্রথম কিম্বা দ্বিতীয় শ্রেণীর ওকালতি পরীক্ষাবারে মোক্তার দিগের অধিকার নাই। একটী পাখির পক্ষচ্ছেদন পূর্ব্বক ছাড়িয়া দেও, সে কখনি উড়িতে পারিবে না। অঙ্কুরো দ্গমে বীজের উপর আঘাত কর, বৃক্ষ জন্মি বেনা। দ্বিতীয় শ্রেণীর উকিল, এবং মোক্তার দিগের পরীক্ষার পুস্তকের সংখ্যার অত্যল্প প্রভেদ। যাঁহারা ২৭। ২৮ খানা আইনের পরীক্ষা দিতে পারেন, তাঁহারা যে আর ৩। ৪ খানি আইনের পরীক্ষা দিতে না পারেন এমত নহে। বিদ্যা ও চরিত্র বিষয়ও অত্যল্প প্রভেদ। উভয় শ্রেণীকেই বিশিষ্ট রূপ বিদ্যাশিক্ষা এবং সুনীতি রীতির সার্টিফিকেট দিয়া পরীক্ষা দান করিতে হয়। তবে এই মাত্র প্রভেদ যে, উকিলদিগকে ছাত্রবৃত্তি বা মাইনর স্কলারসিপের সার্টিফিকেট দেখাইতে হইবে, মোক্তারি পরীক্ষার্থী দিগের তাহা হইবে না। এইক্ষুদ্র কারণে এক শ্রেণীকে একেবারে পরীক্ষা দানে পরাঙমুখ করা কি ন্যায় সঙ্গত? শুদ্ধ অভিনব পরীক্ষার্থীদের প্রতি এপ্রকার প্রভেদ করিলেও ক্ষতিছিল না। যাঁহারা ৫। ৭ বৎসর যশের সহিত মোক্তারি কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়াছেন, তাহাদিগের অপেক্ষা, ৩। ৪ বৎসর বিদ্যালয়ে যাহারা পাঠ করিয়াছে, তাহাদের অধিক অধিকার প্রদানের যেকি যুক্তি, আমরা তাহা বুঝিতে পারিনা। বিশেষতঃ ওকালতি পরীক্ষার্থী দিগের অপেক্ষা মোক্তারি পরিক্ষার্থী দিগের ১৭৯৩সালের ১১ও৩৭ আইন, ১৮২০ সালের ১ আইন এবং ১৭৯৩ সালের ২ আইন (যাহার মাত্র হেতুবাদটী উকিল দিগকে জানিতেহয়) আদ্যোপান্ত পাঠ করিতে হয়।

দ্বিতীয়তঃ। পরীক্ষা দানের ব্যয় বিষয়েও দ্বিতীয় শ্রেণীর উকিল এবং মোক্তারের মধ্যে শেষ শ্রেণীর প্রতি অন্যায় করা হইয়াছে। পরীক্ষার কি উভয়কেই সমান [illegible] হয়; কিন্তু প্রায় হইবার জন্য নাম লেখাইতে উকিল দিগকে ১০ টাকা, এবং মোক্তার দিগকে দুই দফে ৬টাকা দিতে হয়। মোক্তারেরা ৩ টাকা করিয়া অধিক কেন দিবে? তৎ পর বৎসর সার্টিফিকেট লইতে উকিল দিগের ১৬ টাকার স্থানে, মোক্তারদের ২১ টাকা দিতে হয়। কেহ ২ বলেন উকিল অপেক্ষা মোক্তার দিগের আয় অধিক, সুতরাং তাহা দিগকে অধিক কি প্রদানের নিয়ম অন্যায় নহে। আমরা একথার কোন যুক্তি বুঝিতে পারিনা, উকিল দিগের সকল আদালতে যাইবার অধিকার আছে; বিশেষতঃ ফৌজদারিতে রুসুম নাই, দেওয়ানিতে তাহা আছে। উকিল অপেক্ষা মোক্তারেরা সাধারণতঃ অধিক টাকা পায় কিনা সেটী সন্দেহ স্থল। ফলতঃ আমরা মোটা মুটী এই টুকু বুঝিতে পারি যে, দশটী গাছের ফলে যাহাদের অধিকার আছে, পাঁচটী বৃক্ষের ফলাধিকারী অপেক্ষা তাঁহাদের অধিক ফল সম্ভোগ করার সম্ভব। অধিক অধিকার সত্ত্বে যাঁহারা অধিক ফল নাপান, তাঁহারা খঞ্জ, বৃক্ষে আরোহণ করিতে পারেন না।

—০।০।০—

বৃষ্টি ও ধান্য।

চৈত্র মাসে ঘোর তর বৃষ্টি হওয়ায় নিম্ন ভুমিতে ধান্য বপন করা হয় নাই। আমন ধানের উপর দেশের যত লোকের নির্ভর আশু ধানের উপর তত নয়। আমন ধানের পাতা দেওয়ার বাধা পড়িয়াছে। সম্প্রতি এরূপ ঘোর বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে যে পাতা দেওয়ার আশাও এক প্রকার গিয়াছে। এদেশে আর একটী ফসল আছে। বোরো ধান। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে সংগৃহীত হইয়া থাকে কিন্তু উহা পক্ক হইবার সময় এরূপ শীলা বৃষ্টি হয় যে তাহার বার আনা নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে যে আউশ ও আমন ধান বপন করা হয় তাহার দুর্দ্দশার শেষ। আউশ ধান রৌদ্র না পাইয়া হরিদ্রা বর্ণ হইয়াছে, বৃদ্ধি মোটে নাই। আমন ধানের আরো দুর্দশা। আহা আমন ধানের দুর্দশা দেখিলে বুক বিদীর্ণ হয়। অনবরত বৃষ্টি হওয়াতে কি-এক কীটের সৃষ্টি হইয়াছে (একীট পূর্ব্বে আমরা কখন দেখি নাই) তাহাতে ধানের মস্তক সমুদয় শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। আমন ধানের আশা ঐ পর্য্যন্ত। একীট নিবারণ করিবার আর কোন উপায় দেখিনা। বোধ হয় যদি কৃষকেরা গাছের অগ্র ভাগ কাটিয়া ফেলে, কি যে ভুমিতে অধিক জল বাধে নাই, সেখানে গরু ছাড়িয়া দেয় তবে অদ্ধেক বৃক্ষ ফলবতী করা যাইতে পারে।

দরিদ্র লোকে ধানের পরিবর্ত্তে দুই তিন মাস চিরা আহার করিয়া থাকে কিন্তু এবার চিনাও হয় নাই। যাহা হউক মন্বান্তর হইবার আশঙ্কা করা অন্যায়। আর বৎসর মহাজনের গোলায় ধান মজুত থাকে বিক্রয় [illegible] বড় হয় না, সেই ধান্যে এ বৎসর চলিলেও চলিতে পারে। যাহা হউক এ জেলার মাজিষ্ট্রেট মহোদয় ইহার অনুসন্ধান করিতেছেন, অন্যান্য মাজিষ্ট্রেট ও কমিসনারদের এ বিষয় অনুসন্ধান করা উচিত।

—০।০।০—

আবিসিনিয়ার যুদ্ধের ব্যয় কিয়দংশ আমাদের বহন করিতে হইয়াছে বলিয়া ভারতবর্ষীয়েরা ভাবতে মনো বেদনা পান ও এই মনো দুঃখ তাঁহারা এক বাক্য হইয়া উচ্চৈঃস্বরে সমস্ত ভুমণ্ডলে ব্যক্ত করিয়াছেন। আমরা তখন ভাবিয়াছিলাম যে, সার নর্থকোট সাহেব ইংরাজানুরাগপ্রিয়তার বশীভুত হইয়া সহসা এক কার্য্য করেন, পরে আমাদের কান্না কাটা দেখিয়া খুপ লজ্জা পাইয়াছেন। কিন্তু এআবার কি শুনি। সেই যুদ্ধ হইতে যে সমুদায় সৈন্য প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন, তাহাদিগকে ছয় মাসের ভাতা আমাদের রাজকোষ হইতে নাকি দেওয়া হইবে। রাজ পুরুষেরা অবিচার দ্বারা আমাদিগকে রাজ ভক্তি রূপ অসীমা নন্দভোগ করিতে প্রতিবন্ধক জন্মাইয়া আমাদিগকে অত্যন্ত মনঃ ক্ষুন্ন করেন।

ইংলিস গবর্ণমেণ্টের জিদ এই যে, আমা দিগকে আনুগত্য করিতে দিবেন না। তাহাতে কিছু আসছে যাচ্ছে না, কারণ আনুগত্যের মজা আমরা ঢের টের পাইয়াছি। বোধ হয় রাজ পুরুষেরা আমাদের সহ্য গুণ কতদূর পরীক্ষা করিতেছেন। দেখিবেন যেন ভাঙ্গেনা।

ইংলিস গবর্ণমেণ্ট সৈন্য বৎসল। সৈন্য দিগকে বড় যত্ন করেন। প্রজার সুখ সম্পত্তি লইয়া সৈন্য দিগকে ভুষিত করেন। কাণ্টনে এ দেশীয় যে সৈন্য আছে তাহাদের উপর সেখান কার ইংরাজেরা কিছু অত্যাচার করায় ক্রেণ্ড খড়্গ হস্ত হইয়া উঠেন কিন্তু এ দেশস্থ প্রজা গণের সর্ব্বনাশ হইলে (আনন্দ বাক্যে একথা বলিতে পারিনা) ফল বড় বেশী দুঃখিত হন না। গবর্ণমেণ্টও ঐরূপ। আমরা বলি "আ: আরাম পাও,, গবর্ণমেণ্ট বলেন "ধান দাওখাই।,, অতএব হে বঙ্গ বাসী গণ ও ভারতবর্ষীয় গণ এসো আমরা ভাল করিয়া যুদ্ধ করিতে শিখিয়া সৈন্য দলে প্রবেশ করি, তবে গবর্ণমেণ্ট অবশ্যই আমাদিগকে সমাদর করিবেন।

—।০০।—

গঙ্গার উপর সেতু বান্ধার প্রস্তাব আবার উত্থাপন হইয়াছে। এই সেতু দ্বারা ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে ও ইষ্টারণ বেঙ্গাল রেলওয়ে সংযোজিত হইবে। সেতুটী বোধহয় হাট খোলার ঘাটের নিকট নির্ম্মিত হইবে। সেতুর এক দিক দিয়া রেলের গাড়ী এবং অপর দিকদিয়া অন্যান্য গাড়ী গমনা

তরল, কি বিশাখ পয়ারে অথবা কোন মিশ্র ছন্দে বর্ণনা করা উচিত ছিল।

প্রস্তাবিত গ্রন্থ খানি নিরবচ্ছিন্ন পয়ার ছন্দে রচিত। পয়ারের প্রতি চরণে চতুর্দ্দশ বর্ণ এবং সাধারণতঃ অষ্টমাক্ষরের পর যতি দেওয়া আবশ্যক অর্থানুরোধে কখন ২ এ রীতির অতিক্রম ও হইয়া থাকে। যথাঃ—

"নির্ম্মল আকাশে শশী বিরাজে হরিবে।"

"রচিল, কবীন্দ্র মধু তব খগপতি।" ৬পৃষ্ঠা।

দ্বিতীয় পংক্তিতে তিন এবং একাদশ অক্ষরের পর যতি পড়িয়াছে, অথচ ছন্দ ভঙ্গ দোষ ঘটে নাই যে দুই এক স্থানে ছন্দ বিষয়ে দোষ ঘটিয়াছে তাহা পরে প্রদর্শিত হইবে। সংপ্রতি গ্রন্থের ভাব বিষয়ক গুণ বিচারে প্রবৃত্ত হইতেছি।

ক্রমশঃ

—॥॥—

মূল্য প্রাপ্তি।

বাবু আনন্দ মোহন ঠাকুরতা, বরিসাল সন ১২৭৪ সালের ৯ই ফাল্গুন হইতে ... ... ৮৲

বাবু প্যারি লাল রায়, বরিসাল, সন ১২৭৪ সালের ৯ই ফাল্গুন হইতে ..... ৮৲

বাবু দুর্গামোহন দাস, বরিসাল, সন ১২৭৪ সালের ৯ই ফাল্গুন হইতে .... ৮৲

বাবু গিরিশচন্দ্র সেন, বরিসাল, সন ১২৭৪ সালের ৯ই ফাল্গুন হইতে ..... ৮৲

বাবু দীন বন্ধু মল্লিক, বরিসাল, সন ১২৭৪ সালের ৯ই ফাল্গুন হইতে ২৸

—॥০॥—

সংবাদাবলি।

যশোহরের অন্তঃপাতি বাগার পাড়ার মোক্তারলক কোন গ্রামে একটি স্ত্রীলোক খুন হয়। উহার তিনটী উপপতি ছিল। ইন্‌স্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু গোপাল হরি মল্লিক উক্ত খুন তদারক করিতে গিয়া কয়েক ব্যক্তিকে আসামী করেন। চালান দিবার সময় নির্দ্দেশিত আসামী গণের মধ্যে এক জনকে একটী বৃক্ষে গলায় দড়ি সহ টাঙ্গান দেখা যায়। গ্রাম বাসীরা অভিযোগ করে যে পুলিষের মারপিটে উক্ত ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে। সব এসিসটাণ্ট সারজন বাবু লাস পরীক্ষা করিয়া রিপোর্ট করিয়াছেন যে উক্ত ব্যক্তি আত্মহত্যা করিয়াছে। ডিস্‌ট্রিক্ট সুপারিনটেণ্ডেণ্ট সাহেব উক্ত হত্যা ব্যাপার অনুসন্ধান করিতে স্বয়ং সেই গ্রামে গিয়াছেন। গোপাল হরি বাবুকে আমরা যত দূর জানি, তাঁহা দ্বারা এ ভয়ানক কার্য্য সংঘটিত হওয়া অসম্ভব।

যশোহর হইতে কোন ব্যক্তি লিখিয়াছেন।

অদ্য ৮।১৯ দিবস হইল চাঁচড়ার রাজ বাটীর বাবুর্চ্চি জানকে এক মুহূর্ত মাত্র বেলারা সর্প দষ্ট হইয়াছিল; কিন্তু চাঁচড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু মহিমচন্দ্র ঘোষ মহাশয় তাহা মিষ্ট ঔষধ দ্বারা প্রায় ৩। ৪ ঘণ্টা পর্য্যন্ত চিকিৎসা করিয়া তাহাকে আরোগ্য করিয়াছেন।

চলত শক্তি রহিত একটি রুগ্ন বৃদ্ধা স্ত্রীলোক গত রাত্রে রাজ বাটির দক্ষিণে সরকারি পাকা রাস্তার উপর পড়িয়া ছিল কিন্তু অদ্য প্রাতে শ্রীযুক্ত জজ সাহেব বাহাদুর ভ্রমণ করিতে আসিয়া তাহাকে উক্ত অবস্থা পর্য্যবেক্ষিয়া ডাক্তার খানায় প্রেরণ করিয়াছেন। উক্ত স্ত্রীলোকটি ইতি পূর্ব্বে চাঁচড়ার রাজবাটি হইতে এবং শ্রীযুক্ত মহিম চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের বাটী হইতে আহার পাইত।

শ্যাম নগরের দুর্ঘটনা সম্বন্ধে মিথ্যা জনরব প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া হিন্দু পেট্রিয়টের বিরুদ্ধে ইষ্টারণ বেঙ্গল রেলওয়ে কম্পানি ৫০০০ টাকার দাবি দিয়া ক্ষতির বাবত এক নালিস হাই কোর্টে উপস্থিত করিয়াছেন। রেলওয়ে কম্পানির ভুলকাইয়া ঘা করিলেন।

ইতি মধ্যে কলিকাতায় এত গ্রীষ্ম হয় যে, চারি জন ইউরোপীয় সর্দ্দিগর্ম্মি হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন।

রাজা থিওডোরের পুত্রকে ইংলণ্ডে আনিবার জন্য মহারাণীর বিশেষ ইচ্ছা ক্রমে একজন দূত প্রেরিত হইয়াছে।

পাঠক গণের বোধ হয় স্মরণ আছে যে, একটি স্ত্রী করণ নামক কোন দুরাচারী কর্ত্তৃক সতীত্ব ভ্রষ্ট হইবার ভয়ে আগরার নিকট শকট হইতে লম্ফ দিয়া পড়িয়া প্রাণ ত্যাগ করেন। সেই দুরাত্মা জুরি কর্ত্তৃক দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় তাহার দুই বৎসর কঠিন পরিশ্রমের সহিত মেয়াদ হইয়াছে।

শ্যাম নগরের রেলওয়ে দুর্ঘটনা সম্বন্ধে মিথ্যা জনরব প্রচার করিয়াছেন বলিয়া লেফটেনেন্ট গবর্ণর এঙ্গ্লেকেশ্যন গেজেটের সম্পাদককে ভৎসনা করিয়াছেন। উক্ত সম্পাদক এই বলিয়া সম্পাদকীয় পদ পরিত্যাগের ইচ্ছা জানাইয়াছেন যে এডুকেশন গেজেট সরকারী কাগজ হইলেও তিনি তাঁহার বিশ্বাস মত কাজ করিতে ত্রুটি করিতে পারেন না এক রেলওয়ে দুর্ঘটনা উপলক্ষে গ্রে সাহেব বিস্তর যশলাভ করিলেন।

সিভিলিয়ান বলেন যে, করাচিতে ৩রা জুন হইতে ৯ই জুন পর্য্যন্ত এমন দুঃসহনীয় গ্রীষ্ম হইয়াছিল যে, অতি প্রাচীন ব্যক্তিরা কখন এরূপ দেখে নাই কি শুনে নাই। ৭ই তারিখে অপেক্ষাকৃত অধিক উত্তাপ হইয়াছিল; ঐ দিবস সৈনিক দলের মধ্যে স্ত্রী পুরুষ ১১ জনের মৃত্যু হয়, এবং "আর্ম্মির পেপার্সের" সম্পাদক ও ঐ পথের পথিক হইয়াছেন। ৩রা তারিখ হইতে ৯ তারিখের মধ্যে সৈনিক দলের ১৭ জন, সিবিলিয়ানদের ৬ জন মরিয়াছেন, ইহা ব্যতীত দেশ বাসীরাও অনেকে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। হাইদ্রাবাদে, সূর্য্যের উত্তাপে সর্দ্দি গর্ম্মি হইয়া ৭ ব্যক্তির প্রাণ নাশ হইয়াছে।

সোমপ্রকাশ বলেন, "সাণ্ডউইচ দ্বীপসমূহের দুই স্থানে ভয়ানক ভূমি কম্প ও অগ্ন্যুৎপাত হইয়াছে। ২৭এ মার্চ মনালোয়া পর্ব্বত হইতে অগ্নি বাহির হইতে থাকে। পর দিবস এক শত বার ভূমি কম্প হয়। তৎপরে দুই সপ্তাহ মধ্যে ২০০০ বার হইয়াছে। ওয়ের্দিকনাতে পৃথিবী অনেক স্থানে স্ফীত হইয়া যায়। একটি সমুদ্র হইতে একটী তরঙ্গ ৬০ ফুট উচ্চ হইয়া প্রায় আপোয়া পথ পর্য্যন্ত আসিয়া বৃহৎ নারিকেল বৃক্ষ পর্য্যন্ত প্লাবিত করে ইহাতে অনেক বাটি ও জীবন নষ্ট হয়, এক বার ভূমিকম্প হওয়াতে বাটী ও দরজা সকল পতিত হল। সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ১০০ মনুষ্য ও এক সহস্র অশ্ব ও গো মহিষ প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে। আগ্নেয় পর্ব্বত হইতে অগ্নি প্রস্তর ও গলিত গন্ধক বাহির হইয়া প্রায় তিন ক্রোশ পর্য্যন্ত প্রতি ঘটিকায় পাঁচ ক্রোশ দ্রুত গামী এক নদী হইয়া সমুদ্রে পতিত হয়। এই নদীটি দীর্ঘে তিন ক্রোশ ছিল। এক ক্রোশ পরিধি একটী নূতন গহ্বর হইয়া প্রায় ১০০০ ফুট উচ্চে অগ্নি ও গন্ধক নিক্ষিপ্ত হয়। ইহার অগ্নি ২৫ ক্রোশ হইতে দেখা গিয়াছিল। ওয়েষ্ট কিলুয়ার উপকূল হইতে প্রায় দেড় ক্রোশ দূরে সমুদ্রমধ্যে হঠাৎ এক ত্রিকোণ দ্বীপ হইয়া অগ্নি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ২রা এপ্রেল সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক ভূমি কম্প হয়। পৃথিবী এপ্রকার দোলায়মান হইতে ছিল যে, কোন ব্যক্তি স্থির হইয়া দণ্ডায়মান হইতে পারেন নাই। এই প্রকার কম্প হইতেছে এমত সময়ে পৃথিবী স্ফীত হইয়া লোহিত বর্ণ মৃত্তিকা নিক্ষেপ করিতে লাগিল। সমুদ্র স্ফীত হইয়া কয়েক ক্রোশ পর্য্যন্ত লোহিত হইয়া গিয়াছিল। এখানকার লোকের অতিশয় কষ্ট হওয়াতে আমেরিকা হইতে সাহায্য যাইতেছে।"

লাহোরের কোন সংবাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে যে, ষোল বৎসর বয়স্ক একটী হিন্দু বেহারা একটী বৃদ্ধা মুসলমান আয়ার প্রেমে আসক্ত হইয়া উভয়ে হুসিয়ার পুরে পলায়ন করে। বৃদ্ধার বয়ঃক্রম ৫০ বৎসর ও সে প্রপিতা মহী হইয়াছে। যুবাটী এত মুগ্ধ হয় যে, উক্ত বৃদ্ধার জন্য পৈতৃক ধন সম্পত্তি ত্যাগ করে এবং পৈতৃক ধর্ম্ম ছাড়িয়া মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করে। যুবাটির পিতা মাতা ইহাদের প্রণয় ভাঙ্গিয়া দিবার চেষ্টায় থাকে। পরে যখন উহারা দ্রব্য সামগ্রী তত্ত্বাবধারণ করিতে বাড়ী ফিরিয়া আইসে, তখন যুবার পিতা মাতা তাহাকে ধৃত করিয়া গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। প্রণয়ের গতি বুঝা ভার।

বারাক পুর হইতে ঢাকা পর্য্যন্ত একটী টেলিগ্রাফ লাইন বসান মঞ্জুর হইয়াছে।

পাইওনিয়ার বলেন, গবর্ণমেণ্ট আদেশ করিয়াছেন যে জব্বল পুর হইতে কাণপুর পর্য্যন্ত তিন বৎসরের জন্য প্রতি দিবস বইলের গাড়ী চলিবে এবং বিবেচনা হয় এই সময়ের মধ্যে রেলওয়ে সম্পূর্ণ রূপে প্রস্তুত হইতে পারিবে। উক্ত বইলের গাড়ীর শ্রেণীতে ৩০ খানি গাড়ী থাকিবে। যখন সৈন্য যাওয়া প্রয়োজন হইবেনা, তখন অপরাপর লোক ও দ্রব্যাদি যাইতে পারিবে

জনরব যে, যে সকল যাত্রী গণ জগন্নাথ যাইতেছিল তন্মধ্যে ৪০০ লোক, রূপ নারায়ণ নদী প্লাবিত হওয়ায় কয়লা ঘাটার নিকট মরিয়াছে।

ইংলিসম্যান শুনিয়াছেন যে রাজপুতনায় কয়েক জন সর্দ্দার গবর্ণর জেনারালের নিষেধ না শুনিয়া গো হত্যাকারি দিগকে কর্ণ প্রভৃতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কাটিয়া শাস্তি দিতেছে। কিছু দিন হইল উক্ত অপরাধের কয়েক জন মুসলমানকে কর্ণ কাটিয়া দিয়াছে, কিন্তু তাহারা অভিযোগ করিতে সম্মত নহে।

ইংলিসম্যান শুনিয়াছেন যে, ভূপালের নবাব ——র বেগম ও বেগম সাজাহান শীতকালে ইংলণ্ডে যাইবেন।

বোম্বে গেজেটের কাবুলস্থ সংবাদ দাতা বলেন যে, আমির মহাম্মদ আজিম খাঁয়ের ৬০০০ সৈন্য কাবুলে আছে আর ২০০০০, সৈন্য গজনিতে আছে। কিন্তু সিয়ার আলির সৈন্যের বিষয় কিছু মাত্র উল্লিখিত হয় নাই। আমির কান্দাহারে একটি ভারি দরবার করিবেন। ঐ দরবার শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহার পুত্র যাকুব গজনিতে যুদ্ধ যাত্রা করিতে ক্ষান্ত থাকিবেন। মাহাম্মদ আজিম যে সন্ধির প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহা সিয়ার আলি অগ্রাহ্য করিয়াছেন। আমির, কাবুলের ধনাঢ্য ব্যক্তি দিগকে অত্যন্ত নিষ্পীড়ন করিয়া অর্থাদি লইতেছেন।

আমাদিগের ফরিদপুরস্থ সংবাদদাতা লিখেনঃ-

রাম চন্দ্র রাবণকে বধ করিবার সময় রাজনীতি সম্বন্ধীয় উপদেশ জিজ্ঞাসা করিলে রাক্ষস পতি এই মাত্র উত্তর করেন যে সৎকর্ম্ম মাত্রই যত শীঘ্র

-দার সমাধা করিবা এবং অসৎকর্ম্মে কাল ক্ষেপণ করার চেষ্টা করিবা। অত্রত্য দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপনোযোগী মহোদয় দিগকে এই মহান বাক্যের অনুকরণ করা নিতান্ত আবশ্যক, তাঁহারা এই সদনুষ্ঠানে বিশেষ যত্নবান হইয়া যাহাতে ব্যাধিগ্রস্ত নিরুপায় ব্যক্তিগণ যথা নিয়মে ঔষধাদি পাইয়া অকাল মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে তাহার সদুপায় করুন। কিছু কাল পূর্ব্বে একজন যাত্রাওয়ালা কয়েক দিবস গান করিয়া ন্যূনাধিক ১৫০০ দেড় হাজার টাকা লইয়া গেল, ওদা উঠার সময়ে বারোয়ারি পূজাও করিবার নিমিত্ত কতক গুলি টাকার শ্রাদ্ধ করা হইল। অথচ এপর্য্যন্ত চিকিৎসালয় সম্বন্ধে কোন উৎযোগই হইল না, বিশেষতঃ যখন গবর্ণমেণ্ট সাহায্য দানে সম্মত আছেন তখন এবিষয়ে স্থানীয় ভদ্র লোকের শিথিলতা ও অমনোযোগীতা নিতান্ত লজ্জা ও ক্ষোভের বিষয়, আমরা বিনয়ের সহিত অত্রত্য সম্ভ্রান্ত ও ধনাঢ্য দিগকে অনুরোধ করি তাঁহারা যত শীঘ্র পারেন চিকিৎসালয়টি সংস্থাপন করত, সাধারণকে উপকৃত করুন।

সম্পাদক মহাশয়! বিজ্ঞাপনের সম্বাদদাতাকে ডাক্তার বাবু ক্ষমা না করাতে তাঁহার বয়া বৃত্তির দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায় নাই। সত্য বটে রাজ মোহনের বৃদ্ধ পিতা অভিযোগের সম্বাদ শুনিয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া ডাক্তর মহোদয়ের ঘরে গিয়া মাপ চাহিয়াছিলেন, কিন্তু সে নিজে এতৎ সম্বন্ধে বাক্য ব্যয় মাত্রও করে না প্রত্যুত স্বীয় পিতার প্রতি এতন্নিবন্ধন রোষ ও অসন্তোষের চিহ্ন প্রকাশ করে, আর রাজমোহনকে আপনি নিতান্ত অল্প বয়স্ক বালক মনে করিবেন না, সে এখনকার মহাপেজ খানার অনেক পাণ্ডা নকল নবিশ!

এখানকার প্রায় সমুদায় রাস্তা ও পুষ্করিণীই পুনঃ সংস্কৃত হইয়াছে কিন্তু যাঁহারা কালি বাড়ি মহাল্লায় বাস করেন তাঁহারাই শনির ভয়ানক কোপ দৃষ্টিতে পতিত হইয়াছেন। কিঞ্চিৎ মাত্র বৃষ্টি হইলেই যাত্রা দলের ভুলুয়ার ন্যায় মালকোচা মেরে জুতো বগলে করে রাস্তায় চলিতে হয়, এতদ্ভিন্ন অনাথশরণীর অবস্থা এরূপ অধম্য যে পার্শ্ব মানে কেহই তাহার জল ব্যবহার করিতে চায়ন, আমরা কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ করি যে তাঁহারা কৃপা করিয়া এই পল্লির হতভাগ্য দিগের কষ্ট নিবারণ করুন।

লাল বেহারি ভাদুড়ি নামক জনেক কনষ্টাবল ও কয়েক জন ভদ্রলোক এক সঙ্গে খেয়া নৌকায় নদী পার হইতে ছিল, তন্মধ্যে এক ব্যক্তি পারের পয়সা দিতে বাপারায় পাটনির সহিত বাদানুবাদ হইতে থাকে, আমাদের কনষ্টাবল জাত্যা পুলিশের লোক, শান্তি রক্ষা করা তাঁর কর্ত্তব্য কর্ম্ম বিবেচনা করিয়া ঐ ভদ্র লোকটীকে বলিলেন "তোমাকো আলবৎ পয়সা দেনে হোগা"। তার হাতে পয়সা ছিলনা সুতরাং কনষ্টাবলের হুকুম তামিল করিতে না পারায় রাগান্ধ হইয়া উত্তম মধ্যম প্রদান পূর্ব্বক ঐ হতভাগ্যের হস্ত হইতে স্বর্ণ কবচ কাড়িয়া লইল। ভদ্র লোকটী থানার সব ইনেস্পেক্টর বাবুর নিকটে গিয়া সবিশেষ বলিলে তিনি অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন যে লাল বেহারি যথার্থই দোষী সুতরাং তাহাকে ফৌজদারিতে চালান করিলেন। আমাদের সদবিচারক পার্কি সাহেব ঐ দুরাত্মাকে সেসনে অর্পণ করিয়াছেন এই দুর্দান্তের কঠিন শাস্তি হওয়া আবশ্যক!!

৪।৫ দিবস হইল রাম কান্ত পুরের চরের নিচের পদ্মা নদিতে এক খানা নৌকায় ডাকাতি হইয়া দস্যুগণ কর্ত্তৃক ৪০০।৫০০ টাকা অপহৃত এবং দুই ব্যক্তি গুরুতর রূপে আহত হইয়াছে, পুলিসের দ্বারা অনুসন্ধানে কিছুই হয় নাই।

সন্তোষের সহিত জানাইতেছি গবর্ণমেণ্ট এখানে যুবতী বিদ্যালয় স্থাপিনার জন্য ১৫ টাকা সাহায্য প্রদান করিয়াছেন।

—:o:—

আমাদের কলিকাতার সংবাদ দাতা বলেন,

সম্পাদক মহাশয়! এই স্থানে ক্রমাগত ১৫ দিন বৃষ্টি হইয়া একটি বাজার ঘাগা পড়িয়া কতক গুলি লোক নষ্ট হইয়াছে। ৪ জন আহত ব্যক্তিকে কালেজ হাসপাতালে আনা হইয়াছে। তাহাদের জীবন সংশয়। কলিকাতাতে পুরাণ দালানের বড় ভয় হইয়াছে। প্রায়ই আমরা এপ্রকার শোচনীয় ঘটনার কথা শুনিতে পাই। কয়েক দিবস হইল এক জন বৃদ্ধ কোচম্যানকে তাহার ঘোড়ায় অল্প আহত করে, বেচারা উক্ত ঘোড়াকে ঘাস দিতে যাইবা মাত্র দন্তাঘাতে তাহার পুরুষাঙ্গ ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। হাবরে আহত যে রোগী হাসপাতালে আসে, তাহার মধ্যে এক জন কেবল প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে, আর ৬ জনের শীঘ্র আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা। বৃদ্ধ ব্যক্তির লিঙ্গ ও উরুদেশের সমুদায় হাবরে খাইয়া ফেলিয়াছিল।

শ্রীযুক্ত বাবু রাস বিহারী ঘোষ এম, এ, বি, এল, খাস আপিসের কোন মোকর্দ্দমার হেতু বাদ না থাকাতে ও হেতু বাদে আছে বলিয়া মারহিদাই করিয়া ওকালত নামা লইয়া ছিলেন। জষ্টিস লুইস, জেকসন সাহেবের নিকট মোকদ্দমা উপস্থিত হয়। জজ সাহেব মোকদ্দমার কোন হেতুবাদ না দেখিয়া উকীলের তলব দেন, উকীল মহাশয় সেই সংবাদ পাইবা মাত্র ফেরার হইয়াছেন। হাই কোর্ট হইতে আজ্ঞা হইয়াছে যে, অন্য হুকুম পর্য্যন্ত তিনি আর কোন প্রকার আইন সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক করিতে পারিবেন না।

আমরা রাস বিহারি বাবুর জন্য প্রকৃত দুঃখিত হইয়াছি। তিনি এক জন বিজ্ঞ ও আমাদিগের দেশের মধ্যে তিনিই প্রথম ইংরাজি সাহিত্যে অনার পাস করেন, তাঁহার এ প্রকার দুর্দশা যে সাধারণের দুঃখের বিষয় তাহার আর সন্দেহ নাই। বোধ হয় তিনি পলায়ন না করিলে তাঁহার প্রতি এরূপ কঠিন আজ্ঞা হইত না। যাহা হউক তিনি এক্ষণ উপস্থিত হইলে মাপ পাইতে পারেন। গত বৎসর ও এ প্রকার একটী ঘটনা হয়। কর্ত্তৃপক্ষের উচিত যে, এপ্রকার ওকালতি ব্যবসায়ীকে হাই কোর্টে কাহাকেও ওকালতি করিতে না দেন।

বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের আদেশ মত নিয়োগ।

জে, আর, উইলি সাহেব বিশেষ প্রয়োজন বশতঃ বিদায় লইয়া যত দিন অনুপস্থিত থাকিবেন, অথবা যত দিন অন্য নিয়োগ না হইবে, তত দিন এইচ্ এম হরিস সাহেব বর্দ্ধমান বিভাগে পুলিসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের প্রতিনিধি থাকিবেন।

এইচ, জে, টমসন সাহেব বিশেষ প্রয়োজন বশতঃ ছুটি লইয়াছেন। তাঁহার ছুটি যত দিন না শেষ হয়, অথবা যত দিন অন্য আদেশ না হয়, তত দিন আর, ঐ, ডি, বিগ্নেল সাহেব বাঁকুড়ার পুলিসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের প্রতিনিধি থাকিবেন।

মেজর, ডব্লিউ, টী, কেপার সাহেব যে পর্য্যন্ত ছুটী লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, অথবা যে পর্য্যন্ত অন্য আদেশ না হয়, সে পর্য্যন্ত ডব্লিউ, জে, কিলি সাহেব হাজারিবাগ পুলিসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের প্রতিনিধি থাকিবেন।

ত্রিপুরার সবডিবিজনেট জজ মৌলবী আনোয়ার আলি সবর্ডিনেট জজ দিগের তৃতীয় শ্রেণীতে অধিরূঢ় হইয়াছেন।

এ চ রাষ্টে সাহেব দিওঘর সব ডিভিজনের অন্তঃপাতী দলায় সব আসিষ্টাণ্ট কমিশনর হইবেন, এবং সাঁওতাল পরগণার প্রথম শ্রেণীর সবর্ডিনেট মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিবেন। রাষ্টে সাহেব বর্ত্তমানে ক্রেসর সাহেবের অনুপস্থিতিতে অথবা অন্য নিয়োগ পর্য্যন্ত দিওঘরে থাকিবেন।

পূর্ণিয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট এবং ডেপুটী কলেক্টর মৌলবী দিলাওর হোসেন খাঁ বি, এ, বাকরগঞ্জে বদলি হইবেন, এবং তথায় মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

বাকরগঞ্জের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট এবং ডেপুটী কলেক্টর বাবু হীরালাল মুখোপাধ্যায় যশোহরে বদলি হইলেন, এবং তথায় প্রথম শ্রেণীর সবর্ডিনেট মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

মুরশিদাবাদের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট এবং ডেপুটী কলেক্টর বাবু কালীকৃষ্ণ ঘোষ ২৪ পরগণায় বদলি হইলেন, এবং তথায় মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

ভাগলপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট এবং ডেপুটী কলেক্টর মৌলবী মহম্মদ ইসাক সবর্ডিনেট একসিকিউটীব সর্ব্বিসের পঞ্চম শ্রেণীতে অধিরূঢ় হইলেন।

তৃতীয় শ্রেণীর সব আসিষ্টাণ্ট সর্জ্জন বাবু দ্বারকা নাথ মুখোপাধ্যায়ের অনুপস্থিতিতে তৃতীয় শ্রেণীর সব আসিষ্টাণ্ট সর্জ্জন বাবু বীরেশ্বর পালিত পাকুড়ের অন্তর্গত দুলাই ডিস্পেন্সারির ভার পাইবেন।

এ, সি, কাম্বেল সাহেবের আগমন অথবা অন্য নিয়োগ পর্য্যন্ত লেপ্টেনাণ্ট জে, বট্‌লার সাহেব আসামের কমিশনরের পার্সোনাল আসিষ্টাণ্টের সহকারীর প্রতিনিধি থাকিবেন।

কটকের অফিসিয়েটিং সিবিল এবং সেসন জজ ই, ডব্লিউ, মলোনি কটক বিভাগের রেবিনিউ এবং সর কুক্টের প্রতিনিধি কমিশনর হইবেন। তিনি আপনার সাবেক কর্ম্মও করিবেন।

জে, এফ, ষ্টেভেন্স সাহেবের অনুপস্থিত পর্য্যন্ত অথবা অন্য আদেশ পর্য্যন্ত গয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট এবং ডেপুটী কলেক্টর মৌলবী হাফিজুদ্দীন মহম্মদ গয়া মহকুমার ভার পাইবেন।

কুচবেহারের কমিশনরের পার্সোনেল আসিষ্টাণ্ট বাবু দীননাথ মুখোপাধ্যায় দ্বিতীয় শ্রেণীর সবর্ডিনেট মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

সহকারী মাজিষ্ট্রেট এবং কালেক্টর ডি, ডব্লিউ, এস, ষ্টেক্রী সিরাজগঞ্জ সব ডিবিজনের ভার পাইবেন এবং পাবনা ও বগুড়া জেলার প্রথম শ্রেণীর সবর্ডিনেট মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিবেন।

—:o:—

প্রাপ্ত বিজ্ঞাপন।

মহাশয়

কোন পিতৃ পুরুষের আত্মা নিম্ন লিখিত মর্ম্মে

ঐ তাঁহার বন্ধুবর্গ সমীপে প্রেরণ করেন—অনুবাদ করিলে পাছে ভাবের ব্যতিক্রম হয় তজ্জন্য আপনাকে অনুরোধ করি যে আপনি অবিকল প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।

"My sojourn on earth seems now as an indistinct dream in comparision with the real life which I now enjoy. And I regard the raging of the elements, which freed my dearest kindred and myself from earthly bodies as the means of opening to us the portals of immortality. The change was so sudden, so glorious—from flesh into spirit—from mortality to immortality,—that I was at first unable to comprehend it. How differently every thing appeared, what an air of calmness and repose surrounded me! A dimming mist seemed to have fallen from my eyes! and then kind and loving friends approached me, with gentle words and sweet affection. And oh! I said within my soul, surely, heaven is more truly the reality of lovliness than it was ever conceived to be by the most loving hearts!

But my worldly wisdom availed me not, for I was born again in a life, where the vanities or the so-called wisdom of the earth faded from my view and the bright glories of Heaven opened upon my soul!

I am now surrounded by those who are like myself exploring the wonders of this heavenly land. The realities become more and more transcendently sublime as we proceed, and the beauties of knowledge are increasingly unfolded! more vast and commanding becomes the wide-spread plane of glory as we travel on in our heavenly path, guided by wisdom supreme and love unbounded."

সম্পাদক মহাশয় পরলোক সম্বন্ধে আমার কিরূপ বিশ্বাস উপরের কয়েক পংক্তি পাঠ করিয়া অনুভব করিবেন। গত ২বৎসর হইতে কায়োমনো বাক্যে—এমন কি আপন কর্ম্ম হইতে ৬ মাসের অবকাশ লইয়া অধ্যাত্ম বিদ্যা অধ্যয়ন ও অনুশীলন করিয়া পরকাল সম্বন্ধে তাবৎ সন্দেহ মন হইতে দূর হইয়াছে ও এইরূপে মায়ার বন্ধন ছেদন করিয়াছি—মৃত্যু ও যাতনার ভয় করিনা ও পরম সুখে কাল যাপন করিতেছি। এক্ষণে ভরসা করি যে আপনার পাঠকগণ আর অন্ধকারে হাতড়াইয়া বেড়াইবেন না, এই বিষয় অনুসন্ধান করুণ—আমি নিশ্চয় কহিতেছি যে তাঁহাদের পরিশ্রম কখন বিফল হইবেক না, পরিশেষে অমূল্য রতন পাইবেন সন্দেহ নাই।

আপনার নিতান্ত বাধ্যত
চাঁচড়া বাসি কোনবন্ধু।

—১০০১—

বিবিধ।

লোকে বলে শাহেন শাহের গাড়ি চড়ে যজো।
খুব, ধাম ধেমে তার করিলেন হজো।
তারা সব একিনিয়াস গবর্ণমেন্টের ভৃত্য।
সাক্ষী অবাসবজী নতে হইলো নিযুক্ত।
ফুল কাম সব হতে গেল কমিশনের বায়।
বাজ্যের থেকে ইন্দু গেজেট দুই চেকিয়েন আর।
বাকেক কিছু আমোদ হবে এই কবিতায়।

কিন্তু এত কেমন বেচারির কেন কর্ম্ম যায়?।
হাতির পরামর্শে বংশে শিকারের কানে।
সেই হতে রাধা মাস্তীর জলের মধ্যে আড়ি।

মহাশয়।

সে দিন প্রথম পত্র খানা যত টুকি বুঝিতে পারিয়াছিলাম তাহা অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিয়াছি, কিন্তু তাহার মধ্যে পালি ভাষার তত ব্যুৎপত্তি না থাকা জন্য মূলের অনেক অংশ পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে অদ্য দ্বিতীয় পত্র খানা পাঠাই প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন। একে আমি পালি ভাষা বিশেষ জানিনা, তাতে আবার বহু কালীয় জীর্ণ পুস্তক, সকল পড়া দুষ্কর এই জন্য অসংলগ্নাদি দোষ যদি হয় পাঠক গণ মার্জ্জনা করিবেন।

২য় পত্র।

সকল মঙ্গলালয় পরম সুহৃদ সর্ব্বাণ চন্দ্র শ্রীযুক্ত
সুকোমল কর কমলেষু।

চন্দ্রের এক নাম সুধাকর কবিরা বলিয়া গিয়াছেন। এত দিন যে চন্দ্রের প্রতীক্ষা করিতে ছিলাম আজ সেই ত্রয়োদশীর চন্দ্র নিকট হইল চন্দ্রকে, এখন যথার্থই মধুর বোধ হইতেছে। পত্রের দ্বারা বন্ধুর নিকট মনো বেদনা প্রকাশ করিব। ইহার অপেক্ষা অমৃত পানে কি অধিক সুখ?

বন্ধো, সে দিন তোমাকে লঙ্কার দুরবস্থার মোটামুটি যৎকিঞ্চিৎ লিখিয়াছি বলিয়া তুমি সবিস্তার বৃত্তান্ত জানিবার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়াছ। কিন্তু যে কয়েকটী কথা লিখিয়া ছিলাম তাহাতেই তুমি এত দুঃখ প্রকাশ করিয়াছ যে সকল লিখিয়া তোমাকে কষ্ট দিতে ইচ্ছা হয়না।

সে দিন বিভীষণের দুরবস্থার কেবল প্রসঙ্গ মাত্র করিয়াছি, আজ তাহার বিশেষ বিবরণ লিখিতেছি। বহু দিনের কথা, তখনকার রামানুচর কপিদের কুরূপ নাম গুলী সকল ঠিক মনে পড়েনা, বোধ হয় রামের প্রধান সহায় স্বার্থপর সুগ্রীব পাবণ্ডকে রাম চন্দ্র প্রথম শাসন কর্ত্তা নিযুক্ত করেন। এই সময়ে কেবল উপকূল ভাগের রাজ পুর নগর কেবল রামের অধিকার ছিল গতিকেই প্রকৃত পক্ষে বিভীষণের উপর সুগ্রীবের আধিপত্য করিবার ক্ষমতা ছিলনা, তাহা হইলে কি হয়, দুশ্চরিত্রতার জন্য আত্মীয়গণ কর্ত্তৃক দেশ বহিষ্কৃত হইয়া হনুমান প্রভৃতি কয়েকটী বানরের সহিত যে পঞ্চকূটে পলায়ন করিয়াছিল, ক্ষুদ্র কিস্কিন্ধা রাজ্যের লোভে ও বৈর সাধিনে যে পিশাচবৎ ব্যবহারে বালি বধ করাইয়াছিল, সে দুর্ম্মতি যে রাবণের অতুল ঐশ্বর্য্যের লোভ সম্বরণ করিয়া থাকিতে পারিবে ইহা কখন সম্ভব হইতে পারে না। ছলে বলে কলে কৌশলে বিভীষণের সমুদায় ঐশ্বর্য্য হরণ করিয়াছে। একে লঙ্কা বীর হীনা, তাহাতে আবার বানরী সেনার প্রবল পরাক্রম গতিকেই, বিভীষণ সুগ্রীবের কোন প্রার্থনায় ই বাধা জন্মাইতে পারেন নাই। এমন কি, পাছে বানর বিরক্ত হয়, এই ভয়ে দীনদয়াল রাম চন্দ্রকে জানাইতেও সাহসী হন নাই। তাই, দুষ্কর্ম্মাচারী ব্যক্তির দুর্গতি বইলোকেই হইয়া থাকে। রাবন জীবিত কালে যেবিভীষণের ভয়ে সমুদ্র লঙ্কা কম্প দিতছিল, সেই বিভিষণ বিদেশীয় একটা মর্কটের ভয়ে এত কাতর? সে দিন সুগ্রীব এই বলিয়া এক কোটি মৌক্তিক চাহিয়া পাঠায় যে "তুমি রাজ কার্য্যের অনুপযুক্ত, রামেরে বলিয়া তোমাকে পদ চ্যুত করিব" বিভীষণ প্রতিবাদ করা দূরে থাকুক কথাটী ও বলিতে সাহসী হইলেন না। এ দিকে ধনাগার শূন্য! বানরে লঙ্কা কি ঐশ্বর্য্য লইতে বাকি রাখিয়াছে, যে তাহা হইতে ধন গৃধ্নু সুগ্রীবের আশ তৃপ্ত হইবে। গতিকেই ভয়ে লঙ্কার উত্তরের উপকূল ভাগ অগত্যা বিভীষণ তাহাকে দান করিয়া সে যাত্রা রক্ষা পায়।

—০।০।০—

প্রেরিত পত্র।

মান্যবর শ্রীযুক্ত অমৃত বাজার পত্রিকা
সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

সম্পাদক মহাশয়, অদ্য একটি আনন্দ জনক সংবাদ আপনাকে উপহার দিতেছি, দয়া প্রকাশে আপনকার বিখ্যাত পত্রিকায় স্থান দানে বাধিত করিবেন।

মহাশয়! বিগত ১০ই আষাঢ় সোমবার যশোহরের অন্তর্গত কালীয়া গ্রামের ব্রাহ্ম ভ্রাতৃগণ ব্রাহ্ম সমাজ গৃহের ভিত্তী স্থাপন উপলক্ষে যে উৎসব ও সংকীর্ত্তন করিয়াছিলেন তাহাই অদ্যকার বর্ণিবার বিষয়।

প্রথমতঃ প্রত্যুষে ব্রাহ্মগণ শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার দাস মহাশয়ের বাটিতে, সমবেত হইয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনায় ও উপাসনায় নিযুক্ত থাকেন অনন্তর কয়েকটি গান হয় পুনরায়, কিছু উপাসনা ও অনুষ্ঠিত মহৎ ব্যাপার সাধন জন্য ঈশ্বরের নিকট বল প্রার্থনা করা হয়। পরে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদয়াল দাস সব আসিসট্যান্ট সারজন মহাশয় ঈশ্বরের নিকট উৎসাহ যাচঞা, ব্রাহ্ম গণকে উত্তেজিত, ও উৎসাহিত করণোদ্দেশে একটি উৎকৃষ্ট হৃদয় গ্রাহিণী বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতা সমাপনান্তে সকল ব্রাহ্ম গাত্রোত্থান করিয়া একটি প্রার্থনা সূচক গান করেন তদ পরে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া উঠানের যে স্থানে ২ টি লাল রঙের পতকা স্থাপিত ছিল (তাহার একটিতে ব্রাহ্ম কৃপাহি কেবলং সাদা অক্ষরে ও একটিতে সত্য মেব জয়তে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত ছিল) তথায় দণ্ডায় মান হইয়া "তোরা আয় রে ভাই এত দিনে দুখের নিশা হলো অবসান, নগরে উঠিলো ব্রহ্ম নাম" ইত্যাদি সংকীর্ত্তন খোলের সহিত গাইতে২ যে স্থানে সমাজ গৃহ হইবে তথায় গমন করিলেন। তদপরে শ্রীযুক্ত বাবু কালী কমল দাস মহাশয় ঈশ্বরের নিকট একটী প্রার্থনা করিয়া এক খানী লিখিত তাম পত্র (যাহা পূর্ব্বে লিখিয়া সাতে আনা হইয়াছিল) একটী বোতলের মধ্যে পুরিয়া মৃত্তিকা মধ্যে স্থাপন করিলেন এবং সেই গর্ত্তটী মাটি দ্বারায় বন্দ করা হইল। অনন্তর পূর্ব্বোক্ত স্বর্ণাক্ষরে লিখিত ধজাটি তথায় পুতিয়া রাখিয়া সকলে প্রস্থান করেন। সম্পাদক মহাশয়, কালীয়া যেরূপ পৌত্তলিক প্রধান স্থান তেমন স্থান বোধ করি যশোহর জেলায় অতি অল্প আছে এমত স্থানে ব্রাহ্ম গণের উক্ত সুসাহস অবশ্য প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই।

মহাশয় অতঃপর এবিষয়ে আমরা একটি কথা না বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলামনা ইহা আমি অবশ্য স্বীকার করি যে, সংকীর্ত্তনটীর আকর্ষণী শক্তিতে অনেকের মন আকর্ষণ করিতে পারে। কিন্তু মহাশয়, উক্তি ও নাম পতকার দ্বারায় কি লোকের মন ধর্ম্মের দিকে অগ্রসর হয়? যদি কাহার মন অগ্রসর হয় তবে সে ধর্ম্মের জন্য নহে। আমোদের জন্য!!!

আসমান } কস্য চিৎ—
২৪শে জুন } নিশাচর—
১৮৬৮

—০।।০।—

মহাশয়, কাদার জ্বালায় প্রাণ গেল, কি করিব

হাত নাই আমাদের আদিপুরস্থ সুবরবান মিউনিসিপালিটীর কমিশনার গনের কাছে জানান, সে কেবল জানান মাত্র, কোনই ফল নাই। এইক্ষণে জানিতে পারিলাম যে, প্রেসিডেন্সি ডিবিজানের কমিশনার শ্রীল শ্রীযুক্ত আর, ডি, ডাম্পিয়ার সাহেব মহোদয় আপনার পত্রিকা স্বয়ং পাঠ করিয়া থাকেন ও তাহাকে প্রজাগনের প্রতি অত্যাচার ও তাহাদের কোন কষ্টের কথা লিখিত থাকিলে তাহার অনুসন্ধান করিয়া যাহাতে লোকের সে কষ্ট দূর হয় তাহার চেষ্টা করেন। এই কারণে সাহসী হইয়া, লিখিতেছি, যদি আমাদের বিষয়টী বিচক্ষণ মহোদয়ের নজরে পড়ে।

আমরা ভবানী পুরের নাগাও বেলতলা নামক পাড়ার কতক গুলি বাসন্দা। সদর রাস্তা হইতে বেলতলার মধ্যে ২টী রাস্তা আসিয়াছে, তন্মধ্যে ১টী রাস্তা গত বৎসর পাকা হইয়াছে, কিন্তু আমত বেলতলার রাস্তাটি এপর্য্যন্ত পাকা হইল না। যে রাস্তাটি পাকা হইয়াছে তাহার দুই পার্শ্বে প্রায় বাসন্দা নাই। কোন স্থানে কতক গুলি বুনা বাস করে ও অনেক তফাতে তফাতে দুই দুই এক ঘর ধোপা ও সামান্য লোকের বসতী। উক্ত রাস্তাটীর বিষয় যাহা কহিলাম তাহাতে যে উহা কোন কালে মিউনিসিপাল মহোদয় দিগের সুনজরে পড়িত তাহা বোধ হয় না, কেবল উহা পাকা হওয়ার এই কারণ যে, এক জন মিউনিসিপাল আফিসের প্রধান কর্ম্মচারী ঐ রাস্তার ধারে বাড়ী করিবার নিমিত্ত খানিক জায়গা ক্রয় করিয়াছেন এবং তজ্জন্য তিনি যোগাড় করিয়া আপন কাজ হাঁসিল করিয়া লইয়াছেন। উক্ত রাস্তা পাকা হওয়ায় আমাদের কোন দুঃখ নাই, তবে এই জন্য বলি যে, যে রাস্তাটী পাকা হওয়া বিশেষ আবশ্যক সেটির প্রতি কোন হস্তক্ষেপন করা হইল না। আমাদের এই রাস্তার ধারে অতি কম ৫০। ৬০ ঘর ভদ্র ও মান্য ব্যক্তির বসতী ও বড় বড় এমারত আদি আছে, পাকা রাস্তাটির ধারে ৭। ৮টী অন্তরে ২। ১ খানি গোল পাতার কুঁড়ে, অতএব বিবেচনা করুন যে কোনটী প্রথম পাকা হওয়া আবশ্যক। আমাদের এ রাস্তাটীর প্রতি যদি নজর হয় তাহা হইলে প্রজাগনের কাছে গবর্নমেন্ট যদি কিছু সাহার্য্য চান তাহাও দেওয়া যাইতে পারে। এ রাস্তাটীর দৈর্ঘে, যদি বড় বেশী হয়, তবে এক 'পোয়া', অতএব এটুকুর জন্য আমাদের হিতৈষী গবর্নমেন্ট কেন ভদ্র লোকদের কষ্ট দেন। এই বড় দুঃখ যে, আমাদের মধ্যে কেহই মিউনিসিপাল আফিসে কাজ করেন না, অন্যান্য সম্ভ্রান্ত আফিসে কাজ করিয়া থাকেন, নতুবা আজ এ দোষ ভুগিতে হইত না। গবর্নমেন্ট এ বিষয় কি জানিয়াও জানেন না এবং দেখিয়াও দেখেন না, কেবল টেক্স লইবার সময় আছেন? রাস্তাটীর দোধার জঙ্গল এত যে, সর্ব্বদা ওজার বাড়ি এক জনকে বসাইয়া রাখিতে হয়; নরদমা গুলি ময়লা জমিয়া ও তাহাতে জল পচিয়া এত দুর্গন্ধ হইয়াছে যে চলা ভার, তাতে রাস্তায় আবার এত কাদা যে হাঁটু পর্য্যন্ত বসিয়া যায়। কমিশনার গণ ভুলেও এদিকে কেহ দেখিতে আইসেন না, আসিবেন কেন? এখানে কেহ ত আলাপী নাই। মহাশয়! নিত্য এরা তাতে যত লোক চলা ফেরা করে, পাকা রাস্তাটিতে তাহার সিকি অংশের একাংশ লোকও চলে না; চলিবে কেন, বনের মধ্যে বুনা ভিন্ন আর কে থাকে। অনেকানেক সাহেব লোক আমাদের এ রাস্তায় আসিয়া কাদায় লুটাপুটি খান, তাহা দেখিয়া ভাবি যে, বুঝি এবার রাস্তাটী হলো, কিন্তু কিছুই না: দেখি এবার কমিশনর সাহেব কি করেন।

বেলতলা) কতক গুলি বাসন্দা।
২৬ জুন ১৮৬৮)

—:০:—

সম্পাদক মহাশয়!

দুঃখের কথা বলবো কি, বলতে লজ্জা হয়। এক খানি বাঙ্গালার ভূগোল পাঠে অবগত হইলাম যে যশোহরের বেশ্যার সংখ্যা অধিবাসী পুরুষের সংখ্যা অপেক্ষা পরিমিত রূপে অধিক। অন্যান্য জেলা অপেক্ষা যশোহরে বেশ্যাবৃত্তি অধিকতর প্রবল ইহা আমি পূর্ব্বে জানিতাম, কিন্তু এই বিবরণটী পাঠ করিয়া যার পর নাই বিস্মিত হইলাম। পূর্ব্বে আমার সিদ্ধান্ত ছিল যে বেশ্যাদের সংখ্যা বেশ্যাবৃত্তি সেবক দিগের সংখ্যার ন্যূন, অন্ততঃ সমান, না হইলে কোন স্থানেই এই অম সুখ বৃত্তিটীর পরিচালনা হইতে পারে না, সুতরাং যশোহরের বিবরণ পাঠে আমি প্রথমতঃ কিছুই বিশ্বাস করি নাই, কিন্তু কাল ক্রমে আমার সেই অবিশ্বাসটী দূরীভূত হইয়াছে।

অদ্য কয়েক দিবস হইল আমি কোন কার্য্যোপলক্ষে যশোহরে গিয়া ছিলাম। আমার অনেক বন্ধু কার্য্যোপলক্ষে ওখানে আছেন শুনিয়া তাঁহাদের বাসায় গমন করিলাম। অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহাদের সহিত কথোপকথন হইতে লাগিল, পরে তাঁহাদের মধ্যে এক জন বলিলেন, "ভাই, আমি অনেক স্থানে গমন করিয়াছি, কৃষ্ণনগরে বেশ্যাবৃত্তির এত আধিক্য সেখানেও কিছু কাল ছিলাম, কিন্তু যশোহরের ন্যায় কদর্য্য স্থান আর কখনও আমার দৃষ্টি গোচর হয় নাই, আমাদের আর এখানে অধিক দিন থাকা হইবে না"। আমি বলিলাম "সবিশেষ বল দেখি শুনি" তিনি উত্তর করিলেন "আমরা এক বয়স্ক তিন জনে এখানে আছি, সুতরাং রাত্রে কখনও লেখা পড়া করি, কখনও বা গান বাজনা করিয়া থাকি, কিন্তু এখানকার লোক এত বীতলজ্জ ও অসচ্চরিত্র যে তিন চারি জন একত্র হইয়া প্রত্যহই বেশ্যা বাটী ভ্রমে আমাদের বাসায় উপস্থিত হয়, তাই বলবো কি, এদের লজ্জার অনুমাত্রও নাই। এসে, আমাদের নিকট একটু বসে, অসিদ্ধ কাম হইয়া আস্তে আস্তে পিট টান দেয়। আমরা বাহিরে গিয়া দেখি ইহাদের ন্যায় এক২ পাল এক২ বাটী প্রবেশ করিতেছে আবার কিছু কাল পরে বাহির হইয়া অন্য এক বাটীর মধ্যে গমন করে, এই রূপে সমস্ত রাত্রি তীর্থ পর্য্যটন করিয়া রজনী প্রভাত হইলে, সত্য মিষ্ঠ বক ধার্ম্মিক হইয়া কেহ বা বিদ্যালয়ে, কেহ বা ধর্ম্মাধিকরণে গমন করে। অপর লোকের তো কথাই নাইত বড় বড় আমলা মহাশয়রা, যাঁহারা দিনের বেলায় দেড় হাত লম্বা কোশা লইয়া পিতৃ লোকের পিপাসা দূর করেন ও বরামেং গ্রাস রং আহিয়া সকল শুদ্ধ ভাক্ত করেন, তাঁহারাই আবার রাত্রে সপুত্র, সভ্রাত, বেশ্যালয়ে গমন করেন। দুই এক সত্যভেরা, যাঁহারা দশটীর সময় কুলে ছাত্র দিগকে নীতি শিক্ষা, আর শিক্ষা দেন, তাঁহারা অন্ধকার হইলেই সন্ধ্যা সুরা দেবীর পাদপদ্মে অবনত হন। তাই, এমন আর কাকে বলবো, দেখে২ চক্ষু জ্বলে গেল। যশোহরের ন্যায় অসভ্য স্থান আর কখন দেখি নাই।" বন্ধুর কথা শুনিয়া আমি অবাক হইলাম। "সপুত্র" "সভ্রাত," "আবার" "সন্ধ্যা" কি আশ্চর্য্য!! কি উত্তর দিব কিছুই ভেবে পাই না, পরিশেষে ক্ষণ কাল চিন্তা করিয়া বলিলাম "ভাই তোমরা এক কর্ম্ম কর, বাসার সম্মুখে এক খান হাঁসের পায় একটী কাগজ আঁটিয়া বড়২ অক্ষরে লিখিয়া রাখ "সভ্রাত ভেরা, এটী বেশ্যালয় নহে"।

শ্রীরঃ—

—০:০:০—

উদ্বন্ধন দণ্ডে আদিষ্ট বন্দীর স্ত্রীর বিনয়।

(জজের প্রতি)

ধর্ম্ম অবতার! বাবা, ধরি দুটি পায়।
দয়াকরি দুঃখিনীরে ফাঁসির হুকুম ফিরে,
লও। আর অকূলে আমায়
ভাসায় না ভাবনায়,—দোহাই তোমায়। (১)

এক মাত্র পতি মোর ছিল প্রাণ ধন।
স্বামীর অভাবে আর, আশ্রয় লইবকার?
লইয়না পতির জীবন।
ছাড়ি দেও পতি,—মোরে করহ নিধন। (২)

দুধের বালক মোর এই দেখ কোলে।
সহে কি মায়ের প্রাণে? এক দৃষ্টে অইপানে।
চাহি, বলে "বা—বা" আধবোলে।
দেখ অই মেয়েটী পড়িছে শোকে ঢলে! (৩)

দেখ, অভাগির বৃদ্ধ শ্বশুর শাশুড়ী।
শুনিয়া ফাঁসির কথা, পাইয়া দারুণ ব্যথা,
মাটিতে যেতেছে গড়াগড়ি।
নাথিয়না এসকলে, স্বামী বধ করি। (৪)

স্বামীই কেবল লক্ষ্য এ পাঁচ জনার।
স্বামী বিনে কার কাছে, যাব মোরা? কেবা আছে?
কে পালিবে স্বামী পরিবার?
দেখিয়া কি কিছু দয়া হয় না তোমার? (৫)

তোমার ত মাতা পিতা পুত্র কন্যা আছে।
তাদা বিনে তাপবার, কি হইবে একবার
ভাবিদেখ—স্বামি বধ পাছে।
কাঙ্গালিনী এই ভিক্ষা চায় তব কাছে। (৬)

পতি মোর এক জনে করিয়াছে নাশ।
যদি তার প্রতিশোধ, নিতে মন কর বোধ,
এই ভিক্ষা বাচি তব পাশ;
পতি ছাড়ি, আমাদেরে দেও তুমি ফাঁস। (৭)

কই কিছু বল না ত? রলে যে নীরবে?
এত যে কাঁদিনু, বৃথা? শুনিবেনা মোর কথা?
কাণা কি হইলে আমরা সবে?
মোর হয়ে দুটা কথা কেহ কি না কবে? (৮)

বাবা লোক... করে বলে দেখ না সকলে?
পতির প্রাণের জন্য? তোমাদের হবে পুণ্য
প্রাণ ধরি দেও ফিরে দলে।
অভাগির কান্নায় কি, মন নাহি গলে? (৯)

পাষাণে কি তোমাদের বাঁধিয়াছ প্রাণ?
গলায় বসন করি, জনেজনে পায় ধরি,
... কি এরই সমান?
দুখিনী নারির বাক্যে নাহি দেও কান? (১০)

হায় আমি অরণ্যে কি করিছি রোদন?
আজ বাবা, রাখ কথা, দিয়না মরমে ব্যথা,
রক্ষা কর নাথের জীবন।
চিরদিন আশীষ করিব আজীবন। (১১)

কেন বাবা, মজ তুমি নরহত্যা পাপে?
জাননা কি লোকে বলে, "চণ্ডালিনী শোকে জ্বলে,
দুঃখে যদি ব্রাহ্মণেরে শাপে;
এড়াতে না পারে তারা ব্রাহ্মণের শাপে"।

শ্রীমদন

এই পত্রিকা যশোহর জেলার অমৃত বাজার অন্তঃপাতী প্রবাহিনী যন্ত্রে প্রতি বৃহস্পতিবারে শ্রীশিশির কুমার ঘোষ দ্বারা প্রকাশিত হয়।

সাপ্তাহিক।

"অধীনতা কাল কূটে মরি হায়২।
করেছে কি আর্য্য কুলে চেনা নাহি যায়।,

১মখণ্ড { ২৭ শে আষাঢ় বৃহস্পতিবার ১২৭৫সাল। ৯ ই জুলাই ১৮৬৮খৃঃ অব্দ } [illegible] সংখ্যা

অমৃত বাজার পত্রিকা।

বিজ্ঞাপন।

অমৃত বাজার পত্রিকার গ্রাহক মহাশয়েরা আপনাদের যে ২ অগ্রিম মূল্য সত্বর পাঠাইয়া দিয়া বাধিত করিবেন। যাঁহারা মূল্য প্রেরণ করিতে বিলম্ব করিবেন, তাঁহাদিগকে বেশি দিতে হইবে কলিকাতায় আমাদের পত্রিকার এজেণ্ট [illegible] স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] লাল রায় বি, এ কাশী পুরে নড়াল বাবুদিগের মোক্তার শ্রীযুক্ত বাবু উমেশ চন্দ্র ঘোষ এবং কৃষ্ণনগরে কৃষ্ণনগর ইংরাজী-বঙ্গ বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু তার [illegible] বি, এ, বরিশালে শ্রীযুক্তবাবু দুর্গা মোহন দাস আপাততঃ নিযুক্ত করা গেল। গ্রাহক মহাশয়েরা পত্রিকার মূল্য এক আনার ষ্টাম্প এর উহাদের নিকট অথবা একে বারেই অমৃতবাজারপত্রিকা আফিসের তত্ত্বা বধায়কের নিকট প্রেরণ করিলে পত্রিকা পাইবেন শেষোক্ত ব্যক্তির নিকট পাঠাইলে বেশি এক আনার ষ্টাম্প লাগিবেক না।

বিজ্ঞাপন।

অমৃত বাজার পত্রিকার মূল্যের নিয়ম

অগ্রিম বার্ষিক	৫ টাকা	ডাকমাশুল ৩ টাকা
ষাণ্মাসিক	৩	১॥০
ত্রৈমাসিক	২	৬০ আনা
প্রত্যেক সংখ্যার	।০	৵০

বিজ্ঞাপন।

এই পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্য নির্দ্ধার।

প্রত্যেক পংক্তির জন্য।

প্রথম ও দ্বিতীয় এবং তৃতীয়বার	৴
চতুর্থ এবং অত্যাধিক বার	৴১০

বিজ্ঞাপন প্রেরণকারী বিজ্ঞাপনের সহিত [illegible] এক আনা কিম্বা আধ আনার ষ্টাম্প টিকিট দ্বারা আমাদের যন্ত্রালয়ে প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন।

সংগীত শাস্ত্র, প্রথম ভাগ।

উল্লিখিত পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে। ইহার দ্বারা [illegible] শিক্ষা ও বাদ্য গুরুপদেশ ভিন্ন অভ্যস্ত হইতে পারিবেক। উক্ত পুস্তক কলিকাতস্থ সংস্কৃত ডিপোজিটারিতে এবং কলিকাতার কলেজ ষ্ট্রীট ব্যানার্জি এণ্ড ব্রাদারসদের লাইব্রেরিতে, এবং নিম্ন স্বাক্ষরকারির নিকট তত্ত্ব করিলে গ্রহণে-চ্ছুক ব্যক্তিরা পাইতে পারিবেন। মূল্য ॥৶ [illegible], ডাকমাশুল এক আনা। কেহ একেবারে ৫ টাকার বা তদধিক মূল্যের পুস্তক লইলে শত করা ১২॥০ টাকা এবং ৫০ টাকা বা তদধিক মূল্যের পুস্তক লইলে শত করা ২৫ টাকা কমিসন পাইবেন।

শ্রীনীল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য
যশোহর অমৃত বাজার

বিজ্ঞাপন।

যাঁহারা ষ্টাম্প টিকিট দ্বারা মূল্য পাঠান তাঁহারা যেন এক অথবা আধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ না করেন।

ব্যারিং কিম্বা ইন্‌ সাপিসিয়েণ্ট পত্রাদি পাঠাইলে, আমরা তাহা গ্রহণ করিব না।

যখন দূরস্থ গ্রাহক মহাশয়েরা অমৃত বাজার পত্রিকার মূল্য পাঠান তখন যেন তাহা রেজেষ্টরি করিয়া পাঠান।

অমৃত বাজার পত্রিকা

২৭ শে আষাঢ়। বৃহস্পতিবার।

পোলিস।

পোলিস সমাজের কলঙ্ক, মনুষ্যের দু প্রবৃত্তির জ্বলন্ত সাক্ষী। চিকিৎসকের দর্শনি ও পোলিস আমলার বেতন, এই দুই, মনুষ্য কুকর্ম্মের [illegible] শিক্ষা স্বরূপ দিয়া থাকেন। পোলিস সমাজের চিকিৎসক, দুর্ব্বলের বল, অনাথের নাথ, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, আ [illegible] হইবার ন্যায়। সামান্য কনেষ্ট-বলের হাতে কতবার [illegible] দুর্ব্বলের, কনেষ্টবল নাম শুনিলে মনে কত সাহস হয়!

কিন্তু হায়! পোলিস আমলারা সে মহৎভার কুলাইয়া থাকেন না।

আমাদের দেশীয় পোলিস [illegible] বুঝি, বড় লোকের হাতের লা[illegible] [illegible]মেণ্টের আদুরে শিকারী কুকুর [illegible] সম্পা[illegible] দিগের আত্মারাম সর[illegible] পুলিসে ও [illegible] [illegible]দের লোকে আমদের দেশে কি মধুর সম্বন্ধ! প্র-জারা আইন বিরুদ্ধ কায করিলে পোলিসের একটী ফলাহার জুটে ও পোলিস আমলা কোন দায় ঠেকিলে দেশ সমেত লোক হাত তুলিয়া নৃত্য করিতে থাকে। আপনারা কেহ ডিসচার্জড্‌ পোলিস আমলা দেখিয়াছেন? সম্পদ কালে তাহাদের যে রূপ প্রভা, আবার কর্ম্ম চ্যুত হইলে তাহাদের স্বভাব ঠিক তাহার বিপরীত হয়। যদি আপনারা কোন ভদ্র সন্তানকে এ রূপ দেখেন যে, সে সকলকেই " আজ্ঞা, "আজ্ঞা,, করে, সক-লের খোসামোদ করিয়া বেড়ায়, নিশ্চিত জা-নিবেন সে ব্যক্তি পূর্ব্বে পোলিস আমলা ছিল।

সম্প্রতি কোন প্রধান পোলিস আমলা খুন তদারক করিতে গিয়া নিজে খুনের দায় ঠেকেন, তিনি নির্দ্দোষী ও সচ্চরিত্র বলিয়া বাঁচিয়া গিয়াছেন, কিন্তু প্রজার তাহাদের প্রতি কেন এত কোপ হয়?

ইংলণ্ডে জল্লাদেরা আসামী কে ফাসি দিবার পূর্ব্বে তাহার নিকট জানু পাতিয়া মাপ চাহিয়া লয়। কিন্তু আমাদের দেশে অনেক পুলিস আমলাদের ব্যবহার তার বিপরীত। কাযেই পোলিস ও প্রজা যো-পেজা কেহ কাহাকে ছাড়ে না, আর এ যুদ্ধে পরিণামে সকে পোলিসের [illegible] দাঁড়া ইবে।

যাহা হউক পোলিস আমলাদের নি-জের দোষ তত অধিক নয়। গবর্ণমেণ্ট তা-হাদের নষ্ট করেন। ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ড ডেণ্টরা ম্যাজিষ্ট্রেট দিগের খান সাম, আর পো লিস আমলারা ডিষ্ট্রিক্টের গোলাম, কাযেই ভদ্রলোক বড় একটা পোলিসে যাইতে চাহে

না, আর যদি কেহ প্রবেশ করে, তবে হয় তাঁহার অল্পদিন মধ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয়, নতুবা তাঁহার মান, সম্ভ্রম, বীর্য্য, সমুদায় জলাঞ্জলি দিয়া গো বেচারি হইয়া থাকিতে হয়। কোন চুরি কি খুন হইলে ম্যাজিষ্ট্রেট, ডিষ্ট্রিক্টকে চিমটী কাটিতে থাকেন, ডিষ্ট্রিক্ট, পোলিস আমলা দিগের কাণ মলেন, আর সেই কাণ মলন খাইয়া পোলিসের আমলারা নিরুপায় হইয়া, প্রজার উপর যত [illegible] শোধদেয় [illegible] পোলিস আমলাদের একটু স[illegible] [illegible] হলে, কাণমলা একটু ক্ষান্ত দিলে, [illegible] তাহারাও একটু শান্ত হইয়া চলে, ভদ্রলোকও অনেকে এই লাইনে প্রবেশ করেন। একজন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট [illegible] পোলিস ইনেস্পেক্টর, উভয়ের বেতন এক হইতেপারে, কিন্তু উভয়ের সম্ভ্রমের কত বিভিন্নতা!

—০:০:০—

ব্যায়াম চর্চ্চা।

গবর্ণমেণ্টের সুশাসনে এদেশ হইতে দস্যুদল একেবারে বিনষ্ট হওয়াতে যেমন মঙ্গল হইয়াছে, আমাদের ক্ষতিও সেইরূপ হইয়াছে। বাঙ্গালিদের যাহা কিছু বীর্য্য ও সাহস তাহা দস্যুদের ছিল। এ দেশস্থ বিখ্যাত ডাকাইতি গণের নামে অদ্যাপি অনেক বাঙ্গালির মন আনন্দে দুলিতে থাকে। বিশ্বনাথ বাবু, বেহারি সরদার, তুরুক পাহাড়, দেখনা দেখ, মুলুক ময়দান, প্রভৃতি বিখ্যাত যোদ্ধারা যদি বিস্তর বিস্তর অত্যাচার করিয়াছে, তবু বীরত্বের কি মোহিনী শক্তি! অদ্যাপি লোকে তাহাদের নামে আনন্দ প্রকাশ করে। যখন এ দেশে দস্যুরা বিচরণ করিত, তখন বাঙ্গালিদিগকে স্ব স্ব ধন প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতে হইত, ভদ্রলোক কি অপরলোক সকলেই কুস্তি, তরোয়ার খেলা, তীর চালান কি বন্দুক চালান প্রভৃতি, শিক্ষা করিত, কাযেই বাঙ্গালির মধ্যে অল্প অল্প বীরত্ব ও দেখা যাইত। এক্ষণ সে ভয় গিয়াছে, বাঙ্গালি গণ ক্রমেই নিস্তেজ হইতেছেন। শস্ত্র বিদ্যা এদেশ হইতে লুপ্ত প্রায় হইতেছে।

আমাদের প্রেরিত স্তম্ভে একখানি পত্র দেখিয়া বোধ হয় পাঠক মাত্র সন্তুষ্ট হইবেন। জন কয়েক কৃতবিদ্য যুবক কৃষ্ণনগরে একটী রঙ্গ ভূমি করিয়া সেখানে শস্ত্র বিদ্যা অভ্যাস করিতেছেন। অত্যল্প দিবসের মধ্যে তাঁহাদের দলবল বিলক্ষণ বৃদ্ধি পাইয়াছে, এঁরা কেবল স্কুলের ছাত্র নয় অনেক প্রবীণও ইহার মধ্যে আছেন। ছেলে খেলা করা এঁদের উদ্দেশ্য নয়, তাহার একটি কারণ বলিতেছি। প্রথম যে দিন তাঁহাদের কার্য্য আরম্ভ হয় সেই দিনই দল পতির হস্ত ভাঙ্গিয়া যায়, কিন্তু ইহাতেও তিনি কিছু মাত্র নিরুৎসাহ হন নাই। এই রূপ প্রত্যেক জেলায় এক একটী রঙ্গভূমি হইলে কত মঙ্গলের কারণ হইতে পারে! কৃষ্ণনগরস্থ লোকেরা এই রূপ রঙ্গ ভূমির পথ প্রদর্শক হইলেন, তাঁহারা যদি একটু মনোযোগী হইয়া উৎসাহের সহিত এইটী সঙ্কল্পনের চেষ্টা করেন, তবে তাহাদের দেখা দেখি অন্যান্য স্থানে এই রূপ রঙ্গ ভূমি স্থাপিত হইতে পারে।

আপাততঃ একটা ক্ষুদ্র শ্লোক লেখাইয়া দেই। ভারতবর্ষীয়েদের সিবিল সর্ব্বিসে প্রবেশ করিতে দেওয়ার প্রধান প্রতিবন্ধক কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা ইহাই দেখাইয়াছেন যে বাঙ্গালির সাহস বীর্য্য নাই। অতএব কৃষ্ণ নগরস্থ যুবক গণের প্রতি আমাদের এই উক্তি।

“সাবাস সাবাস ওহে, ক্ষত্রজ নিকর
এবেশে পুরুষপ্রায়, তোমাসবে দেখা যায়,
দেখা যায় ভীরুতা কি বীবেতে প্রস্তর?
আর্য্য সুত বলি এবে যদি গর্ব্বকর, শোভে
যথা শিব-শিরে শশধর,,

—:০:—

সমুদ্র নিকটস্থ তাবৎ জেলা হইতে দূরস্থিত কামানের শব্দের ন্যায় এক প্রকার শব্দ হইয়া থাকে, কিন্তু এশব্দ যে কোথা হইতে কি প্রকারে উৎপন্ন হয় তাহা কেহ বলিতে পারেন না। কয়েক বৎসর গত হইল, বাবু গৌরদাস বসাখ, বাগের হাটে থাকিয়া ঐ প্রকার শব্দ শুনিয়া, ঐ সম্বন্ধে একটা প্রস্তাব এসিয়াটিক সোসাইটীতে পাঠ করেন। করিদ পুরেতে, যেবারে সিপাই যুদ্ধ আরম্ভ হয়, এই রূপ শব্দ ঘন ঘন শুনা যায়, ইহাতে কোন একটী ইংরাজ ইহার অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত চারি দিবস পর্য্যন্ত দক্ষিণ মুখ সমুদ্রাভিমুখে গমন করেন কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারেন না। এশব্দ প্রায়ই দক্ষিণ মুখ শুনা যায়। বর্ষাকালেই মুহুর্মুহ শুনা যাইয়া থাকে, রাত্র দিবা সমান ভাবে শব্দ হয়। এবার যশোহরে এই রূপ শব্দ অদ্যাপি প্রায় ১০। ১৫ মিনিট অন্তর হইতেছে। এরূপ পূর্ব্বে কখন শুনা যায় নাই। কখন শব্দ এত ঘন ঘন হইয়াছে যে, বোধ হইতেছিল যেন একটী বোমার কাছেতে আগুন দেওয়া হইয়াছে। অনবরত যে কয়েক দিন বৃষ্টি হয় সেই সময়েই এ রূপ ঘন ঘন শব্দ শুনা গিয়াছিল। শব্দ সকল সময়েই দক্ষিণ পশ্চিম দিক হইতে শুনা যায়।

ইহার কারণ কি নির্দ্দেশ করা কঠিন। সম্ভবতঃ এটা বৈদ্যুতিক ক্রিয়া, কিন্তু শুধু বিদ্যুৎ কর্ত্তৃক হইতেছে বলিলে কারণ নির্দ্দেশ করা [illegible]। কেহ বলেন পৃথিবীর অভ্যন্তর হইতে শব্দ বাহির হয়, তাহা হইলে ভূমি কম্পন প্রভৃতি কিছু না কিছু লক্ষণ জানা যাইত। বিশেষতঃ শব্দ যে আকাশ হইতে হইতেছে স্পষ্ট বুঝা যায়।

কেহ কেহ এরূপও বলিয়াছেন যে উহা সমুদ্র তরঙ্গ হইতে উৎপত্তি। একথা আমরা গ্রাহ্য করিতে পারিনা।

—:০০:—

ধান্য ও বৃষ্টি।

বৃষ্টি ক্ষান্ত হইয়াছে কিন্তু ধান্যের এক রূপ সর্ব্বনাশ করিয়া। আমন ধান্য দুইআনা পরিমাণেও যে এবার যশোহরে হয় সে রূপ ভাব গতিক দেখা যায় না। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি উচ্চ ভূমিতে আউস ধান্য যাহা বৃষ্টিতে নষ্ট হইয়া অবশিষ্ট ছিল, তাহাতে এক রূপ কাল পোকা লাগিয়াছে। এ পোকা গুলি ক্ষুদ্র এবং ইহাকে লেকো পোকা বলে। এপোকা মাঝে ২ ধানে নাকি লাগিয়া থাকে এবং যে বার লাগে সেই বারি অনেক অনিষ্টের উৎপত্তি করে। চাষারা ক্ষেতে পোকা লাগিলে ধানের গাছের মধ্যে খেজুরের পাতা সমেত বাগলো পুতে ইহাতে পোকা সমুদয় ধানের গাছ পরিত্যাগ করিয়া খেজুরের পাতায় আসিয়া লাগে এবং খর্জ্জুরপত্র আহার দ্বারা উহাদের পাখা উঠে! পাখা হইলে উড়ে যায়। ধান্য অনিষ্ট হইতে রক্ষা পায়। কৃষকেরা পোকা নিবারণের জন্যে এক্ষণে এই উপায় অবলম্বন করিতেছে। কতদূর কৃত কার্য্য হয় জানিয়া পরে প্রকাশ করিব।

ধান্য ও চাল দিন ২ মহার্ঘ হইতেছে ইতি মধ্যে এখানকার একটী প্রধান চালির আড বসুন্দের বাজার হইতে অনেক গাড়ী চালি না পাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। কি যে হয় বলা যায় না। কৃষকেরা ধান্যের গতিক দেখিয়া ভয় পাইয়া গিয়াছে।

এখানকার ম্যাজিষ্ট্রেট মনরো সাহেব মফস্বলের অবস্থা ক্রমাগত তদারক করিতেছেন, পুলিশ আমলা দ্বারা, জমিদার গণ দ্বারা, মফস্বলস্থ নেটিভ ডাক্তার ও অন্যান্য, কর্ম্মচারি গণ দ্বারা ক্রমাগত অনুসন্ধান লইতেছেন। আবার যশোর মিউনিসিপেলিটী এলাকার মধ্যে তদারকার্থ একজন নিযুক্ত হইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন একজন ডিঃ কলেক্টর ধান্যের অবস্থা তদন্ত করিতে মোতাইন হইয়াছেন। যখন রাজ পুরুষ গণ কর্ত্তৃক এত তদারক হইতেছে তখন বোধ হয় এখানকার প্রজারা অন্নাভাবে কষ্ট পাইবে না।

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতি ভারতবর্ষীয়গণ কৃতজ্ঞ কিনা?

একটি উচ্চ প্রস্রবণ মধ্যে কিয়ৎ পরিমাণ পুকুরের জল মিশাইয়া দিলে উহা উত্তপ্ত হইয়া প্রস্রবণস্থ জলের ন্যায় হইয়া যায়। দুটি আলোক একত্রিত হইয়া রূপান্তরিত হয়, আর উহার মধ্যে যেটি তেজঃশালী, অপরটি তাহারই ভাবাক্রান্ত হয়। মনুষ্য-মনও এই নৈসর্গিক নিয়মাধীন। দুই ব্যক্তি একত্র থাকিলে তাহাদের গুণাগুণের বিনিময় হইয়া উভয়ের মন একরূপ সম্মিলিত হইয়া যায়। ভারতবর্ষ ইংলণ্ড হইতে মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি স্বরূপ যে মহৎ উপকার প্রাপ্ত হইয়াছেন সেটি যে ইংরাজদের অজ্ঞাতসারে হইয়াছে এরূপ নয়, কিন্তু তাঁহাদের এদেশের শাসন-ভার গ্রহণ করা নিবন্ধন স্বাভাবিক প্রক্রিয়া দ্বারাই এটি সংঘটিত হইয়াছে। দুশ্চরিত্র লোকের সহবাসে থাকিয়া তাহার বিনা চেষ্টায় যদি আমরা অপকারগ্রস্ত হই, তবে তাহার উপর রাগ করা, আর বাতাসে সরদি লাগিলে বাতাসের উপর রাগ করা, এউভয়ই তুল্য। সেইরূপ যিনি বিনা চেষ্টায় ও অপরিজ্ঞাতভাবে অন্যের শুভ সম্পাদনের যন্ত্র হইয়াছেন, তিনি কি করিয়া তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা দাবি করিতে পারেন? এদেশীয়রা স্বাভাবিক কৃতজ্ঞতা প্রবল। ইংলণ্ড যদি বলেন, তিনি ভারতবর্ষের উপকার করিবেন বলিয়া ভারত হস্তগত করিলেন, ভারতের উপকার মানসেই সিরাজদৌলাকে পরাভূত করিলেন, চেত সিংহের টাকা লইলেন, অযোধ্যার বেগম দিগের সম্পত্তি লুঠ করিলেন, রহিলা দিগের সমূলে বিনষ্ট করিলেন, ভারতবর্ষ কেন না তজ্জন্য কৃতজ্ঞ হইবে? অথবা যে সাহেব, বাঙ্গালিকে ঘুষিদিয়া বীর্য্যের মাধাত্ম্য শিক্ষা দেন, বাঙ্গালি সেলাম না করিলে রাগান্ধ হইয়া আত্মনৌহার্দ্য প্রকাশ করেন, তিনি যদি বলেন তোমরা আমার নিকট কৃতজ্ঞ হও তবে কি আমরা উর্দ্ধবাহু হইয়া তাঁহার গুণানুবাদ করিতে থাকিব, কিন্তু ইংলণ্ড বোধ হয়, ভারতবর্ষের এরূপ মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি জন্য ঋণ দাবি করেন না। তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন, ভারতবর্ষের শাসন ভার তাঁহার হস্তে হঠাৎ আসিয়া পড়িল, ভারতের মঙ্গল উদ্দেশে যে ভার সেধাসিধি করিয়া লওয়া হয় নাই।

আমরা অনেক বিষয়ে মুক্তভাবে প্রশস্ত হৃদয় ইংরাজ গণের বাক্য ও কার্য্যে বিস্তর উপকার পাইয়াছি এবং তজ্জন্য তাঁহাদের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ কি না তাহা সমুদয় জগত দেখিতেছেন। কিন্তু ইংলণ্ড যদি নিজ স্বার্থ সাধনার্থ তাহা দিগকে এদেশে প্রেরণ করেন, তবে তিনি কি বলে কৃতজ্ঞতা চাহিবেন? যাহা হউক ইংরাজদের যত্নে ও অজ্ঞাতসারে যে আমাদের একটি উপকার হয় নাই, একথা মুখে আনাও উন্মত্ততার কার্য্য। এত অল্প সময় মধ্যে ইংলণ্ড ভারতবর্ষকে যত উপকার করিয়াছেন, অন্য কোন বিজিত দেশ বাহ্যিক বিষয়ে এরূপ উপকৃত হইয়াছে কি না সন্দেহ স্থল। সুপ্রণালীযুক্ত বিচারালয়, উত্তম ২ বিদ্যালয়, রেলওয়ে, তার, রাস্তা, ইত্যাদি সুবিধা ও কার্য্য লোকার্য্যের উপায় আপনা আপনি আইসে নাই। এগুলি ইংরাজ দিগের অতিশয় যত্ন ও কষ্টের ফল। যদি বল ইহাতে কি ইংরাজদের সুখ সচ্ছন্দতা ও সুবিধার সম্পাদন করিতেছে না? তা হউক; তাহারা যে কেবল সেই উদ্দেশেই এ সমুদায় প্রস্তুত করিয়াছেন, ইহা বলা আত্যান্তিক অন্যায়, কিন্তু রাজপুরুষগণ এই উপকারের সঙ্গে আমাদের একটি বড় অপকার করেন। তাহাতে আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের পথটি রুদ্ধ হয়। কোন দরিদ্র ভদ্র লোকের কিছু উপকার করিয়া যদি তাহাকে বলাযায়, তুই কৃতজ্ঞ হবিনা, দেশে২ আমার নাম করে বেড়াইবি না, তখন তাহার চক্ষু হইতে কৃতজ্ঞতা অশ্রু, না দুঃখ অশ্রু পড়িতে থাকে? দুঃখিনী ভারতবর্ষের কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের আরো একটি মহৎ প্রতিবন্ধক আছে। পিতা পুত্রকে এত যত্নে লালন পালন করেন, পুত্র প্রাপ্ত বয়স্ক হইয়া স্বাধীনতা লাভ করিয়া সেবা ও ভক্তি দ্বারা সেই অসীম কৃতজ্ঞতা ঋণপরিশোধ করিতে থাকেন, কিন্তু পুরাকালীয় রোমানদিগের প্রথানুসারে পুত্র যদি পিতার অধীনত্ব শৃংখলে চিরাবদ্ধ থাকেন তিনি কি করে পিতৃ ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন? ভারতবর্ষের কি জীবনী শক্তি আছে যে তিনি হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক ধন্য বাদ দিবেন? ভারতবর্ষ কি ভারতবর্ষ আছেন? কিন্তু ঈশ্বর করুন, ভারতবর্ষে ইংলণ্ডের শাসন আর কিছুকাল বজায় থাকুক। তাহা হইলে ভারত ভূমি মৃত প্রায় অবস্থা হইতে উত্থিত হইয়া ইংলণ্ডকে আপনার জন করিয়া লইবেন, আর তাহাতে যদি তিনি স্বীকৃত না হন, তবে স্বাধীন ঈশ্বর কন্যারি ন্যায় তিনি সকৃতজ্ঞে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিবেন।

—৷০০৷—

যাঁহারা কলিকাতা মহানগরীতে থাকেন, তাঁহারা আমাদের মফঃস্বলে লোকের দুরবস্থার কথা অতি কম জানেন। আমাদের এখানে একজন কনেষ্টবলকে দেখিলে প্রাণ উড়িয়া যায়।

আমাদের পত্রিকার উপর কোন কোন কর্তৃপক্ষীয়েরা বৈরক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদিগের পত্রিকায় যদি মিথ্যা কথা লিখি, তবে কাহারও ক্ষতি হইতে পারে না, যদি সত্য কথা লিখি, তবে কর্তৃপক্ষীয়দের আমারদিগেকে আজ্ঞা দিয়া ক্ষান্ত করিবায় কিছু লাভ নাই। বলের দ্বারা সত্য লুকাইয়া রাখা এবং কাপড়দিয়া আগুণ বাঁধার চেষ্টা সমান। আমরা প্রায় [illegible] স্পষ্ট কথা বলি। যে ঘটনা যে [illegible] তাহা সাধারণকে স্পষ্ট করিয়া দেখাই। কাহার অনুরোধে কিংবা কাহাকে বিরক্ত করিবার ভয়ে [illegible] করিয়া লিখি না। কল আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে কর্তৃপক্ষকে প্রার্থনা করা আমাদের তত উদ্দেশ্য নয়; আমাদের দেশীয়েরা কিরূপ [illegible] আছেন, সামাজিক ও রাজ[illegible] বিষয়ে কিরূপ হীনাবস্থায় অ[illegible], তাহা ত[illegible] দিগকে দেখানই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য। আমরা ফট গ্রাফার মাত্র! সামাজিক ও রাজনৈতিক ফটগ্রাফ লইয়া আমরা এদেশীয় দিগকে দেখাইয়া থাকি, যদি ফটগ্রাফি তুলিতে এ রূপছবি উঠে, যে কেহ ২ অন্যের মুখের ভাত কাড়িয়া খাইতেছে; বলবান দুর্ব্বলের গলা টিপিতেছে; অভদ্র অপমান করিতেছে; একজনের ন্যায্য সত্ব অন্যকে দেওয়া হইতেছে, বিচারক অবিচার করিতেছেন, তবে আমাদের কাত কি?

কোন ২ প্রধান কর্তৃপক্ষ আমার দিগকে এরূপও বলিয়াছেন যে, আমাদের পত্রিকা কর্তৃক জাতি বৈরতা নষ্ট না হইয়া আরো বৃদ্ধি হইবে। এই উপদেশের নিমিত্ত তাঁহাকে ধন্য বাদ। কিন্তু জাতি বৈরতা নিবারণ করার কর্ত্তা কে? আমরা অধিকন্ত কিছু চাই না, দুটি মিষ্ট কথা আর পাতের চারিটি প্রাসাদ পাইলেই কৃতার্থ ও কৃতজ্ঞতায় গদগদ হই। প্রতি বিধিৎসার স্থান হিন্দু দিগের মন নয়। আমরা প্রহার খাইয়া যদি প্রহারকের নিকট দুটি মিষ্ট কথা শুনি, তাহা হইলেই আমাদের মন গলিয়া যায়। আমরা ইংরাজ অপেক্ষা এদেশীয়দিগকে অধিক ভাল বাসি, একথা স্বীকার করি। কিন্তু বোধ হয় ন্যায়পরতা আমাদের কাছে সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়। মনে একটি মুখে অন্য প্রকার যাহারা প্রকাশ করেন, তাহাদের অপেক্ষা মনের কথা যাহারা খুলিয়া বলেন তাহারা কি ভাল করেন না? অতএব সত্যকথা বলিতে যে ফল হউক না কেন আমরা তদ্বিষয় একবার চিন্তাও করি না।

—০৷০৷০—

বাবু প্যারি চরণ সরকার এডুকেশন গেজেটের সম্পাদকীয় পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইহাতে আমাদের হর্ষ বিষাদ দুই উপস্থিত হইল। গ্রে সাহেবের কৈফিয়তের তিনি যে রূপ জোরের সহিত উত্তর দিয়াছেন এবং অর্থ লোলুপ না হইয়া তিনি স্বীয় বিশ্বাস ও বিবেকের অনুরোধ যে রূপ সসাহসে রক্ষা করিয়াছেন, তাহাতে আমরা কত দূর সন্তোষ প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা মুখে বলা যাইতে পারে না। আবার এক জন এমন সুযোগ্য ব্যক্তি আমাদের দেশের এক খানি প্র[illegible]ন কাগজ ছাড়ি[illegible]লেন, ইহা মনে হইলে অতিশয় দুঃখ [illegible]। সে যাহা হউক আমাদের [illegible] ভাগ্য বলিতে হইবে। এক রেলওয়ের [illegible] ব্যাকাণ্ডে আমরা অনেক তা দেখিলাম। এরূপ কাণ্ড মাঝে ২ হওয়া মন্দ নয়। গ্রে মহোদয়কে ধন্যবাদ! তাঁহার অনুগ্রহ ভিন্ন এ সকল আমরা কোথা হইতে দেখিতাম [illegible] গ্রে মহোদয়! আপনার এই কীর্ত্তি বাঙ্গা[illegible] [illegible]য় চিরকাল জাজ্জল্যমান থাকি[illegible]!

এডুকেশন গেজেটের শূন্য সম্পাদকীয় পদের জন্য অনেক বাঙ্গালি মহাশয় নাকি প্রার্থনা করিয়াছেন। তাঁহাদের আমরা আর কি বলিব! যাঁহারা আত্ম গৌরব, স্বদেশানুরাগ, জাতি মর্য্যাদা, পরিত্যাগ করিয়া অর্থের পিচাশ হইলেন, তাঁহাদিগের কিছু বলা অপেক্ষা না বলাই ভাল। কিন্তু প্যারি বাবুর এই মহৎ দৃষ্টান্ত আমাদের সমক্ষে জাজ্জল্যমান থাকিতে, কেহ কি এই জঘন্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন! আর্য্যবংশসম্ভূত বঙ্গবাসি গণ! সাবধান, যেন নীচত্ব কর্ত্তৃক তোমাদের মহৎ অন্তকরণ কলঙ্কিত না হয়!

—:::—

১৭ সংখ্যক পত্রিকায় যে ঘোর অত্যাচারের কথা উল্লেখ করা হয় তাহা লইয়া যশোহরে মহা গণ্ডগোল উপস্থিত হইয়াছে। এ বিষয় আমরা এক্ষণে কিছু লিখিব না, পাঠক বর্গ অধৈর্য্য হইবেন না, সময় হইলেই আমরা তাহা দিগকে সমুদায় জ্ঞাপন করিব। যাহা হউক এ ডিবিসনের কমিসনরের প্রজা বাৎসল্য ও ন্যায় পরতায় এ দেশস্থ ভাবলোকে তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করিতেছেন।

—০:০:০—

মনরো সাহেব যশোহরে থাকিয়া কেন মকদ্দমাটি নষ্ট করিতেছেন, তিনি শীঘ্র মঃকস্বলে চলিয়া যাউন।

যশোহরের আহেলে মামলা গণ! তোমরা স্বচ্ছন্দে এক্ষণে কাছারির তাবত স্থানে বেড়াইতে পারিবা। কমিসনার সাহেব আদালতের এই সম্বন্ধের প্রস্তাব পাঠ করিয়া, তোমাদের এই কষ্ট নিবারণ করিয়াছেন।

প্রাপ্ত।

[যশোহর হিন্দু বালিকাবিদ্যালয়।

বিগত ২১ সে জুন উক্ত বিদ্যালয়ের বার্ষিক পুরস্কার বিতরিত হইয়াছে। পরীক্ষা স্থানে শ্রীযুক্ত জজ সাহেব, জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট, এবং পাদরি সাহেব সস্ত্রীক উপস্থিত ছিলেন। দুঃখের বিষয় এই যে, বাঙ্গালী মহাত্মাদিগের মধ্যে, ৫।৭জন সম্ভ্রান্ত লোক, ও স্কুলের ছাত্র ভিন্ন, কেহই উপস্থিত ছিলেননা। সেক্রেটরি বার্ষিক রিপোর্ট পাঠ করিলে, পুরস্কার বিতরিত হইয়া সভা ভঙ্গ হয়।

১৮৬৭ অব্দের ১৫ ই জানওয়ারি এই স্কুলটী স্থাপিত হইয়া, মে মাসে নূতন স্কুল গৃহে কোন বন্ধুর বাসা হইতে উঠিয়া যায়। প্রথমে ৬ টী বালিকা নিয়া আরম্ভ করায়ায়, অধুনা ২০ টী বালিকা অধ্যয়ন করিতেছে। দৈনিক উপস্থিতির সংখ্যা গড়ে ১২ জন। স্কুলে মোটে ৩ শ্রেণী, প্রথম শ্রেণীতে ৪ জন, ২ য় শ্রেণীতে ৩ জন, এবং ৩য় শ্রেণীতে ১৩ টীবালিকা। এই সকল বালিকারা সকলেই কায়স্থ, ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত হিন্দু কুলোদ্ভবা।

প্রথম শ্রেণীতে বোধোদয়, বাঙ্গলার ইতিহাস প্রথম ভাগ, পদ্য পাঠ ১ ভাগ, ব্যাকরণ এবং গণীতের সঙ্কলন, ব্যবকলন, অধিত হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীতে বর্ণ পরিচয় ৩ভাগ এবং অল্প ২ গণিত, ৩য় শ্রেণীতে বর্ণ পরিচয় ১ ভাগ। স্কুল ফণ্ড হইতে ছাত্রীগণের পুস্তক স্লেট প্রভৃতি দেওয়া হয়। এটী অবৈতনিক। পূর্ব্বাহ্ণ ৬ টা হইতে ৯ পর্য্যন্ত স্কুলহয়! রবিবারে মাত্র বন্ধহয়। স্কুলের কার্য্য নির্ব্বাহার্থে একটী কমিটী আছে, তাহার সভ্য সংখ্যা ১৮টী। শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণমিত্র উক্ত কমিটীর সভাপতি, বাবু চন্দ্রকান্ত মজুমদার সম্পাদক, বাবু জগদ্বন্ধু ভদ্র সহকারি সম্পাদক।

মাসিক চাঁদা ২৸৴ আনা, এই চাঁদা কেবল হিন্দু সমাজ হইতে গৃহীতহয়। এক জন পণ্ডিত আছেন, তাঁহার বেতন ১২ টাকা, ও চাপরাশী এক জনের বেতন ৫৲ টাকা। পণ্ডিত সীতানাথ চট্টোপাধ্যায় ও পণ্ডিত শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন বার্ষিক পরীক্ষা গ্রহণ করেন। তাহারা পরীক্ষার ফলে সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

বাবু মদন মোহন মজুমদার মহাশয় স্কুলগৃহ নির্ম্মাণের স্থানটী নিষ্কর অর্পণ করিয়াছেন এবং হিন্দু সমাজও কিছু২ সাহায্য করিয়াছেন, অতএব ইহাদের সকলের নিকট্টেই বিদ্যালয়টী চিরবাধিত আছে। গত বর্ষে শ্রীযুক্ত মেজে মনরো কালেক্টর মেঃ সি, বি, ক্লার্ক স্কুল ইনেস্পেক্টর এবং ডেপুটী ইনেস্পক্টর বাবু [illegible] চন্দ্র রায় স্কুল পরিদর্শন পূর্ব্বক অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। দ্বিতীয় বারে ছাত্রিদিগকে ৫ টাকা পুরস্কার প্রদান করিয়াছেন।

অপর স্কুলটীর যে রূপ অবস্থা দেখা যায়, তাহাতে চিরস্থায়ী হইবার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু একটি দোষ মূলে রহিয়াছে। ২০ জন ছাত্রির মধ্যে ৫। ৬ জন ব্যতিত সকলেই বিদেশীয়া, সুতরাং ভিত্তিটী শিথীল বোধ হয়, আমরা দেশের দিগকে অনুরোধ করি এবং সর হইতে একজন দরজি রাখিয়া সিলাই শিক্ষা দিতে আরম্ভ করুন এবং অনুগ্রহ করে, অন্ততঃ ৪টী বৎসর যেন বালিকা দিগকে শিক্ষা না দিয়া বিবাহ না দেন; যদি দুই পাত পড়িয়াই মেয়েরা শশুর বাড়ী যায়, তবে বালিকা বিদ্যালয় না থাকাই কর্ত্তব্য।

—:০০:—

সংবাদাবলী।

মাগুরার অন্তর্গত কোন স্থানে একটী খুনের কথা যে আমরা অনেক দিন হইল, প্রকাশ করিয়াছিলাম, শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম তত্রত্য পুলিস ইনেস্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু গদাধর ঘোষ তাহার সন্ধান করিয়াছেন; সবিশেষ জানা যায় নাই।

যশোহরের বেশ্যাদিগের বসতি প্রণালী অত্যন্ত কদর্য্য। ভদ্র লোকের বাসার চারিদিগেই প্রায় বেশ্যা বাড়ী আছে। ইহারা সর্ব্বদাই অশ্লীল বাক্য ব্যবহার ও কলহ করিয়া থাকে। ইতি মধ্যে সদর ডাক্তার খানার ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু বিধু চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দুইটী বেশ্যার নামে নালিস করিয়াছেন।

অত্রত্য জেল ডাক্তার শ্রীযুক্ত মহেশ বাবু পীড়ানিবন্ধন পেনসন গ্রহণ করাতে, বাবু কেদার নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন।

নড়ালের স্কুল ডিং ইনেস্পেক্টর বাবু কার্ত্তিক চন্দ্র রায় পীড়ার জন্য ৬ মাসের বিদায় গ্রহণ করাতে, অত্রত্য গবর্ণমেণ্ট স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক তাঁহার স্থানে নিযুক্ত হইয়াছেন, এবং দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে তৃতীয় শিক্ষক প্রমোসন পাইয়াছেন।

সদর আমিনের সেরেস্তাদার বাবু রাজেন্দ্র ভট্টাচার্য্য ইতি পূর্ব্বে হাই কোর্ট হইতে নির্দ্দোষী সাব্যস্ত হন, কিন্তু জজ সাহেব কর্ম্ম না দেওয়াতে পুনর্ব্বার হাইকোর্টে দরখাস্ত করাতে কর্ম্ম প্রাপ্তির আদেশ হইয়াছে।

আমরা গত সপ্তাহের পত্রিকায় উল্লেখ করিয়াছি, যে ইনেস্পেক্টর বাবু গোপাল হরি মল্লিক কোন একটী খুন প্রমাণ করিতে গিয়া নিজে খুনের দায় পড়েন। শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম তিনি এই ভয়ানক কলঙ্ক হইতে মুক্তি পাইয়াছেন। যে দুরাত্মারা তাঁহার বিরুদ্ধে খুনের নালিশ করে, তাহারা বেজায় প্রমাদে পড়িয়াছে।

চাঁদপাড়াহইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেনঃ—

চাউলের দর ভয়ানক চড়া হইয়া উঠিল। যাহা দুর করা শাড় [illegible] টাকা ও এক টাকা, চৌদ্দআনা ও ২ টাকা ছিল তাহা ২৷৹ ২৷৷৹ ও দুটাকা বারোআনা হইয়া উঠিয়াছে। শুধু বাদলে কি এত চড়া হয়?

[illegible] এক জন পাঞ্জাবী অতিরিক্ত সরকারী কর্ম্মচারী উৎকোচ গ্রহণাপরাধে দোষী

সাব্যস্ত হওয়ায় তাহার জজীর পরিজনের সহিত ৪ বৎসর কারাবাস এবং ৮০০০ হাজার টাকা জরিমানার আদেশ হইয়াছে।

দেবতার দুর্ব্বিপাকে শান্তি পুর ডুবিতে এবার মোটে ৩০ হাজার মন অধিবেশ পাওয়া গিয়াছে। লক্ষ্ণৌ, কানপুর এবং ফিজাবাদ হইতে অদ্যাপি অ.ফিং আমদানি হয় নাই।

উত্তর প.শ্চম অঞ্চলে (আলাহাবাদ এবং মুনীর-বাদ) গত মাস পর্য্যন্ত যত লোক মরে তা-হার সংখ্যা ৩০৩৭২। ইহার মধ্যে ৩৭১৪ জন বসন্ত রোগে, ২২২ জন ওলাউঠা, ১৭০৮৮ জন জ্বরে এবং ৮৩৭৮ জন অন্যান্য রোগে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে। ১৮৫৭ সালের মে মাসে ৩৪৯১৮ লোকের মৃত্যু লিপিবদ্ধ করা হয়।

ঢাকা প্রকাশ বলেন, ইংলণ্ডের মুদ্রাযন্ত্রের আশ্চর্য্য ক্ষমতা। নিম্নলিখিত উদাহরণ তাহার উজ্জ্বল প্রমাণ দিতেছে। যে দিন লার্ড ব্রাউহামের মৃত্যু সংবাদ লণ্ডনে প্রকাশ হয়, সে দিন রবিবার পরদিন প্রাতঃকালে সমুদায় প্রাত্যহিক পত্রে দীর্ঘ২ প্রবন্ধে এই অদ্ভুত ক্ষমতাশালী পুরুষের বিয়োগ-শোক ও জীবনচরিত প্রকাশিত হইয়াছিল। ডেলী নিউস অত্যল্প হইলেও বৃহৎসাদ্ধ দুই স্তম্ভ তাঁ-তাত বৃহৎ অষ্ট স্তম্ভ মর্ণিংষ্টার বৃহৎ দুই পেজ। ইহা ব্যতীত মঙ্গলবার প্রাতঃকালে ঐ বিষয়ের ক্রাউ পেজী ২৪৭ পৃষ্ঠা উত্তমরূপে বাঁধানো এক পুস্তক প্রকাশিত হয়। মূল্য ১ টাকা। সোমবার বেলা দুই প্রহর পর্য্যন্ত ঐ পুস্তকের এক কর্ম্মাও প্রেসে চড়ে নাই ১০ ঘণ্টার মধ্যে ২১ কর্ম্মা ছাপা ও বাঁধা হইয়া পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থে দেওয়া হইয়াছে।

কটকের কমিস্যনার রিপোর্ট করিয়াছেন যে পুরীতে জলপ্লাবনে কিরূপে কিং ক্ষতি হইয়াছে তাহার সমুদায় সংবাদ তিনি জানিতে পারেন নাই। প্লাবনে নদীর বাঁধ ও বড়ং রাস্তা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ব্রহ্মণী ও বৈতরণী নদী ও মহানদীর কতক অংশ জলে পরিপূরিত হইয়াছে। জেলার গাড়া হইতে কদম পয়েন্ট পর্য্যন্ত সমুদায় স্থান একেবারে জল প্লাবিত হইয়া গিয়াছে। ব্রহ্মণীর বড়ং বাঁধ ভাঙ্গিয়াছে। পূর্ব্বে আত্যন্তিক প্লাবনে যত জল উঠিয়াছিল এবারে তদপেক্ষা ১৮ ইঞ্চ জল বেশি হয়। যাজপুরে অপেক্ষাকৃত অধিক প্লাবন হয়। পল্লিগ্রামে সকল লো., মহিষ, শস্য প্রভৃতি এবং মানুষ নষ্ট হইয়াছে। এসময় এই নিরাশ্রিত ব্যক্তি দিগকে আশ্রয় দেওয়া ও সাহায্য করা সর্ব্বতো ভাবে কর্ত্তব্য কার্কউড সাহেব ও অন্য একজন ডেপুটি কালেক্টর কে আদেশ দেওয়া হইয়াছে যে তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের গোলা হইতে চাউল লইয়া প্রয়োজন মত দিতরণ কি বিক্রয় করেন, যাহাদের মূল্য দেওয়ার ক্ষমতা আছে তাহাদের নিকটে বিক্রয় করিবেন।

ভদ্রকের ট্রঙ্ক রোডের অনেক স্থান ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সরকারি দেওয়ানেও প্লাবনে বিস্তর ক্ষতি [illegible] এখন পর্য্যন্ত সমুদায় সংবাদ পা-[illegible]। ১৯ জুন হইতে বৃষ্টি বন্ধ হইয়াছে [illegible] খুব জল বেগে সরিয়া যাইতেছে। আউশ [illegible] সমুদায় নষ্ট হইয়াছে এবং জলের জন্য আমন ও রোপণ করিতে পারিতেছে না। এখন কিছু কাল বৃষ্টি না হলেই মঙ্গল। বালেশ্বরের ম্যাজিষ্ট্রেট রিপোর্ট করিয়াছেন, যে কটকের মত দুর্দশা সেখানেও [illegible] হইয়াছে। [illegible] নষ্ট হইয়াছে এবং [illegible] জলে ডুবিতে পুন-[illegible] হইতেছে। [illegible] ডুবিতে অদ্যাপি জল আছে। [illegible] লোকের মৃত্যু হইয়াছে [illegible] অনেক লোক [illegible] হইয়াছে। [illegible] নষ্ট হইয়া-

ছে। সহস্র ২ গো মহিষ নষ্ট হইয়াছে। বালেশ্বরের উত্তর মহাস্থানের লোকের অবস্থা ভাল আছে। দুর্দিন দিগের প্রকৃত অবস্থা জানিবার নিমিত্ত এক জন কালেক্টর প্রেরণ করা হইয়াছে। রাম্পীনি সাহেব বলেন যে, সমুদয় লোকের সাহায্য করা প্রয়োজন করে না।

গত বৎসর, নিউইয়র্কে ৮০৫৩২ অপরাধী ধৃত হয়, তন্মধ্যে ৫৮৯৪৩ জন পুরুষ এবং ২১০৮৯ জন স্ত্রী। ইহাদিগের মধ্যে ১০ জন দুই বিবাহ, ৪২৩ জন ডাকাইতি, ১২৫ জাল, ১৭,১০৯ জন মাতলামি, ৯৪৭৮ জন মাতলামি সহ গোলমাল, ৬৯১৩ জন চৌর্য্য ৪০ জন হত্যা করণ অন্য অপরাধে সাব্যস্ত হয়। এই সকল দোষী ব্যক্তির মধ্যে ইউনাইটেড ষ্টেট বাসী ২৫৭৮০, ইংরেজ ২৭১৪৪; এচ্কচ্ [illegible]; আইরিশ ৩৮২৮৬; জর্ম্মান ৯৪৩০; ফরাসি ৪০৫; ইটালিয়ান ১০৪; রুসিয়ান ১১৯; চীন ৩.১ আফ্রিকান ৪। এই সকলের মধ্যে ৪৮ জন যাত্রা ওয়ালা; ৬১২ জন দালাল; ৪৯১ জন বেশ্যা; ৩০ জন পত্রিকার সম্পাদক; ২৪২ জন দোপানী; ৫০৯ তামাক ব্যবসায়ী; ৮৮৮ জন বণিক; ৪২ জন রিপোর্টার; ১৪২ জন শিক্ষক; ৯৯ জন মুদ্রাকারক; ১৪ জন উকীল। এতদ্ভিন্ন ১৩,৯০১ জনের কোন ব্যবসা ছিল না।

হিন্দু হিতৈষিণী বলেন, গত রবিবারে গোডার হাটে একটী দাঙ্গা হইয়া কএক জনের মাথা কাটিয়া গিয়াছে। সহরের উপরে এরূপ দাঙ্গা অল্প আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

ভারত রঞ্জন বলেন যে, গত সোমবার রাত্রি ২ প্রহর সময়ে এখানে ভূমিকম্প হইয়াছে। উত্তর হইতে দক্ষিণে কাঁপিয়া ছিল। প্রথমে অল্প অল্প কাঁপিয়া ক্রমে বেশী হইয়া পরে পুনরায় অল্প অল্প হইয়া ক্ষান্ত হয়। প্রায় ২০। ২৫ সেকন্ড পর্য্যন্ত স্থিতি হইয়াছিল।

ইংলণ্ডের রাজ পরিবারগণ কিনিয়ান দিগের হইতে অনবরত বিপদাশঙ্কা করিতেছেন। সেণ্ট জেম্সের হলে যে উৎসব হয়, সেখানে পাছে মহারাণীর জীবন ফিনিয়ানদের কর্তৃক আক্রান্ত হয়, এই ভয়ে ৪০০০ হাজার পুলিশ সৈন্য তথায় উপস্থিত ছিল। এরূপ শঙ্কিত হইয়া জীবন অতিবাহিত করা অপেক্ষা, শাকান্ন খাইয়া পর্ণ কুটিরে বাস করা শ্রেয়স্কর।

ইংলিশ ম্যান বলেন যে, বালিকা বিক্রয় কর প্রথা অদ্যাবধি রাজপুতনায় ক্ষান্ত হয় নাই। মেবারে বিশেষতঃ উহা অতিশয় প্রচলিত। তথাকার রাজা এবং তাঁহার কর্ম্মচারীগণের যত্নে উহা নিবারিত হয় নাই। সংপ্রতি শিব নাথ নামক এক ব্যক্তি ধৃত হয়। সে স্বীকার করে যে, তিনি বৎসরের মধ্যে সে ১০১ টি কন্যা বিক্রয় করে।

উক্ত পত্রিকা বলেন, কি প্রদেশের বিদ্রোহ ক্রমে গুরুতর মূর্ত্তি ধারণ করিতেছে। প্রায় ২০,০০০ হাজার পাহাড়িয়া ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছে।

বাগেরহাট হইতে কোন ব্যক্তি লিখিয়াছেনঃ—

বিগত ৫ ই জুন হইতে ১৭ই জুন পর্য্যন্ত অনবরত বৃষ্টি হওয়ায়, বাগের হাট কৈলন অতি কদর্য্য স্থান হইয়া উঠিয়াছে। একে ত এস্থান অতি নিম্ন তাহাতে আবার উত্তম রাস্তা না থাকায় যাতায়াতের ভারি অসুবিধা হইয়াছে। শুনিয়াছিলাম, মহকুমা লোকার্থে গবর্ণমেণ্ট হইতে অর্থ মঞ্জুর হইয়াছে এবং ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট বাবু ও চাঁদা করিয়া বিস্তর টাকা তুলিয়াছিলেন, তাহার পরিণাম কি হইল।

কি দুর্দৈব [illegible] বলিতে আর কিছু কহিবার নাই। পোষ্ট মাষ্টার ডাকের চিঠি গুলি

পাকেট করিয়া পোলিশ ষ্টেসনে পাঠাইয়াছেন পোলিশ কর্ম্মচারি গণ আবার তাহা বিলি করণার্থে অনায়েরি চৌকিদার দিগের নিকট দেন, চৌকিদার মহাত্মারা আবার তাহাদের নিজের সুবিধ মত বিলি করেন। কর্তৃপক্ষদের নিকট আমাদের নিবেদন যে যত্নে তাঁহারা আমাদের এই অসুবিধার নিরাকরণ করেন।

শুনিয়া যার পর নাই আহ্লাদিত হইলাম যে, অত্র এলাকার অন্তর্গত বনগ্রাম নিবাসী সুবিখ্যাত ভূম্যাধিকারী শ্রীযুক্ত বাবু নলিনী চন্দ্র রায় চৌধুরি মহাশয় এই সহর ষ্টেসনে একটী পাকা ঘাট নির্ম্মাণার্থ এক হাজার টাকা দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। ঐ মহাত্মাকে আমা[illegible] ধন্যবাদ।

কোন্নগর হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেনঃ—

১। এক দা এখানকার পু[illegible] ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন-টেণ্ডেণ্ট মেঃ জাইলস, সাহে[illegible] বিজ্ঞাপেন্ট্রি ইন্সে-ক্টোর দুচার নামক এক জন ফিরিঙ্গির হস্তে কার্য্যের ভার দিয়া স্থানান্তরে গমন করেন। উক্ত ফিরিঙ্গি কোন ভদ্র কর্ম্মচারিকে ঐ পুলিশ আপিসের বারাণ্ডা হইতে একটা [illegible] বাক্স ঘরের ভিতর আনিতে আদেশ করে [illegible] ভদ্র লোকটি তাহার বক্ষঃস্থলে বেদনা [illegible] তাহাতে অস্বীকার হওয়ায় পুনরায় অ[illegible]যোগের স[illegible] সাহেব কর্তৃক আদিষ্ট হ[illegible]। ভদ্র লোকটি পুনরায় অসম্মত হওয়ায় তাহাকে ঘাড় ধরিয়া আপিস হইতে বাহির করিয়া দেন। উক্ত ব্যক্তি অত্র স্থানের মাজিষ্ট্রেটকে জ্ঞাত করায় তিনি পুলিশ সাহেবকে ৫ টাকা জরিমানা করেন। পরে উক্ত ভদ্র লোক আপনার মানের দাবি দিয়া সদর আমিনের আদালতে নালিশ করে। সদর আমিন মহাশয় পুলিশ সাহেবের নামে ৩০ টাকার ডিক্রি দেন। এই রাগে পুলিশ সাহেব উক্ত ভদ্র লোকটিকে কর্ম্মচ্যুত করেন কিন্তু তিনি আপিল করিয়াছেন।

২। পূর্ব্বে সহরের প্রত্যেক গলিতে এক জন করিয়া চৌকিদার থাকিত কিন্তু এখন মিউনিসিপাল পুলিশ স্থাপিত হওয়ায় কেবল বড়ং রাস্তায়ই পাহারাদার নিযুক্ত হইয়াছে, সুতরাং গলিতে চোর ও মাতালের উৎপাত অধিক হইয়াছে।

যশোহর হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেনঃ—

মহাশয়! আবার কি! কালা খোঁচা পঁচা মানুষ নিশাচর প্রভৃতি অদ্ভুত জানোয়ার আপনকার পত্রিকার প্রান্তরে ভ্রমণ করিতেছে কেন? এই সময় তাড়াইবার চেষ্টা দেখুন। আর কিছু দিন দেরি করিলে শতং আসিয়া বিচরণ করিবে। পাছে প্রাণ নিয়ে সংশয় না হয়!!!

আর এক কথা। ঐ যে “কলার ঝুলো” মণীন্দ্রনাথের আলাপ নাই, [illegible] না করিয়া থাকিতে পারিলাম [illegible] কি মহাশয়। চোরের জ্বালায় আর রাত্রে চোক বুজাই বার যো নাই। একি পুলিশের দোষ, কি চৌকিদারের দোষ কিছু ঠিক করিতে পারিতেছি না। আপনি তো সম্পাদক। এদিক জোরে দুই এক কলম লেখুক না কেন? আর ত জ্বালা সয় না!!!

কএক দিবস হইল বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণের পুরস্কার উপলক্ষে অত্রত্য ইংরাজী স্কুল গৃহে অনেক ভদ্র লোকের সমাগম হইয়াছিল অনেক সাহেব লোক ও আসিয়া ছিলেন। কি জানি না কি ইংরেজী স্কুলের ছাত্রেরা তথায় যথা পায় নাই। ভাল সম্পাদক মহাশয়। এ সম্বন্ধে ত কএক খানি পত্রও পাইয়াছেন। তবে মোটা মুটি দুই এক পদ লিখিয়া প্রকাশ করুন না কেন? অপমান ত কম হয় নাই।

সাপ্তাহিক

অধীনতা কাল কূটে মরি হায় হায়।
করেছে কি আর্য্য সুতে চেনা নাহি যায়।

১মখণ্ড } ৯ ই শ্রাবণ বৃহস্পতিবার ১২৭৫সাল। ২৩শে জুলাই ১৮৬৮খৃঃ অব্দ } ২৩ সংখ্যা

অমৃত বাজার পত্রিকা।

বিজ্ঞাপন।

নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ অমৃত বাজার পত্রিকার এজেণ্ট নিযুক্ত হইলেন। গ্রাহকগণ ইহাঁদের নিকট পত্রিকার মূল্য দিলে আমরা প্রাপ্ত হইব।

বাবু চন্দ্র নারায়ণ ঘোষ মুক্তিয়ার,
যশোহর।

বাবু তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ,
কৃষ্ণনগর।

বাবু হরলাল রায় বি, এ, টিচার, হেয়ারস্কুল,
কলিকাতা।

বাবু উমেশ চন্দ্র ঘোষ নড়াল জমিদারের মুক্তিয়ার,
কাশীপুর।

বাবু দুর্গা মোহন দাস, উকিল,
বরিশাল।

যখন গ্রাহকগণ অমৃত বাজার বরাবর মূল্য পাঠান, তখন যেন তাহা রেজিষ্টরি করিয়া পাঠান।

যাঁহারা ষ্টাম্প টিকিট দ্বারা মূল্য পাঠান, তাঁহারা যেন এক আনার অধিক মূল্যের টিকিট না পাঠান।

বারিং কিম্বা ইন্ সাফিসিয়েণ্ট পত্রাদি, আমরা গ্রহণ করিনা।

বিজ্ঞাপন।

অমৃত বাজার পত্রিকার মূল্যের নিয়ম।

অগ্রিম।

বার্ষিক	৫ টাকা	ডাক মাশুল	৩ টাকা
ষাণ্মাসিক	৩	ঐ	১॥০
ত্রৈমাসিক	২	ঐ	৷৷০
প্রত্যেক সংখ্যার	৵০	ঐ	/০

বিনা অগ্রিম।

বার্ষিক	৭ টাকা	ডাক মাশুল	৩ টাকা
ষাণ্মাসিক	৪৸০	ঐ	১॥০
ত্রৈমাসিক	৩	ঐ	৷৷০

এই পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্য নির্ণয়।

প্রত্যেক পংক্তির প্রতি

প্রথম ও দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার.........৶

চতুর্থ ও ততোধিক বার.........৴১০

বিজ্ঞাপন প্রেরকেরা বিজ্ঞাপনের সহিত তাহার প্রকাশের মূল্য এক আনা কিম্বা আধ আনার ষ্টাম্প টিকিট দ্বারা আমাদের যন্ত্রালয়ে পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

সংগীত শাস্ত্র, প্রথম ভাগ।

উল্লিখিত পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে। উহার দ্বারা নানা বিধ গীত ও বাদ্য গুরুপদেশ ভিন্ন অভ্যাস হইতে পারিবেক। উক্ত পুস্তক কলিকাতাস্থ সংস্কৃত ডিপোজিটারিতে এবং কলিকাতার কলেজ ষ্ট্রীট বানার্জি এণ্ড ব্রদারসদের লাইব্রেরিতে, এবং নিম্ন স্বাক্ষরকারির নিকট তত্ত্ব করিলে গ্রহণেচ্ছুক মহাশয়েরা পাইতে পারিবেন। মূল্য ॥০ আনা, ডাকমাশুল এক আনা। কেহ নগদ ৫ টাকার বা তদধিক মূল্যের পুস্তক লইলে শত করা ১২।০ টাকা এবং ৫০ টাকা বা তদধিক মূল্যের পুস্তক লইলে শত করা ২৫ টাকা কমিসন পাইবেন।

শ্রী গৌর চন্দ্র ভট্টাচার্য্য
যশোহর অমৃত বাজার

অমৃত বাজার পত্রিকা।

৯ ই শ্রাবন বৃহস্পতি বার :

চিরস্থায়ী বন্দবস্ত

লার্ড কর্ণোয়ালিস বাধ্য হইয়া চিরস্থায়ী বন্দবস্ত করেন। ইহাতে জমিদারদিগের তাহাদের জমিদারি রক্ষণাবেক্ষণের যত্ন হয়, প্রজার উপর অত্যাচার কমিয়া যায়, ও গবর্ণমেণ্টের আয় এক প্রকার নিশ্চিন্ত হইয়া দাঁড়ায়। এ বন্দোবস্ত ১৭৯৩ সালে শেষ হইয়া যায়। তাহার পরে কত গবর্ণর আসিয়াছেন ও গিয়াছেন---কত ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে কিন্তু এ বন্দবস্তটী যেমন তেমনি রহিয়া গিয়াছে।

এ রূপ বন্দবস্তে প্রজাদিগের ক্ষতি জমিদারদিগের লাভ। যদি গবর্ণমেণ্ট জমিদারদিগকে উঠাইয়া দিয়া প্রজার সঙ্গে বন্দবস্ত করেন, তবে করের বৃদ্ধি ও প্রজার সৌভাগ্য বৃদ্ধি হয় কিন্তু আমাদের সঙ্গে ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সঙ্গে একটু বিভেদ [illegible] অনুধাবন করা যায়। আমাদের এক্ষণে যে রূপ অবস্থা তাহাতে চিরস্থায়ী বন্দবস্ত রহিত করিতে গেলে ভয় হয় যে, পাছে যাহা আছে তাহাও যায়।

মনুষ্যে সচরাচর ধনোপার্জ্জন, চাকুরী, কৃষি কার্য্য, বাণিজ্য, ও কারখানা (কুঠি) এই কয়েক প্রকারে করিয়া থাকে। বড় বড় কি মধ্যম রকমের চাকুরী সমুদয় রাজপুরুষদের হাতে। বাঙ্গালিদের এরূপ চাকুরি হইবার সম্ভাবনা নাই, যাহা দ্বারা তাহারা সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিয়া ধন সঞ্চয় করিতে পারে। দেশান্তরস্থ বাণিজ্যবাদ দিলে সমুদায় বাণিজ্যই ইংরাজদের হাতে। কারখানাও ঐ রূপ। আমাদের দেশের তন্তুবায়ের ব্যবসায়, ইংলণ্ডের যন্ত্রে, উৎসাহে, ও ধনে একেবারে নষ্ট হইবার যো হইয়াছে। অধিক কি এক্ষণে আমাদের পরিধেয় বস্ত্র পর্য্যন্ত ইংলণ্ড হইতে আসিয়া থাকে। নীল কুঠি ত প্রায় সমুদায় ইংরাজদের। লবন ইংলণ্ড হইতে প্রস্তুত হইয়া আসিলে তবে আমাদের আহার হয়। অহিফেনের ব্যবসায় গবর্ণমেণ্টের হাতে। যে অল্প পরিমাণে তিনি প্রস্তুত হইয়া রপ্তানি হয়, তাহার মধ্যেও ইংরাজেরা প্রবেশ করিতেছেন। বিশেষতঃ বাণিজ্য ও কারবার আমাদের এক কারণে নিতান্ত অসুবিধা। আমাদের খরিদ বিক্রয় কেবল এক ইংরাজের সঙ্গে। কাযেই আমাদের খরিদ বিক্রয়ের পাল্লা পাল্লি নাই। খরিদ বিক্রয়ের পাল্লা পাল্লি না থাকিলে ব্যবসায়ের লাভও নাই।

বাঙ্গালা দেশ খুব উর্ব্বরা, কিন্তু এটী ঠিক (কি কারণে তাহা এক্ষণে বলিতে চাহিনা) যে কৃষি দ্বারা আমরা কথঞ্চিৎ জীবন ধারণ করিতে পারি বই নয়, ধনোপার্জ্জন করিতে পারিনা।

এই ত আমাদের দেশের অবস্থা। আমাদের যাহা কিছু সম্পত্তি আছে, তাহা ভূমিতে, ইংরাজদের সেইটী হইয়াছে চক্ষু

শূন। তাঁহারা সতৃষ্ণ নয়নে ঐ দিকে বরা বর তাকাইয়া থাকেন। গবর্ণমেণ্ট সকল দিকে হাত বাড়াইয়াছেন, এইটা বাকি আছে, সেই নিমিত্ত জমিদার দিগের স হিত বন্দবস্ত লইয়া টানা টানি করিতেছেন।

যে রূপ অবস্থায় ঐবন্দবস্ত করা হয়, এক্ষণে তাহা সহসা লংঘন করিতে গবর্ণ মেণ্টের সাহস হয় না। কাযেই একটা ফিকির চাই। এই নিমিত্ত সুচতুর গবর্ণমেণ্ট "বিদ্যার নিমিত্ত কর" এই হুজুগ তুলিয়া দিয়াছেন। সত্তাইলের চন্দ্রবাবু কি গোবর ডাঙ্গার শারদপ্রসন্ন বাবুর ন্যায় উদার চরিত জমিদার বাঙ্গলায় বেসি নাই, সুতরাং জমিদার গণ ও দেশের লোকের প্রিয়নয়। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকেই স্বার্থ পর ও ইন্দ্রিয় পরবশ, এঁদের নিকট হইতে টাকা লইয়া বিদ্যার নিমিত্ত ব্যয়িত হইবে, ইহা সাধারণতঃ সকলেরি মনঃপুত হইতে পারে। গবর্ণমেণ্ট চিরস্থায়ী বন্দবস্ত উঠাইবার এই সুযোগটী অবলম্বন করিয়াছেন। যদি এটা একবার সাব্যস্ত হইল যে, ঐ বন্দবস্তের উপর কর বৃদ্ধি হইতে পারে গবর্ণমেণ্ট ও জমিদার দিগের পাট্টা কবুলতি কিছুই নহে তবে এক্ষণে যে রূপ মুসুকার উপর শত করা ২ টাকা ধরিতেছেন, ক্রমে ক্রমে উহা বৃদ্ধি করিবার আর বাধা থাকিবেনা। তাহা হইলে প্রজার কিছু মাত্র লাভ হইল না কেবল জমিদার গণ উচ্ছিন্ন গেল ও গবর্ণমেণ্টের আয় বৃদ্ধি হইল। গবর্ণমেণ্টের আয় বৃদ্ধি হইলে যাঁহারা শাসন করেন তাঁহাদের বই আর আমাদের কি লাভ? এক্ষণে যে সাধারণ্যে বিদ্যা প্রচারের কথা ধরিয়াছেন অর্থাৎ এই টাকা লইয়া বিদ্যার নিমিত্ত ব্যয় করিবেন বলিতেছেন, সে কেবল চিরস্থায়ী বন্দবস্ত ভাঙ্গিবার সহজোপায় মাত্র। সাধারণ্যে বিদ্যা প্রচারে আমাদের দেশের কত টুকু লাভ হইবে, লোহারামের ব্যাকরণ পড়িলে লাঙ্গল চলার কি সুবিধা হইবে, কি ভূগোল বিবরণ পাট করিয়া বস্ত্র বয়নের কি নূতন উপায় তন্তুবায়েরা শিখিবে, সে সম্বন্ধে আমরা পরে, যাহা বুঝি, লিখিব। আপাততঃ দেখিতেছি গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় জমিদার দিগেকে দৈন্য করা। আমরা ত দেশ সমেত লোক লক্ষ্মীছাড়া তবু যদিও জমিদার গণ আমাদের বড় প্রিয়নন, তবু ৩। ৪ টী ধনী লোক দেশে থাকে এ নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

—:০:০:—

নূতন মুনসেফ শ্রেণী।

আগামী নবেম্বর মাস হইতে আদালতের নিম্ন শ্রেণীর হাকিমদের সম্বন্ধে যে পরিবর্ত্তন হইতে যাইতেছে, সে সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলিবার আছে। মুনসেফদের বেতন বৃদ্ধি ও শ্রেণী বিভাগ করিয়া ন্যায়ানুগত কার্য্য করা হইয়াছে। অল্প বেতনের জন্য আমাদের আইন ব্যবসায়ীরা পার্য্য মাণে আর মুনসেফী শ্রেণীতে প্রবেশ করেন না। আবার এখন বিএল ও এল, এলের সংখ্যা বৎসর ২ বৃদ্ধি হইতেছে। সদর আমিন এবং প্রধান সদর আমিনের পদ বা নাম যে উটাইয়া দেওয়া হইল, তাহাতে বিশেষ কিছু সুবিধা কি অসুবিধা দেখা যায়না। তবে দিন কতক ইংরাজি নাম মুখে আনিতে লোকের কিছু অসুবিধা হইবে।

দশ আইনের মোকদ্দমা, ডিঃ কলেক্টরের হাত হইতে মুনসেফের হাতে উঠিয়া যাওয়ার মোক্তারিগণ আপত্তি করিয়াছেন। কিন্তু আমরা প্রস্তাবান্তরে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, এ বন্দবস্তে মুক্তিয়ারেরা যে তাঁহাদের লাভের হানি আশঙ্কা করিতেছেন, বাস্তবিক তাঁহারা ক্ষতি গ্রস্থ হইবেন না। আমাদের মতে দশ আইনের মোকদ্দমা নিষ্পন্ন করিতে মুনসেফেরা, ডিঃ কলেক্টর গণ অপেক্ষা অধিক তর যোগ্য। আইনের পরীক্ষা না দিলে আর মুনসেফী হয়না, ডিঃ কলেক্টরী কর্ম্ম আইন না পড়িলেও পাওয়া যায়। মুনসেফদের ১৭৯৩সাল হইতে এপর্য্যন্তের সমুদয় আইন কানন সারকুলার নজীর ইত্যাদি জানিতে হয়, ডিঃ কলেক্টরদের কাষ চালাইতে তত জানা আবশ্যক করেনা। দশ আইনের মোকদ্দমা আবার এমন কুটিল হইতে পারে এবং সচারাচর হইয়াও থাকে যে, শুদ্ধ বাকি খাজানার আদায় নহে, এক জনের হকিয়ত পর্য্যন্ত লইয়া টানা টানী হয়। এমত স্থলে দশ আইনের মোকদ্দমা বিচার করিতে মুনসেফদের অধিকতর উপযুক্ত হইবার সম্ভব।

নূতন বন্দবস্তে একটি গুরুতর বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিকরা হয়নাই। ডিঃ মাজেষ্ট্রেট ও কালেক্টরেরা কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া প্রথমে সদর জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটদের অধিনে থাকিয়া কর্ম্মকায শিখেন, তার পর বহুদর্শিতা জন্মিলে মহকুমার ভার পাইয়া থাকেন। এ একটী সুন্দর নিয়ম। মুনসেফদের সম্বন্ধে তাহাই কেন নাহয়? যাঁহারা কর্ম্ম পাইয়াই স্বাধীন ভাবে কোন সবডিবিসনের কাষ চালাইতে বাধ্য হন তাহাদের দ্বারা বিচার কার্য্য ভাল চলিবার কম সম্ভাবনা। অধিকাংশ হাকিমরা আমলা উকিলের নিকট আপনাদের অজ্ঞতা জানাইয়া সাহায্য পাইতে তত ইচ্ছা করেননা। মফঃস্বলে মুনসেফকে বিচারে সাহায্য করে এমন লোকও কম। আমলারা আবার জানিলেও হাকিম দিগকে শীঘ্র ২ কায শিখাইতে চাহেনা, কেন না হাকিমদের অজ্ঞতায় তাহাদের লাভ। এমত অবস্থায় মুনসেফদের প্রথমে কিছুকাল সদরে থাকিয়া কর্ম্মকায শিখিয়া মফঃস্বলে যাওয়াই কর্ত্তব্য।

—:::—

মোক্তিয়ার ও দশ আইনের মোকদ্দমা।

বিগত পত্রে আমরা সংবাদ স্তম্ভে লিখিয়াছি যে, যশোহরের মোক্তিয়ার গণ, দশ আইনের মোকদ্দমা মুনসেফ আদালতে উঠিয়া যাওয়ার বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আবেদন করিয়াছেন। ইংলণ্ড প্রভৃতি সমুদায় দেশেই এই রীতি যে, মোক্তিয়ার গণ মোকদ্দমার যোগাড় করিয়া থাকেন। উকিলেরা পরামর্শদেন ও আদালতে সওয়াল জওয়াব ইত্যাদি করেন। ফলতঃ মোক্তিয়ারেরা ইট যোগান উকিলেরা কোঠা গাঁথেন। এ দেশের মোক্তিয়ারেরা ব্যবসায় গত এই প্রভেদ টুক না জানিলেও কার্য্যতঃ ঠিক অন্যান্য দেশের মোক্তারের মত। এখন দেখা যাউক, মুনসফিতে দশ আইনের মোকদ্দমা উঠিয়া যওয়াতে মোক্তিয়ার দিগের লাভ কি ক্ষতি হইবে।

মুক্তিয়ার দিগের মধ্যে দুই শ্রেণী। এক শ্রেণী জমিদার দিগের বেতন ভোগী, অন্য শ্রেণী বাজে মোক্তিয়ার। এই বটতলার মুক্তিয়ারের বিষয় কিছু নাবলিয়া যথার্থ মুক্তিয়ার নামের উপযুক্ত অর্থাৎ বেতন ভোগী মোক্তার দিগের কথা বিবেচনা করা যাইতেছে।

মুক্তিয়ার দিগের উপার্জ্জনের তিনিটি উপায়। তাঁহারা মক্কেলের কাছে বেতন পান; দ্বিতীয়তঃ পুরস্কার; তৃতীয়তঃ ন্যায্য ব্যয়াপেক্ষা অধিক ব্যয় লিখিয়া মক্কেলের কাছে টাকা লন। প্রথমটীর বিবেচনা পরে করিতেছি। অপর দুইটা উপায়ের মুনসফিতে দশ আইন যাওয়াতে কোন ব্যাঘাত ঘটিবেনা।

মাল আদালতে জমিদার দিগের মধ্যে যে সকল মোকদ্দমা হয়, তাহাতে ফিস পাননা। বাজে মোক্তারিতে ফিস আছে বটে, কিন্তু দরিদ্র দিগের মধ্যে প্রায় ঐ সকল মোকদ্দমা হয় এবং তাহার দাবি অতি অল্প। সুতরাং দুই চারিআনা উর্দ্ধ সংখ্যা এক টাকা ফিসের মোকদ্দমা বড় বেশী উপস্থিত হয় না। কিন্তু এরূপ মোকদ্দমা (যত কর্ত্তৃকেন নাহউক) পাচ-

টাকার কমে উকিলেরা গ্রহণ করেন না। সাধারণতঃ মোক্তার দিগের ফিসের চৌত কিম্বা দশস্তুরা পাইবার নিয়ম আছে। সুতরাং উকিলকে পাঁচ টাকা দিতে গেলে অন্ততঃ এক টাকা কোথাও যাইবেনা।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে জমিদার তালুকদার দিগের মাল আদালতের মোকদ্দমায় মুক্তিয়ার দিগের ফিস পাইবার নিয়ম নাই। কিন্তু এখানে চৌত কিম্বা দশস্তুরা পাইবার কোন বাধা নাই। বিবেচনা কর পঞ্চাশ হাজার টাকার দাবিতে একটী নালিস হইল। উকিলের ফিস হইবে ৮৫০ টাকা। ইহাতে মুক্তিয়ারের চৌত ২১৩ টাকা, কিংবা দশস্তুরা ৮৫ টাকার কপর্দ্দকও কম পাইবার সম্ভাব নাই। যেভাবে বিবেচনা করা যায়, না কেন, এই পরিবর্ত্তন দ্বারা মুক্তিয়ার দিগের কিছুতেই জিত বৈ হারি নাই!

—১০১০—

রেভিনিউ বোর্ড ও সুরার দোকান।

আমরা শুনিয়া আল্লাদিত হইলাম যে এত দিনে মদের দোকানের উপর গবর্ণমেন্টের দৃষ্টি পড়িয়াছে। এ দৃষ্টি ভাল কি মন্দ? এক পক্ষে ভাল অপর পক্ষের ক্ষতি। গবর্ণমেন্টের লাভের কিছু ক্ষতি আর সুরাপায়ীদের ইচ্ছানুরূপ অনায়াসে সুরা প্রাপ্তের ব্যাঘাত। কিন্তু সাধারণের পক্ষে মঙ্গল। সুরাপায়ীরা যেন একেবারে নৈরাশ হইবেন না, ভয় নাই। মদের দোকান একেবারে উঠিবেনা। তবে কি না, কিছু শাসনে থাকিতে হইল, তা বলিয়া আর হাত কি। যত সব কুলোকে চক্র করিয়া, গবর্ণমেন্টের কাণে সুরাপান বিষয়ে বিষ দিয়াছেন! তাই বলিয়াই আমাদের প্রজাবৎসল গবর্ণমেন্ট তাহাদের প্রতি একেবারে বধির হন নই। সকলেরই মন রক্ষা করিতে হয় ভাবিয়া মাঝা মাঝি এক থান করিলেন যে, এদের ও মুখ চাপা থাকে আবার সুরাপায়ীরাও একে কালে ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ না করিতে পারে, অথচ গবর্ণমেন্টের ও লাভ থাকিয়া যায়।

রেভিনিউবোর্ডে এ সংক্রান্ত যে সকল নিয়ম করিয়াছেন, তাহা মদ্যপায়ীদেরপক্ষে নিতান্ত অসুবিধাকর নহে,যদি ও পূর্ব্বাপেক্ষা কঠিন তর হইয়াছে। উক্ত বোর্ড পোলিস কর্ম্মচারিদের উপর ভার অর্পণ করিয়াছেন। তাঁহারা দোকান হইবার উপযুক্ত স্থান পছন্দ করিবেন এবং বিক্রেতার চরিত্র ভাল করিয়া দেখিয়া শুনিয়া তাহার উপর বিক্রয়ের ভার দিবেন। ইহাতে গবর্ণমেন্টের যদি কিছু গূঢ় অভিপ্রায় থাকে তবে সিদ্ধ হইবেক। সুপারিনটেনডেণ্ড সাহেব যে এত শ্রম স্বীকার করিবেন, তাহার কোন মতে সম্ভাবনা নাই, তবে অধীনস্থ কার্য্যকারীর উপর অবশ্যই এই ভার পড়িবে, তাহা হইলেই সুরাপায়ীদের চান্দের দিন বুধের দশা।

গবর্ণমেন্টের স্বার্থ থাকিতে মদ লইয়া এত পেড়াপীড়ি করিতেছেন, বোধহয় ইহার দুই রকম অর্থ থাকিতে পারে, বাহ্য ও গূড়। বাহিরে দেখান হল যে লোকের যাহাতে মঙ্গল হয় তাহার চেষ্টা করিতেছেন অর্থাৎ মদের দোকান কমান হইতেছে, কিন্তু এই বাহ্য অর্থ ধরিয়া যে ডিসাট্রিক্ট সুপারিনটেণ্ড্যাণ্ট কায করিবেন, তাঁহার যশ লাভ করা দূরে থাকুক বরং তিনি তিরস্কৃত হইবেন। আর গূঢ় অর্থ ধরিয়া বিধি কার্য্য করিবেন অর্থাৎ মুখে যাহা বলিবার তাহা খুব বলুন, কাযের বেলায় যেন গবর্ণমেন্টের আয়ের হ্রাস না হয়, তিনিই যশ লাভ ও উচ্চ পদ পাইতে পারিবেন। আমাদের গবর্ণমেন্ট এমন কাঁচা ছেলে নয় যে, নিজের স্বার্থ হঠাৎ ভুলিবেন।

—১০১১—

শিক্ষকদের দুরবস্থা।

বালকদের বিবেচনায় গুরু মহাশয় অপেক্ষা শ্রদ্ধাস্পদ আর কেহ নাই কিন্তু সাধারণের বিবেচনায় এ হত ভাগা অপেক্ষা অশ্রদ্ধাস্পদ আর কেহ হইতে পারে না। শত বায়স মরিলে এক গুরুমহাশয় সৃষ্ট হয়, এই কৌতুক জনক বাক্য এদেশে প্রচলিত থাকায় স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, লোকের শ্রদ্ধারাজ্যে গুরুমহাশয় কোথায় স্থান প্রাপ্ত হন। কিন্তু এ মত যে অপরিপক্ক নয়, ইহার একটি প্রামাণ এই যে, দূরদর্শী ইংরাজেরা শিক্ষক সম্প্রদায়ের প্রতি হত শ্রদ্ধা হইয়া কার্য্যের দ্বারা ইহার পোষকতা করিতেছেন। যদি শিক্ষক সম্প্রদায়ের অস্থিচূর্ণক পরিশ্রম, ও চির রোগীত্বের প্রতি দৃষ্টি করা যায়, তাহা হইলে কে না জানিতে পারে যে, কর্ত্তৃপক্ষীয় মহোদয়েরা শিক্ষক দিগকে প্রকৃত রূপে ব্রাহ্মণের গাভি, করিয়া রাখিয়াছেন; যিনি শিক্ষক না হইয়া অন্য কোন কার্য্য করিলে দশ বৎসরের মধ্যে ৪০০। ৫০০ টাকা বেতন পাইতে পারাতেন, তিনি শিক্ষা বিভাগে প্রবেশ করিয়া চিরকাল ১০০ কিম্বা ১৫০ টাকা বেতনে পড়িয়া থাকেন, লাভের মধ্যে মস্তিষ্ক কি কাশ রোগে এক কালীন অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়েন। যাহা হউক কর্ত্তৃ পক্ষীয়েরা শিক্ষক দিগের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া এতদ্দেশীয় গণের উপরের লিখিত মতকে যুক্তি সংগত স্বীকার করিয়া তাহা দিগকে বিশেষ মান্য করিতেছেন। ইংরাজেরা যাহা করেন, তাহা যুক্তি সংগত, এবিষয়ে কে সন্দেহ করিবে এবং যাহা বাঙ্গালী দিগের মতে যুক্তি যুক্ত তাহা ইংরাজেরা ভাল বলিলে দশ গুণ বিবেচনা সিদ্ধ হয় এবং তাহা হইলে এতদ্দেশীয় গণের গৌরব শত গুণে বৃদ্ধি হয়। বঙ্গবাসী গণ! ইংরাজ কর্ত্তৃ পক্ষীয়েরা যে শিক্ষক গণ সম্বন্ধে তোমাদের মতের পোষকতা করিয়া তোমাদের গৌরব বৃদ্ধি করিতেছেন, তজ্জন্য তাহা দিগকে মনের সহিত ধন্যবাদ প্রদান কর।

শিক্ষকদিগের অবস্থা একবার পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যাউক। তাঁহারা কি আপনাদিগের দুরবস্থার জন্য অসন্তুষ্ট হইবেন এবং বেতন বৃদ্ধির চেষ্টা করিয়া কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের ন্যায়ানুগত ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করিবেন? প্রতি সুবিজ্ঞ ও তত্ত্বজ্ঞান বিশিষ্ট ব্যক্তি জানেন যে, যে অবস্থায় নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকলের চরিতার্থতা সম্পাদন না হইয়া উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল পরিমার্জ্জিত হয়, সেই অবস্থাই পরম প্রার্থনীয়। শিক্ষক দিগের অবস্থা এই রূপ। সে অবস্থায় কি লাভ হয় একবার স্থির চিত্তে দেখা আবশ্যক। সচ্ছন্দ অবস্থায় সন্তোষ অপেক্ষা দুরবস্থায় সন্তোষ শিক্ষা করিতে আত্মার প্রকৃত মহত্ব লাভ করা হয়। এরূপ মহত্ব শিক্ষক, ব্যতীত কাহার ভাগ্যে সম্ভাবিত হইতে পারে? সহিষ্ণুতা কি সাধারণ গুণ ইহা শিক্ষক দিগের অবস্থা ব্যতীত আর কোথায় প্রকৃষ্টরূপে অভ্যাস করা যায়। মিতব্যয়িতা কেমন সুন্দর গুণ! ইহা শিক্ষক হইলে না শিখিয়া থাকিতে পারা যায় না। হিন্দু শাস্ত্রে কথিত আছে যে, সুখ দুঃখ সমভাবে দেখা মুক্তির প্রধান উপায়। ইউরোপের একপ্রান্তে এক মহাত্মা বলিয়াছিলেন "ক্লেশ অমঙ্গল নহে,,। এ সকল মহৎ সত্য শিক্ষকেরাই হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম। লোকে আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য বনে গিয়া শরীরকে ক্লিষ্ট করিতে অভ্যাস করেন, ভারতবর্ষে কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা শিক্ষক দিগকে সেই ফল লাভ করিবার উপায় করিয়া দিয়াছেন। শিক্ষক দিগের কর্ত্তব্য যে দিব্য চক্ষু উন্মিলন করিয়া এ সকল দর্শন করুন। উপরোক্ত কারণ গুলী অপেক্ষা শিক্ষক দিগের অবস্থা স্পৃহনীয় হইবার একটী মহত্তর কারণ আছে। আমাদের দেশের লোকে বলে "আশা পরম সুখ,, এবং মহাত্মা প্যাসক্যাল বলেন যে "বর্ত্তমান ভোগে সুখ নাই, কিন্তু ভোগানুসন্ধানেই প্রকৃত সুখ,,। এ সকল কথা অমূল্য রত্ন। শিক্ষক দিগের মত কাহাদের আশা চিরজীবী হইয়া রহিয়াছে। তাঁহারা বেতন বৃদ্ধির

জন্য চেষ্টা করিবেন। গ্রেড হইবার কত সম্ভাবনা; বিলাতীয় অধ্যাপকেরা গ্রেডভুক্ত হইয়াছেন তাহার মধ্যে দুই চারি জন বাঙ্গালী ও পড়িয়াছেন। আবার দেশ কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা শিক্ষক দিগের দুঃখে দুঃখী হইয়া কত সময় বলিয়া থাকেন "সত্যই বাঙ্গালি শিক্ষকেরা অল্প বেতন পায়, কেবল চখের জল পড়িতে বাকি থাকে। এই সকল কারণেতে শিক্ষকেরা অমূল্য আশা ধনে ধনী হইয়াছেন। এবং তজ্জনিত অপরূপ সুখ ভোগ করিতেছেন। শিক্ষক দিগের অবস্থা খনীস্থ হিরকের ন্যায়, দেখিতে কদর্য্য বটে কিন্তু তাহার অন্তরে সৌন্দর্য্য বিরাজ করিতেছে। শিক্ষকেরা সেই অবস্থায় আছেন, যে অবস্থায় ইন্দ্রিয় নিগ্রহ হয়, ঐহিক কামনা সকল বিদূরিত হয়; যে অবস্থায় "শরীর ব্যাধি মন্দির,, এ সত্য যথার্থ রূপে বুঝা যায়; যে অবস্থায় জ্বর ব্রহ্মা থাকেনা এবং সহিষ্ণুতা ও মিতব্যয়িতা সুন্দর রূপে শিক্ষা করা যায়; আহা, যে অবস্থা সর্ব্ব পূজ্য বার্দ্ধক্য শীঘ্র লাভ করা যায়, এবং (বলিতে আনন্দের সীমা থাকেনা) সর্ব্বতাপ হন্তারক মৃত্যুর পথ পরিষ্কৃত হয়। শিক্ষকেরা সেই অবস্থায় রহিয়াছেন, যে অবস্থায় (সমুদয় পৃথিবী দর্শনকর) আশা পরিপূর্ণও হয়না, ম্রিয়মান ও হয়না। হে শিক্ষক গণ! যাঁহারা তোমাদিগকে এই স্পৃহনীয় অবস্থায় রাখিয়াছেন তাহাদিগকে রাত্রি দিন সর্ব্ব স্থানে ধন্যবাদ প্রদান কর। যদিও কথায় কথায় খক খক করিয়া কাশিতে হয়, যদিও প্রতিচিন্তায় মস্তিষ্ক চিড় চিড় করিয়া উঠিল বলিয়া রগ টিপিতে হয়, যদিও অল্প আয়ের জন্য সকলে তোমাদিগকে ঘৃণা করে ও সাংসারিক কষ্ট ভোগ করিতে হয়, বিশ্বাস কর, বিশ্বাস কর, বিশ্বাস কর যে, তোমাদের অবস্থা পরম বাঞ্ছনীয়। খোঁতা, তোঁতা টোটকাটা অমৃত বাজার যাহা বলে তাহা অগ্রাহ্য করিও না। হে সংবাদ পত্রের লেখক গণ! তোমারা শিক্ষক দিগের অবস্থাকে কেন এত শোচনীয় মনে কর। সুবুদ্ধি বলিতেছে শীঘ্র তোমাদের ভ্রম সংশোধন কর, এবং নিরপেক্ষতা বলিতেছে শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগকে এক তান হইয়া ধন্যবাদ প্রদান কর।

—:০:—

পোষ্ট আফিস।

ডাকের পত্র শুদ্ধ যে পোষ্ট আফিস কর্ম্মচারীদের তাচ্ছল্যে সুন্দর রূপ বিলি হয় না তাহা নয়, পত্রপ্রেরক দের বিশেষ দোষ আছে। যে রূপ করিয়া পত্রের শিরোনাম লিখিলে পত্র নির্বিঘ্নে ও অল্প সময়ে পৌঁছে তৎ সংক্রান্ত একখানি বিজ্ঞাপন পোষ্ট মাষ্টার জেনারেল দিয়াছেন; তাহা নিম্নে প্রকাশ করা গেল।

পোষ্ট আফিস কর্ম্মচারিগণ
সমীপে নিবেদন
এই যে।

১। চিঠির উপরে দেশীয় ভাষায় অনাবশ্যক অনেক মোকাম থাকাতে পোষ্ট আফিসের বিলক্ষণ কার্য্যের ক্ষতি হয়।

২। অসম্বন্ধ কথার প্রয়োগ থাকাতেও এক এক লাইনে ব্যক্তির নাম, ধাম; উপাধি বা ব্যবসায় না লেখা থাকাতে এক একটী চিঠির মোকাম নিশ্চয় করিতে অনেক বিলম্ব ও অনর্থক কষ্ট হয় এবং মোকাম অক্লেশে বোধ গম্য না হওয়াতে কাজে কাজে ডেড লেটার আফিসে এমত অনেক চিঠি পাঠাইয়া দেওয়া হয়, যাহাদের উপরি ভাগে ইংরেজি ধরণে নাম, ধাম, লিখিত থাকিলে অনায়াসে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির নিকটে পৌঁছিতে পারে।

৩। অতএব তাঁহারা শ্রম স্বীকার পূর্ব্বক দেশীয় লোকদিগেকে উল্লিখিত অসুবিধার কারণ জ্ঞাত করিবেন ও তাঁহারা আলম্বিত পদ্ধতির উপর হস্তাপর্ণ না করিয়া তাঁহাদের চিঠি নিরূপিত স্থানে নিঃসংশয় পৌছে দেওয়াই যে আমাদের অভিপ্রায় তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিবেন।

৪। আমি এই বিষয়ে ডাইরক্টের অব পবলিক ইনষ্ট্রকসনকে লিখিয়াছিলাম। তিনি বোম্বে প্রেসিডেন্সিস্থ ভারনাকিউলর বিদ্যালয় সমূহে প্রচার করিবার মানসে অনুগ্রহ পূর্ব্বক এক মেমরেণ্ডম (নং ৩৭০৪ তারিখ ২১ এমার্চ্চ ১৮৬ খৃষ্টাব্দ অনুবাদ ইহার সঙ্গে আছে) লিখিয়াছেন। তাহা পাঠ করিলেই নব্য সম্প্রদায়ীরা দেশীয় ভাষার লিপির উপরে যথানিয়মে নাম, ধাম, লিখিতে শিখিবেন। সে যাহা হউক, আমাদের এই পর্য্যন্ত করিয়াই ক্ষান্ত হওয়া উচিত বিবেচনা করি না, আমি আন্তরিক বাঞ্ছা করি যে, মহোদয় সর এ গ্রান্টের মেমরেণ্ডম অন্তর্গত সহজ সহজ নিয়মগুলি আধুনিক অস্ম দেশীয় পত্রলেখক সর্ব্বসাধারণকে বিদিত করা হয় এবং এই লক্ষ্য রাখিয়া প্রত্যেক পোষ্ট মাষ্টার ও প্রত্যেক ডেপুটী পোষ্ট মাষ্টর আপনার সুযোগ ও অবকাশ বুঝিয়া ঐসকল নিয়ম প্রচার করিতে সাধ্যানুসারে চেষ্টা করুন। আর এই স্থলে আমি প্রত্যেক কালেক্টর ও ডেপুটি কমিসনরকে পূর্ব্ব পারে গ্রান্টের অর্দ্ধের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এই বিষয়ে আনুকূল্য প্রদানে বাধিত করিতে অনুরোধ করিতেছি।

৫। বিলি না হইয়া বোম্বে ডেড লেটর আফিয়ে যে সকল দেশীয় ভাষায় নাম, ধাম, লিখিত চিঠি দাখিল হয় তাহার সংখ্যা শত করা বড় অল্প নহে। কিন্তু আমি নিশ্চয়বোধ করিতেছি যে, অভিলষিত রীতির অনুষ্ঠান করিলেই এই অনিষ্টের অনেক নিবারণ হইতে পারিবেক।

এক আর, হগ (স্বাক্ষরিত)
আফিসিয়েটিং পোষ্টমাষ্টার জেনরল]
বোম্বাই পোষ্ট মাষ্টার জেনেরেলের ক্যাম্প
তারিখ ৩ এপ্রেল সন১৮৬৮ খৃষ্টাব্দ।

মেমরেণ্ডম নং ৩৭৩৪

পুনা আফিস ডাইরেক্টর অব পবলিক ইনষ্টাক্সন, তারিখ ২১ এ মার্চ্চ সন ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দ। ইংরেজী রীতি অনুসারে চলিত দেশীয় ভাষায় চিঠির উপরে নাম, ধাম, লেখা গবর্ণমেন্টও গবর্ণমেন্ট সাহায্য সাপেক্ষ ভারনাকিলার স্কুলে অম হেড ৩২ ষ্টাণ্ডের্ব অন্তর্গত বলিয়া অতঃপর বিবেচনা করা হইবে।

তাহাতে নিম্নলিখিত নিয়মানুযায়ী চলিতে হইবে।

১। নাম, ধাম, ইত্যাদি পৃথক পৃথক লাইনে লিখিতে হইবে।

২। যে ব্যক্তিকে পত্র প্রেরণ করা হইবে শুদ্ধ তাহার নাম ও উপাধি থাকিলে উপাধি প্রথম লাইনে লিখিতে হইবে। যথা

রাও সাহেব রাম চন্দ্র নারায়ণ পাধকি

৩। সর্ব্বশেষের লাইনে কেবল জেলার, অথবা যে শহরে চিঠি বিলি করিতে হইবে সেখানে পোষ্ট আফিস থাকিলে সেই শহরের নাম লিখিতে হইবে।

জেলা সাতারা।
অথবা বেলগাম।

৪। শেষ লাইনের পূর্ব্ব লাইনে শহরের যে অংশে বিলি করিতে হইবে, তাহার নাম লিখিতে হইবে যথা অঙ্গলওয়ার পেথ।

অথবা তালুকের নাম দিতে হইবে, যথা হাওয়েলি তালুক।

৫। তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী লাইনে রাস্তার নাম ও বাটীর নং থাকিবে, যথা ৫ লোহাব চাল অথবা গ্রামের নাম থাকিবেক, যথা পিম্পুল গাঁ।

৬। মোকামের দ্বিতীয় লাইনে, যে আফিসে কর্ম্ম করা হয়, তাহা অথবা উদ্দেশ্য ব্যক্তির ব্যবসায় লিখিত থাকিবে, যথা সেরেস্তাদার দোকান ওয়ালা ভাট ইত্যাদি।

৭। সকল অনাবশ্যক কথা, যথা "তাহাকে এই লেকা দিবা।,, ইত্যাদি লিখিতে নিষিদ্ধ।

পোষ্টেজ ষ্ট্যাম্প চিঠি মুড়িয়া দক্ষিণ

হস্তের দিকে উপর কোণে আটকাইতে হইবে, যে শহরে পোষ্ট আফিস আছে, তাহার নাম অথবা জেলার নাম সেই দিকে নিম্ন ভাগের কোণে লিখিতে হইবে। প্রেরণ কর্ত্তার কেবল নামটী ক্ষুদ্রং অক্ষরে চিঠির বাম দিকে নিম্ন ভাগের কোণে লেখা যাইতে পারে, কিন্তু " হইতে,, এই কথা ব্যবহৃত না হয়।

এ, ক্রাফ্ট স্বাক্ষরিত।
ডাইরেক্টর অব পবলিক
ইনষ্ট্রাকসন।

—১০০৯—

শিক্ষা দর্পণ হইতে উদ্ধৃত।

আমরা এত ছোট কিসে?।

ইংরাজ মাত্রেই এতদ্দেশীয় লোক অপেক্ষা বড়—ইংরাজ মাত্রেই আমাদিগের শ্রদ্ধা, ভক্তি, এবং উপাসনার পাত্র—ইংরাজ মাত্রেই সাহসিক, সত্যবাদী, ন্যায়-পরায়ণ—অনেকের মনে২ এই ভাব—অনেকের ব্যবহারেও এই ভাব দেখিতে পাওয়া যায় এদেশীয় বড় মহাশয়েরাও একজন যে কোন ইংরাজকে পাইলে তাহার সহিত ইংরাজী কথা কহিয়া চরিতার্থতা লাভ করিয়া থাকেন। এইরূপ ভক্তিটী ইংরাজী পড়ার ফল। আমাদিগের শিক্ষাগুরু ইংরাজেরা আমাদিগকে যে মন্ত্রদান করিয়াছেন সেই মন্ত্রের প্রতি স্বতঃই প্রগাঢ় ভক্তি হইয়াছে এবং সেই জন্য মন্ত্রদাতা এবং তাঁহার গোষ্টিবর্গ সকলের প্রতিই আমাদিগের ঐ কাল্পিক ভক্ত জন্মিয়া গিয়াছে।

ভক্তি ভাল জিনিস। ভক্তি থাকিলে মন কোমল এবং নম্র হয়, সুতরাং উন্নতির পথ মুক্ত থাকে। কিন্তু ভক্তির নিতান্ত আধিক্য হইলে প্রীতি না জন্মিয়া প্রত্যুত ভয়েরই উদ্রেক হয়, মন সঙ্কুচিত হয়, আত্ম-গৌরব নষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং মনুষ্য প্রকৃতির অবনতি ঘটিয়া উঠে। এই জন্য ইংরাজদিগের প্রতি এক্ষণে যেরূপ অযথা ভক্তি দেখিতে পাই, তাহা আমাদিগের শ্রেয়স্কর বলিয়া বোধ হয় না।

ইংরাজদিগের মধ্যে এমন কি গুণ আছে, যাহা আমাদিগের নাই, কি ছিল না, কি পুনর্ব্বার হইতে পারে না? উহাঁরা আমাদিগকে খুব ছোটই বোধ করেন বটে। তাহা করায় উহাঁদিগের স্বার্থ আছে। আমাদিগকে নিতান্ত হেয় এবং অকর্ম্মণ্য না বলিলে উহাঁরা কেমন করিয়া আমাদিগকে বঞ্চনা করিয়া আমাদিগেরই দেশের সমুদায় সার আত্মসাৎ করিবেন? কিন্তু আমরা একবার ভাবিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারিব যে, ইংরাজ হইলেই কিছু পীর হয় না। উহাঁদিগের সেক্সপিয়র, মিল্টন পড়িয়া আমাদিগের ভক্তি হয় হউক—সে ভক্তি উচিত বটে—কিন্তু আমাদিগের কালিদাস ভবভূতিও কি ভক্তির পাত্র নহেন? যদি বল ঠিক সেক্সপিয়র মিল্টনের ন্যায় নহেন। আমরা সে কথা স্বীকার করি। কিন্তু জর্ম্মেন কিম্বা ফরাসীদিগের মধ্যে ও ত কোন দুই জন কবি ঐ দুই জন ইংরাজ কবির তুল্য নাই—তবে কি জর্ম্মেন এবং ফরাসীরা আত্মগৌরব পরিশূন্য হইয়া আমাদিগের মত একবারে ইংরাজ মন্ত্রে দীক্ষিত হইবেন? যদি বল যে এক্ষণে কালিদাসাদির নাম উল্লেখ করিয়া গৌরব করা ব্যর্থ। আমরা ত সংস্কৃত ভাষার চর্চ্চাই পরিত্যাগ করিয়াছি কিন্তু তাহা হইলে নব্য ইটালীয়রাও আর লাটিন ভাষার ব্যবহার করে না বলিয়া আপনাদিগের বর্জিলের নাম লইয়া গৌরব করিত না। ভাল, যদি কালিদাসাদির নামও না করি তথাপি বাঙ্গালার কবিকঙ্কন এবং পশ্চিমাঞ্চলের কবিচন্দ্র এবং তুলসী দাস ইহাঁরা কি আমাদিগের গৌরবের পাত্র নহেন কোটি২ ব্যক্তি ঐ সকল গ্রন্থ শতাধিক বৎসর পাঠ করিয়া আসিতেছে এবং পাঠ কালীন তাহাদিগের মনে রূপ মূর্ত্তিমান হইয়া বীর, হাস্য, করুনাদি ভাবের স্পষ্ট উদ্দীপন করিতেছে। সে সকল গ্রন্থ ইংরাজী ওয়ালারা প্রশংসা করুন বা না করুন তাঁহাদিগের মান্যাস্পদ ইংরাজী গ্রন্থ সকল হইতে উহারা নিকৃষ্ট নহে।

ক্রমশঃ

—১০১০—

সংবাদাবলি।

আমাদের বড় সৌভাগ্য। মহারাণীর একটি পৌত্রী হইয়াছে।

মং সাহেবের ন্যায় মান্দ্রাজের কাপ্তেন কার সাহেব দক্ষিণ ভারতবর্ষীয় প্রায় ২০০০ প্রবাদ বাক্য লিপি বদ্ধ করিয়াছেন। কতক সংস্কৃত বাক্যও কার সাহেব সংগ্রহ করিয়াছেন।

ইংলিশম্যান বলেন বাল্কারের পূর্ব্ব দ্বারে দাস বিক্রয়ের ব্যবসায় অদ্যাবধি প্রচলিত আছে, গবর্ণমেন্ট ইহা জানিয়া বিজনীর রাণীকে ৭০০ শত দাস ও দাসীকে মুক্ত করিতে বাধ্য করিয়াছেন।

লাহোর ক্রণিকল ফিরোজ পুরের একটি ভয়ানক শোচনীয় বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। এক জন কামার তাহার স্ত্রীর কোন ভিস্তিদারের সহিত প্রণয় হইয়াছে এই রূপ সন্দেহ করিয়া তাহাকে খুন করে। তার পরে তাহার ১৮ বৎসর বয়স্ক বিবাহিতা কন্যাকে এবং সাত বৎসরের আর একটি কন্যা এবং দশ বৎসরের পুত্রকে "বধ" করে। তদনন্তর সে ভিস্তিদারের বাটিতে যাইয়া তাহার স্ত্রীকে ভয়ানক রূপে আঘাত করে। পরিশেষে সে পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হয়।

রাজন টাইমস্ বলেন, ব্রহ্ম দেশের রাজা, রুসিয়ান দিগের অগ্রসর দেখিয়া অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, এবং সর্ব্বদা অনুসন্ধানে আছেন যে তাহারা কখন আসিয়া ভারতবর্ষের সম্মুখস্থ সীমা অতিক্রম করিবে। সাধারণের বোধে রাজার আশা যে, ইংরেজ ও রুসিয়ানদের পরস্পরের মধ্যে যখন যুদ্ধ লইয়া গোল যোগ উপস্থিত হইবে তখন তিনি সেই সুযোগে তাহার ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক ভ্রষ্ট রাজ্য পুনঃ প্রাপ্ত হইবেন।

মুঙ্গিরে এক জন ইংরেজ তাহার স্ত্রীকে প্রহার করিতেং মারিয়া ফেলায়, ১৪ জুলায় কলিকাতার সেসন আদালতে সে দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় বিচার পতি মার্কবি তাহাকে কঠিন পরিশ্রমের সহিত ৪ বৎসর মেয়াদ দিয়াছেন।

ক্রাফোর্ড নামক রেলওয়ে কর্ম্মচারী, যে ব্যক্তির গত বৎসর অপর এক জন ইংরেজের স্ত্রীর সহিত পরদার করাতে ১ বৎসর কারাবাসের আদেশ হয়, উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের লেপ্টেনান্ট গবর্ণর তাহাকে মুক্তি দিয়াছেন। এব্যক্তি কারারুদ্ধ থাকিলে ইহার স্ত্রী একেবারে নিরাশ্রয়ে পড়ে এই নিমিত্ত ইহাকে এই অনুগ্রহ করা হইয়াছে। লেপ্টেনান্ট গবর্ণরের এতদ্ব্যবহার যে অতিশয় প্রার্থনীয় তাহার সন্দেহ নাই, তবে কথা হইতেছে, এদেশীয়দের প্রতি এরূপ কৃপা বিতরণ করা হয় কি না?

সেনিস পর্ব্বতের উপর ফেল সাহেবের রেলওয়ে খোলা হইয়াছে। ১৩ই জুন দুই খানি ট্রেন সাড়ে পাঁচ ঘন্টার মধ্যে গমন করিয়াছিল

হিন্দু রঞ্জিকা বলেন, "জনাপেল আগড়ীদিগের নিকটে একটী স্ত্রীলোক গোদানী (উল্কী) দ্বারা শরীর চিত্রিত করিতে গিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে! ঐ হতভাগিনী অনেক গুলি গোদানী উত্তপ্ত লৌহ দ্বারা ধারণ করায় এই অপমৃত্যুর ঘটনা হইয়াছে। ফলতঃ গোদানী এদেশীয় স্ত্রীলোক দিগের এক প্রকার মৃত্যুর দ্বার, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তথাপি এতদ্দেশীয় অনেক ইতর কামিনী ইচ্ছাপূর্ব্বক ঐ দ্বারে প্রবিষ্ট হয়!

জুনাঘ বাদের নবাব ঘোষণা দিয়াছেন যে, তাঁহার অধিকারের মধ্যে যে কেহ শিশু বিক্রয় করিবে, তাহার শাস্তি হইবে। সম্প্রতি এইরূপ একটি ঘটনা হয়। একজন কুলীর স্ত্রী পুরুষের [illegible] করিয়া তাহার, মৃতন স্বামীর সম্মতি ক্রমে তাহার দুটি কন্যা ও একটি পুত্র বিক্রয় করে। ইহাদের উভয়ের ৬ মাস মেয়াদ হইয়াছে।

ইংলিশ ম্যানের কাবুলস্থ সংবাদ দাতা বলেন যে, রুসিয়ানেরা নিকটবর্ত্তী হওয়ায় ফিরোজ সাহা অতিশয় আহ্লাদ প্রকাশ করিতেছেন এবং তাহাদের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনের চেষ্টা পাইতেছেন। তিনি বালকার হিন্দুস্থানী দিগের নিকট, ভারত বর্ষের প্রত্যেক অংশে, কাশ্মিরের রাজার নিকট, কাসগারের ওয়ালির নিকট, নেপালের সর্দার এবং তুর্কি স্থানের রাজাদিগের নিকট দূত প্রেরণ করিয়া রুসিয়ান দিগের জয় যাত্রা ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন।

পারিস নিবাসী ব্যারণ আরলেঞ্জার এবং লণ্ডন নিবাসী জুলিয়স রিউটার সাহেব ফ্রান্স হইতে আমেরিকা পর্য্যন্ত টেলিগ্রাফ বসাইবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা ও ভার ফরাসীস গবর্ণমেন্ট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন।

মহারাণী পারলিয়ামেন্ট অনুরোধ করিয়াছেন যে সর রবার্ট নেপিয়ার ও তাঁহার পুত্র পৌত্রাদিদিগকে বাৎসরিক ২০০০০ টাকার বৃত্তি দেওয়া হয়।

লক্ষ্ণৌয়ে এরূপ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে যে, জীবন আশঙ্কা হইয়া উঠিয়াছে। লোকের অন্নাভাবে সর্ব্বদা মরণ হইতেছে; গৃহ পালিত পশু পক্ষি প্রভৃতি মরিয়া যাইতেছে। এপর্য্যন্ত বৃষ্টির লেস মাত্র নাই। যদি আর কিছু দিন জল না হয় তবে অনেকে লক্ষ্ণৌ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইবে।

হিন্দু পেট্রীয়ট শুনিয়াছেন যে এডবোকেট জেনারেল হাইকোর্টের নিষ্পত্তি সকল মুদ্রিত করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। এই নিমিত্ত এক সভা স্থাপন হইবে তাহার অধ্যক্ষ কাউই সাহেব হইবেন, এবং ডাম্পিয়ার ষ্টোক সাহেব ও বাবু অনুকূল চন্দ্র মুখপাধ্যায় উহার সভ্য হইবেন বারিষ্টার গুডিব সম্পাদক ও বাবু মনো মোহন ঘোষ সহকারী সম্পাদক হইবেন।

বারিষ্টার ইবান্স ও উডমান আদিম বিভাগের রিপোর্ট করিবেন। বোর্ক, কোকিন্স, মনোমোহন ঘোষ ও রাজেন্দ্রনাথ মিত্র আপিল বিভাগের রিপোর্ট করিবেন। এই নিমিত্ত গবর্ণমেন্ট বার্ষিক ৪০০০০ টাকা দিবেন। এই রিপোর্ট গুলির বার্ষিক মূল্য ৪৪ টাকা হইবেক। এত টাকা মূল্য দিয়া সকালের অদৃষ্টে পড়া ঘটিবেন।

১২ ই জুলাই রাত্রে গোয়াল পাড়ায় এমত ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে যে, গাঢ় নিদ্রিত ব্যক্তিগণ ও কম্পনে জাগরিত হইয়াছিল। পর দিবস দশটা বেলার সময় আবার ভূমি কম্প হয়।

ফ্রেণ্ড বলেন, মধ্য ভারতবর্ষে গত বৎসর বন্য পশু বধ জন্য ৪১০০০ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে। নিম্ন লিখিত পশু সকল বধ করা হইয়াছেঃ—ব্যাঘ্র ৫৭৭, দীপী ৯০৭, চিত্র ব্যাঘ্র ৩৩৫, ভল্লুক ৫৪৭, বৃক, চিতক বন্য মার্জ্জার এবং হায়না ৪২৭।

সংপ্রতি জ্বালেন্স্ গবাদি মধ্যে যে সকল পীড়া হইতেছে, বাঙ্গালার মেডিকাল কর্ম্মচারীরা স্থির করিয়াছেন যে এ প্রদেশে যে, এপিজুটিক নামক এক প্রকার বসন্ত রোগ পশু দিগের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, এ কেবল তাহাই।

ইণ্ডিয়ান মেডিকাল গেজেটে একটী আশ্চর্য্য ঘটনা প্রকাশিত হইয়াছে যে, নাইনিটাল নামক স্থানে ডাক্তার ডেনিসন সাহেব অনুবীক্ষণ দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে বৃষ্টির জলের সহিত কর্দ্দম মিশ্রিত ছিল। এবং সম্পাদক নিজে কুরকিতে ঐ রূপ ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

ভারতবর্ষের রেলওয়েতে দ্রব্যাদি প্রেরণ জন্য যে মাশুল লইয়া থাকেন তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া ১ আগষ্ট হইতে মাশুল আরো বৃদ্ধি করিয়াছেন। এদেশীয় বণিকেরা তাহার বিরুদ্ধে এজেন্সি বোর্ডে আবেদন করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন ফল না পাইয়া তাহারা পুনরায় লেফটেন্যাণ্ট গবর্ণরের নিকট দরখাস্ত করিয়াছেন। গ্রে সাহেব কোন রূপ প্রত্যুত্তর করেন নাই। ইঁহার নিকটে আবেদন করা বৃথা, ইঁহাকে রেলওয়ে সম্বন্ধে এক বারেই পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। আবেদন কারিদিগের উচিত যে, ভারতবর্ষ গবর্ণমেণ্টের কাছে প্রার্থনা করুন।

প্রভাকর বলেন তাঁহার প্রতাপ পুরের সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন যে সেওয়ানের নিকটে কোন এক পল্লীর একটী ব্রাহ্মণ, বল পূর্ব্বক স্বীয় কন্যার সতীত্ব নষ্ট করে, তাহাতে কন্যাটির প্রাণ বিয়োগ হয়। কোন নৈসর্গিক কারণ বশতঃ উভয়েই এক ভাবে এক অঙ্গ হইয়া শয্যায় শয়ন করিয়াছিল, ঐ অবস্থায় তাহাদিগকে সেওয়ানে আনা হয়, সে সময় বিস্তর লোক ঐ অদ্ভুত ব্যাপার দেখিতে গিয়াছিল। সেখান হইতে দুরাত্মা ব্রাহ্মণকে ছাপরায় চালান করিয়াছে।

ভারতবর্ষের ষ্টেট সেক্রেটারি সারচারলাস উডের (লার্ড হালিফাক্স) শাসন হইতে এই প্রশ্নের বাদানুবাদ হইতেছে, কোথায় ভারতবর্ষের রাজধানী হইবে? শুনিতে পাইতেছি, এবার ঐ প্রশ্নের মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। কলিকাতায়ই রাজধানী থাকিল। সারক্লাকোর্ড নর্থকোর্ট তাঁহার কৌন্সেল ও ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের মত চান। অধিকাংশই মত দিয়াছেন যে কলিকাতা হইতে রাজধানী স্থানান্তরিত করা কোন ক্রমেই উচিত নহে।

মধ্য ভারতবর্ষে ১১.৮৮৮৫৪ টাকা আয় হইয়াছে। ইহার মধ্যে ভূমি হইতে ৮৩৯৭৭৬ টাকা লবণ হইতে ১৪৪৫৮৫ টাকা, আবগারী হইতে ৫৩৩৬১ টাকা ও ষ্টাম্প হইতে ৬২৪৫০ টাকা আদায় হইয়াছে। ঐ মাসে ৪৯৫৩৫১ টাকা ব্যয় হয়।

গবর্ণমেনট এই রূপ নিয়ম করিয়াছেন যে, শিক্ষা বিভাগের কর্ম্মচারীরা নিয়মিত অবকাশ ভিন্ন বিশেষ ছুটি পাইবেন না।

একখানি ইংরেজী পত্র বলেন, যে নরওয়ে বাসীরা মাছ ধরিবার সময় তাহাদের শক্তি এক-টা ৩।৪ ফুট নল রাখিয়া দেয়। ঐ নলের এক মুখ জলে ডুবাইয়া দিয়া অপর মুখ দ্বারা নিরীক্ষণ করিলে জলের মধ্যে ১০ কি ১৫ ফাদম দূরস্থ বস্তু সকল সুস্পষ্ট রূপে দেখা যায়। এই রূপে তাহারা মাছের ঝাঁক বাহির করিয়া তাহা জাল দিয়া ঘিরিয়া ফেলে এবং একেবারে হাজার২ মৎস্য ধৃত করে। এই দূরবীক্ষণ যন্ত্র না থাকিলে নরওয়ে বাসীদের পক্ষে মাছ ধরা অতিশয় কঠিন হইয়া পড়িত।

হিন্দু পেট্রিয়ট পাঠে জানা গেল যে, রঙ্গপুরের জজ ও বিদ্যাধ্যাপনের ডিরেক্টর হাইকোর্টে লিখেন যে, রঙ্গপুর অঞ্চলে অদ্যাপি বিদ্যাশিক্ষার এতদূর বিস্তার হয় নাই যে, উক্ত জেলার ওকালতী পরীক্ষার্থিরা "ওকালতী পরীক্ষার নিয়মাবলী" সম্মত সার্টিফিকেট পাইবার উপযুক্ত হইয়াছে। হাইকোর্ট আদেশ করিয়াছেন যে, ১৩ই জুলাই হইতে তিন বৎসরের জন্য রঙ্গপুর জেলার পরীক্ষার্থি দিগকে আর উক্ত রূপ সার্টিফিকেট দেখাইতে হইবে না, পরীক্ষার্থি গণকে তথাকার জজ সাহেবকে কেবল ইহাই দেখাইতে হইবে, তাঁহারা উকিলের ব্যাবসায়ে প্রবেশ করিবার উপযুক্ত বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছেন। ঐ সকল পরীক্ষার্থিরা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে কেবল রঙ্গপুরের জেলার মধ্যে ওকালতী করিতে পারিবেন।

—০::০—

অধ্যাত্মবিজ্ঞান।

অমৃত বাজার চক্র।

এক দিন আমরা সকলে বসিয়া আছি, ইতি মধ্যে শুনিতে পাইলাম যে, এক জন ভদ্র বংশীয়া স্ত্রীর স্তনে একটী ব্রণ হওয়ায় তিনি অতিশয় কষ্ট পাইতেছেন। আমাদের মধ্যে একজন হিলিং অর্থাৎ আরোগ্য কারী মিডিয়াম উপস্থিত ছিলেন এই স্ত্রীলোকটিকে আরোগ্য করিতে আমরা তাঁহাকে অনুরোধ করিলাম। তিনি সন্তোষে উত্তর করিলেন, "আমি অবশ্য তাহাকে আরোগ্য করিব" এবং আর কোন কথা না বলিয়া তিনি স্ত্রী লোকটির নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলেন। স্তনোপরি ব্রণটি একটী বৃহদাকার ডিম্বের ন্যায় স্ফীত দেখা গেল এবং উহা লোহার মত শক্ত বোধ হইল। হিলিং মিডিয়াম ব্রণটির উপর হাত রাখিয়া স্ত্রী লোকটির চোকের দিকে তাকাইয়া থাকিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে স্ত্রীলোকটি মুদ্রিত চক্ষু হইয়া শয়ন করিলেন। হিলিং মিডিয়াম বলিলেন "ইনি আরোগ্য হইয়াছেন।" আর ঘণ্টা পরে স্ত্রীলোকটির ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। উঠিয়া দেখেন তাঁহার স্তনে ব্রণের চিহ্ন নাই এবং স্তন সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। এই হিলিং মিডিয়ম কর্ত্তৃক বিস্তর উৎকট পীড়া আরোগ্য হইয়াছে, আমরা তাহা ক্রমান্বয়ে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিব।

—০::০—

যশোহর হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেনঃ—

মহাশয়।

"উজড় হইবার সময় ঘাবড়া গরু প্রসব করে" আজ্ কাল আমাদের যশোরে সেই দশা উপস্থিত। কাযের লোক মেলা ভার, কুতর্ক ও কুপ্রণালী উদ্ভাবন করিতে সকলকেই প্রস্তুত দেখিতে পাই। প্রায় দুই বৎসর গত হইল কএক ব্যক্তির উৎসাহে অত্রত্য পুরাতন কসবা পল্লীতে একটী বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল, বালিকার সংখ্যাও ২৫ জনের ন্যূন ছিল না, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে কএক জন ধোঁড়া জুটিয়া বিদ্যালয়টী উঠাইয়া দিয়াছেন। বাস্তবিক পুরাণ কসবা ধাঁ কে আর পল্লী গ্রামের অন্যথা নাই।

কএক দিবস গত হইল অত্র জেলার অন্তঃপাতি ডাকাতিয়া গ্রামে সর্পাঘাতে এক জন সর্প মালের আশ্চর্য্য মৃত্যু হইয়াছে। সর্পমাল্ উপযুক্ত একটী গোক্ষুর জাতীয় সর্পকে ধরিয়া এক পাত্রের মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখে। পরে লোকের চমৎকারোদ্দীপনার্থ সর্পটীকে বাহির করত দুই এক মন্ত্র ফুঁকিয়া বড় জুজুরকি করিতে, কখন লেজ, কখন মাথা, কখন বা মাজা মুটে করিয়া ধরিতে লাগিল। অবশেষে যখন ইহার মুখের মধ্যে অঙ্গুলি প্রবেশ করাইতে গেল, তখন সর্প অতি ক্রোধ ভরে তাহাকে এপ্রকারে দন্ত দ্বারা ছিঁড়িয়া লইল যে, সেই আঘাতেই সে ছট্ পট্ করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিল; নির্ব্বোধের মরণ দিয়া আর কোথায় রহিবে?।

যশোহর হইতে প্রায় ১।। ক্রোশ ব্যবধান পুড়া পাড়া গ্রামে দিন দশ আমী একটী বেশ্যা আসিয়া ভারি উৎপাত আরম্ভ করিয়াছে। গ্রামস্থ গরিব ছোঁড়ারা দুই এক পয়সা বা রোজ্গার করে তাহাই তারি কল্যাণে———। মহাশয়। এ উৎপাত এত দিন সহরে দেখিতে পাইতাম। গ্রামে একি সর্ব্বনাশ!

দিন দুই চারি অত্রত্য মিউনি সিপাল কমিটীর বড় ধুম ধাম উঠিয়াছিল। এখানে জঙ্গল কাটাইতে হইবে ওখানে জঙ্গল কাটাইতে হইবে এই উদ্দেশে কমিসনর গণ ভারি ব্যস্ত সমস্ত দেখিয়াছিলাম। প্রায় ৩।৪ মাস হইল তাহার কিছুই শুনিতে পাই না। গ্রামেও জঙ্গলের ভয়ে বাহির হইবার যো নাই। তবনি জানি যে মেঘ যত গর্জ্জে সে মেঘ তত বর্ষে না।

কোন বিশ্বস্ত বন্ধু বলেন, মাগুরা সবডিবিজন অন্তর্গত বারইখালি গ্রামে একটী ১ বৎসরে পতিত শুষ্ক শ্রীফল বৃক্ষ পুনরায় নাকি জীবিত হইয়া শাখা পল্লবে পরিণত হইয়াছে! যদি সত্য হয় তবে ভারি আশ্চর্য্যের বিষয়।

মহাশয়। এ প্রদেশে পোকায় ধান্যের সর্ব্বনাশ করিবার যো করিয়াছে। পূর্ব্বে ধান্যের পাতাদি খাইয়া এইক্ষণ গিয়া মূল পর্য্যন্ত ধরিয়াছে। একে ত এই, তাহাতে আবার চাউলের বাজার ক্রমে গরম, সুতরাং দুর্ভিক্ষ হইবার বিলম্বই বা কি??

মৈমন সিংহ হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন।

অত্রত্য এক জন সিবিলিয়ান * * জমিদার বাবুর নিকট এক হুকুম নামা প্রেরণ করেন। জমীদার বাবু কষ্ট হইবে বলিয়া বা অন্য কোন কারণ বশতঃ হুকুম প্রতি পালন অসমর্থ হওতঃ একখান পত্রিকা মোক্তার দ্বারা তাঁহার নিকট পাঠাইয়াছেন। তিনি রাগে একবারে অগ্নি মূর্ত্তি হইলেন; হিন্দির বড় খচিতে লাগিল, পরে মোক্তার বাবুকে বলিলেন দেখা যাবে কেমন করে জমীদারগণ সরকে হাতী চালান। মোক্তার বাবু তাঁহার বাক্যকে প্রলাপ উক্তি বিবেচনা করিয়া চলিয়া আইলেন কিন্তু কি আশ্চর্য্য যে কথা সেই কার্য্য। কয়েক দিনে পরে জমিদার মুক্তাগাছার নিকট একটি নূতন হুকুম নামা জারি হইয়াছে। তাহার মর্ম্ম এই, মুক্তাগাছার সরকের কোন এক অংশে হস্তী চলিতে পারিবে না; যদি কেহ হাতী চালান তবে পুলিস তাহাকে বিদ্রোহী বলিয়া মাজিষ্ট্রেটিতে অর্পণ করিবে। শুন ভর্ত্ত এই মুক্তাগাছা হইতে মৈমন সিংহ কেহ হাতীতে আসিতে পারিবেনা।

—:০০০:—

কাশী হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন।

অত্রস্থানে বৃষ্টি না হওয়াতে এরূপ গ্রীষ্ম হইয়াছে যে মানবগণের গৃহ মধ্যে থাকা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার হইয়াছে। এরূপ আর কিছু দিবস থাকিলে বোধ হয় ওলাউঠা রোগের ও কৃপা ও কৃষি কার্য্যের বিশেষ হানি হইতে পারে।

অত্রস্থানে একটি শোচনীয় কার্য্য দৃষ্টি গোচর হইয়াছে। সম্পাদক মহাশয়। মোং দুর্গাপুর নিবাসী কোন লোকের ৬। ৭ বর্ষিয় বালক, বসন্ত রোগ গ্রস্থ হইয়াছিল, তাহার ২। ৩ দিবস পরে ঐ বালকের পিতা, মাতা, তাহাকে মৃত বোধ করিয়া তাহার কক্ষ দিগে ও গলদেশে রজ্জু বন্ধন পূর্ব্বক গঙ্গা নদীতে বিসর্জ্জন পূর্ব্বক আপন আলয়ে প্রত্যাগমন করিয়াছিল। এদিকে ঐ বালক কিছু দূরে আসিয়া উক্ত নদী তটে থামিয়া ছিল ও কিছু কাঁদিতেছিল এবং ঐ স্থানের কয়েক জন কৃষক জল খাইতে আসিয়া দেখিল যে ঐ বালক তখন জীবিত আছে তাহাতে তাহারা পুলিসের ভয়ে তাহাকে আপন আলয়ে না লইয়া তাহার বন্ধন মোচন পূর্ব্বক জলে ভাসাইয়া দিয়াছিল। বালকটি তাহার ৫ দিন পরে অত্র স্থানের নিকট রাম নগর নামক স্থানের ঘাটে ভাসিতে ছিল ইতিমধ্যে দুই জন লোক দেখিল যে ঐ বালক জীবিতাবস্থায় আছে। উহারা আশ্চর্য্য বোধ করিয়া তাহাকে নদীতটে আনয়ন করত কিঞ্চিৎ বিলম্ব করিয়া এখানকার হাঁস পাতালে আনিয়াছিল এক্ষণে সে কিঞ্চিত আরাম হইয়াছে। বোধ হইতেছে যে, এবারে ইহার প্রাণ রক্ষা হইল।

—:০০:—

বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের আদেশ মত নিয়োগ।

জি, হেজ সাহেব পুর্ণিয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট এবং ডেপুটী কলেক্টর হইয়াছেন। তিনি উক্ত জেলার দ্বিতীয় শ্রেণীর সব্ডিবিজন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিবেন।

বিশেষ প্রয়োজন বশতঃ ডব্লিউ, এইচ, হেজ সাহেব যত দিন অনুপস্থিত থাকিবেন, অথবা যত দিন অন্য আদেশ না হইবে, তত দিনই জি, সি, সিংকৌম সাহেব সিংভূমের ডেপুটী কমিশনর এবং সবডিবিজন জজের প্রতিনিধি থাকিবেন। ২৪শে জুন অবধি তাঁহার নিয়োগ হইল।

বাবু উদয়চাঁদ দত্ত গুপ্তীর এবং বাবু অন্নদাচরণ কাস্তগিরি মালদহের চিকিৎসক হইবেন। তাঁহাদের নিয়োগ ৫ই জুন হইতে আরম্ভ।

এ, জে, ইলিয়ট সাহেব বিদায় লইয়া যত দিন অনুপস্থিত থাকিবেন, অথবা যাবৎ অন্য আদেশ না হইবে, জে, এফ, ব্রাউন সাহেব দিনাজপুরের সিবিল এবং সেসন জজের প্রতিনিধি থাকিবেন।

জে, এ, ক্রোফোর্ড সাহেবের অনুপস্থিতিতে, আর ভি, ককরেল সাহেব কলিকাতার কালেক্টরের পদে প্রতিনিধি থাকিবেন।

আর, ভি, ককরেল সাহেবের অনুপস্থিতি কালে আর, এইচ, পার্নি সাহেব ফরিদপুরের মাজিষ্ট্রেট এবং কলেক্টরের প্রতিনিধি হইবেন।

আর, এল, মার্যাণ্ডি সাহেব অন্য নিয়োগ পর্য্যন্ত বালেশ্বরের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট এবং ডেপুটী কলেক্টরের প্রতিনিধি থাকিবেন।

খসিয়া এবং জয়ন্তিয়া পাহাড়ের অন্তর্গত জোয়াইয়ের আসিষ্টাণ্ট কমিশনর ১৮৬৮ অব্দের ৯ আইন অনুসারে ঐ সব ডিবিজনে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

কাপ্তেন, এফ, এইচ, হুড সাহেব চাটিগাঁ সহরের মিউনিসিপাল কমিশনর হইবেন।

নিম্ন লিখিত ব্যক্তি গণ ঢাকার মিউনিসিপাল কমিশনার হইবেন। এফ, জে, ডিকেন্স। এইচ ডবলিউ, ডিকেন্স সি, ই।

এস, জে, কিলবি সাহেব ময়মনসিংহস্থ পুলিসের আসিষ্টাণ্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের প্রতিনিধি হইবেন।

ডাক্তার এইচ, জনষ্টন সাহেব অন্য নিয়োগ পর্য্যন্ত মেডিকেল কলেজের হাউস সর্জ্জনের পদে প্রতিনিধি থাকিবেন।

দারজিলিঙ্গের অতিরিক্ত আসিষ্টাণ্ট কমিশনর ডব্লিউ, সি, মুলার সাহেব ১৮৬৮ অব্দের ৯ আইন অনুসারে কলেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

পশ্চিম দুয়ারের অতিরিক্ত সহকারী কমিশনর এফ, গ্রাণ্ট সাহেব ১৮৬৮ অব্দের ৯ আইন অনুসারে কলেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

পশ্চাল্লিখিত পুলিসের সহকারী সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টগণ বদলী হইলেন :—

জে, এইচ, জনষ্টন যে দিনাজপুর হইতে ২৪ পরগণায়।

ডব্লিউ, কাম্বেল পুর্ণিয়া হইতে মেদিনীপুরে।

জে, বি, বার্ক মানভূম হইতে যশোহরে।

সি, জি, ক্যাম্বেল যশোহর হইতে মানভূমে

জে, জি' উইল্‌কিন্স হুগলি হইতে ভাগলপুরে

এইচ, এ, সি, ব্রুক্‌টন সাহেব শিবসাগর পুলিসের সহকারী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেন

শিবসাগর পুলিসের আসিষ্টাণ্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট নওগাঁয়ে বদলি হইলেন। তিনি অন্য আদেশ পর্য্যন্ত শেষোক্ত জেলার ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের পদে প্রতিনিধি থাকিবেন।

—:০০:—

বিবিধ।

মেহের বান শ্রীযুক্ত অমৃত বাজার পত্রিকা সম্পাদক মহাশয় কদার দানেষু।

আরজ মত্ত বন্দেগি মতে শ্রীসেখ গোলাম নবি খনকার। সেলাম বহুত২ আরজ এই, আ[illegible]দের পীরজাদা মৌলবি রহমন রোজ কিয়ামতের নিমর ভেদের যে কএকটী বুজরগির কথা বয়ান করিয়াছেন, তাহা হুজুরের নজুদিগ পাঠাই, মেহের বানি করিয়া ছাপাইবেন।

বন্দে করমা বরদার
শ্রীসেখ গোলাম নবি খনকার।
সাং সেখের গাঁ।

"দুনিয়ার দরিয়ায় উঠেছে তুফান।
সামাল সামাল বান্দা কেন পেরেসান?
ইমান মাবুদ কারো নাহি দুনিয়ায়।
খোদার গরদিস্ কেহ বুঝিতে না পায়।
পীর, ফকির, মুরসিদের না মানে কাফের।
বাঙ্গালা মুলুকের দেখি নছিবে আখের।
দোজকে লইতে ফাঁদ পেতেছে সয়তান।
হায়াত থাকিতে বান্দা হও সাবধান।
রোজ কেয়ামত আর নহেত তফাৎ।
এহি ওখত্ হারে বান্দা হোস্ যেরা বাৎ।
একাত্তর চোত্তরে হয়ে মহা বন্ধু।
পয়মাল করিল বহুত মুলুক সহর।
তার পর মামান্তরা হলো বাঙ্গলা জুড়ে।
নানা পানি বিনে বান্দা মরেছ মরে।
দৈত্যের আখেরে হলো আজব বিবাদ।
কটক আর বালেশ্বরের সহর ভরা জল।
সম্পাদকের বিচে এখন লেগেছে মড়ক।
খবরদার খবরদার যতেক লেখক।
সকথলাইট, পেট্রিয়ট, হিন্দু হিতৈষিণী,
এডুকেশন, ঢাকা প্রকাশ, প্রভাকর, বিজ্ঞাপণী।
সকলে ঠেকিয়াছে, অমৃত বাজার ছিল বাকি।
মহিসের ফেরে তাদের ঘটল ঠেকাঠেকি।
দুর ছোড়্ সেকহও, "দীনেতে" আসিয়া।
কহে দীন রহমন আবদিন ভাবিয়া।"

—:০০:—

ধনমণী ও পরশমণী।

ধন। পরশ দিদি, তোমাদের বাড়ী কোন জিরা আছে?

পরশ। আ! আমার কপাল! ঝড়ের পর কি ও ছাই আর পাওয়া যায়? এবার কর্ত্রি মাসে কামন্দিতে দিবার জন্য কত তালাস করেছি, পাওয়া গেল না।

ধন। "কর্ত্রি" "কামন্দি" বলিস কেন?

পরশ। তাকি আর জানিস নে?

ধন। ও ছাই! দিছে কি? তোর ভাসুরের নাম যে কালী চন্দ্র।

পরশ। কাদা বাড়ী আসবে কবে গো?

ধন। কাদাকে?

পরশ। ঐ যে দক্ষ—আ! আমার কপাল পুড়ুক (জিভ কেটে) ঐ যে দক্ষ—আমরণ; ঐ আমার খোষের বউর নাসে কৃষ্ট।

ধন। রাম মতীর পুতের কথা? কেন তারে দিয়ে কি করবি?

পরশ। তার কাছে কেমন এক গোছার পয়সা দিয়াছিলাম।

ধন। কাস্ আসবে। কেন রেমন কেন?

পরশ। ছোট বউর মন্ত্রগার ছিঁড়ে ফেলেছে।

ধন। "কিয়েছে" কিসে?

পরশ। ওমা! আমাদের বাড়ীর "তাঁর" নাম যে কিরিধর তাওকি ভুলিস?

ধন। দিছেকি! তা এখন যাই।

—:০০:—

প্রেরিত পত্র।

মান্যবর শ্রীযুক্ত অমৃত বাজার পত্রিকা সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়

নদীয়া জিলার অন্তঃপাতি রনঘাট থানার মধ্যে চুর্ঘরিয়া নামক একখানি গ্রাম আছে। ঐ গ্রামের ভিতর দিয়া নাভাঙ্গা নামে নদী প্রবহিত, নদীটী অতিশয় ক্ষুদ্র মধ্যে ২ স্থলেই জল নাই। আবার উহার দুই ধারে শৈবালে পরিপূর্ণ। মধ্যে ২ এক প্রকার কীট হইয়া উহা আরো মন্দ করেছে। জলের যে কত দুখ তাহা বুঝিতেছেন। রাস্তা সামান্য একটি আছে, শুনিলাম পুষ্করণী ২। ৩টী আছে বটে, কিন্তু তাহার জল দেখিতে পাওয়া কঠিন, কারণ শৈবালে এবং জঙ্গলে পরিপূর্ণ। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, উক্তগ্রামে শুনিলুম ছোট আদালতের জজ, ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট ২। ৩ জন আছেন বড় মানুষ অনেক আছেন বটে, কিন্তু তাঁহারা কিসে দশের ভাল হইবেক তাহা একবার মনে ভাবেন না, কেবল ধন কিসে বৃদ্ধি হইবেক এই ভাবনায় দিন অতিবাহিত করেন। গ্রামে একটী পাঠশালা ছিল তাহাও একবারে উঠিয়া গিয়াছে। গ্রামে একটী ইস্কুল কি পাঠশালা করিবার কাহার ইচ্ছাও নাই। সকল দেশেতে বিদ্যার উন্নতি হইতেছে বটে, কিন্তু এদেশে তাহা লয় পাইতেছে, ইহাতে কি বাবুদের মনে ঘৃণা হয় না? গ্রামের মধ্যে ৪টী দল, ইদিকে নাই ওদিকে আছে, কেবল জুয়াচুরি, মিথ্যা সাক্ষ্য বিশ্বাস ঘাতকতা করিয়া বিষয় করিবার জন্য অধিকাংশ লোকই চেষ্টা করিতেছেন, বিশেষ কয়েক

সাপ্তাহিক

অধীনতা কাল কুটে মরি হায়২।
করেছে কি আর্য্য সুতে চেনা নাহি যায়।

অংশ ৩ } ১৬ ই শ্রাবণ বৃহস্পতিবার ১২৭৫সাল। [illegible] জুলাই ১৮৬৮ পৃঃ অব্দ } ২৪ সংখ্যা

অমৃত বাজার পত্রিকা।

বিজ্ঞাপন।

নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ অমৃত বাজার পত্রিকার এজেণ্ট নিযুক্ত হইলেন। গ্রাহকগণ ইহাঁদের নিকট পত্রিকার মূল্য দিলে আমরা প্রাপ্ত হইব।

বাবু চন্দ্র নারায়ণ ঘোষ মুক্তিয়ার,
যশোহর।

বাবু তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ,
কৃষ্ণনগর।

বাবু হরলাল রায় বি, এ, টিচার, হেয়ারস্কুল,
কলিকাতা

বাবু উমেশ চন্দ্র ঘোষ নড়াল জমিদারের মুক্তিয়ার,
কাশীপুর।

বাবু দুর্গা মোহন দাস, উকিল,
বরিশাল।

যখন গ্রাহকগণ অমৃত বাজার বরাবর মূল্য পাঠান, তখন যেন তাহা রেজিষ্টারি করিয়া পাঠান

যাঁহারা ষ্টাম্প টিকিট দ্বারা মূল্য পাঠান, তাঁহারা যেন এক আনার অধিক মূল্যের টিকিট না পাঠান।

ব্যারিং কিম্বা ইন্ সাফিসিয়েণ্ট পোষ্টেজের [illegible] আমরা গ্রহণ করিবনা।

বিজ্ঞাপন।

অমৃত বাজার পত্রিকার মূল্যের নিয়ম।

অগ্রিম।

বার্ষিক	৫ টাকা	ডাক মাশুল	১ টাকা
ষাণ্মাসিক	৩	,,	১।০
ত্রৈমাসিক	২	,,	৸০
প্রত্যেক সংখ্যায় ।০		,,	⁄০

বিনা অগ্রিম।

বার্ষিক	৭ টাকা	ডাক মাশুল	১ টাকা
ষাণ্মাসিক	৪৸	,,	১।
ত্রৈমাসিক	৩	,,	৸০

এই পত্রিকার বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্য নির্ণয়।

প্রত্যেক পংক্তির প্রতি

প্রথম ও দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার.......... ⁄

চতুর্থ ও ততোধিক বার .... ⁄১০

বিজ্ঞাপন প্রেরকেরা বিজ্ঞাপনের সহিত তাহার প্রকাশের মূল্য এক আনা কিম্বা আধ আনার ষ্টাম্প টিকিট দ্বারা আমাদের যন্ত্রালয়ে পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

সংগীত শাস্ত্র, প্রথম ভাগ।

উল্লিখিত পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে। উহার দ্বারা নানা বিধ গীত ও বাদ্য গুরূপদেশ ভিন্ন অভ্যস্থ হইতে পারিবেক। উক্ত পুস্তক কলিকাতাস্থ সংস্কৃত ডপোজিটারিতে এবং কলিকাতার কলেজ ষ্ট্রীট ব্যানার্জি এণ্ড ব্রদারসদের লাইব্রেরিতে, এবং নিম্ন স্বাক্ষরকারির নিকট তত্ব করিলে গ্রহণেচ্ছুক মহাশয়েরা পাইতে পারিবেন। মূল্য ॥০ আনা, ডাকমাশুল এক আনা। কেহ নগদ ৫ টাকার বা তদধিক মূল্যের পুস্তক লইলে শত করা ১২॥ টাকা এবং ৫০ টাকা বা তদধিক মূল্যের পুস্তক লইলে শত করা ২৫ টাকা কমিসন পাইবেন।

শ্রীনীল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য
যশোহর অমৃত বাজার

অমৃত বাজার পত্রিকা।

১৬ ই শ্রাবণ বৃহস্পতি বার।

স্বজাতি পক্ষপাতিতা।

আমরা জাতিতে বাঙ্গালি, শাস্ত্রে শুনিয়াছি "রাজারা পুত্র নির্ব্বিশেষে প্রজা পালন করিবেন। তাঁহাদের সকলের প্রতি সমদয়া থাকিবে।" কিন্তু আজ কালি ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের আচরণে তেমন রীতি দেখিতে পাইনা। ইহাতে হয়তো আমরা অত্যন্ত অসভ্য; নতুবা ইংরেজেরা এত দুর সভ্য যে, আমরা তাঁহাদের সভ্য ব্যবহার বুঝিতে পারিনা। যদি তাহাও না হয়, তবে ইংলিস গবর্ণমেণ্ট বোকা বা পক্ষপাতী।

আমরা "সিবিল সর্ব্বিসের দ্বার উদ্‌ঘাটন কর ২" বলিয়া চীৎকার করিতে ২ গলা ভাঙ্গিলাম। বড় ২ রাজপদ লাভের জন্য কাঁদিতে কাঁদিতে চক্ষু ফুলাইলাম। সকল গেল ধূমের মত উড়িয়া। যাউক, মনকে এই বলিয়া প্রবোধ দেই যে আমরা বিজীত, ইংরেজেরা জেতৃ; আমরা অসভ্য কৃষ্ণকায়, ইংরেজেরা সুসভ্য শ্বেত কান্তি; আমরা অপজ্ঞি পুত্র, ইংরেজেরা পেটের সন্তান। কাজেই অধিকারের তারতম্য থাকিবে। কিন্তু বিচারের বেলাও যে এইরূপ জাতি প্রভেদ করা হয়, এটী বড় অসহ্য। ইংরেজরাই আমাদের চক্ষু ফুটাইয়াছেন, আবার তাঁহারাই কলুর বলদের মত উহা ঢাকিয়া রাখিতে চান। কোন কোন ইংরেজ মহাত্মা সাধারণে বক্তৃতা করেন যে "আমরা বাঙ্গালী দিগকে সভ্য করিয়াছি, তাহার দিগকে আলোতে এনেছি" তবে আমরা তুল্য বিচার কেন না পাই! তবে কেন অন্ধকারে পচিয়া মরি! এবং তবে কেনইবা আমার দিগকে দেখাইয়া ২ ইংরেজেরা শর উঠাইয়া খান!

ইহাও বরং সহ্য করিতে পারা যায়, যদি উপযুক্ত ইংরেজেরা কেবল তাদৃশ গৌরব লাভ করেন। উচ্ছৃঙ্খল, অনভিজ্ঞ, রোষপরবশ, অস্থির প্রকৃতি, টেঙ্গু গুম্ফেজ পর্য্যন্ত পেনটুলনের বলে বড় ২ কাজ, বড় ২ অধিকার পান; এবং কঠিন অপরাধের দণ্ডস্বরূপ উচ্চ পদে অভিষিক্ত হন। আর ধুতি চাদরের দোষে বাঙ্গালী তাহার ধার্ম্মিক, পারদর্শী, শান্ত চরিত্র, অক্রোধী, হউন---না উচ্চ পদ প্রাপ্ত হন, না অল্প একটু দোষ করিলেও সারিয়া যাইতে পারেন। এই কি রাজার সুবিচার? না এই পাশ্চাত্য সভ্যতা ও অপক্ষপাতিতার লক্ষণ?

যশোহরে কোবিরণ সাহেব বিনা দোষে এক জন সম্ভ্রান্ত রাজ কর্ম্ম চারিকে মরণান্ত প্রহার করিলেন, গবর্ণমেণ্ট লিখিলেন, যে পর্য্যন্ত তিনি শান্ত প্রকৃতির পরিচয় না দিতে পারিবেন, তাবৎ উন্নতির পথ রোধ হইল। বৎসর না ফিরিতে ফিরিতেই তাহার বেতন বৃদ্ধি হইল। তার পর, চেম্বার্স সাহেব এক জন প্রসিদ্ধ ভদ্র ও মান্য বংশোদ্ভব সবইনেস্পেক্টরকে, প্রহার করিয়া ৫০ টাকা জরিমানা পর্য্যন্ত দি-

লেন' কিন্তু সে অপরাধখানি না হইতেই তাঁহার পদোন্নতি হইল। এই সে দিন আইবিস এত বড় একটী জঘন্য মোকদ্দমাতে ঠেকিলেন! গবর্ণমেণ্ট নিতান্ত দয়া পরবশ হইয়া তাঁহার পাপের দণ্ড স্বরূপ তাড়া তাড়ি স্কুল ইনেস্পেক্টরি দিয়া সুবিচার প্রদর্শন করিলেন। নাম করিলে, অনেক করা যাইতে পারে। আমরা এমন অনেক শান্তি রক্ষককে জানি, যাঁহারা অশান্তির ভুরী দৃষ্টান্ত দেখাইয়াও উন্নতি লাভ করিতেছেন। আবার অপর দিগে দেখ, দেখিতে পাইবে, পদে ২ অবিচার। কলিকাতার স্মলকজ কোর্টের জজ কাশী প্রসাদ মিত্র ক্ষুদ্র একটী কারণে পেনসিন গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। পুলিস মাজিষ্ট্রেট কিশোরি চাঁদমিত্র কি একটু দোষ করিয়াছিলেন, তাহাতেই একেবারে ডিসমিস হইলেন। অনেক দূর যাইবার প্রয়োজন কি? এই যশোহরে একটী কৃতবিদ্য কেরানি কোন কথায় নাকি অবাধ্যতা দেখাইয়া ছিলেন, তাহাতে পদচ্যুত তো হইলেনই, আজিও কর্ম্ম পাইতেছেন না। ২৭।২৮ বৎসরের পুরাতন তিনজন আমলা প্রপিতামহের আমলে নাকি 'উৎকোচ গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা লইয়া কত গণ্ডগোল গেল? অনেক কষ্টে এক জন কর্ম্ম পাইয়াছেন বটে, কিন্তু অপর দুইজন কোথায় আজি পেনসিনের চেষ্টা করিবেন, তাহা না হইয়া কোথায় দীন ভাবে হাইকোর্টে কর্ম্ম পাওয়ার জন্য তাহারা মোকদ্দমা করিয়া বেড়াইতেছেন আমরা পুরুষানুক্রমে জানিয়া আসিয়াছি, যে পদের যে উপযুক্ত, রাজা তাহাকে তাই দেন; যে ব্যক্তি দোষী তার দণ্ড হয়; ধার্ম্মিক ও সচ্চরিত্র ব্যক্তি দিগের পুরস্কার হয়। কিন্তু ইংরেজেরা আমার দিগকে নূতন রাজনীতি শিখাইতেছেন। ইংরেজেরা আমাদিগকে এত আলতে আনিয়াছেন যে, এখন দিগিতে চক্ষু ঝলসিয়া গেল।

—১০৩১—

ইষ্ট্যাম্প আইন।

ইষ্ট্যাম্প আইন কর্ত্তৃক লোক সমুহের যে কত পরিমাণে কষ্ট ও অনিষ্ট হইতেছে তাহা বোধ হয় কাহারো নিকট অপ্রকাশিত নাই। ইষ্ট্যাম্পের ফিশ বৃদ্ধি হওয়াতে লোকের যে প্রকার অনিষ্ট ও কষ্ট হইতেছে, সেই পরিমাণে আবার গবর্ণমেণ্টের যে ক্ষতি না হইতেছে এমত নহে। আমাদিগের দেশে তিন শ্রেণীর লোক আছে, যথা অর্থশালী, মধ্যবিৎ ও অর্থ হীন। অর্থ শালীর সংখ্যা অপেক্ষা মধ্যবিৎ ও অর্থ হীন লোকের সংখ্যা অধিক। অর্থশালী লোক দিগের সাম্বৎসরিক ব্যয় নির্ব্বাহের পরে অর্থ সঞ্চয় থাকে, মধ্যবিৎ দিগের কেবল মাত্র সাম্বৎসরিক ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া কিঞ্চিৎ পরিমাণেও উদ্বর্ত্ত হয় না, আর অর্থহীন দিগের ত কথাই নাই, তাহাদের যেমন আয় তেমনি ব্যয়, কোন কোন স্থলে আয় অভাবে অনশনেও থাকিতে হয়। যে দেশে লোকের এমত অবস্থা, সেদেশে ইষ্ট্যাম্প ফিশ বৃদ্ধি হওয়ায় কত অনিষ্ট ও অসুবিধা হইয়াছে, তাহা সহজেই অনুভব করা যাইতে পারে। এই ইষ্ট্যাম্পের ফিশ জন্য মধ্যবিত্ত লোকের আরো অধিক কষ্ট হইয়াছে. কারণ তাহারা "সাপে ছুচা গেলার" [illegible] হইয়াছে, তাহাদের "এড়িবারও যো নাই" আবার "বেড়িবারও যো নাই"। তাহাদের মধ্যে সত্ত্বাসত্ত্বের কোন মোকর্দ্দমা করিতে হইলে নিজের ব্যয় করাও সাধ্য নাই, আবার পাঁপুরে হইবারও যো নাই। এমত কি এই কারণে ন্যায্য উপায়ে ও ন্যায্য সত্বে এই শ্রেণীর লোকের নিরস্ত থাকিতে হয়। যাহারা পাঁপুরে হইয়া মোকর্দ্দমা করিতে প্রবর্ত্ত হয় তাহাদেরও আবার একটি ঘোর বিপদ আছে। তাহারা পাঁপুরে হইয়া নালীশ করার যোগ্য কি না, এই বিষয় নিম্ন আদালত মীমাংসা করেন; যদি তাহার ভ্রম বশতঃ অথবা অন্যায় রূপ কোন মীমাংসা হয়, তাহাও চূড়ান্ত জ্ঞান করিয়া বসিয়া থাকিতে হয়, কারণ তাহার কোন আপীল নাই

অন্যান্য জেলার বিষয় কিছু না বলিয়া কেবল এই যশোর জেলার মোকর্দ্দমা সমূহের প্রতি দৃষ্টি করিলে এই মাত্র জানা যায় যে, এই ক্ষণ বেশি দাবির যে সকল মোকর্দ্দমা হইতেছে, তাহা প্রায়ই পাঁপুরে এই পাঁপুরে মোকর্দ্দমা সকল যদি ডিক্রি হয়, তবে গবর্ণমেণ্ট ইষ্ট্যাম্প ফিশ পানে, আর যদি ডিশমিষ হয়, তবে আর তাহা পান না. তবে মধ্যবিৎ লোকে যদি মোকর্দ্দমা করিতে (অর্থাৎ বেশি দাবির মোকর্দ্দমা) অসাধ্য বোধ করিল, আবার পাঁপুরে দিগের মোকর্দ্দমা সম্বন্ধের যঠিক যদি উক্ত রূপ হইল, তবে গবর্ণমেণ্টের ক্ষতি না হওয়ার কারণ? যাহা হউক গবণরমেণ্ট অগাধ সমুদ্র, উহার মধ্যে নানাবিধ রত্ন আছে। একটি অভাব হইলে যে অভাব বোধ হয় এমত নহে। তবে "গৌরেহারি দিগের টানা টানি। এই সকল লোকের কষ্ট ও অনিষ্ট দেখিয়াই, বোধ হয় ইষ্ট্যাম্প আইন সংশোধিত ও পরিবর্ত্তিত হওয়ার প্রস্তাব হইয়াছে, এবং আমরা ভরসা করি যখন এই সকল কষ্ট ও অনিষ্টের বিষয়ে উপরিস্থ কর্ত্তৃ পক্ষের দৃষ্টি পড়িয়াছে, প্রতি বিধান নিশ্চই হইবেক। ফল এটি জতি করার হওয়াই উচিত।

—১০১০—

জায়গির বাজে আপ্তির প্রস্তাব।

অমিত ব্যয়ী মানুষের টাকার প্রয়োজন হইলে. যেমন ভাল মন্দ কিছু বোধ থাকে না, স্ত্রীর গহনা বিক্রয় করেই হউক, আর গৃহ দেবতা বিগ্রহের আভরণ বন্ধক দিয়াই হউক, কোন মতে প্রায়োজনীয় অর্থ পাইলেই প্রচুর হইল। আজ কাল আমাদের গবর্ণমেণ্টের সেই ভাব ঘটিয়াছে। দশ শালা বন্দোবস্তের বন্ধন ছেদন চেষ্টার কথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি; সম্প্রতি ছুয়ম কানুনের গ্রাস বিমুক্ত লাখেরাজ বাজে আপ্তির যে কথা হইতেছে, তদ্বিষয়ে আমাদের মত প্রকাশ করিতেছি। এই কার্য্যটির দ্বারা গবর্ণমেণ্টের আয় খুব বাড়িবে সন্দেহ নাই। কিন্তু এটী কত দূর সঙ্গত তাহা সকল পাঠক বর্গ বিবেচনা করিবেন। যাহউক এতদ্বারা যে মহৎ একটী অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা, অন্ততঃ তাহার প্রতি দৃষ্টি করা কর্ত্তৃপক্ষিয় দিগের অত্যন্ত উচিত। দশশালা বন্দোবস্তে যেমন লোকের গবর্ণমেণ্টের প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস জন্মিয়া ছিল; নবাবি নিষ্কর জায়গির রাজ কর হইতে অব্যাহতি দেওয়ায় গবর্ণমেণ্ট তেমনি লোকের ভক্তি ভাজন হইয়া ছিলেন। এই সকল বিষয়ে এখন হস্তক্ষেপ করিতে গেলে, কে, আর গবর্ণমেণ্টের কার্য্যে আস্থা করিবে? বাণিজ্য বল, আর রাজ্য শাসনই বল, সকলের মূলই বিশ্বাস।

রাজা আজ এক নিয়ম করিয়া ঘোষণা করিয়া দিলেন, এই নিয়ম চিরকাল বজায় থাকিবে; এই কথায় বিশ্বাস করিয়া লোকে নানা সম্বন্ধ স্থাপন ও বিবিধ প্রকার বন্দোবস্ত করিল। আবার দুদিন পরে, গবর্ণমেণ্ট "তোবা" করিয়া বসিলেন। ইহাতে লোকের কি ঘোর বিপ্লব হয় না? আমাদের প্রজা বৎসল ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের এরূপ কাজ সাজেনা। ইহা হইলে কাবুলের আমির আজিম খাঁ, আর ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের মধ্যে কি প্রভেদ রহিল? আমরা প্রার্থনা করি, চারি দিকে দৃষ্টি রাখিয়া যেন মন্ত্রিগণ এরূপ বিষয়ে পরামর্শ দেন।

আমরা এতদুর। ইহা বলিনা যে, গবর্ণমেণ্ট কোন প্রকার আর আয় বৃদ্ধির চেষ্টা করিতে পারিবেননা। বরং স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করি আমাদের দেশ যতই উন্নত হইবে, ততই ইহার নুতন অভাব আসিয়া উপস্থিত হইবে। এবং সে অভাব দূর করিতে, অবশ্যই গবর্ণমেণ্টকে আয় বৃদ্ধি করিতে হইবে। যদি দেশের অবস্থার উন্নতির সহিত আয় বৃদ্ধি না হয়, তবে হয় গবর্ণমেণ্টকে দেউলিয়া হইতে হইবে, নয় অবনতির

পথে অবরোহণ করিতে হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া দস্যাপহরণে প্রবৃত্ত হওয়া কি রাজ নিতির অনুমোদিত?

গবর্ণমেণ্ট যদি অনুচিত ব্যয় গুলি ক্রমে উঠাইয়া দেন; এবং দুই ২ বৎসর পরে মাসি সাহেবের মত খাসবিলেতি সাহেব ধরিয়া আনিয়া আয় ব্যয়ের কর্ত্তা করিয়া না দেন, তবে সহজেই রাজ কোষ পূর্ণ হইবে যাঁহারা পুস্তক পাঠে দেশের অবস্থা অবগত, তাঁহারা মাষ্টারি করিতে পারেন বটে, কিন্তু রাজনীতিজ্ঞ হইতে পারেন না। মুসলমানেরা প্রায়ই সেই জন্য দেশীয় অভিজ্ঞ লোককে ফাইনানসিয়াল মন্ত্রীর পদে বরণ করিতেন। রাজা রাজবল্লভ, রঘুনন্দন প্রভৃতি বঙ্গাধিকারীর পদের ইতিবৃত্ত যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা আমাদের কথায় অবশ্যই সায় দিবেন।

এখন জিজ্ঞাসা হইতে পারে কি রূপে আমাদের প্রস্তাবিত মতে আয় বৃদ্ধি করা যায়। আমরা নিম্নে দুইটী উপায় নির্দ্দেশ করিতেছি।

১। রঙ্গপুর, দিনাজপুর, ময়মণসিংহ প্রভৃতি স্থানে যে সকল জঙ্গলা পতিত ভূমি আছে, দশসালা বন্দো বস্তের সর্ত্তানুসারে তাহা আবাদ করিতে জমিদার দিগের প্রতি আদেশ করুন। জমিদারেরা অসম্মত হন, গবর্ণমেণ্ট সরকারে বাজে আপ্ত করিয়া নূতন বন্দোবস্ত করিয়া দেউন। ভূমির যে রূপ দর বাড়িয়াছে, তাহাতে নিশ্চয় গবর্ণমেণ্টের এত দ্বারা যথেষ্ট আয় হইবে। আর যদি জমিদারেরা তাহা আবাদ করিয়া কর্ষণোপযোগী করেন, দেশীয় কৃষি বাণিজ্যের বাহুল্য হইবে, সুতরাং তাতেও গবর্ণমেণ্টের বিস্তর লাভ দাঁড়াইবে।

২। যেমন বণিক ও অন্যান্য ব্যাবসায়ীরা সরকারে লাইসেন্স টাক্স দিতেছে. লাখেরাজ দার দিগের প্রতিও তদ্রূপ টাক্স প্রদানের নিয়ম হউক। এরূপ নিয়মে প্রজার কোন কষ্ট হইবেনা, গবর্ণমেণ্টও অবিশ্বাসী হইবেন না, অথচ রাজ কোষও পূর্ণ হইবে।

—::০::—

বিদ্যাধ্যাপনের ডিরেকটর।

কৃপণের স্বভাব, "নদাদতি নখাদতি,, কাহাকে দেন না, আপনিও খান না। অথচ অগোচরে অসৎপাত্রে সমুদয় অর্থ বিনষ্ট হয়। শান্তিরক্ষার ভাণ করিয়া গবর্ণমেণ্ট পীড়াদায়ক পুলিস রক্ষণে বর্ষে২ ৫০ লক্ষ ব্যয় করেন, কিন্তু বিদ্যা প্রচারার্থে মোট ২৩ লক্ষ টাকা দেন। আবার আজি কালি বিদ্যাশিক্ষার কর বসাইবার প্রস্তাব হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট বুঝিতে পাইয়া যে প্রজাকে উপর্য্যুপরি কর দ্বারা পোষণ করেন আমরা এমন বলিতে পারিনা। গবর্ণমেণ্টের স্বভাবটী ঠিক কৃপণের মত। যথাযথব্যয়ের দোষে প্রজার কষ্ট সার, কিন্তু কার্য্য সুন্দর হয়না।

বিদ্যাশিক্ষার বার্ষিক যে ব্যয় উপরে লিখিত হইল, তাহার যত অংশ এক ডিরেকটরের আফিস বন্ধে ব্যয় হয় তাহা আমরা নিম্নে বিগত ৩ বৎসরের একটী তালিকা দিয়া দেখাইতেছি।

১৮৬৪—৬৫সনে	৪০২১০টাকা
১৮৬৫—৬৬সনে	৪০৪২২টাকা
১৮৬৬—৬৭সনে	[illegible]৯২৩০টা

এইতিন বৎসরে গড়ে ৪০৬৭১ অথবা প্রায় ৪১ সহস্রটাকা বর্ষে২ এক ডিরেকটরের পাছে ব্যয় হইতেছে। কিন্তুঅর্থের কত দূর সার্থকতা হইয়াছে তাহা একবার দেখা যাউক। এডুকেসনেল কোন্সিল এবালিস হইয়া ডিরেকটর নিযুক্ত হইয়াছেন। কিন্তু আজি পর্য্যন্ত এমন কিছু দেখিতে পাইনা, যাহাতে এত অর্থ পরিতর্পণের একটু বিন্দুও পোষকতা করিতে পারি। আমরা যত দূর জানি তাহাতে বিদ্যা বিস্তারের কোন প্রস্তাবই ডিরেকটরের দ্বারা অবলম্বিত হয় নাই। হয় গবর্ণমেণ্ট নয় ইনেস্পেক্টর গণ সময় ২ যাহা কিছু করেন বা করিয়া থাকেন, ডিরেকটর কেবল তাহা মুঞ্জুর করেন। যা হউক ইহা করিয়া ক্ষান্ত থাকিলেও কথা ছিলনা। অনেক সময়ে আমরা দেখিয়াছি কোন না কোন আপত্তি উপস্থিত করিয়াডিরেকটর ইনেসপেক্টর দিরগের অনেক সৎ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন।

আমরা যে পর্য্যন্ত জানি তাহাতে ডিরেক্টরের কেবল এই দুটি কার্য্য দেখিতে পাই, এক বার্ষিক রিপোর্ট লেখা, দ্বিতীয়তঃ মুঞ্জুর করা। বার্ষিক রিপোর্ট আমরা সর্ব্বদাই পাঠ করিয়া থাকি, তন্মধ্যে ইনেস্পেক্টর দের বিরোপর্ট হইতে কথক গুলি তালিকা সংগ্রহ করা ভিন্ন আর কিছুই দেখতে পাই না। যদি এই তালিকা সংগ্রহ করা ডিরেক্টরের উদ্দেশ্য হয়, তবে ৫০। ৬০ টাকা বেতনের এক জন কেরানি দ্বারাও তাহা হইতে পারে।

যে বিভাগের শির্ষস্থানে যিনি থাকেন তাহার তত্ত্বাবধান করা তাঁহার একটি প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম। শিক্ষক, লোকাল কমিটি, ইনেস্পেক্টর প্রভৃতি আপন ২ কর্ম্ম যথা রূপ করিতেছেন কি না এটী প্রত্যক্ষ করা ডিরেক্টরের নিতান্ত প্রয়োজন। লেখা পড়া দ্বারা অনেক অবগত হইতেছেন সত্য, কিন্তু বাহির দেখিয়া অন্তরের বিচার করা যার পর নাই অবিবেচনার কর্ম্ম। একথা বলিবার আমাদের তাৎপর্য্য এই যে, ডিরেক্টর নিযুক্ত হওয়াবধি, অনেক ইনেস্পেক্টর ডেপুটি ইনেস্পেক্টর তাহার মুখ দেখিয়াছেন কিনা সন্দেহ। বাহিরের লোকে বলিতে পারেন যে, তাহা না করাতেও কর্ম্মের ব্যাঘাৎ হয় না। হয় না হয়, আমরা পরে দেখাইব। সংপ্রতি আমাদের প্রার্থনা এই যে, ডিরেক্টরের আফিসটি উঠাইয়া দিয়া কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য গবর্ণমেণ্ট আফিসে ৩। ৪ জন ক্লার্ক নিযুক্ত হয়। মুঞ্জুর করারভারটি সেক্রেটারি কিম্বা আণ্ডার সেক্রেটারির প্রতি অর্পিত হয়। কেন না ৩। ৪ জন কেরানি বার্ষিক উর্দ্ধ সংখ্যা ৫ হাজার টাকা বেতনে যে কাজ করিতে পারে, তদর্থ ৪১ হাজার টাকা ব্যয়ের ফল কি। বরং অবশিষ্ট টাকা দিয়া নূতন ইনেস্পেক্টরের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হউক।

—::০::—

ব্যায়াম চর্চ্চা।

বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ভারত বর্ষের অনেক বিষয় উন্নতি লাভ হইতেছে, ইহা সকলেই স্বীকার করেন এবং ভবিষ্যতে হইবে সকলে ভরসা করেন। ন্যায় পরায়ণ দেশ মুখোজ্জ্বলকারী বিচার পতি, অসাধারণ বুদ্ধি বিশিষ্ট উকীল, বিচক্ষণ লেখক, সুবিজ্ঞ রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত, বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পাওয়া যাইবে সকলেরি এরূপ আশা। এমন যে বিদ্যাস্থান তাহার শ্রীবৃদ্ধি দেখিলে কে না আনন্দিত হয়! প্রতি বৎসর বি এ, এম্ এ, বি এল্, এম্ ডি, এম্ বি ইত্যাদি নানা বিধ উপাধি দ্বারা যুবক সম্প্রদায় প্রতি বৎসর বিভূষিত হইতেছে ইহা দেখিয়া কে না আনন্দ লাভ করে? বার্ষিক ২০০০ টাকার ষ্টুডেণ্ট সিপ্ মহাত্মা প্রেম চাঁদ রায় চাঁদের বদান্য গুণে সংস্থাপিত হইল। দুর্গাচরণ লাহা মহাত্মন্ তব ৫০০০ টাকা দান করিলেন। ইংলণ্ডের সুবিখ্যাত নর্থকোট ২০০০ টাকা বার্ষিক পারিতোষিক স্বরূপ দিতে অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন, এসকল দেখিয়া কেনা পরমাহ্লাদিত হয়? এসকল বিদ্যা বিষয়ে উন্নতির লক্ষণ, এসকল ভারত বর্ষের প্রকৃত শ্রীবৃদ্ধির লক্ষণ। কিন্তু উন্নতির সঙ্গে ২ দুই একটী ভয়ানক অমঙ্গল দেখা যায়। ছাত্রেরা এইক্ষণে অসাধারণ উৎসাহের সহিত বিদ্যালোচনা করিতেছে বি, এ, পরীক্ষা দিয়া পর বৎসর এম্, এ, উপাধি লাভ করিতে যুবক গণ প্রাণ পণ চেষ্টা করিতেছে। এম্, এ দিয়াই তার পর ষ্টুডেণ্টসিপ [illegible] জন্য কতই না যত্ন দেখা যায়। এক উৎসাহে অধ্যবসা ও পরিশ্রম শত গুণ বৃদ্ধি হইতেছে, যুবক দিগের বিদ্যা বিষয়ে এই রূপ যত্ন

[illegible] হউক, এবং [illegible] বৃদ্ধি প্রাপ্ত [illegible]। [illegible] কিন্তু [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] উৎপত্তি করিতেছে। আমি [illegible] পরিশ্রমের [illegible] মস্তিষ্ক রো[illegible] পারে প্রাণ [illegible] পরিশ্রমের কিঞ্চিন্না [illegible] এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ [illegible] পক্ষাঘাত রোগে অনেক দিনের [illegible] কষ্ট পান, দুই জন এম, এ, পরীক্ষা দিয়া মস্তিষ্ক রোগ প্রস্তাবে এক কালীন অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছেন, এই রূপ দৃষ্টান্ত অতি বিরল নহে। ইহাতেই স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, যেমন বিশ্ব বিদ্যালয় এক দিকে দেশের উপকার সাধন করিতেছে, তাহা দ্বারা আর এক দিকে প্রকৃত অমঙ্গল ঘটিতেছে। যাহাতে কোন প্রকার অমঙ্গল না হইয়া কেবল মঙ্গলই উৎপাদিত হয় তাহা করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। তিন উপায় দ্বারা এ প্রকার অমঙ্গলকে দূরীকৃত করা যায়। ১মতঃ উচ্চ ২ পরীক্ষার পুস্তকের সংখ্যা অল্প করা। কিন্তু এ উপায় আমরা কখনই যুক্তি সিদ্ধ বলিতে পারিনা। এ উপায়াবলম্বন করিলে ত অপকার আছেই, তাহাতে আবার এ উপায় অবলম্বন করা আর না করা, উভয়ই সমান। ২য়তঃ বি, এ, এম, এ ও স্টুডেণ্টসিপ পরীক্ষার মধ্যের সময়কে অধিক করা, ইহাতেও অনেক অসুবিধা আছে। এই দুই উপায়াবলম্ব্য বোধ হয় না।

৩য় উপায়, সমুদয় বিদ্যালয়ে ব্যায়াম শিক্ষা দেওয়া। এ উপায়টী অবলম্বন করা নিতান্ত কর্ত্তব্য, এবং অবলম্বন করা নিতান্ত অসম্ভব নহে। ব্যায়াম বিষয়ে অনেক কালেজের প্রিন্সীপেলেরা যত্ন করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের যত্ন বিফল হয়নাই। জজ্ সাহেব ব্যায়াম বিষয়ে কত উৎসাহ দিতেন; এবং তদ্দ্বারা কত মঙ্গলই হইয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে প্রেসিডেন্সি কলেজে ব্যায়ামের জন্য একজন ফরাশি শিক্ষক অনেক টাকা বেতনে নিযুক্তহন,। কিছু দিনের মধ্যে বালকেরা অনেক শিক্ষা করে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাহা (কি জন্তি প্রায়ে বলিতেপারিনা) বন্ধ করিয়া দিলেন। সহজেই সকল বিদ্যালয়ে ব্যায়াম চর্চ্চা আরম্ভ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। শ্রুত হইলাম কৃষ্ণনগর কালেজের প্রশংসনীয় স্মিথ্ সাহেব ব্যায়াম বিষয়ে বালক দিগকে বিশেষ উৎসাহ দিতেছেন। সাট ক্লিফ্ সাহেব ছাত্র দিগকে অনেক স্নেহ করেন; তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের ব্যায়ামচর্চ্চাসম্বন্ধে কোন উপায় কি করিতে পারেন না ? এদেশের হিতাকাঙ্ক্ষী লব সাহেব কি হুগলী কলেজে ব্যায়াম বিষয়ে কোন উপায় করিতে পারেন না ? কলেজের প্রিন্সিপলেরা ইচ্ছা থাকিলেই ব্যায়ামের জন্য ছাত্রদিগকে উৎসাহিত করিতে পারেন, ইহারা যদি ছাত্র দিগের এবং এদেশের মঙ্গল করিতে যথার্থ উৎসুক থাকেন, তাহা হইলে ছাত্র দিগকে ব্যায়াম শিক্ষা দিবার উপায় করুন। ইহারা আপনাপন চেষ্টায় অনেক করিতে পারেন। ইহাদের আদেশে অনেকানেক হেড্মাষ্টার বালকদিগকে ব্যায়াম শিক্ষা দিতে যত্ন করিতে পারেন।

বঙ্গবাসী গণ ! শারীরিক উন্নতির আবশ্যকতা এইক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছেন এবং সেউয়ডিলাতের মনোগত ইচ্ছা হইয়াছে এইক্ষণ আমরা এক বলিষ্ঠ সাহসী পুরুষকে, বিদ্বান বুদ্ধিমান লোকের তুল্য শ্রদ্ধা ভাজন মনে করি, অতএব এইক্ষণ বাঙ্গালার সমুদায় স্কুলে ব্যায়াম চর্চ্চা প্রচলিত করিবার সময় হইয়াছে। কিছু দিন পূর্ব্বে উড্রো সাহেব গবর্ণমেণ্ট সহায্য কৃত বিদ্যালয়ে ব্যায়াম চর্চ্চার নিয়ম করিবেন শুনা গিয়াছিল তিনি ক্ষান্ত হইলেন কেন? সকলে পুনর্ব্বার যত্ন করুন। কর্ত্তৃ পক্ষীয়েরা এবিষয়ে একটু ভাবিয়া দেখুন এবং তত্ত্ব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ যত্নবান হউন। দেশ হিতৈষী প্যারি বাবু এবিষয় বিশেষ যত্ন করুন এডুকেসন গেজেটে এবিষয়ে লেখা হউক, ভূদেব বাবু কিঞ্চিৎ চেষ্টা করুন। সকলে চেষ্টা করিলে দেশের প্রকৃত মঙ্গলেরসূত্রপাত হইতে পারে।

—:::—

সমালোচনা।

সমালোচনী।

এই মাসিক পত্রিকার প্রথম দুইখণ্ড আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহা বহরমপুর সত্যরত্ন হইতে বৈশাখ মাস হইতে প্রচার হইতেছে। এইদুই সংখ্যায় বঙ্গভষাদি ১৪ টী প্রবন্ধ ও কতক গুলি চিত্রকথা লিখিত হইয়াছে। ইংরেজি রিভিউর ধরণে ইহার লেখা। অধিকাংশই গদ্যে, শেষভাগে কিছু ২ পদ্য রচনা আছে। পদ্যের মধ্যে “ বিদ্যুৎ ,, টী রচনা বিষয়ে, এবং “ শিবনি বাসের ধ্বংশ বর্ণন ,, ভাব বিষয়ে উৎকৃষ্ট হইয়াছে। ইহার লেখামন্দ হয়নাই, বিশেষতঃ এই শ্রেণীর পত্রিকা বাঙ্গলা ভাষায় এই প্রথম। “ যবন তনয়া ,, যেরীতিতে লেখা হইতেছে, পাঠকের মনাকর্ষণ করিতে পারিবে সন্দেহ নাই। কিন্তু মধ্যে ২ অশ্লীলতা আছে। “ নবেল পাঠের ফল কি ,, শির্ষক প্রস্তাবের টীকায় সম্পাদক লিখিয়াছেন “যে রূপ বর্ণ বিন্যাস করাগেল, সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে ইহাকে সিদ্ধ করা যাইতে পারে লাটীন “ নোভিস ,, শব্দের সহিত সংস্কৃত “নব,, শব্দের সাদৃশ্য আছে মাত্র। ভাষা বিষয়ে কিছু কিছু দোষ আছে, কিন্তু “ উত্তি বিজ্ঞতম ক্রমশো জন ,,কালে উহা সংশোধিত হইবে। ফলতঃ লেখক যেন গাঢ় অথচ সরল ভাষায় লিখিতে প্রয়াস পান। মার্কণ্ডেয় পুরাণের অনুবাদ দেখিয়া আমরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম। ক্রমে ক্রমে সংস্কৃত গ্রন্থ গুলি অনুবাদিত হওয়া, একান্ত বাঞ্ছনীয়। মূল সমেত অনুবাদ দিলে সংস্কৃত ব্যবসায়ী দিগের নিকট অধিক আদরণীয় হইবে। ইংরাজ ভাষানভিজ্ঞ পাঠক বর্গের অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় ইহাতে আছে। এবং সকলের পক্ষেই এখানি অবকাশ রঞ্জিকা হইয়াছে। লেখকের নিকট আর একটী অনুরোধ। পত্রিকা খানিতে যেমন “সমালোচনী ,, নাম দেওয়া হইয়াছে, তেমনি যেন এডিনবর্গ রিভিউয়ের ন্যায় বঙ্গ ভাষার প্রধান প্রধান পুস্তক লইয়া, সমালোচনা করেন, তাহা হইলে পাঠকের সমাধিক স্পৃহনীয় হইবে।

—:00:—

সংবাদাবলি।

আগষ্ট মাস হইতে যশোহর স্কুলের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে ২ টাকা, ও তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীতে ১॥০ টাকা করিয়া ফি বৃদ্ধি হইবে। ডিরেক্টর লিখিয়াছেন; অতঃপর ইহা হইতেও বৃদ্ধি হইতে পারে।

বিগত ডিপুটী মাজিষ্ট্রেটী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শ্রীযুক্ত বাবু নবিনচন্দ্র সেন বি, এ, সংপ্রতি এখানে ডিপুটি মাজিষ্ট্রেট হইয়া আসিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত রাইট সাহেবের অপরাধ করা মোকর্দ্দমার বিচার পর্য্যন্ত ফৌজদারির হেডক্লার্ক সম্পত্ত হওয়াতে কালেক্টরির পেস্কার শ্রীযুক্ত বাবু বরদা প্রসাদ ভাদুড়ি তাঁহার স্থানে একটিন হইয়াছেন।

শুনিতে পাই মড়ালের রেজিষ্টরির মোহরের কে জেলের হেডক্লার্কি পদে নিযুক্ত করা হইবে। এত গর্জ্জনের পর এই কি বর্ষণ।।

অত্রত্য অন্যতম পুলিস সব ইন্সেপেক্টর জেমস মেডিস সাহে পরোলোক যাওয়াতে শ্রীযুক্ত ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব কৃপা করিয়া মৃত ব্যক্তির আত্মীয় জেক সাহেব কে ঐ পদে এই নিয়মে নিযুক্ত করিয়াছেন, যে তিনি মেডিসের পরিবারকে ভরণ পোষণ করিবেন। এবং মেডিসের বিধব পত্নী ও তাঁহার মাতাকে দুই মুট, শোক—সূচক তিনি পরিচ্ছদ প্রদান করিয়াছেন। এটি সামান্য দয়ার কার্য্য নয়।

হাইকোর্টের অন্যতম বারিষ্টার মে,মেকেঞ্জি অত্যাস্থবর করিয়া দশবৎসরের দীপান্তরিত কটিক বিশ্বাসকে খালাস করাইয়া দিলেন। কিন্তু জজ সাহেব অপর একটি চার্জ্জে তাহাকে ৬ মাসের মিয়াদ দিয়াছেন।

অদ্য রাজার বাসার নিকটস্থ পুষ্করণীতে এক

টী বেশ্যার ছেলে পড়িয়া মরিয়াছে।

বাগ্বাজারের নিকট টিকতালার ছুটি নূতন জাতীয় শাপ আসিয়া অত্যিউপদ্রব করিতেছে। ইহারা প্রত্যহ দুটি একটি মানুষ দংশন করিতেছে এবং যাহাকে দংশন করিতেছে, সেই মরিতেছে। সংপ্রতি একটি শাপ মারা পড়িয়াছে। ইহাদের দেখিতে ঢেমে শাপের মত, কিন্তু বর্ণ অতিশয় কাল।

গত কল্য পুরাতন কসবার নিকটস্থ পুলিশের কয়েক জন কনেষ্টাবল এক জন বেশ্যার বাড়ী লুঠ করে। ইহাদের তিন জন ধৃত হইয়াছে আর কয়েক জন পলায়ন করিয়াছে। সহরের মধ্যে ডাকাইতি, এ এক বড় মন্দ মজা নয়।

১৩ শ্রাবণ রাত্রি আন্দাজ সাড়ে নটার সময় অগ্নি কোণ হইতে একটি আলোক তির্য্যক ভাবে গমন করে। আলোকটি দিপকের আলোর ন্যায় তেজোময় দেখা গিয়াছিল। এমন কি জোৎস্নার আলোকও সেই আলোকে ঢাকিয়া গিয়াছিল। ঐটী বোধ হয় সর্ব্বত্রই হইয়াছে, কারণ গোয়াড়ী হইতে এসম্বন্ধে আমাদিগকে দুই ব্যক্তি লিখিয়াছেন।

নড়াইলের মুনসেফ বাবুর আমলাদিগের প্রতি দুর্ব্যবহারের বিষয় গত এক সংখ্যায় লেখা হইয়াছে। তিনি তাহার সেরেস্তাদারকে ডিসমিস করিয়াছিলেন কিন্তু আপিলে শ্রীযুত জজ সাহেব বাহাদুর কর্ত্তৃক সে ব্যক্তি কর্ম্ম পাইয়াছেন। এই ডিসমিস সম্বন্ধে আমরা আগত কোন পত্রিকায় আরো কিঞ্চিৎ লিখিব।

শ্যামাচরণ মাগুরা ষ্টেষনের হেড কনেষ্টাবল যিনি খেলাপ এজাহারে দায়রায় সোপর্দ্দ হইয়াছিলেন, গত পরশ্ব খালাশ হইয়া তাহার অব্যবহিত পরেই জ্বর রোগে মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছেন।

অত্রত্য ইংরাজী স্কুলের নূতন তৃতীয় শিক্ষক মহাশয় এখানে আসিয়াছেন। শুনিতে পাই তিনি এল এ পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইয়া অনেক দিন হইতে ফরিদপুর স্কুলের চতুর্থ শিক্ষকের কার্য্য করেন। তাঁহার বিশেষ অধিক কিছু আমরা জ্ঞাত নহি তবে হেড মাষ্টার বাবু নাকি তাঁহাকে ভারি প্রশংসা করেন।

ষ্টেট্স্ বলেন যে, গত কয়েক দিনের মধ্যে কলিকাতায় কতক গুলি দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। শনিবার বিকালে এক জন বাঙ্গালী গাড়ি চাপা পড়িয়া আহত হয়। এবং তৎপর দিন হাঁসপাতালে মরিয়া যায়। রবিবার বিকালে একটি বৃদ্ধার উপর দিয়া এক জন ইংরাজের গাড়ি চলিয়া যাওয়ায় সে, অত্যন্ত আঘাত প্রাপ্ত হয় কিন্তু এখন মরে নাই, হাঁস পাতালে চিকিৎসিত হইতেছে। শনিবার প্রাতঃকালে টাকশালার ঘাটে একটি পর্ত্তুগীজ স্ত্রীর মৃত দেহ ভাসিতে দেখা গিয়াছিল। এক জন এদেশীয় লোক মদ খাইয়া পুকুরে ডুবিয়া মরিয়াছে। সোম বার প্রাতে শাকু আলি নামক এক জন ব্যক্তির মৃত্যু দেহ ওয়েলিংটন স্ট্রীটে পড়িয়া ছিল। চারি বৎসরের একটি বালক নরদমার মধ্যে পড়িয়া মরে। টিথোনাস্ নামক ব্রিটিশ জাহাজের এক জন মাল্লা যখন এক খান ডিঙিতে চড়িয়া কিনারায় আসিতে ছিল, তখন জলমগ্ন হইয়া প্রাণ ত্যাগ করে।

লক্ষ্ণৌ টাইমস্ বলেন, যে, খাদ্য দ্রব্য মাহাঘ বিধায় অত্রত্য লোক দিগের ভারি কষ্ট হইয়াছে। যে গোম জুন মাসে ২৪ সের করিয়া টাকায় বিক্রী হইয়াছে এক্ষণ তাহা ১৮ সের বিক্রি হইতেছে। চাউল ১৮ সেরের স্থানে ১৩ হইয়াছে, এবং দিনং আরো মাঙ্গা হইতেছে।

অনাবৃষ্টির জন্য উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলীয় লোকেরা দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা করিতেছে। নানারূপ মিথ্যা জনরবে তাঁহাদিগকে আরো ভীত করিয়াছে। দিল্লী গেজেটের করস্পণ্ডেণ্ট সংবাদ দাতা, বলেন যে, এই রূপ জনরব উঠিয়াছে এবং লোকে তাহা বিশ্বাস করিতেছে যে, সংপ্রতি একটি ছেলে জন্মিয়াছে, সে তাহার জন্মাইবার পাঁচ দিন পরে উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠে " আর দুমাসের মধ্যে বৃষ্টি হইবে না ও ঐ সময় পর্য্যন্ত সে বাঁচিয়া থাকিবে এবং বৃষ্টি হইলে মরিয়া যাইবে। সে দুগ্ধ কি কোন প্রকার অন্নীয় দ্রব্য আহার করে না, কেবল ভাজা চাউল খায়। মহাদেবের মন্দির সকল জল দ্বারা পূরিত করা হইতেছে, কিন্তু তবু বৃষ্টি হইতেছে না। বৃষ্টির জন্য আর একটি মহৎব্রত করা হইতেছে। ৩। ৪টি বালক প্রত্যেক বাড়ীর সম্মুখে চেঁচাইতে থাকে, তখন ৩। ৪ কলসি জল মাটিতে ঢালিয়া দেওয়া হয়। বালক গুলি তাহার উপর গড়াইতে থাকে। এত চেষ্টাতেও বৃষ্টির চিহ্ন ও দেখা যাইতেছে না।

মধ্য ভারত দেশে ও অনাবৃষ্টিতে লোকের বিলক্ষণ কষ্ট হইয়াছে। ধান বুনা প্রায় শেষ হইয়াছে কিন্তু নানা স্থানে যেখানে জল দিতে পারা যায় নাই, সেখানকার ধান শুকাইয়া গিয়াছে জাব্বুলপুর জেলার অধিকাংশ ধানই পুনরায় বুনিতে হইবে। সিউনি এবং মণ্ডলায় ধান সব শুকাইয়া যাইতেছে। সম্বলপুরে ধানের অবস্থা কেবল খুব ভাল আছে।

পাঞ্জাব অঞ্চলে পাহাড়িয়া রাজ্যান্তর্গত মান্দিয়ের যুবরাজ এক জন ইংরেজ শিক্ষকের অধীনে উত্তম রূপে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইংলিস ম্যান বলেন যে, তিনি সংপ্রতি এই ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন যে, পরীক্ষা দ্বারা তাহার বিদ্যার পরিচয় লওয়া হউক।

অন্‌সনার রাজার পোষ্য পুত্র, যাঁহাকে ১৮৫১ সালে লোম্বের নিকট, বুচার আইলণ্ডে লইয়া যাওয়া হয়, পরে আহামদ নগরে থাকিতে অনুমতি দেওয়া হয়, তিনি গবর্ণমেণ্টে আবেদন দ্বারা প্রার্থনা করিয়াছেন যে, বানারসে তাঁহাকে বাস করিতে দেওয়া হয়, যে হেতু উক্ত স্থানে বহুতর বিদ্রোহী সরদারেরা নজর বন্দিতে বাস করিতেছেন।

গোঁড়া চিন রাজ কর্ম্মচারীরা বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়ায় অতিশয় রাগ ও ঘৃণা প্রদর্শন করিয়াছেন। টিং নামক এক জন রাজস্ব সংক্রান্ত কমিসনার তাহার অধীনস্থ কর্ম্মচারি দিগের প্রতি এক সাকুলার চিটি জারি করিয়া বলেন, যে এই ভয়ানক কুপ্রথা এরূপ প্রচলিত হইবার তিনটি কারণ —আত্মীয় স্বজনের মন্দ আচরণ এবং নৈতিক ও শারীরিক বল। এক দল দালাল আছে তাহারা এই তিন প্রকার উপায় অবলম্বন করিয়া বিধবা দিগকে পুনর্ব্বিবাহ করিতে মত লওয়ায় এবং তাহারা শাস্তি প্রাপ্ত হয় কমিসনারের এইরূপ অভিপ্রায়। কমিসনারের এই আদেশ একজন জেলার কর্ম্মচারী এই রূপে প্রকাশ করিয়াছেন " যদি এই আইন বিরুদ্ধাচারী দালালগণ পূর্ব্বেকার ন্যায় পুনরায় তাহাদের চতুরতার দ্বারা কোন বিধবাকে বিবাহ করিতে মত লওয়ায় তবে যে কেহ তাহাদিগকে বাঁধিয়া যথোচিত শাস্তির নিমিত্ত আমাদের সম্মুখে আনিবেক। জেলার প্রধান কর্ম্মচারী এরূপ ঘটনা অপ্রকাশিত রাখিলে তাহার সমুচিত শাস্তি হইবে। কেহ যেন এই আদেশ অবহেলা না করেন।!!

পারিসিস্থ বিধবা এবং অবিবাহিতা স্ত্রীগণ অত্যন্ত আগ্রহের সহিত এক জন অতিশয় ধনী জাপানিসের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। এই ধনাঢ্য ব্যক্তি এক জন যুবতী ফরাসি মহিলাকে বিবাহ করিবেন। তাহার বয়াক্রম ১৮ বৎসরের বেশি না হয়। এই জাপানিসের ন্যায় ধনী পারিসের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক লোক আছেন।

সার উইলিয়ম নর্থকোর্ট মান্দ্রাজের উন্নতি সাধনার্থে লর্ড নেপিয়ারের হস্তে যে সকল টাকা সমর্পণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে ১০০০ টাকা লর্ড নেপিয়ার মান্দ্রাজের বিশ্ববিদ্যালয়ে দিয়াছেন। ঐ টাকার মধ্যে, আগামী বি, এ, পরীক্ষায় যিনি প্রথম হইবেন তিনি ৫০০ টাকা পারিতোষিক, এল এ পরীক্ষায় যিনি প্রথম হইবেন ও ৩৫০ নম্বর পাইবেন তিনি ২০০০ টাকা, আর আগামী প্রেবেশিকা পরীক্ষায় যিনি প্রথম হইবেন ও ২৫০ নম্বর পাইবেন তিনি ২০ টাকা পাইবেন। মান্দ্রাজের বিশ্ববিদ্যালয়ের খুব সৌভাগ্য বলিতে হইবে। কিছু দিন হইল লর্ড নেপিয়ার এইরূপ আর একটী উৎসাহ জনক উদাহরণ দেখাইয়াছেন।

ঢাকা হইতে কোন ব্যক্তি লিখেনঃ——

কয়েক দিবস গত হইল, ঢাকাস্থ চাম্নী ঘাট নামক স্থানে একটি লজ্জা জনক কার্য্য হইয়াছে। এই স্থানে বুড়ী গঙ্গা নদীতে একটি ঘাট আছে। স্নানের উপযুক্ত সময় অত্রস্থ একটি বেশ্যা নদিতে নামিয়া স্নান করিতেছিল। তৎকালে ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য জাতীয় মোক্তার নাম ধারী দুই ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া নানা প্রকার বিভৎস কাণ্ড করিয়াছিল। বলিতে কি, ঢাকায় প্রায় এই রূপই চলন; গবর্ণমেণ্টের একটু দৃষ্টি রাখা উচিত।

অত্রত্য ব্রাহ্ম স্কুলের কোন উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষক কোন বাড়ি প্রাই বেট শিক্ষকতা করিতেন শিক্ষক বাবুর এমনি অপার ক্ষমতা যে, কয়েক দিনের মধ্যেই তৎপরিবারস্থ এক বিধবা মহিলার সহিত প্রণয় পাশে আবদ্ধ হন। কিছু দিন পর বিধবার গর্ভ সঞ্চার হয়। মহাশয়, সত্যের ঢোল বাতাসে বাজে, সুতরাং কয়েক দিন পরে, ইহা সাধারণে প্রকাশ হইয়া পড়িল। ধন্য শিক্ষক বাবু!

অত্রত্য ব্রাহ্ম সমাজে বাঙ্গলা ও সংস্কৃতের কোন ভাষায় উপাসনা হইবে, তদ্বিষয় জন্য আন্দোলন হইতেছে। কেহ বলেন শুদ্ধ বাঙ্গলা ভাষাতে হইবে, কেহং সংস্কৃত রাখিতে চান। অত্রত্য কোন সম্পাদক লিখিয়াছেন, সংস্কৃতে নবোর অধিকার কি? সম্পাদক বাবু যে, দিনং আমাদের নূতন কথা শুনাইতে লাগিলেন।

বরিশালের অধীন কীর্ত্তি পাশা স্কুলের দিনং উন্নতি হইতেছে দেখিয়া যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়াছি। তত্র স্কুলের প্রধান শিক্ষক অত্যন্ত পরিশ্রমী। তাহার পরিশ্রমেই স্কুলের উন্নতি হইয়াছে অতএব তাহার উন্নতি হওয়া আমাদের একান্ত প্রার্থনীয়।

—০:—

আমাদের কলিকাতার সংবাদ দাতা লিখেন:

ইতি পূর্ব্বে আপনাকে ও আপনার পাঠকবর্গকে দালান চাপা পড়িয়া কথক গুলি নরহত্যা, র সংবাদ দিয়াছি; গত শনিবার ও একটী সেইরূপ ঘটনা হইয়া গিয়াছে। বড় বাজার এ খেংরা পটির চৌরাস্তাতে অনেক দিনের অর্দ্ধ পতিত একটী দোতালা দালান ছিল। তাহা গত ১৫ দিবসের বৃষ্টিতে পড় ২ হইয়া থাকে, কিন্তু তখন না পড়িয়া শুক্রবার রাত্রের বৃষ্টিতে জীর্ণ হইয়া শনিবার প্রাতে

কথক গুলি হত ভাগার জীবন লইয়া ভূতল শায়ী হইয়াছে। হত ভাগাদের মধ্যে একজন অনেক দূরে ছিল বলিয়া বাঁচিয়াছে কিন্তু অত্যান্ত ভয়ানক আঘাত পাইয়াছে, একজন গাড়ওয়ান গাড়ি গরু সমেত উদ্ধার পাইয়াছিল; এত গুলি নরহত্যা জষ্টিস অব পিশের বিদ্যুত হইল। মিউনিসিপাল টেক্স আদায়ের দেরি হইলে, অমনি নিলামি পওয়ানা আসিয়া উপস্থিত; অথচ এত লোক দ্বারা ন ও গাড়ি চাপা পড়িয়া নষ্ট হইতেছে, তাহারা দিগে একটুও দৃষ্টি নাই। জীর্ণ দালান পরীক্ষা জষ্টিসের একটী প্রধান কার্য বিবেচনা করা উচিত। সমুদায় পথে ইংরাজ টোলার ষ্ট্রীটের ন্যায় ফুটপাথ থাকিলেই এত গুলি লোকের প্রাণ নষ্ট হইত না। পাথুরিয়া ঘাটা প্রভৃতি দেশীয় বাণিজ্যের প্রধান স্থল স্বত্বেও গাড়ী ঘোড়া গমন উপযোগী একটী প্রশস্ত রাস্তাও নাই। কাজে কাজেই ঐ সকল স্থানে লোক গাড়ির নিচে পতিত হয়। এপর্যান্ত কত লোক এই গতিকে মারা পড়িয়াছে তাহা বলা যায় না। কিন্তু চোরঙ্গী, রসল ষ্ট্রীট, ধর্ম্মতলা ইত্যাদি পথে কদাচ এরূপ দুর্ঘটনা শুনা যায় না, তাহার কারণ আর কিছুই নহে, কেবল ঐ সকল স্থানে ফুটপাথ আছে।

মহাশয়, শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলাম যে, বেলোর পুকুরে ইলিশ মাছ পাওয়া যাইতেছে বোধ হয় নূতন টিউব দ্বারা গঙ্গা হইতে কি প্রকারে আসিয়া থাকিবে।

গত শনিবারে প্রেসিডেন্সি কালেজে ইয়ংম্যান্‌স সভার একটী অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত জগবন্ধু বাবু (যিনি এবার বি এ পরিক্ষায় প্রথম হয়েন) একটী বক্তৃতা দিয়াছিলেন। বক্তৃতাটী মন্দ হয় নাই।

এক্ষণে হিন্দু হষ্টেলের যেরূপ অবস্থা বোধ হয়, অচির কালের মধ্যে ইহাকে কাল গ্রাসে পতিত হইতে হইবে। প্রথম শ্রেণীতে ১১, মধ্যে ১২; দ্বিতীয় শ্রেণীতে ১০, মধ্যে ১১; তৃতীয় শ্রেণীতে ৯, মধ্যে দশ টাকা ভাড়া হইয়াছে। এত ব্যতিত প্রথম প্রবেশ করিতে হইলে, দশ টাকা করিয়া এণ্ট্রান্স ফী দিতে হইবে। এরূপ বৃদ্ধির কারণ আমরা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না। বরং হায় এক্ষণে জিনিষ দুর্মূল্য অথচ থাকা ও খাওয়ার বিষয়ে অন্য কোন প্রকার সুবিধা করা হয় নাই। কেবল একটী কথা। এই দেখা যাইতেছে, যে দালানটীতে এক্ষণে হষ্টেল আছে তাহার ভাড়া পূর্ব্বে অপেক্ষা ২০ টাকা বৃদ্ধি হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে এত চার্জ্জ করিবার প্রয়োজন কি? হষ্টেল যদি ব্যবসায়ী দ্বারা স্থাপিত হইত তবে এত কথা ব্যয় করিতাম না। ইহা সংস্থাপনের মূল উদ্দেশ্য যখন লোকের উপকার করা, তখন এত বাড়ান ভাল হয় নাই। কোন গরিবের ছেলে, দশ টাকা পূর্ব্বে দিয়া ইহাতে ঢুকিতে পারিবেন। আর যদি গরিবেরই ঢুকিতে না পারিল তবে, এডুকেশন ফাণ্ড হইতে এত দিন ডিরেক্টর সাহেব কেন এত টাকা ব্যয় করিলেন বড় মানুষের থাকিবার অনেক স্থান আছে।

হাই কোর্টের অরিজিনাল সাইডে সে দিবস হিন্দু ল সম্বন্ধে একটি মকদ্দমা হইয়া গিয়াছে। কোন হিন্দু স্ত্রী স্বামী বিয়োগের পর পুনর্ব্বার বিবাহ করেন। তাহার অপ্রাপ্ত বয়স্ক একটি পুত্র ছিল। বালকটির মৃত্যু হওয়ায় তিনি আপন পুত্রের উত্তরাধিকারিণী বলিয়া পূর্ব্ব স্বামীর বিষয় পাইবার জন্য নালিশ করেন। শ্রীযুক্ত ফ্যাম্প ও শ্রীযুক্ত জ্যাকসন সাহেবের নিকট মকদ্দমা বিচার হয়। প্রথম জজ বলেন যে সন ১৮৫৬ সালের ১৫ আইনের দুই ধারা মতে বাদিনী স্বীয় পুত্রের উত্তরাধিকারিণী রূপে পূর্ব্ব স্বামীর স্বত্ব পাইতে পারে, দ্বিতীয় বিচার পতি বলেন যে, উক্ত ধারার কোন বিশেষ অর্থ থাকিবে কিন্তু হিন্দু ব্যবহার মতে বিধবা স্ত্রীর পুনর্ব্বিবাহ হইবা মাত্রেই তাহাকে তাহার পূর্ব্ব স্বামীর আত্মীয়েরা মৃতা জ্ঞান করিবে, অতএব তিনি যখন তাহার পুত্রেরেই অধিকার পাইতে পারেন না, তখন সেই পুত্রের উত্তরাধিকারিণী কি রূপে হইবেন? তিনি আরো বলেন, হিন্দু পরিবারের দুই ভ্রাতার মধ্যে যদি এক জন নাবালক পুত্র রাখিয়া মরিয়া যায়, এবং তাহার স্ত্রী পুনরায় বিবাহ করে এবং বালকটি প্রাপ্ত বয়স্ক হইয়া প্রাণ ত্যাগ করে, তবে কি ঐ বিধবা স্ত্রী নব স্বামীকে লইয়া আপন পুত্রের উত্তরাধিকারিণী রূপে পূর্ব্ব স্বামীর পরিবারের সহিত একাত্মে বাস করিতে পারেন? সে যাহউক বাদিনী মকদ্দমায় জিতিয়াছে।

বারিষ্টার হইবার জন্য শ্রীযুক্ত বাবু উমেশ চন্দ্র মজুমদার গত শনিবার লণ্ডন যাত্রা করিয়াছেন।

বিডন ষ্ট্রীটে কোন ব্যক্তি আপন স্ত্রীকে দুশ্চরিত্র সন্দেহ করিয়া চাকুর দ্বারা তাহাকে এমত প্রহার করে যে, তাহার জীবন সংশয়াপন্ন। স্ত্রীলোকটির মাথার খুলি ভাঙ্গিয়া মস্তিষ্ক বাহির হইয়া পড়িয়াছে। তাহার স্বামী বলে যে, সে ভাত চাওয়াতে তাহাকে ভাত না দিয়া উপপতির নিকট গমন করে। স্ত্রীলোকটির ব্যবহারে বোধ হয় সে, দুষ্টাই হইবে। এক্ষণ কালেজ হাস পাতালে আছে। ব্যভিচারের চরমে এই রূপ ফলই হইয়া থাকে।

এক ব্যক্তি চুরি করাতে বিচারের নিমিত্ত বেনি গারদে রাখা হয়। কিছু দিন পরে সে বলে যে, আমার ওলাউঠা ব্যারাম হইয়াছে। তাহার কথানুসারে পুলিশ তাহাকে কালেজ হাস পাতালে পাঠান। গত রাত্রে সে কালেজ হাস পাতালের দ্বার ভাঙ্গিয়া পালায়ন করিয়াছে। আশ্চর্য্য চোর!

—০।০।—

বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের আদেশ মত নিয়োগ।

সব আসিষ্টাণ্ট সর্জ্জন আসরফ আলি কিছু দিনের নিমিত্ত কলিকাতা মেডিকেল কলেজের বাঙ্গালা লাইসেন সিয়েট ক্লাসের ধাত্রীবিদ্যার শিক্ষক হইবেন।

এম, বি, রচফর্ট সাহেবের অনুপস্থিতিতে অথবা অন্য আদেশ পর্য্যন্ত ডব্লিউ, এল, এইচ, কর্বিস্ সাহেব হুগলি পুলিসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের প্রতিনিধি থাকিবেন।

জে, আর, মস্ প্রাট সাহেবের অনুপস্থিতি কালে অথবা অন্য নিয়োগ পর্য্যন্ত এইচ, হাক্সি সাহেব পুর্ণিয়ার সিবিল এবং সেশন জজের প্রতিনিধি থাকিবেন।

যে পর্য্যন্ত জে, এফ, ব্রাউন সাহেব না আইসেন, অথবা যে পর্য্যন্ত অন্য আদেশ না হয়, তাবৎ মুরসিদাবাদের অফিসিয়েটিং জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট এবং ডেপুটী কলেক্টর সি, এ, কেলি সাহেব ঐ জেলার মাজিষ্ট্রেট এবং কলেক্টরের কর্ম্ম করিবেন।

এ, জে, উলিয়ট সাহেব যত দিন ছুটী লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, অথবা যে পর্য্যন্ত অন্য আদেশ না হইবে, সে পর্য্যন্ত ডব্লিউ, কর্ণেল দিনাজপুরের সিবিল এবং সেশন জজের প্রতিনিধি থাকিবেন।

জে, সি, জ্যাকসন সাহেব যশোহরের সিবিল এবং সেশন জজের প্রতিনিধি থাকিবেন।

এইচ, ডব্লিউ আলেকজাণ্ডার সাহেব যশোহরের এডিশনাল জজের প্রতিনিধি থাকিবেন।

সি সি ষ্টেভন্স শাহাবাদের মাজিষ্ট্রেট এবং কলেক্টরের প্রতিনিধি থাকিবেন।

ডব্লিউ এইচ ভার্ণার শাহাবাদের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট এবং ডেপুটী কলেক্টরের প্রতিনিধি থাকিবেন।

২৪ পরগণার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট এবং ডেপুটী কলেক্টর কুমার হরেন্দ্র কৃষ্ণ রায় বাহাদুর কিছু দিনের নিমিত্ত শিয়ালদহে থাকিবেন।

জে মনরো সাহেব রেবিনিউ বোর্ডের জুনিয়র সেক্রেটরির প্রতিনিধি থাকিবেন। আর এস মাঙ্গল্স সাহেবের নিকট হইতে যে দিন অবধি তিনি চার্য্য বুঝিয়া লইতে পারেন, সেই দিন অবধি তাঁহার নিয়োগ হইল।

রেবিনিউ বোর্ডের জুনিয়র সেক্রেটরির পদে কক্‌রেল সাহেবের যে নিয়োগ হইয়াছিল, তাহা এতদ্বারা রহিত হইল।

জে ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেব যশোরের মাজিষ্ট্রেট হইবেন।

জে এ ডপকিন্স সাহেব নদিয়ার জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট হইবেন।

আসিষ্টানট মাজিষ্ট্রেট হ্যালেট সাহেব রানিগঞ্জের ভার প্রাপ্ত হইবেন।

বাবু দ্বারিকা নাথ দে ডেপুটী মাজেষ্টার ক্রোকনগরের ভার প্রাপ্ত হইবেন।

ই ই লউস সাহেব রঙ্গপুরের জজ হইবেন

জে ওকিনালি সাহেব মালদহার মাজিষ্ট্রেট হইবেন।

সি সি কুইন সাহেব যশোরের জাইনট মাজেষ্টার হইবেন।

ই লি গডফ্রে সাহেব ডেঃ মাজেষ্টার শ্রীরাম পুরের ভার পাইবেন।

জে সি প্রাইস সাহেব বাকর গঞ্জের মাজিষ্টার হইবেন।

এইচ ক্লার্ক সাহেব ময়মান সিংহের জাইনট মাজিষ্টার হইবেন।

বাবু শিব প্রসাদ সান্যাল ডেঃ মাজিষ্টার বারাসাতের ভার পাইবেন।

—।।।—

আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান।

সম্পাদক মহাশয়, নিম্নে একটী চমৎকার আধ্যাত্মিক ঘটনা লিখিতেছি, ইচ্ছা হয় তো প্রকাশ করিবেন। ঘটনাটি স্বচক্ষে দেখিনাই, কিন্তু আমার জ্যেষ্ঠ ও অপর প্রায় শতাধিক লোকের কাছে শুনিয়াছি। মওয়া খালির সহর হইতে প্রায় ৮। ৯ মাইল দূরে, একটী বৃহৎ জঙ্গল ময় স্থান ছিল তন্মধ্যে আলিচ মামুদের দীঘি নামে একটা বৃহৎ দীঘি আছে। এই স্থান চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী মোসলমান দিগের সমাধি স্থান ছিল। রসরার জমিদার মহাশয়েরা এই স্থানে একটী বন্দর বসাইয়াছেন। আমার জ্যেষ্ঠ ঐ বন্দর স্থাপন করেন। তিনি চৌমোহনীর কাছারির তহসিল দার ছিলেন। গৌর চন্দ্র চৌধুরি নামক আপন মহালের এক জন তহসিলদার ও ঐ কাছারিতে ছিলেন। দীঘিটী পরিষ্কার করিবার সময় প্রায় ৫। ৬ শত মস্তক ও কঙ্কাল পাওয়া যায়। এই বন্দর স্থাপনের প্রায় ২ বৎসর পরে সহোদরের সহিত আমি ঐ কাছারিতে কিছু দিন বাস করি। পূর্ব্বেই তাঁহার নিকট শুনিয়াছিলাম, তথা যাইয়া তিন ২ সময়ে প্রায় শতাধিক ব্যক্তির

পারকোলার মধ্যে যে ৬।৭টী স্কুল আছে তাহার অধিকাংশই অতি কদর্য্য স্থানে অবস্থিত এবং উভয় পক্ষ হইতে যে ৭৪, টাকা ব্যয় নির্ব্বাহার্থ সংগৃহীত হইয়া থাকে, তাহা দ্বারা স্কুল সমূহের ব্যয় নির্ব্বাহ হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। কেন না উক্ত টাকার মধ্যে ২৫ টাকা এক জন ইনস্পেক্টারের বেতন, অবশিষ্ট যে টাকা থাকে তাহাতেই শিক্ষক গণের বেতনাদি সমুদায় কর্ম্ম সম্পন্ন হয়, সুতরাং শিক্ষক গণের যে অবস্থা তাহা জাত হইতে আর অধিক আয়াস পাইতে হয় না। অতএব এরূপস্থায় যে সার্কেলদের উন্নতি হইবে তাহা স্বপ্নেরও অগোচর। যাহা হউক, একেত এই তাহাতে আবার ছাত্র গণের উন্নতির পথ একে বারে অবরুদ্ধ। অন্যান্য স্কুল সমূহে পারিতোষিক প্রভৃতি দ্বারা ছাত্র গণের উৎসাহ সাধন করা হইয়া থাকে, কিন্তু সার্কেল স্থাপন হওয়া বধি তাহার নাম মাত্রও শুনিতে পাওয়া যায় না, কাযে কাযেই ছাত্র গণের উন্নতি হইবে কি ক্রমে অপনতি হইতেই আরম্ভ হইয়াছে। এক্ষণ আমাদিগের এ সম্বন্ধে আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই, তবে উপসংহার কালে এই মাত্র বক্তব্য, যদি গবর্নমেন্ট অনুগ্রহ পূর্ব্বক সাহায্য করিলেন তবে ভাল রূপেই করুন এবং মিশনারি কর্তৃপক্ষীয়দের নিকট এই মাত্র প্রার্থনা, যেন তাঁহারা সদয় হইয়া যাহাতে দিন২ মিসন সার্কেলের উন্নতি হয়, ছাত্র গণের উৎসাহ পরিবর্দ্ধন হয় এবং শিক্ষক গণও উন্নতির মুখাবলোকন করিতে পারেন, এরূপ চেষ্টা করেন। আমাদিগের এই প্রস্তাবটী যেন অরণ্যে রোদন না হয়। কিম্‌ধিক বিস্তারেণ ইতি।

যশোহর
৬ই শ্রাবণ
১২৭৮

ভবদীয় একান্ত বশম্বদ
শ্রীঅঃ—

—১০৩০—

সম্পাদক মহাশয় !

মনে নিতান্ত কষ্ট হইলে স্থির হইয়া থাকা নিতান্ত সহজ নহে। গবর্ণমেন্টকে একটী বিষয় জ্ঞাত করি, অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই ভয়ানক দুষ্কর্ম্মের অনুসন্ধান করিয়া, যদি অন্যায় বোধ হয়, শাসন করিয়া দরিদ্র প্রজাদিগকে রক্ষা করিলে বিশেষ উপকৃত এবং বাধিত হই। মহাশয় ! আপনি এই পত্র খানি প্রকাশ করিয়া আমাদের উপকার করুন।

শ্রীপুর গ্রামের নাম বোধ হয় শুনিয়াছেন, এবং জানেন যে এই গ্রাম মাগুরা মহকুমার অধীন। আমি কিছু দিন হইল বিশেষ প্রয়োজন বশতঃ মাগুরায় গমন করি এবং ডেপুটি মেজিষ্ট্রেট মহাশয়ের কোর্ট দর্শনাভিলাষে গমন করিয়া দেখি যে সেখানে কেবল "হট্টগোল"। এখানকার ভূত পূর্ব্ব ডেপুটী মেজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু কালী চরণ ঘোষ মহাশয়ের সুশাসনে কোর্টের, সমস্ত মকদ্দমা সুশৃঙ্খলে ছিল। কোর্ট হাউসে এমন গোলমাল হইলে কেমন করিয়া যে মনস্থির করিয়া সুবিচার করা যায় তা আমরা ত বুঝিতে পারিলাম না।

আপনার বোধ হয় ইহাও বিদিত আছে যে, আমাদের এই গ্রামটী যদিও ক্ষুদ্র তবু জমীদারের অভাব নাই। জমীদার মহাশয় দিগের ভিন্ন২ জেলা ও মহকুমার অধীন জমিদারি আদালাদি আছে। বসির হাট মহকুমার কথা বোধ হয় আপনি শুনিয়াছেন। এখানকার জমীদার মহাশয় দিগের কাহারও২ ঐ মহকুমার অধীন জমিদারী আছে। এরূপ অবস্থায় তথাকার ডেপুটী মেজিষ্ট্রেটের আত্মীয়তার খাতেরেই হউক আর যে খাতেরেই হউক, জমীদার মহাশয় দিগের বাটিতে বসির হাট হইতে সাজিয়া আসিয়া নিমন্ত্রণ খাওয়া কি উচিত ? বসির হাট মহকুমার ডেপুটী মেজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামা চরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এক মাসের অবকাশ লওয়ায় শ্রীযুক্ত বাবু শিব প্রসাদ সাণ্ডেল মহাশয় ঐ সময়ের জন্য প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়াছেন। লোকে "জমীদারদের কাছে" উত্তম মধ্যম "আহার করিয়া তাঁর কোর্টে নালিস করে। প্রতি বাদীর পক্ষ হইতে আপত্তি হইল যে কেবল দলাদলি সূত্রে নালিশ, সুতরাং ডেপুটী মেজিষ্ট্রেট মহাশয় সে মকদ্দমা অগ্রাহ্য অর্থাৎ ডিস্‌মিস্ করিলেন। শিব প্রসাদ বাবু গত রবিবারে শ্রীপুর গ্রামের পার্শ্বস্থ গ্রামবাসী শ্রীযুক্ত ভারত চন্দ্র রায় মহাশয়ের বাটীতে মধ্যাহ্নে এবং শ্রীপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু জগদীশ চন্দ্র সরকার মহাশয়ের বাটীতে রাত্রে নিমন্ত্রিত হইয়া সুভা গমন করেন। ঐই রূপ জনরব সেখানে নাকি অনেক কাণ্ড বাণ্ড হইয়াছিল। সেযাহউক, একটা বিষয়ে বড় সন্দেহ হয়। জগদীশ বাবুর একটি ফৌজদারি মকদ্দমা শিব প্রসাদ বাবুর কোর্টে মুলতুবি আছে সে মকদ্দমার অবস্থা আমি বিশেষ জানি না। যে রূপ অবস্থার মকদ্দমাই হউক না কেন, এবং জগদীশ বাবু অথবা তাঁহার পক্ষের কোন লোক ফরিয়াদিই হউক আর আসামীই হউক, শিব প্রসাদ বাবু কেমন করিয়া নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া মহা আহ্লাদ এবং বিশেষ রূপ আমোদ করিয়া গেলেন। তিনি বড় এক দমাতিরিক্ত। তাঁহার কি কলঙ্কের ভয় নাই ? লোকে কি তাঁহার কলঙ্ক করিবে না ? নাই বা করিবে কেন ! ফৌজদারী মকদ্দমা তাঁর কোর্টে মুলতুবি, তিনি স্বচ্ছন্দে আসিয়া যাহাদের মকদ্দমা মুলতুবি রহিয়াছে তাঁহাদেরই বাটীতে বিশেষ আমোদ করিয়া গেলেন। শিব প্রসাদ বাবুর দোষ কি ? গবর্ণমেন্ট ত পেছন ফিরে দেখবেন না, চক্ষে আঙ্গুল দিয়া বুঝাইয়া দিলেও বুঝেন না। গবর্ণমেন্টের কি, তাঁর পয়সা হইলেই হইল। যে কোন গতিকে অর্থ শোষণ করিতে পারিলেই বাঁচেন। ট্যাক্সের২ আমাদের যান্ গেল, তাও যদি সুবিচারের সহিত আদায় হইত তবু বাঁচিতাম। এবিষয় বারান্তরে মহাশয়কে লিখিব। ঈশ্বর আমাদের নিবেদন গবর্ণমেন্ট একটুকু মনোযোগী হইয়া আমাদিগকে বাঁচান। মহাশয় ! এক বার আপনার পত্রিকা পাঠে বিশ্বাস হইয়াছিল যে চ্যাপ্‌ম্যান্ সাহেব আপনার পত্রিকা পাঠ করেন এবং তিনি আমাদের হিতাকাঙ্খী। দেখা যাউক আমাদের উপায় কি করেন। যদি এবিষয়ের কোন বিশেষ বিহিত করেন তবে অত্যাচার, অন্যায় সম্বন্ধে আমি যাহা কিছু জানি ক্রমেং প্রকাশ করিব। আর যদি তিনি চুপ চাপ্ করিয়া থাকেন, ছেঁড়া ন্যাঁটার মধ্যে যাওয়ার গরজ কি, মনে করেন, আমরা কোথাকার কোন্ বিগার্ বাঙ্গালি যে, আমরা কথা বলি এই রূপ মনে করেন তবে এই পর্য্যন্ত। মনের কথা আপাততঃ মনেই থাকিল। আমরা আবার আইন কানন বুঝি না, কি বলিতে কি বলিয়া ফেলিব, সুতরাং সব কথা যাহা জানি ব্যক্ত করিতেও সাহসক হয় না। বলেছি বলা হয়েছে, মহাশয়। গরিবদের দিকে একবার দু একটা কথা বলিয়া দেখুন, দেখি তাতেই বা কি ফল হয়। ক্রুক সাহেবের যেরূপ সাহেবের বিচারের বিষয় শুনিয়া আবার কথাও সরে না। তথাচ চলে না। তবু নিতান্ত কষ্ট হয়েছে বলিয়াই আর থাকিতে পারিলাম না। দেশে বড় ধুম বেধে গেছে অদ্য এই পর্য্যন্ত।

শ্রীপুর
শনিবার, ৪ঠা শ্রাবণ
সন ১২৭৮ সাল

এক জন পাঠক।

—১০৩১—

উদ্বন্ধন দণ্ডে আদিষ্ট বন্দীর
স্ত্রীর বিনয়।

জজের প্রতি।

২০ সংখ্যার পর।

অভাগির কথা যদি না কর শ্রবণ,
যদি মর্ম্মে দেওতাপ, দিব হেন অভিশাপ
মনে প্রাণে এই পাঁচজন,
যাহেতব ভাল পেয়ে হবেনা কখন।
কি ! জনপেশরে ! পাষাণ হিয়ে চাহিস্ তাড়াতে ?
যদিও প্রাণে শেষ মোর, আমি করিব না দোর ?
কে আসিবে আসুক সাক্ষাতে।
বধি তারে, যার ফাঁসে প্রাণ পতি যাইতে।
দিলিরে দাঁড়ার ঘ মরার উপরে।
হে ঈশ্বর দয়াময়, রাত্ত দিন যদি হয়,
বিচার করিয় ভালকরে।
ভুলেছেন সে জন যে ভুলাইল মোরে।
শুন এই ছেলে মেয়ে শ্বশুর শাশুড়ী।
না খেতে নাথের প্রাণ, তুই সত্য বিদ্যমান,
আমি প্রাণ বিসর্জ্জন করি।
আলিঙ্গন দেও, নাথ, এই আমি মরি।
এস তুমি, আগে আমি স্বর্গ পুরে যাই।
রাজা হয়ে অবিচার, করিতেছে অবিচার,
দয়া প্রায় কিছু দয়া নাই।
দেখিব বিচার এরূপ তথা কি না পাই !
রাজ-নিন্দা আমা কেন কর প্রাণেশ্বর।
নারীর সর্ব্বস্ব পতি, তারে বধে যেদুর্ম্মতি,
রোদনেতে যে নহে কাতর,
তার সম পৃথিবীতে কে আছে পামর ?
তুমি যেন, প্রাণ নাথ, করিয়াছ দোষ,
আমরা এ পাঁচ জন, দুঃখিনীরে অকারণে
কেন ভাবি ! কেন এত রোষ ?
দোষেরে বধিয়া জজ কি পাবে সন্তোষ ?
একেরে বধিয়া দুঃখি করে শতজনে,
যে রাজা এত নির্দ্দয়, তারে কিসে ভক্তি হয় ?
তারে রাজা বলিব কেমনে ?
তার প্রতি ভালবাসা থাকে কি হে মনে ?
এতেক রোদনে মন না ভিজিল যার,
পড়িয়া বিষম দুঃখে, বলিব যা আসে মুখে,
মুখ বন্ধ কে করে আমার ?
পাগল হয়েছি আমি, কি আর বিচার ?
অথবা পাড়িলে গালি কি লাভ হইবে ?
যে করিল আইন জারি, একল দোষ তারি,
সে পোড়া মুখরে পাই যবে
মিটাই গায়ের জ্বালা, জজ কি করিবে ?
কেমন বাঘিনী তারে ধরিল উদরে ?
হলে দোষ্ক ছেলে ছেলে, মুখে তার নুন ঢেলে,
মারিত্বাক এসবের ঘরে।
তা হলেকি এত লোক হাহাকার করে ?
কেন মিছা আর আমি মন্দ বলি লোকে ?
মিছা মনো করি রোষ, আপনার কর্ম্ম দোষ,
পোড়া প্রাণ শত ধিক তোকে।
আর কেন থাক মধ্য হতে পতি শোকে ?

এই পত্রিকা যশোহর অমৃত বাজার অমৃত প্রবাহিনী যন্ত্রে শ্রীচন্দ্রনাথ রায় দ্বারা প্রকাশিত হয়।

সাপ্ত হিক।

অধীনতা কাল কুটে মরি হায়২।
করেছে কি আর্য্য সুতে চেনা নাহি যায়।

মথণ্ড } ৩০ শ্রাবণ বৃহস্পতিবার ১২৭৫সাল। ১৩ ই আগষ্ট ১৮৬৮ খৃঃ অব্দ } ২৬ সংখ্যা।

অমৃত বাজার পত্রিকা।

বিজ্ঞাপন।

নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ অমৃত বাজার পত্রিকার এজেণ্ট নিযুক্ত হইলেন। গ্রাহকগণ ইঁহাদের নিকট পত্রিকার মূল্য দিলে আমরা প্রাপ্ত হইব।

বাবু চন্দ্র নারায়ণ ঘোষ মুক্তিয়ার,
যশোহর।

বাবু তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ,
কৃষ্ণনগর।

বাবু হরলাল রায় বি, এ, টিচার, হেয়ারস্কুল,
কলিকাতা

বাবু উমেশ চন্দ্র ঘোষ নড়াল জমিদারের মুক্তিয়ার,
কাশীপুর।

বাবু দুর্গা মোহন দাস, উকিল,
বরিশাল।

যখন গ্রাহকগণ অমৃত বাজার বরাবর মূল্য পাঠান, তখন যেন তাহা রেজিষ্টরি করিয়া পাঠান

যাঁহারা ষ্টাম্প টিকিট দ্বারা মূল্য পাঠান, তাঁহারা যেন এক আনার অধিক মুল্যের টিকিট না পাঠান।

বারিং কিম্বা ইন্ সাফিসিয়েণ্ট পত্রাদি আমরা গ্রহণ করিনা।

বিজ্ঞাপন।

অমৃত বাজার পত্রিকার মূল্যের নিয়ম।

অগ্রিম।

বার্ষিক	৫ টাকা	ডাক মাশুল	৩ টাকা
ষাণ্মাষিক	৩	„	১॥०
ত্রৈ মাসিক	২	„	৸०
প্রত্যেক সংখ্যার	।०	„	/०

বিনা অগ্রিম।

বার্ষিক	৭ টাকা	ডাক মাশুল	৩ টাক
ষাণ্মাসিক	৪৸	„	১॥
ত্রৈ মাসিক	৩	„	৸०

এই পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের মুল্য নির্ণয়।

প্রত্যেক পংক্তির প্রতি

প্রথম ও দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার.......... ৵

চতুর্থ ও ততোধিক বার .... /১০

বিজ্ঞাপন প্রেরকেরা বিজ্ঞাপনের সহিত তাহার প্রকাশের মূল্য এক আনা কিম্বা আধ আনার ষ্ট্যাম্প টিকিট দ্বারা আমাদের যন্ত্রালয়ে পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

সংগীত শাস্ত্র, প্রথম ভাগ।

উল্লিখিত পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে। উহার দ্বারা নানা বিধ গীত ও বাদ্য গুরুপদেশ ভিন্ন অভ্যস্থ হইতে পারিবেক। উক্ত পুস্তক কলিকাতাস্থ সংস্কৃত

ডপো জিটারিতে এবং কলিকাতার কলেজ ষ্ট্রীট ব্যানার্জি এণ্ড ব্রদারসদের লাইব্রেরিতে, এবং নিম্ন স্বাক্ষরকারির নিকট তত্ত্ব করিলে গ্রহণেচ্ছুক মহাশয়েরা পাইতে পারিবেন। মূল্য ॥० আনা, ডাকমাশুল এক আনা। কেহ নগদ ৫ টাকার বা তদধিক মুল্যের পুস্তক লইলে শত করা ১২। টাকা এবং ৫০ টাকা বা তদধিক মূল্যের পুস্তক লইলে শত করা ২৫ টাকা কমিসন পাইবেন।

শ্রীনীল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য
যশোহর অমৃত বাজার

অমৃত বাজার পত্রিকা।

২০শে শ্রাবণ বৃহস্পতি বার।

ইংরাজেরা সাধরণতঃ বলিয়া থাকেন যে, তাঁহরা ভারতবর্ষ ভারতবর্ষের নিমিত্ত শাসন করিতেছেন। ভারতের যে আয় তাহা ভারতের কার্য্যেই ব্যয় হইতেছে; অতএব তাঁহারা ভারতের নিমিত্ত যে পরিশ্রম করেন, তাহা তাঁহাদের স্বার্থ ধরিতে গেলে পণ্ডশ্রম মাত্র।

সাধারণ লোকে ইহা কিন্তু বিশ্বাস করে না, যেহেতু ইহা তাহাদের সহজ জ্ঞানের বিপরীত; বরং একথা বলিলে তাহারা হাস্য করিবে যে, ইংরাজেরা আমাদের দেশ শাসন করিতেছেন অথচ ইহাতে তাহাদের কিছু লাভ হইতেছে না। সাহেবরা ত এই রূপ বলেন এক্ষণ দেখা যাউক তাঁহাদের কৃত জাতীয়-অর্থ-ব্যবহার পোলিটিকেল ইকনমি। শাস্ত্রে কি বলে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়া রাখি যে, আম. ইংলণ্ডের শুদ্ধ অর্থ সম্বন্ধে লাভালাভ বিবেচনা করিব। অন্য প্রকার লাভের বিষয় পরে বিবেচনা করা যাইবে।

দুই স্বাধীন দেশের মধ্যে বাণিজ্য চলিলে, যে দেশে আমদানি অধিক ও রপ্তানি কম হয়, সেই দেশের অধিক লাভ থাকিয়া যায়। ক ও খ এই দুই দেশে যদি বাণিজ্য চলে, ক দেড়লক্ষ টাকার চাউল রপ্তানী করে, খ এক লক্ষের লৌহ; এবং ক যদি সমুদয় চাউলের বিনিময়ে সমুদয় লৌহ লইয়া বাকি ৫০ সহস্র টাকা নগদ লয়, তবে কয়ের সমুদয় ৫০ সহস্র টাকা না হউক, তাহার অনেক অংশ যে তাহার ক্ষতি হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই। পূর্ব্ব কালের লোকেরা এটা বুঝিতেন না। তাঁহারা ঘরে অধিক টাকা আনিতে পারিলে অধিক লাভ মনে করিতেন। টাকার যে নিজের কোন মুল্য নাই, কেবল দ্রব্যাদি বিনিময়ের সুবিধার জন্য ব্যবহৃত হয়, তাহা তাহারা বুঝিতেন না। কিন্তু ইহা লইয়া অধিক তর্ক করিবার স্থল এ নয়। তবে এই মাত্র বলি যে সমুদয় জাতীয়-অর্থ-ব্যবহার শাস্ত্র এই বাক্যটি প্রমাণ করিতেছে। অতএব অন্য দেশে বাণিজ্য করিতে গিয়া যিনি দেশে টাকা লইয়া আইসেন, তিনি যে ঠকেন তাহার আর সন্দেহ নাই। কিন্তু এই রূপ লাভালাভের অবস্থা বহুকাল থাকিতে পারেনা। কোন দেশ হইতে রপ্তানী করিলে সে দেশের তাবৎ দ্রব্যের মূল্য বাড়িয়া যায়, সুতরাং ক্রমে ২ রপ্তানী কমিয়া যায় ও আপনাআপনি আমদানী রপ্তানী সমানহইয়া যায়। এই রূপ মুদ্রা স্রোতের স্বাভাবিক আগম ও বহির্গমে জাতীয় বাণিজ্যের লাভালাভের সামঞ্জস্য হইয়া যায়; এবং যাহাতে এই স্রোতের গতি রোধ করে তাহাতে ঐ সামঞ্জস্য নষ্ট করিয়া ফেলে।

প্রকাশ্যে ও পরোক্ষে কার্য্য করা এখনকার কালের লক্ষণ। পূর্ব্বে কবিরাজেরা

পরিশ্রমের মূল্য ছাড়া ঔষধ জন্য যে মূল্য লইতেন, তাহা সাক্ষাৎভাবে লইতেন। এখন স্বহস্তে ঔষধ বিক্রয় না করিয়া এক খান ব্যবস্থা পত্র লিখিয়া দেন এবং সেই ব্যবস্থা পত্রের যোগে তাহাদের ঔষধালয় হইতে ঔষধবিক্রীত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে আদালতের বিচারকের বেতন হাতে হাতে লইয়া বিচার কার্য্য করা হইত, এখন সে বেতন দেওয়া হয় ষ্ট্যাম্পের দোকানে। পূর্ব্বে নজর সেলামি ইত্যাদি নানা রূপ স্পষ্ট নামে কর গ্রহণ করা হইত, এক্ষণ আবকারী, শুল্ক ইত্যাদি নানা উদ্ভট উপায়ে কর আদায় হইয়া থাকে। ইংরাজেরা যে বলেন তাহারা আমাদের দেশ শাসন নিবন্ধন কোন রূপ অর্থ লাভ করেন না, যদি অর্থ লাভের অর্থ টাকা নেওয়া দেওয়া বুঝায়, তবে তাহারা এক রকম কোন অর্থ লাভ করেন না বটে। কিন্তু উপরে আমরা বলিয়াছি যে, কোন দেশের আমদানি অপেক্ষা রপ্তানি বেশী হইলে সেখানে ধন বৃদ্ধি হয় ও সেই সঙ্গে২ দ্রব্যাদি মহার্ঘ হয়, ও যে পর্য্যন্ত রপ্তানি কমাইয়া দেশে দ্রব্যাদি সুলভ না করা যায়, সে পর্য্যন্ত দেশের ক্ষতি হইতে থাকে। যাহাতে উক্ত রূপ টাকা আগমের প্রতিবন্ধক ঘটায় তাহা উক্ত ক্ষতির কারণ বলিতে হইবে।

গবর্ণর জেনারেল অবধি আরম্ভ করিয়া সমুদয় সিবিলিয়ান গণ, সৈনিক কর্ম্মচারী গণ, ইংরেজডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, লাল বাজারের সামান্য খালাসী পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর যত টাকা ইংলণ্ডে পাঠান, তাহাতে ভারতের ধনের বিস্তর অংশ শোষিত হয়। এরূপ শোষণে যতদূর হউক না কেন ভারতবর্ষের তত ক্ষতি নাই। কিন্তু ইহাতে ভারতবর্ষের অর্থ কমিয়া দ্রব্যাদি সুলভ হইয়া পড়ে ওকাবেই ভারতবর্ষীয়দের বহু ক্লেশ ও আয়াস জাত নানা দ্রব্য ও সামগ্রী উল্লিখিতটাকার প্রায় সমপরিমাণে বাহির হইয়া যায়। এই ইংলণ্ডের প্রকৃত লাভ ও আমাদের ক্ষতি। এ দেশ হইতে ইংলণ্ডে যত রপ্তানি হয়, ইংলণ্ড হইতে এখানে রপ্তানি তাহা অপেক্ষা অনেক কম। স্বাভাবিক স্বাধীন ভাবে যদি বাণিজ্য চলিত, তাহা হইলে রপ্তানির আধিক্য তাদের মূল্যের টাকা এদেশে আসিয়া সমুদয় দ্রব্যের এরূপ মূল্য বৃদ্ধি করিয়া দিত যে যে সকল দ্রব্য স্বদেশাপেক্ষা সুলভতর বলিয়া ইংরাজগণ এদেশ হইতে লইতেছে, তাহার অনেক প্রকার দ্রব্য লইতে তাহাদের ক্ষান্ত দিতেহইত। কিন্তু এক্ষণ এরূপ টাকা আনা দূরে থাকুক, ভারতবর্ষকে আরও সুন্দর পরিমাণে ফাজিল দিতে হইতেছে।

আবার অধিকন্তু ভারতবর্ষীয়দের না আছে কল, না আছে বল। এমত অবস্থায় তাহাদের উপর কি সামান্য অত্যাচার হইতেছে? ভারতবর্ষ স্বাধীন হইলে, ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ড উভয়ের বাণিজ্য দ্বারা এক্ষণ অপেক্ষা অধিক লাভ হইত।

—১০০—

আমলা।

গত ৫ ও ৭ সংখ্যক পত্রিকায় আমরা আমলা দের বিষয় যাহা লিখিয়াছিলাম ভরসাকরি পাঠক গণ মধ্যে অনেকেই তাহা পাঠ করিয়া থাকিবেন। এজেলার যে সব আমলা জালে পড়িয়াছিল, তাহাদের মধ্যে তিনজন ফৌজদারিতে দণ্ডনীয় হয়।

প্রথম—রামেন্দ্র ভট্টাচার্য্য। ইনি এখানকার সদর আমীন আদালতের সেরেস্তাদার। প্রায় ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত বিনাক্রটিতে এই কর্ম্ম করিয়া আসিতে ছিলেন। এখন বৃদ্ধ হইয়াছেন। রামেন্দ্র নিজকর্ম্মে এরূপ যোগ্য যে কথিত আছে যশোহরের যত সদর আমীন আসিয়াছেন তাহারা সেরেস্তাদারের কার্য্যদক্ষতা বশতঃ অল্পদিন মধ্যে সদরালা পদে উন্নতি পাইয়া গিয়াছেন। কাজে কাজেই যে হাকিম আসুন না কেন রামেন্দ্রের বশীভূত হইয়া তাঁহাকে কার্য্য করিতে হইত।

রামেন্দ্রের নামে কেহ কখন ঘুষ লইবার কোন নালিশ করে নাই। কিন্তু দণ্ড বিধি আইনের ৩৮ ধারা অনুসারে গবর্ণমেণ্ট বাদীতে তাঁহার নামে ৫০ টাকা ঘুষ লইবার চেষ্টা করার অভিযোগ হয়। এবং বিচারে তাহার ৩৫ দিন কারাবাসের আদেশ হয়। রামেন্দ্র হাইকোর্টে আপিল করিয়া অব্যাহতিপান এবং ৩৮ দিনের দিনঅবিলম্বে তাঁহাকে খালাস দিবার জন্য জজসাহেবের নিকট তারে সংবাদ আইসে। পরে রামেন্দ্র জজের নিকট হাজির হইয়া স্বীয় কর্ম্মে বহাল হইবার জন্য দরখাস্ত করায় জজ সাহেব সদর আমিনের কৈফিয়ত তলব করেন। সদর আমিন খাকু লেখেন যে রামেন্দ্র অতি যোগ্য লোক, যখন হাইকোর্ট তাহাকে নির্দ্দোষী বলিয়াছেন, তখন তাহাকে কর্ম্ম দিতেতাঁহার কোন আপত্তি নাই। কিন্তু জজ সাহেব রামেন্দ্রের প্রতি তাহা সন্দেহ হইয়াছে বলিয়া ঐ দরখাস্তে হুকুম দেন যে তাহাকে কোন মতে কর্ম্ম দেওয়া যাইতে পারে না। রামেন্দ্র পুনরায় হাইকোর্টে আপিল করিয়া কর্ম্মে বহাল হইয়া আসিয়াছেন।

এই মকদ্দমায় রামেন্দ্র দোষী কি কি [illegible]বী তাহা আমরা বলিতে চাহি না। আমলাদের অধিকাংশই যেরূপ যোগ্যলোক তাহাদের যেরূপ অল্প বেতনে সন্তুষ্ট থাকিয়া কুলি মজুরের ন্যায় খাটিতে হয়, তাহাদের ভবিষ্যত উন্নতির দ্বার যেরূপ কঠিন রূপে রুদ্ধ, এবং তাহাদের প্রতি সাদা হাকিমেরা যেরূপ নীচ ব্যবহার করেন, তাহাতে তাহারা পেটের জ্বালায় ঘুষ লইলেও তাহাদের উপর আমরা তত দোষারোপ করিতে পারি না। হায় আমলাগিরি কি বকমারি! রামেন্দ্র এই মকদ্দমায় কত কষ্ট পাইয়াছেন কত [illegible] নি সহ্য করিয়াছেন। সাহেবের পুত্র জন্ম [illegible] তাও শেষ দশায় এত দুঃখ পায় না।

অপর দুজনের নাম জগচ্চন্দ্র মিত্র ও বিধুভূষণ। ইহারা জজ আদালতের মোহরের। জগত রামেন্দ্রের ন্যায় ৩০বৎসরের পুরাতন চাকর। যে দুই কয়েদিতে রামেন্দ্রের মকদ্দমা প্রমাণ করে, তাহারা ইহাদেরও মকদ্দমার সাক্ষী। এ মকদ্দমায় ও কোন বাদী ছিলনা। এ জন্য গবর্ণমেণ্টের বাদিতে মকদ্দমা উপস্থিত হইয়া জগতের নামে ১৫ টাকা ও বিধুর নামে ১০ টাকা ঘুষ লওয়ার অভিযোগ হয়। জগতের ১০ দিন ও বিধুর ৭ দিন কারাবাসের আজ্ঞা হয়। যে অনুপাতে ইহাদের দণ্ড হয়, আমরা পেনাল কোডের আগা গোড়া পড়িয়া তাহার কোন খোজ পাইলামনা। তবে নিউমার্চ্চ সাহেবের অঙ্ক পুস্তকের ২য় অধ্যায়ের ৩ ধারা, ৪ প্রকরণ অনুসারে কসিলে এরূপ ঠিক হয়, যথাঃ—

রামেন্দ্র : বিধু :: ৫০ : ১০

এবং রামেন্দ্র : জগত :: ৫০ : ১৫

অর্থাৎ ১০ রামেন্দ্র = ৫০ বিধু;

অথবা ১ রামেন্দ্র = ৫ বিধু;

এবং ১৫ রামেন্দ্র = ৫০ জগত;

অথবা ৩ রামেন্দ্র = ১০ জগত

কিন্তু রামেন্দ্রের ৩৫ দিন মেয়াদ হয়,

বিধুর এই হিসাবে $\frac{৩৫}{৫}$ ৭দিন মেয়াদ হইল

এবং জগতের এই হিসাবে $\frac{১০৫}{১০}$ ১০॥ দিন মেয়াদ হওয়া উচিত, কিন্তু যেহেতু আধ দিন মেয়াদ হয়না, এই কারণে তাহাকে দশ দিন মেয়াদ দেওয়া হইল।

এই তিনটী মোকদ্দমার বিচার যশোরের ভূতপূর্ব্ব জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত ও কেনালি সাহেব করেন।

—০১০—

রুশিয়া ও ভারত বর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট।

আমরা পূর্ব্বে একবার ইংগিত করিয়াছিলাম যে রুশিয়দিগের চাল চলন এ দেশ সম্বন্ধে বড় ভালনহে। ভারতবর্ষের দিগন্তব্যাপী ধনের গন্ধে তাহাদের লোভের উদ্রেক হইয়াছে। আবার তাহাদের মনে

বিশ্বাস, এবং বাস্তবিক অনেকটা সত্য বটে, যে রুশিয়া শারীরিক ও সৈনিক বলে এবং সামরিক কৌশলে ইংলণ্ড হইতে কোন অংশেই ন্যূননহে। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, যে আফগানিস্থান অধিকার বা উহার সহিত সন্ধি করিতে পারিলে রুশিয়ানরা নির্ব্বিঘ্নে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টেরপ্রতি দ্বন্দ্বী হইতে পারে। সেইজন্য সমরকন্দ জয় করিয়াও তাহারা তাহা পরিত্যাগ করিয়াছে, এবং বোখারার চতুপার্শ্বস্থ নগর সকল অধিকার করিবার জন্য বোখারার আমীরকে বাধ্য করিতে চেষ্টা করিতেছে।

প্রথম রুশিয়ানরা যখন মধ্যআসিয়ার অগ্রসর হইতেছিল, তখন আমাদের গবর্ণমেণ্ট বাস্তবিক একটু ভয় পাইয়াছিলেন। সেই সময় পঞ্জাবের পশ্চিম সীমায় কয়েকটী দুর্গ স্থাপিত হয়। তার পর আবিসিনিয়ার যুদ্ধে বিব্রত থাকা বলিয়াই হউক, কি ইচ্ছা করিয়াই হউক, ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট রুশিয়নদের অগ্রসর দেখিয়াও দেখেন নাই। ইংরাজদের এতদিন এইরূপ চুপ করিয়া থাকাতে প্রকৃত রাজনীতিজ্ঞতার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। ফলতঃ প্রথম হইতেই তাঁহারা যদি রুশিয়ানদের গতির বাধা দিতে যাইতেন, তাহলে বাধা দিতেত পারিতেনই না, কেননা রুশিয়ানরা তখন বহু দুরে, নাতেহইতে কতক গুলি অর্থব্যয় হইত। বিশেষ আর একটী অপযশ কিনিতে হইত। তখন একটু ব্যস্তসমস্ত হইয়াছিলেন বলিয়া, ভারতবর্ষময় ভাসিয়া গিয়াছিল যে, ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট ভয় পাইয়াছেন।

এখন রুশিয়ানরা আফগানিস্থানের উত্তর সীমার উপর। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের আর চুপ করিয়া থাকার যো নাই। গবর্ণমেণ্ট এখন প্রকাশ্যে বলিতেছেন যে, আফগানিস্থানের একচুল ভূমিও রুসিয়ান দিগকে অধিকার করিতে দেওয়া হইবেনা। পঞ্জাব ও সিন্ধুর দুর্গ, অস্ত্রাগার সকল পরিদর্শিত হইতেছে। লাহোর হইতে পেশওয়ার পর্য্যন্ত লৌহপথ শীঘ্র ২ প্রস্তুত করিবার আদেশ হইয়াছে। আটকের খাল প্রায় সমাপ্ত হইতে চলিল। সংক্ষেপে, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট রুশিয়ার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। রুশিয়ানরা আফগানিস্থান মুখ একপা বাড়াইবে, আর ব্রিটীশসেনা অমনি তাহাদের পথ রোধ করিতে পারে, এরূপ বন্দোবস্ত করা হইতেছে।

ফ্রেণ্ড বলেন, "রুসিয়া, ধন, জ্ঞান ও সভ্যতায় ইউরোপীয় সকল জাতি অপেক্ষা হীন, সুতরাং তাহারা পরদেশ আক্রমণ করিতে অক্ষম। ,,পিটার দি গ্রেটের পূর্ব্বে রুসিয়া জঙ্গলময় ও উহার অধিবাসীরা অসভ্য ছিল। তিনি দেশের রাজ নৈতিক অবস্থা এবং তাঁহার সুশীলা বুদ্ধিমতী স্ত্রী কাথেরিণ দেশের সামাজিক অবস্থা একেবারে পরিবর্ত্ত করিয়া ফেলেন। সুইডেনের রাজা ১২ শ চারলস্ প্রথম রুসিয়ান দিগকে যুদ্ধ করাইতে শিখান। অল্প দিন মধ্যে পিটার গুরুমারা বিদ্যা শিখিয়া উঠে সেই অবাধ ভিন্নদেশ অধিকার করা কি ভিন্ন দেশের আভ্যন্তরিক রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করা রুসিয়ার এক স্বভাব হইয়াগিয়াছে। পরে দ্বিতীয় কাথেরিণের সময় রুসিয়ার ক্ষমতা দ্বিগুণতর বৃদ্ধি হইয়া উঠিল। বিখ্যাত সুবরব তাঁহার প্রধান সেনাপতি ছিলেন। সেই সময়ে পোলাণ্ড লওয়া হয়। তখন ইউরোপের যে কয়েক দেশ একত্রিত হইয়া ঘোরতর সংগ্রাম করে রুসিয়া তাহার মধ্যে একটি প্রধান দেশ ছিল। পিটার ১৭২১ শালে প্রথমত ফিনলাণ্ড অধিকার করিয়া লন। আর এই ফিনলাণ্ড হইতে রুসিয়াব নাবিক গণ সংকুলন হয়। পরে পোলণ্ড ১৭৭২—৯৩শালে রুসিয়ার হস্ত গত হয়। ১৮১২ শালে যে সন্ধিহয়, তাহাতে রুসিয়া বেশারেবিয়া দেশ তুর্কি হইতে প্রাপ্ত হয়। ১৭৮৩শালে ক্রিমিয়া দ্বিতীয় কাথেরিণ বল দ্বারা অধিকার করিয়া লন। আবার সেই ক্রিমিয়ায় যখন ১৮৫৪।৫৫ সালে যুদ্ধ হয়, তখন এ দেশস্থ সাধরণ লোকে রুসিয়ার নাম শুনে। ১৮৫২ সাল হইতে রুসিয়ানরা আসিয়া মুখ আসিতেছে। কিন্তু সংপ্রতি তাহাদের গতি বড় দ্রুত হইয়া পড়িয়াছে। যাহারা অস্মাবধি এই রূপ ভিন্ন দেশ অধিকার করিতে ব্যস্ত, তাহারা যে অন্য রাজ্যপ্রলোভী নয়, তাহা বলা যাইতে পারেনা। রুসিয়ার রাজা সর্ব্বময় কর্ত্তা। এরূপ দেশে রাজ নৈতিক গোলমাল থাকিতে পারেনা। রুসিয়ানরা বাঙ্গালীর ন্যায় শান্ত প্রকৃতি নহে। সুতরাং তাহারা বিদেশীয় রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ কি ভিন্ন দেশ আক্রমণ না করিয়া কি করিবে! রুসিয়ার উত্তর, পশ্চিম ও পূর্ব্বে যে সকল বাধা রহিয়াছে, তাহা অতিক্রম করিবার যো নাই। কাযেই তাহারা পালে ২ দক্ষিণ মুখ আসিয়া পড়িতেছে। কেও রুসিয়ান দিগকে দরিদ্র ও অসভ্য বলিয়া তাহাদের কর্ত্তৃক ভিন্নদেশ আক্রমণ করা অসম্ভব বলেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে দারিদ্র্য ও অসভ্যতায় অনেক সময় অনেক জাতিকে পর রাজ্য অধিকার করিতে উত্তেজনা করে। ইহার ঐতিহাসিক উদাহরণ কত দিব। যখন ১৮৫৪।৫৫সালে ক্রিমিয়ার ঘোর সংগ্রাম হয়, তখন রুসিয়া এত উন্নত হইয়া উঠে যে, সাধারণের শান্তির কারণ তাহাকে দমন করা ইউরোপের প্রধান জাতি দিগর একান্ত যত্ন হয়। সেবাষ্টিপুল অধিকৃত হইলে, ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষময় একখানি ঘোষণা পত্র প্রচার করেন। তাহার মধ্যে এই রূপ ভাব ছিল, ফরাসি, তুর্কিও ইংরেজেরা একত্রিত হইয়া সিবাষ্টিপুল দুর্গ অধিকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। এখন তোমরা ঈশ্বরের নিকট ধন্যবাদ দাও "এই কৌতুহল জনক [illegible]পারের পর সাধারণ লোকে বলিতে আরম্ভ করিল, রুসিয়া প্রকাণ্ড দেশ, এবং রুসিয়ান দিগেরমত যোদ্ধা আর পৃথিবীতে নাই। সেই অবধি ভারতবর্ষীয়দের মনে এই দৃঢ় সংস্কার হইয়া গিয়াছে যে, রুসিয়ানরা অসভ্য ও যেমন, যোদ্ধাও তেমনি এবং সেই সংস্কার রুসিয়ানদের অগ্রসরে দৃঢ়ীভূত হইতেছে। যাহা হউক ইংলিশ গবর্ণমেণ্টের রুসিয়ানদের আসা সম্বন্ধে ব্যস্ত হইবার কোন কারণ নাই। কারণ ভারত বর্ষীয়ার তাঁহাদের প্রতি যে রূপ সন্তুষ্ট ও কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ আছে, তাহাতে তাহারা প্রাণ পণে আর্থিক, কায়িক ও মানসিক সাহায্য করিবে।

—:::—

ব্রাহ্মণ ঠাকুর, মাকড় মারিলে কি দোষ জিজ্ঞাসা করিলে বলেন, মহা পাপ। তাহার পর যখন শুনিলেন তাঁহার পুত্র মারিয়াছে তখন বলিলেন মাকড় মারিলে ধোকড় হয়। ইংরাজেরা যাহা করেন তাহাই শুভফলপ্রদ, তাহাতে কাহারই অমঙ্গল হইতে পারে না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজা ও স্বতন্ত্র কয়েকটি গবর্ণমেণ্টের হাত হইতে ইটালীকে এক জন প্রবল রাজার হস্তে স্থাপন করার নিমিত্ত ইউরোপের প্রায় সকল রাজনীতিজ্ঞ মহানুভব লোকে যত্ন করেন। আবিসিনিয়া এক জন বীর্য্যশালী বুদ্ধিমান রাজার হস্ত হইতে লইয়া কতক গুলি ক্ষুদ্র ২ সরদারের হাতে অর্পণ করা আবিসিনিয়ার পক্ষে যার পর নাই মঙ্গল হইয়াছে, মহাত্মা নেপিয়ার ইহা বিঘোষিত করিতেছেন। তিনি বলেন "আমাদের আবিসিনিয়ায় প্রবেশ কালে, টাইগর প্রদেশ স্বাধীনতার জন্য যত্ন করিতেছিল এবং ওয়াগস্থুম জোবাজি কৃতকার্য্য হইবার আশা শূন্য হইয়া থিওডোরের প্রতিকূলে প্রতিবন্ধকতা করিতেছিল। এই দুই প্রদেশ এখন সহজে কৃতকার্য্য হইতে পারবে। থিওডোর যে দেশের আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা শত্রু হস্ত হইতে রক্ষা করিতে তাঁহার কোন ক্ষমতা ছিলনা ফলে এমন একটি দিক নাই যে দিক্ দিয়া

দেখিতে থিওডোরের মুখে আবিসিনিয়ার ফলার্থ হয় নাই, লর্ড নেপিয়ারের মত বিদায় আমরা অধিক বাক্য ব্যয় করিতে চাহি না তবে এই একটি কথা বলি, যিনি সতত সহায়হীন ভাবে পরাক্রান্ত বৃটিশ শক্তির সম্মুখে স্বেচ্ছা পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, তিনি কি প্রকৃত পক্ষে দুর্বল বীর্য্য শূন্য হইতে পারেন!

—:০:—

এডুকেশন গেজেটের সম্পাদক পরিবর্ত্তন।

অনেক গোলমালের পর প্যারি বাবু এডুকেশন গেজেটের সম্পাদকীয় পদ পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত এক রূপ কৃত সংকল্প হইয়াছেন। এডুকেশন গেজেট প্যারিবাবুর হাতে আসিয়া যে সর্ব্বপ্রকার উন্নতি লাভ করিয়াছিল তাহা বোধ হয় সকলেই জানেন। উহার গ্রাহক সংখ্যা ও দিন২ বৃদ্ধি হইতেছিল। পত্রিকা খানি আরো উত্তম করেন তাঁহার এই রূপ ইচ্ছা ছিল, এবং উহার কলেবর সহরই পরিবর্দ্ধিত করিতেন। আমাদের দেশে সম্বাদ পত্রিকার মধ্যে এডুকেশন গেজেট সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ, অতএব এ গরিব দেশে ইহা কর্ত্তৃক অনেক মঙ্গলের সম্ভাবনা। প্যারি বাবু কেবল এক্ষণেই এ কাল পর্য্যন্ত এক রূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া ও কাগজটির উন্নতি সাধনে যত্নশীল হন; কিন্তু তিনি এডুকেশন গেজেটের সম্পাদকীয় কার্য্য হাতে রাখিয়া দেশের যত মঙ্গল না করিয়াছেন, বর্ত্তমান অবস্থাতে উহা পরিত্যাগ করিয়া তাহা অপেক্ষা অনেক উপকার করিলেন। শত বৎসর বিদ্যাভ্যাস দ্বারা বাঙ্গালিরা যে উন্নতি সাধন করিতে পারিত না, তাঁহার এই মহৎ উদাহরণে সেইটি করিয়াছে। ইহাতে ইংরাজদের বাঙ্গালীকে করিয়া একটু ভক্তি, সম্মান ও ভয় জন্মিয়াছে। বাঙ্গালিরাও জানিতে পারিয়াছেন যে, তাহারা একেবারে অধঃপাতে যান নাই। এই রূপ আর দুই চারিটী উদাহরণ উপস্থিত হইলে, এদেশীয় গণের পদ, মর্য্যাদা ও সামাজিক গৌরব যে বৃদ্ধি হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই। কিন্তু শুনিতে পাইতেছি, ভূদেব বাবু নাকি যত্ন পূর্ব্বক উক্ত সম্পাদকীয় পদটি গ্রহণ করিতেছেন। যখন প্যারি বাবুর এখানে পদ পরিত্যাগ করিবার কথা হয়, তখন আমরা শুনিয়াছিলাম যে কয়েক জন উহার নিমিত্ত প্রার্থী হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহাদের মধ্যে যে কোন বাঙ্গালী, বিশেষতঃ ভূদেব বাবু প্রভৃতির ন্যায় উচ্চ পদস্থ ব্যক্তি আছেন, তাহা আমরা স্বপ্নেও ভাবিয়াছিলাম না। এরূপ মহৎ উদাহরণ প্রত্যক্ষ করিয়া বাঙ্গালী কর্ত্তৃক যে এরূপ কাজ হইবে তাহা আমরা কখনই ভাবি নাই। এ কাজটি আর কাহারও যেমন হউক, ভূদেব বাবুর পক্ষে কেমন করিয়া সম্ভব হইল তাহা আমরা স্থির করিতে পারিলাম না। আমাদের দেশীয় গণের ভূদেব বাবুকে করিয়া ভক্তি জন্মিয়াছে, এমন কি অনেকে তাঁহার বিদ্যা, বুদ্ধি, চতুরতা ও কার্য্যদক্ষতা দেখিয়া তাঁহাকে অসাধারণ মনুষ্য বলিয়া জানেন এবং বিশ্বাস করেন ভূদেব বাবু দেশের একজন প্রকৃত হিতাকাঙ্খী। সুতরাং ভূদেব বাবুর বর্ত্তমান ব্যবহারে দেশ সমেত লোকে দুঃখিত হইবেন। তিনি যদিও বিডন সাহেবকে অভিনন্দন পত্র দিয়া এবং এ দেশে শুদ্ধ বাঙ্গলা না ইংরাজী শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য, এই প্রশ্নের উত্তরে অনেককে মনঃ ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন কিন্তু সেগুলি লোকে ক্রমে বিস্মৃত হইত। তাহার বর্ত্তমান কাজটীতে তিনি অনেকের নিকটে ভালবাসা হারাইবেন। বোধহয় তাহার কাগজটী হাতে লওয়ার কোন নিগঢ় কারণ থাকিবে। কিন্তু সে নিগূঢ় কারণ যত দিন লোকে না জানিতে পারিবে তত দিন তাহারা তাহাকে আর সে ভূদেব বাবু মনে করিবে না। সে যাহা হউক তিনি অত শাসনের মধ্যে থাকিয়া কেমন করিয়া কাজ করিবেন? প্যারি বাবু এমন নিরীহ শান্ত-প্রকৃতির মানুষ, তিনিই গবর্ণমেণ্টের মন যোগাইয়া চলিতে পারিলেন না। সেখানে ভূদেব বাবুর ন্যায় তীব্র, স্বতন্ত্রতাপ্রিয় ব্যক্তি কেমন করিয়া কাজ করিবেন! যে কলম দিয়া শিক্ষা দর্পণ লেখা হয়, সেই কলম দিয়া কি রূপে গবর্ণমেণ্টের মন যোগাইয়া এডুকেশনে গেজেটে লিখিবেন

—::—

প্রাপ্ত
মেরী কারপেণ্টর।

মেরী কার্পেণ্টর ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তত্রস্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া সভায় আমাদিগের কোন ২ অভাব সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করেন। মেরী কার্পেণ্টের পরহিতৈষিতা গুণের বশবর্ত্তী হইয়া এতদ্দেশে আসিয়া ছিলেন। যত্নের সহিত এদেশের কোন কোন বিষয়ে অভাব সচক্ষে দর্শন করিয়া তাহা দুরীকরণের মানসে ইষ্টইণ্ডিয়া সভায় জানাইয়াছেন, এজন্য আমরা তাঁহাকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করি।

এখানকার বিদ্যালয় সমূহের শিক্ষা সম্বন্ধে মেরী কার্পেণ্টের বলেন যে, এদেশে বিদ্যালয়ে শুদ্ধ বুদ্ধিবৃত্তি মার্জ্জিত হয়, আবার সেই বুদ্ধিবৃত্তিও সম্যক রূপে এবং প্রকৃত রূপে বর্দ্ধিত হয় না। বালকদিগের শারীরিক ও অন্যান্য বিষয়ে উন্নতি কি গৃহ কি বিদ্যালয় কোন স্থানেই সংসাধিত হইতেছে না। শিক্ষা প্রণালী অতি কষ্টকর, বালকেরা আনন্দের সহিত, বিদ্যা শিক্ষা করিতে পারে না। এই জন্য এদেশে জ্ঞানোপার্জ্জনের প্রকৃত ভাব দেখা যায় না। মেরী যাহা বলেন তাহা আমরা স্পষ্ট রূপে অনুভব করিতেছি, তাহার অনিষ্ট কর ফল সমূহ সর্ব্বদা দর্শন করিতেছি। মেরী কার্পেণ্টারের মতে নিম্ন লিখিত উপায় গুলি অবলম্বিত হইলে শিক্ষা প্রণালীর অনিষ্টকর দোষ গুলীন সংশোধিত হইতে পারে।

প্রথমতঃ। ইংলণ্ডে ছোট বালকদিগকে যে প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হয়, সেই প্রণালী এখানে প্রথম শিক্ষা প্রদায়ক বিদ্যালয়ে প্রচলিত হয়।

দ্বিতীয়তঃ। বিদ্যালয়ে ব্যায়াম শিক্ষা দেওয়া। প্রত্যহ সার্দ্ধ দুই ঘণ্টা, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ব্যায়াম শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহা দ্বারা এরূপ নৈপুণ্য জন্মিবার সম্ভাবনা যে ভবিষ্যতে ব্যায়াম চর্চ্চা ক্লেশকর বোধ হইবেনা।

তৃতীয়তঃ। উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয়ে প্রাকৃত বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া সকল ও বস্তু সকল দেখাইতে হইবে। ইহা দ্বারা ছাত্রেরা শুধু বাক্য না শিখিয়া বস্তু শিখিবে, এবং অন্যের মতে সায় না দিয়া আপনারা চিন্তা করিতে পারিবে।

চতুর্থতঃ। সংগীত ও চিত্র কার্য্য বিশুদ্ধ নিয়মে শিখান হয়।

প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় উপায় গুলিন অবলম্বন করা যে নিতান্ত আবশ্যক তাহা আমরা সকলেই বুঝিতে পারিয়াছি চতুর্থ উপায়টীর উপকারীতা ও গুরুত্ব অনেকে স্বীকার না করিতেও পারেন। সংগীত ও চিত্র কার্য্যের সম্বন্ধে অধিক লেখার স্থল এ নয়। তবে এই মাত্র বলি যে ব্যবহারিক বিজ্ঞান সমূহের মধ্যে সংগীত ও চিত্র কার্য্য যেরূপ সর্ব্বাপেক্ষা মনোহর ও আনন্দ প্রদ সেই রূপ আবার চিত্তোৎকর্ষ বিধায়ক।

মেরী কারপেণ্টার বলেন যে, সাধারণ লোক দিগের শিক্ষার জন্য অদ্যাপি কোন উপায় করা হয়নাই। এ বিষয়ে এ দেশীয় লোক দিগের তাদৃশ মনোযোগ দেখা যায় না। অতএব গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য, সাধারণের শিক্ষার ভার আপনি গ্রহণ করেন। ইঁহাতে গবর্ণ মেণ্টের অনেক ব্যয় হইতে পারে, কিন্তু সে ব্যয় দ্বারা মহত্ত্ব লোৎপন্ন হইতে পারে। আবার সেবা

ভাষব করিবার উপায় আছে। কারখানার সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে, তথায় অনেক দরিদ্র লোক কর্ম্মকরে, গবর্ণমেণ্ট নিয়ম করুন যে সেই সকল বালকেরা কারখানায় শিক্ষা প্রাপ্ত হয়। ইহা হইলে দেশের অনেক মঙ্গল হইবে ও গবর্ণমেণ্টের তাদৃশ অর্থ ব্যয় হইবে না।

স্ত্রী শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি বলেন যে গবর্ণমেণ্ট ইহার আবশ্যকতা বুঝিয়াও ইহার জন্য বিদ্যালয় সংস্থাপন করেন নাই। কারণ স্ত্রীশিক্ষার সহিত এতদ্দেশীয় দিগের সামাজিক রীতি নীতির নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে। শিক্ষয়িত্রীর অভাব স্ত্রীশিক্ষার একটী বিশেষ প্রতিবন্ধক। শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় সংস্থাপন করা নিতান্ত আবশ্যক। ইহার পর এতদ্দেশস্থ জেল সমূহের বিষয় অনেক বলিলেন। এবিষয় ভবিষ্যতে লিখিব মনন করিয়াছি।

মেরী কারপেণ্টর একবার ভারতবর্ষে আসিয়া উহার দুরবস্থার উপরি ভাগ দেখিয়া যে ক্ষান্ত হইলেন তাহা নহে। তিনি ভারতভূমির মঙ্গলের জন্য পুনরায় এখানে আসিবেন। এই মহিলার অসাধারণ মানব হিতৈষিতা ও অধ্যবসায়ে আমরা চমৎকৃত হইতেছি এবং মনে বিশ্বাস হইতেছে যে, ইহার তুল্য অনেক মহাশয় লোক ইংলণ্ডে আছেন। ইহার সদৃশ অনেকেই ইংলণ্ডের চির অধীনতা নিপীড়িত হীন মলিন ভারতভূমির দুঃখ মোচন করেন তাহার সন্দেহ নাই এইক্ষণ কথা হইতেছে যে,কেমন করিয়া আমাদের দুরবস্থা তাহারা জানিতে পারেন। আমরা স্বার্থপরা হইয়া অনেক সময় চীৎকার করিয়া আমাদের হীনাবস্থা জানাইতে চেষ্টা পাই, কিন্তু অনেক স্বার্থশূন্য উদার চরিত ইংরাজেরা আমাদের কথায় কেহ বিশ্বাস না করে এই চেষ্টা করেন! কেমন করে আমরা আমাদের দুঃখের কথা ইংলণ্ডের মহানুভাব লোকদিগকে জানাইব? একমাত্র উপায় আছে। সেই উপায় মেরী কারপেণ্টর অবলম্বন করিয়াছেন। ইংলণ্ডের সহৃদয় লোক সকল এখানে আসিয়া আমাদের অবস্থা স্বচক্ষে দেখুন তাহা হইলে সকলই জানিতে পারিবেন। ইংলণ্ডে অনেকে আছেন যাহারা ইচ্ছা করেন যে,ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের ন্যায় হইয়া সুখী হউন, ভারতবর্ষে অনেকে আছেন যাহারা ইচ্ছা করেন ইংলণ্ড সুখী হইয়া ভারতবর্ষকে সুখী করুন। আমাদের ইচ্ছা যে এই দুই সম্প্রদায়ের ইচ্ছা পূর্ণ হয়।

—১০৫০—

সংবাদাবলী।

প্রায় দুই মাস হইল, যশোহর টেলিগ্রাফ আফিসের সিগনেলার বাবু দীন বন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায় এক খানা ঢাকাই সাড়ি ও দুই টাকার এক খান নোট এক বাক্সিতে বদ্ধ করিয়া ঢাকার অন্তঃপাতী বন গ্রামে পাঠান। পোষ্ট আফিসে অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন যে, এ পর্য্যন্ত তাহার কোন রসিদ আসে নাই। সংপ্রতি কোন বন্ধুর নিকট শুনিতে পাইতেছি যে, সেই বাক্স নদিয়ার অন্তঃপাতী বন গ্রামে পাঠান হয়। পোষ্ট আফিসের এই রূপ অসাবধানতার জন্য আমরা অনেককে ক্ষতি গ্রস্ত হইতে শুনি।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, "নলদময়ন্তী" ও "বঙ্গ নারী" নামক দুখানি পুস্তক প্রাপ্ত হইয়াছি। বারান্তরে উহা সমালোচিত হইবে।

আমেরিকার জনৈক বিজ্ঞানবিৎ ঢেউ নিবারণের একটি উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। তিনি একদা আন্দোলিত জল রাশির কোনং স্থল স্থিরভাবাপন্ন দেখেন। পরীক্ষা দ্বারা জানিতে পারিলেন, সেইং স্থলে তৈল থাকাতে ঐ রূপ হইয়াছে। পরে এক দিন যখন বাতাস প্রবল বেগে বহিতেছিল। তখন এক খানি নৌকায় আরোহণ করিয়া তাঁহার দুই পার্শ্বস্থ বায়ু উচ্ছ্বসিত জল রাশি মধ্যে কতকটা তৈল নিক্ষেপ করিলেন, অমনি উহা স্থির হইয়া গেল। ফ্রাঙ্কলিন ও এক বার এই পরীক্ষা করেন। বোধ হয়, তাইল, দুগ্ধ ইত্যাদি উথলিয়া উঠিলে তাহাতে তৈল দিলে যে নিবারণ হয়, সে এই নিয়মানুযায়ী।

ঢাকা প্রকাশ বলেন "নারায়ণ গঞ্জ নিবাসী বলাই দাস বৈরাগীর নবৎসর বয়স্কা একটী কন্যাকে সিংপাড়া নিবাসী অম্বিকা চরণ ঘটক ব্রাহ্মণ কন্যা বলিয়া প্রকাশ করিয়া শীকারী পাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত হরি চরণ শর্ম্মা ভৌমিকের নিকট হইতে ২৫০ টাকা পণ গ্রহণ পূর্ব্বক ঐ কন্যার বিবাহ দিবার কথা কথন সুস্থির করে। পাত্র টীকেও পাত্রের আলয় লইয়া যাওয়া হয়। পরে পাত্রীর কোনং কথার দ্বারা প্রকাশ পায় সে ব্রাহ্মণ কন্যা নহে। এ নিমিত্ত উক্ত ভৌমিক ফৌজদারিতে নালিশ উপস্থিত করিয়াছেন। পুলিসের অনুসন্ধানে অভিযোগের সত্যতা প্রমাণ হইয়াছে" এরূপ ঘটনা এ অঞ্চলে ও মাঝে মাঝে হইয়া থাকে।

নিউ ইওর্কে ৩০০ লোক সর্দ্দি গর্ম্মিতে মরিয়াছে। ইংলণ্ডেও এই রূপে অনেকে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে।

ইংলিশ ম্যান বলেন প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিসনার ২৪ পরগণার জমিদার, মিসনারি, ও প্রজাদিগকে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করেন যে, বিগত বন্যায় প্রজাদিগের কিছু ক্ষতি হইয়াছে কি না এবং তাহারা সাহায্য চায় কি না? জমিদারেরা বলেন সাহায্যের আবশ্যকতা নাই, মিসনারিরা বলেন, কিছুং সাহায্য আবশ্যক। প্রজারা খাজনার কিঞ্চিৎ অংশ মকুব চাহে। কমিসনার কহেন, তাহা হবে না। "বাবা বল, চাচা বল, কলাটী মল কড়া"

সৌম প্রকাশের হাজারি বাগস্থ কোন পত্র প্রেরক বলেন "অদ্য আমাদের এখানে একটি বিলক্ষণ ভূমি কম্প হইয়া গিয়াছে। দিবা ১১। ৪৫ মিনিট সময়ে পূর্ব্ব উত্তর দিক হইতে বগী অথবা অন্য কোন প্রকার অশ্বযানের গতি শব্দবৎ এক প্রকার ধ্বনি হইতে আরম্ভ হইয়া প্রায় ১৫ সেকেণ্ড কাল ভূমি দোদুল্য মান হয়। আমরা ভূমি কম্পের পরাক্রম বিলক্ষণ অনুভব করিয়াছি।"

নিউ ইওর্কের এস, ডবলিউ, জিরোমের বার্ষিক প্রাত্যহিক খরচ ২০০০ দুই হাজার টাকা।

ইউ নাইটেড ষ্টেটে ১০৭টা দেয়াশ লাইয়ের বাক্সের উপর ২ টাকা করিয়া টাক্স ধরিয়া ১৮৬৫ সালে ৩০ লক্ষ টাকা টাক্স আদায় হয়।

সোম প্রকাশ বলেন, ইউরোপীয় নোকার দলের অত্যাচার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। সকলে ইহাদিগের দ্বারা গুরুতর অনিষ্ট সাধিত হয়। ইহারা সহজে ভিক্ষা না পাইলে বল পূর্ব্বক তাহা লইয়া থাকে। এদেশের দানশীলতা প্রসিদ্ধ, তথাপি ইহারা আর পারিয়া উঠেন না। অনাথ আলয় প্রভৃতি করা হইল, তাহাতে কিছুই হইল না। অনেক স্থলে ইউরোপীয় স্ত্রীলোকেরা আপনাদিগের বাটীতে নোকার দিগের দ্বারা নিপীড়িত হওয়াতে গবর্ণমেণ্টের চক্ষু উন্মীলিত হইয়াছে। সম্প্রতি মেইন সাহেব ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় এক বিল অর্পণ করিয়াছেন। ইংলণ্ডের ন্যায় এখানে একটী আলয় হইবে, অলস নোকার দিগকে তথায় খাটিয়া উদর পূর্ণ করিতে হইবে। রেলওয়ে কোম্পানি ও জাহাজী কাপ্তেনেরাই অধিকাংশ নোকার ছাড়িয়া দেন। ইহারা যে সকল লোক আনিবেন, তাঁহাদিগকে ইংলণ্ডে লইয়া যাইবার ভার ইহাদিগের উপরে পড়িতেছে। এক বৎসরের অধিক কাল হইলে গবর্ণমেণ্ট কতক ব্যয়ের সাহায্য করিবেন। প্রত্যেক নোকারকে এক মাসের খোরাকী দিয়া ইংলণ্ডে পাঠাইয়া দেওয়া হইবে। এ সকল ব্যক্তি দোষ করিলে মফস্বল আদালতে ইহাদিগের দণ্ড হইবে। দণ্ড এই, শ্রমার্থ যে আলয় হইবে উহাদিগকে তথায় পাঠাইয়া দেওয়া হইবে। মেইন সাহেবের এচেষ্টাটী অতিশয় প্রশংসনীয়। নোকার দিগের বিষয়ে কোন প্রকার সবিবেচনা না করিলে কেবল যে তাহারাই কষ্ট পাইবে এরূপ নয়, অন্যের মহাকষ্টের হেতু হইবে।

আগামী আগষ্ট মাস হইতে ১৮৬৮ সালের ১৫ আইনের কার্য্য হইবে।

এডুকেশন গেজেট বলেন, কেহ কেহ বলেন, সর্পের বিষ শূকরের প্রাণ নাশ করিতে পারে না। ইউনাইটেড্ ষ্টেটের শূকরেরা র‍্যাটল সর্পকে ভক্ষণ করে।

"মধ্য ভারতবর্ষের তুলার কমিসনর রিবের্ট কর্ণাক সাহেব রিপোর্ট করিয়াছেন গত বর্ষে বেরার হইতে ২,০৪,০০০ বস্তা এবং মধ্য ভারতবর্ষ হইতে ১৬০০০ বস্তা তুলা রপ্তানী হয়। এবার পূর্ব্ববৎসর অপেক্ষা ৩৮০০০ ও ১৮০০০ বস্তা কম হইতেছে। কার্ণাক সাহেব ইহার কোন কারণ প্রদর্শন করিবেন না। এবার প্রথমে অতিবৃষ্টি তৎপরে অনাবৃষ্টি হওয়াতে তুলার চাসের ক্ষতি হইবার যে সম্ভাবনা হইয়াছিল, সৌভাগ্য ক্রমে শ্রাবণ মাসের প্রারম্ভে বৃষ্টি হওয়াতে সে শঙ্কা দূর হইয়াছে।"

আমরা শুনিলাম, বাগের হাটে বাবু গোপাল চন্দ্র চড় প্রভৃতি কয়েক জন কৃত বিদ্য ব্যক্তি একত্রিত হইয়া একটি ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপিত করিয়াছেন।

মেহের পুর হইতে এক ব্যক্তি লিখেন যে, তথায় শিয়ালের ভারি ভয় হইয়াছে। মাতৃক্রোড় হইতে অনেক শিশু পর্য্যন্ত শৃগালে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে এবং স্ত্রী পুরুষের উপর আক্রমণ করিতেছে।

বাগের হাটের এক ব্য লিখেন যে, বর্ষাকালে উক্ত স্থান জল বেষ্টিত হওয়ায় লোকের অত্যন্ত কষ্ট হয়। বাগের হাট একটি সব ডিবিসন

উহার সংস্কার পক্ষে কর্তৃপক্ষের মনোযোগ করা উচিত।

সার ষ্টাফোর্ড নর্থকোট ভারতবর্ষের শাসন কর্তৃপদে নিয়োজিত হইলেন না। আমাদের ভাবী গবর্ণর জেনারল কে হইবেন, তাহার মীমাংসা এখন পর্যন্ত কিছু হয় নাই।

দিল্লির মৃত রাজার পুত্র গণ উঃ পঃ প্রদেশে বাস করিবার নিমিত্ত যে আবেদন করেন, তাহা ষ্টেট সেক্রেটারি ইহাই বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়াছেন যে, নজর বন্দী বন্দীরা তাহাদের বাস স্থান মনোনীত করিতে পারেন না।

পূর্ব্বে আমরা বলিয়াছি, হরণ নামক কোন দুর্বৃত্ত ইংরাজ রেলওয়ে কর্ম্মচারী উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয় জনৈক স্ত্রীলোকের উপর আক্রমণ করায় সে রেলওয়ে শকট হইতে লম্ফ দিয়া প্রাণ ত্যাগ করে। এই কারণে গবর্ণমেন্ট রেলওয়ে কম্পানিকে এই রূপ আদেশ করিয়াছেন যে, ইউরোপীয় ও এদেশীয়দের নিমিত্ত ভিন্ন ২ তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ি প্রস্তুত হয়।

মান্দ্রাজ ষ্টাণ্ডার্ডের জনৈক পত্র প্রেরক লিখেন যে, দুই জন ইউরোপীয় ভদ্র লোক কর্তৃক রঘুনাথ স্বামী মন্দির অপবিত্রীকৃত হওয়ায় সিরঙ্গী পাটামের ব্রাহ্মণেরা তাহা শুদ্ধি করণার্থ ৫০০ সংগ্রহ করিয়াছে। শুনা গেল মহীসুরের গবর্ণমেন্ট ও এই টাকার কতক অংশ দিয়াছেন।

১৮৬৮ সালের জুলাই মাসে, কলিকাতার ভারত বর্ষীয় চিত্র শালা ১৫২৭৩ লোকে দর্শন করে। ইহার মধ্যে ১৩৫১৭ এতদ্দেশীয় পুরুষ, ১৩৪২ এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোক, ২৯৫ ইউরোপীয় পুরুষ, ৬৯ ইউরোপীয় স্ত্রী। প্রতি দিন গড়ে ৫৮৭ ব্যক্তি গিয়াছিল।

উত্তর ও মধ্য ভারত বর্ষে অবিশ্রান্ত ভয়ানক বৃষ্টি হইতেছে। কলিকাতায় গত বৎসর যে সময় বৎসরের প্রথমাবধি আরম্ভ করিয়া ৩৬ ইঞ্চ জল পড়িয়াছিল, এবার সেই সময় ৫৯।। ইঞ্চ জল পড়িয়াছে।

গিল ক্রাইষ্ট ছাত্র বৃত্তি ইষ্ট ইণ্ডিয়ানরাও পাইতে পারিবেন। যে যে ছাত্রেরা উত্তীর্ণ হইয়া ইংলণ্ডে যাইবেন, তাদের প্রত্যেককে গবর্ণমেন্ট হাজার টাকা দিবেন।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশে ১৮৬৮ সালের ছয় মাসের মধ্যে ১৯৩ খানা পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে।

আগামী ৩১। ভাদ্র সূর্য্যের পূর্ণ গ্রহণ হইবে। ইউরোপের ভিন্ন২ দেশের জ্যোতি বেত্তারা উহা পরিদর্শনার্থে ভারতবর্ষে আগমন করিতেছেন। তিন জন জারমেনীয় জ্যোতির্ব্বিৎ অল্প দিন হইল আসিয়াছেন।

—::—

অধ্যাত্ম বিজ্ঞান।

প্রেত

ভয়াবহ কোন পদার্থের নিকট লোকে নিশ্চেষ্ট ও নিশ্চিন্ত হইয়া দাঁড়িয়া থাকিতে পারে না। হয় পলায়ন পর হইয়া ভয়ের ক্ষমতা পরাস্ত করে। নয় সাহস অবলম্বন পুর্ব্বক সম্মুখ যুদ্ধে তাহার নিরাকরণ করে। ভয়ের হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার এই দুই উপায় মধ্যে পলায়ন উপায়টি অসভ্য গ্রাম্য লোকেরা সচারাচর অবলম্বন করে। ভয়ের কারণ উপস্থিত হইলে তো তাহারা ত্বরায় দূরে ধাবমান হয়ই। কোন রূপ ভয়াবহ পদার্থের নাম ও তাহারা শুনিতে চাহেনা। পল্লি গ্রামের লোকের অভিধানে রাত্র কালে ব্যাঘ্রের নাম ভূ শেয়াল, ওলাউঠার নাম দেশভাব, বসন্ত রোগের নাম ঠাকরুণ। অসভ্য গ্রাম্য লোকের এই ভাব। এইক্ষণ সভ্য লোকেরা তাহাদের অপেক্ষা কত উন্নত দেখা যাউক। সভ্য লোকেরা সদাসর্ব্বদা "ভূত নাই" "ভূত নাই" বলিয়া চীৎকার করেন, যাহারা ভূতে বিশ্বাস করে তাহার দিগকে বোকা বলেন—ভূতে বিশ্বাস করা সর্ব্বপ্রকার কুসংস্কারের মূল বলিয়া গণ্য করেন! আমরা সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করি, তাহারা যে এরূপ বলেন সে কি তাঁহাদের অন্তঃকরণ ভূ... বিশ্বাস দূরীকৃত করিতে পারে না বলিয়া, না প্রকৃত পক্ষে তাঁহারা ভূতে আন্তরিক অবিশ্বাস করেন বলিয়া। যদি শেষোক্ত কথাটীই ঠিক হয় তা হইলে তাহা অবশ্য অনেক অনুসন্ধান, ও পরীক্ষার ফল হইবে। অবশ্য ভূতের অস্তিত্ব বিষয়ক অনুসন্ধানে তাঁহারা সভ্যতা সুলভ সমুদায় উপায় অবলম্বন করিয়াছেন! আর সেই সকল উপায়ের মধ্যে প্রধান গুটি কয়েক একটুকি আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। ইউরোপ সভ্যতা বিষয়ে সুবিস্তর উন্নত। তথায় কোন বিবাদীয় বিষয় মীমংসা পক্ষে বাইবল পুস্তক খানি সকল লোকে মহামান্য করেন। এমন কি লোকে বলিতেই বলে যেন গস্পেল লিখিত সত্য বাক্য। সভ্য মহাশয়েরা উপস্থিত বিষয়ের অনুসন্ধানে বাইবল খানি অবশ্য তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন এবং তাহাতে তো ভূতের নাম গন্ধও নাই। কেহ বাইবলে এমন কোন কথা দেখাইয়া দিতে পারেন যাহাতে প্রেত আত্মার অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে? তাহা সাধ্য কি, তবে কেবল ভূরি ভূরি স্থলে ভূতাবেশ এবং মহাত্মা খ্রীষ্ট কর্ত্তৃক ভূতাবেশ অপনয়নের কথা আছে। যীশু অনেক স্থলে বলিয়াছেন এ ব্যক্তি ভূতাবিষ্ট হইয়াছে, অনেক স্থলে রোগীকে আরোগ্য করিতে গিয়া "অপবিত্র আত্মা তুমি এই ব্যক্তিকে পরিত্যাগ কর" এরূপ সম্বোধন করিয়াছেন। খ্রিষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী সভ্য মহোদয়গণের ভূতে অবিশ্বাসের একটী হেতু দেখা গেল। তাহার পর অন্যতর হেতু যুক্তি শক্তি ও তাহার যন্ত্র ন্যায় শাস্ত্র। ইহারাই বাকি প্রতিপন্ন করিতেছে, অবশ্য ভূতে বিশ্বাসের ভিত্তি শূন্যতা। যুক্তির কাছে কি বৃথা ভড়ং চলিয়া যাইতে পারে। এক কালে ন্যায় শাস্ত্রের যুক্তি পদ্ধতি নিয়োগ করিয়া দেখা যাউক।

মৃত্যু হইলে আত্মা শরীর হইতে বহির্গত হয়
মনুষ্যাত্মা ধ্বংসনীয় নহে
অতএব অশরীরী আত্মার সত্ত্বা অসম্ভব

অপর,

পরমেশ্বর কষ্টের নিমিত্ত কোন রূপ স্পৃহা প্রদান করেন নাই। মৃত আত্মীয় বন্ধুদের আত্মাদের সহিত আলাপ করিবার জন্য প্রবল স্পৃহা আছেন তাহা চরিতার্থ না হইলে ভয়ানক কষ্ট হয়।

সুতরাং মৃত আত্মাদের সহিত আলাপন হইতে পারে না।

সভ্য মহাশয়দের দ্বিতীয় প্রধান হেতু এই দর্শিত হইল। আর ও একটি গুরুতর পরীক্ষার পন্থা আছে। প্রত্যক্ষ প্রমাণ সর্ব্ব প্রকার প্রমাণের শ্রেষ্ঠ। এই জন্য সর্ব্ব প্রকার বিজ্ঞান শাস্ত্র প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উপর স্থাপিত হইতেছে। অধ্য কল্য কমটির প্রত্যক্ষ জ্ঞান সিদ্ধ শাস্ত্র প্রণালীর চতুর্দ্দিক জয় হইতেছে। অবশ্য সেই প্রণালী অনুসারে অধ্যাত্ম তত্ত্বের অনুসন্ধান করা বিধেয়। এমন কিছু কি কখন কাহার চক্ষু বা শ্রুতি গোচর হইয়াছে যাহাতে প্রেত আত্মায় বিশ্বাস করিতে হয়? সত্য বটে পৃথিবীর সৃষ্টি অবধি এ পর্য্যন্ত প্রেত আত্মার সহিত সাক্ষাৎ হওয়া, প্রেত আত্মা কর্ত্তৃক ভয় প্রদর্শন, তাঁহাদের নিকট সাহায্য প্রাপ্ত হওয়া ইত্যাদি রূপ কথা হইয়া আসিতেছে। কিন্তু সাধারণ লোকের কথা কি কার্য্যের। এই জন্য অনেক সম্ভ্রান্ত ও সাধু ব্যক্তি দিব্য করিয়া বলেন তাঁহারা অনেক ব্যক্তিকে ক্ষণ কালের নিমিত্ত বিকলাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া এরূপ কথা বলিতে শুনিয়াছেন যাহা কোন বিশেষ মৃত লোক ভিন্ন অন্য কাহারও বলিতে পারার সম্ভাবনা নাই, অনেক রূপ কার্য্য করিতে দেখিয়াছেন যাহা তৎকার্য্য কর্ত্তা তো নাই, কোন মনুষ্যই করিতে সমর্থ নহে। কিন্তু এ সকল কি রূপে গ্রাহ্য হইতে পারে, কারণ ভূত বাস্তবিক নাই। কমটীর প্রণালী মত তর্কের ফল এই। এই প্রকার সভ্য মহাশয়েরা যে দিকে দৃষ্টি করেন সেই দিকেই অধ্যাত্ম তত্ত্ব বিষয়ে অপ্রমাণ জ্ঞান গোচর হয়। সুতরাং সভ্য মহাশয়েরা ভূতে কেন বিশ্বাস করিবেন। তাঁহারা যে ভূত নাই বলেন তা ভূতের নাম শুনিতে ভয় করে বলিয়া কখনই না; সে বিষয় সপথ করা যাইতে পারে। ভূতে বিশ্বাস করিলে রাত্রে বাহির হইতে ভয় হইবে এ ভাবটি কখনও তাহাদের মনে প্রবেশ করে না। তাঁহাদের মনোগত ভাবটি ছিন্ন ভিন্ন করিয়া বাছিয়া দেখিলেও এ ভাবের চিহ্ন পাওয়া যাইবে না। তবে তাঁহারা যে বলেন ভূতে বিশ্বাস করিলে লোক সকলকে ভীত চিত্ত হইতে হইবে সুতরাং ভূত নাই—এটি তো সাহসেরই কথা। যদি বল ভূত সত্য হইলে লোকের ভীত চিত্ত হইতেই হবে এমনই বা কথা কি বরং লোকের সাহসী হইবার একটি নূতন স্থল ও নূতন কারণ হইতেছে। এরূপ ভাবে বিবেচনা না করিয়া ভূত বিশ্বাস করিলে সকল লোককে ভয়ে পরাভূত হইতে হইবে এরূপ কথা সভ্য মহাশয়েরা কেন বলেন। আর কেন? ইহাতে কেবল তাহাদের বলের অতুল সাহসীকতাই প্রকাশ পাইতেছে।

—::—

আমাদের ফরিদপুরস্থ সংবাদদাতা লিখেনঃ-

প্রসিদ্ধ মোক্তার ঈশান চন্দ্র মজুমদার যাহাকে জজ সাহেব জাল অপরাধে দোষী বিবেচনায় তিন বৎসর কারা বাসের অনুমতি করিয়াছিলেন তিনি সংপ্রতি হাই কোর্টের বিচারে মুক্তি পাইয়াছেন।

২২ এ জুলাই তারিখে ঢাকার জজ এবার ক্রফী সাহেব এখানে উপস্থিত হইয়া ৬ছয় দিবস অবস্থিতি করেন এবার ১৫টী মোকদ্দমার বিচার নিষ্পত্য করিয়াছেন, প্রায় আসমীই শাস্তি পাইয়াছে, তন্মধ্যে স্বর্ণ কবজাপহারী সেই লাল বেহারী ভাদুড়ী নামক কনষ্টাবলও এক জন।

৪।৫ দিবস গত হইল, তোল সমুদ্র নামক জলাশয়ে এক খানা নৌকা মগ্ন হওয়াতে দীন নাথ সিংহ নামক কালেক্টরির জনৈক মহুরি সহিত একটী ভদ্র বংশীয় বালক এবং অপর তিন ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে।

শুনিতে পাই এখানকার কোন পোষ্টমাষ্টার বাবু বলেন "বাঙ্গালী সব আদমী চোর হ্যায়" মিথ্যা বাদী হইলেও এরূপ বক্তা আমাদের ঘৃণা ও কৃপার পাত্র, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এবম্প্রকার নীচ প্রকৃতি ভদ্র চিত্ত দুই এক ব্যক্তির অসৎ আচরণে সাধারণতঃ ইংরেজ ও বাঙ্গালী জাতির বিশেষ ভাবের আধিক্য হইতেছে।

আমাদের ডিষ্ট্রিক্ট পুলিশ সুপরিন্‌টেণ্ডেন্ট কাপ্তান ওর্জ্জ সাহেব ছয় মাসের বিদায় লইয়া চলিলেন, ইহার শান্ত প্রকৃতি ও সদালাপ সাধারণের প্রীতিকর।

স্কুল মাষ্টের সেটিল ডাক্তার এবং আবকারীর কর্ম্মচারিগণ কি অপরাধ করিয়াছে। সকল আফিসের আমলা দিগের বেতন বৃদ্ধি হইল, এ হত ভাগা দিগের প্রতি গবর্ণমেন্টের সুনজর পড়ে না কেন? ফৌজদারি ও কালেক্টরির আমলা দিগের অপেক্ষা কি ইহাদের পরিশ্রম বড় কম! সরকারী কর্ম্মে শরীর ক্ষয় ও শোণীত শুষ্ক করিয়াও এই হত ভাগারা অমন উপযুক্ত বেতন প্রাপ্ত হয় না। পুলিস কর্ম্মচারি এবং আফিসের আমলা দিগের উন্নতি দেখিয়া স্পষ্ট জানা যাইতেছে, যে গবর্ণমেন্টের হাত এসেছে, আবার শুনিতে পাই মহাশয়ের অমৃত বাজারও নাকি অনেক বড়২ সাহেব লোকে দেখেন, অতএব এই সময়ে আপনি ইহাদের পক্ষ হইয়া দুই এক কথা লিখিলে কিছু ফল দর্শিতে পারে।

অদ্য চারি দিবস যাবৎ স্কুল ইনেস্পেক্টর সি, বি, ক্লার্ক সাহেব অত্রস্থ বিদ্যালয় সমূহের তত্ত্বাবধারণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, গবর্ণমেন্টের স্কুলের অবনতির কারণ অনুসন্ধানে তাহাকে বিশেষ যত্নবান দেখা যাইতেছে, অনেক ছাত্র দ্বিতীয় শিক্ষকের প্রতি অসন্তোষের চিহ্ন প্রকাশ করিতেছে, অনেকে নিম্ন শ্রেণীস্থ শিক্ষক দিগের অপারগতাই এই স্কুলের দুরবস্থার কারণ বিবেচনা করেন। বালিকা বিদ্যালয়ের পরীক্ষা গ্রহণে এবং মহিলা গণের শিল্প কার্য্য দর্শনে উক্ত সাহেব বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন, কয়েকটী বালিকাকে দশ টাকা করিয়া পারিতোষিক প্রদত্ত হইয়াছে, যুবতী দিগকেও কিঞ্চিৎ২ দিলে ভাল হইত।

—১০১০—

যশোহর হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেনঃ--

আমাদিগের ইতনার কোন বন্ধু বলেন, তথায় একটী মুসল মানের এক আশ্চর্য্য শিশু প্রায় ৬ বৎসর হইল জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। তাহার স্ত্রী ও পুংলিঙ্গ উভয়ই আছে। আবার উভয় লিঙ্গ হইতেই প্রস্রাব নিঃসরণ হইয়া থাকে। লিঙ্গ দুইটী ঊর্দ্ধ্বা ধোভাবে অবস্থিত। পাঠক গণ দেখুন দেখি কেমন অদ্ভুত সৃষ্টি।

কয়েক দিন হইল যশোহর হইতে ১।। দেড় ক্রোশ দূরে পুড়া পাড়ার মাঠে এক জন চাষা লাঙ্গল চসিতেছিল। ইতি মধ্যে একটী কেউটিয়া সর্প পূর্ব্ব দিগ হইতে সজোরে ঊর্দ্ধফণা ধরিয়া আসিতেছে দেখিয়া চাষা ভয়ে দৌড়িয়া পলায়ন করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছু দূর যাইতে না যাইতে সর্প দৌড়িয়া তাহার পায়ে এমন ভয়ানক রূপে দংশন করে যে তাহাতে সে ভূতলশায়ী হইল। শুনিলাম নাকি সে কত কষ্টে ৪ ঘণ্টা পরে প্রাণ রক্ষা পাইয়াছে।

মহাশয়। এপ্রদেশে ধান্যে যে সকল পোকা লাগিয়াছিল তাহা প্রায়ই গিয়াছে মধ্যে২ সাময়িক বৃষ্টির দরুণ উক্ত ভূমিতে ধান্যাদি মন্দ হয় নাই। রোঁয়া ধান্যের আবাদ ওবড় মন্দ নয়।

আমাদের কলিকাতাস্থ সংবাদ দাতা লিখেনঃ

সম্পাদক মহাশয়। কলিকাতাতে পরহত্যা নিত্য ক্রিয়ার মধ্যে হইয়াছে। গত সপ্তাহে একং ৪ জন গাড়ি চাপা পড়িয়া হত ও আহত হইয়াছে এবং সে দিন ও কোন তস্কর অলংকারের লোভে একটী রমণীকে বধ করিয়া পালায়ন করিয়াছে। ইতি পূর্ব্বে জল মজ্জন প্রভৃতিতে অনেক লোক নষ্ট হয়।

কালীঘাট রানী রাস মণীর দী.ঘর নিকট এক দিবসের মধ্যে ৩ জন সর্প দংশনে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন। যোগেন্দ্র নাথ ঘোষ নামক হিন্দু স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীর একটি ছাত্র বিষ ভক্ষণে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন।

এক ব্যক্তি দুই পুত্র রাখিয়া প্রাণ ত্যাগ করেন। তন্মধ্যে জৈষ্ঠ অন্ধ হওয়াতে কনিষ্ট বিষয় বিভবের উত্তরাধিকারী হন। এদিকে অন্ধের একটী পুত্র সন্তান জন্মে। এই ক্ষণ পুত্রটী প্রাপ্ত বয়স্ক হইয়া খুল্লতাতের নামে নালিশ করিয়াছেন যে পিতা মহের বিষয়ে পিতা অন্ধ বলিয়া অধিকারী না হইতে পারেন। কিন্তু আমি কেন সে বিষয় পাইব না। ফলতঃ পিতা মহের সম্পত্তিতে পিতৃব্যের ও যেরূপ অধিকার আমার ও সেই রূপ। মোকদ্দমা হাই কোর্টে বিচারের জন্য আসিয়াছে বিচারে যাহা হয় পশ্চাৎ লিখিব।

—১১১—

বাঙ্গলা গবর্ণমেন্টের আদেশানুরূপ

নিয়োগ।

ফরিদ পুরের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট অব পুলিস কাপ্তেন এস এ টি জজ তৃতীয় শ্রেণীতে উঠিলেন।

বালেশ্বরের আসিষ্টাণ্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট অব পুলিস এম্ জি টমাশ শিবসাগরে বদলী হইয়াছেন

বর্দ্ধমানের আসিষ্টাণ্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট অব পুলিস এইচ এল হ্যারিস গয়াতে বদলী হইয়াছেন

এইচ এ সি ক্রোটন বালেশ্বরের আসিষ্টাণ্ট সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট অব পুলিস হইবেন।

ই টি টি ডয়ের অবকাশ কাল পর্য্যন্ত সি এইচ কাম্বেল রেভিনিউ বোর্ডের মেম্বর হইলেন।

সি এফ মণ্টেগ্রেরের অবকাশ কাল পর্য্যন্ত এইচ এ ককেল বর্দ্ধমান ডিবিজনের রেবিনিউ কমিশনর হইলেন।

লেপ্টেনাণ্ট ই জি ব্রিনিংষ্টন সিংহভূমের ডেপুটী কমিশনার এবং সুবা ডিনেট জজ একটিং রূপে রহিলেন।

এইচ ডবলিউ এলেক আণ্ডার পুনর্ব্বার মাজিষ্ট্রেট কলেক্টরের প্রথম শ্রেণীতে উঠিলেন, এবং সাহাবাদের মাজিষ্ট্রেট কলেক্টর নিযুক্ত হইলেন।

জি, সি, ডজসনের অবকাশ কাল পর্য্যন্ত জি-এস পার্ক যশোহরের এডিশনাল জজের কর্ম্ম করিবেন।

টি, বর্ম্মান ফরিদ পুরের মাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টর নিযুক্ত হইলেন।

ডব্লিউ, এইচ, ভর্ণর রাজসাহীর জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কলেক্টর হইলেন।

এইচ, এল, জোন্সের অবকাশ কাল পর্য্যন্ত জে, বি, গোড় শ্রীহট্টের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেন্ডেন্টের কর্ম্ম করিবেন।

মেজর এ, কে কম্বল দরঙ্গের একটীং ডেপুটী কমিশনর হইবেন।

টি, স্মিথ গোয়াল পাড়া একটীং ডেপুটী কমিশনর হইবেন।

কাপ্তেন ডবলিউ, এইচ, জেন্যাক কুচবেহারের একটীং ডেপুটী কমিশনর হইবেন।

ই, গ্রে, হুগলী, বর্দ্ধমান ও ২৪ পরগণার একটীং আডিশনাল জজ হইবেন।

পুলিশের আসিসটান্ট সুপারিনটেনডেন্ট এইচ, মনরো গত ৩রা হইতে ২১ শে মে পর্য্যন্ত সাহাবাদের একটীং ডিস্ট্রিক্ট সুপারিন্টেনডেন্ট হইলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু আনন্দ মোহন দত্ত মহাশয় কিছু কালের জন্য বারাসত সব ডিবিসনের ভার পাইলেন

এইচ, এল হারিস বর্দ্ধমানের একটীং ডিসট্রিক্ট সুপরিনটেনডেন্ট হইবেন।

গয়ার মৌলবী আলি হোসেন কিছু কালের জন্য নোয়াদা সবডিবিসনের ভার পাইলেন।

তৃতীয় শ্রেণীর সব আসিষ্টান্ট সার্জন নকুড় চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বরিশালের চ্যারি টেবল ডিস্পেন্সরির ভার পাইলেন।

তৃতীয় শ্রেণীর সব আসিষ্টান্ট সারজন গুরু প্রসন্ন উল্লা চন্দ্র প্রামের চ্যারিটেবল ডিস্পেন্সরির ভার পাইলেন।

—১০০১—

বিবিধ।

পর্ব্বতের প্রসব বেদনা।

৪ শ্রাবণ।

খানার ধার।

(জলের চতুর্দ্দিগে ভেক গণ একত্রিত হইয়া)

১ ভেক। কেমন ফলিল তো?

২ য়। কি?

১ ম। সংক্রান্তির দিন প্রাতঃ কালে যা বলেছিলেন।

২ য়। ও.—ঝড়ের কথা? তা তাই এত তড়ঙ্গে যে এ দশা হবে কে জানে?

বেটা দান সাগরের আয়োজন করে গলাশ, দেশে দশে ঢোল পিটিয়ে রটালে, কাজেই তোমার কথার … তাকে অধিক বিশ্বাস হয়েছিল।

৩ য়। কি গো কি?

২ য়। না ভাই সে দিন মানলে আমাদের এত গোল, তাই বলচি; দিল্লিতে বিলেতি বেঙ্গের সব ভড়ং ঢুকে গেছে; সেদিন তার হয়ে আমি দুটো কথা বলেছিলাম, তাই উনি আমাকে আজ ঠাট্টা কচ্ছেন।

৩। ৪। ৫। বেশ বেশ আমরাও তো তাই বলি। আমাদের চোদ্দ পুরুষের বেঙ্গামি, বেটা বিলেত থেকে এসে সব দূর করবেন; বেটা যেন সাপের পা দেখে নেচে উঠেছিল। বলে সাধ——

১ম। আর শুধু সাধ থাকলে কি হয় ভাই? গুণ চাই, কেবল ভড়ং থাকলে কি হয়? আমরা শুনে বুঝি ঝড়ের নাম গন্ধ পাই না, বেটা কোথাথেকে কমিছামিছি একটা হুজুক তুলে, লোক গুলকে ব্যতি ব্যস্ত করে তুলেছিল।

৪র্থ। সত্যই বেটা কি চলান টাই চলালো; এখন তেমন রাজা নাই, প্রজা নাই, তাহলে বুড় এবার আচ্ছা টের পেতেন।

৩ য়। রাজা আর থাকবে না কেন? আমরা যদি অমন মিছে কথ বলতেম, তবে ঢ্যালা ইটা ছুড়ে আমাদের সাত পুরুষ থানা থেকে তাড়াতো এটা বিলেতি বেঙ্গ কি না? ওরে নাড়ে কে?

৫ম। বেটার একটা হুজুকে কার কি সর্ব্ব নাশ না হয়েছে? এক দিনে বাজারে বাঁশ গুতলি মাগ্গি হয়ে উঠেছিল; কারবার বন্ধ হয়ে ছিল; লোকের আহার নিদ্রা ঘুচে গিয়াছিল।

২ য়। থাক, তাহলে আর রেগে কাজ কি? এখন ধাঁ ও ধাঁও গেয়ে জয়ধ্বনি করে গর্ত্তে যাই। আর আমাদের নিধরুচে গণনায় যে আজ দুপরে বৃষ্টিটা হবে তাও লোক কে জানাই? কেমন তোমাদের মত কি?

(সকলে সমস্বরে)

বিলেতি বেঙের শুনলে কথা, কেহ

বাদলে পারে বাথা,

… নাপায় টের, ধচ্চে … …

হটাৎ ঝড়ে ঘর পড়িবে, মহাজনের নাও ডুবিবে,
দেশে যাবে চল,
ঢুঁইর উপর উঠবে জল।
হায়২ করিবে চাষা, গাছ পাছালি পাখীর বাসা,
সব হবে তল;
দেশ শুদ্ধ টলমল।
আবার যেদিন বেশ সুদিন, শুনে বলবে বাদলের কথা,
শুনে হবে ভর,
সবার প্রাণ থর থর।
সাধুরা নাও রাখবে ঘাটে, ভয়ে যাবেনা বা— হাটে,
মুলুক যুড়ে ত্রাশ,
শেষে ফুস ফাস।
ঘাঁগু—ঘাঁগু—বিলেতি বেঙের মুখে খু,
কট কট কর রাঁও,
জল হবে আজ কত।
বিলেতি বেঙের ভড়ুংগার, রসদ যোগান
রাজার ভার,
রসদ খেয়ে, পেট ফুটিয়ে,
শব্দ করে তোল পাড়।
খুঁগা গাঁঘু রবেকই, দেশী বেঙের বংশ হই.
বিলেতি বেঙের কথা শুনলেও
ধনে প্রাণে গোল্লায় যাবে।
মোদের রবেও সুখে রবে, এখন গর্ত্তে যাইবে,
ঘাঁগু—ঘাঁগু—ঘৈ ঘৈ।
(এই বলিয়া ঝপ্পাৎকরে জলে ঝাঁপ।)

—:o:—

প্রেরিত পত্র।

মান্যবর শ্রীযুক্ত অমৃত বাজার পত্রিকা সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়!

আমাদের শ্রীপুর গ্রামে প্রায় ২॥ বৎসর হইল একটী ডাক ঘর স্থাপিত হইয়াছে। একজন সম্ভ্রান্ত লোক তাহাকে আশ্রয় দিয়াছেনবলিয়া গবর্ণমেন্ট ঘর ভাড়ার নামটী ও করেননা, সে বেচারা যেন ঘর দিয়া চোর হইয়া পড়িয়াছে। যখন যে পোষ্ট মাষ্টার আসেন তিনি ঘরের জন্য লিখিতে ছাড়েন না, তত্রাপি "কাকস্য পরিবেদনা" কাহারও খোঁজ নাই। মহাশয়, আপনি আমাদের হইয়া ২। ৪। টকথা বলুন দেখি কি হয়

কস্যচিত বাসস্য

—:::—

মহাশয়

কিছু দিন হইল মাগুরা মহকুমার অধীন শালিখা থানার হরিপুর গ্রামের একটী খুনি এজাহার হয়। শালিখার সবইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত সমহুদ্দিন মজুমদার ঐ খুন তদারক করিতে যান। তদারকে প্রমাণ হয় যে মৃত ব্যক্তি বেশাচার পীড়ায় মরিয়াছিল। সবইনস্পেক্টর মহাশয়ও সেইরূপ রিপোর্ট করেন। মাগুরার মেজেষ্টর ঐ রিপোর্ট অনুসারে মোকর্দ্দমা ডিস মিস করিয়া দেন। ইতি মধ্যে কোন ব্যক্তি শত্রুতা করিয়া সদরের হাকিম দিগের নিকট এই বলিয়া এজাহার করে যে সব ইনস্পেক্টর উক্তখুনের তদারক যথার্থ রূপে করেন নাই। মৃত ব্যক্তি বেশাচারে মরে নাই বাস্তবিক খুন হইয়াছিল। এই এজাহারে কোতয়ালির ইনস্পেক্টর বিপ্রদাস বাবুর উপর ছানি তদারকের হুকুম হয়। বিপ্রদাস বাবু অকুস্থলে যাইয়া তদারক আরম্ভ করেন। কিন্তু উক্ত গ্রামের লোক জবান বন্দিতে পুর্ব্বের কথাই প্রকাশ পায়। .. সে খুন মিথ্যা। কেবল হরিপুরের তিন মাইল ব্যবধান ব। গড়াজার জন কয়েক লোক বলে যে সে ব্যক্তি খুন হয়। বিপ্রদাস বাবু এই অন্য গ্রামের সাক্ষীর উপর নির্ভর করিয়া রিপোর্ট করেন যে খুন যথার্থ হইয়াছিল। মোকদ্দমা তখন ডিসমিস হইয়াগিয়াছে। যশোরের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা মোকদ্দমা ডিসমিস হওয়া স্বত্বেও বিপ্রদাস বাবুর রিপোর্ট অনুযায়ী সব ইনস্পেক্টরকে বলিলেন যে তাহার তদারক তাহারা অযথার্থ মনে করিয়াছেন এবং তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। ডিসট্রিকট সুপারিনটেনডেন্ট সবইনস্পেক্টরকে কর্ম্ম এস্তাকা দিতে আদেশ করেন। সবইনস্পেক্টর এইরূপ বাধ্য হইয়া কর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার উপর ভারি অবিচার হইয়াছে। যদি সাহেবরা তাহার রিপোর্ট অযথার্থ মনে করিয়াছিলেন, তবে তাঁহাদের একজন কেন সরে জমিনে গিয়া তদারক করিয়া দেখিলেন না? সবইনস্পেক্টর ১৯ বৎসর যাবত পুরাতন ও নূতন পুলিষে বরাবর যোশনামের সহিত কর্ম্ম করিয়া আসিয়াছেন। এখন পেনসন পাওয়ার যোগ্য হইয়াছিলেন। নূতন ডিসট্রিকট সাহেবকে আমরা সবিনয়ে অনুরোধ করি যে তিনি এইবিষয়ের যথার্থ তদন্ত করিয়া সবইনস্পেক্টরের প্রতি বিচার করেন।

যশোহর } শ্রীপ—ত।

—:::—

মহাশয়!

প্রায় এগার দিবস অতীত হইল, বঙ্গ দেশের লেফ্টেনাণ্ট গবর্ণর কৃষ্ণ নগরে আসিয়াছিলেন। গবর্ণর সাহেব এখানে পাঁচ দিন ছিলেন। তিনি নদীর উপরেই থাকিতেন।

ইহার মধ্যে নদির উপরেই এক দিন গবর্ণর সাহেবের দরবার হয়। তাহার বিস্তার বর্ণনা আমার ইচ্ছা নহে, তবে এই পর্য্যন্ত বলি যে, ভদ্রতা প্রধানেরা রাজ দর্শনে গমন করিয়াছিলেন। পরিশেষে অনৈক শ্বেত শ্মশ্রুধারি বৃদ্ধ গবরণরের সমীপে উপস্থিত হইলেন। মহাশয়, আমি ইহাকে দেখিয়াছি, ইহাঁর মুর্ত্তি শ্রদ্ধাস্পদ ও দুঃখ ব্যঞ্জক। সৌভাগ্যের জন্য ভারত ভটেও ইনি বিচরণ করিয়াছেন, আবার কাল স্রোতের অন্তরতর প্রদেশও দর্শন করিতেছেন। কিন্তু সংসার ইহাকে কখন সুখী করে নাই। এই জরাগ্রস্থ বয়সে ইহারই উপর আবার পরিবার প্রতি পালনের ভার। গবর্ণর সাহেব আগ্রহ সহকারে তাঁহাকে সমস্ত জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। এই ব্যক্তির অবস্থা শুনিয়া গবর্ণরের দুঃখও দয়া হইল। বিদায় কালে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "গরিব উল্লা মহম্মদ, তুমি রাজ সংসারে কর্ম্ম করিতে এক্ষণে বৃদ্ধ হইয়াছ, তোমার পেনসন চাহিবার বিশেষ অধিকার আছে এবং তজ্জন্য আমিও চেষ্টা করিব। কিন্তু তাহার বিলম্ব হইবার সম্ভব, এ নিমিত্ত তত দিনের জন্য এই কুড়িটি টাকা লও"। বৃদ্ধ গদ২ স্বরে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন এবং অদ্যাপিও গ্রে সাহেবকে ভক্তির সহিত স্মরণ করেন। মহাশয়, এই দান উপযুক্ত পাত্রেই হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত গ্রে সাহেব এখানকার ইংরাজি বঙ্গ বিদ্যালয়ের গৃহ নির্ম্মানার্থ দুই শত মুদ্রা এককালীন দান করেন। জগদীশ্বর গ্রে সাহেবের মঙ্গল করুন।

২ কৃষ্ণনগর ব্যায়াম শালা সম্বন্ধে আপনাকে যে সংবাদ দেই সে পত্র মুদ্রিত করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে একটি ভুল ছিল তাহা এই। ইহার স্থাপক তারাপদ বাবু লিখিয়াছিলাম এক্ষণে জানিলাম যে গোপাল বাবু তারাপদবাবু ঠিকএক সময়ে এতৎসভা স্থাপনের কল্পনা করেন এবং উভয়ে ঠিক এক সময়ে উভয়ের নিকট প্রস্তাব করিতে যাইতে ছিলেন এক্ষণে আপনি বুঝিয়া লউন কে ইহার স্থাপক যাহা হউক গত মাসিক সভায় ইহার অধোগতির লক্ষণ দৃষ্ট হইয়াছে।

গোয়াড়ি ১৩ই শ্রাবণ } বশম্বদ শ্রীউমানাথ ঘোষাল।

—::—

উদয় পুরের রাণা
[রাজ-পুত্রঃ দিগের প্রতি]

উঠ উঠ কথা শুন আর্য্য সুত গণ।
হের দেখ কি করেছে দুরন্ত যবন।
হায়! হায়! মরি খেদে কি বলিব আর।
এহেন সোনার দেশ কৈল ছার খার।
কার না পরাণ হায়! কাঁদেরে বিষাদে।
চণ্ডাল-রাহুতে গ্রাসে এসোনার চাঁদে।
দেবতা বাঞ্ছিত মরি এ কনক পুরি।
প্রকৃতির সোহাগিনী সর্ব্ব সুখ করী।
হেরি এর চারু শোভা হেন লয় মন।
স্বভাবের প্রিয়তমা ভারত ভবন।
কিন্তু হায়! কিবা লাভ এসব ভূষণে।
বিষাদ—লহরী মাত্র উথলয় মনে।
অধীনতা—কীট বাসে যে চারু কোরকে,
মনোহর শোভা তার বল কোথা থাকে?
আছে কি পাষাণ হেন এমন্ত ভবনে?
আর্দ্র নাহি হয় যাহা একুঃখ লোকনে।
শ্যামাঙ্গী ভারত তুমি যাদের জননী।
অশ্রু বিনে ক্ষুদ্র তারা দিবস রজনী।
কোথা হতে পর আসি দুষ্ট দুরাচার।
বক্ষে বাস করি বক্ষ হানিছে মাতার।
কি জানি কি পাপে আসি এ ম্লেচ্ছ জুটিল।
কুল, মান, ধন, প্রাণ সকলি নাশিল।
সুন্দর ভূষণ বেশ ছিল যা মাতার।
একে একে খুলি নিল ম্লেচ্ছ দুরাচার।
গর্ব্বি হয়ে দেখ ম্লেচ্ছ অহঙ্কার ভরে,
বুক ফুলাইয়ে ফিরে নগর ভিতরে।
কেহ দেখ হয়োপরি করি আরোহণ।
মহা বেগে যায় যেন দ্বিতীয় শমন।
মদ মত্ত কেহ কেহ বিচার আসনে।
কার ধন, কারে দেয়, না জেনে না শুনে।
নাহি কিছু ধর্ম্ম ভয় সত্যাসত্য জ্ঞান।
সদা স্বেচ্ছাচার করে, হয়ে সাধু প্রান।
অনেকে এদের মধ্যে ধুর্ত্ত চূড়ামণি।
হৃদে নাহি দয়া লেশ যেন কাল ফনী।
পায় যদি দোষী কোন আর্য্যের নন্দনে।
অপার আনন্দ রাশি উথলয় মনে।
কিন্তু শত দোষে দোষী যবন দুর্জ্জন।
পার্শ্ব যাবে দণ্ড তার না দেয় কখন।
বিনা অপরাধে কত আর্য্যের তনয়।
কারাসে পঁচিয়া মরে তত্ত্ব নাহি লয়।
অকুলে ভাসায়ে কেহ পিতা পুত্র ধনে।
অস্ত্র ঘায় চলি যায় শমন ভবনে।
উচ্চতর পদ গুলি বাছিয়া বাছিয়া।
আপনারা লয় সব হিন্দুকে না দিয়া।

ক্রমশঃ
শ্রীপ্র—

☞ এই পত্রিকা যশোহর অমৃত বাজারস্থ অমৃত প্রবাহিনী যন্ত্রে প্রতি বৃহস্পতিবারে শ্রীচন্দ্র নাথ রায় দ্বারা প্রকাশিত হয়

সাপ্তাহিক।

জন্মিনয়া কাল কুটে মরি হায়রে।
করেছে কি আর্য্য সুতে চেনা নাহি যায়?

১ম খণ্ড { ৬ ভাদ্র বৃহস্পতিবার ১২৭৫ সাল। ২০ ই আগষ্ট ১৮৬৮ খৃঃ অব্দ } ২৭ সংখ্যা

অমৃত বাজার পত্রিকা।

৬ ভাদ্র বৃহস্পতিবার। [illegible]

গত ৩০ শ্রাবণ হইতে কয়েক দিবস পর্য্যন্ত এ প্রদেশে এরূপ বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে যে, এরূপ বৃষ্টি অনেক কাল দৃষ্টি গোচর হয় নাই। ১২৬৩ সালে জ্যৈষ্ঠ মাসে কেবল এই রূপ বৃষ্টি হয়। একেবারে দেশ ভাসিয়া গিয়াছে। জীর্ণ কোটা অনেক পড়িয়াছে, ও শুনিলাম যে যশোহর ও কলিকাতার রাস্তার মধ্যে একটা অতি প্রাচীন উচ্চ পুল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। অনেক পাকা ধান্য, বিশেষতঃ নদীর তীরের ভূমি জল মগ্ন হইয়াছে। আমন ধানের পক্ষে কিছু উপকার হইয়াছে বটে, কিন্তু তবু এবার ধানের দর যে চুববাড়িয়া যাইবে তাহার আর সন্দেহ নাই। এই সপ্তাহের মধ্যেই দর অনেক চড়িয়া গিয়াছে, কিন্তু বোধ হয় এ বৃষ্টির নিমিত্ত। বৃষ্টি থামিয়া গেলে আবার কিছু সস্তা হইবেক। জ্বর রোগের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

প্যাদা পাড়া নামক একখানা গ্রাম অমৃত বাজার হইতে ছয় ক্রোশ দূরে। সেখানে একটা বড় বাঁওড় আছে। কয়েক দিবস হইল সেই বাঁওড় হঠাৎ অতিশয় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার চারি পার্শ্বে স্থির ছিল, কিন্তু বাঁওড়ের মধ্যে যেন বিষম ঝড় বহিতে লাগিল, আর তুফান হইতে লাগিল। পরে জল উথলিয়া উঠিয়া অনেক পরে আবার বাঁওড় শান্ত ভাব ধারণ করে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বাঁওড়ের ধারে একটী বট বৃক্ষ উৎপাটিত হইয়া দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে।

যে কারণে প্রথমে বাঁওড়ের সৃষ্টি হয়, যে কারণে স্থানে ২ হঠাৎ দহ পড়িয়া যায়, সেই কারণেই মাঝে মাঝে ঐ রূপ বাঁওড়ের মধ্যে আলোড়ন হইয়া থাকে, এরূপ অন্যান্য স্থানে হইয়াছে শুনা গিয়াছে। এমন কি, বৃহৎ পুষ্করিণীর মধ্যে ও মাঝে মাঝে এ রূপ হইয়া থাকে

কৃষক দিগকে বিদ্যাদান।

গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি এক মহৎ কার্য্যে প্রবর্ত্ত হইয়াছেন। এ দেশস্থ হীনাবস্থাপন্ন লোক দিগকে বিদ্যা শিক্ষা দিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট ভারি উৎসাহ দেখাইতেছেন। সব ঠিক হইয়াছে, কেবল টাকার অপ্রতুল।

কৃষকেরা এ দেশের ছোট লোক। তাহাদের অবস্থাটী কিরূপ, একবার বিবেচনা করিয়া দেখা যাউক। আমাদের বাটী পল্লি গ্রামে, আমাদের তাহাদের প্রকৃত অবস্থা জানার সম্ভব। তাহারা দৈন্য, সকলে জানেন কিন্তু কত দূর দৈন্য সকলে জানুন না জানুন, গবর্ণমেণ্ট জানেন না।

দেখা গিয়াছে গড়ে এক জন কৃষকের ১২ বিঘা ভূমি মাত্র থাকে। এই বার বিঘার মধ্যে ৩ বিঘা পতিত থাকে আর ৯ বিঘা উঠিত হয়। আরো দেখা গিয়াছে যে বাঙ্গালা দেশে শত করা ৯৪ বিঘাতে ধান্য রোপিত

হইয়া থাকে। তাহা হইলে ৯ বিঘার মধ্যে প্রায় নয় বিঘায়ই ধান্য রোয়া হইয়া থাকে। কৃষকেরা বলে, ধান্যের ফসলে তাহাদের কিছু মাত্র লাভ নাই, আর ইহা তালিকা দ্বারাও প্রমাণ করা যাইতে পারে।

প্রধান ফসল ধানে তাহাদের লাভ নাই, তবে পরিশ্রম তাহাদের নিজের, এই নিমিত্ত সেটায় লাভ দাঁড়াইয়া যায়। ইহা ছাড়া হৈমন্তিক ফসল আর একটী আছে, সেই সময়ে কৃষক দিগের কিছু প্রকৃত পক্ষে লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু সে লাভটী অধিকও নয়, নিশ্চিতও নয়।

ভাদ্র মাসে যখন ধান পাকে, তখন কৃষক দিগকে উত্থীয়মান মৎস্যের ন্যায় বোধ হয়। গাঁতিদারের প্যাদা আধা-জলবের খাজানার নিমিত্ত দণ্ডায় মান। এ দিকে মহাজন ছালা ও গাড়ি সমেত প্রস্তুত। নাপীত এলেন একধামা লইয়া গেলেন। তার পরে পাটনির বারি। তার পরে ধোপা উপস্থিত। এইরূপে কামার ছুতার প্রভৃতি সমুদায় ক্ষুধার্ত্ত পাল দিগকে শান্ত করিয়া যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকে----অনেক সময়ে বীজধান্য ছাড়া আর কিছুই থাকে না---- তাহাই কৃষকের প্রাপ্য হয়।

কৃষকেরা ভোর হইতে দুই প্রহর ২টা পর্য্যন্ত এবং ৩টা হইতে রাত্র ১ প্রহর পর্য্যন্ত পরিশ্রম করে। এ তাহাদের নিত্য কর্ম্ম। প্রত্যহ ১২।১৩ ঘণ্টা ঘোরতর পরিশ্রম, এ সামান্য কাণ্ড নয়। কিন্তু পাঠক! কৃষকের সম্পত্তি কখন দেখিয়াছ? আমরা এখানে একটি তালিকা দিতেছি, এ আনুমানিক নয়, আমরা অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিয়াছি।

ঘর দুইখানা মূল্য		৬ টাকা।
থালা	২	৸০
বদনা কি ঘটী	১	১
ছোট বাটী		।০
মেটেহাঁড়ি কলসী প্রভৃতি দ্রব্যের মূল্য		৴১০
ঢেঁকি	১টা	।০
নিড়ানি		৴১০
কাস্তে		৶
দা		৶
লাঙ্গল		১।
মই		।৵
বিদে		।০
চাক		।০
গরু	২টা	২০
টোকা		৴১০
পাটী	৪টা	।০
কাঁথা	২খানা	।০
বস্ত্র	৪খানা (স্ত্রী পুরুষে)	২৲
গামছা	১খানা	।০
হুকা কলকে		১৫
বীজ		৫৲
গহনা		৯৲
নগদ		০

সদ্ধান্যতঃ এক জন কৃষকের যথা সর্ব্বস্বের তালিকা উপরে দেওয়া গেল। আরো কিছু দ্রব্যাদি তাহাদের বাটীতে পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহার মূল্য নাই। আর একটী কথা বলি। যে মূল্য ধরা গিয়াছে সে সমুদয় ঐ দ্রব্যাদির নূতন অবস্থার সময়ের। অতএব তালিকায় কৃষকের যে সম্পত্তি দেখান যাইতেছে, প্রকৃত পক্ষে তাহাদের তত সম্পত্তি নাই।

ইহারা উদরপূর্ত্তি করিয়া আহার করিতে পারেনা বলেই ইহাদের শরীর জীর্ণ শীর্ণ আমোদ আহ্লাদ বলে কারে তাহা জানেনা করিবার সময়ও নাই। চৈত্র বৈশাখ মাসে, কাঁঠাল সিদ্ধ, চিনা ভুরা, আম সিদ্ধ ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করে, অন্ন প্রায় জুটে না। পরিধের একখানি বস্ত্র, আর গামছা খানি সম্বল। স্নানান্তে গামছা পরিধান করিয়া বস্ত্র শুখান হয়। ভাদ্র মাসে একটী তাল গুলিয়া তাহাতে পোয়াটেক দুধ ও গুড় মিশাইয়া উত্তম আহার করা হয়, আর পৌষ মাসে, চালির গুড়া সিদ্ধ করিয়া গুড় দিয়া কি খেজুর রসে সিদ্ধ করিয়া উৎসব করা হয়। এটা যেন কেহ স্বপ্নেও না ভাবেন যে আমরা বাছিয়া বাছিয়া কৃষক দিগের মধ্যে অতি দৈন্যলোক দিগের অবস্থা বর্ণনা করিতেছি। কৃষক দিগের মধ্যে ইহা অপেক্ষা কাহার কাহার অবস্থা ভাল, কাহার অবস্থা মন্দ। একশত জন কৃষকের মধ্যে এক জনের ধান্য গোলা আছে, আবার তেমনি ১০০ জনের মধ্যে ৫০ জনের আদৌ লাঙ্গল নাই, তাহাদের চিরকাল খাটিয়া খাইতে হয়।

ইহা ব্যতীত তাহাদের অনেক ক্ষতি দিতে হয়। মহাজনের টাকার সুদ শতকরা ৩৮ টাকা। ধান্য প্রভৃতি শস্যের সুদ শতকরা ৫০ টাকা। তাহাদের বিবাহ প্রভৃতি ক্রিয়া আছে, কি কোন দৈব দুর্ব্বিপাকে যদি তাহাদের বলদের মৃত্যুহয়, কি তাহারা স্বয়ং পীড়িত হইয়া পড়ে, তবে কাজেই মহাজনের শরণাগত হইতে হয়। আর, একবার মহাজনের করায়ত্তে পড়িলে তাহার আর অব্যাহতি পাওয়া দুষ্কর। যে কৃষকেরা নিজে মহাজনি করে, তাহারা ব্যতীত প্রায় সমুদায়ই মহাজনের নিকট দায়ী।

উপরে যে রূপ বর্ণনা করা গেল, নিম্ন শ্রেণীস্থ লোক মাত্রেরি অবস্থা প্রায় সেই রূপ। আমরা মুক্ত কণ্ঠে বলিতেছি যে আমাদের দেশীয় কৃষকেরা উদর পূর্ত্তি করিয়া আহার করিতে পারে না। এ রূপ লোক দিগকে বিদ্যা দান করার পূর্ব্বে অন্নদান করা কর্ত্তব্য। ভূদেব বাবু ও তাঁহার সহচর গণের যত্নে এক্ষণে অনেক গ্রামে পাঠশালা বসিয়াছে। এই পাঠশালা গুলি অতিশয় যত্ন সহকারে ও নানা বিধ উপায়ে সংস্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু এ পাঠশালায় ভদ্র লোকের সন্তানেরা অনেকে পড়ে, তবু এ যত্ন প্রায় ভূদেব বাবুর পক্ষ হইতে, গ্রামস্থ লোকদিগের যত্ন মাত্র নাই, যদিও প্রথম প্রথম কিছু যত্ন দেখায় বটে কিন্তু সে অল্প দিনের নিমিত্ত। "পেটেনাই ভাত তা আবার লেখা পড়া শিখাইব" ডিপুটী ইনস্পেক্টরেরা গ্রামে পাঠশালা বসাইতে গেলেই কৃষকেরা এই কথা বলিয়া থাকে।

গবর্ণমেন্ট কৃষক দিগকে বিদ্যা দান করিবার নিমিত্ত ২০ লক্ষ টাকা বার্ষিক ব্যয় স্থির করিয়াছেন। কেন টাকা গুলি জলে ফেলাইবেন? এই টাকা দিয়া যদি একটা সেভিংস ব্যাঙ্ক করা হয়, যদি তাহা দিগকে মহাজনের হাত হইতে মুক্ত করা যায়, তবে তাহাদের ধন বৃদ্ধি হইবে, ধন বৃদ্ধি হইলে তখন বিদ্যা চর্চ্চা করিবার অবসরও পাইবে ইচ্ছাও হইবে। তখন কোন টাক্স বসাইতে হইবেনা, গ্রামে গ্রামে ডিপুটী দিগকে উপাসনা করিয়া বেড়াইতে হইবেনা, কৃষকেরা আপনারাই যত্ন করিয়া, ব্যয়ের নিমিত্ত কুণ্ঠিত না হইয়া বিদ্যা শিক্ষা করিবে। গবর্ণমেন্ট যদি এই রূপ একটী কায করেন তবেই প্রজা লোকের মা বাপের মত কায করিবেন। কেনা নাম কেনার জন্য গবর্ণমেন্ট এরূপ অনর্থক টাকা গুলি নষ্ট করিবেন?

—:০:—

সর্পাঘাত।

কানড় সর্পের দংশনে রোগী ঝটিতি মরেনা, যদি বড় শীঘ্র মরে তবু ৮।১০ ঘণ্টা পর্য্যন্ত রোগী সচেতন থাকে। আর কোন কোন সময়ে ৭।৮ দিন পর্য্যন্তও থাকে। অধিক কাল রোগী বাঁচিয়া থাকিলে শরীর ক্রমে ফুলিতে থাকে ও পরে ফুলিয়া এ রূপ বিকটাকার হয় যে দেখিতে শরীর রোমাঞ্চ হয়।

কানড় সাপের বিষ আমরা কখন দেখিনাই। মাল বৈদ্যেরা বলে দেখিতে ঠিক গোক্ষুর সাপের বিষের ন্যায়। কিন্তু দেখিতে যে রূপই হউক, গুণের অনেক তারতম্য আছে। কানড় সাপে দংশন করিলে

উপরে [illegible] ঘর্ম্ম আর একেবারে ফুলিয়া উঠে, সুতরাং, [illegible] বিষক্রোধ [illegible] করা যায়, তবু এই একটু অনিষ্ট [illegible] না করিলে তত শীঘ্র ফুলিয়া উঠে না।

সেবনের [illegible] পূর্ব্বে যে ঔষধ ব্যবস্থা করা গিয়াছে, এক্ষণও সেই রূপ করিতে হইবে। কিন্তু কালকুট সাপের মহৌষধ জলের বাষ্প। যত স্থানে জলের বাষ্প দিলে তৎক্ষণাৎ বিষ সাহায্য হইয়া যাইবে। জলের ভাবরিতে লাগিলে যত স্থান হইতে ঘর্ম্ম নির্গত হইতে থাকে, ও সেই সঙ্গে ২ বিষ ভস্মীভূত হইতে থাকে। যদি বিষ সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপে অর্থাৎ সমস্ত অঙ্গ স্ফীত হইয়া থাকে, তবে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়া থাকে। কয়েক হাঁড়ি ধান জলে সিদ্ধ করিতে হইবে। সিদ্ধ হইলে তাহার এক হাঁড়ি ধান্য মৃত্তিকায় বিস্তৃত করিতে হইবে। তাহার উপর একটা মাদুর পাতিয়া রোগীকে শয়ন করাইতে হইবে। ধান জুড়াইয়া গেলে আর এক হাঁড়ি ঢালিয়া ঐ রূপে তাহার উপর রোগীকে আবার শয়িত করিতে হয়। এই রূপে রোগীর গাত্র হইতে ঘর্ম্ম নির্গত হইতে লাগিলে, আর চিন্তার বিষয় থাকে না।

যদি রোগী নির্জীব হইয়া পড়িয়া থাকে, অর্থাৎ জীবনের চিহ্ন কিছু মাত্র লক্ষিত হয় না, তখন ও রূপ সুবিধা হইবেক না। [illegible] বলে তাহা হইলে একখানা খাটে কি চালি বাঁধিতে হয়। তাহার নিচে কোন পাত্রে জল জ্বাল দিতে হইবে। রোগীকে চালির উপরে শুয়াইয়া রাখিয়া [illegible] বস্ত্রের দ্বারা কি অন্য কোন উপায় দ্বারা এ রূপ ঢাকিতে হইবে যে [illegible] বাহির হইয়া যাইতে না পারিয়া সমুদায় রোগীর গায়ে লাগে। রোগীকেও [illegible] বস্ত্রের দ্বারা ঢাকিয়া রাখিতে হইবে। কিছু কাল পরে গাত্রে ঘর্ম্ম হইতে থাকিবে ও একটু পরেই শরীরের ফুলা কমিতে থাকিবে। পরে রোগীর চৈতন্য হইবে ও [illegible] চালির উপরে আর সে থাকিতে না পারে, তখনি তাহাকে উহার উপর হইতে নামাইতে হইবে।

[illegible] অনুযায়ী সর্পবিষ চিকিৎসা [illegible] এই শেষ হইল।

[illegible] বঙ্গদেশ সর্ব্বাপেক্ষা উর্ব্বরা। [illegible] সকল বিভাগে সকল [illegible] রূপে উৎপন্ন হয়। [illegible] আভ্যন্তরিক বাণিজ্যের প্রয়োজন [illegible] এখানে বিস্তর নদী ও উপনদী বহতা থাকায় এই বাণিজ্য সহজে সম্পন্ন হইত। এক্ষণে সমুদায় দেশ ভরিয়া মরা নদীর চিহ্ন দেখা যায়, এমন কি ৪।৫ গ্রাম অন্তেই এরূপ দুটি একটি চিহ্ন দৃষ্টি গোচর হয়। ফলে গঙ্গা নদির ডেল্টা ক্রমশঃ দক্ষিণে সরিয়া যাইতেছে। ভূমিভাগ সমুদ্র মুখে অগ্রসর হইতেছে, সুতরাং বাঙ্গালার উপরিতন ভাগের নদীর সংখ্যা হ্রাস হইতেছে। এই কারণ বশতঃ এ দেশে আভ্যন্তরিক বাণিজ্যের বিস্তর বাধা ঘটিয়াছিল, এমন কি কোন এক অঞ্চলে ধান্য না হইলে সে অঞ্চলে দুর্ভিক্ষের লক্ষণই উপস্থিত হইবার উপক্রম হইত। কিন্তু এইক্ষণ যে সকল ভাগে রেলওয়ে হইয়াছে, সে সকল স্থানে এরূপ বিপত্তির সম্ভাবনা দূর হইয়াছে। অধিকন্তু আভ্যন্তরিক বাণিজ্য সাধারণতঃ রেলওয়ে কর্ত্তৃক যে অদ্ভুত উপকার প্রাপ্ত হয়, তাহাও হইয়াছে।

বৈদেশিক বাণিজ্য ও রেলওয়ে হইতে অনেক সাহায্য প্রাপ্ত হইতেছে। কিন্তু সেই সাহায্য প্রকারান্তর ও পরোক্ষে হয় বলিয়া সে সম্বন্ধে দুটি একটি কথা বলা প্রয়োজন। জাতীয় অর্থ ব্যবহার শাস্ত্রে। সিদ্ধান্ত হইয়াছে, কোন দেশের আর্থিক শ্রীবৃদ্ধির পক্ষে দুটি বিষয়ের সংযোগ প্রয়োজন উপযুক্ত পরিমাণে কৃষি কার্য্য ও তদনুযায়ী বন্দর ও নগরের সংখ্যা, নগর ও বন্দর অভাবে কৃষিকার্য্য কেবল যৎসামান্য রূপ চলিতে পারে। যদি কৃষকদের ক্ষুধা নিবৃত্তি ভিন্ন অন্য কোন প্রয়োজন না থাকে, তাহারা কেবল ক্ষুধা নিবৃত্তি উপযোগী শস্যই উৎপন্ন করে। কিন্তু যদি তাহাদের আয়ত্তে এরূপ সহর, বন্দর থাকে, যেখানে শৈল্পিক ও অন্যান্য রূপ দ্রব্য ক্রয় বিক্রয় করা হয়, তাহারা সহজেই সেই সকল দ্রব্য সম্ভোগ করিতে ইচ্ছা করে, সুতরাং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে শস্য উৎপাদন করিতে সমুৎসুক হয়। ওদিকে আবার অধিক পরিমাণে শস্য উৎপাদিত হইলে, শৈল্পিক ও অন্যান্য নাগরিক জিনিষ পত্রাদির আধিক্য হয়। এই রূপ কৃষিকার্য্যে ও সহর বাজারের জিনিষ পত্রে উপযুক্ত অনুপাত থাকিলে দুয়েরই উন্নতি হয় এবং দেশের মোট অর্থ বৃদ্ধি হইয়া বৈদেশিক বাণিজ্যের সুবিধা হয়। আমাদের দেশের কৃষিকার্য্যের বিস্তৃতির সঙ্গে তুলনা করিলে সহর বন্দরের সংখ্যা কম। উহা বৃদ্ধি করার [illegible] রাস্তা খাল ও রেলওয়ে স্থাপন করা। কিন্তু কেবল দেশের অর্থ বৃদ্ধির [illegible] বৃদ্ধি করিতে [illegible]। রাস্তা ও খাল প্রস্তুত করিলে এ অভাবটি অনেকাংশে পূর্ণ হইতে পারে। বাঙ্গলায় রাস্তা ও খালের সংখ্যা অতি কম। ইহাতে গবর্ণমেণ্টের তত বেশী ব্যয় হইবে না। আমাদের দেশে বিস্তর বিল, বাঁওড়, মরা নদী আছে, সেই সকল পরস্পর সংলগ্ন করিয়া দিলে আভ্যন্তরিক বাণিজ্যের বিস্তর সাহায্য হয়। ইহাতে যদি গবর্ণমেণ্টের কিছু কর বসাইতে হয় তাহাতেও ক্ষতি নাই।

—:::—

আঘাত প্রতি ঘাতের সমান। অন্যকে চপেটা ঘাত করিলে হাতে বেদনা লাগে। এই নৈসর্গিক নিয়ম। পরমেশ্বর মনুষ্যকে এই রূপ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, যে সকলেই পরস্পর স্বাধীন। বলবান দুর্ব্বলের প্রতি আক্রমণ করিলে, দুর্ব্বল বলবান উভয়েই ক্ষতি গ্রস্থ হন। এই নিয়ম অতিক্রম করিয়া যাওয়ার সাধ্য মনুষ্যের নাই। প্রজা যে রূপ রাজার অধীন, রাজাও সেই রূপ প্রজার ভৃত্য বই নয়। কাজেই পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, মনুষ্যকে পরমেশ্বর পরস্পর স্বাধীন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন।

নীলকরেরা প্রজার উপর অত্যাচার করিত, এই নিয়মানুসারে পরিণামে তাহাদিগের খাট হইতে হয়। গবর্ণমেণ্ট প্রজার উপর অত্যাচার করিলে প্রজাদের সর্ব্বনাশ, গবর্ণমেণ্টেরও সর্ব্বনাশ। উদরে ও অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বিবাদ যে রূপ, গবর্ণমেণ্ট ও প্রজাতেও বিবাদ সেই রূপ, কেহ কাহাকে উপেক্ষা করিতে পারেন না। কোন২ স্থানে আপাতত কিছু লাভ দেখা যাইতে পারে, যেরূপ এক্ষণে ইংলিস গবর্ণমেণ্ট স্বচ্ছন্দে প্রজাদিগকে একটী কথাও জিজ্ঞাসা না করিয়া কার্য্য করিয়া স্বার্থ সাধন করিতেছেন, কিন্তু এ মৃত্যুর পূর্ব্বে কুরভাগের, ঝড়ের পূর্ব্বে শান্তির ন্যায়।

যে গবর্ণ মেণ্টের বহুদর্শিতা এত কম যে, বাধ্য না হইলে আর কোন কথা শুনেন না, সে গবর্ণমেণ্ট বাধ্য হইলে যে শুদ্ধ সেই কথাটী শুনিয়া অব্যাহতি পান এরূপ নয়, সেই সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বকার ঔদাসিন্যের দণ্ড স্বরূপ আর কিছু দিতে হয়। ইংলিস গবর্ণমেণ্ট ও প্রজায় যে রূপ অসদ্ভাব, আর এ অসদ্ভাব যে রূপ ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে, ইহাতে গবর্ণমেণ্টের ঝটিতি তাহার কোন নিরাকরণের উপায় না করিলে শেষে অনুতাপ করিবেন। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, আঘাত প্রতিঘাতের সমান। গবর্ণমেণ্ট এরূপ কিছু আমাদের ক্ষতি করিতে পারেন না, যাহাতে তাহার নিজের ক্ষতি না হয়। তাহারা দেশ সমেত লোকে বলেন যে, ভারতবর্ষের মঙ্গলের নিমিত্তই

তাহারা ভারত শাসন করিতেছেন। তাঁহারা আমাদিগকে শান্ত করিবার নিমিত্ত এই রূপ বলেন, বলিয়া বিপরীত করেন। আমরাও মনে যাহা ভাবি না ভাবি মুখে বলিয়া থাকি ইংরাজেরা আমাদের পরমোপকারী। ইংরাজেরা যে কায করেন তাহাতে এইটা দেখান হয় যে, প্রজাদের মঙ্গল তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য, আমরাও যখন যে বিষয় বলি কি লিখি, "দয়াবান গবর্ণমেণ্ট," "প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্ট," না বলিয়া আর কোন ছত্র আরম্ভ করি না।

ইংরাজেরা অম্লান বদনে বলেন যে ভারতবর্ষীয় দিগের মঙ্গলের নিমিত্ত তাহাদিগকে দেশ শাসন করিতে দেন না, আমরাও সেই পিঠ পিঠ বলি ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট চিরকাল বজায় থাকুক। আবার তাঁহারা যেরূপ গোপনে গোপনে বসিয়া পরামর্শ করেন যে কিসে নিষ্কণ্টকে ভারতবর্ষকে দোহন করা যায়, আমরাও তেমনি ঘাটে, মাঠে, নগরে, বাজারে, যেখানে পারি আপনারা আপনারা সুখ দুঃখের কথা বলি। তাঁহারা যে রূপ আমাদের স্বার্থ শূন্য, হিতাকাঙ্খী [illegible] পরিচয় দিয়া অথচ তারতবর্ষের চারি পার্শ্বের প্রাচীর দিবা রাত্র চৌকি দিতেছেন, আমরাও তেমনি ইংরাজ রাজ্য [illegible] বজায় থাকুক বলিয়া আপনারা আপনারা গণনা করিতে বসি। এই [illegible] প্রতিশোধ।

—১০০:—

ব্রাহ্ম বিবাহ বিধি বদ্ধকরণ

আমাদের দেশীয়েরা দেখিতেছেন না, হিন্দুসমাজের মধ্যে ব্রাহ্মদের একটী স্বতন্ত্র সম্প্রদায় হইয়া উঠিতেছে। ইহারা পৌত্তলিকতাকে ঘৃণাকরেন সুতরাং হিন্দু দিগের উৎসব ও ক্রিয়া কলাপ গ্রহণ করিতে পারেন না এবং সেই জন্য তাহাদের অনুষ্ঠান আপনাদের কতক গুলি সৃষ্টি করিয়া লইতে হইতেছে। বিবাহ প্রথাটী সম্পূর্ণ সামাজিক হইলেও, উহাদেশের আইন সম্মত হওয়া চাই, তাহা না হইলে ভবিষ্যতে উত্তরাধিকারীত্ব ও ধন বিভাগ লইয়া বিস্তর গোল যোগের সম্ভাবনা। সম্প্রতি কতকগুলি ব্রাহ্ম, ব্রাহ্ম বিবাহ প্রণালী বিধি বদ্ধ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিতেছেন এবং তদ্বিষয়ে সাধারণ ব্রাহ্মদের মত জিজ্ঞাসা করিতেছেন। কিন্তু ইহার মধ্যে আর একগোল উপস্থিত। পাঠকদের মধ্যে অনেকে জানেন যে ব্রাহ্মদের দুটীদল আছে---লোকেবলে, কেশব বাবুর দলও দেবেন্দ্রবাবুর দল। ঈশ্বর ও উপাসনা ছাড়া আর সব বিষয়ে দুইদলের বিলক্ষণ মতভেদ এবং মধ্যে মধ্যে সেইজন্য পরস্পরে বেশ বিবাদ হইয়া থাকে। কেশববাবুরা যত দূর অগ্রসর হইতে চান, দেবেন্দ্রবাবুর দল এখন তত দূর যাওয়া অকর্ত্তব্য মনে করেন। দেবেন্দ্রবাবু বলেন হিন্দু সমাজকেই ব্রাহ্ম সমাজ করিয়া তুলিতে হইবে, কেশব বাবু একটী স্বতন্ত্র ব্রাহ্মদল করা আবশ্যক মনে করেন। দেবেন্দ্রবাবুর অনুষ্ঠান, হিন্দুদিগের অনুষ্ঠান পদ্ধতি কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত ও ব্রাহ্ম ধর্ম্মের মতানুসারে সংশোধিত মাত্র। কেশববাবুরা আর এক নূতন রকমের অনুষ্ঠান কল্পনা করিয়াছেন! দেবেন্দ্র বাবুর দলের বিবাহ কালে হিন্দু দিগের সেই চির প্রচলিত মন্ত্রাদি ব্যবহার করা হয় তবে যেখানে ২ পৌত্তলিকতা আছে সেখান হইতে তাহা উঠাইয়া দিয়া তৎপরিবর্ত্তে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের অনুমোদিত বাক্য বসাইয়া দেওয়া হয়, যথা "শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকাম," স্থলে "ঈশ্বর প্রীতিকাম," হইয়াছে ইত্যাদি। কেশববাবু শুদ্ধ বাঙ্গলা ভাষায় একটী বিবাহ প্রণালী প্রস্তুত করিয়াছেন। এবং সেই প্রণালী অনুসারে তাঁহার দলের বিবাহ হইতেছে। দেবেন্দ্রবাবু কেশববাবুদের বিবাহ প্রণালী ব্রাহ্ম বিবাহ বলিয়া মানেন কি না মানেন জানিনা, কিন্তু কেশব বাবুরা দেবেন্দ্র বাবুদের বিবাহ পদ্ধতি ব্রাহ্ম বিবাহ বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। কেশব বাবুরা এখন এই সাধারণ ব্রাহ্ম বিবাহ আইন সিদ্ধ করিবার জন্য আবেদন করিতেছেন--কেবল তাঁহাদের প্রণালীটী নহে। দেবেন্দ্র বাবুর দল ইহাতে অসম্মত হইতেছেন। তাঁহারা বলেন, যে তাঁহাদের বিবাহ প্রণালী যখন হিন্দুশাস্ত্র হইতে সংকলিত—এবংহিন্দু বিবাহ যখন বিধি বদ্ধ আছে, তখন উহা স্বতন্ত্র রূপে বিধি বদ্ধ করার প্রয়োজন নাই।

ব্রাহ্মদের মধ্যে ত এই গৃহ বিবাদ উপস্থিত। ইহার মীমাংসা করিবে কে? তাঁহাদের কোন নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম পুস্তক নাই যে সকল গোল ভঞ্জন হইয়া যাইবে। এক দলের যুক্তি ও আত্ম প্রত্যয় সিদ্ধ মত আর এক দলের যুক্তি ও আত্ম প্রত্যয় সিদ্ধ মতের সহিত মিলিবার ভরসা নাই। যাহা হউক এ সম্বন্ধে আমাদের ও দুই একটি কথা আছে।

দেবেন্দ্র বাবুরা যে বলিতেছেন, যে তাঁহাদের বিবাহ প্রণালী হিন্দু বিবাহ প্রণালীর সহিত প্রায় একরূপ বলিয়া স্বতন্ত্র রূপে আইন বদ্ধ হইবার আবশ্যক নাই, সেটী ঠিকনহে। [illegible] বলিয়াছেন যে হিন্দুদের [illegible] বিধিবদ্ধ আছে, দেবেন্দ্রবাবুদের বিবাহ পদ্ধতি কোন [illegible] তাহার অন্তর্গত হইতে পারেনা। দ্বিতীয়তঃ অনেক অনেক শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি বলেন যে তাঁহাদের বিবাহে হিন্দু বিবাহের অনেক [illegible] বিষয় ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুরোধে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। তবে দেবেন্দ্র বাবুর দল কেশব বাবুদের সহিত মিশিবেন না বলিয়া জিদ করিয়াছেন কেন? যখন ব্রাহ্মেরা ক্রমে এক সম্প্রদায় হইয়া উঠিতেছেন, তখন অন্ততঃ [illegible] সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত ব্রাহ্ম বিবাহ আইন সিদ্ধ করা উচিত হইয়াছে। দেবেন্দ্রবাবুরা সংস্কৃত রাখিতে চান, কি কেশববাবু বাঙ্গলা রাখিতে চান, তাহাতে কোন পক্ষেরই আপত্তি হইতে পারে না। ব্রাহ্ম বিবাহের এমন একটি সাধারণ লক্ষণ স্থির করা হউক যাহাতে একেশ্বরোপাসক মাত্রেই সায় দিতে পারেন এবং তাহাই বিধিবদ্ধ করা হউক।

দেবেন্দ্রবাবুরা যদি ইহাতে সম্মত না হন, তবে কেশব বাবুরা একটী কায করুন। অন্যান্য বিষয়ে যেমন সচরাচর করাইয়া তাঁহারা একখানি আবেদন পত্র মুদ্রিত করিয়া সাধারণ ব্রাহ্ম দিগের স্বাক্ষর লউন, অধিক-সংখ্যক অধিবাসীর প্রার্থনা গবর্ণমেণ্ট অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন না। বিশেষতঃ হিন্দুসমাজের ইহাতে আপত্তি করিবার কোন কারণ দেখা যায় না।

—১০০:—

পোলিস আমলা।

যশোহরে প্রায় সহস্র পোলিস কর্ম্মচারী আছে, এরূপ প্রত্যেক জেলায় ৭।৮শত লোক নিযুক্ত আছে। ইহারা কার্য্যের সুবিধা নিমিত্ত সৎকর্ম্মের পুরস্কারের স্বরূপ কি দণ্ডের স্বরূপ অনবরত স্থানান্তরিত হইতেছে। ২।৪ জন প্রধান কর্ম্মচারী ব্যতীত আর কাহাকেও চিনিয়া উঠা ভার। মফঃস্বলে পোলিসের যে রূপ দোর্দ্দাণ্ড প্রতাপ, তাহা মফসল বাসীরা অবগত আছেন। আমরা এরূপ দেখিয়াছি যে, এক জন কনেষ্টাবল প্রায় গ্রাম অস্থির করিয়া ফেলিয়াছে। এরূপে তাহারা [illegible] কত সময়ে তাহাদের পোষাক পরিয়া প্রজার নিকট হইতে বল পূর্ব্বক অর্থ লয়, তাহার সংখ্যা করিয়া উঠা যায় না। এরূপ অত্যাচার করিয়ে তাহা দিগকে ধরিবার [illegible] তাহাও নাই। পালে মিসিয়া গেলে আর চিনিয়া উঠিবার যো নাই। শুনিলাম যে [illegible] যশোহরের অতি সন্নিধ্য কোন স্থানে [illegible] জন কনেষ্টবল জুটিয়া ডাকাইতি করিয়াছে। কেহ কেহ নাকি [illegible] অনেক সময়ে [illegible]

পড়ে না। আমরা বোধ করি যে, কনেষ্টবলদিগের চাপরাসে যদি নম্বর দেওয়া থাকে তবে তাহারা হঠাৎ পালাইতে পারে না নম্বর থাকিলে তাহারা অত্যাচার করিতেও তত সাহসী হয় না। এ বিষয় আমরা গবর্ণমেণ্টকে বিশেষ অনুরোধ করি। ইহাতে অর্থ ব্যয় নাই, আর কোন অসুবিধা আছে বোধ হয় না। আর এই রূপ নম্বর না দিলে তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করার সুবিধাও আর দেখা যায় না।

—:::—

মূল্য প্রাপ্তি।

বাবু রাধিকা প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় কলিকাতা সন ১২৭৪। ৯ই ফাল্গুন হইতে ৮

" অক্ষয় কুমার মুখোপাধ্যায় আলিপুর সন ১২৭৪। ৯ই ফাল্গুন হইতে .... ৪।০

" শ্রীনাথ দাস কলিকাতা সন ১২৭৪। ৯ই ফাল্গুন হইতে ৮

" শশী ভূষণ বসু কলিকাতা সন ১২৭৪। ৯ই ফাল্গুন হইতে ৮

" রাম চরণ রায় আলিপুর সন ১২৭৪। ৯ই ফাল্গুন হইতে ৪

" হরি চরণ বসু কলিকাতা সন ১২৭৪। ৯ই ফাল্গুন হইতে ৮

" কেদার নাথ মজুমদার বারাসত সন ১২৭৪। ৯ই ফাল্গুন হইতে ৮

" কালীনাথ দত্ত বারাসত সন ১২৭৪। ৯ই ফাল্গুন হইতে ৮

" উমাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় বারাসত সন ১২৭৪ ৯ই ফাল্গুন হইতে ৮

" মহিমচন্দ্র রায় বোনগ্রাম সন ১২৭৪। ৯ই ফাল্গুন হইতে ৪

" ব্রজ মোহন রায় পাবনা সন ১২৭৪। ৯ই ফাল্গুন হইতে ৮

—:::—

পত্র প্রেরকের প্রতি।

ঝাঁকারী পাড়ার পুলিশ কর্ম্ম চারীর পত্র খানি কৃত্রিম রূপে যে লিখিত হয় নাই তাহা প্রমাণ করা আবশ্যক।

হুগলী কালেজের কোন ছাত্রের পদ্যটী তত প্রীতিকর হয় নাই।

কড়াগের ঈশ্বর চন্দ্র বিশ্বাসের পত্র খানি পড়া গেল না।

ভারত বর্ষে পদ্যটি অত্যন্ত দীর্ঘ।

বরিশালের "কদাচিৎ সত্যবাদিন" পত্র খানি গ্লানি সূচক।

যশোহর স্কুলের জনৈক ছাত্রের পত্র পড়া গেল না স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া পাঠাইবেন।

—:::—

[illegible]

গত ১৬ ই [illegible] প্রেরিত যে নবীন বাবুর [illegible] অপ্রশংসা সূচক যে পদ্যটি [illegible] প্রতিবাদ করিয়া অনেকে [illegible] লিখিয়াছেন ও সে গুলি প্রকাশ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। সম্পাদকীয় ধর্ম্ম অনুসারে [illegible] অত্রত্য তাহার এক খানি প্রকাশ করিতে হইতেছে। যে খানি সর্ব্বাপেক্ষা নরম ভাবে লিখিত, সেই খানি প্রকাশ করা গেল।

নূতন জাইণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট জেলে একটী স্কুল করিতে মনস্থ করিয়া প্রায় ২০০ টাকার বই আনাইতেছেন। রাত্রি ৭ হইতে ৯ টা পর্য্যন্ত কয়েদিদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইবে। তিনি কয়েদিদিগকে সারা দিন এক রূপ কর্ম্ম করাইতে ভাল বোধ করেন না। আমরা এসম্বাদটি শুনিয়া ভারি সন্তুষ্ট হইলাম।

আমরা কোন বিশ্বস্ত লোকের মুখে শুনিলাম যে অমৃত বাজারের ৩ ক্রোশ দূরে বেনতা নামক গ্রামে এক জন কৈবর্ত্তের গরু ১৮ মাস পর্য্যন্ত গর্ভবতী থাকিয়া একটী অদ্ভুত বাছুর প্রসব করিয়াছে। তাহার অবয়ব দেখিলে ঠিক বাঘের ছানার মত বোধ হয়। সমস্ত শরীর চিত্রিত, মুখে বিড়ালের ন্যায় গোঁপ, ও গায়ে আধ হাত করিয়া লম্বা ২ লোম ও পায়ে নখর। বৎসটী ৩। ৪ দিন পর্য্যন্ত জীবিত ছিল।

চণ্ডীচরণ দাস নামক একজন কয়েদি ১১ই আগষ্ট জেল হাস পাতালে আইসে। তাহার জ্বর ছিল। ঐ জ্বরে তাহার ১৩ই তারিখে মৃত্যু হয়। কিন্তু কয়েদি ও কম্পাউণ্ডার প্রভৃতি এই বলিয়া ফৌজদারীতে অভিযোগ করে, যে, জেল ডাক্তার কেদার বাবু প্রহার ও অত্যাচার দ্বারা তাহাকে খুন করেন। কেদার বাবু অব্যাহতি পাইয়াছেন।

যশোহরে লোকের মুখে শুনা যায়, অত্রত্য কোন আদালতের অনৈক বড় আমলা, হাকিম বিশেষের বাসায় সর্ব্বদা আসা যাওয়া করিয়া লোককে দেখান হাকিমের সঙ্গে তাহার ভারি প্রণয়। এই কৌশলে তিনি লোকের নিকট হইতে বিস্তর টাকা উপার্জ্জন করিতেছেন। আমলা মহাশয় জানিতেছেন না যে হাকিম ইহা টের পাইলে তাহার ইহকাল পরকাল যাইবে।

যশোহরের অতি নিকট খোলা ডাঙ্গায় একটি মুসলমান যে দিন হইতে শিকা করিয়াছে, সেই অবধি তাহার বাড়ীতে ঢেলা হাড় প্রভৃতি দিন রাত চারি দিক হইতে পতিত হইতেছে। ভয়ে "আল্লা" বলিতে মুসলমান মুখ খুলিলে মাত্র এক মুট ধূল মুখের মধ্যে পড়ে। কালেক টারির একজন মোহরের গত শনিবার কাচারি আসিবার সময় স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন। সত্য হইলে বড় আশ্চর্য্য।

এবার রেবেনিউ এজেণ্টের পরীক্ষায় এখানে ৬৪ জন প্রার্থী উপস্থিত হন। গত ১০ই আগষ্ট লেখা ও ১১ই বাচনিক পরীক্ষা হইয়াছে। এবারকরি প্রশ্ন বড় কঠিন হয় নাই।

ছাঁপড়া হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন " অদ্য মাসাবধি হইল ছাপড়া গ্রামে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছে। ইহাতে তৎপ্রদেশস্থ নিরাশ্রয় রুগ্ন ব্যক্তি গণদিগের উপকার হইতেছে এই ডিস্পেন্সরির নেটিব ডাক্তার বাবু ক্ষেত্র নাথ মৈত্র মহাশয় অত্যন্ত যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে সকলকেই চিকিৎসা করিতেছেন।

যশোহর হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন:—

" কএক দিবস গত হইল এখানে শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্ন কুমার সেন মহাশয়ের বাসায় ভয়ানক চুরি হইয়া গিয়াছে। সোনা রূপার গহনা ও নগদ টাকা প্রভৃতিতে সর্ব্ব শুদ্ধ ১০৪১ টাকা চুরি গিয়াছে। চোরের এখনও ঠিকানা হয় নাই। [illegible] প্রসন্ন বাবু যে ব্যক্তি চোরের ঠিকানা করিয়া দিতে পারিবেন তাহাকে ১০০ টাকা পুরস্কার দিতে স্বীকার করিয়াছেন।

এখানে চৌকিদারি হাঙ্গামের ভারি ধুম। কিন্তু রাত্রিতে চৌকিদার গণকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ও পুলিশ এদিকে দৃষ্টিপাত করেন না। তাঁহারা প্রত্যহ গস্তে রোঁদ দিতে যান। গ্রামের মধ্যে যে কি হয় না হয় তাহার কোন খবর নাই; গস্তে পয়সা পড়ে কি না!

মহাশয়! এখানে সর্পের ভয় আর যায় না! কএক দিবস গত হইল অত্রত্য দৌলাত পুর গ্রামে একটী স্ত্রীলোক সর্পাঘাতে ১ দিন থাকিয়া প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে।"

গত মঙ্গল বারে সূর্য্য গ্রহণ হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্ব কয়েক দিবস আকাশ মণ্ডলী যেরূপ মেঘাচ্ছন্ন ছিল, তাহাতে সূর্য্য গ্রহণ দেখিবার আশা কাহার ছিল না, কিন্তু সৌভাগ্য ক্রমে সেদিন অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার ছিল। কোন২ স্থান হইতে পূর্ণ গ্রাস দেখা গিয়াছিল, তাহার সংবাদ আমরা এখনও পাই নাই।

সোম প্রকাশ বলেন, " মুরগিহাটাতে ভারতবর্ষীয় সভাগৃহ ক্রয় করা হইয়াছে, মূল্য ৪০,০০০ টাকা থাকর নীচের তালায় হরিশ পুস্তকালয় এবং উপরে ভারতবর্ষীয় সভা হইবে, বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রমানাথ ঠাকুর ও যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর এবং রাজা সত্য শরণ ঘোষাল বাটীর অছি হইতেছেন। যদি কখন ভারতবর্ষীয় সভা উঠিয়া যায় আর ঐ প্রকার উদ্দেশ্যে কোন সভা প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই সভাকে এই বাটি দেওয়া হইবে। কিন্তু এক বৎসরের মধ্যে এ সভা না হইলে অছিরা বাটি ভাড়া দিয়া সেই টাকা সাধারণের হিত কর কার্য্যে ব্যয় করিবেন। হরিশ পুস্তকালয় বরাবর থাকিবে।" আমরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম যে এতদিনে হরিশ বাবুর স্মরণার্থে কিছু স্থাপিত হইল।

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসনের সেক্রেটরি এই মর্ম্মে একটি বিজ্ঞাপন দিয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট শিক্ষা ও রাস্তা সম্বন্ধীয় কর বসান ন্যায় সংগত বিবেচনা করিয়াছেন। এক্ষণে ঐ কর কি হারে ধার্য্য করা উচিত ও কি প্রণালীতে আদায় করা যায়, এই বিষয় গবর্ণমেণ্ট ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসনের মত জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইয়াছেন। যেহেতু উক্ত কর, অধিকে যাহাদের কিছু স্বত্ব আছে অর্থাৎ উঠবন্দী প্রজা ভিন্ন সকল তালুকদার, পাওনাদার ইত্যাদি তাহাদের আয়ের উপর বসিবে, এই জন্য তালুকদার প্রভৃতিরা আগামী ৪ ঠা সেপটেম্বর উক্ত সভার গৃহে উপস্থিত হইয়া আপনাদের মত ব্যক্ত করেন।

ষ্টাণ্ডার্ড বলেন " পাছে ভারতবর্ষিয়েরা ভাবে যে রুসিয়ার অগ্রসর সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিন্ত আছি, এইটি প্রকৃত আশঙ্কার বিষয়। আমাদের উত্তর পশ্চিম সীমার দিকে চতুরতার সহিত রাজ নৈতিক ক্রীড়ায় নিযুক্ত থাকা ভারত বাসীর নিঃস্নেহ ভাল মনে করে। তাঁহাদের ইচ্ছা যে শুদ্ধ আমরা মুখো রুসিয়ার জনের প্রতিবাদ না করিয়া, কাবুও মধ্য আসিয়ার প্রধান২ রাজ ধানীও নগর সমূহে উপস্থিত হয়ে আমাদের প্রভাব দেখাই।"

ঢাকা হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন:—

১। বিগত বুধ ও বৃহস্পতি বার অত্রত্য জন্মাষ্টমীর মিসিল বাহির হয়। প্রথম দিন ইস্লাম পুরের ও দ্বিতীয় দিনে নবাব পুরের মিসিল বাহির হয়। এবার নবাব পুরেরা জয় লাভ করিয়াছেন।

২। উপরিউক্ত মিসিল যে স্থানে বাহির হয়, অত্রত্য কালেজ গৃহ তাহার অনতি নিকট বর্ত্তি দ্বিতীয় দিবে দর্শক গুলিকে অনেক লোক কালেজ গৃহে আশ্রয়ার্থি হইয়াছিলেন কিন্তু অত্রত্য পাগলা বাটিকের কয়েক জন চাপরাশি কয়েক জন বাবু ও স্ত্রী লোককে সঙ্গে করিয়া পূর্ব্বে কালেজ গৃহে প্র

অমৃত বাজার পত্রিকা

সাপ্তাহিক।

...নতা কাল কুটে মরি হায়রে।
করেছে কি আর্য্য সুতে চেনা নাহি যায়।

১মখণ্ড { ১২ই ভাদ্র বৃহস্পতিবার ১২৭৫সাল। ২৭শে আগষ্ট ১৮৬৮ খৃঃ অব্দ } [illegible] সংখ্যা।

অমৃত বাজার পত্রিকা।

১২ই ভাদ্র বৃহস্পতি বার।

৭৫ বৎসর পুর্ব্বে।

তখনকার ভদ্র লোক, আর এখনকার ভদ্রলোকে কত বিভিন্নতা! বাবু ও এয়ার লোকে তখন মস্তকে রাশীকৃত চুল রাখিতেন। তাহাকে বাবরি বলিত। এক্ষণে কার্ত্তিক ঠাকুরের মাথা সেই রূপ চুলে সজ্জীভুত করা হয়। ব্রাহ্মণ অথচ সৌখিন এরূপ বাবুরা চার্জিতা ফুলে বাবরি রাখিতেন। ব্রাহ্মণেরা কি অন্যান্য বিজ্ঞ ভদ্রলোকে সমুদায় মস্তক মুণ্ডন করিয়া পশ্চাদ্দিকে শিখা রাখিতেন, কিন্তু আর সকলে একেবারে মস্তক মুণ্ডন না করিয়া, চুল খাট করিয়া কাটিয়া কেবল মাত্র একটি লম্বা শিখা রাখিতেন। বাবুলোকে যৌবন কালে দন্তে মিসি দিতেন, সাদ দাঁতের প্রথা একেকালে প্রচলিত ছিলনা। গলায় সকলেরি তুলসীর কি বাকসের মালা দিতে হইত। হিন্দু দিগের সহিত অন্যান্য জাতির প্রভেদ চিহ্ন এই মালাছিল। [illegible] সকলেরি থাকিত। পিরান, চাপকান তখন কিছুই ছিলনা, মেরজাই অনেক পরে বাহির হয়, আর তাহার পরে পিরাণ চলিত হইয়াছে। চাদর কেহ ব্যবহার করিতেন না। ধুতি যোবড়া নামক একত্র দুই খানা বস্ত্র বয়ন করা হইত। তাহার এক খানা পরিধেয় আর একখানা চাদর রূপে ব্যবহৃত হইত। পাদুকা ধনিলোকেই ব্যবহার করিতেন, অন্যান্য লোকে খালি পায়ে বেড়াইতেন, তবে গৃহে খড়মের ও বাধার অত্যন্ত চলন ছিল। ব্রাহ্মণ কি অন্যান্য বিজ্ঞ লোক ব্যতীত সকলেই গোঁপ রাখিতেন, ও শ্মশ্রু মুণ্ডন সকলেই করিতেন।

স্ত্রীলোকে এক্ষণকার ন্যায় লম্বাকেশ রাখিতেন, ও খোপা বান্ধিবার সময় মোম দিয়া সিঁথ কাটিতেন। আমলা মেথি তখন আরো অধিক ব্যবহৃত হইত। সোণার গহনা বড় অধিক ছিলনা, তবে কাহার সুবর্ণের চেড়ি, ঝুমকা, ছিল। গরিব লোকে কর্ণেকড়ি দিত। হস্তে রূপার বাউটী, খাড়ু কংকন শংখ ও পায়ে বেঁকমল দেওয়া হইত। সমস্ত মুখ উলকির দ্বারা অঙ্কিত করা হইত। কখন কখন বা হস্তে হৃদয়ে ঐ রূপ থাকিত। নাকের উপরে খয়েরের টিপ কি গুল পোকা দেওয়ার রীতি ছিল। দাঁতে মাজন, কোমরে ঘুনসী ও পরিধান অতিশয় মোটা শাড়ী. এই তখনকার স্ত্রী লোকের ঠিক অবয়ব।

আহারীয় দ্রব্য এখনও যাহা তখনও প্রায় তাহাই ছিল। গোম তখন অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য ছিল বলিয়া মোটাই লুচি প্রায় কেহ চক্ষে দেখিতে পাইতেন না। [illegible]ইর পরিবর্ত্তে পিষ্টক ব্যবহার হইত। যে দেশে খেজুরগাছ ছিল, সেদেশে সমস্ত শীতকালে প্রায় প্রত্যহই পিষ্টক প্রস্তুত হইত। দরিদ্র লোকে চাউলের গুঁড়া রস দিয়া পাক করিয়া পিষ্টক প্রস্তুত করিত। নূতন ধানের ভাত উপাদেয় সামগ্রী বলি

রক করিয়া দূর মাত্র করিয়া গিয়াছেন মহাশয়। আমরা আরো বলি ইংরাজ রাজা অতি সুখের।

অবশেষে সপ্ত কীরার ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট বাহাদুর সমীপে আমরা কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রার্থনা করিতেছি যে, তিনি যেমন চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া আমাদিগের উপকার সাধন করিবেন মনস্থ করিয়াছেন, তেমনি এই সমুদায় ক্লেশের নিরাকরণে যত্ন—করিলে আমরা অশেষ সুখের অংশী হই।

—১০০১—

বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের আদেশানুরূপ নিয়োগ।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে পুলিসের অফিসিয়েটিং আসিষ্টাণ্ট ইনস্পেক্টর—জেনারেল লেপ্টনাণ্ট এইচ এম্ ট্রামেনে সাহেব ঐ লাইন যত দূর বাঙ্গালা দেশের লেপ্টনাণ্ট গবর্ণরের অধীন সেই এলাকার মধ্যে মাজিষ্ট্রেটের-ক্ষমতা পাইবেন।

বাবু মহেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি কালেজে আসিষ্টাণ্ট প্রফেসরের পদে প্রতিনিধি রূপে নিযুক্ত হইলেন। ১৩ জুন অবধি তাঁহার এই নিয়োগ হইল।

বাবু মহেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙ্গালা-দেশের শিক্ষাকার্যের চতুর্থ শ্রেণী—ভুক্ত হইলেন।

যত দিন এফ্ অভাম্‌সের ছুটী শেষ অথবা যত দিন অন্য আদেশ না হয়, তত দিন জে এইচ্ জনষ্টন সাহেব মেদিনীপুর পুলিসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের পদে প্রতিনিধি থাকিবেন।

ছুটী।

পাবনার মাজিষ্ট্রেট এবং কলেক্টর ডব্লিউ ডি বি টেলর দুই বৎসরের ছুটী পাইলেন।

ছাপরা সহরের মিউনিসিপাল কমিসনর ম্যাক্‌লিওড্ সাহেবের উক্ত মিউনিসিপাল কমিসনরের পদে জবাব লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর মঞ্জুর করিয়াছেন।

—১০০২—

অধ্যাত্ম--বিজ্ঞান।

মহাশয়, অমৃত বাজার পত্রিকায় অধ্যাত্ম বিজ্ঞান সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত ঘটনা প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু অধ্যাত্ম বিজ্ঞানে কাহার প্রত্যয় জন্মাইয়া দিয়াছে কি না, তাহা বলিতে পারিনা। ফলে তৎসম্বন্ধে একটি কথা বলিতে চাই। বিশ্বাস জন্মাইবার উপযুক্ত প্রমাণ নানা প্রকার। তাহার মধ্যে এক রূপ এই। যখন ভিন্ন ২ অসংলগ্ন ঘটনা সকল সাক্ষাৎ ভাবে ও প্রকারান্তরে কোন একটি বিষয় সাব্যস্ত করিতে যায়, এরূপ প্রমাণ কে ঘটনা গত প্রমাণ কহে। অনেক স্থলেই ঘটনা গত প্রমাণ অন্যান্য প্রমাণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এবং ঐরূপ স্থলে উহা জ্ঞান গোচর হইলে বিশ্বাস উৎপাদন না করিয়া থাকিতে পারেনা। যদি দশ জন অপরিচিত মানুষে বলে অমুক গ্রাম দগ্ধ হইয়া গিয়াছে, তাহাতে যে বিশ্বাস জন্মে তাহা তত দৃঢ় নহে। কিন্তু যদি কেবল এক জন লোকে ঐ রূপ বলে, আর সে যে সময়ের উল্লেখ করে, সে সময়ে যদি প্রসঙ্গিত গ্রামের দিক হইতে অনেক লোক কে শশব্যস্ত হইয়া দৌড়াইয়া যাইতে দেখা যায়, এবং অন্য এক ব্যক্তি সেই দিক্ হইতে অঙ্গার উড়িয়া আসিতে দেখিয়া থাকেন, তবে ঐ গ্রাম দগ্ধ বিষয়ে কি কেহ সন্দেহ করিতে পারে? মহাশয়, আপনারা পিতৃগণের আলাপন সম্বন্ধে যে সকল বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশ [illegible] প্রবল ঘটনাগত প্রমাণে আবরিত। এবং সকল গুলি একত্র করিলে এই সাধারণ লক্ষণ গুলি লক্ষিত হয়।

প্রথমতঃ চক্র হইয়া যে সব ঘটনা হইয়া থাকে তাহার অনেক স্থলে কেবল বিশৃঙ্খল ও অর্থশূন্য কাণ্ড সকল হইতে দেখা যায়। সে সকল না মেলে নিশ্চিত জানা ঘটনার সহিত, না কোন ব্যক্তির জীবন বৃত্তান্তের প্রতি প্রয়োগ করা যাইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ আপনারা যে সকল অধ্যাত্ম ভাব প্রকাশের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তাহার মধ্যে কতক গুলিতে বুজরুকি আছে বটে, কিন্তু অনেক স্থলেই বুজরুকি নাই, সে সে স্থলে পিতৃ গণের আবির্ভাব সূচক ঘটনা গুলি বাস্তবিক আধ্যাত্মিক কি না তাহা মিডিয়মের সাধুতার উপর নির্ভর করে। তৃতীয়তঃ প্রকৃত অধ্যাত্ম ভাব প্রকাশ একটি সহজ ব্যাপার নহে। মিডিয়াম যখন যাহা ইচ্ছা করিবেন, তাহাই হইবে এরূপ নহে। বিশেষ কোন তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছুক হইয়া অনেক সময় নৈরাশ হন। অদ্ভুত কাণ্ড তো প্রায় দেখাইতে পারেনই নাই। অনেক সময় কায়মনো বাক্যে ইচ্ছা করিয়াও পিতৃগণ কর্তৃক আবিষ্ট হইতে পারেন না। চতুর্থতঃ দেখা যাইতেছে, পিতৃগণাবেশ মিডিয়মের শুদ্ধ মানসিক অবস্থার উপর নির্ভর করে না, তাহাতে ভৌতিক অর্থাৎ জড় পদার্থ আত্ক্রিয়ার সংঘটন আবশ্যক। জীবিত মনুষ্য জড় পদার্থের সাহায্য বিনা অনুমাত্র কার্য্যও করিতে পারে না, আধ্যাত্মিক ঘটনা সকল দেখিয়া বোধ হয় পিতৃগণেও এক কালে জড় পদার্থ সম্বন্ধীয় নিয়ম ছাড়িয়া যাইতে পারেন নাই।

এই সকল লক্ষণে কি প্রমাণ করিতে যায়? আধ্যাত্মিক ঘটনার সত্যত্ব কি অসত্যত্ব? কতক গুলি সম্ভাবনা একত্রিত হইয়া অনড় নিশ্চিতত্বা উৎপাদন করে; আবার কতক গুলি অসম্ভাবনা একত্রিত হইলে, মিথ্যা বোধ উৎপন্ন হয়। উপরে যে সকল লক্ষণ গুলি বর্ণিত হইল তাহা কি আধ্যাত্মিক ঘটনার অনুকূলে না প্রতিকূলে? অনুকূল প্রতিকূল কিসে হয়? যদি লক্ষণ গুলি পরস্পর সংলগ্ন হয় এবং প্রত্যেক টিতে পিতৃগণের আলাপ ক্রিয়া, কোন না কোন নৈসর্গিক নিয়মের অন্তর্গত বলিয়া সাব্যস্ত করে, তা হইলে লক্ষণ গুলি পিতৃগণের আলাপনে অনুকূল হইল; আর যদি লক্ষণ গুলির মধ্যে একটি আর একটির সম্ভাবনা নাশ করে, এবং সকল গুলি এরূপ আলাপ ক্রিয়া অনৈসর্গিক দিকে লইয়া যায়, তা হইলে উক্ত লক্ষণ গুলি আধ্যাত্মিক ঘটনার প্রতিকূল। এই ক্ষণ উল্লিখিত প্রশ্নটির উত্তর করিবার চেষ্টা করা যাউক। আধ্যাত্মিক ঘটনার মধ্যে অনেক গুলি এরূপ আছে যে, তাহা পিতৃগণের কার্য্য না বলিলে আর কোন রূপেই সমন্বয় করিতে পারা যায় না। একটি উদাহরণ দিতেছি তাহা যদি আধ্যাত্মিক কারণ ব্যতীত অন্য কোন রূপে কেহ বুঝাইয়া দিতে পারেন, তবে অগ্রসর হইয়া দিউন। এক দিন আমি ও আর এক জন একটি চক্র করিয়া বসি। আমাদের মধ্যে কেহই ঠিক মিডিয়াম নহেন আমাদের চক্রে আমরা যে টেবলের উপর হাত রাখিয়া বসিতাম, সে টেবলেই মিডিয়াম। আমরা তান লয় কি ছুই জানিতাম না, আপনাপনি টেবলের এক খানা কি দুখানা পা উঠিত, পরে ঐ পায়ের দ্বারা আঘাত হইয়া নানা রূপ প্রশ্নের উত্তর হইত। প্রশ্নোত্তরের প্রণালী এই হাঁ ও না করিবার জন্য আমাদের বিশেষ কোন [illegible] করা যাইত, অর্থাৎ প্রথমেই একটী একটী [illegible] করা যাইত যে তিন আঘাত [illegible] হইবে দুই আঘাত হইলে "না" হইবে। [illegible] খ বলার আবশ্যক হইলে আমরা এক জন ক, খ, গ, ইত্যাদি সমুদায় অক্ষর ক্রমান্বয়ে উচ্চারণ করিতে থাকতাম, আবশ্যকীয় অক্ষর গুলির উচ্চারণ কালে নির্দ্দিষ্ট রূপে আঘাত হইত, এই রূপে নানা প্রশ্নের উত্তর হইত। আমরা দুজনের যে এক দিন বসার কথা বলিয়াছি, সেই দিন, প্রথমে এরূপ অনেক প্রশ্নের ঠিক ঠিক উত্তর হইল, যাহার উত্তর আমাদের দুজনের মধ্যে এক জন জানিতাম। তাহাতে আমাদের সন্তোষ হইল না, কারণ পাছে অজ্ঞাতসারে আমাদের দ্বারাই উত্তর গুলি হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ হইতে লাগিল। পরে সেখানে এক জন তৃতীয় ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাকে বলিলাম, এমন একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন যাহার বিন্দু বিসর্গ ও আমরা জানি না। যে আত্মা উপস্থিত আছেন বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলাম উক্ত তৃতীয় ব্যক্তির সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয় ছিল। বাল্য কালে তাঁহারা এক স্কুলে পড়েন। তিনি এই প্রশ্ন করিলেন, আচ্ছা, আমরা যখন স্কুলে পড়িতাম, তখন আমাদের সমপাঠী এক জনকে আমরা ব্যঙ্গ করিয়া অমুক বলিয়া ডাকিতাম, তাহার প্রকৃত নাম কি? আমরা অনেক ক্ষণ বসিয়াছিলাম, সমুদায় অক্ষর গুলি একবার করিয়া আঘাত দ্বারা পরিচয় হওয়া পর্য্যন্ত বসিয়া থাকার ধৈর্য হইল না। সুতরাং সংক্ষেপ করিবার জন্য উপস্থিত আত্মার নিকট প্রার্থনা করিলাম—জিজ্ঞাসিত নামটির প্রত্যেক ভাগের আদি অক্ষরটী মাত্র পরে পরে আঘাত দ্বারা প্রকাশিত হয়। আর ও এই প্রার্থনা করিলাম যে, নামের প্রথম ভাগের আদি অক্ষর উচ্চারণ কালে যেন একটী, দ্বিতীয় ভাগের আদি অক্ষর সময়ে দুটী আঘাত হয় এবং ঐ রূপে তৃতীয়াদি ভাগে। আমাদের প্রার্থনানুসারে, ত, ন ও র এই তিনটি অক্ষর বাহির হইল এবং এই তিনের প্রতি অক্ষরে আঘাত হওয়ার সময় আমরা বিশেষ করিয়া পুনঃপুন জিজ্ঞাসা করি ঠিক এই অক্ষর টিই কি? তাহাতে পুনঃপুন "হাঁ" উত্তর হয়। তার পর ত, ন, র প্রকৃত কি নাম হইল, আমরা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। তোলানাথ রায় কি এরূপ একটা হবে ভাবিতে ২ প্রশ্ন কারী মহাশয় কে জিজ্ঞাসা করায়, তিনি সানন্দ বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হইয়া বলিলেন "ঠিক হইয়াছে, নামটি তোম নারায়ণ রায়।" মহাশয় প্রশ্নকারী ও উপস্থিত আত্মা যখন ও যেখানে স্কুলে পড়িতেন তাহার আমরা কিছু জানিতাম না, জানিবার সম্ভাবনাও ছিলনা, এমন কি বোধ হয় তখন আমরা জন্ম গ্রহণ ও করি নাই। তবে আমি যাহা বলিতেছি, তাহা যদি লোকে বিশ্বাস না করেন তাহা হইলে আমার কোন ক্ষতি নাই। ফলে এরূপ ও অন্যান্য রূপ আশ্চর্য্য ঘটনা অনেক দেখা গিয়াছে। কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে এরূপ অলীক ও হাস্যাস্পদ ঘটনাও অনেক হইয়াছে। যথা রাম মোহন রায় বলিলেন তাঁহার আত্মা [illegible] বাইবেরিয়াতে হয়। কিন্তু শেষোক্ত এই রূপ ঘটনাতে কি পূর্ব্বোক্ত ঘটনা সকলের আধ্যাত্মিক হওয়ার সম্ভাবনা হ্রাস করিতেছে? শেষোক্ত [illegible] নানা রূপে বুঝাইয়া [illegible] সকল দুশ্চরিত্র আত্মা [illegible] পূর্ব্বেই আভাস দেওয়া হইয়াছে [illegible] আবির্ভাবের নিমিত্ত মিডিয়মের [illegible] সেই রূপ টেবলের আবশ্যক। [illegible]

সাপ্তাহিক।

অধীনতা কাল কূটে মরি হায়২।
করেছে কি আর্য্য মুতে চেনা নাহি যায়।

১মখণ্ড { ১৯শে ভাদ্র বৃহস্পতিবার ১২৭৫সাল। ৩রা সেপ্টেম্বর ১৮৬৮ খৃঃ অব্দ } ২৯সংখ্যা

অমৃত বাজার পত্রিকা।

বিজ্ঞাপন।

নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ অমৃত বাজার পত্রিকার এজেণ্ট নিযুক্ত হইলেন। গ্রাহকগণ ইহাঁদের নিকট পত্রিকার মূল্য দিলে আমরা প্রাপ্ত হইব।

বাবু চন্দ্র নারায়ণ ঘোষ মুক্তিয়ার,
যশোহর

বাবু তারাপদ বন্দোপাধ্যায় বি, এ,
কৃষ্ণনগর

বাবু হরলাল রায় বি, এ, টিচার, হেয়ারস্কুল,
কলিকাতা

বাবু উমেশ চন্দ্র ঘোষ নড়াল জমিদারের মুক্তিয়ার,
কাশীপুর

বাবু দুর্গা মোহন দাস, উকিল,
বরিশাল

যখন গ্রাহকগণ অমৃত বাজার বরাবর মূল্য পাঠান, তখন যেন তাহা রেজিষ্টারি করিয়া পাঠান।

যাঁহারা ষ্টাম্প টিকিট দ্বারা মূল্য পাঠান, তাঁহারা যেন এক আনার অধিক মূল্যের টিকিট না পাঠান।

ব্যারিং কিম্বা ইন্ সাফিসিয়েণ্ট পত্রাদি আমরা গ্রহণ করিনা।

বিজ্ঞাপন।

অমৃত বাজার পত্রিকার মূল্যের নিয়ম।

অগ্রিম।

বার্ষিক ৫ টাকা ডাক মাশুল ৩ টাকা
ষাণ্মাসিক ৩ ... ১॥০
ত্রৈমাসিক ২ ... ৸০
প্রত্যেক সংখ্যার ... ⁄০

বিনা অগ্রিম।

বার্ষিক ৭ টাকা ডাক মাশুল ৩ টাকা
ষাণ্মাসিক ... ১॥
ত্রৈমাসিক ... ৸০
[illegible]

এই পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্য নির্ণয়।
প্রত্যেক পংক্তির প্রতি
প্রথম ও দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার............⁄

বিজ্ঞাপন প্রেরকেরা বিজ্ঞাপনের সহিত তাহার প্রকাশের মূল্য এক আনা কিম্বা আধ আনার ষ্টাম্প টিকিট দ্বারা আমাদের যন্ত্রালয়ে পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

সংগীত শাস্ত্র, প্রথম ভাগ।

উল্লিখিত পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে। উহার দ্বারা নানা বিধ গীত ও বাদ্য গুরূপদেশ ভিন্ন অভ্যস্থ হইতে পারিবেক। উক্ত পুস্তক কলিকাতাস্থ সংস্কৃত ডিপোজিটারিতে কলিকাতার কলেজ ষ্ট্রীট ব্যানার্জ্জি এণ্ড ব্রদারসদের লাইব্রেরিতে, এবং নিম্ন স্বাক্ষরকারির নিকট তত্ত্ব করিলে গ্রহণেচ্ছুক মহাশয়েরা পাইতে পারিবেন। মূল্য ॥০ আনা, ডাকমাশুল এক আনা। কেহ নগদ ৫ টাকার বা তদধিক মূল্যের পুস্তক লইলে শত করা ১২৲ টাকা এবং ৫০ টাকা বা তদধিক মূল্যের পুস্তক লইলে শত করা ২৫ টাকা কমিসন পাইবেন।

শ্রীনীল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য
যশোহর অমৃত বাজার

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশো ন।

রাজ পুরুষ গণের মধ্যে অনেকের কার্য্য দেখিলে আমাদের সহসা বিশ্বাস হয় যে, তাঁহাদের দ্বারা দেশর কোন প্রকৃত মঙ্গল হওয়া অসম্ভব। অনেক সময় আমাদের রোদনে গবর্ণমেণ্ট তাচ্ছল্য দেখাইয়া আমা দিগকে হতাশ করিয়া ফেলেন; কখন ২ এমন দুটী একটি কাজ করিয়া বসেন যে আমাদের আতঙ্ক উপস্থিত হয়। যখন আমরা শুনি যে, সতন্ত্রতা ও ন্যায্য বিচারের মূলাধার স্বরূপ ইংলিস পার্লিমেণ্টে ভারতবর্ষীয় কোন কথা উপস্থিত হইলে অনেক সভ্য নিদ্রা যাইবার সুসময় বিবেচনা করেন, তখন আমাদের মনে কত দুঃখই উপস্থিত হয়, আপনা দিগের অবস্থাকে করিয়া কত ঘৃণাই জন্মে এবং তখন আমরা আপনা দিগকে নিরাশ্রয় দেখিয়া কত বার মনে ২ রোদন করি; কিন্তু এখন যেমন দেখিতেছি ও শুনিতেছি, তাহাতে বোধহয়, বুঝি এত দিনে আমাদের দুঃখ দূর ইংলণ্ডে যান, তাঁহাদের মুখে ইংরাজ গণের সুখ্যাতি শুনি, তাঁহারা এক মুখে ইংরাজ গণের সহস্র ব্যাখ্যা করেন এবং আমরা অবাক ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ভাবি যে, যে ইংরাজেরা আমাদের দেশের রাজ পুরুষ, তাহারা কি সেই ইংরাজ গণের কথা বলিতেছেন! কিন্তু ভালমন্দ লোক সকল দেশেই আছে। তবে আশ্চর্য্যের বিষয় যে, এদেশে যাহারা আইসেন তাহাদের মধ্যে মন্দের ভাগটাই অধিক। যাহা হউক ইংলণ্ড বাসী গণের দুটী একটী কাজ দৃষ্টি করিয়া সকলকে করিয়া না হউক, ইংরাজ গণের কাহাকে ২ করিয়া ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালবাসার উদয় হয়।

সম্প্রতি তাঁহাদের মধ্যে কেহ ২ আমাদের প্রকৃত অবস্থা জানিতে পারিয়াছেন এবং সেজন্য তাহারা মনোগত দুঃখিত। তাহারা ক্রমে ভারতের অবস্থা উন্নতি করিবার উপায় সমুদয় অবলম্বন করিতেছেন, এবং ভারত বিদ্বেষী ইংরাজরা এ দেশীয় গণকে যে রূপ জঘন্য রূপে বর্ণন করিয়া থাকেন, সে সমুদয় যে মিথ্যা তাহা নানা রূপে সাধারণ জ্ঞান গোচর করিতেছেন। আমরা ইংলণ্ডে প্রকাশিত একখানি বিখ্যাত সামায়িক পত্রিকা হইতে নিম্নে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম, পাঠক গণ দেখিবেন যে ইংরাজ গণ মধ্যে নিরপেক্ষ লোক আছে ও এমন লোকও আছেন যাহাদিগকে ভারত, বন্ধু বলিয়া সম্বোধন করিতে পারেন।

"ইংরাজেরা অনেকেই বিশ্বাস করেন যে ভারতবর্ষীয় গণ কৃতঘ্ন ও স্নেহ শূন্য কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এটী মিথ্যা। পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষীয় গণের ন্যায় গুণ গ্রাহী প্রায় নাই, তাহারা অন্যের গুণ দেখিবা মাত্র উহা স্বীকার ও তজ্জন্যে তাহাকে আদর করে। তাহারা মনুষ্যেতে অসাধারণ মানসিক শক্তি, শারীরিক বল, বীর্য্য, অকপট ও সরল ব্যবহার দেখিলে মোহিত হয়; অ-

তারা যে ইংরাজ গণ বর্ণিত রূপ ক্ষমতা হইবে, সেটী অসম্ভব। যখন যে ইংরাজে তাঁহাদের প্রতি ভালবাসা ও সুখ দুঃখ সময়ে দিতা দেখাইয়াছেন, তখনই তিনি তাঁহাদের নিকট ভক্তির ও স্নেহের ভাজন হইয়াছেন। কিন্তু আমরা আমাদের অদ্ভুত রাজকৌশল দ্বারা তাহাদের এই মহৎ মানসিক ভাব উচ্ছেদ করিতেছি। ভারতবর্ষে কতশত রাজকীয় পুরুষ, রাজনীতিজ্ঞ, কবি এবং বিজ্ঞান বিৎজন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তথায় পূর্ব্বকালীয় কতশত নগর নগরী বর্ত্তমান রহিয়াছে, তথাকার মনুষ্যেরা চতুর ও বুদ্ধিমান, তাহারা কৃষি শিল্পকার্য্যে ও বাণিজ্য ব্যবসায়ে বিলক্ষণ দক্ষ। আর আমরা তাহাদের উচ্চশ্রেণীস্থ লোক দিগকেও রাজকার্য্য সম্বন্ধে কেবল যৎসামান্য পদ সমুদয় পাইবার যোগ্য বিবেচনা করি, এবং যাহাতে তাহারা কোন উচ্চপদাভিষিক্ত না হইতে পারে, তৎপ্রতি আমাদের বিশেষ যত্ন। আমরা প্রতি বাদী না হইলে যে সমুদয় মনুষ্যরা রাজ ও সেনানী পদে আরূঢ় হইত, তাহা দিগকে যদি আমরা সম্মুখে বসিতে দিলাম তবেই আমাদের বিবেচনায় তাহাদের প্রতি যথোচিত সম্মান করা হইল। আমরা এখন পর্য্যন্ত তাহাদের প্রতি এই রূপ ব্যবহার করি। এক জন সবা নিম্ন শ্রেণীস্থ সৈনিক পুরুষ এ দেশে পদার্পণ করিয়া ভাবেন যে, ভারতবর্ষীয় দিগের মধ্যে তাহার ন্যায় উচ্চ ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তি কেহ নাই। যে পর্য্যন্ত ভারতবর্ষবাসী ইংরাজেরা আপনা দিগকে এই রূপ উচ্চ পদাভিষিক্ত জ্ঞান করিয়া আশিয়া বাসীগণের প্রতি ব্যবহার করিবেন সে পর্য্যন্ত তাহারা আমাদিগকে দিন ২ অধিকতর ঘৃণা করিবে। কোন জাতিকে এই রূপ অহোরই অপমান, গ্লানি করিয়া তাহা দিগকে যে মনবেদনা দেওয়া যায়, তাহা রাজ্যে সুবিচার ও শান্তি বিস্তার দ্বারা দূর করা যায় না।"

উপরি উক্ত কথা গুলি যিনি লিখিয়াছেন, তিনি আমাদের পক্ষ হইয়া কিছু অত্যুক্তি করেন নাই। আমরা যে প্রকৃতির লোক ও ইংরাজ গণ আমাদিগের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করেন, তাহাই যথার্থ রূপে বর্ণন করিয়াছেন, অথচ আমরা তাহার এই ন্যায্য কার্য্যের জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ রসে আদ্র হইতেছি। ইংরাজ গণের মুখে আজ কাল এরূপ কথা শুনা দুর্ল্লভ।

বৃদ্ধ ইংরাজি সমাচার পত্রিকার সম্পাদকেরাই কে, আমাদের প্রতি কটাক্ষ পাত করিয়াছেন এমন নহে। এছাড়াও আর অনেকে আছেন। [কতকগুলি ইংরাজ মহাপুরুষেরা ইষ্ট ইণ্ডীয়ান এসোসিয়েশন নামক একটী সভা সংস্থাপন করিয়াছেন। সভার উদ্দেশ্য ভারতের অবস্থা উন্নতি করা। সভার সভ্য গণের মধ্যে এতদ্দেশীয় অনেকে আছেন; কিন্তু দেখিয়া ভারি দুঃখ হয় যে, সভ্য গণের মধ্যে ইংরাজই অধিক। সভাটী আমাদের জন্য সংস্থাপিত, সেখানে সভাগণের চারি ভাগের তিন ভাগ এতদ্দেশীয় গণের হওয়া কর্ত্তব্য। সভার ব্যয় সংকুলনার্থে প্রত্যেক সভ্যকে বৎসর ১০ টাকা করিয়া চাঁদা দিতে হয়, একেবারে ১০০ টাকা দিয়া যাবজ্জীবনের জন্য সভ্য হওয়া যায়। তিন মাস অন্তর সভায় পঠিত বক্তৃতা সমুদয় পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়। এই পুস্তক গুলি লইতে সভ্যগণের অতিরিক্ত ২।০ টাকা বৎসর দিতে হয়। বোধহয় এদেশের মধ্যে এক লক্ষের অধিক লোক আছেন, যাহারা অনায়াসে এই মহৎ কার্য্যের জন্য বৎসর এই সামান্য অর্থ দিতে পারেন। সভা প্রকাশিত বক্তৃতা গুলিন পড়িলে আহ্লাদে শরীর রোমাঞ্চিত হয় এবং বোধ করি যিনি স্বদেশকে কিছু মাত্র ভাল বাসেন, তিনি তাহা পাঠ করিয়া বৎসর২ সভার উন্নতির জন্য দশটী টাকা দিতে ক্ষণ মাত্র ইতঃস্তত করিবেন না। আমাদের দেশে কয়েকটী যুবা এইরূপ একটী সভা স্বদেশে সংস্থাপনের যত্নে আছেন, যদি তাহাদের যত্ন সফল হয়, তবে ইংলণ্ডস্থিত ইষ্ট ইণ্ডীয়ান এসোসিয়াশনে মেম্বর না হইয়া দেশীয় সভার সভ্য হওয়া সকলের তাভাবে কর্ত্তব্য। কারণ স্বদেশস্থ সভার দ্বারা অধিক মঙ্গল সম্ভব কিন্তু যাহারা দুই সভার সভ্য হইতে পারেন এমন অর্থশালী অনেকে আছেন, ও যে পর্য্যন্ত এদেশীয় সভা সংস্থাপিত না হয়, সেপর্য্যন্ত সকল দেশ হিতৈষী গণ বোধ করি ইষ্ট ইণ্ডিয়ান এসোসিয়াশনে উন্নতি পক্ষে যত্ন শীল হইবেন।

ইংলণ্ড অধিবাসী ভারতবর্ষীয় গণের অনেকে এই সভা কর্ত্তৃক স্বদেশের অনেক মঙ্গল করিতেছেন। এই সভ্যগণের মধ্যে দাদাভাই নেরোজি মহাশয় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উৎসাহী। ইনি প্রথমে বোম্বাইর ইঞ্জিনিয়ারিং কালেজের অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপক থাকেন। একজন সাহেবের সঙ্গে বিবাদ করিয়া কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন। শেষে বাণিজ্য ব্যবসায় করিবার মনস্থ করিয়া বিলাতে যান এবং সেখানে গিয়া কিছু দিন বাণিজ্য কার্য্য শিক্ষা করেন। পরে ইংলণ্ডে বাণিজ্য আরম্ভ করিয়া ৪। ৫ বৎসরের মধ্যে ধনশালী হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার ইংলণ্ডস্থিত বাণিজ্যালয়ের সমুদয় কর্ম্ম দুই শত টাকার অধিক বেতনে স্বদেশীয় গণকে তথায় লইয়া গিয়া অর্পণ করেন এবং ভিন্ন শ্রেণীস্থ কর্ম্ম সমুদয় ইংরাজ গণ দ্বারা নির্ব্বাহিত হয়। ইষ্টারণ ইণ্ডিয়ান এসোসেয়শন সংস্থাপনের ইনি একজন প্রধান উদ্যোগী এবং এখনও গণ্য মান্য সভ্যের মধ্যে একজন। আমাদের বাঙ্গলিগণের মধ্যে বাবু উমেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ও বাবু ক্ষেত্রমোহন দত্ত অনেক সময় সভায় বক্তৃতা দিয়া থাকেন এবং তর্ক বিতর্ক করিয়া থাকেন। উমেশ বাবু বেরিষ্টার হইয়া স্বদেশে আসিতেছেন এবং ক্ষেত্রবাবু ডাক্তার হইয়া তথায় একজন ইংলণ্ডীয় রমণীর পাণি গ্রহণ করিয়া তথায় বাস করিতেছেন।]

—:০:—

ফারাজি যুদ্ধ।

সিতানার যুদ্ধ ১৮৬৩ সালে শেষ হইয়া যায় কিন্তু ফারাজি দিগের নাম আমরা পূর্ব্বে শুনিয়াছি। নারিকল বাড়িয়ার কেল্লা ও লড়াইএর গল্প, আবাল বৃদ্ধ সকলে জানেন। কিরূপে তিতু মির কামানের গুলি "খা ডলা" বলিয়া তাহার উদ্বিগ্ন সহচর গণের উৎসাহের বৃদ্ধি করিয়া দেয় — কি রূপে কুঞ্চির" কেল্লার" মধ্যে থাকিয়া তাহার সহচর গণ সেই সময়ে" গুলিখা ডলা" বলিয়া হুহুঙ্কার করে, কিরূপে তিতু মির প্রথম গুলিতে হত হয় ও তাহার সহচর গণ চতুর্দ্দিকে পলায়ন করে ও পরি শেষে কি রূপে নাপীতকে ৫ টাকা পর্য্যন্ত দিয়া ফারাজিরা শশ্রু মুণ্ডন করে, এ সমুদায় দেশময় প্রবাদ আছে। তখনকার গোটা দুই গান:--

তার কি বুজরুগি হেড়েছে
উত্তরে একগ্রাম আছে নামে নারকেল বেড়ে।
জুটল এসে যত হাজার দেড়ে।
দেড়ের নামে দুর।
বলে জলদি আন ক্ষুর।
তারা সব গোলার চোটে কাছা খুলে
পিকটে মরে রয়েছে।
ফকিরনি বলে ফকির রাঁড় পোড়ার দিন আই,
দাড়ি কাঁইচি দিয়ে ছাঁট। ইত্যাদি

ফরিদ পুরে দুদু মিয়া ফারাজি দিগের গুরু ছিলেন। কালে তাহার প্রভা এত দূর বৃদ্ধি হয় যে, তিনি মনে করিলে ৫০ সহস্র লোক সংগ্রহ করিতে পারিতেন ইহারা সমুদায় বদ্ধ যত্ন করিয়া জমিদার ও কুঠিয়াল গণকে একেবারে অগ্রাহ্য করিয়া ফেলে। গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে তিনি কখন কিছু করেন নাই বটে, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাহাকে ভয় করিতেন।

পরে ১৮৪৩ সালে জমিদারে ও কুঠিয়ালে জুটিয়া তাহার বাটী লুট করেন, ও ১৮৪৭ সালে তাহাকে সেশন আদালতে ... ১৮৫৭ সালে যখন সিপাহি যুদ্ধ হইয়া উঠে, তখন দুদু মিয়াকে ...

আপত্তা ক্রমে হরেদ করিয়া কিছু কালের নিমিত্ত আলিপুরের জেলে রাখেন।

সিতানার যুদ্ধের সময় বেহারের ও বাঙ্গলার মধ্যে বারাসত, সাতক্ষীরা, যশোহর ফরিদপুর, বরিশাল প্রভৃতি স্থানের কারাজিরা ধন ও জন দিয়া বিস্তর সাহায্যকরে পাটনায় যখন এই ষড়যন্ত্র লইয়া বিচার হয়, তখন এ সমুদায় প্রকাশ হইয়া পড়ে ও সেই সময়ে এদেশস্থ কারাজি কেহ কেহ দণ্ড পায়। ১৮৫৭ সালে যে সিপাহি যুদ্ধ হয় তাহার প্রধান উত্তেজক এই কারজিরা ছিল।

সিতানার যুদ্ধে ৫ সহস্র মাত্র সৈন্য প্রেরিত হয় ও তাহাতেই তাহাদের মধ্যে শোণিত তরঙ্গ বহিয়া যায়, কিন্তু তবু তাহারা দমন হয় নাই। অতি অল্প দিন হইল, বিদ্রোহীরা একজন কর্ম্মচারীকে হত করায় ঐ রূপ আবার তাহাদের মধ্যে শোণিত পতন হয়। সম্প্রতি তাঁহারা আবার খেপিয়া উঠিয়াছে।

সিন্ধুনদীর তীরে আটক দুর্গের ২০ ক্রোশ উত্তরে মহাবন পর্ব্বতের/চতুষ্পার্শ্বস্থ বলবান পাঠান কারাজি প্রায়/সহস্র লোকে ৩০ জুলাই প্রাতে অগ্রোর নামক পোলিস ফাড়ি আক্রমণ করিয়া লুঠ করে। উভয় পক্ষেই রক্ত পাত হয়। ১০ই আগষ্টে কর্ণেল রথনির অধীনস্থ শিকেরা তাহা দিগকে তাড়াইয়া দেয়। এক্ষণে সমরানল চারিদিক হইতে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে। সোয়াতের আখন্দ তাহাদের সহিত মিশিয়াছেন। আগ্রোবের তাবত লোক একেবারে উন্মাদ হইয়া উঠিয়াছে। সিন্ধু নদের পারস্থ হসনজেই ও চিগণ জেইরা ও মলকা নামক জাতি আসিয়া মিশিতেছে, কাযেই কাণ্ডটা ক্রমে গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে।

ইংরাজেরা হাজারাতে সৈন্য লইয়া যাইতেছেন। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে সৈন্য সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন, তাহা ব্যতীত গবর্ণমেণ্টের নিকট আর ২০ সহস্র সৈন্য চাহিয়াছেন, আর গবর্ণমেণ্ট উহা দিতে সম্মত হইয়াছেন। পঞ্জাবে গবর্ণমেণ্টের অনুজ্ঞা ক্রমে কাশ্মীরের মহারাজা ধর্ম্ম সিংহের অধীনে ৪ রেজিমেণ্ট ও উজির চাঁদের অধীনে ১২টী তোপ এই যুদ্ধের নিমিত্ত হাজারা প্রেরণ করিয়াছেন। মেইন লাইনের বহিভ হাজারার তার বর্দ্ধক [illegible] করিবার নিমিত্ত তার প্রেরিত হইয়াছে। [illegible] মধ্যে কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র [illegible] প্রধান তাঁ[illegible] পথ বন্ধ [illegible] হইবার [illegible]

যো নাই। ও তাহার সৈন্য সংখ্যা এত অল্প যে ঝটিতি তাহার সাহায্যের নিমিত্ত সৈন্য না গেলে তাহার পক্ষে পথ রুদ্ধ করিয়া রাখা কঠিন হইবে।

—:::—

ডক্তার বেরেণী।

পাঠক গণের অনেকেই ডাক্তার বেরেণীর শোচনীয় মৃত্যুর কথা শুনিয়া থাকিবেন। বেরেণীসাহেব আমাদের একজন বন্ধু ছিলেন, অতএব তাঁহার কথা লইয়া দণ্ড ক্ষেপন করা কাহারও নিকট বোধ করি অপ্রীতিকর হইবেনা। ডাক্তার বেরেণী একজন ফারাশিশ। তিনি স্বদেশে পণ্ডিত বলিয়া পরিগণিত হন। তিনি প্রজা তন্ত্র প্রিয় ছিলেন এবং এই জন্যে ১৮৪৪ খৃঃঅব্দে রাজ বিদ্রোহী মধ্যে পরিগণিত হইয়া স্বদেশ পরিত্যাগ করেন। তিনি যেমন স্বতন্ত্রতা প্রিয়ছিলেন, তাহার উপযুক্ত দেশ ছিল আমিরিকা এবং ক্রান্স জন্মের মত পরিত্যাগ করিয়া আমেরিকায় আসিয়া অবস্থিতি করিলেন। প্রথমত তাহার ধর্ম্ম যাজক হইবার মনন ছিল, তৎসম্বন্ধে অনেক পড়া শুনাও করিয়া ছিলেন, কিন্তু আমিরিকায় আসিয়া তাঁহার অন্য রূপ মন হইল। তিনি চিকিৎসা ব্যবসায় শিখিতে লাগিলেন এবং এম্ ডি উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া চিকিৎসা বিষয়ে তাহার প্রতি পত্তি হইতে লাগিল কিন্তু তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী ছিলেন এবং তাহার বিবেক শক্তি অত্যন্ত প্রবল ছিল, অনেক সময় নিজের অজ্ঞতা ও শাস্ত্রের অদৈহ্যতা জন্যে মনে বেদনা পাইতেন এবং ক্রমে তাহার আলোপাথি চিকিৎসার উপর অভক্তি ও অবিশ্বাস হইয়া উঠিল। ইতি মধ্যে একটী কৌতুক জনক ঘটনা উপস্থিত হয়। ঘটনাটী এই। দুইজন বিখ্যাত আমিরিকান ডাক্তার একজন রোগীকে দেখিতে যান। সেখানে বেরেণী সাহেব উপস্থিত থাকেন। ডাক্তার গণের পরামর্শে রোগীকে রক্তমোক্ষণ করা স্থির হইল, কিন্তু বয় বার মোক্ষণ করা কর্ত্তব্য তদ্বিষয়ে দুইজনে ঐক্য হইলেন না। একজন একবার রক্ত মোক্ষণ করার ব্যবস্থা করিলেন আবার অন্যে [illegible] করা না হইলে উপকার করিবে না সাব্যস্ত করিলেন। অনেক তর্ক বিতর্কের পর ডাক্তারেরা একবারও না, তিন বারও না কিন্তু দুইবার মোক্ষণ করা হইবে এই রূপ করিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন। রোগীকে রক্তমোক্ষণ করিয়া ডাক্তারেরা চলিয়া গেলেন। [illegible] দেখেন যে রোগীর মৃত্যু হইয়াছে। [illegible] তাহারা প্রতি দোষারোপ করিয়া বলিতে লাগিলেন যে তাহার ব্যবস্থা মত কাজ না হওয়ায় রোগীর মৃত্যু হইয়াছে। বিখ্যাত দুই জন ডাক্তারের এরূপ মত ভেদ ও বিবাদ দেখিয়া বেরেণী সাহেব চমৎকৃত হইলেন এবং সেই দিনাবধি আলোপাথি চিকিৎসা পরিত্যাগ করিয়া জল চিকিৎসা ম্যাগ্নেটিজম্ ও পরে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন। বেরেণী সাহেব একান্ত সত্যানুসন্ধায়ী ছিলেন। তিনি এই অনিবার্য্য পিপসা দূর করিবার জন্য যত্নে অধ্যয়িত আলোপাথি চিকিৎসা কেবল পরিত্যাগ করেন না কিন্তু চিরকাল যে ধর্ম্মে বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছেন তাহা অনায়াসে পরিত্যাগ করেন। খৃষ্টিয়ান ধর্ম্মে তাহার ক্রমে অশ্রদ্ধা জন্মে এবং তিনি স্বার্থ সমাজ আত্মীয় বন্ধু সমুদয়ের অনুরোধ পরিত্যাগ করিয়া স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন। এই সময় আমিরিকায় অধ্যাত্ম বিজ্ঞান লইয়া ভারি গোল উপস্থিত হয়। সত্যানুসন্ধায়ী বেরেণী অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের সত্যতা গবেষণায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং অল্পকাল মধ্যে উহাতে তাহার অবিশ্বাস জন্মিল। অধ্যাত্ম বিজ্ঞানে তাহার অচল বিশ্বাস ছিল. ক্রমশঃ

—:০০:—

এতদ্দেশীয় সংবাদ পত্র
ও লাইবেল আইন

স্বাধীন রূপে মনোগত ভাব প্রকাশের ক্ষমতাকে বাক্ স্বাধীনতা বলা যাইতে পারে। বাক্ স্বাধীনতা ইংরাজ জাতিকে যত ভাল বাসেন আমেরিকান দিগকে বাদদিলে তত আর অতি অল্পলোকে। ইংরাজদের মুখের রুটি কাড়িয়া লও তাহা সহিবে কিন্তু তাহার মনের কথা প্রকাশ না করিতে দেও আর চেষ্টা সহিবেনা। ইংরাজদের সেকেলে বাক্ স্বাধীনতার উপর হাত দেওয়া না সর্পের মাথা তুলিতে হাত দেওয়া। তাঁহাদের কথায়, কার্য্যে, ও মনের ভাবে, এই প্রকাশ পায়। বাক্ স্বাধীনতা সর্ব্ব প্রকার উন্নতির মূল---কি সামাজিক, আধ্যাত্মিক ও রাজ নৈতিক। যেরূপ নাশিকা দ্বারা বায়ু গ্রহণ করিয়া তাহা পুনরায় নির্গত করা জীবন রক্ষা জন্য আবশ্যক। কোন রূপ জ্ঞান লাভ করিয়া তাহা প্রকাশ করা মনের উৎকর্ষ পক্ষে সেই রূপ আবশ্যক। বাক্ স্বাধীনতার পোষকতায় ইংরাজ মহাশয়েরা এই রূপ নানা উক্ত মূল্যের যুক্তি দর্শান এবং উহার মহৎ ভাব সকল বর্ণনা করেন। কিন্তু ইংরাজেরা যে যে যুক্তি দিয়া বাক্ স্বাধীনতার উপযোগিতা সপ্রমাণ করেন, আমাদের যুক্তি সে সকল হইতে অন্য রূপ। আমাদের যুক্তি সকল

এই রূপের প্রচার কিন্তু শুন,, "পিঞ্জরাবদ্ধ পাখীকেও ডাকিতে দেওয়া হয়।" "বন্দীর পাহারাও তত্ত্বা করিবার সত্ব আছে,,। "সম এক বৃদ্ধ মাতার এক মাত্র সন্তান হরণ করেন, কিন্তু তাহার ক্রন্দন করিবার ক্ষমতাটি আর অপহরণ করেন না।,,

ইংরাজ মহাশয়েরা খৃষ্টের মহা ভক্ত। খৃষ্টধর্ম্মের মূল মন্ত্র এই "অন্যকে তোমার প্রতি যেরূপ আচরণ করিতে ইচ্ছা কর অন্যের প্রতি তদ্রূপ আচরণ কর।,, বটে বাক্‌স্বাধীনতা বিষয়ে ইংরাজেরা আমাদের প্রতি এই মহৎ উপদেশানুযায়ী ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু পাঠক বর্গ টমপের পেয়ালের ও রুষাকর গল্পটী কি জানেন! যদি তাঁহারা বাহিরে যে রূপ কার্য্য করেন, মনের ভাবটী ও ঠিক সেই রূপ হইত তাঁহাদের দোষ দিতে পারিতাম না। তবে তাঁহারা যেন ইহাও মনে করেন যে, অন্যের গায়ে কাদা দিতে গেলে, নিজে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা যাইতে পারেনা। অগাধ জলে এক জনকে ঠাসিয়া ডুবাইতে গেলে, নিজে ডুবিবার অনেক সম্ভবনা। তাঁহারা যেন দেখেন, আমাদের বাক্ স্বাধীনতার ঈর্ষা করিয়া তাহাদের বাক্ স্বাধীনতা প্রিয়তা কমিয়া না যায়, আরও তাহারা যদি এতদ্দেশীয়দিগের মনের কথা ভাঙ্গিয়া বলিবার অভ্যাসটি ক্রমে সতেজ না করেন, তবে যেন শক্ত করিয়া কোমর বান্ধিতে থাকেন। প্রবল স্রোতের মুখে বাঁধ দিলে কালে সেখানে দহ পাড়িয়া যায়। ফারাসি দেশের ঘোর রাজ বিপ্লবটি কি কারণে হইয়াছিল, তাহা ত তাঁহারা জানেন।

এতদ্দেশীয় সংবাদ পত্র সমূহের মধ্যে অনেক গুলিই এযাবৎ নিহাইত ভাল মানুষের মত সভয়ে আস্তে আস্তে পা ফেলিতে ছিলেন। এইক্ষণ যেই মাত্র তাহারা একটু স্ফুর্ত্তি ও চৈতন্য ভাব দেখাইয়াছেন, অমনি চারিদিগের লোক তাহাদের উপর অস্ত্র ধারণ করিয়াছে, অল্প দিনের মধ্যে প্রায় সকল বাঙ্গলা সংবাদ পত্র কেই লাইবেলের গোলে পড়িতে হইয়াছে।

আমাদের এরূপ ইচ্ছা নহে যে, সংবাদ পত্র সকল যাহাকে যা ইচ্ছা বলুন, আর তাহাদিগকে কেহ কিছু না বলে। আমাদের কেবল ইহাই বক্তব্য, ভারতের একমাত্র ধন সংবাদ পত্র। তাহার স্বতন্ত্রতা, বল, সম্ভ্রম সকলই গিয়াছে। কেবল [illegible] কথা বলিবার ক্ষমতাটি আছে। উহা লইয়া টানা টানি করিলে, আমাদের প্রাণে সহেনা।

আমাদের ব্যবস্থাপক সভার হাতে সকল আইন প্রস্তুত করিবার ভার আছে, আজ কাল যেই সকল বিষয়ে ইংলণ্ডকে পশ্চাৎ ফেলিয়া যাইতেছেন। আমাদের পিনেল কোডের ছাঁদ বাঁধের যেরূপ টা আঁটি ও পারি পাট্য ইংলিশ পেনাল কোডের তত দূর নহে। আমাদের ইণ্ডিয়ান সাকসেসন আইন ইংলণ্ডের উত্তরাধিকারী আইন অপেক্ষা কত গুণে শ্রেষ্ঠ আবার উপদংশ রোগ বিষয়ক আইন (যদিও উহা আমরা সম্পূর্ণ রূপে অনুমোদন করি না) ইংলণ্ড ভাল মনে করিয়া আমাদের ব্যবস্থাপক সভার অনুবর্ত্তী হইয়াছেন। স্বতন্ত্রতা ইংলণ্ড শাসন প্রণালীর মর্ম্মগত ভাব। আইন গুলি কিছু মন্দও হইলে জুরি দ্বারা বিচার প্রণালীর গুণে কোন রূপ অত্যাচার হইতে পারেনা। তবু আমাদের ব্যবস্থাপক সভা কর্ত্তৃক উল্লিখিত ভাবে যত দূর পারে আইন গুলির উৎকর্ষ সাধিত হইলে অনেক উপকার হয়। তবে লাইবেলের বিচার বিষয়ক আইনে আমরা ইংলণ্ডের অনেক পাছে। এই বিষয়ে আমাদের আইন কর্ত্তার কেন দৃষ্টিপাত না করেন?

ইংলণ্ডে ১৬৮৮ খৃঃ অব্দে সংবাদ পত্র সকল স্বাধীনতা প্রাপ্ত হয়। সময়ে ২ মুদ্রা যন্ত্র পরিদর্শন জন্য কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইতেন। তাহারা মুদ্রা যন্ত্রের সমুদায় স্বাধীনতা অপহরণ করিয়া স্বেচ্ছাচার করিতেন। ক্রমে এই সকল কর্ম্মচারী উঠিয়া গেল, কিন্তু আমাদের গবর্ণমেণ্টের উল্‌টা দিগে গাড়ি বাড়িতেছে। তাহারা মুদ্রা যন্ত্র সকল হস্তাধীন রাখার নিমিত্ত শেষকালে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া আইন পাস করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তা থাউক, তৃতীয় উলিয়ম ও তৃতীয় জর্জের শাসন কালে লাইবেল আইন লইয়া অনেক গোলমাল হয়। এযাবৎ লাইবেল বিষয় বিচারের এই প্রণালী ছিল। কি হইলে লাইবেল হইবে তাহা জজ বলিয়া দিতেন, তাহা সপ্রমাণ হইল কিনা জুরিরা দেখিতেন। ১৭৭৩। ৭৪ সালের পার্লিয়ামেণ্টে এই প্রস্তাব হয় যে, উপরি উক্ত দুটি ক্ষমতা জুরির হাতে দেওয়া হউক। ১৭৯১ সালে মহানুভব ফক্স সাহেবের যত্নে ঐ প্রস্তাবটী বিধিবদ্ধ হয়। ইহা দ্বারা সংবাদ পত্র সকল নির্ভয়ে সাধারণের উপকারার্থে পদস্থ লোককে গালি দিতে ও ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতে পারেন। কারণ যে সাধারণের উপকারার্থে এরূপ গালি দেওয়া হয়, প্রকৃত পক্ষে বিচার পতি তাহাদের মধ্য হইতে নির্ব্বাচিত হয়। বটে আমাদের পেনাল কোডে বর্জ্জিত প্রকরণে নির্দ্ধারিত আছে যে, সাধারণের উপকারের জন্য "বোনাফাইডি,, অর্থাৎ সরলভাবে সৎ অভিপ্রায়ে কাহার অপবাদ প্রকাশ করিলে তাহা দণ্ডনীয় হইবে না কিন্তু বোনা ফাইডি কথাটির আড়ালে কি স্বেচ্ছাচারিতা মেজেষ্ট্রেটরা চালাইতে না পারেন? আমাদের দেশে শাসন সংক্রান্ত সমুদায় কর্ম্ম ভার ইংরাজদের উপর। সাধারণের উপকারের নিমিত্ত কোন কথা বলিতে হইলেই কোন না কোন সাহেবের চরিত্রের প্রতি হস্তাক্ষেপন করিতে হয়। আবার মকর্দ্দমা উপস্থিত হইলে, তাহার বিচারের সম্পূর্ণ ভার সাহেবদের উপর। এরূপ স্থলে "বোনাফাইডি,, হইতে কি ভয়ানকফলোপত্তি হয়, তাহা সকলই বুঝিতে পারেন। তবে একটি কথা বলিতে চাহি কিন্তু তাহাতে আবার ভয় হইতেছে। ইংরাজেরা আসামী শ্রেণীতে পড়িলে, মকর্দ্দমাটী কোন জষ্টিস অব পিস কি হাইকোর্ট ছাড়া অন্য কাহার বিচার করিবার ক্ষমতা নাই। ঘোষণা পত্রে গম্ভীর ভাবে শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাণী বলিতেছেন, তাহার নিকট সকল প্রজা সমান। যে সকল মকর্দ্দমায় ইংরেজ ফরিয়াদি ও এতদ্দেশীয় আসামী, সে সকলের বিচার এতদ্দেশীয়দের হাতে দিলে, কি অধিক ন্যায় পরতার কার্য্য হয় না? আর না হউক অন্ততঃ এরূপ লাইবেল মকর্দ্দমার বিচারের ভার এতদ্দেশীয় জুরির হাতে দেওয়া কি ঘোষণা পত্রের মতে আবশ্যকীয় নয়? যদি এতদ্দেশীয় জুরিতে কিছু পক্ষ পাতিত্ব করে, আসামীর পক্ষে পক্ষপাতিত্ব, কি তাহার বিপরীত রূপ পক্ষপাতিত্ব হইতে কি শ্রেয় হইতেছে না? ইংলণ্ডের আইনের একটি প্রধান সূত্র--এক শত অপরাধী এড়াইয়া যাউক সেও ভাল, নির্দ্দোষী এক জনও যেন দণ্ড না পায়। আমাদের প্রার্থনা অতি যৎসামান্য, গবর্ণমেণ্টের যাহা ইচ্ছা হয় করুন।

—:::—

সমালোচন

কবিতাবলী।

২৫ সংখ্যার পর

উপমার সহিত রূপকের বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে, কিন্তু তন্মধ্যে প্রভেদ এইযে প্রথমটীর সহিত যেমন উপমানের সহিত উপমেয়ের তুলনা হয় দ্বিতীয়টীতে তাহা না হইয়া উপমেয়কেই উপমানের আরোপ করা হয়। যথা, "চন্দ্রবদন,, উপমা হইল, কেন না উপমান চন্দ্রের সহিত উপমেয় বদনের তুলনা করা গেল। কিন্তু বদন চন্দ্র বলিতে বদনেই চন্দ্রের আরোপ করা হয়। অতএব এটী রূপকালঙ্কার। রূপক--সমাসা, পরম্পরিত, সাঙ্গ ও অধিকারূঢ়বৈশিষ্ট এই চারি প্রকার। উভয়ের উদাহরণ দুটীতেই "কবিঃ সুন্দর,, [illegible]

টের জজ হইবেন।

মেঃ এচ মাকেঞ্জা যাহানাবাদের অধঃ শ্রেণীর জজ হইবেন।

মেঃ জি, এইচ, ক্রেফ, বিছু দিনের নিমিত্ত কামরূপের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিনটেণ্ডেন্ট হইবেন।

ডি, ডবলিউ, রিচি সিংভূমের একটীং ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিনটেণ্ডেন্ট হইবেন।

বাবু অতুল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় চট্টগ্রামের ডেঃ মাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টর হইবেন।

বারাসতের ডেঃ মাজিষ্ট্রেট বাবু প্রতাপ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এল, যশোহরে বদলি হইলেন।

যশোহরের ডেঃ মাজিষ্ট্রেট পণ্ডিত শ্রীশ চন্দ্র বিদ্যাসাগর বাগহাট সাব ডিবিসনের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

—:::—

অধ্যাত্ম বিজ্ঞান।

প্রাপ্ত।

মহাশয়, মনে করুন প্রশান্ত মহাসাগর মধ্যে কোন স্থলে একটি বনাবৃত ক্ষুদ্র দ্বীপ রহিয়াছে। তাহা কেহ জানেনা ও তথায় মনুষ্য সমাগমের কোন সম্ভাবনা নাই। হঠাৎ সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখি, জলের নিকট মনুষ্য পায়ের চারিটি চিহ্ন। দ্বীপটি বন্য বৃক্ষ, লতা, পশু, পক্ষীতে পরিপূর্ণ। উক্ত চারিটি পদ চিহ্ন ছাড়া তথায় মনুষ্য উপস্থিতির অন্য রূপ অনুমাত্র প্রমাণ অসম্ভব। এরূপ স্থলে ওক্ত চারিটি পায়ের চিহ্ন দেখয়া ইহা কি সিদ্ধান্ত করা অযুক্তি সঙ্গত যে, সেখানে পূর্ব্বে অন্য লোক আসিয়াছিল? এখন ভাবুন, যেন আমি ও অন্য এক ব্যক্তি আধ্যাত্মিক চক্রে বসিয়াছি। টেবলের পা উঠিয়া আমাদের কথার উত্তর হইতেছে। আমরা দুজন ভিন্ন ঘরে আর কোন লোক নাই। আধ্যাত্মিক তত্ত্ব কত দূর সত্য পরীক্ষা করা আমাদের উদ্দেশ্য। কিরূপ পরীক্ষা করিব। এরূপ কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক যাহার উত্তর বিষয়ে আমরা কিছুই জানিনা। সম্মুখে তাকাইয়া দেখি একটি বোতল রহিয়াছে, আর সেই ঘরে এদিকে ওদিকে আরও বোতল আছে বোধ হইল কিন্তু কতটি আছে তাহা আমাদের দুজনের মধ্যে এক জনেরও জানার সম্ভব নাই। এরূপ অবস্থায় মনে করুন, যে আত্মা উপস্থিত আছেন বলিয়া ধরিয়া লইয়াছি, তাঁহার নিকট প্রার্থনা করা এঘরে যত টি বোতল আছে টেবলের পায়ের দ্বারা ঠিক ততটি আঘাত হউক। তাহাতে কতক গুলি আঘাত হইল। ঠিক হইয়াছে কি না সে বিষয়ে বড় সন্দেহ হইল। পরে উঠিয়া ঘরের এদিকে ওদিকে সব কোনে ও লুকাইত স্থানে খুজিয়া দেখিতে আরম্ভ করিলাম। এস্থলে আর ও একটি কথা বলা করিতে হইবে। ঘর নানা পাড়াগাঁয়ের ঘড়ের ঘর, মাঝে নানা রূপ খাবা জিনিষ পত্রে পরিপূর্ণ। খুজিয়া ২ যে কটি বোতল পাইলাম আঘাত ও ততটি হইয়াছিল। আর ও তিন চারিটি বস্তু সংখ্যা লইয়া ঠিক ঐ রূপ হইল। তবে কেবল একটি স্থলে যতটি আঘাত হয়, প্রকৃত সংখ্যাটি তাহাপেক্ষা এক কম হয়।

মহাশয় যে ঘটনাটি বলা হইল, তাহাতে কি কি দেখা যাইতেছে? ঘরে যত গুলি বোতল ছিল তাহা গননা করা হইয়াছে। গননা কার্য্যটি অবশ্য কোন বুদ্ধি বিশিষ্ট প্রাণী কর্তৃক হইয়াছে যিনি গননা করিয়াছেন টেবলের পা তুলিয়া আঘাত ও তাহারই দ্বারা হইয়াছে। কিন্তু সেই বুদ্ধি জীব প্রাণীটি কে? মানিক ভিন্ন মনুষ্যের লোকে পরলোকে বিশ্বাস করেন। আমি ও তাহা বিশ্বাস করি। কিন্তু কোন মৃত লোকের আত্মা উল্লিখিত ঘটনার মূলে আছেন, এটি একটি সামান্য কথা নহে। বিশেষতঃ আমার বর্ত্তমান মনের অবস্থায় তাহা এক কালে এত নূতন যে তাহা বিশ্বাস করিতে সহজে মনকে লওয়াইতে পারিনা। আর ও যে সকল ঘটনা আধ্যাত্মিক বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে, দেখিয়াছি তাহার কতক উন্মাদ, কতক এরূপ যে, তাহাতে আধ্যাত্মিক ভাব খুজিয়া বাহির করিতে পারিনা। এই সকল চিন্তায় কিছু কাল আমাকে বিহ্বল ভাবে ফেলে। কিন্তু যখন মনুষ্যের পদ চিহ্ন দেখি, তখন বোধ যে মানুষ আসিয়াছিল এই বিশ্বাস হইতে মনকে ধরিয়া রাখিতে পারিনা। যদি পৃথিবী শুদ্ধ লোক আসিয়া বলে, ও চিহ্নগুলির পদ চিহ্ন কি অন্য কোন পদার্থের চিহ্ন, লোকের আগমন এখানে অসম্ভব, তাহা আমার হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে না। উল্লিখিত ঘটনাটি যদি ঠিক হয়, তাহাতে লোকান্তর গত আত্মার হস্তচিহ্ন বই আর কি। আর তাহা দেখিয়া কে অধ্যাত্মিক বিজ্ঞানে বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারে? মহাশয়, উক্ত ঘটনাটী প্রকৃত হইয়াছে। আপনার পাঠকগন বিশ্বাস করুন না করুন আমার তাতে কিছু এসে যাবে না। তাহারা যদি উক্ত ঘটনাটী কাল্পনিক মনে করিয়াও আমার বক্তি গুলি সমীর মনে করেন তাহা হইলে আমি সন্তুষ্ট হইব। তবে আমি এই বলি, এই ঘটনাটীর সত্যতার পক্ষে প্রমাণ করিতে পারি।

—১০০,—

বিবিধ।

বিজ্ঞাপন নং ১।

৩ রা ভাদ্র তারিখে মেঘের নিমিত্ত অনেকে গ্রহণ দেখিতে পান নাই। এই গ্রহণ দেখিতে ইংলণ্ড প্রভৃতি হইতে যেসা পণ্ডিত এ দেশে আসিয়াছেন, তাহাদিগেরও অনেকে ভাল করিয়া গ্রহণ দেখিতেপান নাই। কিন্তু যাঁহারা অমৃত বাজার পত্রিকা গ্রহণ করিতে চান, মূল্য পাঠাইয়া দিবেন, আমরা তদ্দণ্ডে পত্রিকা পাঠাইয়া দিব।

বিজ্ঞাপন নং ২।

ইংরাজেরা এদেশে আসাবধি দেশের অনেক উন্নতি হইয়াছে। এক্ষণে লোকে পূর্ব্বাপেক্ষা সভ্য হইয়াছে, তবু অনেক বাঁকি আছে। সকলের উচিত যে প্রাণ পণে এই বাঁক পুরণ করেন। যাঁহাদের অমৃত বাজার পত্রিকার মূল্য বাকি থাকে, তাঁহারা তাহা পত্র পাঠ পাঠাইয়া দিবেন।

বিজ্ঞাপন নং ৩।

নিদ্রা গেলে শরীর সবল ও সুস্থ হয়। কিন্তু তাই বলিয়া ৭ ঘণ্টার অধিক নিদ্রা যাওয়া উচিত নয়। অনেকে বলেন দিবা নিদ্রা মোটে ভাল না, কিন্তু এ বিষয়ে মত ভেদ আছে। কোন ২ জন্তু চক্ষুরুন্মীলন করিয়া নিদ্রা যায় কিন্তু আর সকলে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নিদ্রা যায়। অতএব যাঁহারা পুস্তক, দাবনা প্রভৃতি মুদ্রিত করিতে চান, তাঁহারা মূল্য সহ এ যন্ত্রালয়ে পাঠাইলেই মুদ্রিত করিয়া দেওয়া যাইবে।

বিজ্ঞাপন নং ৪।

যে মনুষ্য জ্ঞান চর্চ্চা না করেন, তিনি পশু। জ্ঞান চর্চ্চার প্রধান উপায় বিজ্ঞান চর্চ্চা। কিন্তু বিজ্ঞান চর্চ্চার প্রধান উপায় কি? এ প্রশ্নের উত্তর করা বড় কঠিন, কারণ বিজ্ঞানে আমাদের তত অধিকার নাই; তবে এই বলিতে পারি যদি কেহ আমাদের পত্রিকার মূল্য সহ বিজ্ঞাপন প্রেরণ করেন, তবে আমরা অতি সন্তোষের সহিত তাহা প্রকাশ করিতে পারি।

—:০:—

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুত অমৃত বাজার পত্রিকা সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

মহাশয়,

জেলা যশোহরের ভদ্র নগর নিবাসী শ্রীযুক্ত রাজা ইন্দু ভূষণ দেব রায় মহাশয় যে প্রকার সদাশয় ও দয়ালু তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। বিগত সন চাকা প্রকাশে তাহার কিঞ্চিত বর্ণনা করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহাতে নাম অনের বিষয় লিখিয়া সানুনয়ে পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করিয়া ছিলাম। পরিশেষে অবগত হইলাম যে রাজা বাহাদুর অগ্রেই তাহা পরিত্যাগ করিয়াছেন। সে জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া অশেষ ধন্যবাদ করিতেছি। রাজা বাহাদুর সুরা ত্যাগ করিয়া তিন জন উপায়হীন ব্রাহ্মণের বিবাহ দিয়াছেন ও তাহা দিগকে ঘর পাল্লিতে বাস স্থান নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। আর শ্রীযুক্ত নীলমাধব ঘোষনামক একজন যেখানে ছিলেন সেখান লোকান্তর গমন হইলে তারদেয় টাকা খয়রাত দিয়াছেন ও তাঁর মাতার বরকে অদ্যাপি মাসিক দিতেছেন ৪০। ৪৫ সহস্র টাকা দীন দরিদ্র দিগকে বিতরণ ও অনেক লোকের মাসিক বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়া তিনি গয়া কাশী পর্যাটন করিয়া কাশীতে কিছু কাল বাস করিতে বাসনা করিয়াছিলেন, কিন্তু ৩ ৪ জন সহচরের মৃত্যু হওয়াতে বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। মহোদয়ের উদরের পীড়া ছিল। তজ্জন্য ডাক্তার সাহেব সুরা সেবন করিতে বিধি দিয়াছিলেন। রাজা মহোদয় তাহাতে সম্মত হন নাই। অধুনা নিজ বাটীতে টোল, চৌপাঠী ও চিকিৎসালয়, ও ডাক্তার খানা প্রভৃতি স্থাপিত করিয়া স্বদেশের অশেষ বিধ হিত সাধন করিতেছেন। পরিশেষে রাজা বাহাদুরের নিকট সানুনয়ে প্রার্থনা যে, তাহার কৃত বিদ্যালয় গুলির প্রতি কিঞ্চিত কৃপাদানে বাধিত রাখিবেন। অলমেতি বিস্তারেণ নিবেদন

একান্ত বশম্বদ

শ্রীপুলিন বিহারি মিত্র

ত্রিলোচন পুর স্কুলের

সম্পাদক

ভারত বর্ষ ও সাধারণ লোক।

কোন দেশের উন্নতি বা অপনতির কারণ নির্দ্দেশ করিতে হইলে তত্রস্থ সামান্য লোকের অবস্থা কিরূপ প্রথমতঃ তাহাই দেখা নিতান্ত আবশ্যক। যে হেতু উক্ত শ্রেণীস্থ লোক সংখ্যা প্রায় সকল দেশেই অধিক। পৃথিবীর মধ্যে কোন দেশ অদ্যাবধি সামান্য লোকের যত্ন ভিন্ন উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। গ্রীশ ও রোম দেশের উন্নতির কারণ অনুসন্ধান করিতে হইলে তত্রস্থ নিম্ন শ্রেণীস্থ লোক দিগের আয়াস ও যত্ন প্রকৃত কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হইবে সন্দেহ নাই। ইংলণ্ডের বর্ত্তমান সমৃদ্ধির কারণ তথাকার কৃষক দিগের যত্ন বই আর কিছুই নহে। এই সমুদায় ঐতিহাসিক উদাহরণ দ্বারা স্পষ্ট প্রতীত হইতে পারে, যে সামান্য লোকের উদ্যোগেই পৃথিবীস্থ তাবদ্দেশ শ্রীবৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে এবং সেইটিই উন্নতির প্রকৃত উপায়। ভারত বর্ষীয় সামান্য লোক দিগের

মধ্যে সেই উদযোগের অসদ্ভাবেই এদেশের অবনতির কারণ। ইহঁরা বহুকাল হইতে পরাধীন চক্রে প্রপীড়িত হওয়াতে ঈশ্বর প্রদত্ত স্বাধীনতার মহোৎকৃষ্টতা অনুভব করিতে অসমর্থ। সুতরাং সে রত্ন লাভ করিতে কেহই যত্নবান হয় না। এমন ও আমাদের দেশে অনেক লোকের এমন সংস্কার আছে যে, তাহারা সর্বদাই রাজা ও রাজাজ্ঞার প্রতি আপত্তি করা ঐশ নিয়ম লঙ্ঘন বলিয়া স্বীকার করেন। রাজার আজ্ঞা প্রতিপালন করা অবশ্য কর্তব্য বটে, কিন্তু ঈশ্বর দত্ত স্বাধীনতা জলাঞ্জলি দিয়া তাহার অত্যাচার নত মস্তকে গ্রহণ করা নিতান্ত অন্যায়। মুসলমানদিগের অপেক্ষা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ বটে, এবং প্রজারাও ইহার প্রতি সাতিশয় অনুরক্ত, তথাপি ব্রিটিশ শাসন প্রণালীতে আমরা অসন্তোষ প্রকাশ করি কেন? প্রজার স্বাধীনতা বিলোপই কি ইহার কারণ নহে? প্রজারা যদিও কোন গতিকে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে মুখ ব্যাদান করিতে পারে, তবু ও সেটি তাহাদের পক্ষে কোন কার্য্যকর হয় না। তদ্দ্বারা তাহাদের স্বাধীনতা বিনাশের পরিচয় আরো সুস্পষ্ট রূপে প্রকাশ পায়। এমন অবস্থায় মনুষ্য কখন সন্তুষ্ট হইতে পারেনা। এবং এই রূপে বারম্বারের মনস্তাপ একত্রিত হইয়া প্রচণ্ড দাবানল সম প্রজ্বলিত হইবার সম্ভব। এতদ্বারা রাজা ও প্রজা উভয়েরই অমঙ্গল। অতএব যে স্থলে এরূপ দুর্ঘটনা ঘটিবার সম্ভাবনা, সে স্থলে সভ্য ও রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তিগণের প্রজাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করা অতীব প্রয়োজনীয়। তাহাদের মতানুসারে ব্যবস্থা সভার সদস্য সংগ্রহ করা শ্রেয়স্কল্প। বিশেষতঃ যখন সকল দেশে বিবিধ শ্রেণীর মনুষ্য আছে, তখন উভয় শ্রেণীর অভিপ্রায়ানুসারে সভ্য নিযুক্ত করা অবশ্য কর্তব্য হইতে পারে। সম্প্রতি বঙ্গ ও ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায়, এতদ্দেশীয় সম্ভ্রান্ত লোক নিযুক্ত করার নিয়ম প্রচলিত হইয়াছে, কিন্তু তাহারা দেশীয় কোন শ্রেণীস্থ লোক কর্তৃক মনোনীত হয়েন না বলিয়া কেহই তাহাদিগের কার্য্যের প্রতি বিশ্বাস করেনা, সুতরাং প্রজার ও গবর্ণমেণ্টের অভিসন্ধি সম্পূর্ণ রূপে সিদ্ধ হইয়া উঠে না; যদি ও তাহাদিগের প্রতি উচ্চ শ্রেণীস্থ লোকের বিশ্বাস থাকুক কিন্তু নিম্ন শ্রেণীস্থ ব্যক্তিগণের বিশ্বাস কোন ক্রমেই হইতে পারেনা, যে হেতু তাহাদের রীতি নীতি ইহাদের নিকট সম্পূর্ণ রূপে অপরিচিত। এরূপ অবস্থায়, রাজ্যের হিতার্থে ব্যবস্থাপক সভার দুইটী শাখা হওয়া নিতান্ত আবশ্যক এবং ঐ সভাদ্বয়ের সভাগণ দেশীয় লোক কর্তৃক মনোনীত হওয়া উচিত। এরূপ উপায় অবলম্বন করিলে উভয় শ্রেণীস্থ লোককে স্বাধীনতা সম্ভোগে বঞ্চিত করা হয় না। অতএব এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি ও এদেশীয় কৃত বিদ্য মহাশয় দিগের মনোযোগ করা নিতান্ত আবশ্যক।

যশোহর } বশম্বদ।
} শ্রীঅঘোর নাথ ঘোষ।

সম্পাদক মহাশয়।

আমরা অনেক দিন হতে অত্রস্থ ইংরেজি স্কুলের প্রথম শ্রেণীদ্বয়ে কয়েকটী অনিষ্টকর নিয়ম প্রচলিত দেখিয়া আসিতেছি। এত দিন ভরসা ছিল তৎসমুদায় কালক্রমে আপনা হতে পরিবর্ত্তিত এবং সংশোধিত হইবে, কিন্তু স্কুলের দুর্ভাগ্য বশতঃ কিছুই না হওয়াতে অদ্য তাহার কয়েকটি প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম।

প্রায়ই এক কালীন পড়া হয় না। কাজেই প্রায় ছাত্রদের ভুলী কথা একত্র বলিতে হইলে কষ্ট হয়। পদ্যকে গদ্য করিবার রীতি নাই। সাহিত্যে মধ্যে২ লিখিত প্রশ্নোত্তর হওয়া আবশ্যক। দুই শ্রেণীতেই ছাত্রদিগকে দিয়া পড়ান হয়না। আমাদের মতে এ নিয়মে শিক্ষকের কিছু সুবিধা হয় বটে, কিন্তু ছাত্রেদের ইংরেজি বলিবার অভ্যাস প্রভৃতি নানা প্রকার উন্নতি কিছুই হয় না। শিক্ষক ও ছাত্রে কথাবার্ত্তা প্রায়েই বাঙ্গালাতে হয়।

এতদ্ভিন্ন আমাদের আর একটি কথা বলিবার আছে। বিষয়টী এই। দ্বিতীয় শিক্ষক মহাশয় প্রথম শ্রেণীতে ইতিহাস ও গণিত শিক্ষা দেন, এবং তৎপরিবর্ত্তে প্রথম শিক্ষক মহাশয় দ্বিতীয় শ্রেণীতে ২ ঘণ্টা করিয়া সাহিত্য দেন। এই পরস্পর পরিবর্ত্তন দ্বারা এক শ্রেণীর বিশেষ লাভ, অপর শ্রেণীর বিশেষ ক্ষতি হয়। কারণ এনট্রান্স পরীক্ষার ভয়ে ২য় শিক্ষককে ১ম শ্রেণীতে অধিক পরিশ্রম করিতে হয়, এদিকে ২য় শ্রেণীর কোর্সের পরীক্ষার জন্য দুই বৎসর সময় থাকে, বাৎসরিক পরীক্ষাতে তেমন কিছু আসে যায় না

সে যাহউক, আমাদের এখন স্থূল প্রার্থনা এই যে, ২য় শ্রেণীর সমগ্র ভার ২য় শিক্ষক মহাশয় লন এবং ১ম শিক্ষক মহাশয় তাঁহার ১ম শ্রেণী লইয়া থাকেন, তাহা হলে কাহার কোন ক্ষতি হয় না, অথচ কাজ উত্তম রূপে চলে, আমরাও সন্তুষ্ট থাকি। আমরা জানি ২য় শিক্ষক মহাশয়ের এবিষয়ে মত আছে। অতএব লেখকের অনুসন্ধান না করিয়া, শিক্ষকগণ অবিলম্বে প্রার্থিত এবং লিখিত বিষয়ের বিহিত করেন, এই আমাদের এক মাত্র প্রার্থনা, ভরসা করি তাঁহারা ইহা পূর্ণ করিবেন। এরূপ অবস্থায় চলিতে থাকিলে স্কুলটী বিশেষ রূপে ক্ষতি গ্রস্থ হওয়ার বিচিত্র নাই।

একান্ত বশম্বদ
জৈনেক ছাত্র।

সূর্য্যগ্রহণ।

দশদণ্ড বেলা হলো গগন প্রাঙ্গনে।
সহসা শুনিনু ঘন চতুর্দ্দিগ হতে
হরিধ্বনি—শঙ্খনাদ, তা সহ মিশিয়া
হুলুধ্বনি রমাগণ দিতেছে হরিষে।
মহা মহোৎসবে যেন মাতিয়াছে সবে।
বাহিরিনু গৃহ হতে অমনি সকলে
তাড়াতাড়ি; ঊর্দ্ধমুখে দেখিনু চাহিয়ে
দুর্জ্জয় নিষাদ রূপী নিশাচর এক
বদন ব্যাদান করি ধাইতেছে রোষে
ধরিতে গগন মণি দিন মণি সূরে।—
অঙ্গ আবরিয়া দুষ্ট নব-মেঘ-বাসে;
যথা ধায় বহুরূপী পল্লব আড়ালে
গ্রাসিতে বিহঙ্গে। আজি সবিতা শঙ্কায়
কাঁপিতেছে—কাঁপে যথা উত্তলিত অসী
ঘাতকে দেখিয়া মেষ নবমী দিবসে।
যাঁর তেজে ত্রিভুবন ক্ষণেকে অস্থির,
সে প্রচণ্ড ভানু আজি ভীত কেন এত?
বুঝিয়াছি;—অবিরত বৃষ্টি মেঘ সনে
সপ্তাহ অবধি আজি নির্ব্বলী হইলা
বিভাবসু; দুষ্টচেতা রাহু নরাধম
সুযোগ অন্বেষি তাই আসি আক্রমিল।
যথা; যবে কুরু সৈন্যে করি মহামার
দুর্ব্বল হইলা বীর-হিড়ীম্বা-নন্দন,
মারিয়া একাঘ্নি বাণ কাল অগ্নি সম,
বিনাশিলা তারে কর্ণ। ধিক রে চণ্ডাল!
দুর্ব্বল বিপক্ষে মারা বীরের কি রীতি?
বৃথা নিন্দি তোরে, তুই নিজে নীচ জাতি,
তার পাশে যুক্ত হল। তথা করি তাবে
হউন বিযুক্ত ভানু আজি রাহু মুখে।
বিতর২ আজি ভিকারী বৈষ্ণবে
চাল কড়ী। তনয়ের বিপদ ঘটিলে
প্রাণপ্রায়ে তুলসী যেমতি দেন মাতা।
কুগ্রহ ঘটিলে যথা করে স্বস্ত্যয়ন;
সবিতার জয় হেতু তেমনি সত্বরে
রত হও হিন্দুগণ পুরোক্ত রূপেতে।

দেখ দেখ উর্দ্ধপানে চাহি ভ্রাতৃগণ,
পালায়েছে চোর রাহু; রণ জয় করি
অক্ষত শরীরে সূর্য্য পুনঃ দিলা দেখা।
দেও হুলু রামাগণ রমন ভরিয়া—
বাজাও বাজাও শাঁক—কুরুক্ষেত্রে যথা
পাঞ্চজন্য শঙ্খনাদ করিলা ফাল্গুনী।
"জয় সবিতার জয়" বল মন সুখে;
অন্তরীক্ষ ভেদি বল হরি হরি বোল।
ধন্যরে সবিতা সাধু, থাকি রাহু মুখে
আপনি, করিলা তবু লোক উপকার।
পাইল প্রচুর ভিক্ষা তোমারি প্রসাদে
ভিকারী বৈষ্ণবে, মহা পুণ্য উপার্জ্জিলা
দাতাগণ; আরো কত হলো উপকার
জ্যোতিষের। যাঁর ইচ্ছা পরহিতে, তিনি
লউন এ উপদেশ সবিতা হইতে,—
"বিপদেও পরহিত করে সাধু জন।"
নীচেতে মহত্ব ভাব কেমনে সম্ভবে?
কিন্তু মূঢ় গর্ব্ব তোর কতক্ষণ রবে?

সবিতা সবার প্রাণ, লোক হিতকারী,
বিপদে পড়েছে। কিন্তু সাধুর বিপদ
থাকে বল কত ক্ষণ? এখনি দেখিবে
ধরিয়া প্রচণ্ড বেশ—শত গুণ তেজ,
গর্জ্জিয়া উঠিবে বীর; বিপদে কি কভু
মহত নীচের কাছে মানে পরাজয়?
আনাড় মাঝারে ব্যাঘ্র হইলে পতিত,
পারে বটে নরগণ বধিতে তাহারে;
কিন্তু তখনেও ছাগ যদি যায় কাছে,
অমনি শার্দ্দুল তারে কবলিত করে।
এখনি মার্ত্তণ্ড তেজে পালা দিয়ে দূরে
ভীরু রাহু। ক্ষণ মাত্রে যাবি ছারে খারে।

অহে বঙ্গবাসি গণ, বল কি কারণে
অসময় এ আনন্দ প্রকাশিছ আজি
তোমরা? প্রাণদ যেই অবনীতলরে।
নিত্য করে উপকার।—যাঁর অনুগ্রহে
ফলশস্য খাও; স্বচ্ছবারি কর পান;
পাও দৃষ্টি শক্তি, আর আলোক উত্তাপ;
পুষ্প লতিকায় হয় ধরা সুশোভিত;
স্রোতস্বতী বহি যায় দিগদিগন্তরে।
সেই বিশ্বহিত কারী পড়েছেন আজি
বিপদে, তোমরা হর্ষে কর জয় নাদ?
বুঝিলাম অকৃতজ্ঞ তোমরা সকলে।
অহো! না—না, বুঝিলাম কে লবে আনন্দ।
পুণ্যার্থে হয়েছ সুখী? ক্ষতি নাই তবে।
কর তবে জয়নাদ—তোমাদের সনে
আমিও হইব মগ্ন আনন্দ উৎসবে।
গাইব বিভুর গুণ, যোগিল বাজায়ে;
যাঁর লীলা ভানুরাহু প্রকাশিছে আজি।
দেও হরি ধ্বনি তবে করি উচ্চনাদ।
যাউক সে নাদ চলি সবিতার কাণে।
গড়ুর স্মরণে যথা সুর দাশরথী

শ্রীঅ—

এই পত্রিকা যশোহর অমৃত বাজারস্থ অমৃত প্রবাহিণী যন্ত্রে প্রতি বৃহস্পতিবারে [illegible] দ্বারা প্রকাশিত হয়

সাপ্তাহিক।

অধীনতা কাল কুটে মরি হায়২।
করেছে কি আর্য্য সুতে চেনা নাহি যায়!

১মখণ্ড { ২৭:শে ভাদ্র বৃহস্পতিবার ১২৭৫সাল। ১০ ই সেপ্তেম্বার ১৮৬৮ খৃঃঅব্দ } ৩০সংখ্যা।

বেরিণী সাহেব। (শেষ)

বেরেণী স্বভাবতঃ চঞ্চল এবং উচ্চাভিলাষী ছিলেন। তাঁহার আমেরিকায় অবস্থিতি করিয়া মন তৃপ্ত হইলনা। খৃষ্ট ধর্ম্মে প্রকাশ্য রূপে অশ্রদ্ধা দেখানে আমেরিকার ব্যবসা চালানেরও অনেক প্রতিবন্ধক জন্মিল। তিনি অষ্ট্রেলিয়ায় গমন করিলেন। কিছু দিন মধ্যে তথায় ব্যবসায় বিলক্ষণ জাঁকিয়া উঠিল কিন্তু তিনি স্বার্থ অপেক্ষা সত্য ভাল বাসিতেন। তাহার ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিশ্বাস তিনি কখন গোপন করেন নাই কিন্তু এখন তাহা প্রচার করণাভিপ্রায়ে তাহার বিখ্যাত লাইট ফর দি মিলিয়ান নামক গ্রন্থখানি মুদ্রিত করিলেন, গ্রন্থ খানি আপা গোড়া খৃষ্টধর্ম্ম বিরোধী এবং তন্নিবেশিত যুক্তি সমুদয় এমন বলবৎ ও অখণ্ডনীয় যে উহা দেখিয়া খৃষ্টিয়ান গণ চমকিয়া গেলেন। বেরেণীকে তাহারা পরম শত্রুজ্ঞান করিতে লাগিল এবং তাহার ব্যবসায় ক্রমে অচল হইয়া পড়িল। এই সময় কোন পিতৃ তাহাকে বলিলেন যে "তুমি কলিকাতায় গমন কর। তথায় তোমার নিমিত্ত সৌভাগ্য অপেক্ষা করিতেছে। তুমি কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া উহার অনুসন্ধানে একটি সজ্জীভুত আবাস গৃহ পাইবে।" বেরেণীর অধ্যাত্ম বিজ্ঞানে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। তিনি পিতৃ আদেশ প্রাপ্ত মাত্র কলিকাতায় আগমন করিলেন। আইসন কালীন ভারতবর্ষের গবরণর জেনারল প্রভৃতি উচ্চ পদের লোকের নিকট অনুরোধ পত্র লইয়া আইসেন। কলিকাতায় পৌঁছিয়া পিতৃ নির্দ্দিষ্ট স্থান অন্বেষণ করিয়া প্রকৃতই একটী সুসজ্জীত আবাসগৃহ প্রাপ্ত হইলেন। তিনি তাহার সত্য প্রিয়তা ও অকপট ব্যবহারে সমুদয় খৃষ্টিয়ান সমাজকে শত্রু করিয়া তুলিয়াছিলেন। সুতরাং তাহার এখানে পৌছিবার পূর্ব্বে তাহার শত্রুগণ তাহাকে বিধর্ম্মি বলিয়া সমাজ রাষ্ট্র করিয়া দিয়াছিল তিনি যে সমুদয় বডলোকের নিকট অনুরোধ পত্র আনিয়াছিলেন, তাহারা বিধর্ম্মি বলিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না। তিনি ইংরাজ সমাজ হইতে একরূপ চ্যুত হইলেন বিশেষত আলোপাথি ডাক্তার গণের অনেকে, স্বার্থ, কুসংস্কারের অনুরোধে তাহার প্রবল শত্রু হইয়া উঠিলেন। তিনি এসম্বন্ধে কয়েকখানি পত্র ডেলি নিউসে ছাপান। যিনি সে গুলি পাঠ করিয়াছেন তিনি জানেন যে সভ্যতাব আদর্শ ইংরাজেরা তাহার সঙ্গে কি নিষ্ঠুর ব্যবহার করেন। যাহাহউক সত্বরই তাহার সমাজ ও বন্ধুর অভাব দূর হইল। বিখ্যাত পর হিতৈষি বাবু রাজেন্দ্র লাল দত্ত দীর্ঘকাল অবধি হমিয়পেথী চিকিৎসায় দৃঢ় বিশ্বাস করিতেন। তিনি একজন হমিওপেথ ডাক্তারের আগমনের কথা শুনিয়া বেরেণীর সহিত দেখা করিলেন। উভয় উভয়ের গুণে মোহিত হইলেন এবং চির বন্ধুতা সূত্রে আপনা দিগকে আবদ্ধ করিলেন বেরেণীর নিকট ক্রমে দুটী একটী করিয়া বাঙ্গালি যাইতে আরম্ভ করিলেন এবং দিন২ তাহার এদেশীয় বন্ধুর সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। শেষে এমন কি

বিদ্যাসাগর, রাজেন্দ্র দত্ত, প্যারিবাবু প্রভৃতির ন্যায় বেরেণী সাহেবের নাম কলিকাতার একরূপ ঘরের কথা হইয়া উঠিল। তাহার চিকিৎসা ও দিনং শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল এবং ক্রমে তিনি অনেক ধনাঢ্য পরিবারে চিকিৎসক রূপে নিযুক্ত হইলেন তিনি চিকিৎসাতেও বিলক্ষণ যশলাভ করিলেন। তাহার দুই একটী চিকিৎসা সকলের অদ্ভুত জ্ঞান হইল।

ক্রমে বাঙ্গালীদের সহিত তাহার সৌহৃদ্যতা স্থাপিত হইতে লাগিল, এবং তাহাদিগকে করিয়া তাহার ভক্তি জন্মিল। এমন কি, তিনি কখন ২ বলিতেন যে, বাঙ্গালীরা কালে সত্য ধর্মের পতাকা ইউরোপ ও আমেরিকায় উড্ডয়মান করিবেন এবং তত্তৎদেশ বাসীদিগকে সৎপথে আনয়ন করিবেন। তিনি বাঙ্গালীদের আচার ব্যবহার উৎকৃষ্ট জ্ঞান করিতেন এবং তাহার অনেকটা নিজে অবলম্বন করেন। আমিষ ভক্ষণ না করিয়া, তিনি ভাতে, ডাইল, ও এদেশীয় অন্যান্য নিরামিষ আহার অধিক সময় করিতেন। ধুতি চাদর পরিয়া ও চটি জুতা পায় দিয়া বাঙ্গালীদের ন্যায় বেড়াইতে তাহার নিহাইত সাধ ছিল। যে সকল ভদ্র ২ বাঙ্গালীরা তাহার বাটিতে যাইতেন, পাছে চেয়ারে বসিতে তাহাদের কষ্ট হয়, এই নিমিত্ত তিনি বালিশ ও তাকিয়া যহ গালিচা তাহার বৈঠক খানায় পাতিয়া রাখিতেন। যখন যে বাঙ্গালী তাহাকে চিকিৎসার নিমিত্ত ডাকিতে আসিতেন, তখনই তিনি অতিশয় আগ্রহের সহিত (অনেক সময় বিনা ভিজিটে) তাহার বাটিতে উপস্থিত হইতেন।

বেরিণী সাহেবের আসিবার পূর্ব্বে যদিও এখনকার কেহ ২ অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের কথা শুনিয়াছিলেন, কিন্তু এই মহৎ বিষয়ের গুরুত্ব তাহা কর্ত্তৃক অনেকে জ্ঞাত হয়েন। তিনি অনেক গুলি আধ্যাত্মিক পুস্তক লইয়া আসেন। সেগুলি তিনি অনেককে পড়িতে দেন। কেহ ২ শুদ্ধ এই পুস্তক গুলি পড়িয়াই আধ্যাত্ম বিজ্ঞানে বিশ্বাস করেন। তাহার কথানুসারে কয়েক জন কৃতবিদ্য ব্যক্তি ভবানী পুরে একটি আধ্যাত্মিক চক্র করেন। সেখানে কিছু ২ আশ্চর্য্য ঘটনাও হইয়াছিল। অনধ্যবসায় বাঙ্গালীর সকল অনিষ্টের মূল, কিছু দিন পরে চক্রটি উঠিয়া গেল, কিন্তু তবু এসম্বন্ধে অনুসন্ধায়ী দিগকে উপদেশ দিতে তিনি ক্ষান্ত থাকিতেন না। ১৮৬৬সালে এদেশে অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের যখন ভারি আন্দোলন হয়, তখন বেরিণী সাহেব ইহাতে অত্যন্ত উৎসাহ দেখান। তিনি বেলঘরিয়া প্রভৃতি স্থানে নিজে চক্রে উপস্থিত থাকিতেন। ডেলিনিউসে এই সময়ে তিনি স্বমত ব্যক্ত করিয়া কয়েকখানি পত্র লিখেন। তিনি নিজে ভাল মিডিয়াম ছিলেন না, কিন্তু তবু তাহার নিজের দ্বারা অনেক গুলি আশ্চর্য্য আধ্যাত্মিক ঘটনার সংঘটন হয়। এক দিন রাত্রে তিনি স্বপ্নে দেখিতেছেন যে, কোন ২ পিতৃ গণ তাহাকে বলিতেছেন তুমি কল্য হাজার টাকা পাইবে। তৎপর দিবস তিনি কালী সিংহের স্ত্রীকে আরাম করিয়া হাজার টাকা পান।

নিতান্ত দুঃখের বিষয় যে, এদেশ পরিত্যাগ কালীন বেরিণী সাহেব অধিকাংশ বাঙ্গালীদের উপর নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইয়া যান। ইহাতে তাহার দোষ তত নয়, যত এদেশীয়দের। তাহার একটি বৃহৎ লাইব্রেরি ছিল। যিনি যে পুস্তক চাহিতেন, তখন তিনি তাহাই পাইতেন। কিন্তু বাঙ্গালীর কি স্বভাব, ইচ্ছা করিয়াই হউক, আর অসাবধনতা বশতই হউক, কেহ আর তাহা বড় একটা ফিরাইয়া দিতেন না। ইহাতে বেরিণী সাহেব বাঙ্গালীদের উপর ভারি বিরক্ত হন। তাহার চটিয়া যাইবার আর একটি প্রধান কারণ ছিল। এদেশে তিনি অত্যন্ত দৈন্য অবস্থায় আসেন। প্রথমে চিকিৎসা করিয়া কিছু অর্থোপার্জ্জন করেন। পরিবার ভরণ পোষণে ক্রমে তাহা ব্যয় হয়। এদিকে তিনি ভদ্রতা সহকারে অগ্রে ফিজিট না লইয়া অনেক বাঙ্গালীকে চিকিৎসা করিতেন। তাহাদের অনেকে তাহার প্রাপ্য টাকা না দিয়া এই সদ্ব্যবহারের পুরস্কার দেখাইতেন। এমন কি, কেহ কেহ তাহার চরিত্রের প্রতি দোষারোপ করিয়া তাহার অনিষ্টের চেষ্টা করিতেন। একে অর্থের কষ্ট, তাহাতে আবার এই কৃতঘ্নতা, বেরেণী সাহেব একেবারে বিকৃতমনা হইয়া উঠিলেন। এই অবস্থায় তাহাকে যাহারা দেখিয়াছেন, তাহারা টাকা ভিন্ন অন্য কোন কথা প্রায় তাহার নিকট হইতে শুনিতেন না, কাজেই তাহাকে করিয়া তাহাদের তত ভক্তি না থাকিলেও পারে। কিন্তু যাহাদের কখন দীন অবস্থায় পতিত হইয়া পরিবারের কষ্ট চক্ষে দেখিতে হইয়াছে, তাহারই জানেন যে, দুঃখে পড়িয়া মানুষের স্বভাব কিরূপ বিকল হইয়া যায়। কিন্তু বাঙ্গালীদের মধ্যে আবার অনেককে করিয়া তাহার বিশেষ ভক্তি ও সৌহৃদ্যভাব ছিল। তিনি পূর্ব্বেই তাহার পরিবার ফ্রান্সে পাঠাইয়া দেন। কিছু দিন পরে নিজে কোন উৎকট রোগাক্রান্ত হইয়া ফ্রান্সে যাত্রা করেন। পথি মধ্যেই তাহার মৃত্যু হয়। এডেনে তিনি সমাহিত হন।

বেরিণী সাহেবের অকাল মৃত্যুতে যে আমাদের দেশ অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ এদেশীয় হোমীয়াপ্যাথেরা তাহার অভাব অতিশয় বোধ করিবেন। বেরিণী সাহেবই এদেশে প্রথম একটি হোমীয়পাথি ঔষধালয় স্থাপিত করেন।

এই মহাত্মার পরিবার এক্ষণ দুঃসহ কষ্ট সহ্য করিতেছেন। নিম্নে তাহার পুত্রের একখানি পত্র প্রকটন করাগেল। তাহাতে পাষাণ হৃদয় ও আর্দ্র হইয়া যায়। বেরিণী সাহেব কর্ত্তৃক এদেশের বিস্তর লোক উপকার প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাহাদের কর্ত্তব্য, তাহার শোকাকুলী পরিবারকে সাহায্য করিয়া তাহাদের কৃতজ্ঞতা ঋণ পরিশোধ করেন।

"প্রিয় রাজেন্দ্র বাবু।

আমাদের প্রিয় পিতার মৃত্যু হইয়াছে। আমরা তাহাকে আর দেখিব না, এরূপ চিন্তাও কখন করি নাই, এমন কি সারসিলিসে আমি তাহাকে একখানি সুন্দর পত্র লিখিয়াছি, মা, তিনি আসিতেছেন বলিয়া আনন্দের সহিত সমুদায় গৃহ সামগ্রী গোছাইতেছিলেন! আমি ও চারদিকে বিকালবেলা স্কুল হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় ভাবিতেছিলাম যে, এবার ত বাড়ী গিয়া বাবাকে দেখিতে পাইব। কিন্তু দুর্ভাগের কথা বলিব কি, বাড়ী আসিয়া দেখি, মা শোকে অতি ক্ষুদ্র হইয়া আমার ভগ্নিদের সহিত কাঁদিতেছেন!

প্রিয় বাবু, আমার বয়স এই দশ বৎসর মাত্র কিন্তু আমি যার পর নাই শোক পাইয়াছি। আমি আর একটু বড় হইলে মাকে সাহায্য করিতে পারিতাম। মা, আপনার নিকট যাইতেছেন, আমার বিশ্বাস আছে, আপনি বাবার কথা স্মরণ করিয়া আমার কিছু উপায় করিয়া দিবেন। আমি আপনাকে মাঝে ২ পত্র লিখিব এবং ভরসা করি আপনি তাহার উত্তর দিবেন ও আমাদের ভুলিবেন না। আমি যখন বাবার মত ডাক্তার হইব, তখন আমি কলিকাতায় যাইব।

আপনার যুবক বন্ধু
ভিক্টর, এফ, বেরীণী।"

—:::—

সেবিংস ব্যাঙ্ক।

ভারতবর্ষের ২১৪ টি স্থানে ট্রেজারি আছে। এই সকল স্থানে "সেবিংসব্যাঙ্ক" খুলিবার কথা হইতেছে। সাধারণ লোকে যাহাতে সুবিধা পূর্ব্বক ধন সঞ্চয় করিতে পারে, ইহাই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। প্রায় ৫০ বৎসর হইল, ব্রিটেনে এইরূপ ব্যাঙ্কের প্রথম সূত্রপাত হয়। এই অল্পকাল মধ্যে ইহা দ্বারা যে, তথায় কত উপকার হইয়াছে তাহা বলাযায় না। আমাদের দেশে এটি প্রচলিত হইবার প্রস্তাব অনেক দিন হইতে হইতেছে। গবর্ণমেণ্টের ঔদাস্য বশতই হউক, আর আমাদের দুরদৃষ্ট ক্রমেই হউক, এযাবৎ উহা কার্য্যে পরিণত

হয় নাই। এক্ষণ লার রিচার্ড টেম্পল এই প্রস্তাবের পুনরুত্থাপন করিয়াছেন। এটি সুসিদ্ধ হইলে, আমাদের দেশীয় সাধারণ লোকের বিস্তর উপকার করা হইবে।

কয়েক জন বিশ্বাসী ইউরোপীয় ও এদেশীয়দের উপর ব্যাঙ্কের কার্য্যের ভার অর্পণ করা হইবে। তাহারা তাহাদের অধীনস্থ ব্যক্তি কি প্রজা বাসীদের তাহাদের সঙ্গতি অনুসারে ব্যাঙ্কে অর্থ জমা করিতে অনুরোধ করিবেন। বাৎসরিক এক টাকা হইতে হাজার টাকা পর্য্যন্ত জমা করা যাইতে পারিবে। গবর্ণমেণ্ট ব্যাঙ্ক গচ্ছিত টাকার দায়ী থাকিবেন। এইরূপ কথা হইতেছে, গবর্ণমেণ্ট ৫ টাকা সুদে এই টাকা কর্জ্জ দিবেন। যাহারা টাকা জমা করিবেন, তাহারা ৪॥০ টাকা রকম সুদ পাইবেন, আর আটআনা রকম সুদ ব্যাঙ্কের খরচের নিমিত্ত ব্যয় হইবে। সাম্বৎসরিক এক একটি সভা বসিবে। যিনি কালেক্টর থাকিবেন, সভাপতির পদ তিনিই গ্রহণ করিবেন। যাহাতে অধিক সংখ্যক লোকে টাকা জমা করে ও তাহাদের এ সম্বন্ধে যত্ন বাড়ে, ইহার বিধান করাই সভার উদ্দেশ্য থাকিবে।

সভারক্ষার ব্যাঙ্কের দ্বারা দুই প্রকার উপকার হয়। প্রথমতঃ যাহারা টাকা জমা করিয়া রাখেন তাহাদের আর উহার রক্ষণাবেক্ষণের চিন্তা করিতে হয় না। দ্বিতীয়তঃ ঐ টাকা সুদে খাটাইলে দেশে ধন বৃদ্ধি হয়, কারণ টাকা পড়িয়া থাকিলে তাহা দ্বারা কোন উপকারই সাধিত হয় না। এক লক্ষ টাকা কর্জ্জ দিলে, দেশ একলক্ষ টাকায় ধনী হয়। সেবিঙ্গস ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক এদেশের বিস্তর অনিষ্ট তিরোহিত হইবে। আমাদের দেশীয় লোকেরা উৎপন্ন অর্থ প্রায় ঘরের ভিতর পুতিয়া কিম্বা সিন্দুকে বন্ধ করিয়া রাখেন। এই কারণে এদেশে চোর ও ডাকাইতির এত বৃদ্ধি। এদেশস্থ স্ত্রীলোক ও বালকেরা অলঙ্কার প্রায় প্রকাশ্যরূপে ব্যবহার করে। বদমায়েস কর্ত্তৃক তাহা অপহৃত হইবার বিলক্ষণ সম্ভব। কৃষক শ্রেণীস্থ লোকেরা মহাজনের অসঙ্গত সুদের দায় হইতে রক্ষা পাইবে। ফল আমাদের দেশের সাধারণ লোকের অবস্থা উন্নতির পক্ষে এটি যেমন ফলোপধায়ক উপায়, এরূপ আর কিছুই দৃষ্টি গোচর হয় না।

সম্ভবতঃ উহা সুসম্পন্ন হইবার পক্ষে প্রথম ২ বিস্তর বাধা উপস্থিত হইবে, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যেন তাহাতে ভগ্নোৎসাহ না হয়েন। সৎপ্রস্তাব মাত্রেই প্রথমতঃ বাধা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যাহাদের হাতে ব্যাঙ্কের ভার থাকিবে, তাহারা যেন সৎ প্রকৃতি বিশিষ্ট ও বিশ্বাসী লোক হয়েন এই বিষয়ে অসাবধনতা প্রযুক্ত ইংলণ্ডের সহস্র ২ লোক একেবারে ফকির হইয়া গিয়াছেন। এইরূপ নিয়ম করা যেন হয় যে, মূলধন যখন যাহার ইচ্ছা তখনই সেই পাইতে পারে। কলেক্টর সাহেবের বিনা অনুমতিতে যেন টাকা কেহ বাহির করিয়া লাইতে পারেন। এই রূপ নিয়মে চালাইতে পারিলে, খুব সম্ভবতঃ প্রস্তাবিত সেবিঙ্গস ব্যাঙ্ক দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবেক।

—০:০:—

বেহাগ রাগিণীতে কোন্ সুর বাদি।

ইটালি দেশস্থ বিখ্যাত পুরাতন চিত্রের কারিগরি ও চমৎকারীত্ব অনুভব করিতে চিত্রবিদ্যায় বিশেষ নৈপুণ্য চাই, তারতবর্ষীয় সঙ্গীতের মধুরত্ব অনুভব করিতেও সেই রূপ সঙ্গীতে পারদর্শীতা চাই। যাহা হউক নিতান্ত আনন্দের বিষয় যে, ভারতবর্ষে সঙ্গীত লইয়া এক্ষণে বিলক্ষণ আন্দোলন হইতেছে। অল্প দিনের মধ্যে কয়েক খানা গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে। সঙ্গীত বিষয়ক তর্কও মাঝে ২ সম্বাদ পত্রে দেখা যায়।

সম্প্রতি সোমপ্রকাশে সঙ্গীতের এক খানি ব্যবস্থা পত্র দেখিয়া আমরা পুলকিত হইলাম। ঘটনাটী এই। রামবাগান নিবাসী প্রাণকৃষ্ণ বাবু বলেন বেহাগের বাদি সুর নিষাদ, ও পটল ডাঙ্গা নিবাসী রাখাল দাস বাবু বলেন, নিষাদ নয়, গান্ধার বাদি। ইহা লইয়া তর্ক হওয়ায়, পরিশেষে বিখ্যাত সঙ্গীতবেত্তা শ্রীযুক্ত ক্ষেত্র মোহন গোস্বামী, শ্রীযুক্ত শৌরীন্দ্র মোহন ঠাকুর, ও শ্রীযুক্ত জোয়াল প্রসাদ দিক্ষিৎ সালিস নিযুক্ত হন। ইঁহারা যে ব্যবস্থা পত্র দেন, তাহা শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সোম প্রকাশে মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন।

ব্যবস্থা পত্রখানি যে রূপ প্রধান প্রধান লোক কর্ত্তৃক লিখিত, উহা সেই রূপই হইয়াছে। ইঁহারা ভুরি ভুরি শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও যুক্তি দিয়া, বেহাগের বাদি সুর গান্ধার, ব্যবস্থা পত্রে এই রূপ মত দিয়াছেন। কিন্তু আমাদের গুটিকয়েক কথা আছে। এসমুদয় বিষয়ে শাস্ত্রীয় প্রমাণ যত পরিত্যাগ করিয়া যুক্তির উপরে নির্ভর করা যায়, ততই ভাল। ফল আমারা শাস্ত্রীয় প্রমাণ একেবারে অগ্রাহ্য করিতে চাহিনা। বাদি সুর কোন্‌টীকে বলে? "বাদি বদনা স্বামী সরাগ প্রতি বাধকঃ।" রাগের মধ্যে যে সুর প্রধান, তাহাকেই বাদি সুর বলে। বাদি সুর রাগের জীবন। যে সুর রাগের রূপ স্পষ্ট রূপেদেখায় তাহাকে বাদি, আর যে সুর রাগের রূপনষ্টকরে, তাহাকে বিবাদি সুর বলে। এক্ষণে তর্কের বিষয় এই যে, বেহাগের মধ্যে কোন্ সুরটী প্রধান, অর্থাৎ কোন্ সুরটীর সাহায্য ব্যতীত বেহাগের ঠিক অবয়ব স্পষ্ট রূপে দেখান যায়না?

আবার রাগের মধ্যে যে সুর বহুল রূপে লাগে, অর্থাৎ অনেক বার প্রয়োজন হয়, তাহাকে অংশ সুর বলে। ব্যবস্থাপক মহাশয়েরা প্রমাণ করিতেছেন যে, অংশ সুর যাহাকে বলে, বাদি সুরও তাহাকে বলে। এক্ষণে বেহাগে কোন্ সুরের প্রয়োজন হয়, তাহাই জানিতে পারিলে বাদি সুর নির্ণয় হইল। আর এই রূপে তাঁহারা গান্ধারকেই বেহাগের বাদি নির্ণয় করিয়াছেন। বাদি সুর ও অংশ সুর এ উভয়ই একার্থ বোধক সপ্রমাণার্থে ব্যবস্থাপক মহাশয়েরা বলেন, "বহু প্রয়োগ না হইলে সে সুর প্রধান বলিয়া গণ্য হয় না, প্রাধান্য থাকিতে গেলেই সেই সুরের বহু প্রয়োগ হইয়া থাকে।" যখন আমরা দুইটী পৃথক ২ নাম দেখিতেছি, (বাদী ও অংশ) ও দুইটির দুই প্রকার অর্থ শাস্ত্রে লেখা আছে, তখন এ দুই শব্দের যে, এক অর্থ তাহা বিশেষ প্রমাণ না পাইলে বিশ্বাস করিতে পারিনা রাজাকে সর্ব্বদা দেখা যায়না, কিন্তু মন্ত্রীকে সর্ব্বদা দেখা গিয়া থাকে, এই জন্যে কি মন্ত্রীকে রাজা বলিব? হোমিও প্যাথি ঔষধে, এক দলা চিনিতে ঔষধের এক ক্ষুদ্র পরমাণু থাকে কিন্তু এই চিনি ও ঔষধের মধ্যে প্রধান কোন্‌টী? যেখানে সমস্ত ব্যবস্থা এই একটী কথার উপর নির্ভর করিতেছে, সেখানে ব্যবস্থাপক মহাশয় দিগের ভিত্তি ভূমি আরও শক্ত করা উচিত ছিল। প্যাটারসান সাহেবের মত এসমুদায় বিষয়ে, কোন কাযের নয়।

অংশ ও বাদি সুর এক ভাবার্থক বলিয়া বোধ হয় না। প্রথমত শাস্ত্রে তাহা হইলে দুই শব্দ কেনে থাকিবে, আর দুই শব্দের বা দুইরূপ মানে কেন থাকিবে? বিশেষতঃ শাস্ত্রকারদিগের মত যদি ব্যবস্থাপক মহাশয় দিগের মতের সহিত ঐক্য হইত, তবে তাহারা এক রাগের এক সুরকে বাদি, আর এক সুরকে কেন অংশ বলিতেছেন? এমতাবস্থায় শাস্ত্রীয় প্রমাণ ধরিতে গেলে, ব্যবস্থাপক মহাশয় দিগের মত ভূমি সায়ী হয়। শাস্ত্রে দেখিতেছি, বিভাষ রাগিণীর অংশ সুর গান্ধার, কিন্তু বাদি সুর রেখাব; বেলোয়ালের অংশ ধৈবত, বাদি গান্ধার; গৌরীর অংশ নিষাদ, বাদি ষড়জ; শারঙ্গের অংশ মধ্যম, বাদি ঋষভ; দেব গিরির অংশ পঞ্চম, বাদি ধৈবত; ভৈরবীর অংশ ঋষভ, বাদি ধৈবত; দেশীর অংশ ঋষভ, বাদি মধ্যম; মালশ্রীর অংশ ধৈবত, বাদি পঞ্চম; বাহারের অংশ ঋষভ, বাদি মধ্যম; ভৈরবের অংশ ধৈবত, বাদি গান্ধার; গৌড় শারঙ্গের অংশ মধ্যম, বাদি

অবস্থাপন্ন হইতে চলিলাম। যেরূপ রীতি আছে, আমাদের ছুটীর সময় কাল কাগজ বন্ধ রাখা যাইত কিন্তু পাঠক গণ জানেন, কাগজ বাহির করা অবধি আমাদের একটা দিন সুখে যায় নাই।

গত ১৪ সংখ্যক পত্রিকার অধ্যায় শিক্ষার সম্বন্ধে কৃষ্ণ নগরের যে এক খান প্রেরিত পত্র প্রকাশিত হয়, আমরা জানিয়াছি সে পত্র খানি কৃত্রিম রূপে লিখিত। দুঃখের বিষয় এই যে, আমরা আরো জানিয়াছি, সে পত্রের লেখক কৃষ্ণনগরের এক জন কৃত বিদ্য ও কোন কাছারির এক জন প্রধান কর্ম্মচারী। পত্র প্রেরক মহাশয়, মিথ্যা লিখিয়া আমাদিগকে ঠকাইয়াছেন, মনে করিতেছেন। কিন্তু পাঠক, বাস্তবিক কে ঠকিলেন—আমরা, না, পত্র প্রেরক।

✓ কৃষ্ণ নগরের একটী রঙ্গ ভূমি স্থাপনের কথা আমরা পূর্ব্বে লিখিয়াছি। কলিকাতার অনেক ছাত্র ব্যায়াম চর্চ্চায় মনোযোগ করিতেছেন। কৃষ্ণ নগরে, হউক না হউক জানি না, কলিকাতার ছাত্রগণের মধ্যে ব্যায়াম শিক্ষার আন্দোলন চৈত্র মেলার ফল। বাবু গণেন্দ্র মোহন ঠাকুর ও বাবু নব গোপাল মিত্রের যত্নে যোড়াসাঁকোতে বৃহদাকারে একটী রঙ্গ ভূমি পূর্ব্বেই সংস্থাপিত হয়। পটল ডাঙ্গায় যশোহরের অনেক গুলি ছাত্র এক বাসায় থাকেন। আমরা অবগত হইলাম, গত চৈত্র মেলায় তাঁহারা ব্যায়াম করিবেন বলিয়া ব্যায়াম শিক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং যদিচ তাঁহারা চৈত্র মেলায় উপস্থিত হন না, তথাপি তাঁহাদের উৎসাহ আজও ভঙ্গ হয় নাই। আমাদের মফসল কলেজ ও ইস্কুল সমূহের ছাত্রগণ ঐ রূপ ব্যায়াম চর্চ্চা করিতে আরম্ভ করুন। গবর্ণমেণ্টের মুখ পানে তাকাইয়া থাকিলে কিছুই হইবে না। আমাদের আপনাদের পথ আমরা আপনারাই করিয়া লই।

কৃষ্ণ নগর হইতে আমাদের কোন বন্ধু লিখেন, মেহের পুরের এক জন কৈবর্ত্তের স্ত্রী তথাকার আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ম্যাকডোণ্ড সাহেব, বল পূর্ব্বক তাহার সতীত্ব নাশ করেন, বলিয়া অভিযোগ করে। এখানকার মাজিষ্ট্রেট বেল সাহেব, মোকদ্দমার তদারকে মেহের পুর যান। তিনি উভয় পক্ষের সাক্ষ্যাদি গ্রহণ করিয়া মোকদ্দমা সাজান, বলিয়া ডিসমিস করিয়াছেন। মিথ্যা অভিযোগ করার দরুন উক্ত স্ত্রীলোক বিচারাধীন হইয়া এখানে হাজতে আছে। যাহা হয়, পরে বিস্তারিত রূপে লিখিব।

যশোহরের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট শ্রীস বাবু বাগের হাটে বদলি হইয়াছেন। শ্রীস বাবু এখানে যেরূপ সুখ্যাতি ও যশের সহিত কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, আমরা ভরসা করি বাগের হাটেও সেই রূপ করিবেন।

গত শনিবারে বেলা ১২ টার সময় কৃষ্ণ নগর কালেজের ছাত্র দিগের পারি তোষিক দেওয়া হয়। মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বেল সাহেব সভাপতি একটি বক্তৃতা দেন। তাহার মধ্য হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

"দুঃখের মধ্যে জমিদারেরা শিক্ষা সম্বন্ধে যত্ন করেন না ও সেই নিমিত্ত এখানকার সাধারণ লোক ঘোর মূর্খ অজ্ঞ ও অসভ্য।"

"শিক্ষা বিষয়ে আমি বড় আয়াস স্বীকার করি, জমিদারেরা তাহার শতাংশের এক অংশ করেন কি না সন্দেহ। আমি স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতেছি, এ বিষয় কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না।"

"নীতি শিক্ষা সম্বন্ধে ইংলণ্ডের কালেজ সমূহ ভারতবর্ষের কালেজ সকল হইতে উৎকৃষ্ট। ভারত বর্ষের বিদ্যালয় সমূহের একটি গুরুতর অভাব।"

"ছাত্র দিগের হাতের লেখা বড় খারাপ। হাতের লেখা গবর্ণর জেনারল হইতে আমলা পর্য্যন্ত ভাল হওয়া উচিত। আমার নিকট ভজন কার্য্যের নিমিত্তে আইলে, যাহার হাতের লেখা ভাল তাহাকেই কর্ম্ম দেই। অতএব যখন আমার ন্যায় পদস্থ ব্যক্তির হাতের লেখা উত্তম হওয়া উচিত, তখন তোমাদের হাতের লেখা উত্তম হওয়া কত উচিত অনায়াসে বুঝিতে পার। পরিশেষে বক্তব্য এই যে, এদেশীয় গণ, যে গবর্ণমেণ্ট তোমাদের শিক্ষার্থে এত আয়াস স্বীকার করিতেছেন, এত অর্থ ব্যয় করিতেছেন, তোমাদের উন্নতি সাধন যে গবর্ণমেণ্টের এক মাত্র উদ্দেশ্য, সেই গবর্ণমেণ্টের প্রতি রাজ ভক্তি প্রদর্শন কর, এই আমার একান্ত ইচ্ছা।"

বেল সাহেবের অত্যন্ত উক্তির নিমিত্ত এত কষ্ট দিবার প্রয়োজন! তিনি তাহার দেশে বসিয়া থাকিলেই ত পারেন? বেল সাহেবের কাছে এক নূতন শুনিলাম যে, ইংলণ্ড তাহার নিজ হইতে টাকা দিয়া আমাদিগকে বিদ্যা শিক্ষা দিতেছেন! জমিদারেরা তাঁহার ন্যায় শিক্ষার নিমিত্ত মনোযোগ করেন না, কিন্তু জমিদারেরা ত কাহার চাকর নয়। বেল সাহেব যদি এসকলের প্রতি মনোযোগ না করিবেন, তবে তাহাকে মাসের এক রাশ করিয়া টাকা দেওয়া হয় কেন?

মান্দ্রাজের এক জন কর্ম্ম কারক, মেজর বারলো, চারকাম্মাণ্ডেরর নামক একটী যন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন। তাঁহার বিবেচনায় যন্ত্রটা ম্যাগনেটীক নিডেলের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইতে পারিবে। এই যন্ত্র, জরিপ কার্য্যে অতি উত্তম হইয়াছে এবং তজ্জন্য সেখানকার গবর্ণমেণ্ট স্বতন্ত্র মিনিট লিখিয়া মেজর বারোলোকে ধন্যবাদ দিয়াছেন। এবিষয় ষ্টেট সেক্রেটারির গোচর করিতে উদ্যোগ হইতেছে। বুদ্ধিমান বাঙ্গালির কেহ কিছু করেন না।

টেলিগ্রাম আসিয়াছে যে, আরল মেও ভারত বর্ষের শাসন কাহার পদ গ্রহণ করিয়াছেন। ইংলণ্ডের সংবাদ পত্র সকলে এই বিষয় লইয়া তর্ক বিতর্ক হইতেছে। পলমল গেজেট আরলের বিপক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছেন। গ্লোব নামক সংবাদ পত্র আবার তাহার স্বপক্ষে এক দীর্ঘ প্রস্তাব লিখিয়াছেন।

ভাগল পুরের কমিসনার ডালরিম্পল সাহেব রিপোর্ট করিয়াছেন যে, বাঁকা ষ্টেসনের নিকটবর্ত্তি চন্দন নদী ফাঁপিয়া ভয়ানক অনিষ্ট করিয়াছে। বহু সংখ্যক কোর্ট, পুলিশ থানা, পোষ্ট আফিস একেবারে জলমগ্ন হইয়া গিয়াছে। জিনিস পত্রাদির বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে। ষ্টেসনে প্রায় ১২ জন লোকের জল মগ্ন হইয়া মৃত্যু হইয়াছে। আমরুপ পুরে অনেক দ্রব্য নষ্ট হইয়াছে এবং নদীর উপরস্থ গ্রাম সকল অতিশয় ক্ষতি গ্রস্থ হইয়াছে। ভাগল পুর হইতে সিউড়ি পর্য্যন্ত যে রাস্তা গিয়াছে, তাহার অনেক স্থলে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং একটি বৃহৎ পুল ভগ্ন হইয়াছে।

হিন্দু হিতৈষিণী বলেন "পুনরায় গত মঙ্গল বার সন্ধ্যার সময় মলপোলা ঢাকানিউস সম্পাদক কেম্প সাহেবের গাড়ির ধাক্কা লাগিয়া একটী মুসলমান বংশীয় স্ত্রীলোক ভূমেতে পতিত ও মূর্চ্ছিত হয় এবং তাহার নাসিকা দ্বারা কতক রক্ত পতিত হয়। পরে চৈতন্য হওয়াতে টাউন ইনেস্পেক্টর তত ভাগিনীকে হস্পিটালে প্রেরণ করিয়া ছিলেন। শুনিলাম তাহার মৃত্যু হইয়াছে, কেম্প সাহেব তাহার যন্ত্রণা সময়ে দিয়া ঔষধ দিলে ভাল হইত না? একি "শনি, মঙ্গল" বারের দোষ, না আর কিছু?"

ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউস বলেন যে, এবার বাঙ্গালায় কোষ্টা প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়াছে এবং অধিক আমদানি হওয়ায় কোষ্টার বাজার খুব নরম হইয়াছে।

হরিশ গেজেট বলেন যে আপরায় ডাকাইত পড়িবে বলিয়া তথাকার অধিবাসীরা অত্যন্ত ভীত হইয়াছে। তিন হাজার লোকের কথ বহু স্বর্ণ উক্ত সহরে সহসা পড়িয়া লুট পাঠ করিবে এমন সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। সিপাহী হইতে যে সকল ব্যক্তি তাড়িত হইয়া ছিল কি যাহারা আপনা আপনি উক্ত স্থান পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিল, তাহারা প্রায় সংখ্যায় ৬০ জন হইবে, তাহারাই এখন জনরব করিতে প্যারে এবং লোকেও কহিতেছে যে এরূপ লুঠ করিতে তাহারাই প্রবৃত্ত হইয়াছে।

অধ্যাত্মবিজ্ঞান।

অধ্যাত্মতত্ত্ব বেত্তারা শুনিয়া আহ্লাদিত হইবেন যে অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের অনুশীলন পুনরায় অতিশয় উৎসাহের সহিত হইতেছে। কোন২ চক্রে আমেরিকার যে রূপ হইতেছে সেই রূপ অতি আশ্চর্য্য জনক ঘটনা দৃষ্ট হইতেছে। নিম্নে আপাতত একটি ঘটনা প্রকাশ করা গেল। এটী আমাদের এক প্রকার চোকের উপর হয়। এচক্রে শুদ্ধ স্ত্রীলোক বসেন।

"মহাশয়, আর দেখেন কি; আমরা এক্ষণে প্রত্যহ রাশীং অদ্ভুত ব্যাপার দেখিতেছি, একটী বলি, শুনুন। এরূপ প্রায় প্রত্যহই হয়। আমরা সকলে স্থির হইয়া বসিলে, একটি বালিকা আত্মাধিকৃত হইয়া বলিলেন, " আমি অমুক " তাহাতে আমি বুঝিলাম তিনি আমার শ্বশুর বাড়ীর কোন এক জন স্ত্রীলোকের আত্মা। আমার শ্বশুর বাড়ী এখান হইতে এক দিনের পথ। উপস্থিত আত্মাকে মিডিয়াম কি চক্রস্থ অন্য কোন ব্যক্তি ত চিনিতেনই না, এ গ্রামস্থ কাহারও জানিবার সম্ভব ছিল না। আমিও তাহাকে কখন দেখি নাই, আমার শ্বশুর বাড়ী যাইবার অনেক পূর্ব্বে তাহার মৃত্যু হয়; তবে আমি তাহার সম্বন্ধীয় কথা কিছুং শুনিয়াছিলাম। মিডিয়ামকে পরীক্ষার নিমিত্ত প্রশ্ন করিতে আমার বড় কৌতুক জন্মিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, " তুমি যদি অমুকের মেয়ে হও, তোমার স্বামীর নামটি বল " এ প্রশ্নের গোলমেলে উত্তর হইল। হঠাৎ চক্রস্থ আর একটি বালিকা আত্মাধিকৃত হইয়া বলিলেন " ওর স্বামীর নাম রাঘব, আমি রাধামণী, রাম বনের বড় বুন ,, আমি তার পর জিজ্ঞাসা করিলাম আচ্ছা "তোমার মেজো বুনের নামটি বল দেখি. (আমি উহার ছোট বুনের নামটিও জিজ্ঞাসা করিবার মনস্থ করিয়া ছিলাম, কিন্তু সে সময় ঐ নামটি আমার মনে না থাকায় জিজ্ঞাসা করিলাম না) " তাহাতে উত্তর হইল " বলব, বলব, আমার দুই বুনের নাম ' হর ' ও "শ্রী,, প্রকৃতই তাহাদের নাম " হর " ও " শ্রী " ইহা বলা বাহুল্য যে, দ্বিতীয় বালিকাটিও উপস্থিত আত্মাদের বিষয় সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিলেন না।

বিবিধ।

বিজ্ঞাপন।

আমাদের দোকানের জন্য হিসাব নবিসের আবশ্যক হইয়াছে। মাসিক বেতন ১৫ টাকা। যাঁহারা কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের বি, এ, কি এম এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইয়াছেন, তাঁহাদের আবেদন করার প্রয়োজন নাই। কর্ম্মাকাঙ্খী গণ স্ব প্রতিষ্ঠা পত্র সহ, ৩০ শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে নিম্ন লিখিত স্বাক্ষর কারীর নিকট আবেদন পত্র প্রেরণ করেন। কর্ম্মাকাঙ্খী গণকে আরো জানান যাইতেছে যে, তাঁহাদের মধ্যে একটী সাধারণ পরীক্ষা করা যাইবে। যিনি পরীক্ষায় ভাল রূপে উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন, তাঁহাকেই কর্ম্মে মনোনীত করা যাইবে। যিনি কর্ম্মে মনোনীত হইবেন, তাঁহাকে বার বৎসরের জন্য "এগ্রিমেন্ট" লিখিয়া দিতে হইবে।

ঢাকা নগর } শ্রীবরকু তুল্য সেখ।

নিম্নোক্ত দুই খানা আবেদন পত্র আমাদের সন্নিধানে পাঠান হয়।

"মহামহিম শ্রীযুক্ত বিবিধ সম্পাদক মহাশয় মহিমার্ণবেষু।

দরখাস্ত শ্রী উল্লুক চাঁদ মর্কট, আমার নিবেদন এই। মহাশয়ের জানা আছে যে আমরা জীবমাত্রের মধ্যে দ্বিতীয় শ্রেণীতে আছি। কেবল মানব জাতি আমাদের প্রভু, নতুবা আর সমুদায় প্রাণী আমাদের নিচে। মানব জাতির মধ্যে আমাদের সম্মান বিস্তর। পুরাকালে আমাদের সাহায্যে ভগবান রামচন্দ্র, রাবণকে দমন করেন, তখনকার বীর মনীষি পবন নন্দন হনুমানের চরিত্র অদ্যাপি লোকে ভক্তি সহকারে শ্রবণ করিয়া থাকেন, ও তাঁহাকে সকলে দেবতা বলিয়া মানেন। এখনও আমাদের নিকট অনেকে ঔষধ গ্রহণ ও আমাদের দ্বারায় চোরা দ্রব্যের অনুসন্ধান, ও গণন করিয়া থাকেন।

কোন২ ইউরোপীয় বিখ্যাত পণ্ডিত স্থির করিয়াছেন, যে আমরা মনুষ্য জাতির পূর্ব্ব পুরুষ। বস্তুত মনুষ্যের সহিত আমাদের প্রভেদ কি, কেবল একটী লাঙ্গুল মাত্র, তাহা তো সকলের নাই। বিশেষতঃ এক্ষণকার সভ্যতম জাতি ইংরাজদের সঙ্গে আমাদের সাদৃশ্য এত আছে যে, এদেশীয়েরা এক বাক্য হইয়া তাহাদিগকে হনুমান, বানর মর্কট বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। আবার ইংরাজদের মধ্যে এক প্রকার জনরব আছে যে, বানর জাতি পোলীশের ভয়ে নিরব থাকে।

এসমুদায় সত্ত্বেও যে মনুষ্য জাতি আমাদিগকে এত হীন করিয়া রাখিয়াছেন এ নিতান্ত অন্যায়। আমাদের জাতির কোন দোষ থাকে, তাহা উল্লেখ করুন আমরা চুপ করিয়া থাকিব, কিন্তু মনুষ্য জাতির সঙ্গে এরূপ সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও যে, তাঁহারা আমাদিগকে মানব জাতির এক শাখা না বলিয়া পশু বলেন, এ কেবল তাঁহাদের দম্ভ ও মূর্খতা প্রকাশ বই নয়।

যাঁহারা বলেন যে মনুষ্যের প্রকৃতি ও আমাদের প্রকৃতি বিস্তর অন্তর কিন্তু এ অলীক কথা। মনুষ্যে কি তাঁহাদের মধ্যে মদসক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে, কাহার ২ প্রকৃতি অনুসারে তাহাদিগকে বানর, হনুমান, উল্লুক বলিয়া থাকেন না? বানরামি শব্দের উৎপত্তি কোথা হইতে হইল? বিশেষতঃ মানব জাতির মধ্যে একদল হইয়া উঠিয়াছেন আর—এই দল এক্ষণে বড় প্রবল ও ইহাদের ক্রমে উন্নতি হইতেছে—যাহাদের প্রকৃতিতে আমাদের কিছু মাত্র প্রভেদ নাই, যদি কিছু থাকে তবে গুণের সংখ্যায় না, গুণের আতিশয্যায় অর্থাৎ আমাদের যে গুণ গুলি আছে তাহাদের তাহাই আছে, কেবল অতিরিক্ত রকম। এরা হইতেছেন মদ্যাসক্ত ব্যক্তিরা।

এরা আমাদের ন্যায় কি আমাদের অপেক্ষা অধিক নির্লজ্জ। কল জনসন সাহেব বলিয়াছেন যে, মদ্য পানের প্রধান সুখই এই যে, মনুষ্যের স্বাভাবিক লজ্জা তিরোহিত হইয়া তাহারা আমোদে রত হয়। মদ্য পায়িদের ইন্দ্রিয় আমাদের অপেক্ষাও বরং অধিক সতেজ। আমরা অন্যের অনিষ্ট করিতে ভাল বাসি কিন্তু তাঁহারা নিজের, তাহাদের স্ত্রীপুত্রের ও অন্যের আত্মীয় স্বজনের অনিষ্টের কারণ হয়েন। তাঁহাদের লম্ফ ঝম্ফ ভ্রুকুটী চীৎকার, সমুদায় আমাদের মত। আমরা সর্ব্বভক্ষ, তাহারাও তাই।

দোহাই সম্পাদক মহাশয়, বিচার করুন, এমত স্থলে তাহারাই বা মনুষ্য কিসে হইবেন, আমরাই বা বানর থাকি কেন? অতএব আপনি এই রূপ হুকুমের এক আজ্ঞা প্রচার করিয়া দিউন যে, হয় আমাদিগকে মনুষ্যের দলে লওয়া হয়, অথবা মদ্য পায়ীরা আমাদের দলে মিশেন।

শ্রীউল্লুক চাঁদ মর্কট।

সাং গুপ্তি পাড়া"।

নিম্নের আবেদন খানাও বোধ হয় উল্লিখিত উল্লুক চাঁদের দরখাস্ত দৃষ্টে লিখিত হয়।

"মহামহিম শ্রীযুক্ত বিবিধ সম্পাদক মহাশয় মহিমার্ণবেষু।

দরখাস্ত শ্রীসুরা প্রিয় শুকর নিবেদন এই। গুপ্তি পাড়া নিবাসী উল্লুক চাঁদ মর্কটের দরখাস্তের হুকুম দিতে আজ্ঞা হয়। উল্লুক চাঁদ বলিয়াছেন যে, তাঁহারা দ্বিতীয় শ্রেণীর জীব, সে তাহার জাতি গর্ব্ব মাত্র। কৃষ্ণ ঠাকুর বরাহ অবতার হইয়া এই পৃথিবীকে উদ্ধার করেন, শুকর তত ঘৃণ্য হইলে ঠাকুর তাহাদের অবয়ব কখন ধারণ করিতেন না। কলিকাতার মিউনি সিপালিটীর এক জন প্রধান কর্ম্ম চারির নাম আমাদের নাম হইতে লওয়া হইয়াছে। ফল সে কথার প্রয়োজন নাই।

উল্লুক চাঁদ যে মদ্য পায়ি দিগকে দাবি করেন, সে নিতান্ত অনিয়ম, তিনি শারীরিক অবয়বের সৌসাদৃশ্যের উপর অধিক নির্ভর করেন, কিন্তু সে অগ্রাহ্য কথা। অবয়ব যে রূপই হউক না কেন, প্রকৃতিই প্রকৃত প্রভেদের কারণ। যদি সুরাসক্ত দিগকে মনুষ্য জাতি হইতে বহিষ্কৃত করা বিবেচনা হয়, তবে আমাদের মধ্যে তাহাদিগকে শ্রেণী বদ্ধ করা উচিত। উল্লুক যুক্তি দেখাইয়াছেন তাহা উত্তম বটে, কিন্তু কোন কালে তাহার জাতির কেহ কি নরদামার কাদার মধ্যে সুখে শয়ন করিয়াছেন? তাহারা কি একটীর উপর একটী এই রূপ করিয়া ১০। ১৫ জন উপর্য্যুপরি একত্র হইয়া শয়ন করিতে পারেন? বানরেরা কি আমাদের ও মাতাল দিগের ন্যায় বিনা ক্লেশে শতাধিক লগুড়াঘাত সহ্য করিতে পারেন? বহু মহাশয়! মদ্য পায়িদের আমাদের দল ভুক্ত করুন।

শ্রীসুরা প্রিয় শুকর

নিং হালি সহর"

এই উভয় আবেদন পত্র অনুসারে, আমি বাঙ্গালার যাবদীয় সুরাসক্ত ব্যক্তির নিকট কৈফিয়ৎ তলব করিয়া ছিলাম। এক খানি কৈফিয়াতে প্রায় দশ সহস্র স্বাক্ষর ও তাহার মর্ম্ম এই, যে স্বাক্ষর কারীদের, শুকর কি মর্কট কোন দলে যাইতে আপত্তি নাই। মদ্য পাইলে তাঁহারা সকল দলে যাইতে প্রস্তুত আছেন। অন্য আর এক খানায় ৫০ সহস্র স্বাক্ষর ও তাহার অবিকল নকল নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

"মহাশয়, উল্লুক চাঁদের, ও সুরা প্রিয়ের আবেদন পত্র পাঠ করিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। তাহারা পশু(১) তাহাদের জ্ঞান আর কত হইবে? মদ্য পান করিয়া উন্মত্ত হওয়া, আর পরিমিত রূপে সুরা পান করা, উভয় যে অনেক অন্তর তাহা তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে। পরিমিত পান করায় শরীর সুস্থ থাকে, মন প্রফুল্ল থাকে ও জ্ঞান উত্তেজিত হয়। পরিমিত পান সভ্যতার চিহ্ন, তাহার প্রমাণ—প্রায় সভ্য দেশ মাত্রে সুরা ব্যবহার আছে, ও এদেশে যেখানে যত সভ্যতা বৃদ্ধি হইয়াছে, সেখানে তত মদ্যের প্রচার হইয়াছে। অতএব নিবেদন যে, পশুদ্বয় উল্লুক চাঁদ ও সুরা প্রিয়ের ঘৃণাস্পদ আবেদন অগ্রাহ্য করিয়া আমাদিগকে অব্যাহতি দিতে আজ্ঞা হয়।

পুঃ আমাদের এত বিদ্যাভ্যাসের ফল, মদ্য পান করা কি শেষে এই হইবে?

পঞ্চাশ সহস্র স্বাক্ষর।"

উল্লিখিত পত্র খানা পাঠ করিয়া ভাবিলাম, বটে, মিত পায়িরা এরূপ বলিতে পারেন, বিশেষতঃ দশ সহস্র জীবকে মনুষ্য জাতি হইতে বহিষ্কৃত করায় মনে বেদনা পাইয়াছিলাম, এ পঞ্চাশ সহস্রকে বহিষ্কৃত করিয়া বঙ্গদেশ বাসি গণকে আরও ক্ষীণ করা কর্ত্তব্য বোধ হইল না। কিন্তু ভাবিলাম যে, কাহারা মিত পায়ী, ও কাহারা মাতাল, ইহা নির্ণয় করিবার কোন উপায় করিয়া এখ নে না রাখিলে ভবিষ্যতে অনেক গোল হইতে পারে, এই নিমিত্ত পুনর্ব্বার আর এক খানা সরকুলার বাহির করিলাম। তাহার মর্ম্ম এই "মিত পায়িরা আমাকে জ্ঞাত করেন, তাহারা শুকরের ও মর্কটের দলে না মিশিয়া, কত খানি পর্য্যন্ত পান করিতে পারেন। আর কে কত দিন মদ্য পান করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

কিয়দ্দিবস পরে দেখি রাশি রাশি পত্র আসিতে লাগিল।

এবারে আর এক পত্রে পঞ্চাশ সহস্র স্বাক্ষর নয়, পঞ্চাশ সহস্র মিত পায়ির পঞ্চাশ সহস্র পত্র। সকলেরি মত ভিন্ন, কাহার সহিত কাহার ঐক্য নাই। যাহারা মাসেক মদ্য পান করিতে শিখিয়াছেন, তাহারা বলেন অর্দ্ধ গেলাস পান করিলেই সেই বিস্তর; যাহারা দুই তিন মাস পান করিতেছেন, তাহারা এক গেলাস সীমা করেন; আবার যাঁহারা এক বৎসর পান করিতে অভ্যাস করিয়াছেন, তাহারা বলেন এক বতলের অধিক পান করা উচিত নয়।

পঞ্চাশ সহস্র পত্র পাঠ করা কত কষ্ট। সমুদায়ই পাঠ করিতে হইল। তখন ভাবিতে লাগিলাম যে, সকলেরি মত পৃথক। এক জনের যে মত, ঊন পঞ্চাশ হাজার, নয় শ, নিরনব্বই জনের মত তাহার বিপরীত, সেখানে কাহার মত গ্রহণ করা যায় না। অতএব অগত্যা উল্লুক চাঁদ ও সুরা প্রিয়কে ডিক্রি দিয়া এই হুকুম দেওয়া যায়

---

(১) মদ্যাসক্ত ব্যক্তিরা, যাহারা মদ্য পান না করেন, তাহাদিগকে পশু বলেন, এখানে যে পশু শব্দ ব্যবহার হইয়াছে সে কি সেই অর্থে কি অন্য অর্থে তাহা জানা যায় না।

যে, অদ্যাবধি যাহারা মদ্যপান করিবেন, তাঁহারা মনুষ্য দল হইতে বাহির হইলেন ও তাহাদিগকে গুরু৷ কি মন্থ্য শ্রেণীতে ভুক্ত করা গেল। যাহার যে দলে ইচ্ছা তিনি সেই দলে যাইতে পারেন।

—:০০:—

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুত অমৃত বাজার পত্রিকা সম্পাদক মহাশয় সমিপেষু

মহাশয়,

আপনার জনৈক ছাত্র লিখিয়াছেন যে, যশোহর স্কুলের "প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে গ্রামার এক কালীন পড়া হয় না; কাযেই ছাত্রদের দুটী কথা একত্র লিখিতে হইলে কষ্ট হয়" আমি বিবেচনা করি, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে গ্রামার পড়ার কোন আবশ্যক নাই। গ্রামারেতে যাহা কিছু ব্যুৎপত্তি হওয়া তাহা তৃতীয় শ্রেণীতেই হয়, এবং এক মাত্র মাইন্স বাবু গ্রামার হইতে অধিক ব্যুৎপত্তি হয়। এই নিয়ম কলিকাতায় সকল স্কুলেই প্রচলিত আছে।

"সাহিত্যে মধ্যে লিখিত প্রশ্নোত্তর হওয়া আবশ্যক" যখন প্রত্যেক মাসেই পরীক্ষা হইতেছে তখন আর প্রত্যহ লিখিবার আবশ্যক কি, কেবল চাইম নষ্ট।

"পদ্যকে গদ্য করিবার রীতি নাহি" এটী অবিশ্বাস যোগ্য। কারণ যাহারা এবার প্রবেশী কা পরীক্ষা দিতে যাইতেছেন, তাহারা যদি উহা না করেন তবে কি রূপেই বা পাশ হইবার আশা করেন এবং কেন মাষ্টরই বা কি আশাতে তাহাদিগকে প্রেরণ করিবার আশা করেন। কারণ পাররা ফেরেল ও এক্সপ্লেনেশনের উত্তর ব্যতীত পাশ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই।

"শিক্ষক ও ছাত্রে কথা বার্ত্তা প্রায়ই বাঙ্গালা হইয়া থাকে" কলিকাতাতে প্রায় সকল স্কুলেই এই রূপই প্রচলিত। শিক্ষকের মতিতে যে, পাঁচ ঘণ্টা ইংরেজি বলিলেই ভয়ানক বিদ্বান হয়, তাহা কোন প্রকারে প্রাচীন নয়, কেবল পাখামী মাত্র। কলতঃ বাঙ্গালি শিক্ষকের নিকটে এবং বাঙ্গালি স্কুলে পড়িলে, কোন রূপেই ইংলিশ উচ্চ হয় না।

"দ্বিতীয় শিক্ষক মহাশয় প্রথম শ্রেণীতে গণিত ও ইতিহাস শিক্ষা দেন তৎপরিবর্ত্তে প্রথম শিক্ষক মহাশয় দ্বিতীয় শ্রেণীতে দুই ঘণ্টা করিয়া সাহিত্য পড়ান"

এটী সর্ব্বোৎকৃষ্ট নিয়ম। কারণ এক ক্রমে চারি ঘণ্টা পড়ান বড় সুসাধ্য নহে এবং এক ক্রমে এক ক্লাশে পড়াইতে গেলে নিয়ম ও অধ্যবসায় থাকে না। এজন্য ক্লাশ পরিবর্ত্তন করা অত্যন্ত আবশ্যক এবং যে ব্যক্তি সাহিত্য উৎকৃষ্ট জানেন, সে ব্যক্তি প্রায়ই গণিত ভাল জানেন না এবং যে ব্যক্তি গণিত ভাল জানেন তাঁহার সাহিত্য জানার তত সম্ভব নাই। এবং এই নিয়মটী সকল স্কুলেই প্রচলিত আছে।

মেট্রো পলিটান ইনেষ্টিটিউসন
দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র।

সম্পাদক মহাশয়।

আপনার গত ২৯ সংখ্যক পত্রিকায় জনৈক ছাত্রের প্রেরিত পত্র সম্বন্ধে সংবাদ দাতা মহাশয় যে বক্তব্যটী প্রকাশ করিয়াছেন তাহা দেখিয়া নিতান্ত চমৎকৃত এবং দুঃখিত হইলাম। সাধারণ ছাত্রের পক্ষ হইয়া আমাদের বক্তব্যটী যাহা বক্তব্য নিবেদন করিতেছি।

"ছাত্রদের কথায় আস্থা হয়না" এ নিষ্ঠুর বাক্যটী আপনাদের নিকট হতে আজ নূতন শুনিলাম। পূর্ব্বাপর দেখিয়া আসিতেছি, অধিকাংশ ছাত্রদের মত সত্যপ্রিয়, অচল প্রকৃতি, সচ্চরিত্র, সাধু, আর প্রায় দেখা যায় না। অধুনা এক রকম প্রবাদ চলে উঠেছে বলিলেই হয় যে, ইংরেজি স্কুলের ছাত্রগণ এরূপ এবং আর না হলেও প্রাণান্তে মিছা কথা কয় না। সর্ব্ব সাধারণের এই দৃঢ় বিশ্বাস এবং বোধহয় আপনারও থাকিতে পারে কায কর্ম্মের ত কথাই নাই, যেয়েরা পর্য্যন্ত স্কুলের ছোকরাদের সহিত সাধ করিয়া বিবাহ করিতে চায়। সংসারে প্রবেশ করিয়া বরং অনেকের কিছু২ ব্যতিক্রম ঘটিতে দেখা যায়। এবং সেই জন্য তাঁহারা অনেক সময়ে মৎপরোনাস্তি আক্ষেপ করেন। এমন কি যাবজ্জীবন পাঠাবস্থায় থাকিতেও কাহার২ সাধ হয়। স্কুল স্কুলে থাকা কালীন তাহারা যে সর্ব্ব বিষয়ে সচ্চরিত্রের আদর্শ স্বরূপ থাকেন বোধ হয় তাহা কেহই অস্বীকার করিবেন না। এ স্থলে মহাশয়, কি বলিয়া তাহাদের নির্ম্মল নির্দ্দোষ চরিত্রে এরূপ ভয়ানক দোষারোপ করিলেন আপনিই জানেন। যাহউক আপনারা ছাত্র ভিন্ন সংসারের কোন শ্রেণীস্থ লোকের প্রতি আস্থা করিয়া থাকেন, কৃপা করিয়া বলিলে পরম আপ্যায়িত হই। কেননা তাহা জানিলে ভবিষ্যতে সতর্ক থাকিয়া ছাত্র বলে পরিচয় বা অভিমান করিতে আর সাহসী হইবনা।

অপর "শিক্ষকদের ছাত্র অপেক্ষা শিক্ষা প্রণালী অধিক জানাই সম্ভব" একথাটি বলিতে পারেন। এবং তাহা প্রতিবাদ করিতে পারি এমত বহুদর্শিতা বা সূক্ষ্ম বিচার শক্তি আমাদের নাই। কিন্তু একবার দেখা আবশ্যক, লিখিত বিষয় গুলির মধ্যে শিক্ষা প্রণালীর নিগূঢ় তত্ত্ব কত দূর আছে এবং থাকিবার সম্ভব তাহা শিক্ষক বই অন্যের বুঝিবার যো নাই। আমাদের আত্মীয় বন্ধু অনেক উত্তম ২ স্কুল এবং কালেজাদিতে আছেন। তাহাদের নিকট শুনিয়াছি এরূপ নিয়ম কোথায়ও নাই। পক্ষান্তরে আমরাও দুগ্ধ পোষ্য বালক নই। লেখা পড়ার আস্বাদ পাইয়াছি। হিতাহিত কিসে হয় তাও কিছু২ বুঝি। বিশেষ সাধারণ বুদ্ধিতে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, বিনা পড়ায় কখনও বিদ্যোপার্জ্জন হয় না। তবে যদি এখানে মাটির গুণে, অথবা কোন কলহারা হয় তা বলিতে পারি না

উপসংহার কালে বক্তব্য এই যে, লিখিত বিষয় গুলি সমুদায় সম্পূর্ণ সত্য; পত্র খানি প্রকাশ করা দৃষ্টে, আপনাদের কোন অবিশ্বাসের কারণ থাকা বোধ হয় না, থাকিলে, একটু সন্ধান করিলেই দূর হইত। কিন্তু তাহা করা হয় নাই। এদিকে দীর্ঘ কাল পত্র খানি প্রকাশ না করিবার যাহা নায় রাখিয়া, অবশেষ যদিও বাধ্য হইয়া করিলেন তাহাও ঠিক "খোড়া কেটে আবার জল চালার" মতন হইল। এতদ্দ্বারা উক্ত পক্ষের মনোরঞ্জন করা এবং তাঁহার কিঞ্চিৎ আভাস স্বভাবতই প্রকাশ পাইয়াছে কি না তাহা মহাশয় এবং সজ্জন পাঠক বর্গ বিচার করিয়া দেখুন।—ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে ২৯ সংখ্যাদিতে কেবল আপনার কথায় বোধ হয় সমুদায় ছাত্রে অবথা কলঙ্কিত হইবেনা।*

জেষ্টপুর, যশোর } নিতান্ত বশম্বদ জনৈক ছাত্র

---

* "জনৈক ছাত্রের" পত্রখানি মাষ্টরদের গালী পূর্ণছিল। যে সকল ছাত্রেরা মাষ্টার দিগকে গালি দেয়, তাহাদের কথায় কাহারও আস্থা হয় না। (স)

মহাশয়,

যশোহরের দুই তিন মাইল পশ্চিম বেজুড়ি গ্রামে শেয়ালের ভারি প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। তাহাদের উৎপাতে গ্রাম শুদ্ধ লোক অস্থির। ঘরে প্রবেশ করিয়া পাত্র শুদ্ধ দাল বিদ্ খাদ্য বস্তু লইয়া প্রস্থান করে। তাহারা প্রায় দুটা২ করে একত্র না হইয়া শিকার করিতে যায় না। এক ২ টা বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকে, আর একটী ঘরের ভিতর প্রবেশ করে। যদি কেহ টের পাইয়া ঘরের শিয়াল টাকে তাড়াইয়া দিতে যায়, তবে বাহিরের শেয়ালটা একপ্রকার শব্দ করিতে থাকে এবং গৃহ মধ্যস্থ শৃগাল তাহাতে আক্রমক ব্যক্তির প্রতি রোষ পূর্ব্বক বিভিষীকা দেখাইতে ২ বহির্গত হয়। একাদ্দিক ছোট ২ বালক বালিকা ধরিয়া কখন২ টানা টানি করে।

সম্প্রতি ৭ই শ্রাবণ কৈবর্ত্ত জাতীয় একটি বিধবার ২। ৩ বছরের ছেলে শেয়াল কর্ত্তৃক হত হইয়াছে। উক্ত স্ত্রীলোকটী তাহাকে নিদ্রিতাবস্থায় রাখিয়া জল আনিতে যাইতেছে, ইতি মধ্যে "কাঁাক" করিয়া শব্দ হইল। তাকাইয়া দেখে একটা শেয়াল তাহার ছেলেটীর গলা ধরিয়া লইয়া যাইতেছে। সে চীৎকরিয়া উঠায় কয়েক জন লোক আসিয়া জড় হইল এবং তাহাদের অনেক চেষ্টার পর ছেলেটিকে ফেলিয়া শেয়ালটা চলিয়া গেল। আমরা স্বচক্ষে দেখিলাম গলার দুই পাশ ভয়ঙ্কর রূপে নষ্ট হইয়াছে। অগুলি যাইতে পারে এরূপ ছিদ্র হইয়াছে। ঐ ছিদ্র দ্বারা নিশ্বাস প্রশ্বাস কার্য্য হইতেছে। রক্ত অনর্গল পড়িতেছে। অবশেষে রাত্র ১ প্রহর থাকিতে বালকটির মৃত্যু হয়।

একান্ত বশম্বদ
জনৈক বাধ্য ব্যক্তি।

কৃষ্ণনগরে অন্তপাতি সন্তনগর নামক একটী গ্রাম আছে। উক্ত গ্রামের উত্তর দিগে খড়িয়া নদি ও দক্ষিণ দিগে হাঁড় খালি নামক একটী বিল আছে। বর্ষা কালে ঐ গ্রামের পূর্ব্ব দিগ খড়িয়া নদি ভাঙ্গিয়া বিলের সহিত মিলিত হইয়া প্রবাহিত, হয় তাহাকে সকলে খাল বলিয়া থাকে সংপ্রতি ঐ গ্রামের একটী স্ত্রীলোক দুগ্ধ বিক্রয় করিয়া বাটী প্রত্যাগমন করিতেছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশত সে খালে পার হইবার নৌকা ছিলনা। অনেক লোক খালের উপর দণ্ডায়মান ছিল। স্ত্রীলোকটী নৌকা না পাইয়া মনে ২ বিবেচনা করিল যে আমি অবশ্যই এই ক্ষুদ্র খাল সাঁতার দিয়া পার হইতে পারিব, এই বলিয়া ক্রমে ২ জলে নামিয়া সাঁতার দিতে লাগিল কিন্তু খালের টানেতে খড়িয়া নদিতে আসিয়া পড়িল। সকলে ডুবিল ২ বলিয়া চীৎকার শব্দ করিয়া উঠিল, কেহ তাহাকে সাহায্য করিল না এবং দেখিতে ২ সে ডুবিয়া গেল। গ্রামের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি দিগের কর্ত্তব্য হয় যে, ঐ খালে বর্ষা কাল পর্য্যন্ত এক খানি ডিঙ্গি পারাপারের জন্য প্রস্তুত রাখেন।

আপনার এক জন বশম্বদ।

—:০:০—

সম্পাদক মহাশয়,

আমি একটী আবিষ্ক্রিয়ার কথা মহাশয়কে বলি। ইহা কেবল আমার পরিশ্রম, বিদ্যা ও বুদ্ধির আধর্য্য এবং অধ্যবসায়ের কীর্ত্তিস্তম্ভের ন্যায় অখণ্ড গরিমায় বিশিষ্ট হইয়াছে বলিতে হইবেক। ইঞ্জিনিয়ারিং শাস্ত্রের পুস্তক হইতে ব্রুনেল, এম-

হইয়াছে। পুরাতন গ্রীস ও রোমের ন্যায় ভারত বর্ষের সভ্যতা এককালে আকাশ পর্য্যন্ত উঠিয়া ক্রমে অধোগতি হইতে আরম্ভ হয়। শত শত বৎসরের পরাধীনতায় ভারতের বীর্য্য বল লুপ্ত প্রায় হইয়াছিল। এই অবস্থায় ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের হস্তে পড়িয়াছেন। ইংলণ্ডের বল বীর্য্য অধিক থাকায় ভারতবর্ষকে অধীন করিতে পারিয়াছেন। এবং যত দিন সেই অবস্থা থাকিবে, ইংলণ্ড প্রভুত্ব অটল থাকিবে। কিন্তু এই অবস্থা আর থাকিতে পারে না। হয় ইংলণ্ড অধঃপতিত হইয়া ভারতবর্ষের সমান হইবেন, কিম্বা ভারতবর্ষের উন্নতি হইয়া তিনি ইংলণ্ডের সমতুল্য হইবেন। ফলে দুয়েতেই ভারত বর্ষের স্বাধীনতা নিশ্চিত।

অনেক অনেক ইংরাজের মহত্ত্ব ও [illegible] ভাব দেখিয়া ও পড়িয়া আমাদের অনেক উন্নতি হইতেছে। ইংলণ্ডের অনেক ইংরাজেরা যেরূপ স্বাধীনতা প্রিয়তা, তাঁহারা প্রজা যতই আমাদের মনে প্রবেশ করিবে, ততই স্বাধী[illegible] [illegible] অগ্রসর [illegible] [illegible] রা বক্তৃতায় স্বাধীনতা [illegible] [illegible] ট। কিন্তু যাঁহারা পার্লেমেণ্টে [illegible] [illegible] স্বদেশ ইংলণ্ডের বক্তৃতা করেন, তাঁহাতে [illegible] তাঁহাদের বাঙ্গালী [illegible] পরিয়াছে [illegible] হইয়াছিল না! অপরদিকে [illegible] দুঃশীল ও নীচ স্বভাব ইংরাজদের [illegible] আর এক রূপ ভারত বর্ষের স্বাধীন[illegible] পথ পরিষ্কৃত হইতেছে। যে সকল ইংরাজেরা ভারতবর্ষে আইসেন, তাঁহারা অধিকাংশই সিরাজ দৌলার ছোট ভাই, [illegible] রাজ নামের যাহা গৌরব তাহা জাহাজে [illegible] উঠিবার সময়েই তাঁহারা পশ্চাৎ রেখে [illegible] দেন। এখানে আসিয়া তাঁহারা আমার[illegible] দিগকে দাস মনে করিয়া আচরণ করেন। [illegible] যে রূপ, উপকারের দ্বিবিধ মঙ্গল, [illegible] অপকারের দ্বিবিধ অনিষ্ট-যে কষ্ট [illegible] করা যায়। [illegible] হইতে [illegible] সেই দাস হইতে হয়। ইংরাজেরা মনে [illegible] করেন, যদি ভারত বর্ষীয়দের উপর দেশ[illegible] প্রভুত্ব করিতেছেন। কিন্তু ও দিকে [illegible] তাঁহাদের গৌরব যে বল বীর্য্য [illegible] তাহা সেই সঙ্গে বিসর্জ্জিত হইতেছে। [illegible] জোরে ভারত বর্ষকে অধীন [illegible] হন, এইরূপ কুব্যবহারে ক্রমে [illegible] তার হ্রাস হইতেছে। অতএব দুই উলটা [illegible] হইতে ভারত বর্ষের স্বাধীনতার পথ [illegible] কৃত হইতেছে। আর তাহা কাহার [illegible] নাই যে নিবারণ করে।

ব্রাহ্মদিগের মধ্যে মনুষ্যোপাসনা।

জগৎ কুজ্ঝটিকায় আবৃত। সুতরাং হঠাৎ অধিক আলোক আইলে উপকার হওয়া দূরে থাকুক বরং অনিষ্টকর হয়। যীশু খ্রীষ্টকে তাঁহার শিষ্যেরা মোটে বুঝিতে পারেন নাই। পরে ১৮ শত বৎসর মনুষ্য পরিশ্রম করিয়া এই ক্ষণ ক্রমে তাঁহাকে চিনিতেছেন। এই নিমিত্ত যাঁহারা কেবল সত্য প্রচার করিতে যান, তাঁহারা সেই সত্যের সঙ্গে খানিক খাদ না মিশাইলে, কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। তাঁহারা তাহাদিগের কি তাহাদের তুল্য ব্যক্তিদের নিকটে আবদ্ধ থাকে। যদি যীশুর শিষ্যেরা তাঁহাকে পরমেশ্বর না ভাবিতেন, তবে খ্রীষ্টান ধর্ম্ম যীশুর সহিত মরিয়া যাইত। যদি চৈতন্যের শিষ্য নিত্যানন্দ চৈতন্য দিগকে একটি সম্প্রদায় করিয়া না যাইতেন, তবে তাহার ধর্ম্ম থাকিত না। [illegible] [illegible] কিছুর বক্তৃতা [illegible] [illegible] [illegible] সৃষ্টি হইত না। সে [illegible] সঙ্গে যদি আবর্জ্জনা না মি[illegible] [illegible] তবে উহা সাধারণে প্রায় গ্রা[illegible] [illegible] হইবে না। পুষ্টিকর আহারীয় সকলের পক্ষে সমান উপকারী নয়। যে যাহা জীর্ণ করিতে পারে, সে তাহাই ভক্ষণ করুক।

প্রেরিত স্তম্ভে কয়েক জন বিখ্যাত ব্রাহ্ম স্বাক্ষরিত একখানা পত্র প্রচার করা গেল। পত্র খানি পাঠ করিয়া আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি, যদিও বুঝিতেছি দুঃখিত হইবার কারণ নাই। আমাদের আনন্দেরো একটু কারণ আছে। ব্রাহ্ম কি মনুষ্যের মধ্যে সত্য ও স্বাতন্ত্র্য প্রিয় লোক দেখিলে কাহার মনে আনন্দ না হয়?

নিসর্গের গতি ও গ্রহ গণের ইত্যাদির গ্রায় গতি ঠিক একে। উহারা একবার এগোয়, একবার পিছয়। এই রূপ উভয়ে অগ্রসর হইতেছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম এ নিয়মের অধীন [illegible] [illegible] [illegible] সোজা পথে চলিবে এ অসম্ভব।

কেশব বাবুর মস্তিষ্কে, ও বিজয় বাবুর ন্যায় দুই একটির হৃদয়ের শক্তিতে ব্রাহ্মধর্ম্ম অতি অল্পকাল মধ্যে দেশ ব্যাপিয়াছে। যদি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের নিমিত্ত এই দুই শক্তির প্রয়োগ না করিয়া এক শক্তির প্রয়োগ হইত, তাহা হইলে আর আভ্যন্তরিক বিবাদ বিসম্বাদ হইত না। মস্তিষ্কে শিষ্যের, হৃদয়ে বন্ধুর সৃষ্টি করে। একটীতে মান্য, অপরটীতে প্রেমের উদ্রেক করে। দোষের মধ্যে এই যে, মনুষ্যের নিকট ধর্ম্ম সম্বন্ধে মান্য লইতে হইলে, তাহা ঈশ্বরের প্রাপ্য মান্য হইতে অপহরণ করিতে হয়। কিন্তু প্রেমের এরূপ নয়। উহা বিলাইলে বৃদ্ধি হয়।

ঈশ্বরের নিকট দরবার করিতে অন্য লোকের সাহায্য লইতে হয়, এই ভাবটী খৃষ্টানেরা সৃষ্টি করিয়াছেন। যীশু যে রূপ শিক্ষা দেন, তাহা তাঁহার শিষ্যেরা বুঝিতে না পারাতে এই ভাবটির সৃষ্টি হয়। "আমা ব্যতীত আমার পিতার নিকট কাহার যাইবার যো নাই," "আমি হচ্ছি এক মাত্র আলোক," "আমি আর আমার পিতা এক," "ঈশ্বর আমার পিতা," "আমাকে কেন ভাল বল? আমার পিতা যিনি স্বর্গে আছেন তিনি ব্যতীত আর কেহই ভাল নয়," এই রূপ অনেক কথা তিনি বলিয়া দেন। ইহাতে তাঁহার শিষ্যেরা এই তর্ক করিলেন যে, যীশু আর ঈশ্বর তুল্য, তবে স্তুতি ঈশ্বরকেই করিতে হইবে, কিন্তু সে তাহার সন্তান যীশুর দ্বারা। এই ভাবটীতে উপাসনের খুব সুবিধা আছে। যে [illegible] [illegible] সম্মুখে রাখিয়া, কি [illegible] অবয়বটী মনের মধ্যে আনিয়া, তাহাকে উপাসনা করা সহজ, সেই রূপ এক জন মনুষ্যকে, যাহার অবয়ব মনের [illegible] ছন্দে এক প্রকার গঠন করিয়া লওয়া যায়, যাহার কথা, বার্ত্তা ভাব, ভক্তি, সমুদয় গ্রন্থ পাঠ কি জনরব দ্বারা জানা আছে, উপাসনা করা সেই রূপ সহজ। ঈশ্বরের অবয়ব নাই, তাঁহার সহিত কাহার কখন আলাপ পরিচয় হয় নাই, তাঁহার যতটী গুণ তাহা সমুদয় আমাদের বুদ্ধি ও জ্ঞানের অগম্য, এই জন্যে সাক্ষাৎ ভাবে এরূপ মহানপুরুষকে উপাসনা করা নিতান্ত কঠিন কাজেই খৃষ্টানদের প্রতিনিধি দ্বারা উপাস্যের উপাসনা করা, এই ভাবটী সাধারণের প্রিয়। মুসলমানেরা এই ভাবটী খ্রীষ্টান ধর্ম্ম হইতে চুরি করিয়া লইয়াছেন ও ব্রাহ্মরাও কেহ কেহ তাহাই করিয়াছেন। আমারা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, যাহারা যাহা জীর্ণ করিতে পারে, [illegible] তাহাই ভক্ষণ করুক। বিজয় বাবুরা কেন শঙ্কিত হইতেছেন? সকলই ঈশ্বরের সন্তান। কেহ ছোট, কেহ বড়। পাপী আর পুণ্যাত্মাদের মধ্যে ছোট ভাই, আর বড় ভাইয়ের সম্বন্ধ। যে ছোট থাকে, সে চিরকাল উলঙ্গ হইয়া গায়ে কাদা মাটি মাখিয়া বেড়ায় যে না। সমুদায়ই মঙ্গলের দিকে ধাবিত হইতেছে।

অনেকে বোধ করি মনে [illegible] ইংরাজগণ করিয়া আমাদের দেশ [illegible] এই জন্যে বাহিরে আমরা তাঁহাদিগের [illegible] কীর্ত্তন করি, তাঁহাদের দোষ [illegible]

দেখিনা। তবে, আমাদের মধ্যে [illegible] আর থাকিতে পারে, তাহাদের সঙ্গে আমাদের যে রূপ সম্বন্ধ তাহাতে এরূপ আর প্রকার ঘটিবার নাই, কিন্তু তথাচ আমাদিগকে কাশারা এই রূপ কলঙ্ক [illegible] করেন, বস্তুতঃ কবে আমরা নির্ব্বিবাদে ইংরাজগণকে তিরস্কার করিয়াছি ও তাঁহাদের কোন গুণ গোপন করিয়াছি।

[illegible] মধ্যে তাঁহারা আমাদের [illegible] এই কয়েকটী কাজ করিয়াছেন, অর্থাৎ আবিসিনিয়ার যুদ্ধের কতক ব্যয় আমাদের স্কন্ধে অর্পণ করিয়াছেন, আমাদিগকে সিবিল সর্ব্বিসে প্রবেশের দ্বার একেবারে রোধ করিয়াছেন, লাইসেন্স ট্যাক্স প্রচলিত হইয়াছে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত [illegible] ফিরাইতেছেন, চুক্তি ও বিবাহ সম্বন্ধে আইনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইয়াছে এবং ইংলণ্ডে কয়েক জন ছাত্র প্রেরণের নিমিত্ত ৭টী স্কলার্শিপ স্থাপন করা হইয়াছে। ইহার শেষোক্ত দুইটী ভিন্ন আর সমুদয় গুলি আমাদের পক্ষে অনিষ্টকর, অতএব কেমন করিয়া সেগুলির জন্য আমরা তাঁহাদিগকে সুখ্যাতি করি। [illegible] আমরা অস্বীকার করি না যে, ইংরাজ কর্ত্তৃক আমাদের দেশের নানা রূপ মঙ্গল সম্পাদিত হইয়াছে কিন্তু আমরা জানিনা ইহার কোন্টী তাঁহারা নিঃস্বার্থভাবে হইয়া করিয়াছেন? যখন দেশের যে মঙ্গলটী করেন, তাঁহাদের আগে দৃষ্টি থাকে স্বার্থের দিকে, অন্যের স্বার্থ সাধন ভিন্ন মনুষ্য কখনই নিজের স্বার্থ সম্পাদন করিতে পারে না, সুতরাং সেই সঙ্গে২ আমাদের ও কতকটী মঙ্গল উৎপন্ন হইয়া পড়ে। ইহাতেও আমরা তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ হইতাম, যদি আমাদের সঙ্গে তাঁহারা সকল বিষয়ে সরল ব্যবহার করিতেন। বাক্যে দেখাইবেন যে, এমন গবর্ণমেণ্ট পৃথিবীতে আর নাই অথচ কাজ করিবার বেলা পদে২ স্বেচ্ছাচারী হইয়া কাজ করিবেন। এই কপটতার আমরা চটিয়া যাই। আমরা কি জানিনে না বুঝিনে, যে, স্বার্থ ভিন্ন ভারতবর্ষ অধিকার করা তাহাদের আর কি উদ্দেশ্য থাকি[illegible] এবং [illegible] কাজ করবে [illegible] কোন কথা হয় না। একজন কমিশনার এবার লিখিয়াছেন যে, আমরা সব ভিক্টোরিয়ার প্রজা, ইংলণ্ডের [illegible] ন্যায় তুমিও স্বাধীন, অথচ আমরা [illegible] কি বলা। এসব [illegible] [illegible] বাঙ্গালির হাজার [illegible] তাহারা ভারি [illegible] অভাব হইলে তাহারা ঘৃণা করে।

আমাদের আর একটী কথা আছে। ইংরাজেরা আমাদের দেশের যেমন অনেক গুলি মঙ্গল সম্পাদন করিয়াছেন, তেমনি অনেক গুলি দোষও তাঁহাদের সঙ্গে আসিয়া ঢুকিয়াছে। ইংরাজ আর আমাদের দেশের বর্ত্তমান সমাজ হইতে অনেক উচ্চ এবং দুইটী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রকৃতি। তাহারা সহসা ইওরোপীয় সভ্যতা প্রবেশ করাইয়া আমাদিগকে অসুখী বই সুখী করেন নাই। হতে পারে পরিণামে ইহাতে মঙ্গল হইবে, কিন্তু এখন ইহাতে আমাদের সমাজ বিশৃংখল করিয়া ফেলিয়াছে এবং আমরা এখন ইংরাজ না হইতে এক মুহূর্ত্তে বাঁচিনা। আমাদের মানসিক শক্তি বাড়িয়াছে বটে, কিন্তু দিন২ শারীরিক শক্তি [illegible]

শারীরি[illegible] [illegible] মারা সব [illegible] থাকে কি [illegible]। এতদ্ভিন্ন অন্য। ইংরাজেরা যত উপকার করিতেছেন সে গুলি, আর মদ্য প্রভৃতি দোষ গুলি, ওজন করিলে কোন দিকে যে ভারি হইবে তাহা আমরা বলিতে পারি না।

আমাদের বোধ হয়, ইংরাজেরা যে প্রণালীতে দেশের উন্নতি করিতে নিযুক্ত হইয়াছেন, সেটী সুস্থকর ও স্বাভাবিক নয়, তাহাতেই এত গোলযোগ হইতেছে। বিশেষতঃ দেশের উন্নতি প্রয়োজক যে তিনটী প্রধান, সেই তিনটীতে আমাদিগকে বিমুখ রাখিয়াছেন। আমাদের এখানে যন্ত্রাদি প্রস্তুত করণ শিক্ষার কোন বিদ্যালয় নাই। এখানে সামান্য একটী কল চালাইতে হইলে, ইংলণ্ড হইতে ইঞ্জিনিয়ার আনিতে হয়। আমরা জানি, দেশীয় লোকে ইঞ্জিনিয়ারিং যদি জানিতেন, তবে অনেকেই এদেশে এত দিন অনেক বিষয়ের কল বসাইতেন। দ্বিতীয় অভাব বাণিজ্য বিষয়ক কোন রূপ শিক্ষা গবর্ণমেণ্ট হইতে না দেওয়া। এটী কোথাও কোন গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রদত্ত হয় নাই বটে, কিন্তু বাঙ্গালির ন্যায় জাতি যাহারা ব্যবসা কারে বলে জানেনা, সেখানে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রচলিত হওয়া কর্ত্তব্য। তৃতীয়, শস্ত্র শিক্ষা না দেওয়া। এটী যত দিন ইংরাজেরা না দিবেন, তত দিন আমরা তাহাদিগকে স্বার্থপর মনে করিব। [illegible] এদেশীয়গণ যেমন নিরীহ ও রাজভক্ত, সেখানে বোধ হয় ইংরাজেরা অনায়াসে নিঃসন্দেহে তাহাদিগকে অস্ত্র শিক্ষা দিতে পারেন। ইহাতে আপাততঃ এই [illegible] দেশীয়গণ যদি অস্ত্র শিক্ষায় তৎপর হয়, তবে গবর্ণমেণ্টের এত ব্যয়ে আর সৈন্য রাখিতে হয় না।

—

এডুকেশনগেজেট।

এডুকেশন গেজেটের শুনিতেছি চরম কাল উপস্থিত। পাঠক বর্গেরা জানেন যে, প্যারী বাবু ইহার সম্পাদকীয়তা পদ পরিত্যাগ করেন এবং ভূদেব বাবু তাহা গবর্ণমেণ্টে প্রার্থনা করিয়া গ্রহণ করেন। ভূদেব বাবু শেষে, কি জন্যে জানিনা, পদ গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হন এবং এই গোলযোগেতে ডাইরেক্টর এটকিনসন সাহেব নাকি উহা উঠাইয়া দেওয়ার জন্যে বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টে অনুরোধ করিয়াছেন। বোধ হয় এডুকেশন গেজেট এবার অন্তর্ধ্যান করিলেন। আমাদের দেশে এ কাগজ খানি দ্বারা বিশেষ [illegible] হইতেছিল। সুলভ বলিয়া অনেকে উহা গ্রহণ করিতেন এবং উহাতে বিদ্যা শিক্ষা বিভাগের অনেক সমা[illegible]। আটকিনসন সাহেবের এটী উঠাইয়া দেওয়ার প্রয়োজন ছিল কি? প্রয়োজন [illegible] বোধ হয়, অত টাকা বেতন খাইতেছে একটা কাজ চাই ত। যাহা হউক, আমরা ভরসা করি বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট ডিরেক্টরের অনুরোধানুসারে কাজ করিবেন [illegible] তবে এডুকেশন লাইনের মধ্যে ইহা[illegible] কিছু কাজ হইতেছিল, ইহাই বলিয়া [illegible] উঠান, জানিনা।

—

ইষ্টারণ বেঙ্গল রেলওয়ে।

পাঠক বর্গেরা বোধ হয় জানেন [illegible] প্রতি রবিবারে কুষ্টিয়া হইতে ঢাকায়, [illegible] বি, রেলওয়ের অধীনে একখানি ষ্টিমার গমন করিয়া থাকে। গত পূজার সময় অনেক গুলি উচ্চপদস্থ ভদ্রলোক ঐ ষ্টিমারে আরোহণ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতে ছিলেন। তাহারা ষ্টিমার কর্ম্মচারিগণ কর্ত্তৃক অপমানিত হন এবং ষ্টীমারের কর্ত্তৃপক্ষীয় গণের অযত্ন ও অবধানতায় অনেক কষ্ট সহ্য করেন। তাহাদের এরূপ অত্যাচার ও কষ্ট প্রায়ই যাত্রীগণ সহ্য করেন। যাত্রীর মধ্যের অনেক গুলি ভদ্র লোক এই রূপ অনিয়ম ও অত্যাচার দেখিয়া সম্প্রতি ইষ্ট বেঙ্গল রেল ওয়ে এজেণ্ট প্রিষ্টেল সাহেবের নিকট আবেদন করিয়াছেন। আবেদনের সার ভাগ এই।

"ষ্টিমারস্থ যাত্রীগণের সুবিধার জন্য যে সমুদয় বন্দোবস্তের বিষয়, সিয়াল দহে নুটিস দেওয়া হইয়াছে তাহার কিছুই করা হয় না। জাহাজ [illegible] বাজারের নিকট লাগান না হইয়া যেখানে [illegible] সে লাগান হয়। যাত্রীগণের মধ্যে অনেকে ইংরাজেরা জাহাজের উপর পান আহার করা অবৈধ

দায় যাইব সাহেব 'তুমি বাহিরে যাও' বলিয়া তাহাকে বন্দুকের দ্বারা জোরে ধাক্কা মারিয়া চলিয়া যান। সাহেব আসামীর পক্ষের কৌনসিলের কুট প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে তিনি বেল সাহেব তদরকে আসিবেন শুনিয়া পুলিস ইনেস্পেকটরের নিকট যাইয়া পুলিস তদারকি কাগজ আর আপন বাসায় লইয়া আসেন এবং ইনেস্পেক্টরকে বলেন "তুমি এরূপ শীঘ্র তদারক সমাধা করিয়া বড় অন্যায় করিয়াছ ।, বেল সাহেব যখন তদারক করেন তখন মেকৃডোনাল্ড সমন কি ওয়ারেণ্ট কিছুই পান না। তিনি আরো বলেন যে মোকদ্দমার কথা শুনিয়া তিনি ভীত হইয়া ছিলেন এবং গ্রামের প্রধান জমিদার ব্রজ কুমার বাবুকে [illegible]ইয়া মোকদ্দমা রুকার জন্য ৩০০ শত টাকা আপনা হতে দিতে স্বীকৃত হন। পরে ফরিয়াদীর পক্ষের আর তিন জনের সাক্ষ্য লওয়া হয়। প্রথম মীর মোসাহেব। সে বলে যে সে পূর্ব্বে মেহের পুরের জেল খানার একজন কনেষ্টবল ছিল। সাহেবের রিপোর্টে বরখাস্ত হয়। রবিবারের দিন সে জেল খানায় বসিয়া সাহেবের বাহিরে আসার প্রতীক্ষা করিতেছিল। সাহেব বাহিরে আসিয়া বড় রাস্তা দিয়া যাইতেছিলেন সে অন্য এক রাস্তা দিয়া যাইতেছিল, সাহেবকে সে দিবস কোন কুকার্য্য করিতে দেখে নাই। কৌনসিলের কুট প্রশ্নে সে উত্তর করে যে বেল সাহেবের নিকট প্রথম সাক্ষ্য দেওয়ার চারিদিন পরেই সে পূর্ব্ব কর্ম্মে বহাল হইয়াছে। দ্বিতীয় সাক্ষী কয়েজুল্লা। সে বলে যে পরদিন সোমবারে আন্দাজ ৮ টার সময় সে ব্রজ কুমার মল্লিকের বাটীতে বসিয়াছিল। মোক্ষদা ও তাহার স্বামী সেই সময়ে বাবুর বাটীতে যায়। বাবুর জিজ্ঞাসা মত মোক্ষদা বলে যে সাহেব তাহার সতীত্ব নষ্ট করে নাই। একথা কয়েজুল্লা সাহেবের নিকট আসিয়া বলে, তাহাতেই সাহেব তাহাকে সাক্ষী মান্য করেন। কিন্তু সাহেব বলেন, যে কয়েজুল্লার সহিত মোকদ্দমার পূর্ব্বে তাঁহার কখন সাক্ষাৎ হয় না। মীর মোসাহেব ও কয়েজুল্লার সাক্ষ্য আগা গোড়া অসংলগ্ন হইয়াছিল। তৃতীয় সাক্ষী ব্রজ নাথ পরামাণিক, মেহের পুরের নেটিব ডাক্তার। ডাক্তার বলেন যে, মোক্ষদার পূর্ব্বে উপদংশ পীড়া হইয়াছিল এবং সে তাঁহার নিকট চিকিৎসিত হইয়া আরো[illegible] কথিত ঘটনার দুই এক দিন পরে পুলিসের ইস্তাহারে তিনি মোক্ষদার অঙ্গপরীক্ষা করেন, তাহাতে দেখে যে যদি [illegible] সহিত সাহেবের সংসর্গ হইত [illegible] হইলে সাহেবের উক্ত পীড়া হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। উক্ত ঘটনার পাঁচদিন পরে সাহেব আপনা হইতে তাহাকে ডাকাইয়া

নিজ অঙ্গ পরীক্ষা করান, তাহাতে দেখাযায় যে সাহেব ২০।২১ দিনের মধ্যে স্ত্রীসংসর্গ করেন নাই এবং তাহার কোন পীড়াও নাই। তৎপরে কৌন্‌সিলের কুট প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে, যখন মোক্ষদার পরীক্ষা করেন তখন তাহার অঙ্গের অভ্যন্তর ভাগে কোন রূপ পীড়াছিল কি না, তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখেন নাই, কেবল তাহার উপরি ভাগে দুই একটী কালদাগ মাত্র দেখিয়াছিলেন। তাহার সহিত সংসর্গ হইলে দুই মাসের মধ্যে কোন পুরুষের কোন রূপ পীড়া হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না !!! উপদংশ পীড়া কি, তাহা কয় প্রকার, তাহার লক্ষণ কিকি এবং উহা কোন্ কোন্ অবস্থায় সংক্রামক, ডাক্তার তাহার কিছুই বলিতে পারেন না, অথচ ডাক্তারি কলেজে তিন বৎসর পড়েছেন এবং নয় বৎসর গবর্ণমেণ্টের কর্ম্ম করিতেছেন !!!

মেহের পুরে বেলসাহেবের প্রথম তদারক ও বিচারের কাগজ পত্র কিছু সেসনে দর্শান হয়না। জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেটের সমক্ষে মোক্ষদা এবং হরিঘোষ যে জওয়াব দেয় তাহাই কেবল পড়া হয়। মোক্ষদা বলে যে সাহেব সেই সঙ্কীর্ণ পথে তাহাকে দেখিতে পাইয়া তাহার হাত ধরিয়া নীল বনের মধ্যে টানিয়া লইয়া যাইয়া বলপূর্ব্বক সতীত্ব নষ্ট করে। সেখানে সে ক্রন্দন করিতে থাকে, তৎপরে বাটী আসিয়া তাহার স্বামীকে সমুদয় বলে। পর দিন সে, তাহার স্বামী এবং আর কয়েক জন লোক সঙ্গে করিয়া ব্রজকুমার বাবুর বাটীতে যায়। বাবু তাহাকে থানায় যাইতে বলেন। জেলায় যাইবার কথা সে ভয় প্রযুক্ত বলিয়াছিল। ডাক্তারের নিকট সে যে রোগের চিকিৎসা করে, সে রোগ তাহার স্বামী হইতে প্রাপ্ত হয়। পুলিস ইনস্পেক্টর তদারক করিয়া যে কি রিপোর্ট দেন তাহা সেসনে দেখান হয় নাই। হরিঘোষ বলে যে সে নীলবনের অনতি দূরে গরু চরাইতে ছিল। সাহেব মোক্ষদার হাত ধরিয়া টানিয়া নীলবনের মধ্যে লইয়া যান সে দেখিয়াছিল। সাহেবের হাতে বন্দুক ছিল, সে সেইভয়ে তখন সেদিকে যায় নাই। তার পর যাইয়া দেখে সাহেব দাঁড়িয়া পেন্টুলনের বোতাম দিতেছেন। তাহাকে দেখিয়া সাহেব চলিয়া গেলেন। মোক্ষদা কাঁদিয়া উঠিল, ও আদ্যোপান্ত সব বলিল। ইত্যাদি।

আসামীর পক্ষে কোন ছাপাই সাক্ষী দেওয়া হয় নাই। তৎপরে সরকারী উকিল বাবু ফরিয়াদীর পক্ষে এক বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন সাহেব মোক্ষদাকে "তুমি তত সুন্দরী নও" ইত্যাদি বলিয়া যে পরিহাস করেন ও বন্দুক দিয়া ধাক্কা মারেন তাহার দ্বারা এমন প্রমাণ হয়না যে তিনি বলপূর্ব্বক তাহার ধর্ম্ম নষ্ট করেন। সাহেব যখন নিজমুখে পরিহাস করা ও ধাক্কা মারার কথা স্বীকার করিতেছেন, তখন যে তিনি বলাৎকার সম্বন্ধে মিথ্যা কথা কহিতেছেন, ইহা বোধ হয়না। তিনি এক কৃতবিদ্য ইংরাজ ও হাকিম। তাঁহার দ্বারা এরূপ কার্য্য সংঘটন হওয়া অসম্ভব। মোক্ষদা তত সুন্দরী নয় (বাস্তবিক স্ত্রীলোকটির সামান্য রূপ) যে তাহাকে দেখিয়া সাহেব মোহিত হইয়াছিলেন। বিশেষ তখন দিন কট্‌ কট্‌ করিতেছিল ইত্যাদি

কৌন্সেল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তৎপরে একটি দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। তিনি প্রথমে আদালতকে সম্বোধন করিয়া মোকদ্দমা জুরির বিচারে যাওয়ার বিরুদ্ধে কয়েকটি আপত্তি উত্থাপন করেন। তিনি বলেন বেল সাহেবের প্রথম বিচার কালীন, সাহেব আসামী কোনরূপ সমন বা ওয়ারাণ্ট পান না। এবং মোকর্দ্দমা আইনের বিধানুযায়ী চালান হয় না। যে মোকদ্দমা করিতে এখানে ৫ দিন লাগিল, বেল সাহেব মেহের পুর গিয়া একদিনের মধ্যে তাহার বিচার চুড়ান্ত করিয়া আসামী খালাস দেন। এমত অবস্থায় বর্ত্তমান আসামীর মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া বলিয়া ফৌজদারিতে অর্পিত হইতেই পারে না। আদালত এ আপত্তি অগ্রাহ্য করিলেন। তৎপরে কৌন্সল বাবু জুরিকে সম্বোধন করেন। তিনি বলেন জুরি মহাশয়রা দেখিয়াছেন যে ফরিয়াদীর পক্ষে তিন জন সাক্ষী কেমন চমৎকার রূপে সাক্ষ্য দিয়াছে! সকলের সমক্ষে কেমন আপনাদিগকে মিথ্যা বাদী সপ্রমাণ করিয়া গিয়াছে! তাহারা প্রতি কুট প্রশ্নে কিরূপ অপ্রতিভ হইয়াছিল, এবং উত্তর দিতে গিয়া কেমন অসংলগ্ন কথা কহিয়াছিল, সংক্ষেপে ফরিয়াদীর পক্ষের সাক্ষীগণ আসামীদ্বয়ের দোষ সাব্যস্ত করিতে পারে নাই: যেপর্য্যন্ত ফরিয়াদী আসামীর দোষ সপ্রমাণ করিতে না পারে সে পর্য্যন্ত আসামী নির্দ্দোষী জ্ঞান করিতে হইবে। এবং সে পর্য্যন্ত আসমীর পক্ষে কোন ছাপাই সাক্ষীর প্রয়োজন করেনা। আসামীর পক্ষ সেই জন্য কোন ছাপাই সাক্ষী আনা হয় নাই। তবে ম্যেকডোনাণ্ড সাহেব যে বলেন যে তিনি উক্ত দোষ করেন নাই, সেইরূপ তাঁহার বিরুদ্ধে দুজন সাক্ষী মোক্ষদা ও হরি ঘোষ। এক হলফের বিরুদ্ধে দুই হলফ। আইনের চক্ষে বর্ণ ভেদ নাই,--সাহেবের সাক্ষ্য যেমন বিশ্বাস যোগ্য মোক্ষদা ও হরিঘোষের সাক্ষ্য সেইরূপ

বিশ্বাস যোগ্য। সাহেবের বিদ্যা জ্ঞান ও পদ লইয়া কিছু আড়ম্বর করা হইয়াছে, কিন্তু পথের মধ্যে কুলবতী স্ত্রীকে অবিশ্বাস করিয়া থাকা সারা কি বিদ্যা, সভ্যতা, জ্ঞানের অনুমোদিত না তাঁহার পদোচিত কার্য্য? ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব মেহেরপুরে কুইনের প্রতিনিধি, তাহার হস্তে অধিবাসীগণের জীবন পর্য্যন্ত ন্যস্ত, তিনি কিনা অম্লান বদনে তাহার ইউরোপীয় সভ্যতা জ্ঞান ও স্থানবোচিত লজ্জার মাথা খাইয়া, কোনের কুলবধুকে বলিলেন "তুমিতো সুন্দরী নও,,। এবং নৃশংসরূপে অবলা কুলবালাকে বন্দুকের গুতা দিয়া সজোরে ধাক্কামারিলেন। তিনি কোন আইনানুসারে পুলিসের তদারকি কাগজ পত্র কাড়িয়া আনিবেন। কি আশ্চর্য্য! যে ব্যক্তি আপনার কুলবধূর এরূপ অবমাননা করিল, তাহার কথা সাহেবরা নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করিবেন! আর যাঁহারা কখন ও আদালতে আসে নাই, সাহেবের নাম শুনিলে, চমকিয়া উঠে, পুলিশ কাহাকে বলে জানেনা, যাহাদের উপর ঘোর পশুবৎ অত্যাচার হইল, তাহারা মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছে বলিয়া তুইমাস হাজতে পচিল, এখন তাহাদিগকে জীপান্তর করিতে হইবেক। সেকাতালাও সাহেব উক্ত ঘটনার পাঁচদিন পরেই ডাক্তার দিয়া তাহার অঙ্গ পরীক্ষা করাইলেন কেন? তিনি যখন শুনিতে পাইলেন, যে মোক্দমার উপদংশ পীড়াছিল, তখন তাঁহার স্বভাবতঃ ভয় হইয়াছিল, পাছে তাহার ঐ রোগ হয়। তিনি যদি দোষী না হইবেন তবে সশঙ্কিত হইয়া ৫০০ শতটাকা দিয়া রক্ষা করিতে চাহিয়াছিলেন কেন? মোক্দা তত সুন্দরী নয় বটে এবং তখন অপরাহ্ণ। কিন্তু যেমন নিদ্রা পীড়িত লোকদিগের শয্যা জ্ঞান নাই; সেই রূপ কামোন্মত্ত ব্যক্তিগণের লজ্জার ভয় কি সৌন্দর্য্য জ্ঞান থাকেনা।

অতএব যখন ফরিয়াদীর পক্ষ হইতে এমন কোন প্রমাণ দেওয়া হয় নাই, যাহাতে আসামীদ্বয়ের দোষ সাব্যস্ত হইয়াছে, আর যে প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে তাহা এত হাস্যকর, যে বুদ্ধিমান লোকে তাহাতে কিছু মাত্র বিশ্বাস করিতে পারেন না, এবং যখন প্রত্যক্ষ ও অবস্থা ঘটিত প্রমাণ দ্বারা সেকতোলাও সাহেবর দোষ সপ্রমাণ হইয়া গিয়াছে, তখন আসামী দ্বয় অবশ্য মুক্ত হইবে।,, জুরিরা একমত হইয়া বলিলেন আসামী দ্বয় বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ হয় নাই,, অতএব তাহারা নিরপরাধী।,,

আসামীরা যখন জুরির বিচারে খালাস পাইল এবং যখন প্রকাশ যে প্রথম মোকদ্দমা যথারীতি তদারক ও বিচার হয় নাই, তখন উক্ত গুরুতর বিষয়টির পুনঃ তদারক ও বিচার হওয়াই উচিত বোধ হইতেছে।

—:::—

প্রায় তিন মাস অতীত হইল, সংবাদ পত্র সকলে প্রকাশিত হয় যে, এতদ্দেশীয় কয়েক ব্যক্তি গবর্ণমেন্টের ব্যয়ে বিলাত প্রেরিত হইবেন এবং সেখানে থাকিয়া তাহারা সিবিল সরবিস, ব্যারিষ্টারসিপ, ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা ডাক্তারি পরীক্ষা দিতে পারিবেন। গত সংখ্যার কলিকাতার গেজেটে গবর্ণমেন্টের এই সংক্রান্ত রিজলিউসন প্রকাশিত হইয়াছে। আগামী জানুয়ারী মাস হইতে এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইবে। পূর্ব্বে আমরা বলিয়াছিলাম যে, জুরেল সাহেব এই প্রস্তাব উত্থাপন করেন কিন্তু এক্ষণ আমরা জানিলাম যে, ষ্টেট সেক্রেটারী দ্বারা এটি সংকল্পিত হয়। সার নর্থকোটের এই কার্য্যটি ভারত বর্ষীয়দিগের চিরস্মরণীয় হইবে।

নয়জন ভারত বর্ষীয় প্রতিবৎসর প্রেরিত হইবেন, এই নয় জনের মধ্যে

বঙ্গদেশ হইতে	২
বোম্বাই "	২
মান্দ্রাজ "	২
পঞ্জাব "	১
অযোধ্যা ও মধ্য ভারতবর্ষে এক বৎসর অন্তর পর্য্যায় ক্রমে	১
উত্তর পশ্চিমাঞ্চল	১

প্রত্যেক ব্যক্তিকে ২০০০ টাকা করিয়া বাৎসরিক বৃত্তি দেওয়া হইবেক। এতদ্ভিন্ন বিলাত যাইবার পাথেয় ১৫০০ টাকা তিনি গবর্ণমেন্ট হইতে পাইবেন। পীড়িত হইয়া দেশে প্রত্যাগত হইতে বাধ্য হইলে তাহাকে আর ১৫০০ টাকা দেওয়া হইবে। অসচ্চরিত্র হইলে তাহাকে টাকা ফেরত দিতে হইবে। বম্বে মান্দ্রাজ ও বাঙ্গলার ছয়টি ছাত্রবৃত্তির তিনটি সাধারণ পরীক্ষা দ্বারা বিতরিত হইবে। আর তিনটি গবর্ণমেন্ট যাহাদিগকে মনোনীত করিবেন তাহারাই পাইবেন। বৃত্তি গ্রাহীদিগের বয়ঃক্রম ১৭ বৎসরের কম ও ২১ বৎসরের বেশী হইবে না। প্রতি যোগিতা দ্বারা যে ছাত্র বৃত্তিটি দেওয়া হইবে তাহা সম্ভবতঃ এল এ পরীক্ষায় যিনি প্রথম হইবেন তিনিই পাইবেন। গবর্ণমেন্টের আদেশ পাইবা মাত্র তাহাকে ইংলণ্ড গমন করিতে হইবে এবং অন্যূন তিন বৎসর সেখানে থাকিয়া অধ্যয়ন করিতে হইবে। পরীক্ষার্থী দিগকে পরীক্ষার এক মাস পূর্ব্বে বিদ্যাধ্যাপনের ডিরেক্টরের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

এই সম্বন্ধে আমাদের গুটি দুই কথা আছে। ২১ বৎসর বয়সের যে নিয়ম করা হইয়াছে, তাহা তত যুক্তি সংগত হয় নাই। ইহা দ্বারা অনেকের উন্নতির পথে কণ্টক দেওয়া হইবে। যাহারা এখানে চিকিৎসা, ইঞ্জিনিয়ারিং বা ওকালতি করিয়া বিলাত গমন করেন, তাহারা যেমন ঐ ব্যবসায় সুন্দর রূপে শিখিয়া আসিতে পারিবেন, এক জন সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ২১ বৎসর বয়স্ক যুবক দ্বারা সেরূপ প্রত্যাশা কখনই করা যাইতে পারে না। কল সিবিল সরবিস সম্বন্ধে যেরূপ হউক, অন্যান্য স্বাধীন ব্যবসায়ে এরূপ কোন বিশেষ বয়সের নিয়ম করা উচিত নয়। এই বয়সের নিয়মটি উঠাইয়া দিলে, হাই কোর্টের অনেক উকীল ও মেডিকাল এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অনেক উত্তীর্ণ ছাত্রেরা ইংলণ্ড যাইতে পারেন। অপিচ কয়েকটি ছাত্র বৃত্তিই সকলের প্রতি যোগিতা লভ্য করাই উচিত। আর একান্তই যদি গবর্ণমেন্ট নির্ব্বাচন করিয়া কয়েকটি ছাত্র বৃত্তি প্রদান করেন, তবে সেগুলি যেন সংগতি হীন সুযোগ্য ভদ্র সন্তানদিগকেই দেওয়া হয়। বড় মানুষের ছেলেদের দিয়া যেন তেলা মাথায় তেল ঢালা না হয়।

—:::—

সমালোচনা।

কুসুম কলিকা। শ্রীযুক্তবাবু [illegible] চন্দ্ররায় চৌধুরী এই পুস্তকের প্রণেতা। লেখকের বয়ঃক্রম অষ্টাদশ বৎসরের অধিক নহে। ইহাঁদ্বারা যে এ রূপ কবিতা রচিত হইয়াছে, ইহা কম প্রশংসার বিষয় নয়। অনেকে কবিতা লিখিয়া থাকেন বটে কিন্তু তাহা স্মরণ ও বুদ্ধি শক্তির কল মাত্র, সুতরাং নিরস ও অস্বাভাবিক। কল্পনা প্রবল হইয়া সদ্বিবেচনার অধীন হইবে। তাহা হইলেই প্রকৃত কবিতা উৎপন্ন হয়, নচেৎ কবিরাও কষ্টপান, পাঠকেরাও বিরক্ত হন। কুসুম কলিকাতে কল্পনার কার্য্য দেখা যায়, ও কবিতা গুলিন সরল স্বাভাবিক। লেখকের ইহা প্রথম ও অপরিণত বয়সের রচনা বলিয়া আমাদের ভরসা হইতেছে যে ইনি ভবিষ্যতে একজন সুকবি হইতে পারিবেন। লেখক যেন মনে রাখেন যে, বাঙ্গালীরা অধ্যবসায়ের অভাবে স্বাভাবিক শক্তি সম্পন্ন হইলেও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়েন। সকলের কর্ত্তব্য যে, ইহাকে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করেন। পুস্তকের মূল্য দুইআনা মাত্র।

দেখিলে জানা যা-
দিগের মধ্যে কে
কে কর দিয়া থা-
কেন।

নাম		কতকর দেন
সিন্ধিয়া		০
গুইকার		০
জয়পুরের মহারাজা		৪
ত্রিবাঙ্কুরের	ঐ	৫৯৬৪৪০
পাতিয়ালা	ঐ	০
যোধপুর	ঐ	১১২২০০
উদয়পুর	ঐ	১৯১১৪০
আলোয়ার	ঐ	০
কাশ্মীর	ঐ	০
নিজাম	ঐ	১০৮১১০

বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে প্রাচীন ভারতবর্ষের যেরূপ শাসন প্রণালী ছিল, এক্ষণও সেই ভাবটী রহিয়া গিয়াছে। প্রাচীন ভারতবর্ষে সহস্র২ রাজারা রাজ্য শাসন করিতেন, কেহ কাহারো বাধা জন্মাইতেন না। যাঁহার বীর্য্য অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিত তিনি রাজসুয়া কি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া অন্য রাজাগণের নিকট প্রাধান্য পাইতেন এই মাত্র। কি যুদ্ধে কোন রাজার সহিত জয়ী হইলে, তাহার নিকট কিঞ্চিৎ কর লইয়া তাহাকে স্বচ্ছন্দে রাজ্য [illegible] রিতে [illegible] তন। এরূপ ঔদার্য্যতা [illegible] ব্যতীত [illegible] থায়ও [illegible] ছিলনা, ও এই প্রথা প্রচলিত ছিল বলিয়া রাজা পুরু আলেকজাণ্ডারকে সাহসের সহিত উত্তর প্রদান করেন।

যখন দিল্লির রাজা ভারতবর্ষের এক ছত্রাধিপতি হইলেন, তখন ঐ রূপই থাকিল, কেবল এই একটু বিভিন্নতা হইল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দু রাজা দিগের কোন কোন স্থানে মুসলমানেরা রাজা হইল। বিদেশে স্বজাতীয়ের সহিত সম্বন্ধ কিছুবেশী নৈকট্য হয়, এই নিমিত্ত দিল্লিশ্বরে আর অন্যান্য মুসলমান *রাজা দিগের সহিত প্রভু ও অধীন এই সম্ব*ন্ধটী বৃদ্ধি পাইল। তবু বাঙ্গালার, গুজরাটের বিজয়পুরের, মালোয়ার, অযোধ্যার, নবাবেরা প্রায়ই স্বাধীন রাজা ছিলেন।

ব্রিটিশ রাজ্যে, সেই ছায়া মাত্র রহিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে এক এক নবাবের এরূপ বীর্য্য ও সম্পত্তি ছিল যে, এককই দিল্লির পাতসার সহিত সমর করিতে পারিতেন, ও কোন কোন সময়ে তাঁহাকে পরাজিতও করিতেন, কিন্তু আর তাহা হইবার যো নাই। এক্ষণে আর একটু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এক্ষণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দু রাজা দিগের স্বাধীন ভাবে রাজ্য শাসনের নাম মাত্র রহিয়াছে, প্রকৃত পক্ষে যিনি ইংরাজ দিগকে উৎকোচ দিতে, পদ সেবা করিতে পারেন, তিনিই স্বচ্ছন্দে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারেন।

মহারাণী এক্ষণে দিল্লির মোগলের আসনে উপবিষ্টা, আর তাঁহার এই বিস্তার সম্রাজ্যের ভিত্তিস্তম্ভ এই সকল ক্ষুদ্র রাজাগণ। ইহার দিগকে পোষণ করিতে পারিলে মহারাণীর রাজ্যের ভাবনা মাত্র থাকে না। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় ও সেই রূপ কিন্তু নীচ প্রকৃতির ইংরাজেরা, কেহ কেহ এ অভিপ্রায় নিষ্ফল করিয়া দেয়।

আর বৎসর মার্চ্চ মাসে মিসোরের রাজা কৃষ্ণরাজ বহাদুরের মৃত্যু হইল, আর তাঁহার পুত্র চমর জন্দকে সেই গদি দেওয়া লইয়া কোন কোন ইংরাজ যেমন তেমন নীতন্ন করিয়াছেন? সেই পরিণামে, তাঁহাকে ই গদি দেওয়া হইল, কিন্তু সে অনেক জল ঘুলাইয়া। বিবেচনা কর রাজা চমরজন্দ বড় হইলে, ইংরাজ দিগের প্রতি তাহার মনোগত ভাব কি রূপ থাকিবে!

কাশ্মীরের মহারাজকে লইয়া, মৃগয়া, কাশ্মীরীয় স্ত্রী ও জল বায়ু প্রিয় কোন২ ইংরাজেরা ইতি মধ্যে কত দৃশ্যে কাণ্ড করিয়াছে? যে ইংরাজ কাশ্মীরে গমন করেন, তিনিই গবর্ণর সাহেবের "পায় থানার দেওয়ান"। তাঁহাকে একটু সম্মানের ত্রুটী হই[illegible] [illegible]র রক্ষা নাই! ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া এই সমুদায় লোক দিগকে আশ্রয় দিতে বড় ভাল বাসেন। শুকরের নিকট বিষ্ঠাই প্রিয়। সে দিবস একজন ইংরাজ, গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী নন, একজন এয়ার মাত্র, কাশ্মীরে শিকার করিবেন এই প্রার্থনা করিয়া রাজাকে এক পত্র লিখেন, তাহার প্রত্যুত্তর নাকি মহারাজা দেন নাই, এই অপরাধে ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া মহারাজাকে বিস্তর কটু বলেন। তাহাতে এরূপও বলা হয় "আমাদের কাশ্মীরে আমরা যাইব, *মহারাজা কে?*" এ তর্কের আর উত্তর নাই। কাশ্মীর ইংরাজ দিগের কবে হইল! আমরা ত তা জানিতেও পারিনাই?

রণজিৎ সিংহ কাশ্মীর অধিকার করিয়া লন, ও তাহার মৃত্যুর পরে যে অরাজক হয়, সেই সময় গোলাব সিংহ স্বাধীনতা প্রাপ্ত হন। তাহার অনতি বিলম্বেই শিক দিগের সহিত ইংরাজ দিগের ঘোর তর সমর হয়। এই সময়ে গোলাব সিংহ প্রাণপণে ইংরাজ দিগকে সাহায্য করেন, ও তাহাতে তাঁহাদের যে বিস্তর উপকার হয় তাহা বলা বাহুল্য। ইহার মধ্যে ইংরাজ দ্বারা কাশ্মীর অধিকৃত কবে হইল? নেপাল ও যে রূপ, কাশ্মীর ও সেই রূপ, তবে নেপাল বলবান ও কাশ্মীর দুর্ব্বল। একটীতে লোভের বিষয় কিছুই নাই, আর একটী উহাতে পরিপূর্ণ। কাযেই কোন যুদ্ধ, কি সন্ধি না করিয়া, বীর্য্যবান পঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের সন্নিকট বাড়ী বলিয়া, কাশ্মীরের রাজা এক্ষণে নামে ও কাযে ইংরাজ প্রজা হইয়া পড়িয়াছেন। পাঠক উপরের তালিকা দেখিবেন যে, কাশ্মীরের মহারাজা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে কর দেন না।

১৮৬৪ সালে কাশ্মীরের মহারাজার সহিত ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বাণিজ্য দ্রব্যাদির শুল্ক লইয়া একটী বন্দ বস্ত হয়। পরে গত বৎসর, বন্দবস্তের সর্ত্তপালিত হইতেছে না বলিয়া ঐ রূপ জন কয়েক ইংরাজ চীৎকার করিতে আরম্ভ করিলেন। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এই বিষয় অনুসন্ধানার্থ গোয়েন্দা [illegible] করেন। মহারাজা ভয়ে শশব্যস্ত হওয়া, তখনি শুল্ক কমাইয়া দিলেন। এক্ষণে ইহাই স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, বৎসর বৎসর ঐ রূপ ইনস্পেক্টর প্রেরিত হইবে! এই রূপ ত্যক্ত বিরক্তের ফল একমাত্র। এরূপ আচরণের পর কাশ্মীরের মহারাজা ভয়ে জড় সড় হইয়া কি করেন, কি করিয়া ইংরাজ দিগকে শান্ত করেন, এই ভাবিয়া পাঞ্জাবের বিদ্যোন্নতির নিমিত্ত ষাটি, সত্তর হাজার টাকা দান রূপ উৎকোচ, ও সে দিন কার হাজরার যুদ্ধে দুই রেজিমেণ্ট সৈন্য দিয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে বড় সন্তুষ্ট করিয়াছেন। এ যে স্পষ্টাক্ষরে উৎকোচ, আর উৎকোচ কে কাহাকে ভাল বাসিয়া দিয়া থাকে? কাশ্মীরের মহারাজা আরো আরো সদুপায় অবলম্বন করিয়াছেন। ইংরাজ তাঁহার রাজ্যে গেলেই অমনি মহাসমাদরের সহিত তাহার বাস স্থান, ভোজন ও পান সামগ্রী ও নিত্য নিত্য ভোজদান, শিকার করিতে লইয়া যাওয়া, কাশ্মীরি স্ত্রীলোকের নৃত্য দর্শান ইত্যাদি দ্বারা যত "এয়ার" ইংরাজ *দিগকে বাধ্য করিয়া [illegible]ন।*

আমির শের আলির সহিত সন্ধি।

আবগানিস্থানের বর্ত্তমান রাজা সের আলির সহিত ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যে সন্ধি করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা বিফল হইয়াছে। এরূপ যে হইবে, তাহা পূর্ব্বেই জানা গিয়াছিল। যখন শের আলি আবগনিস্থানের সিংহাসন প্রাপ্তির নিমিত্ত ঘোরতর সমর করেন তখন রুসিও ও পারশিকেরাই তাঁহাকে সাহায্য করেন, ইংরাজেরা চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন। এখন শের আলি কৃতকার্য্য হইয়াছেন দেখিয়া ব্রিটিশ

গবর্ণমেণ্ট দৌড়াদৌড়ি সন্ধি করিতে যাইতেছেন। এ রূপ সন্ধি কখন হইয়া থাকে? আবগানিস্থানের এ দিকে ইংরাজ, ও দিকে রুসিও। এক গবর্ণমেণ্ট নিদ্রা যাইতেছেন, জাগাইলেও জাগরিত হন না, আর এক গবর্ণমেণ্ট গঙ্গার স্রোতের ন্যায় ক্রমেই দক্ষিণাভিমুখ অগ্রসর হইতেছে। ইংলিশম্যানের একজন পত্র প্রেরক এ বিষয়ে কি লিখিয়াছেন নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল, তিনি বলেন----

"দোস্ত মাহাম্মদ খাঁর সহিত ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যে সন্ধি করেন, তাহা শের আলির নিকটে আছে, কিন্তু দোস্ত মাহাম্মদের মৃত্যুর পর সন্ধি লিখিত কোন সর্ত্তই ইংরাজেরা পালন করেন নাই।

আজিম খানের সহিত যে সন্ধি হয় তাহাও শের আলির হস্তে। সে সন্ধির সর্ত্তও ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট পালন করেন নাই।

যদি সত্যই শের আলি ইংরাজের সহিত মিশেন, তাহা হইলে রুসিওরা পদ চ্যুত আবদুল রহমানের দিকে মিশিয়, স্বচ্ছন্দে তাহাকে আবার কাবুলের অধীশ্বর করিতে পারিবে, ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টের ভারত সৈন্য দ্বারাও তাহা নিবারণ করিতে পারিবেন না।

যখন কোকন্দের রাজা রুসিও কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া, ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের নিকট সাহায্য প্রার্থনার নিমিত্ত দূত প্রেরণ করেন, তাহার সহিত গবর্ণমেণ্ট কি ব্যবহার করেন!"

দোস্ত মাহমুদ খাঁর মৃত্যুর সময়, শের আলি খাঁকে সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত পাত্র জানিয়া, তিনি তাঁহার পুত্র গণের মধ্যে তাঁহাকেই সিংহাসন দিয়া যান। কিন্তু দোস্তমহাম্মদ খাঁর মৃত্যুর পরেই ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তাহাকে যে বার্ষিক দিতেন, তাহা বন্ধ করিয়া দিলেন। সে আবার এমনি সময়, যখন শের আলির অর্থের নিতান্ত প্রয়োজন। যখন শের আলি পারশিক দিগের নিকট সাহায্য লইতে যান, তখন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তাহাকে তিরস্কার করেন। শের আলি যে দোস্তমাহাম্মদ খাঁর প্রকৃত অধিকারী, তাহা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট স্বীকার না করিয়া আফজুল খাঁকেই ন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট আবগানদিগের মনে এই বিশ্বাস জন্মাইয়া দেন যে, আবগানিস্থানের রাজত্ব নষ্ট করিয়া তাহারা উহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন উপদেশে বিভাগ করিবেন। এ সমুদায়ের পর ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের শের আলির সহিত বন্ধুতা স্থাপন একরূপ অসম্ভব।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, এখনও বলি যে, ভারত বর্ষ লওয়া ব্যতীত রুশিওদের যে আর কোন উদ্দেশ্য আছে তাহা বোধ হয় না। শুদ্ধ যে মধ্য আসিয়ায় বাণিজ্য বিস্তার তাহারা এত ক্ষতি স্বীকার করিবে সম্ভব ১৭০৩ খৃঃ অব্দ অবধি তাহারা দক্ষিণ মুখ অগ্রসর হইতেছে, তাহারা ককেশস অধিকার করিয়াছে, পারস্য করায়ত্ত্ব করিয়াছে, কাস্পিয়ান হ্রদের চতুষ্পার্শ্বে অসংখ্য সেনা জমা এক করিয়াছে, খানত অধিকার করিয়াছে, একি শুদ্ধ বাণিজ্যের সৌ গমার্থে! এক্ষণে খোরাসান রুসিও সম্রাজ্যের সীমা বলিতে হইবে। তবে যত দিন রুসিও সেনাপতি কফম্যান তাহার সৈন্য লইয়া অক্সাসের ধারে অবস্থিতি করিবেন তত দিবস তিনি শের আলিকে বিশেষ রূপে সাহায্য করিতে পারিবেন না। তত দিবস ভারত বর্ষের কোন শঙ্কা নাই।

কিন্তু অদ্যই হউক কল্যই হউক, রুসিও গবর্ণমেণ্ট ও ভারত বর্ষীয় গবর্ণমেণ্টে যে ভারতবর্ষ লইয়া ঘোর তর সংগ্রাম হইবে তাহার প্রতি কম সন্দেহ আছে। যুদ্ধের কিরূপ হইবে তাহা জগদীশ্বর জানেন, তবে ইহা বোধ হয় যে ইংলণ্ডের রুসিওদিগের অপেক্ষা অধিক সুবিধা আছে। এক্ষণে দেশের মধ্যে কোন আভ্যান্তরিক বিবাদ বিসম্বাদ নাই। যদি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট মনে করেন, তবে কল্যই শের আলিকে কাবুল হইতে বহিষ্কৃত করিতে পারেন। রুশিওরা অক্সসের ধারে এত দূরে আছে যে, তাহাদের শের আলিকে বিশেষ সাহায্য করিবার যো নাই। আর যদি এদিককার পথ পরিষ্কার করিয়া, বলহিসারে ইংরাজ সৈন্যের শিবির সংস্থাপিত হয়, তবে সে ব্যুহ ভেদ করা রুশিওদিগের অসাধ্য হইবে। কিন্তু যাহা হউক, টাকা কে দিবে? সে ত আমরা! মহিষে মহিষে যুদ্ধ করে নল খাগড়া প্রাণে মরে। সে ত কম টাকার কায নয়।

—৪৪—

শ্যামের রাজা।

আসিয়া, একটি রত্ন হারাইয়াছেন। শ্যামের রাজা ৬৪ বৎসর বয়ঃক্রমে সম্প্রতি মানব লীলা সম্বরণ করিয়াছেন। ইহাঁর ন্যায় বিজ্ঞান বেত্তা আশিয়াতে আর কেহ ছিলনা, অথচ ইনি, কাহার নিকট কিছু শিক্ষা করেন নাই, আপনা আপনি পরিশ্রম করিয়া মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হন। বিশেষতঃ ইনি যে রূপ নম্র ওদ্রূপ সলজ্জ ও অত্যন্ত প্রজা প্রিয় ছিলেন। আগষ্ট মাসে যে সূর্য্য গ্রহণ হয়, তাহা তিনি পরীক্ষা করিতে গিয়া, জ্বর রোগে আক্রান্ত হন, ও সেই রোগে তাঁহার মৃত্যু হয়। গ্রহণের পূর্ব্বে, তিনি সে গ্রহণ সম্বন্ধে যাহা গণনা করেন, তাহাও ঠিক হয়।

১৮৩৩ সালে প্রথমে তিনি ইংরাজ দিগের নিকট পরিচিত হন। তখন তাহার বয়স ২৮। ২৯ হইবে। সে এই প্রকারে। যুবরাজ একজন ইংরাজকে কয়েকটি প্রশ্ন করেন, তিনি তাহা রিয়া আসিয়াটিক আসিয়াটিক সোসাইটীর র্ণালে এই বিষয় উল্লেখ করিয়া ইহাই লেখা হয়:—

"শ্যামের পণ্ডিত যুবরাজ (তখন ইহার পিতা বর্ত্তমান ছিলেন) এক জন অদ্ভুত মনুষ্য। তিনি আপনা আপনি শিখিয়াছেন, ও যদিও তিনি বুদ্ধিমান, তবু অত্যন্ত ভীরু, পাছে তাঁহার বিজ্ঞানে এরূপ মতি আছে ইহা, রাজা ও মন্ত্রিগণ টের পান, এই ভয়ে ব্যস্ত। আর এক জন বিজ্ঞানবিৎ, যিনি তাহাকে দেখিয়াছেন, যুবরাজের কথা বলেন যে, তিনি এক জন অদ্ভুত মনুষ্য, আর তিনি যদি শ্যামে জন্ম গ্রহণ না করিয়া আর কোন দেশে জন্ম গ্রহণ করিতেন, তবে খ্যাতাপন্ন হইতে পারিতেন। জন কয়েক করাশিশ গণক গণনা করিয়াছিলেন যে, ঐ বৎসর একটী ধূমকেতু পৃথিবী নষ্ট করিবেক, তিনি তাহাই মনোযোগের সহিত পরীক্ষা করিতেছেন। তাঁহার উত্তম দূরবীক্ষণ, গ্রীষ্ম মাপক, ব্যারোমেটার, বায়ু শোষক প্রভৃতি যন্ত্র আছে কিন্তু এ সমুদায় যুবরাজ আটকিয়া রাখেন, পাছে কেহ দেখিতে পায়। তিনি নিম্নোক্ত তিনটী প্রশ্ন করিয়াছেন, যিনি তাহার উত্তর করিতে পারেন অনুগ্রহ করিয়া যুবরাজের জন্যে তিনি এ পরিশ্রম স্বীকার করিবেন।"

১প্র। দেশের যে তিনিটী ধূমকেতু দেখা গিয়াছে তাহারা সকলেই চন্দ্রের পাত (নোড) যে রাশিতে থাকে, সেই রাশিতে প্রকাশ পায়, এটী কি দৈবাৎ হইয়াছে, না ইহার কিছু মানে আছে?

র আইজ্যাক নিউটন অনুমান করেন যে লোহ বস্তু উক তাহার অপেকতুগণ, এরূপ অনুমানের ণ কি?

৩। অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় যে রূপ সমুদ্রে জল বাড়ে ও কমে, তাহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে বাড়া ও কমা অবশ্য বায়ু পূর্ণ আকাশে হইবে। তাহা যদি হইল, তবে ব্যারোমেটারে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না কেন?"

উপরিউক্ত কয়েকটী প্রশ্নের মধ্যটীর উত্তর অনেক দিন পরে একজন দিয়া, ঐ সভার জোর্ণালে প্রকাশ করেন, কিন্তু প্রথম ও তৃতীয়টীর উত্তর অদ্যাপি কেহ দেন নাই। আর আমাদিগের জ্যোতির্বজ্ঞ পাঠকের মধ্যে অনেকে অবগত থাকিতে পারেন যে, যে করাশিশ গণকেরা ধূমকেতুতে পৃথিবী নষ্ট করিবে গণনা করেন তাঁহারাও নিতান্ত পাগল নন। ১৮৩২ সালে (যে বৎসর এ ধূম কেতু যুবরাজ অনুসন্ধান করিতে ছিলেন) ঐ রূপ ঘটনা হইবার অসম্ভব ছিলনা। বেইলার ধূমকেতু অর্থাৎ যে ধূমকেতু অসেকটাভের বেইলা সাহেব আবিষ্কৃয়া করেন, ৬ বৎসর নয়মাসে সূর্য্যের চতুষ্পার্শে পরিভ্রমণ করে। ঐ ধূমকেতু ঐ সালে পৃথিবীর কক্ষ ভেদ করিয়া যায়। পৃথিবী তখন একমাসের পথ দূরে। যদি পৃথিবী একমাস অগ্রে আসিত, কি ধূমকেতু একমাস পরে আসিত তবে উভয়েরই সংঘাত হইত।

প্রাপ্ত।

ডাক্তার মহেন্দ্র লাল সরকার তাঁহার গত সংখ্যক জরনাল অব্ মেডিসিনে হিন্দুদিগের মৃত্যু কালীন অন্তর্জলি প্রথা সমর্থন করিয়া উহার একরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ব্যাখ্যাটী চিকিৎসকের তুল্যই হইয়াছে। তিনি বলেন যে, উহা একপ্রকার জলচিকিৎসা। তিনি অনেক সময় অনেক মুমূর্ষু রোগীকে উক্ত রূপ জল প্রয়োগে বাচিয়া উঠিতে দেখিয়াছেন। যুক্তির সঙ্গে মিল রাখিয়া আমাদের প্রাচীন অনেক আচার ব্যবহারের এইরূপ ব্যাখ্যা করা এই নূতন নহে। প্রাতঃস্নান, পূজার জন্য প্রাতঃকালে ফুলতোলা প্রভৃতি অনেক প্রথার মূল স্বাস্থ্য বিধান বলিয়াই উক্ত হইয়াছে। যাঁহারা এখন লেখা পড়া শিখিয়া কুসংস্কার বিবর্জ্জিত হইয়াছেন, অথচ যাঁহাদের স্বজাতির প্রতি ভালবাসা প্রগাঢ় রহিয়াছে তাঁহারাই আমাদের প্রাচীন রীতি নিতির দোষ শূন্যতা দেখাইতে যান। তাঁহাদের স্বজাতি প্রিয়তার জন্য আমরা তাঁহাদিগকে অশেষ প্রশংসা করি। কিন্তু তাঁহাদের সঙ্গে আমরা এক মত হই না। আমাদিগের মতে হিন্দুদিগের রীতি নীতির ওরূপ ব্যাখ্যা করিলে তাঁহাদিগকে কিছু খাট করা হয়। প্রাচীন অনেক প্রথা শরীরের পক্ষে সুবিধা জনক দেখা যায় বটে। কিন্তু যাঁহাদের ঊর্দ্ধবাহু হইয়া থাকা, উপবাস করা, গায়ে ভস্মলেপন, প্রভৃতি ধর্ম্মের অঙ্গ, এবং সংসার ত্যাগ এবং তুষানল পাপের প্রাশ্চিত্ত, তাঁহারা শরীরকে যে কত গ্রাহ্য করিতেন, তাহা বেশ দেখা যাইতেছে। হিন্দুরা ইহকালের দিকে বড় তাকাইতেন না। তাঁহাদের যাবৎকার্য্যের লক্ষ্য থাকিত একমাত্র আত্মা ও পর কালের প্রতি। হতে পারে আমাদের চক্ষে ওরূপ শরীরের অবহেলন ভ্রম বলিয়া প্রতীয়মান হয়, কিন্তু তাহাতে কি হিন্দুদিগের ধর্ম্মনিষ্ঠা ও আধ্যাত্মিকতা কত দূর ছিল, বেশ জানা যাইতেছে না? গঙ্গাকে পতিতোদ্ধারিণী বলিয়া হিন্দুদিগের বিশ্বাস। যখন গঙ্গাস্নান করিলে পাপক্ষালন হয়, তখন গঙ্গাজল স্পর্শে শরীর ত্যাগ কি পরলোকে সদ্গতির জন্য নহে? গঙ্গাহীন দেশে যে আর এক প্রকার অন্তর্জলি আছে, তাহা গঙ্গাতীরের অন্তর্জলির পরিবর্ত্তে করা হইয়া থাকে। এবং তুলসী প্রভৃতির স্পর্শে সেজল গঙ্গা জলের মত পবিত্র বলিয়া জ্ঞান করা হয়।

—::—

বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের
[illegible]
নিয়োগ।

যত দিন বাবু [illegible]চন্দ্র গুপ্ত বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন বাবু হরিরাম দাস দুরন্তের অন্তর্গত মঙ্গল দিহির প্রতিনিধি মুন্সেফ হইবেন।

তৃতীয় শ্রেণীর সব আসিষ্টাণ্ট সর্জ্জন ভগবতীচরণ মুখোপাধ্যায় সিরাজ গঞ্জ উপবিভাগের চিকিৎসার ও তত্রত্য দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভার পাইবেন।

তৃতীয় শ্রেণির সব আসিষ্টাণ্ট সর্জ্জন বীরেশ্বর পালিত কুচবিহারের চিকিৎসার ভার পাইবেন।

তৃতীয় শ্রেণীর সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন গুরুদাস দাস গুপ্ত পাবনার অন্তর্গত দুলাইয়ের দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভার পাইবেন।

যত দিন বাবু ভগবতীচরণ মুখোপাধ্যায় উপনিত না হন, তত দিন তৃতীয় শ্রেণীর সব আসিষ্টান্ট সর্জ্জন হরনাথ রায় সিরাজগঞ্জের চিকিৎসার ও দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভার পাইবেন।

উত্তর পূর্ব্ব বিভাগের বিদ্যালয় সমূহের ইনস্পেক্টর জি, বেলেট সাহেব এম, এ, তৃতীয় শ্রেণিতে উন্নত হইবেন।

আর, এস, মাঙ্গলস সাহেব রেবিনিউ বোর্ডের প্রতিনিধি সেক্রেটারি হইবেন।

জে, মনরো সাহেব রেবেনিউ বোর্ডের প্রতিনিধি জুনিয়র সেক্রেটরি হইবেন।

এ, জে, আর বেনব্রিজ সাহেব দিনাজপুরের প্রতিনিধি সিবিল ও সেসিয়ন জজ হইবেন।

এচ, এল, হারিসন সাহেব বর্দ্ধমানে প্রথম শ্রেণির প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

বাবু কানাই লাল মুখোপাধ্যায় বি, এল, চট্টগ্রামের অন্তর্গত সাৎ কনার প্রতিনিধি মুন্সেফ হইবেন।

যশোহরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডপুটী কালেক্টর মৌলবী আজারুল হক অধীনস্থ শাসন কার্য্যের ষষ্ঠ শ্রেণীতে নিযুক্ত হইবেন।

সংবাদাবলী।

এ অঞ্চলে রবি শস্যের অবস্থা মন্দ নহে। বৃষ্টি হইলে খুব ভাল হইত সন্দেহ নাই, কিন্তু তবু যে রূপ দেখা যাইতেছে তাহাতে ৮০ আনা আন্দাজ শস্য সংগৃহীত হইবে। সরিষা কিছু কম পরিমাণে পাওয়া যাইবে, কিন্তু মটর, মসুরী তিসি, ছোলা ইত্যাদি মন্দ হয় নাই। ধান্য এবার ছয় আনা আন্দাজ পাওয়া যাইবে।

ঢাকা প্রকাশ বলেন, “২৪শে কার্ত্তিক রবিবার রাত্রি প্রায় সাড়ে আটটার সময় শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজ সুন্দর মিত্র মহাশয়ের ঢাকাস্থ বাসা বাটীতে একটী বিধবা বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বরের নাম শ্রীযুক্ত নবকুমার বিশ্বাস, বয়স প্রায় ২৯ বৎসর। পাত্রীর নাম শ্রীমতী ভুবনময়ী দেবী, বয়স প্রায় ২০ বৎসর। ১৫।১৬ বৎসর বয়ঃক্রমের সময়ে ইনি বিধবা হন। ইহাঁরা উভয়েই ব্রাহ্মণ বংশীয়, এবং ঢাকার অন্তঃপাতী ধামরাই নিবাসী। বরের পিতার নাম নন্দকুমার বিশ্বাস। ইনি ধামরাইয়ের এক জন অনতিখ্যাত প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। পাত্রীর পিতার নাম রাজনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, তেঘড়ি গ্রামে তাঁহার বাসবাটী।”

মধ্য ভারত বর্ষে গত তিন বৎসরে ৭৭১৭ টি বন্য জন্তু হত হয়। ইহার মধ্যে নেকড়িয়া বাঘ ২৬১২ টী, ভালুক ১২[illegible] টী, আর[illegible] ১০০৩ টী, অন্য বাঘ ২৬৩৭ টী ও সর্প ১২৯৩ টী। এই সময় মধ্যে ১৭৫১ জন মানুষ বন্য পশু কর্ত্তৃক হত হয়।

পুলিশ ইন্সেক্টর জেনারেল পাগ সাহেব আগামী মার্চ্চ মাসে বিলাত যাইবেন। ইনি এই পদের অতিশয় অযোগ্য ব্যক্তি। অতএব যত শীঘ্র ইনি যান, ততই ভাল।

তামাক ব্যবহারে রক্ত পরিচালনের কি রূপ পরিবর্ত্ত হয়, তাহা ডাক্তার ডিকইস্ মাহোদয় পরীক্ষা করিতে গিয়া আশ্চর্য্য হন। তিনি দেখেন স্বাস্থ্যের ইহা ভারি অনিষ্ট কর। তিনি ৩৮টী বালক পরীক্ষা করেন, যাহারা অল্প কি অধিক পরিমাণে তামাক খাইত। ২২ টিতে রক্ত পরিচালনের নানা বিধ বিশৃঙ্খল দৃষ্ট হয়—ঘাড়ের শীরার মধ্যে এক প্রকার শব্দ, বুক ধড়ফড়, অজীর্ণ, বুদ্ধি স্থূলতা, ও সুরাপান করিবার বলবতী ইচ্ছা উৎপত্তি হয়। ৩টির নাড়ী বিশৃঙ্খল হইয়া যায়। ৮টিতে স্পষ্ট রূপে লোহিত রক্তের কণিকা সকল কম পরিমাণে দেখা যায়। ১২ টীর ঘনং নাক দিয়া রক্ত পড়ে। ১০টীর ভাল রূপ নিদ্রা হয় না। ৪টীর মুখে ঘা হয়, কিন্তু কিছু দিন তামাক ছাড়িলে তাহা সারিয়া যায়। যে সকল বালকের উত্তম পুষ্টিকর দ্রব্যাদি আহার করিত, তাহার তত অনিষ্ট সহ্য করে না। এই সকল বালকদিগের বয়স ৯ হইতে ১৫ বৎসর পর্য্যন্ত এবং ইহাদিগের ১১ জন ১ বৎসর পর্য্যন্ত ও ১৬ জন দুবৎসরেরও অধিক ধূম পান করে। যত দিবস তাহারা তামাক খাইত, তত দিবস তাহাদের পীড়ার কোন উপসম হয় না। কিন্তু তামাক ছাড়িলে তাহারা সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ করে।

ইংলণ্ডে ১৮৫৮ অব্দে ডাইভোর্স কোর্ট প্রথম স্থাপিত হয়। সেই অবধি ’৬৭ অব্দের শেষ পর্য্যন্ত ১২৭৯ জনকে বৈবাহিক বন্ধন হইতে মুক্ত করা হয়। অর্থাৎ ৫৮ অব্দে চতুর্দ্দশ, ৫৯ অব্দে এক শত সাতেরো ৬০ অব্দে এক শত তিন, ৬১ অব্দে একশ দুনব্বই ৬২ অব্দে ১২৩ ৬৩ অব্দে ১৩৪, ৬৪ অব্দে ১৬৮ ৬৫ অব্দে ১৭৯ ৬৬ অব্দে একশ ষোল ৬৭ অব্দে একশ উনিশ। গত নয় বৎসরের বিবাহ গড় করিলে, ইংলণ্ডের বাৎসরিক বিবাহ প্রায় ১৭৫০০০।

গত বৎসর ইংলণ্ড ও ওয়েলসে ৪.১১৫২ মৃত্যু হইয়াছে। ইহার অধিকাংশই বালক ও স্ত্রীলোক।

পাবলিক ওপিনিয়ান বলেন, চাম্বার রাজা বিনা কারণে তাহার প্রধান স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া বাটী হইতে তাড়াইয়া দিয়াছেন। তিনি তাহার ভূমি সম্পত্তি সকলও বাজেআপ্ত করিয়াছেন। রাণীর পিতা গবর্ণমেণ্টের নিকট নালিশ করিয়াছেন।

বর্ম্মার রাজা এক জন ফরাসিস সৈনিক দ্বারা তাহার সেনা সকলকে সামরীক বিদ্যাশিক্ষা দিতেছেন। ইংরাজদের উপর ইনি কিছু চটা।

গত বুধবারে কলিকাতায় বেহারের ২৬০০ সিন্ধুক অহীফেণ ফি সিন্ধুক গড়ে ১৩৫০, এবং বানারসের ১৭০০ সিন্ধুক ফি সিন্ধুক গড়ে ১৩৩০ টাকায় বিক্রয় হইয়াছে। সমুদায়ে ৫৪৬৬৮০০ টাকার অহীফেণ বিক্রয় হইয়াছে।

দিল্লি গেজেট বলেন, আজমীরে দুর্ভিক্ষের শোচনীয় ফল ভয়ংকর রূপে লক্ষিত হইতেছে। হতভাগ্য মাড়োয়ারী দিগের বিশেষ কষ্ট হইয়াছে। ইহাদিগের মধ্যে যাহারা দক্ষিণ মুখ পলায়ন করিয়াছিল, তাহাদের অনেকেই এক্ষণ হতাশ হইয়া পুনরায় স্বদেশে ফিরিয়া আসিতেছে এবং অনসনে

প্রাণত্যাগ করিতেছে।

বর্দ্ধমানের মহারাজা তোপ দ্বারা সম্মানিত হইবার যে আবেদন করেন, গবর্ণমেন্ট তাহা মঞ্জুর করেন নাই।

রাম পুরের নবাব অতিশয় সুনিয়মে তাঁহার রাজ্য শাসন করিতেছেন। তাঁহার গদিতে আরূঢ় হওয়াবধি তিনি একান্ত মনে প্রজার সুখ সম্বর্দ্ধনে চেষ্টা করিতেছেন। নবাব অতিশয় শান্ত ও দান শীল এবং রাজ কার্য্যে অতিশয় পটু। ইনি মাদক দ্রব্য যেন রাজ্য হইতে একেবারে উঠাইয়া দিয়াছেন। আর ইংরাজ দিগের রাজ্যে উহার ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে।

মিস কারপেন্টার সংপ্রতি সোসিয়াল সায়েন্স সভায় এদেশীয় জেল সংক্রান্ত একটি বক্তৃতা পাঠ করেন। ভারত বর্ষির জেলের কিরূপ শোচনীয় অবস্থা এবং ইংলণ্ডের জেল উহা অপেক্ষা কত উৎকৃষ্ট তাহা তিনি সরকারী রিপোর্ট দ্বারা উত্তম রূপে প্রদর্শন করেন। অনেক তর্ক বিতর্কের পর লড টাইন মাউথ এই প্রস্তাব করেন যে, "লড মেওকে প্রতিনিধি দ্বারা জানান হউক যে সরকারী রিপোর্ট দৃষ্টে এই সভার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, ভারত বর্ষীয় জেল সকলের অবস্থা অতিশয় মন্দ, অতএব তিনি এবিষয়ের অনুসন্ধান করিয়া যথোচিত উপায় অবলম্বন করুন।" মিসকারপেন্টার এদেশীয়দের প্রকৃত একজন হিতাকাঙ্খী।

দিল্লি গেজেটের গাজি পুরস্থ সংবাদ দাতা লিখিয়াছে যে, বৃষ্টি অভাবে তথাকার চাষাদের সর্ব্বনাশ হইতেছে। বৎসরের প্রথমে বৃষ্টি না হও য়ায় ধানের আবাদ অল্প পরিমাণে হয় এবং যৎকিঞ্চিৎ পাত দেওয়া হয়। এ সমুদায়ই প্রায় শুকাইয়া গিয়াছে। চাষারা ফুলা ধান সকল কাটিয়া গোরু দিয়া খাওয়াইতেছে। তাহারা রবিশস্য বুনিয়াছে কিন্তু বৃষ্টি না হইলে তাহাও নষ্ট হইবে।

দুঃখের বিষয়, যোধ পুরের মহারাজা দুর্ভিক্ষ নিবারণের কোন উপায় অবলম্বন করিতেছেন না। তাঁহার প্রতি বেশী জয় পুরের মহারাজার মহৎ দৃষ্টান্ত তাঁহার অনুসরণ করা উচিত।

এক জন সম্ভ্রান্ত ধনী ইউরোপীয় স্ত্রীলোক সংপ্রতি আত্মহত্যা করিয়াছেন। তাঁহার মুখে একটি ব্রণ হওয়ায় পাছে তাঁহাকে বিশ্রী দেখায় এই ভয়ে তিনি আত্মপ্রাণ বাহির করিয়াছেন।

সোমপ্রকাশ বলেন যে, ১৮৫৩ অব্দে প্রথমতঃ ২২ মাইল রেইলওয়ে খোলা হয়; এক্ষণে ৩৯৩৩ মাইল হইয়াছে। সর্ব্ব শুদ্ধ ১১টা কোম্পানী আছেন; ইহাঁদিগের সর্ব্ব শুদ্ধ ৯৩৭ খানি কল, ২৭৩৩ খানি আরোহী শকট ও ২৪৯৫৯ খানি মালগাড়ী আছে। গবর্ণমেন্ট ৫,৬০৯ মাইল রেলওয়ে করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন, এখনও ১৬৬৬ মাইল বাকী আছে। এই সকল রেইলওয়ে করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেন্ট ৮৪ কোটি টাকা তুলিতে আজ্ঞা দেন। ইহার মধ্যে ৭৬,৫৭,৯৭,০০০ টাকা উঠিয়াছে এবং ৭৫ কোটি ব্যয় করা হইয়াছে। অংশীরা ৬০.০৪,৯০০০০ টাকা দিয়াছেন; আর ১৬,৫৩,০০,০০০ টাকা খত দিয়া সংগ্রহ করা হইয়াছে। ৪৯৬৯৭ অংশে এই টাকা উঠিয়াছে, ইহার মধ্যে ইংলণ্ডে ৪০,২২১ ও ভারত বর্ষে ৪:৯ অংশী গৃহীত হইয়াছে; যত টাকা সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার মধ্যে কল, শকট প্রভৃতির নিমিত্ত ইংলণ্ডে ৩০ কোটি ও ভারতবর্ষে ৪৪ কোটি টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। ১৮৫৩ অব্দ অবধি ১৮৬৭ অব্দ পর্য্যন্ত রেইল প্রভৃতি আনয়নার্থ ৫,৩৫৯ খানি জাহাজ নিয়োজিত হয়, রেইল কোম্পানিরা বলেন, সর্ব্ব শুদ্ধ ৯৩,১১,৬০০০০ টাকা

না হইলে সমুদায় রেইলওয়ে প্রস্তুত হইবে না।

এডুকেশন গেজেটের গাজিপুরের সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন, গত ২৮শে অক্টোবর বুধবার রাত্রিতে এই সহরের এক ভদ্রকুলোদ্ভবা নারী একটা বালক প্রসব করিয়াছেন। উহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রায় মনুষ্যের ন্যায়, কিন্তু মস্তক দুইটী। ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রই শিশুটীর মৃত্যু হয়। অনেক ইউরোপীয় এবং বাঙ্গালী বাবু ঐ অদ্ভুত সন্তানটী দেখিতে গিয়াছিলেন। এখানকার সিভিল সর্জ্জন ডাক্তার জেনসন সাহেবের বাঙ্গালায় এক্ষণে ঐ মৃত বালক রহিয়াছে। অতি অল্প দিনের মধ্যে কলিকাতাস্থ ভারতবর্ষিয় চিত্রশালিকায় উহা প্রেরিত হইবে।

কলিকাতার ছোট লোকের মধ্যে একটি জনরব উঠিয়াছে যে, খিদির পুরের পুলের নিকট হইতে যাহারা যাইতেছে, তাহাদিগকে গড়ের সৈন্যেরা কাটিয়া ফেলিতেছে। কেহ২ বলিতেছে যে রুসিয়ানেরা আসিতেছে বলিয়া ইংরাজের ভীত হইয়া দেবতার নিকট নরবলি দিবার নিমিত্ত মানুষ ধরিয়া লইতেছেন, এ জনরব কোথা হইতে উঠিল তাহা কেহ ঠিক করিতে পারিতেছেন না।

যোধ পুরের মহারাজা মাড়োয়ার রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর পদে সেখা বিজি সিংকে নিযুক্ত করিয়াছেন। পূর্ব্বে মিরজা হাদজী মাহাম্মদ খাঁ, এই পদে ছিলেন। কিছু দিন হইল, এক জন আফগান কর্ত্তৃক তিনি হত হন। নূতন দেওয়ান মহারাজার অনেক দিনকার চাকর এবং সাধারণের অতিশয় প্রিয়।

ফ্রেণ্ডের লণ্ডনস্থ সংবাদ দাতা নিশ্চিত রূপে জানিয়াছেন যে নূতন রাজ মন্ত্রী সভা প্রতিষ্টিত হইলে ডিউক অব আরগাইল ভারত বর্ষের ষ্টেট সেক্রেটারী হইবেন। তাহা হইলেই চিত্র!, ডিউক আরগাইল ডাল হাউসির একজন মস্ত গোঁড়া!

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, ভূপালের বেগমের মৃত্যু হইয়াছে। মুসলমান জায়গীরদারদের মধ্যে ইনি সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। স্ত্রী শিক্ষার নিমিত্ত ইহার বিশেষ যত্ন ছিল। ইংলণ্ডে যাইয়া মহারাণীর সহিত সাক্ষাৎ করা ইহার নিতান্ত ইচ্ছা ছিল। ইহার কন্যা সাহ জাহান বেগম ইহার উত্তরাধিকারী হইবেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট ইহার মৃত্যু সংবাদে অতিশয় দুঃখিত হইয়াছেন।

নরবদার তীরস্থ বারাঘাটের মেলা সংপ্রতি হইয়া গিয়াছে। এই মেলায় ২০ হাজার লোক উপস্থিত হয়। কর্ত্তৃপক্ষদের সাবধানতা বশতঃ কোন রূপ পীড়া উপস্থিত হইতে পারে নাই।

গত সপ্তাহে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে যে ওকালতী পরীক্ষা হয়, তাহা নিষ্ফল হইয়া গিয়াছে। আলাহাবাদের জজ সাহেবের কাছারীতে যখন পরীক্ষা লওয়া হয়, তখন বানারসের কমিসনার টেলিগ্রাফ করেন যে, প্রশ্ন চুরি গিয়াছে, কাযেই পরীক্ষা স্থগিত রাখা হইয়াছে।

কাউন্টেস মেও তাঁহার স্বামীর সহিত ভারত বর্ষে আসিবেন।

নারনজি নারোজী দীনওয়া নামক পঞ্জাব ব্যাঙ্কের একজন পোদ্দার জাল ও তহবীল তছরুফ করা অপরাধে কঠিন পরিশ্রমের সহিত সাড়ে তিন বৎসর কারারুদ্ধ করা হইয়াছে।

শ্যামের মহারাজার মৃত্যু হইয়াছে। বিগত সূর্য্য গ্রহণ দেখিতে গিয়া তিনি জ্বরাক্রান্ত হন এবং সেই জ্বরেই তাঁহার প্রাণ ত্যাগ হয়। ইহার বয়ঃক্রম ৬৪ বৎসর হইয়াছিল। ইনি অতিশয় বিজ্ঞান ও ইউরোপীয় প্রিয় ছিলেন।

পাটনা বিভাগে শস্যের অবস্থা আশাজনক নহে। শীঘ্র বৃষ্টি না হইলে ধান সমুদায় শুকাইয়া যাইবে এবং রবিশস্য অতি অল্প পরিমাণে বুনা হইবে। তথাকার কমিসনার কলেক্টর দিগকে ভবিষ্যৎ দুর্ভিক্ষ নিবারণের উপায় উদ্ভাবন করিতে আদেশ করিয়াছেন। ভাগল পুর বিভাগের পুর্ণিয়া ছাড়া আর সর্ব্বত্রই শস্যের অতিশয় ক্ষতি হইয়াছে। ভাগলপুরের দক্ষিণে, মুঙ্গির ও রাজ মহলের দক্ষিণ পশ্চিমে, অতি কম শস্য পাওয়া যাইবে। মেদনী পুরের জঙ্গল মহল ও ২৪ পরগণার দক্ষিণে শস্যের অবস্থা অতিশয় মন্দ।

বম্বের পারসিরা "নেটিব ম্যারেজ আক্টের" বিরুদ্ধে আবেদন করিবার মনস্থ করিয়াছেন।

হিন্দু পেট্রিয়টের একজন সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন যে, হুগলী ও হাওড়া জেলায় শস্যের অবস্থা অতি শোচনীয়। সমুদায়ে ছয় ভাগের এক ভাগ শস্য এবৎসর পাওয়া যাইবে। যে চাউল ২।০ করিয়া বিক্রয় হইতেছিল তাহার দর এক্ষণ ৩।০ টাকা।

সেনহাটির সংবাদদাতা লিখিয়াছেনঃ—

খুলনা মহকুমার অন্তর্গত সেনহাটী একটী সমৃদ্ধ গ্রাম, পূর্ব্বের অবস্থার সহিত ইহার তুলনা করিলে একেবারে স্বর্গ ও নরক বলিয়া প্রতীয় মান হয়। ইহার কারণ জিজ্ঞাসু হইলে সেনহাটির লোক দিগের পরশ্রীকাতরতা, দলাদলি, ঈর্ষাভাব, অনুৎসাহ, ভগ্নোদ্যম ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। খুলনার ভূত পূর্ব্ব বর্দ্ধাবস্তার গণ, মধ্যে২ এ গ্রামের উন্নতির নিমিত্ত যত্নশীল ছিলেন; কিন্তু তৎকালে এস্থলে বিদ্যোৎসাহীর সংখ্যা অতি অল্প ছিল, বর্ত্তমান সময়ে যে তদপেক্ষা হইতে বিদ্যোৎসাহীর সংখ্যাধিক্য হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই নাই। কিন্তু দুঃখ এই, জানিনা কি কারণে খুলনার সহিত ইহার পূর্ব্ব সদ্ভাবের শিথিলতা দেখা যাইতেছে।

এখানে যে প্রকার জঙ্গল হইয়াছে, প্রতিদিন রাত্রে তো কথাই নাই, দিবসেই ব্যাঘ্রেরা নিজ কুতুহলে ঘোর নাদের সহিত ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে। কোন২ স্থলে দিনের বেলায় তাহাদের আশঙ্কায় চলা যায় না।

শ্রুত হইলাম যে, আমাদের এ বিভাগের স্কুল ডেপুটী ইনস্পেক্টর বাবু কার্ত্তিক চন্দ্র রায়, মানব লীলা সংবরণ করিয়াছেন। ইনি শিষ্ট ভাষিতা, সদাশয়তা বিদ্যোৎসাহিতা ও পরোপকারিতা প্রভৃতি গুণে ভূষিত ছিলেন। ইহার মৃত্যুতে অনেকেই শোক প্রকাশ করিতেছেন। এই জন্য আমরা শিক্ষা সংক্রান্ত ডিরেক্টর সাহেবকে নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে অনুরোধ করি যে, এবিভাগে এক জন কার্য্য কুশল যোগ্য পরিশ্রমী লোককে উক্ত পদে নিযুক্ত করেন।

মহাশয়! বিগত ২৫ কার্ত্তিক তারিখ রজনী যোগে এখানে একটী শোচনীয়, হৃদয় বিদারক ঘটনা হইয়া গিয়াছে। ১৩।১৪ বয়স্ক একটি কাওরার স্ত্রী তাহার স্বামী কর্ত্তৃক দাত্রাঘাতে হত হইয়াছে। ঘাতক পলায়ন করিয়াছিল কিন্তু সংপ্রতি ধৃত হইয়াছে।

—::—

ডাক্তার কেয়ার সর্প বিষের পরীক্ষা আরম্ভ

করিয়াছেন। এই নিমিত্ত তিনি বিষাক্ত সর্পের সংগ্রহ করিয়া অনেক পরিশ্রম করিয়াছেন। এপর্যন্ত অনেক জীব জন্তু—ঘোড়া, কুকুর প্রভৃতি সর্প কর্তৃক দংশন করাইয়া, দিবানিশি জাগিয়া কয়েকটী বিষয় নির্ণীত করিয়াছেন। গোটা কয়েক পরীক্ষার কথা নিম্নে লেখা যাইতেছে।

"১। একটী কুক্কুটকে সর্পের সম্মুখে ধরিয়া সর্পকে আঘাত করা গেল, ইহাতে সর্প কুক্কুটকে দংশন করিল। ইহাতে নিশ্চয় রূপে সপ্রমাণ হইতেছে যে, সর্পের দংশন শক্তি আছে।

পুনশ্চ। ইতি পূর্ব্বে ফেরার সাহেব অনেক পরিশ্রম করিয়া দূরবীক্ষণ, অনুবীক্ষণ, ষ্টেথেস্কোপ দ্বারা জানিয়াছিলেন যে সর্পের দন্ত আছে।

২। আর একবার ঐ রূপ আর একটী কুক্কুট তাহার সম্মুখে ধরা গেল, তাহাতে সর্পে যোটে দংশন করিল না। ইহাতে বোধ হইতেছে যে সর্পে দংশন করিলেও পারে, না করিলেও পারে। বিখ্যাত ডাক্তার গ্যান জিনি হমণ, এই রূপ মত ১৭০০ খৃষ্টাব্দে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন।

৩। একটী ঘোটকের ঘাড়ে ঐ রূপ দংশন করান গেল, আর রক্ত নির্গত হইতে লাগিল। ইহাতে যে সূক্ষ্ম রক্ত পড়িতে লাগিল তাহাই প্রমাণ করিতেছে এ রূপ নয়, সে রক্ত লোহিত বর্ণ ও ঠিক অন্যান্য ঘোটকের রক্তের ন্যায়। যাহা হউক এ বিষয়টী আবার পরীক্ষা করিতে হইবে।

৪। এক জাতি বিষাক্ত সর্পের একটী, অন্য জাতির আর একটীকে দংশন করান গেল, ইহাতে দষ্ট সর্পটী মরিয়া গেল, আর এক বার ঐ রূপ করাতে মরিল না, ইহাতে নিশ্চিত রূপে জানা যাইতেছে যে সর্পে যখন অন্য সর্পকে সাংঘাতিক রূপে দংশন করে, তখন দষ্ট সর্প মরিয়া যায়, আর যদি সাংঘাতিক রূপে দংশন না করে তবে মরে না।

৫। একটী সর্প আর একটী কুক্কুরকে দংশন করিল, আর সেই কুক্কুরটি সত্য সত্যই মরিয়া গেল, আর একটির ঐ রূপ হইল, আর একটির ঐ রূপ হইল, এই রূপে ১৪ টী কুক্কুরের মৃত্যু হইল। অতএব সর্পে দংশন করিলে যে কুক্কুরের মৃত্যু হয় ইহাতে আমাদের আর সন্দেহ নাই। আমরা বিস্তর পরিশ্রম করিয়া যে এ কয়েকটী বিষয় নির্ণয় করিয়াছি, ইহাতে অন্যান্য লোকের উৎসাহ বৃদ্ধি হইবে বলিয়া ইহা মেডিকল গেজেটে মুদ্রিত করিয়া দিলাম।"

পোষ্ট মর্টম পরীক্ষা।

১। সর্পাঘাতে মৃত একটী কুক্কুরের পেট চিরিয়া ফেলায় দুর্গন্ধ বাহির হইল; কুক্কুরের দেহটী খুব পচিয়া গিয়াছিল। অতএব সর্পে দংশন করিলে যে শুদ্ধ কুক্কুর মরিয়া যায় তাহা নয়, যদি ঐ রূপ অবস্থায় অনেক ক্ষণ থাকে, আর শরীর পচিয়া যায় তবে দুর্গন্ধও বাহির হয়। এই ঘটনাটী আমি, পাট্রিজ সাহেব, ও মেডিকল কলেজের অনেক ছাত্রেরা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন।

২। আর একটী ঘোড়াকে ঐ রূপে চিরিয়া দেখি যে উহার ফুস, ফুস যেটে, প্লিহা, অন্ত্র, হৃদয় প্রভৃতি সব আছে, ঠিক অন্যান্য ঘোটকের ন্যায়। অধিক আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে উহার একটীও স্থান পরিবর্ত্তন করে নাই, যথা স্থানেই নিবেশিত আছে।

৩। আর একটী ঘোড়াকে ঐ রূপে পরীক্ষা করিয়া দেখি যে, উহার হৃদয়, ফুস ফুস প্রভৃতির অবস্থার কিছু কিছু পরিবর্ত্তন দেখা গেল। আমাদের বিশেষ ভরসা হইতেছে যে, সর্প বিষের ঔষধ আবিষ্ক্রিয়ার আর বিস্তর বিলম্ব নাই। যে হেতু যে ঔষধে ঐ রূপ পরিবর্ত্তন না হয় তাহা জানিতে পারিলেই একণে হইল। এই পরীক্ষাটীতে সর্পৌষধ অনুসন্ধানের অনেক সুবিধা হইয়াছে।

৪। আর একটী কুক্কুরকে ঐ রূপে চিরিয়া দেখি যে তাহার প্রাণ সম্পূর্ণ রূপ বিয়োগ হইয়াছে, অনেক অনুসন্ধান করিয়া প্রাণের চিহ্ন ও পাওয়া গেল না।

৫। আর একটী সর্প দষ্ট কুক্কুরকে চিরা হয় নাই। ফল আমরা নিশ্চিত বলিতে পারি, চিরা হইলে কিছু না কিছু অবশ্যই দেখা যাইবে।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত অমৃত বাজার পত্রিকা সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

মহাশয়, উদারাশয় লর্ড কর্ণওয়ালিস্ যে কালে ভূম্যধিকারি দিগের সহিত ভূমির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করেন, সে সময় ভূমির উন্নতি সাধন ও গৌরব বৃদ্ধি করাই তাঁহার আন্তরিক অভিপ্রায় ছিল। বস্তুত তাঁহার সেই মঙ্গল ময় অভিসন্ধি অনেকাংশ সফল হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। তিনি ঐ মহদুদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে কার্য্যে পরিণত করণাভিলাষে অযোগ্য ভূম্যধিকারি দিগের ভূসম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও সুনিয়মে বন্দোবস্ত করণার্থে কোর্ট অব ওয়ার্ডস নামক একটি স্বতন্ত্র আদালত সংস্থাপন ও তৎসংক্রান্ত কতক গুলি সুন্দর নিয়ম করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, কোন ২ স্থলে উক্ত মহাত্মার প্রণীত ঐ শুভ কর নিয়মের বিপরিত অনুষ্ঠান হইয়াছে, বিপুল লাভ জনক বিশাল ভূমি সম্পত্তি মূল্যহীন অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইতেছে।

আমরা উদাহরণ স্থলে অদ্য জানবাজারের মৃত রাসমণী দাসীর জমিদারী সম্বন্ধীয় প্রস্তাবের অবতরণ করিলাম। রাসমণী অতি হীন বংশ সম্ভূতা ছিলেন, কিন্তু পতির বিষয় বিভব—অধিকার করিয়া আপন নৈসর্গিক বুদ্ধিমত্তা ও তেজস্বিতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন! তিনি পতির সম্পত্তি এত বৃদ্ধি করিয়াছিলেন যে মৃত্যুকালে প্রায় কোটি টাকার বিষয় রাখিয়া যান! দুর্ভাগ্য ক্রমে তাঁহার ত্যজ্য সম্পত্তি তাঁহার বর্ত্তমান দুই কন্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং ঐ কন্যারা সধবা থাকায় তাঁহার দিগের পতিদ্বয় রাসমণী দাসীর অতুল ঐশ্বর্য্যের প্রভু হইয়া পড়িয়াছেন। যদি রাসমণীর বর্ত্তমান কন্যারা মাতৃ সদৃশ বিষয় বুদ্ধি শালিনী হইতেন—অথবা তাঁহারদিগের স্বামিবাবুরা সুযোগ্য ও বিষয়জ্ঞান সম্পন্ন হইতেন—কিম্বা তাঁহারদের পুত্রেরা (রাসমণী দাসীর দৌহিত্র বাবুরা) কার্য্যাকার্য্য-বিবেক বান হইতেন, আমরা আক্ষেপ করিতামনা, গবর্ণমেণ্টকে বিরক্ত করিতামনা। কিন্তু অসৌভাগ্যক্রমে ঐ তিন শ্রেণীর মধ্যে মনুষ্য নাই, সকলেই বিষয় বুদ্ধি হীন ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত! তাঁহারদিগের হস্তে রাসমণীর ত্যজ্য সম্পদ যে রূপ হীনাবস্থা ও বিনষ্ট প্রায় হইয়াছে, তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। বর্ত্তমান অযোগ্য পাত্রে ন্যস্ত হওয়াতে রাসমণীর সম্পত্তির যত দুর্গতি হইয়াছে এবং তাহা সাধারণের যত দূর খেদের কারণ হইয়াছে, যদি তাঁহার মৃত দেহের সহিত সমস্ত সম্পদ ভস্মাবশেষ হইয়া যাইত তাহা হইলে আমরা তত দূর দুঃখিত হইতামনা।

সাধারণ হিতকারি

সম্পাদক মহাশয়!

শান্তিপুরে রাস যাত্রায় যে রূপ ধুমধাম হই য়া থাকে বোধ করি তাহা শুনিয়া থাকিবেন। এ এবৎসর যে রূপ যাত্রী আসিয়াছিল এত আর অনেক দিন হয় নাই। অধিক লোকের সমাগমে গ্রামের অনেক অনিষ্ট ঘটিয়াছে! ভাঙ্গা রাসের দিন দাঁদ বেনে গোস্বামীদের সহিত পোদ্দারদের একটী ভয়ানক দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। "লঘু পাপে গুরুদণ্ড" লোকে কথায় বলে, কিন্তু আমরা ইহা কাজে দেখিলাম। গোস্বামীদিগের নাকি সোনার বেনের সহিত ঠাকুর লইয়া যাইবনা বলিয়াছিল ভিন্ন অন্য কোন দোষ ছিলনা। শুনিলাম ইহাতেই বনিক বংশ একেবারে উগ্র সর্পের ন্যায় ক্রোধান্ধ হইয়া কয়েক জন গোসাঁইকে দিব্য উত্তম মধ্যম দিয়াছে এবং গোস্বামী পক্ষের এক ব্যক্তির গাল কামড়াইয়া লইয়াছে। এই বেনেরা আবার ঐ গোস্বামী বংশের শিষ্য সুতরাং গুরুদেবকে সকল বিষয়ে অধিক মান করিতে হয়, কাজেই যাত্রায় মার পিট করিয়া শিষ্যদের কেমন করেইবা মনে তৃপ্ত লাভ হইতে পারে, এজন্য শুনিলাম গলদেশে চাদর দিয়া গোস্বামি কয়েকটীকে আপনারদের বাটীর মধ্যে টানিয়া লইয়া যৎপরোনাস্তি গুরু দক্ষিণা দিয়াছিল, এমন কি, যখন মৃত্যু প্রায় হইল তখন নাকি পায়খানায় ফেলিয়া দিবার হুকুম দেওয়া হয়। আরো শুনিলাম যদি কয়েক জন ভদ্র লোক ও বিষয় জানিতে না পারিতেন এবং তাঁহারা বেনিয়াদের বাটীর মধ্যে যাইয়া আপনারা আঘাত সহ্য করিয়াও উপরোক্ত কয়েকটী জীবন রক্ষা না করিতেন তবে তাহারা নাকি মারা পড়িত। দুঃখের বিষয় এই, বিপদে না পড়িলে শুভাশুভ চেনা যায়না, শত্রু মিত্র জানা যায় না। গোস্বামীরা এই রূপ মার খাইয়া গ্রামস্থ অনেক প্রধান লোকের নিকট ইতি কর্ত্তব্যতা জানিবার ছলে প্রকারান্তরে নালিশ করিতে যাওয়ায় যথেষ্ট উপকার পাইয়াছেন। তিনি নাকি বলিয়াছিলেন যে "তোমরা আমার কাছে না আসিলে আমি বিরুদ্ধ পক্ষে যোগ দিতাম, আসিয়াছ বলিয়াই তাহা দিব না এই যথেষ্ট" আহা!! ইহারা আবার দেশ হিতৈষী এবং কৃত বিদ্য বলিয়া গ্রামের মধ্যে পরিচিত হইতে চাহেন—যাহা হউক এক্ষণে গোস্বামীরা ফৌজদারীতে নালিশ করিয়াছেন। পোদ্দারেরাও ইহার দিগের ন্যায় অনধিকার বাটী প্রবেশ বলিয়া নালিশ করিয়াছে। এইরূপে উভয় দলে নালিশ করায় একটি বাহান্ন দাঙ্গা উপস্থিত। দোষী নির্দ্দোষী মকর্দ্দামা হইলেই জানা যাবে। এক দল নাকি কেবল সত্যের উপর নির্ভর করিয়া আদালতে গিয়াছেন কিন্তু আদালতে কেবল সত্যের বলে যে কার্য্য হইবে ইহা আমার বিশ্বাস নহে। তবে রামশঙ্কর বাবু হাকিম বলিয়া কি হয় বলিতে পারিনা। তিনি অত্যন্ত সত্য প্রিয় এবং সুশিক্ষিত দলের মধ্যে একজন প্রধান লোক। ইহাতে বোধ করি যথার্থ বিচার হইবে। যাহা হউক কালেম পরিচীয়তে।

শুনিতেছি অনরুল কোর্ট এখান হইতে তুরায় রাণাঘাটে উঠিয়া যাইবে। অত্যাচারীদিগের আনন্দের আর সীমা নাই! একে ফৌজদারী আদালত পূর্ব্বেই এখান হইতে রাণাঘাটে উঠিয়া গিয়াছে আজ কাল অনরুল কোর্টও যাইতেছে পরে মুনসফিও উঠিয়া যাইবে, তবে থানাও পোষ্ট আপিষটী এখানে বৃথা কেন থাকে? "আপদ শান্তি," প্রজাদিগের দশা যে কি হইবে তাহা গবর্ণমেণ্ট একবার ভাবেন না বিশেষ প্রজা রাজার কাছে দুঃখের

বায় বাঁচিবে তাহা যদি না শুনেন তাহাতে অত্যাচারীর আরও প্রশ্রয় পায়; অনেকোই এখানে থানার জন্য শান্তিপুরস্থ যে সকল লোক দরখাস্ত করিয়াছেন তাঁহারা ভাল কাজ করেন নাই। যদ্যপি গবর্ণমেণ্ট প্রজাদিগের অর্থের সদ্ব্যয় না করেন তবে দরখাস্ত কারীগণ, সত্যাচারী মহাপুরুষেরদের বিষদৃষ্টে পড়িবেন।

এখানে একটি নূতন থানা হইতেছে, শান্তিপুর হিন্দুর গ্রাম, নিত্য মুসলমানেরা গোহত্যা করিতে আরম্ভ করাতেই হিন্দু দিগের সহিত তাহার দের বিবাদ বিসম্বাদ বাধিবে। এই আশঙ্কায় হিন্দু সমস্ত একত্রিত হইয়া এখানে নূতন থানা না হইবার পক্ষে অনেক কর্ত্তৃপক্ষের দরখাস্ত দ্বারা জানাইতেছেন। যদি ইহাতে নিবারণ হয় ত ভাল, নচেৎ হিন্দু মুসলমানে বড়ই ভয়ানক বিবাদ আরম্ভ হইবে।

সম্প্রতি শান্তিপুরের নৈকট্য ব্রহ্মশাসন নামক গ্রামে একজন গোয়ালার স্ত্রী ব্যভিচারিণী হওয়ায় তাহার স্বামী তাহাকে হত্যা করিয়াছে। পুলিস এপর্য্যন্ত লাস অনুসন্ধান করিয়া পান নাই কিন্তু হত্যাকারী একরার করিয়াছে।

শান্তিপুর } আপনার বশম্বদ শ্রী:—

যশহর ভ্রমণ ও যশহরীয় রেবিনিউ পরিক্ষার্থি দিগের প্রতি অত্যাচার দর্শন;

মহাশয়।

আমি দিক্ ভ্রমণে বহির্গত হইয়া, ক্রমে ফরিদপুর, পাবনা ও মাগুরা প্রভৃতি স্থান পর্য্যটন করিয়া সম্প্রতি এখানে উপস্থিত হইয়াছি। আমি ইতি পূর্ব্বে কখনই এই যশহর দৃষ্ট করি নাই, সুতরাং ইহার সর্ব্বত্র দেখিতে আমার অত্যন্ত ইচ্ছা হইল। কিন্তু কোন ব্যক্তির সহিত পরিচয় না থাকায় তাহাতে কৃত কার্য্য হইতে পারিলাম না। অনন্তর বাস স্থান নির্দ্দেশ পূর্ব্বক আহারাদি সমাপনান্তে উপবেশন করিয়া আছি, ইতি মধ্যে কোন মহাত্মার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল, এবং ক্রমে ক্রমে তাঁহার সহিত পরিচয় করিলাম অবশেষে তাঁহাকে বলিলাম, মহাশয়! যদি আপনি অনুগ্রহ করিয়া এই নগরটী আমার সহিত পরিভ্রমণ করেন তবে যার পর নাই সন্তুষ্ট ও কৃতার্থ হই। ইনি ব্রাহ্মণ বংশ সম্ভূত, নামটী স্মরণ নাই। বলিবা মাত্র স্বীকার করিলেন এবং ক্ষণকাল আমার বাস স্থানে বিশ্রাম করিয়া বলিলেন যে যদি আপনার নগর দর্শন করিতে ইচ্ছা থাকে তবে আমার অনুগমন করুন। তাহার এই অনুগ্রহ জনিত বাক্য শ্রবণ মাত্র আমি অতি মাত্র ব্যগ্র হইয়া হৃষ্ট চিত্তে তাঁহার পশ্চাৎবর্ত্তী হইলাম, এবং অল্প সময় মধ্যে বিচারালয় সমূহ সন্নিধানে উপস্থিত হইলাম।

অনন্তর প্রথমত জজ সাহেব বাহাদুরের বিচারালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলাম যে, যদ্যপি ইজলাসটী অতি উত্তম নহে কিন্তু বিচারকের অপূর্ব্ব শ্রীতে বিচারাসন উজ্জ্বল করিয়াছে। ক্রমে এক ঘণ্টা পর্য্যন্ত তথায় উপবেশন পূর্ব্বক জানিলাম, যে জজ সাহেব অতীব শিষ্ট ও ভদ্র। আহা! তাঁহার দয়া দাক্ষিণ্যাদি দর্শনে আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। বোধ হইল যেন ইনি যশোহরবাসি দিগের দুরবস্থা দূরীকরণ জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন। অতঃপর সমুদয় দেওয়ানি বিচারালয় দেখিয়া পরম আহ্লাদিত হইলাম।

এপর ফৌজদারি আফিস সমূহ দেখিবার জন্য পশ্চিম দিকে গমন করিলাম এবং ক্রমে কয়েকটি ফৌজদারি বিচারালয় দেখিয়া অবশেষে আর একটী ফৌজদারি বিচারালয়ে প্রবেশ পূর্ব্বক আমার সমভিব্যাহারী ব্রাহ্মণ কুমারকে জিজ্ঞাসা করিলাম, মহাশয়, এই বিচার কর্ত্তাটীর নাম কি? তিনি বলিলেন যে ইহার নাম বাবু প্রতাপ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিচারকটী মন্দ নহেন। তথা হইতে বহির্গত হইয়া দেখিলাম যে তাহার ইজলাসের সম্মুখে অনাবৃত প্রদেশে ২০ কি ২৫ জন ভদ্র লোক বসিয়া আছেন, তাহাতে আমি সেই ব্রাহ্মণ কুমারকে জিজ্ঞাসা করিলাম মহাশয়, ইহাঁরা কি জন্য দীনের ন্যায় এই অনাবৃত স্থানে নবদূর্ব্বাদল শোভন করিয়া অবস্থান করিতেছেন? তিনি বলিলেন মহাশয়: ইহাঁরা "জবানি অর্থাৎ মৌখিক" এই পর্য্যন্ত বলিয়া কহিলেন যে, আপনি ক্ষণকাল বিলম্ব করুন ইহার আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত আপনার নিকট বিজ্ঞাপন করিব। তাঁহার এই কথা শ্রবণ করিয়া যদ্যপি তদ্বৃত্তান্ত শুনিতে আমার ইচ্ছা হইল, কিন্তু কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা না দেখিয়া ক্ষান্ত থাকিলাম। এবং চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করত ফৌজদারী সংক্রান্ত বিচারালয় গুলির প্রতি উত্তম রূপে দর্শন জ্ঞান জন্মিলে, কালেক্টরী আফিস গুলি দেখিবার নিমিত্ত উত্তরাভিমুখে ধাবিত হইলাম। এবং কিয়ৎকাল মধ্যে এক ক্ষুদ্র প্রান্তর উত্তীর্ণ হইয়া একটী অট্টালিকা দেখিলাম। শুনিলাম যে সেইটীই কালেক্টর বাহাদুরের কাছারি!

এই অট্টালিকার সম্মুখ দেশে একটি বিস্তীর্ণ বাদাম বৃক্ষ আছে, তাহার নিম্ন ভাগে ২০ কি ২৫ জন ভদ্র লোক কোন কর্ম্ম ব্যতিরেকে (পূর্ব্বোলিখিত মহাত্মা গণের অর্থাৎ যাঁহারা প্রতাপ বাবুর কাছারির সম্মুখে বসিয়া আছেন তাঁহার দিগের ন্যায়) বসিয়া আছেন, দেখিয়া আমার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত স্মৃতি পথারূঢ় হইল এবং তন্নিবন্ধন দ্বিজ বরের নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি ইহাঁরা "লিখিত" এই শব্দটী মাত্র উচ্চারণ করিয়া নীরব হইলেন। পূর্ব্বে "জবানি" ও এক্ষণে "লিখিত" এই শব্দ দ্বয় প্রয়োগ করিলেন বটে, কিন্তু আমি কোন মতেই তাহার নিগূঢ় কারণ বুঝিতে পারিলাম না।

তদনন্তর তিনি আমাকে সঙ্গে লইয়া সন্নিহিত বাটীতে উপনীত হইলেন এবং মহাশয়ের ১৩ই জুলাই তারিখের সুপ্রসিদ্ধ অমৃত বাজার পত্রিকা খানি আনয়ন পূর্ব্বক (নড়াইলের পিঃ এম চক্রবর্ত্তির প্রেরিত, যে প্রস্তাবের শিরোভাগে, রেবিনিউ এজেণ্ট দিগের পরীক্ষার বিধি প্রণয়ন পক্ষে গবর্ণমেণ্টের ভ্রম লিখিত আছে) তাহা পাঠ করিতে নির্দ্দেশ করিলেন। আমি সেই প্রস্তাবটী পাঠ করিয়া চমৎকৃত হইলাম, ইহার কিঞ্চিৎ কাল পরেই, তথায় দুইটী ভদ্র লোক উপস্থিত হইলেন। ক্রমেই তাহার দিগের সহিত আমার পরিচয় হইয়া গেল, তাহাতে জানিলাম যে তাঁহারা ১৮৬৮ সালের যশোহর কমিটীর রেবিনিউ পরীক্ষার্থি। এই সময়ে আমার সমভিব্যাহারি ব্রাহ্মণ তনয় বলিলেন, মহাশয়! ইহার দিগের দেখিয়া আমি "জবানি" ও "লিখিত" শব্দ প্রয়োগ করিয়াছিলাম, তাঁহারা ও ইহারা রেবিনিউ পরীক্ষার্থি শুনিলাম বটে কিন্তু আমার গাঢ় সন্দেহ দূরীভূত হইল না, তখন কৌতূকাবিষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, মহাশয়? আপনার "জবানি" ও "লিখিত" শব্দের তাৎপর্য্যার্থ কি বুঝিতে পারিলাম না। তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন যে, ইহারা বিগত ১০ই আগষ্ট তারিখে লিখিত পরীক্ষা দিয়াছেন, কিন্তু প্রায় সম্পূর্ণ মাস অতীত হইল তথাচ এক্ষণ ঐক পরীক্ষার ফল জানিতে পারিলেন না। সুতরাং পরীক্ষার ফলাফল জানিবার নিমিত্ত, কালেক্টর সাহেব ও প্রস্তাবিত ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট প্রতাপ বাবুর নিকট হাঁটাহাঁটি করিতেছেন। কারণ লিখিত কাগজের বাহির করিবার কর্ত্তা কালেক্টর বাহাদুর ও জবানি ছাত্রের নির্ব্বাচনের কর্ত্তা প্রতাপ বাবু। শুনিয়া অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলাম, কেন না কোন পরীক্ষারই নির্ব্বাচন করিতে এত দীর্ঘ কাল আবশ্যক হয় না, এই এক ক্ষুদ্র পরীক্ষার কাগজাদি বাহির করিতে এত দিন অতিবাহিত হয়, এ কম আশ্চর্য্য নয়।

পুনরায় আবার সেই পরীক্ষার সময় আগত হওয়ার মধ্যে তথাপি পরীক্ষার্থিরা কিছুই জানিতে পারিলেন না। ইহার পর যাঁহারা উত্তীর্ণ হইতে না পারিবেন, তাহার দিগের পুনর্ব্বার পরীক্ষা দেওয়ার উপায় কি?

আমি যখন ফরিদপুর ও পাবনায় গিয়াছিলাম, তখন শুনিয়াছিলাম যে তৎ স্থানের পরীক্ষার্থি দিগের নির্ব্বাচন হইয়া গিয়াছে। সে প্রায় দুই মাস অতীত হইয়াছে। কিন্তু যশহর নিবাসী দিগের সৌভাগ্য বশতঃ তাহারা একে বারে ধনে প্রাণে মারা গেল।

এই পরীক্ষার সংবাদ জানিতে বহু দূরস্থ পরীক্ষার্থিরাও এই যশহরে থাকিবার ব্যয় বহন করত অবস্থিতি করিতেছেন। কিন্তু তাঁহার দিগের থাকা না থাকা সমান ফল হইতেছে। সম্পাদক মহাশয়, বোধ হয় আপনি জ্ঞাত আছেন যে, যাহারা এই সমস্ত পরীক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহারা এক প্রকার নির্দ্ধনি, অতএব তাঁহার দিগের নিরর্থক ৩। ৪ মাস স্ববায়ে বাসা করিয়া থাকিতে হইলে কত দূর কষ্ট সহ্য ও ক্ষতি গ্রস্থ হইতে হয়। এই রূপ যে স্থানেই যাই, তথায়ই কেবল পরীক্ষার আন্দোলন শুনিতে পাইলাম, ক্রমে সন্ধ্যা উপস্থিত হইল, আমিও বাসায় ফিরিয়া আইলাম।

আবার শুনিতে পাইলাম যে কালেক্টর সাহেব অত্যন্ত দয়ালু মনুষ্য, এই কি তাঁহার দয়ার চিহ্ন? আমি সবিনয়ে আপনাকে জ্ঞাত করিতেছি যে মহাশয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক কালেক্টর সাহেব ও প্রতাপ বাবুকে অনুরোধ করিবেন যে তাঁহারা সত্বর পরীক্ষার্থি দিগকে বিদায় করেন।

অন্যান্য জেলার পরীক্ষার্থি দিগের নির্ব্বাচন হইয়াও তাঁহারা এই হতভাগ্য যশহর বাসী দিগের জন্য কষ্ট ভোগ করিতেছেন। যদি কালেক্টর সাহেব এখানকার পরীক্ষার বিষয়ে কোন রিপোর্ট করিতেন, তবে —৬ দিন [illegible] হইয়া তাঁহারা প্রশংসা পত্র লইয়া আপন আপন পদের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে প্রবৃত্ত হইতে পারিতেন। বিশেষতঃ কালেক্টর সাহেবের ইহাও বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে দশ আইন স্বত্বরই দেওয়ানির অন্তর্গত হইবেক, অতএব ইত্যবসরে পরীক্ষার্থিরা আপন আপন পথ চেষ্টা করিবে, নচেৎ ইহার পর তাহার দিগের পরীক্ষা দেওয়া না দেওয়া সমান ফল হইবেক।

যশহর } বশম্বদ
২৫শে কার্ত্তিক } শ্রী কপিঞ্জল দত্তস্য।
সন ১২৭৫।

এই পত্রিকা যশোহর অমৃতবাজার অমৃত প্রবাহিণী যন্ত্রে প্রতি বৃহস্পতিবারে শ্রীচন্দ্র মাধব দাস দ্বারা প্রকাশিত হয়।

সাপ্তাহিক।

অধীনতা কাল কুটে মরি হায়২।
করেছে কি আর্য্য সুতে চেনা নাহি যায়।

১ মখণ্ড { ১২ ই অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার ১২৭৫সাল ২৬ শে নবেম্বর ১৮৬৮ খৃঃঅব্দ } ৩৮সংখ্যা

অমৃত বাজার পত্রিকা।

বিজ্ঞাপন।

নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ অমৃত বাজার পত্রিকার এজেন্ট নিযুক্ত হইলেন: গ্রাহকগণ ইহাঁদের নিকট পত্রিকার মূল্য দিলে আমরা প্রাপ্ত হইব।

বাবু চন্দ্র নারায়ণ ঘোষ মুক্তিয়ার,
যশোহর

বাবু তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ,
কৃষ্ণনগর

বাবু হরলাল রায় বি, এ, টিচার, হেয়ারস্কুল,
কলিকাতা

বাবু উমেশ চন্দ্র ঘোষ নড়াল জমিদারের মুক্তিয়ার,
কাশীপুর

বাবু দুর্গামোহন দাস, উকিল
বরিশাল

যখন গ্রাহকগণ অমৃত বাজার বরাবর মূল্য পাঠান, তখন যেন তাহা রেজিষ্টারি করিয়া পাঠান

যাঁহারা ষ্টাম্প টিকিট দ্বারা মূল্য পাঠান, তাঁহারা যেন এক আনার অধিক মূল্যের টিকিট না পাঠান।

বায়ারিং কিম্বা ইন্ সাফিসিয়েন্ট পত্রাদি আমরা গ্রহণ করিনা।

বিজ্ঞাপন।

অমৃত বাজার পত্রিকার মূল্যের নিয়ম।

অগ্রিম।

বার্ষিক	৫ টাকা	ডাক মাশুল	৩ টাকা
ষান্মাষিক	৩	„	১॥০
ত্রৈমাসিক	২	„	৸০
প্রত্যেক সংখ্যার	।০	„	⁄০

বিনা অগ্রিম।

বার্ষিক	৭ টাকা	ডাক মাশুল	৩ টাকা
ষান্মাসিক	৪৸	„	১॥
ত্রৈমাসি	৩	„	৸০

এই পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্য নির্ণয়।

প্রত্যেক পংক্তির প্রতি

প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতী ..... ⁄

চতুর্থ এবংতত্তোধিকবার.................. ⁄১০

বিজ্ঞাপন প্রেরকেরা বিজ্ঞাপনের সহিত তাহার প্রকাশের মূল্য এক আনা কিম্বা আধ আনার ষ্ট্যাম্প টিকিট দ্বারা আমাদের যন্ত্রালয়ে পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

সংগীত শাস্ত্র, প্রথম ভাগ।

উল্লিখিত পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে। উহার দ্বারা নানা বিধ গীত ও বাদ্য গুরূপদেশ ভিন্ন অভ্যস্ত হইতে পারিবেক। উক্ত পুস্তক কলিকাতাস্থ সংস্কৃত ডিপোজিটারিতে কলিকাতার কলেজ ষ্ট্রীট ব্যানার্জি এণ্ড ব্রদারসদের লাইব্রেরিতে, এবং নিম্ন স্বাক্ষরকারির নিকট তত্ত্ব করিলে গ্রহণেচ্ছুক মহাশয়েরা পাইতে পারিবেন। মূল্য ॥০ আনা, ডাকমাশুল এক আনা। কেহ নগদ ৫ টাকার বা তদধিক মূল্যের পুস্তক লইলে শত করা ১২ টাকা বং ৫০ টাকা বা তদধিক মূল্যের পুস্তক লইলে শত করা ২৫ টাকা কমিসন পাইবেন।

শ্রীনীল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য
যশোহর অমৃত বজার

বিজ্ঞা পন।

ছুঁচা কি মাকড়সার কামড়ে, মনুষ্য মরিয়াছে কি মর মর হইয়াছে এরূপ আপনি দেখিয়াছেন?

ইহাদের দংশনে কি কি লক্ষণ প্রত্যক্ষীভূত হয়?

মর মর হইয়া বাঁচিয়া উঠিয়াছে, এরূপ যদি কাহাকে দেখিয়া থাকেন, তবে সে কি ঔষধ ব্যবহার করিয়া বাঁচিল?

ছুঁচা কি চাঁদ মাকড়সায় কামড়াইয়াছে তাহার প্রমাণ কি?

যিনি আমাকে উপরি উক্ত প্রশ্ন গুলির যে কয়েকটীর উত্তর দিতে পারেন তাহার নিকট আমি বড় বাধিত হইব।

শ্রীশিশির কুমার ঘোষ
অমৃত বাজার

বিজ্ঞাপন।

সর্পা ঘাত।

অর্থাৎ।

মালবৈদ্যদিগের মতে সর্পদংশন চিকিৎসা উক্ত পুস্তক মুদ্রিত হইতেছে। সত্বর মুদ্রিত হইবেক। স্বাক্ষরকারীর প্রতি মূল্য ।০ আনা। ডাকমাশুল ⁄০ আনা। গ্রহণাকাঙ্খী মহাশয়েরা নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট লিখিলে উক্ত পুস্তক পাইতে পরিবেন।

শ্রীচন্দ্রনাথ কর্ম্মকার
অমৃত বাজার { নেভিবডাক্তারঅমৃত বাজার
দাতব্য চিকিৎসালয়

অমৃত বাজার পত্রিকা।

১২ই অগ্রহারণ বৃহস্পতি বারতর্ন-র

চারিদিকে জ্বর হইতেছে। জ্বর যে সংক্রামক রোগ ইহা আমাদের পূর্ব্বে বিশ্বাস ছিল না, কিন্তু এইবার আমাদের সে ভ্রমটী গিয়াছে। গ্রাম কে গ্রাম পড়িয়া ইহার উপায় কি ভাবিয়া স্থির করা যায় না। গবর্ণমেণ্ট কি করিবেন, বড় ক্ষমতা একজন নেটিব ডাক্তার আর কিছু কুইনাইন পাঠাইয়া দিতেপারেনকিন্তু এ যেরূপ জ্বর তাহাতে কুইনাইনও মানেনা, ডাক্তারও মানেনা। অদ্য ৩ বৎসর হইল, যে ভয়ংকর সংক্রামক জ্বর হয় এবার কার জ্বর, তাহা অপেক্ষা সাংঘাতিক। গত ফাল্গুন চৈত্র মাসে ওলাউঠা রোগে এজেলার বিস্তর লোক মরিয়াছে, তাহার পরে সর্পাঘাতে, ও এক্ষণে জ্বর আরম্ভ হইয়াছে। জগদীশ্বরের এদেশ সম্বন্ধে কি ইচ্ছা তিনিই জানেন।

—::—

গত বৎসর ক্যানাডর রেবারেণ্ড ব্যাক্সারসাহেব একখানি পুস্তক লিখিয়া তাহাতে এই রূপ ভবিষ্যত বাণী করেন যে অতি অল্প দিন মধ্যেই লুই নেপলিয়ান এই দশটি দেশ করায়ত্বে আনিবেন, অর্থাৎ গ্রেট ব্রিটেন্, ফ্রান্স, স্পেন, ইটালী, আলজিরা, ত্রিপোলী, ইজিপ্ত, গ্রীস, সিরিয়া, ও তুরস্ক। তিনি আরও বলেন, নেপলিয়ান জরুজিলাম অধিকার করিবেন, তাবৎখৃষ্টান দিগের উপর ঘোর অত্যাচার করিবেন, রোমান কাথলিক দিগের তাবৎ সম্পত্তি আত্মসাৎকরিবেন নিজের পূজা প্রচলিতকরিবেন, নিজের নাম সকলের হাতে ও কপালে চিত্র করিতে বাধ্য করিবেন, তার পর ১৮ মাস পর্য্যন্ত দুর্ভিক্ষ হইবে, ৩ সপ্তাহ পর্য্যন্ত বৃহৎ ধুমরাশি উত্থিত হইবে, পাঁচ

মাস পর্য্যন্ত গঙ্গপাল পালে ২ উপস্থিত হইবে এবং আরো কত ২ সর্ব্বনাশ হইবে !! কবে তাহার সেই "অপ্‌ডিন,, উপস্থিত হইবে তাহা ঠিক করিয়া না বলিয়া ব্যাকনর সাহেব বুদ্ধির কাজ করিয়াছিলেন !!

—::—

সিপাহী যুদ্ধ যখন ১৮৫৭ সালে আরম্ভ হয়, তখন টেলর সাহেব পাটনার কমিসনার। চারি দিকে গোলোযোগ দেখিয়া তিনি সেখানকার দেশীয় ভদ্র ও ক্ষমতাশালী লোকদিগকে এই মর্ম্মে নিমন্ত্রণ পত্র পাঠান যে, তাহারা তাহার বাটি উপস্থিত হইয়া এই ঘোর বিপদের সময় তাহাকে পারামর্শ দিবেন। আহূত ভদ্র সন্তানগণ তদনুসারে তাহার বাটিতে উপস্থিত হন কিন্তু টেলরসাহেব তৎক্ষণাৎ তাহাদের হাতে ও পায় বেড়ী দিয়া তাহাদিগকে কয়েদ করিয়া রাখেন। টেলরসাহেব এই রূপ মহৎকার্য্যে প্রবর্ত্ত আছেন, ইতিমধ্যে গবর্ণমেন্ট হইতে হুকুম আইল যে, তিনি অবাধ্য ও অকর্ম্মা, অতএব তাহার কর্ম্ম হইতে তিনি বহিস্কৃত হইলেন। কিছু দিন পরে টেলরসাহেব "আউয়ার ক্রাইসিস,, নাম দিয়া এক খানি ক্ষুদ্র বই লেখেন। তাহাতে তিনি আপনাকে সাপাই করেন ও যে রূপ জঘন্য উপায়ে ও বিশ্বাস ঘাতকতার সহিত পাটনার ভদ্র লোকদিগকে কয়েদ করেন তাহা উল্লেখ করিয়া নিজের কার্য্য দক্ষতা প্রকাশ করেন। সংপ্রতি পাওনিয়র পাঠে জানা গেল তিনি সেই বিশ্বাস ঘাতকতার পুরস্কার পাবার আশয়ে ভারতবর্ষীয় কৌন্সলে দরখাস্ত করিয়াছেন। হালিডে সাহেব এই কৌন্সলের একজন মেম্বর, ইহাতে বোধ হয় টেলর সাহেবের আবেদন গ্রাহ্য হইলেও হইতে পারে। ফল একটি দেখিয়া আমরা আশ্চয্য হইলাম। ইংরেজদের নীতি জ্ঞান এত কম যে, টেলের সাহেবের এই ঘৃণেয় চরিত্র সত্বেও প্রাধান ২ একাশ্য পত্রিকা সকল তাহার পক্ষ সমর্থন করিতেছেন। আর টেলর সাহেবের এবিশ্বাস টি না থাকিলে তিনি সাধারণে এরূপ প্রকাশ্যভাবে প্রত্যুপকার চাহিতে কখন বাহসী হইতেন না।

—::—

৩৬ সংখ্যক পত্রিকায় ব্রাহ্মদের সম্বন্ধীয় যে প্রেরিত বিবিধটি প্রকাশিত হয়, অমৃত বাজার পত্রিকার সম্পাদকের অজ্ঞাত সারে উহা প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি উহার নিমিত্ত দায়ী নহেন।

—::—

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, গরিবপুর গ্রামে একজন ইন্টার মিডিএট ক্লাসের ডাক্তার ঔষধ সহ গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছেন। এটি কিছুদিন পূর্ব্বে করিলে বিস্তর লোকের জীবন রক্ষা পাইত।

—::—

লণ্ডন টাইমস্ পত্রিকার নিমিত্ত ২২ জন ল রিপোটার, ১৯ জন পার্লিয়ামেন্ট রিপোটার, অসংখ্যক বিবিধ প্রকার লেখক (ইহারা প্রত্যেক পংক্তিতে একপেনী করিয়া পান।) গ্রেট ব্রিটেনের নানা অংশে অন্যূন ১০০ শত সংবাদ দাতা এবং প্রায় ৪০ জন বিদেশীয় সংবাদ দাতা নিযুক্ত আছেন। ছাপার অক্ষর সাজাইবার নিমিত্ত ১৩০ জন কমপোজিটার নিযুক্ত আছেন, ইহাদের ৬৫ জন দিনে ও ৭৫ জন রাত্রে কর্ম্ম করেন। ১২ জন সহকারী ও প্রধান কর্ম্ম কারক ইহাদের কার্য্য সকল পরিদর্শন করেন। ২৪ জন প্রুফ সংশুদ্ধ করেন, আর ৩ জন কেবল প্রুফ তুলিতেই আছেন। বিজ্ঞাপন সকল দিনে সাজান হয়, পাঠ্য বিষয় সকল রাত্রে সাজান হয়, পার্লিয়ামেন্টে যে সমুদায় তর্ক বিতর্ক হয়, সেই সকল রাত্রে লেখা হয় এবং প্রাতঃকালে মুদ্রিত করা হয়। এই সকল কাজের মধ্যে যাহাতে ভুল না যায় তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয় এবং প্রত্যেক পংক্তি মুদ্রিত হইলেই প্রুফ সংশোধকেরা তাহা ৪। ৫ বার করিয়া পাঠ করেন। ১৬ জন কারার ম্যান ও ইঞ্জিনিয়ার প্রেস চালাইবার বয়লার ও ইঞ্জিনে নিযুক্ত আছেন, ৬ জন ছাপাইবার কাগজ প্রস্তুত করিতেছেন, ৯১ জন প্রেসে নিযুক্ত আছেন, এবং ৭ জন এজেন্টেরদের নিকট কাগজ বিলি করেন।

এজেন্টেরা যত কপি মুদ্রিত করিতে আদেশ দেন, তাহার এক খানিও বেশী মুদ্রিত হয় না। এজেন্টেরা ফি কপি ২ পেন্স অর্থাৎপ্রায় /১০ আনা করিয়া খরিদ করেন। ইহার খুচরা মূল্য ৵ আনা। এই পত্রিকা মুদ্রিত করিতে প্রায় ২ হাজার মন কাগজ ও ৫৬ মন কালী প্রতি সপ্তাহে আবশ্যক হয়। ছাপাইবার যে কএকটি ষ্টীম প্রেস আছে, তাহাতে প্রত্যেক ঘণ্টায় ৫২২২২ কপি মুদ্রিত হয়। ইহা ব্যতীত আর একটি প্রেস আছে যাহাতে প্রত্যেক ঘণ্টায় প্রায় ২৫ হাজার কাগজ মুদ্রিত হয়।

—::—

ভারতবর্ষীয় সাক্ষ্য আইন।

সাক্ষ্য আইন অন্যান্য আইনের সঞ্চালনার অঙ্গ। রেলওয়ে ট্রেনে ইঞ্জীন যে কাজ করে সাক্ষ্য আইন অন্যান্য আইনের সেই কাজ করে। আইন সকল প্রস্তুত হইয়া পুস্তকেই থাকে, কেবল সাক্ষ্য আইনের সাহায্যে সেকল কার্য্যে প্রযোজিত হয়। সাক্ষ্য আইন যে ভাবে যে পরিমাণে অন্য কোন আইনের উপর যোজিত হয়, সেই পরিমাণে তাহার সার্থকতা সাধিত হয়। এপর্য্যন্ত ভারতবর্ষে যে সাক্ষ্য আইন প্রচলিত আছে, তাহা কিছু বিশৃংখল সন্দেহ নাই। ১৮৫৫ সালের ২ আইনে সাক্ষ্য সম্বন্ধীয় অনেক গুলি নিয়ম বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে। এই আইনটি ভারতবর্ষের, কিন্তু উক্ত আইন যথেষ্ট নহে। অধিকাংশ বিষয়ে ইংলণ্ডে প্রচলিত সাক্ষ্য আইন অবলম্বন করা আবশ্যক হয়। এই দুই লইলে আমাদের আদালতে সাক্ষ্য আইন সম্বন্ধে কোন অভাব থাকে না। তবে সর্ব্বাপেক্ষ সত্য হইতে একটি সম্পূর্ণ অবয়ব ধারী সাক্ষ্য আইন প্রস্তুত হইলে অনেক ভাল হয় সন্দেহ নাই। কিন্তু এটি আমাদের তত অভাব না, অন্তরে যে অভাবের আঘাত লাগে তাহা কতক প্রকাশ করিয়া বলা উচিত বোধ হইতেছে।

ইংলণ্ডে নিতান্ত যৎসামান্য অপরাধ ভিন্ন সমুদায় অপরাধের বিচার প্রধান বিচার পতিগণ কর্ত্তৃক হয়। ইঁহারা নিরূপিত সময়ে মপস্বলে বহির্গত হইয়া এই রূপনিষ্পত্তি সমুদয় সমাধা করেন। এই রূপ নিষ্পত্তিকে আসাইজের বিচার বলে। কেবল যে সকল সামান্য অপরাধের দণ্ড দশ পাঁচ টাকা জরিমানা হইতে পারে তাহাই মপস্বলে সেরিফ আদি সামান্য মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক বিচারিত হইয়া থাকে কিন্তু আমাদের দেশে তাহা হইতে ভিন্ন প্রণালী। আমাদের ধন প্রাণ জীবন সমুদায় সামান্য মাজিষ্ট্রেট দিগের হাতে। তিনবৎসর মেয়াদ ওহাজার টাকা জরিমানা কি সামান্য কথা ? ইহার দ্বারা ব্যক্তি বিশেষ, পরিবার বিশেষ, ও গ্রাম বিশেষ, এমন কি দেশবিশেষ এককালে উচ্ছিন্ন করা যাইতে পারে। আর কাহাদের প্রতি এইগুরু বিষয়ের ভার অর্পিত হইয়াছে ! যাঁহাদের অনেকেই ইংলণ্ড হইতে গরম গরম আসিয়াছেন, মরদানী খৃষ্টধর্ম্ম যাঁদের মুখদিয়া নিগর শব্দ রূপে নির্গত হইতেছে, চক্ষে গরম নজর জতজি রূপে প্রকাশ পাইতেছে, হাতে ঘুসা দিবার জন্য উরু উরু ভাব, পায়ে ড্যাম নিগারকে ইংরাজী লাথী দেওয়ার জন্য ব্যগ্রতা। আইনের ধার অতিক্রম রাখেন। ইহারা দণ্ড বিধি আইন ক্রিমিন্যাল প্রসিজার আইনএক রূপজানেন। কিন্তু ইহাদেরঅনেকের নিকটে

সাক্ষ্য আইন পোষাক। অনেকে যাকিছু জানেন, তাহাও পোষাকী করিয়া তুলিয়া রাখেন। ইহাদের মধ্যে অনেকেই এরূপ দেখা যায়, যাঁহার উপর রুষ্ট হয়েন তাহাকে অগাহার্ণবে দেন। তুলাই যাঁর সাক্ষ্য আইন আর সাক্ষী। এমন স্থলে আপিলের পন্থা আছে বটে, কিন্তু কয় জন লোক আপিল করিতে পারে এবং আপিলে সুবিচার প্রাপ্ত হইবার যো গাড় করিতে পারে। সাক্ষ্য আইনের একটি প্রধান সূত্র এইযে তৃতীয় ব্যক্তির কথা কার্য্য কি অনুমান সাক্ষ্য রূপে গ্রাহ্য হইতে পারেনা মাজিষ্ট্রেটদের বিচারের নথী সমুদায় খুজিয়া দেখিলে বোধহয় এরূপ নথী অতিক্রম পাওয়া যায় যাহাতে এই সকল সাক্ষী রূপে গৃহীত না হয়। এমন কি অনেকস্থলে এইরূপ সাক্ষীর উপর নির্ভর করিয়া অনেক ব্যক্তিকে গুরু গুরু দণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। আর একটি বিস্ময় জনক ঘটনা দেখা যায়। মপস্বলে যে সকল ইংরাজী কর্ম্ম চারিরা থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে কাহারো কোন অপরাধ করা অসম্ভব। যেমন ইংলণ্ডের রাজা কি রাজ্ঞীতে কোন অপরাধ কি অন্যায় কার্য্য অসম্ভব, এই সকল সাহেবদের পক্ষেও সেইরূপ। একজন গবর্ণমেণ্ট ইঞ্জীনিয়ার সাহেব একজন মল্লিকের মাথা দুইখণ্ড করিয়া দিলেন, তিনি কেবল পাঁচ টাকা দণ্ডের অপরাধী হইলেন, এক রেলওয়ে ইঞ্জীনিয়ার একটি কুলিকে পদাঘাতের উপর পদাঘাত করিয়া মারিয়া ফেলিলেন, তিনি তাহাকে শিক্ষার জন্য প্রহার করিতেছিলেন, তাঁহার কোন দোষছিলনা। একজন পোলিস ইনস্পেক্টর সাহেব একটি জমিদারের বাড়ীর উপর অনেক লোক সমভিব্যাহারে আক্রমণ করিলেন বলিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট প্রমাণ লিখিলেন (এটি একটি জাজ্বল্যমান) কসাই টোলার জুরী তাঁহার কোন দোষ দেখিতে পাইলেন না, দশ দিনের মধ্যে তিনি ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট হইয়া গেলেন। একটি আসিষ্টান্ট মাজিষ্ট্রেটের নামে বলাৎকারের অভিযোগ হইল, ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে তাহার বিচার সমাধা হইয়া আসামী খালাস হইয়া ফরিয়াদী কিছু পরে ফৌজদারিতে অর্পিত হইল কিছু কাল আদালতে সে ফরিয়াদি অব্যাহতি পাইল। এই সকল দৃষ্টান্ত আলোচনা করিয়া কি দেখা যাইতেছে! যেন সাক্ষ্য আইনে এমন কোন পদার্থ আছে যে মপস্বলে সাহেবেরদের বিরুদ্ধে কোন অপরাধের অভিযোগ হইলে তাহা অপ্রমাণ হইবে। সাক্ষ্য আইনের উৎকর্ষ সাধন হইতেছে সন্তোষের কথা। কিন্তু মপস্বলের ফৌজদারি বিচারে তাহা মান্য করা হয়, এমন কোন পন্থা অবলম্বন করা অধিক উচিত হইতেছে—

—॥—

অনেক ব্রাহ্মই বোধ হয় বাইবল খানি পাঠ করিয়াছেন। আমরা তাঁহাদিগকে অনুরোধ করি যে শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ খানি এক বার পাঠ করেন। আমরা নিশ্চিত বলিতে পারি যে পরিশ্রম বৃথা হইবে না, অথচ অনেক নূতন বিষয় জানিতে পারিবেন। ভগবানের বিরাট মূর্ত্তির বর্ণন শ্রীমদ্ভাগবতে এই রূপ আছে।

"শুকদেব কহিতে লাগিলেন আসন নিয়ম দ্বারা জিতাসন এবং প্রাণায়াম দ্বারা জিত নিশ্বাস, তথা সকল ইন্দ্রিয়ের দমনকারী এবং সঙ্গ রহিত হইয়া বুদ্ধি পূর্ব্বক ভগবানের স্থূল রূপেতে প্রথমতঃ মনঃ ধারণ করিতে হয়। ভগবানের বিরাট দেহ স্থূল হইতে স্থূলতর। অতীত অনাগত এবং বর্ত্তমান কার্য্য মাত্র যাবৎ বিশ্ব, সমুদায় তাহা হইতেই প্রকাশ পায়। ঐ ব্রহ্মাণ্ড রূপ বিরাট দেহ ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, অহংকারত্ব এবং মহত্ব এইসপ্ত আবরণে আবৃত। কিন্তু ঐ দেহ ধারণার বিষয় হয় না। উহার মধ্যে যে ভগবান বিরাজ পুরুষ অর্থাৎ বিরাড় জীবের নিয়ন্তা আছেন. তিনিই ধারণার বিষয়। পাতাল সেই বিরাট মূর্ত্তির চরণের অধঃ ভাগ, রসাতল তাহার চরণের অগ্র এবং পশ্চা ভাগ, মহাতল তাহার চরণের গুলফ দেশ এবং তলাতল তাহার দুই জংঘা। অপর সুতল সেই বিশ্ব মূর্ত্তির দুইটী জানু, এবং বিতল, ও অতল তাঁহার উরুদ্বয় অর্থাৎ দুই জানুর দুই অধোভাগ, মহীতল তাহার জঘন এবং নভোমণ্ডল অর্থাৎ ভুবর্লোক তাহার নাভি সরোবর। আর জ্যোতিঃসমূহ অর্থাৎ স্বর্গ লোক তাহার উরঃ স্থল, মহর্লোক তাহার গ্রীবা দেশ, জনোলোক তাহার বদন, তপোলোক তাহার ললাট এবং সত্য লোক সহস্র শীর্ষ সেই বিরাট মূর্ত্তির শীর্ষ দেশ। মহারাজ! ইন্দ্রাদি দেবগণের শরীর তেজোময়, এপ্রযুক্ত তাহারা ঐ বিশ্ব মূর্ত্তির বাহু। দিক সকল তাহার কর্ণ কুহর। শব্দ সকল তাহার কর্ণেন্দ্রিয়। অশ্বিনী কুমার দ্বয় তাহার দুই নাসিকা। গন্ধ তাহার ঘ্রাণেন্দ্রিয় এবং দীপ্ত অনল তাহার মুখ। অপার অন্তরীক্ষ তাহার চক্ষুর্গোলক। সূর্য্য তাহার চক্ষুরিন্দ্রিয়। রাত্রি এবং দিবস তাহার চক্ষুর দুই পক্ষ। ব্রহ্ম পদ তাহার ভ্রূবিজৃম্ভ। জল তাহার তালু অর্থাৎ রসনার অধিষ্ঠান এবং রস তাহার রসনেন্দ্রিয়। অশিষবেদ সকল তাহার ব্রহ্ম রন্ধ্র। যম তাহার দংষ্ট্রা অর্থাৎ দন্ত পংক্তি। পুত্রাদি স্নেহ লেশ তাহার দন্ত। লোকের উন্মাদ জনক মায়া তাহার হাস্য এবং অপার২ সৃষ্টি তাহার কটাক্ষ। আর ব্রীড়া তাহার উত্তর ওষ্ঠ, লোভ তাহার অধর, ধর্ম্ম তাহার স্তন, অধর্ম্ম মার্গ তাহার পৃষ্ঠ দেশ, প্রজাপতি তাহার মেঢ়, মিত্রাবরুণ তাহার দুই বৃষণ, সমুদ্র সকল তাহার কুক্ষিদেশ এবং পর্ব্বত সকল তাহার অস্থি, হে নৃপেন্দ্র! নদ সকল সেই বিশ্ব মূর্ত্তির নাড়ী, বৃক্ষ সকল তাহার লোম, অনন্ত বীর্য্য বায়ু তাহার নিশ্বাস প্রশ্বাস, বয়ঃ কাল তাহার গমন, এবং প্রাণিগণের সংসার তাহার কর্ম্ম অর্থাৎ ক্রীড়া। হে কুরুবর্য্য, মেঘ সকল তাহার কেশ, সন্ধ্যা তাহার বসন. অব্যক্ত অর্থাৎ প্রধান প্রকৃতি তাহার হৃদয় এবং প্রসিদ্ধ চন্দ্রমা তাহার মন. ঐ মনই সকল বিকারের কোষ অর্থাৎ আশ্রয়। মহারাজ, পণ্ডিতেরা বিজ্ঞান শক্তিকেই তাহার মহত্তত্ব বলেন, রুদ্র দেব তাহার অহঙ্কার তত্ত্ব, অশ্ব অশ্বতরী উষ্ট্র হস্তী ইত্যাদি তাহার নখ এবং সকল মৃগ পশু তাহার কটি দেশ। পক্ষি সকল তাহার বিচিত্র শিল্প নৈপুণ্য, স্বয়ম্ভুব মনু তাহার মনীষ, পুরুষ. তাহার আশ্রয় স্থান, গন্ধর্ব্ব বিদ্যাধর চারণ, অপ্সরোগণ তাহার স্বরস্মৃতি এবং অসুর সৈন্য তাহার বীর্য্যের অংশ। ব্রাহ্মণ গণ তাহার আনন, ক্ষত্রিয় বৃন্দ তাহার বাহু, বৈশ্যজাতি তাহার উরু, এবং শূদ্র সমূহ তাহার চরণ। তিনি নানাবিধ নামধারি দেবগণে পরিবৃত, এবং হবিঃসাধ্য যাগ যজ্ঞাদি প্রয়োগ তাহারই কার্য্য। হে রাজন! বিরাট মূর্ত্তির এই সমস্ত অবয়ব সংস্থান তোমার নিকট বর্ণন করিলাম, মুমুক্ষু ব্যক্তিরা স্ব স্ব বুদ্ধি দ্বারা ঈশ্বরের এই স্থূলতর শরীরেই মনোধারণ করিয়া থাকেন, কারণ, এতদ্ব্যতীত অন্য কিছুই নাই। মহারাজ! স্বপ্নে যেমন কোন২ জীব কখন২ অনেক দেহ ধারণ না করিয়া সেই সকল দেহের ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা সমস্ত দর্শন করে, তাহার ন্যায় সেই এক বিশ্বমূর্ত্তি ভগবান সকলের বুদ্ধি বৃত্তি দ্বারা সকলই অনুভব করেন এবং তিনিই সকলের অন্তরাত্মা। যোগী জন সেই সত্য স্বরূপ আনন্দ নিধান বিরাট পুরুষেই মনোধারণ করিয়া তাঁহার উপাসনা করেন, অন্যত্র আসক্ত হয়েন না, যেহেতু অন্যত্র আসক্ত হইলে সংসার দুর্নির্ব্বার হয়।"

—॥—

জমিদার শব্দের উৎপত্তি।

মনু বিধিবদ্ধ করেন যে, ভূমির উপসত্ত্বের ছয় ভাগের একভাগ রাজা পাইবেন, আর বক্রি প্রজা পাইবেন। তবে যাঁহারা এই কর সংগ্রহ করিতেন, তাহারা প্রজার অংশ হইতে আরো কিছু পাইতেন। তখন প্রজা ও রাজা এ উভয়ের কাহারো ভূমিতে উপসত্ত্ব ছিলমাত্র, কিন্তু মধ্যবিত্ত লোকের কর সংগ্রহ করা ব্যতীত ভূমিতে কিছু মাত্র অধীকার ছিলনা। সুতরাং জমিদার গণ তখন সৃষ্ট হন নাই। রাজা সাক্ষাৎ ভাবে প্রজা দিগের সহিত বন্দ বস্ত করিতেন।

তাহার পরে দেখা যায় যে, আকবার কর আদায়ের নিমিত্ত নূতন এক প্রকার বন্দ বস্ত করিতে চেষ্টা পান। আমাদের দেশে পূর্ব্বাবধি যে নিয়ম প্রচলিত ছিল আকবর তাহারি অনুবর্ত্তী হইয়া তাহার মন্ত্রি, রাজা তোদার মালের সাহায্যে সেই রূপ আর এক প্রকার বন্দ বস্ত করেন, কিন্তু সেও প্রজাদের সহিত সাক্ষাৎভাবে। মনুর সময় রাজা যে ছয় ভাগের এক ভাগ লইতেন, আকবার তিনি ভাগের এক ভাগ লওয়া স্থির করিলেন ও প্রজাদের সহিত এই রূপ দশ বৎসরের নিমিত্ত বন্দ বস্ত করিলেন। আর এই

সমুদায় কর আদায়ের নিমিত্ত তিনি "ক্রোরি" উপাধি দিয়া প্রত্যেকের আড়াই লক্ষ টাকার তহশিল দিয়া নাএব নিযুক্ত করিলেন। সুতরাং তখনও জমিদার শ্রেণির সৃষ্টি হয় নাই। জমিদার শব্দটী তখন না ছিল একপ নয়, কিন্তু তখন জমিদার অর্থে যে কি বুঝাইত তাহা ঠিক নির্দ্দেশ করিবার যো নাই। এসিয়াটিক রিসার্চেস, ১৫ বালমে হ্যারিংটন সাহেব বলেন যে পাঠান আলম গিরির পূর্ব্বে যাহাদের কিছু না কিছু স্বাধীনতা না ছিল, তাহার দিগকে জমিদার বলা যাইত না। তাহার মতে তখন কার জমিদারেরা এক্ষণ কার করদ রাজা দিগের ন্যায় ছিলেন।

যখন ইংরাজেরা বাঙ্গালা অধিকার করিয়া লন, তখন দেখিলেন যে জন কয়েক ইজারদার বাঙ্গালাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাগ করিয়া লইয়াছেন, তাহারা প্রজা দিগের নিকট নাএব কি ইজারদারের ন্যায় কর আদায় করিয়া নবাবের নিকট প্রেরণ করিতেন। যত কর আদায় করিতেন তাহার শতকরা ১০ টাকা তাঁহারা নিজে পাইতেন। তাঁহাদের আখ্যা ছিল রাজা ও কর আদায়ের নিমিত্ত যাহা যাহা চাই—এক্ষণে যে রূপ নাএব দিগের আছে—কিঞ্চিৎ পরিমাণে সৈন্য প্রভৃতি রাখিবার বিধিও ছিল।

ইংরাজের সময়ের পূর্ব্বে বরাবর এই নিয়ম ছিল যে বাপের কর্ম্ম ছেলে পাইত, এই রূপ হয়ত একটী কর্ম্ম পুরুষ পুরুষানুক্রমে পর পর এক বংশীয়ও দ্বারাই নির্ব্বাহিত হইত। এই সমুদায় ইজারদারেরা যে পর্য্যন্ত নিয়ম মত কর দিতেন, তত দিবস তাঁহারদের কোন গোলো ঝঞ্চাট ছিলনা, আপনার ইজারার মধ্যে সর্ব্বময় কর্ত্তাও থাকিতে পারিতেন। তাহার মৃত্যু হইলে তাঁহার উত্তরাধিকারী তাঁহার সমুদায় বিষয় পাইতেন। কর দিতে ত্রুটী করিলে নবাব ধরিয়া লইয়া কর আদায়ের নিমিত্ত নানা বিধ যন্ত্রণা দিতেন ও কখন ইজারা ছাড়াইয়া লইয়া অন্যকে দিতেন। নবাবেরা স্বেচ্ছা পূর্ব্বক আর পুরাতন ইজার দার দিগকে তাহাদের ইজারা হইতে বঞ্চিত করিতেন না।

কিন্তু যখন ইংরাজেরা দেশের কর্ত্তা হইলেন, তখন দেখিলেন এই ইজারদারেরা বড় সুখে আছে। মুসলমান নবাব দিগের যে ঔদার্য্য ছিল তখন তাঁহাদেরা তাহা ছিলনা। তাহরা এক দল রাক্ষস আসিয়াছিলেন, যে প্রকারেই হউক উদর পূর্ত্তি করিতে পারিলেই হইত। তাহারা দেখিলেন যে ইজারদার দিগকে বার্ষিক এত না দিলেও চলে, অতএব বৎসর বৎসর বন্দ বস্ত করিতে লাগিলেন। যিনি অধিক দিতে পারিতেন তাহাকেই ইজারা দেওয়া হইত। এই রূপে পুরাতন ইজারদারেরা বহিষ্কৃত হইয়া অন্ন অন্ন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, নূতন নূতন ইজারদারেরা যথা সাধ্য প্রজা শোষণ করিতে লাগিল। এই রূপ ডাক বাড়িয়া বাড়িয়া শেষে এরূপ হইল যে প্রজা কুল একেবারে উচ্ছিন্ন গেল, ইজারদারেরা যত আদায় হইতে পারে তাহার অধিক ডাকিয়া ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন, গবর্ণমেণ্টের খাজানা ক্রমেই কমিয়া আসিতে লাগিল, আর দেশটি একেবারে নষ্ট হইবার উপক্রম হইল। ঐ যে গল্প আছে, এক হংসী সুবর্ণ ডিম্ব প্রসব করিত, কৃষক সমস্ত ডিম এক দিন বাহির করিয়া লইবার আশায় যে রূপ বিপদে পড়ে, ইংরাজদেরও তাহাই হইল।

দেশের এই রূপ অবস্থা হইলে১৭৮৬ সালে কোর্ট অব ডাইরেক্টর হইতে এক খানি আদেশ পত্র আইল, যে এরূপ বৎসর বৎসর বন্দ বস্ত করিলে ইজারদার দিগের প্রজার প্রতি মমতা হইবে না, ন্যায্য কি গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্য তাহাও জানা যাইবেনা, অতএব পুরাতন যে ইজারদারেরা আছেন তাহাদের সহিত বন্দ বস্ত করা হউক। লর্ড কর্ণোয়ালিস অনেক তর্কের পর এই বন্দবস্ত করেন। প্রথম তর্ক হইল যে এক্ষণে কোন মতেই বন্দ বস্ত হইতে পারেনা যে হেতু দেশের অবস্থা কি তাহা ভাল করিয়া জানা যায় নাই, এক্ষণে একটা স্থায়ী বন্দ বস্ত করিলে পরে হায় হায় করিতে হইবে। সেই হায় হায় এক্ষণে লরেন্স বাহাদুর করিতেছেন। কিন্তু এ সমুদায় না শুনিয়া পিট, ডণ্ডাস, প্রভৃতি সাহেবের পরামর্শানুসারে লর্ড কর্ণোয়ালিস পুরাতন ইজারদের দিগের সহিত চির স্থায়ী বন্দবস্ত করিবেন এই রূপ বিজ্ঞাপন ১৭৯৩ সালে ২২ মার্চ তারিখে প্রচার করেন। সেই দিবস জমিদার দিগের সৃষ্টি অদ্য এই পর্য্যন্ত। এই বন্দবস্তে গবর্ণমেণ্টের, জমিদার গণের ও প্রজাগণের কাহার কি ক্ষতি বৃদ্ধি হইয়াছে তাহার বিচার আগামীতে করিব।

—::—

রুশিও আক্রমণ।

আমরা গত পত্রিকায় লিখিয়াছি যে ভারত বর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট মনে করিলে কল্যই কাবুল অধিকার করিতে পাবেন, কিন্তু কাবুল অধিকার করা যত সহজ, রক্ষা করা তত সহজ নয়। রুশিয়ানেরা বুখারা কাবুল, হিরাট, বল্ক স্পর্শ করিয়াছে। তাহারা এক্ষণে কাবুল হইতে ২।৩শত ক্রোশ দূরে বই নয়। অক্সাস নদী তাহাদেরি হইয়াছে। যাহারা ইচ্ছা করেন তাঁহারা আসিয়ার মানচিত্র খুলিয়া দেখিতে পারেন, যে রুশিওরা ভারত বর্ষের কত সমীপ বর্ত্তী হইয়াছে। আবদুল রহমান তাঁহাদের নিকটই অবস্থিতি করিতেছেন, অতএব রুশিওরা যদি মনে করে তবে আবদুল রহমানকে সম্মুখে করিয়া অনায়াসে কাবুল অধিকার করিতে পারে।

কিন্তু উভয় গবর্ণমেণ্টের মনে বিশ্বাস এই, যিনি অগ্রে কাবুল অধিকার করিবেন তিনিই ঠকিবেন। আবগানিস্থান একটী পর্ব্বত ময় দেশ। সেখানে আক্রমণ করাপেক্ষা রক্ষা করা অনেক সহজ। বিশেষতঃ ঐ দেশবাসীরা অত্যন্ত সমর ও স্বাধীনতা প্রিয়, ও চঞ্চল, আবার সমস্ত দেশে নানা বিধ জাতি আছে। দেশে যে বিশ, ত্রিশ লক্ষ আবগান আছে তাহাদের বাধ্য করিতে হইলে, আর বিশ, ত্রিশ লক্ষ পারসিবান প্রভৃতি জাতিকে শত্রু করিতে হয়। এমত দেশ অধিকার করা সহজ কিন্তু অধীনে রাখা কঠিন। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ইহা ঠেকিয়া শিখিয়াছেন, ও রুশিয়ানেরাও ইহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছে।

ওপারে রুশিও এ পারে ইংরাজ, মাঝখানে আবগানিস্থান। ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে হইলেই হিরাট ও কাবুল দিয়া আসিতে হইবে। এই নিমিত্ত রুশিওরা শের আলিকে বাধ্য রাখিবার নিমিত্ত তাহাকে সাহায্য করিয়াছে। এই কারণে লরেন্স বাহাদুর সে দিন শের আলির সহিত সন্ধি করিতে যান, ও শের আলি [illegible]সাতে অপ্রতিভ হইয়া আইসেন।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যদি শের আলির সহিত সন্ধি করিতে পারেন, তবে কাবুলে এরূপ সমুদয় স্থান আছে, যেখানে সৈন্য শিবির সংস্থাপন করিতে পারিলে আর রুশিওরা একেকালেই অগ্রসর হইতে পারে না। কি তাহা হইলে, একেবারে কাবুলের পশ্চিম সীমা হিরাটে সৈন্য জমাএত করিলে হিরাটের সম্মুখস্থ ঘোরতর বালুকা মরুভূমি পার না হইয়া আর উহা আক্রমণ করিতে পারিবার যো নাই। কিন্তু আমরা পূর্ব্ব পত্রিকায় বলিয়াছি, কাবুলাধিপতি শের আলি যে [illegible] দিগকে পরিত্যাগ করিয়া ইংরাজ[illegible] সহিত মিশিবেন ইহা বোধ হয় না। [illegible]তে ইংরাজ ও রুশিওদের স[illegible] বর্ষ লইয়া যুদ্ধ হয়, তবে হয় [illegible] দিগকে কাবুল অধিকার

করিয়া [illegible] হইয়া রুশিও দিগের সহিত যুদ্ধ করি[illegible], নতুবা রুশওয়া আসিয়া, আলেক [illegible] হইতে আহামদ সা পর্য্যন্ত যোদ্ধারা [illegible] করিয়াছেন, অর্থাৎ পঞ্জাব আক্রমণ [illegible]।

ইহার [illegible]তে ভারত বর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের [illegible] সুবিধা হয় ইহা স্থির করা বড় কঠিন। রুশিও দিগের ধন বেশী নাই। যে বোখারার দশ আনা আন্দাজ তাহারা অধিকার করিয়াছে, উহাতে তাহাদের ঐ দেশ রক্ষা করিবার খরচ পোশাইবে না। উহা অধিকার করিতেও বিস্তর ব্যয় লাগিয়াছে। বোখারা অধিকার করিবার নিমিত্ত যে পূর্ব্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশ অধিকার করিতে হইয়াছে তাহাতেও ব্যয় হইয়াছে। তুর্কিস্থানে তাহাদের যে কয়েক বৎসর সৈন্য রাখিতে হইয়াছে তাহাতে তাহাদের যে অনেক অর্থ গিয়াছে তাহার সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ বোখারায় ৭০ লক্ষ লোকের বাস। সকলেই চিরকাল স্বাধীনতা প্রিয়, গোঁড়া মুছলমান খৃষ্টিয়ান দ্বেষী। যাযবর তুর্কিম্যান দিগকে বাধ্য করা রুশিয়ান দিগের পক্ষে মহা কঠিন ব্যাপার হইয়া পড়িবে। এমত অবস্থায় রুশিওরা পলাইবার পথ না করিয়া, তুর্কিম্যান দিগকে সম্পূর্ণ রূপে বাধ্য না করিয়া আর ভারত বর্ষ আক্রমণ করিতে পারিবেনা, হয় ত উপরি উক্ত কারণে রুশিওরা বোখারা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইতে পারে।

অতএব ভারত বর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট আগে হইতে সজ্জা করিয়া কাবুল অধিকার করিয়া রুশিয়ান দিগের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত থাকিতে গেলে, হয় ত যে যুদ্ধ কখন হইতনা তাহাই আহ্বান করা হইবে। আবার কাবুল অধিকার করিয়া রুশওদের সহিত যুদ্ধ করিতে হইলে, দুই জাতির সহিত একেবারে যুদ্ধ করিতে হইবে। বিশেষতঃ ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া রুশিও দিগের সহিত যুদ্ধ করিতে গেলে পশ্চাদ্ভাগে আর এক দল বিপক্ষ হইয়া উঠিবার বিচিত্র কি? ভারত বর্ষেই না হউক, কিন্তু মহাবনের ওহাবিরা কি হাজারার যুদ্ধে একেবারে নির্মূল হইয়া গিয়াছে? কিন্তু কাবুল অধিকার করায় আর একটী প্রধান বাধা আছে। ইংরাজেরা তাহা না মানিলে পারেন, কারণ তাঁহারা খৃষ্টিয়ান। কিন্তু আমাদের বোধে কাবুল-না ওয়ারেশ মাল নয়, [illegible] অধিক বল আছে বলিয়াই অন্য একটি দেশ অধীকার করিয়া লওয়া পশুবৎ [illegible]। আর যাহারা এরূপ বল প্রকাশ [illegible], পরিণামে তাহাদের কখন ভাল [illegible]।

[illegible] এমত অবস্থায় গবর্ণমেণ্টে [illegible] আলির সহিত, তাহার পিতা দোস্ত [illegible] মুদখার সহিত ১৮৫৩ সালে যে রূপ [illegible]

বন্ধ হয় সেই রূপ বন্দবস্ত করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করা উচিত। বোধ হয় লডনেও আসিয়াই প্রথমে তাহারি চেষ্টা পাইবেন, আর যদি তাহা না হয়, তবে ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম সীমা রক্ষা করিবার নিমিত্ত বিশেষ যত্ন করা কর্ত্তব্য, আর ভারত বর্ষীয় দিগকে এই সময় একটু গায় হাত বুলান উচিত। উপস্থিত ভয় গেলে আবার যেমন তেমনি করিলেই হবে। সিপাহি যুদ্ধ টাট্‌কা থাকিতে থাকিতে মহারাণীর ঘোষণা পত্র, আর তাঁহার কর্ম্মচারি গণের একেক'র যে রূপ ব্যবহার সেই রূপ করিলেই হইবে!

—::—

মূল্য প্রাপ্তি।

বাবু কৃষ্ণবেহারী মুখোপাধ্যায়
মোং মাগুরা.......................৮৲
বাবু গৌরীপদ চক্রবর্ত্তী
মোং সাতক্ষীরা....................৮৲
বাবু পার্ব্বতীচরণ ঘোষ
মোং কিশোরীগঞ্জ................৪৷৹
বাবু সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী
মোং মুক্তাগাছ....................৮৲

—::—

বিজ্ঞাপন।

গার্হস্থ্য সংবাদ।

যশোহর--জন্ম--৭ই অগ্রহায়ণ শনিবার রাত্রে হেড মাষ্টর শ্রীযুক্ত বাবু উমাচরণ দাসের একটী পুত্র জন্মিয়াছে।

—::—

গ্রাহক গণের প্রতি।

রাইট সাহেব এই পত্রিকা প্রকাশকের নামে যে, মানির মকর্দ্দমা আনিয়াছেন, তাহার বিচার মঙ্গলবারে হইবে। ছাপা খানার প্রায় সবকেই যশোহরে সাক্ষ্য দিতে যাইবেন। এ মপস্বল জায়গা, এখানে ঠিকা কমপোজিটার, প্রেস ম্যান, ইত্যাদি পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ মকর্দ্দমা নিষ্পত্তি করিতে কয় দিন লাগে তাহার ঠিক নাই, কাজেই আগামী সংখ্যার কাগজ বা স্থির করা এক রূপ অসম্ভব হইতেছে। অত না করি আমাদের অবস্থা বিবেচনা করিয়া গ্রাহকগণ আমাদের এক্রটি মাপ করিবেন।

—::—

সংবাদাবলী।

নদিয়া জেলার অন্তর্গত মহিশপুর থানার অধীন [illegible] ও [illegible] গ্রামে ভয়ানক জ্বরের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে এমন কি গ্রামের মধ্যে এমন একটী লোক নাই [illegible] আছে।

উক্ত থানা হইতে [illegible] সংবাদ গিয়াছে, [illegible] দুই মাসে এই রূপ [illegible] পর্য্যন্ত [illegible] [illegible] রহিয়াছে। শীত কালে বৃদ্ধি পায়।

এই রূপে হাঁসাদহ, বেগন পুর, প্রভৃতি গ্রামে বিস্তর পশু ও কয়েক জন মনুষ্য নষ্ট হইয়াছে। অধিক কথা কি, দিবা ভাগে লোক চলাচল প্রায় বন্ধ হইয়াছে।

কাবুল হইতে সংপ্রতি এই সংবাদ পওয়া গিয়াছে। আবদুল রহমান খাঁ তুর্কি স্থানের বিদ্রোহ নির্ব্বাহণ করিয়া বামিয়ান উপত্যকায় উপস্থিত হইয়াছেন। সেয়ার আলি খার সৈন্য সকল সেখান হইতে পলায়ন করিয়াছে। কতক গুলি সর্দ্দার আবদুল রহমনের দলে মিশিয়াছেন - পূর্ব গতিতে কাবুলে আসা তাহার বাসনা। সেয়ার আলীর পুত্র যাকুব আলি ও সর্দ্দার ইস মাইল বামিয়ান মুখ প্রেরিত হইয়াছেন। কিন্তু সৈন্যগণ বেতন না পাওয়ায় ভারি বিরক্ত হইয়াছে। অনুভব যে, কাবুলের অনেক সর্দ্দার গন গোপনে আবদুল রহমনকে সাহায্য করিতেছেন। সম্ভবতঃ সেয়ার আলি খা আর বিস্তর দিন সিংহাসন ভোগ করিতেছেন না।

লর্ড মেও ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে একটি বক্তৃতা করেন। তাহাতে এই রূপ ব্যক্ত করিয়াছেন যে পূর্ব্বেকার গবর্ণর জেনারল দিগের ন্যায় তিনি দীর্ঘ রিপোর্ট না লিখিয়া যাহাতে কায হয় তাহারই প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। কল কায গুলি এদেশীয়দের উপকারে আসিলেই মঙ্গলের বিষয়।

গত বৃহস্পতিবারে সার লরেন্স কলিকাতায় আগমন করিয়াছেন। অনেক ভদ্র ইংরাজ ও বাঙ্গালী তাহাকে অভ্যর্থনা করেন।

পাওনিয়ার বলেন, বোখারায় যে রুশিয়ান সৈন্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি করা হইতেছে সে কথা সত্য বিশ্বাস যোগ্য নহে। সেনাপতি কাফম্যান সেণ্ট পিটারস বার্গে যাওয়া স্থগিত করিয়াছেন।

দিল্লি গেজেটের কলিকাত্ত সংবাদ দাতা বলেন, কান পুরের ষ্টেসন মাষ্টার দুই জন সাহেবকে দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়িতে উঠিতে অনুমতি [illegible] সেই গাড়িতে কয়েক জন ভদ্র বঙ্গীয় [illegible] ভ্রমণ করিতেছিলেন। এই কার্য্যের জন্য [illegible] ভৎসনা করিলে তিনি তাহা কানে ও [illegible] না।

[illegible]পুর হইতে বঙ্গ গেজেটে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, সেবারে শস্য যাবতি রক্ষন হইয়াছে কিন্তু শীঘ্র বৃষ্টি না হইলে রবি শস্য এক কালীন হইবেনা। ইহার পূর্ব্ব, পশ্চিম ও উত্তরে দুর্ভিক্ষ নিশ্চিত হইবে যদি সত্বর বৃষ্টি পাত না হয়। বিস্তর লোক অন্নাভাবে দক্ষিণ মুখ পলায়ন করিতেছে।

পঞ্জাবে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হইল। কিঞ্চিন্মাত্র শস্যও পাওয়ার আর আশা নাই। বৃষ্টি অভাবে রবি শস্য এক কালে বুনা হইল না। দিল্লি অঞ্চলে বিস্তর লোক আসিতেছে। মাড়োয়ার, বিকানিয়র ও রাজ পুতনা ছাড়িয়া ইহারা আসিতেছে। শস্যের দর ভয়ানক বৃদ্ধি হইয়াছে।

পঞ্জাবে সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে গবর্ণমেণ্ট মনস্থ করিতেছেন। একে দুর্ভিক্ষের জ্বালা, তাহাতে আবার সৈন্যের উৎপাতে লোকের প্রতি প্রকৃতই ভয়ানক অত্যাচার হইবে।

ব্রাইট সাহেব সংপ্রতি বক্তৃতা দিবার সময় ভারতবর্ষের বিষয় উল্লেখ করিয়া বলেন যে, উহার উন্নতি সম্বন্ধে কিছুই করা হয় নাই। ভারতকেই উহার উন্নতি সাধনে বিমুখ দেখা যায়। অনেকে বক্তৃতা করিয়া এবং লিখিয়া আমাদের প্রতি ভাল বাসা দেখান, কিন্তু কাযে যদি তারা শতাংশের এক অংশ দেখান তাহা হইলে আমরা

চরিতার্থ হই।

লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর স্টোক্স সাহেবের যত্নে এদেশের একটী মহৎ কার্য্য হইতেছে। গবর্ণর জেনারেল, লাহোরের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণ শাস্ত্রীকে সমুদায় সংস্কৃত গ্রন্থ সংগ্রহ করিবার ভারার্পণ করিয়াছেন। এই কার্য্যের নিমিত্ত বার্ষিক ২৪০০ টাকা দিতে তিনি মনস্থ করিয়াছেন।

সোমপ্রকাশ বলেন, ব্যারিষ্টার দিগের যাঁরা মকদ্দমা করান কত সহজ তিনি তাহার এক দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে। গত শনিবার টার্বো নামক এক জন ইউরোপীয় দেউলীয়া আদালতে এই বলিয়া আবেদন করেন, যে তিনি পূর্ব্বে সালিকার লবণের গোলায় এক জন কর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহাকে কোন অপরাধে ফৌজদারি সেসিয়নে অর্পণ করা হয়। ইহাতে তিনি রক্ষা পান, কিন্তু এত টাকা ব্যারিষ্টার দিগকে দিতে হইয়াছে যে, দেউলিয়া আইনের আশ্রয় না লইলে তিনি আর নিষ্কৃতি পান না! তথাপি সর বার্ণেস পিকক প্রধান তম বিচারালয়ের উকীল দিগকে আপিল বিভাগে উপস্থিত হইতে দিতে চান না।

প্রয়াগ দূত বলেন, 'মাদ্রাজ টাইম্‌সে একখানি বড় রহস্য জনক অভিযোগ পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। এক জন ধোপা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট অভিযোগ করিতেছে। মহাশয় এই গরিব মান্দ্রাজী ধোপার প্রতি অনুগ্রহ করুন। আমি বড় গরিব এবং বিবীদের পোসাক কাচিতে আমার বড় কষ্ট হয়। কারণ পোসাক সকল অত্যন্ত লম্বা। এবং মেয়েরা যখন চলিয়া যান তখন উহাতে ধুলা লাগিয়া ময়লা হইয়া যায়। সেই সকল ময়লা কাচিতে গরিব ধোপার প্রাণান্ত হয়। সাবান পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক মহার্ঘ হইয়াছে! আমি মুত্তামা মেমের পোষাক পাটাম উপর এত আছাড় দিয়া কাচি, তবু ফরসা হয় না। আবার যখন মেমের কাছে লইয়া যাই, মেম বলেন ধুপি তুই ভারি দুষ্ট। দেখ দেখি এই পোসাক আমি এক বৎসর হইল অমুক দোকান হইতে কিনিয়া আনিয়াছি, এরি মধ্যে কত জায়গায় ছিঁড়ে ফেলেছিস, আর কত ময়লা করে ফেলিছিস। আমি কি বলবো, গরিব মানুষ তাতে বৃহৎ পরিবার। লম্বা পোসাকের রেওয়াজ উঠে না, কেমন করে আমার পেট চলে। আয়া আমার কুটুম্ব হয়, সে যখন তখন বলে মেম বলচেন, তিনি কিউপিডস রো রাস্তায় বেড়াইতে যান, সে রাস্তাটায় বড় ধূলা, পোসাক বড় ময়লা হয়ে যায়। মহাশয়! কর্ণেল ডেনিসন সাহেব বড় লোক আপনি অনুগ্রহ করিয়া উঁহাকে ঐ রাস্তাটী একটু ভাল করে দিতে চিঠী লিখিবেন। অনন্ত খুনি লাগাইয়া দিলেই কলিকাতার রাস্তার মত হবে। আমার ভাই সেথা নে এক বড় মানুষের বাড়ীতে কাজ করে। সে বলে সেখানকার বেস রাস্তা। মহাশয়। অনুগ্রহ করিয়া এ কাজটী ভুলবেন না, মহাশয় যদি এটী করেন, আমি মহাশয়ের কাপড় অমনি কাচবো।

এবার প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী ১৭৩৪ ও এফ এ পরীক্ষার্থী ৪৩৪ জন হইয়াছেন। এই সকলের মধ্যে ১৫৬২ হিন্দু ২০১ ব্রাহ্ম ১১৬ খৃষ্টান ও ৯ জন মুসলমান। ১ জন গ্রীক ৮৪ জন লাটিন ৪৯ জন আরবি ৯২২ জন সংস্কৃত ১২ জন পারসি ২০২ জন উর্দ্দু ৩৮ জন হিন্দি ১১ উড়ীয়া ও ১০৯২ জন বাঙ্গালায় পরীক্ষা দিবেন। কলিকাতায় ৬০৮ জন প্রবেশিকা ও ১১৩ জন এফ, এ, পরীক্ষা দিবেন। বম্বে প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৫৫০।

কেনীমিউস শুনিয়াছেন, সকল স্থানেই এক রূপ লবণের শুল্ক করিবার প্রস্তাব গবর্ণমেন্ট করিয়াছেন। এটী হওয়া নিতান্ত বাঞ্ছনীয়।

শুদ্ধ আমাদের দেশে নয়, ইংলণ্ডেও বাল্য বিবাহের যথেষ্ট দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। ১৮৬১ সালে প্রথম লঙ্ক সায়ারের অন্তর্গত বোলটনের অধিবাসী সংখ্যা নির্ণীত হয় তখন দেখা যায় ৪৫ জন পুরুষ ও ১৭৩ জন স্ত্রী ১৫ বৎসর ও তাহার কম বয়সেও বিবাহিত হন। আবার বার্ণলীতে ৪১ জন পুরুষ ও ১৪৭ জন স্ত্রীর ঐ রূপ অল্প বয়সে পরিণয় হয়। ষ্টক পোর্টে বাল্য বিবাহের সংখ্যা আবার এ দুই স্থান হইতেও অধিক। সেখানে ৪৯ জন পুরুষ ও ১৭৯ জন স্ত্রীর ঐ রূপ শৈশবাবস্থায় বিবাহ হয়!

ফিরোজ সাহা আপাতত কাবুলে অবস্থিতি করিতেছেন; বালহিসার দুর্গে আমীর শের আলী তাহাকে থাকিবার স্থান দিয়াছেন। আমীর তাহার ব্যয় সংকুলান করিতেছেন। গোয়াড়ের আখুন্দ যুদ্ধের নিমিত্ত প্রস্তুত হইতেছেন। বিটীশ গবর্ণমেন্ট তাঁহার প্রতি কোন অন্যায় আচরণ না করিলে তিনি গোলোযোগ করিবেন না।

পাঞ্জাবে পুনরায় দুর্ভিক্ষ হইবার উপক্রম হইয়াছে। বৃষ্টি না হওয়ায় সকল রকম শস্যেরই সর্ব্বনাশ হইয়াছে।

বঙ্গ গবর্ণরের আদেশানুসারে গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে যে সাওতাল পরগণার অন্তর্গত সাহেব গঞ্জ ও বড় হাটে জুয়া খেলা নিবারক আইন প্রচলিত হইয়াছে।

মধ্য ভারতবর্ষে এপ্রেল মাস হইতে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ১৮ টী মেলা হয়। ইহার মধ্যে নর্ম্মদা বিভাগে ১৪ টী হইয়াছিল। চান্দার মেলা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, সেখানে প্রায় এক লক্ষ চল্লিশ হাজার লোক সমাগত হয়। এখানে প্রায় দুই লক্ষ টাকার জিনিষ পত্রাদি বিক্রয় হয়। আর সকল স্থানে গড়ে ৫০০০ লোক উপস্থিত হইয়াছিল।

হাই কোর্টের শেষ সেসিয়ান আগামী সোমবার বসিতেছে। সম্ভবতঃ বিচার পতি ফিয়ার সাহেব আসন গ্রহণ করিবেন। কিন্তু গুরুতর অপরাধের মকর্দ্দমা এবার উপস্থিত আছে।

ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের প্রায় সমুদায় প্রধান২ কর্ম্ম গুলিতে আইরিসেরা নিযুক্ত আছেন। টেলিগ্রাফ সংবাদ পত্র বলেন "রাজ্ঞীর অধীনে ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারেলের পদটি বোধ হয় এক্‌জীকিউটিব বিভাগে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। বর্ত্তমান গবর্ণর জেনারল লর্ড নর্থব্রুক আয়ারলণ্ড বাসী, আবার ভাবী গবর্ণর জেনারল লর্ড মেও আইরিস। ক্যানাডার বর্ত্তমান গবর্ণর জেনারল আইরিস এবং তাহার স্থানে যে নূতন গবর্ণর জেনারল যাইতেছেন তিনিও আইরিস। কিছু দিন হইল অষ্ট্রেলিয়ার গবর্ণরী পদে আইরিস ভিন্ন অন্য কাহাকে নিযুক্ত হইতে দেখা যায় নাই। কিন্তু এক্ষণে আমাদের স্বদেশে কি রূপ দেখা যাউক। আয়ারলণ্ডের লর্ড লেফটনাণ্ট আইরিস, ডবলিনের আর্চবিশপ আইরিস, ইংলণ্ডের লর্ড চ্যান্সেলার আইরিস, আর বিচারপতির প্রধান লর্ড আইরিস।"

ডাক্তার মোএট সাহেবের যত্নে জেলে স্ত্রীলোকদিগের স্বতন্ত্র বাস স্থান হইতেছে। দেওয়ানি কয়েদি দিগের নিমিত্ত আলাহিদা স্থান প্রস্তুত হইবে। এটি হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। মোএট সাহেব জেলের অনেক উন্নতি সাধন করিতেছেন সন্দেহ নাই, কিন্তু কয়েদি দিগের নিমিত্ত কুটি প্রচলিত করিয়া ভারি অন্যায় কায করিয়াছেন।

পেসোয়ারে সংপ্রতি ভয়ানক চুরি আদি কাণ্ড হইয়া [illegible]। একটিতে [illegible] আ[illegible] টাকার জিনিষ [illegible] হইয়াছে। অপরটিতে ৮০ মন বারুদ পুড়িয়া গিয়াছে ও এক টি স্ত্রীলোক ও [illegible] টাকার [illegible] হইয়াছে।

নিউ ইয়র্কে একখানি পত্রিকায় একটী অদ্ভুত বিবাহের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। একটি পাড়াগেঁয়ে ভদ্র বংশীয় স্ত্রীলোক ও একটী ভদ্র লোক একজন মাজিষ্ট্রেটের নিকট উপস্থিত হইয়া বলেন যে, তাঁহারা বিবাহ করিবেন। মাজিষ্ট্রেট তদনুসারে তাহাদিগকে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করেন। পর দিন প্রাতে উভয়ই আসিয়া বলেন, তাহারা বিবাহ করিবে না এবং পৃথক হইবে। স্ত্রী লোকটিই বিশেষ ব্যগ্র হন। তিনি বলেন যে, ভয়ানক প্রবঞ্চনার অধীন হইয়া তিনি ঐ ব্যক্তিকে বিবাহ করিয়াছেন। তাহার খুড়তুতো ভাই আওয়াতে বাস করেন। বাল্য কাল অবধি তাহাদের পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ নাই কিন্তু পত্র লেখালিখি হইত। এই রূপে ক্রমে তাহারা প্রেমে আবদ্ধ হন। খুড়তুতো ভাই তাহাকে শেষ পত্রে লেখেন যে ডিসেম্বর মাসে তিনি এখানে আসিয়া তাহার পাণি গ্রহণ করিবেন এবং তাহাকে বাড়ী লইয়া যাইবেন। গত সোমবারে যে কাসাটির সঙ্গে তাহার বিবাহ হইয়াছে সে আসিয়া তাহার খুড়তুত ভাই বলিয়া পরিচয় দেয়, এবং সে ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে পারে না, ইত্যাদি বলে। এই সকল কথার উপর নির্ভর করিয়া অনিচ্ছা পূর্ব্বক তিনি তাহাকে বিবাহ করেন। বিবাহের পর তিনি অবগত হইয়াছেন যে, যাহার সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছে সে তাহার খুড়তুতো ভাই নয়, কিন্তু একজন ভয়ানক প্রবঞ্চক, যে অতি দুষ্টের উপায় দ্বারা তাহার পাণি গ্রহণ করিয়াছে। ঐ ব্যক্তি স্বীয় দোষ স্বীকার করিয়া বলেন, বিবাহিতা স্ত্রী লোকেটির খুড়তুতো ভাই তাহার বিবাহ সম্বন্ধীয় পত্রখানি তাহার নিকট পাঠ করেন এবং প্রলোভন সম্বরণ করিতে না পারিয়া তিনি এই কার্য্য করিয়াছেন। বিবাহ হইলে এই বিশ্বাস ঘাতকতার নিমিত্ত তাহার মনে এত কষ্ট হয়, যে, তাহার ভয়ানক কুকর্ম্মের বিষয় ঐ ভদ্র বংশজাত স্ত্রীলোকটির নিকট না বলিয়া আর তিনি শান্ত থাকিতে পারিলেন না। তাহার ভরসা ছিল, তিনি অনুতাপ করিলে তাহাদের সম্মিলন হইবে কিন্তু তিনি তাহাতে হতাশ হইয়াছেন। এক্ষণ তিনি দেখিতেছেন যে তাহাদের বৈবাহিক সম্বন্ধ খণ্ডন ব্যতীত আর উপায়ন্তর নাই। মাজিষ্ট্রেট বলিলেন, পরিণয় সূত্র খণ্ডন করার ক্ষমতা তাহার নাই। তবে তিনি বরং এই রূপ পরামর্শ দিতে চাহেন যে, স্ত্রী লোকটি আর মিছা মিছি গোলমাল না করিয়া তাহার বর্ত্তমান স্বামীতেই সন্তুষ্ট থাকুন। স্ত্রীলোকটী কোন মতেই সম্মত হইবেন না। অবশেষে তিনি বলিলেন, তাহার খুড়তুতো ভাইয়ের সহিত যদি মিটমাট হইয়া যায়, তবে তাহার আপত্ত নাই। পুরুষটি বলিলেন তিনি তাহা নিশ্চিত করিতে পারিবেন। এই কথা শুনিয়া স্ত্রীলোকটি চখের জল মুছিয়া তাহার নব বিবাহিতা স্বামী গৃহে প্রস্থান করিলেন।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট নাকি আমীর শের আলীকে অস্ত্র ও টাকা দিয়া [illegible] করিতে মনস্থ করিয়াছেন। দিল্লি গেজেট এই [illegible] ভারি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন।

কেনী মিউস শুনি[illegible], ইন্দোরের মহারাজা হলকার, সিন্ধিয়া ও [illegible] মহারাজার সহিত

সুহৃত্তার অযু গরা করিয়া এই মহাপ্রের সময় পদের মুকুট তাঁহার মস্তক হইতে উঠাইয়া দিয়াছেন।

মোয়াখালীর প্রায় দুই শত ভদ্র লোক তথাক র মৈনন ডাক্তারকে স্থানান্তরিত করিবার নিমিত্ত মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট এক খানি দরখাস্ত করি য়া উহা তাঁহাকে লেঃ গবর্ণরের নিকট পাঠাইয়া দিতে অনুরোধ করেন। মাজিষ্ট্রেট তাহাতে অস্বীকার হও য়ায় আবেদন কারিগণ উহা সাক্ষাৎভাবে লেঃ গবর্ণ রের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন।

কিছুদিন হইল ব্রাডফোর্ড অন্তর্গত হিটন প্র যে ৪১ জন বৃদ্ধকে একটি ভোজ দেওয়া হয়। ইহ' দিগের সর্ব্ব কনিষ্ঠের বয়ঃক্রম ৭০ বৎসর; ১৬ জনে র বয়স গড়ে ৮১ বৎসর ও কিঞ্চিৎ অধিক। সমুদায় ৪১ জনের বয়াক্রম গড়ে ৭৯ বৎসর। একজন বৃদ্ধের বয়স তাঁহার পুত্র ও পুত্রবধুর বয়সের সহিত যোগ করিলে ২৪০ বৎসর। ঐ পল্লির বাসন্দা সংখ্যা ১৬৯০।

গুইআর সাগরে ভয়ানক জল প্লাবন হইয়া গিয়া ছে। ঐ স্থানে নদী এত স্ফীত হয় যে, ব্রিগের নিকট বর্ত্তি বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়া অনেক দূর পর্য্যন্ত জল ময় হয়। "ডিমপা গ্রাম একে বারে প্লাবিত হইয়া গিয়াছে। চৈনিক ক্যাণ্টন সন্যা কর্তৃক এক লক্ষ টাকা ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছে। ফলতঃ ঘর—এমন কি, পল্লী সমূহের চিহ্ন ও পাওয়া যাইতেছে না। রাস্তা ও পুল সকল সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং ডাক যাতায়াতের পথ একেবারে রুদ্ধ হইয়াছে নৌকা ভিন্ন এক পা যাইবার ও যো নাই। স্থির হই য়াছে, সমুদায়ে ৬০ জন লোক মরিয়াছেন।"

এইরূপ জনরব যে, স্পেনের বহিষ্কৃত রাজ্ঞী ইসা বেলা ১৭০ খানা গাড়ী, অনেক গুলি আরবা ও ইং রেজ ঘোড়া ও এক পাল উত্তম খচ্চর ফেলিয়া পলা য়ন করেন।

৭ই নবেম্বর মিস কারপেণ্টার বম্বে উপস্থিত হইয়াছেন। অনেক গুলি দেশীয় ভদ্র লোক কর্তৃক তিনি সাদরে গৃহীত হইয়াছেন।

তুরস্কের সুলতানকে সিংহাসন চ্যুত করিবার নিমিত্ত একটি বড় যন্ত্র করা হয়। কিউয়াজ পাসা ও ২১ জন প্রধান লোক ইহাতে লিপ্ত থাকেন। এক জন রুসিয়ানও ইহাতে যোগ দেন। যুবরাজকে সিংহাসনে উপবিষ্ট করাই এই বড় যন্ত্রের উদ্দেশ্য তুরস্ক গবর্ণমেণ্ট এই বিষয় গোপন রাখিবার অনে ক যত্ন করেন কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

উত্তর আরকটের রাধানতান তালুকের গঙ্গ বেদী ও চেঙ্গাচু নামক দুই ব্যক্তি একদল ডাকাইতে র সহিত লড়াই করাতে মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট প্রথম ব্যক্তিকে এক খানা সোনার বাজু ও দ্বিতীয় ব্যক্তি কে এক খানা রূপার বাজু পারিতোষিক দিয়াছেন।

বানারসে হোমিওপেথিক চিকিৎসার বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে। এই বৎসর গত সেপ্টেম্ব র মাস পর্য্যন্ত যত রোগী বানারস হোমিওপেথিক হসপিটালে চিকিৎসিত হইয়াছে, তাহার তালিকা ডাক্তা নিউগ এইরূপ দিয়াছেনঃ—জানুয়ারি মাসে ২৪৭১ জন; ফেব্রুয়ারি ৪০২০; মার্চ্চ ৪৪৪৩; এপ্রিল ৩৬৮৭; মে ২৮৮৩; জুন ২৪০০; জুলাই ৩০০২; আগষ্ট ৩০৯৮; সেপ্টেম্বর ২৭৪৯; অর্থাৎ সমুদায়ে ২৮৬৯৮ আউটডোর পেসেণ্ট। এতদ্ভিন্ন ইণ্ডোর পেসেণ্ট জানু য়ারি ১৬; ফেব্রুয়ারি ৪; মার্চ্চ ১১; এপ্রিল ২৭; মে ১৩ জুন ৯ জুলাই ১০ আগষ্ট ১০ সেপ্টেম্বর ৮ সমুদায়ে ১১২ অর্থাৎ ইণ্ডোর ও আউট ডোর পেসেণ্ট ধরিলে মোট ২৮৮১০ জন রোগী চিকিৎসিত হইয়াছে। বাবু লোক নাথ মৈত্রের যত্নেই বানারসে হোমিওপেথির এত উন্নতি হইয়াছে।

—::—

বঙ্গদেশীয় লেপ্‌টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী

নিয়োগ।

টি, জে, সি, প্লাউডেন সাহেব ২৪ পরগণার সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইয়া দ্বিতীয় শ্রে ণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন।

জে, কেলি সাহেব কলিকাতার মেডিকাল কালেজের চিকিৎসালয়ের ধাত্রী বিভাগের হাউস সার্জ্জন হইবেন।

কস্‌বাজের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী ক' লেক্টর এ, ফ্রেরো সাহেব ১৮৬৪ অব্দের ৭ আইন অনুসারে মকদ্দমা করিবার ক্ষমতা পাইবেন।

ডাবলিউ, বি, ওয়াডেল সাহেব দার্জিলিংএর প্রতিনিধি সহকারী কমিসনর হইয়া মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন। আ যত দিন ডবলিউ, বি, ডি, মটন সাহেব মফস্বলে থাকেন, তত দিন তিনি তত্রস্থ ছোট আদালতের প্রতিনিধি জজ হইবেন।

জে, টুইডি সাহেব কৃষ্ণনগরের এক জন মি- উনিসিপাল কমিসনর ও মিউনিসিপালিটির সহ কারী সভাপতি হইবেন।

ডা লউ, হেসার সাহেব পাটনা, গয়া ও সা- হাবাদে ১৮৩৩ অব্দের ৯ আইন অনুসারে ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

যত দিন বাবু প্রসন্ন কুমার সর্ব্বাধিকারী বিদা য় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন পণ্ডিত দ্বারকা নাথ বিদ্যাভূষণ সংস্কৃত কালেজের প্রতি নিধি অধ্যক্ষতা করিবেন।

ডাক্তার জে, জে, মটন এম, বি, কাছাড়ের প্রতিনিধি সিবিল আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন হইবেন।

বাবু উমাস, মহেন্দ্রলাল বসু বর্দ্ধমান ও হুগ- লির প্রতিনিধি বিশেষ সব রেজিষ্টার হইবেন।

নিম্নতর শাসন কার্য্যের নিম্ন লিখিত কর্ম্মচা- রিগণ ষষ্ঠ হইতে পঞ্চম শ্রেণিতে উন্নীত হইবেন।

গবর্ণর জেনরলের সম্মতি ক্রমে লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর বাবু ঈশ্বর চন্দ্র ঘোষালকে বঙ্গদেশীয় ব্যব- স্থাপক সভার অন্যতর সভাপদে নিযুক্ত করি- য়াছেন।

যত দিন লেপ্টেনণ্ট কর্ণেল জে, এস, ডেবিস বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন লেপ্টেনণ্ট কর্ণেল ই, এ, রাউলাট ছোট নাগপুরের প্রতিনিধি কমিসনর হইবেন।

লেপ্টেনণ্ট কর্ণেল রাউলাটের অনুপস্থান কালে ডবলিউ, ও, এ, বেকেট সাহেব পশ্চিম দুয়ারের প্রতিনিধি ডেপুটী কমিসনর হইবেন।

—::—

আমরা বাল্মিক তন্ত্র খানি আগা গোড়া অনুবাদ করিয়া এই পত্রিকাতে প্রকাশ করি বার মনস্থ করিয়াছি। সংস্কৃত হইতে বাঙ্গা লায় অনুবাদ করা বড় দুরূহ ব্যাপার, যাহা হউক, এই অনুবাদ প্রাঞ্জল করিতে আমরা ত্রুটী করিব না।

বাল্মিক তন্ত্র।

প্রথমাঙ্ক

প্রথমাধ্যায়

মঙ্গলাচরণ।

যাঁহার গুণে ও জ্ঞানে, রাজ পুরুষ দিগের চন্দ্র রশ্মি তুল্য যে নির্ম্মল ও স্নিগ্ধ কারী যশ সমস্ত জগ তে প্রচার হইতেছে—যাঁহার অপার ক্ষমতায় মিথ্যা সত্য, সত্য মিথ্যা, অন্যায় ন্যায়, ন্যায় অন্যায়, দোষী নির্দ্দোষী, নির্দ্দোষী দোষী, বক্র সরল, সরল বক্র হইতেছে; যাঁহার প্রেম, ক্রোধ, উপচিকীর্ষা হিংসা; দয়া নিগ্রহ; দান, গ্রহণ; যাঁহার প্রশংসা নিন্দা; নিন্দা প্রশংসা; শত্রুতা মিত্রতা; মিত্রতা শত্রুতা; এমন যে, সেই নির্গুণ শ্রীপাঠ শ্রীরাম পুর বাসী ভারত বন্ধু বুড় শিব পুরুষকে বারম্বার নমস্কার করি।

যাহাদের হস্তে এই প্রশস্ত সমুদ্র পর্য্যন্ত বি স্তীর্ণ স্বর্গতুল্য দেব সেবাদি আর্য্য সন্তান বাসোপ যোগী ভারতবর্ষ ন্যস্ত রহিয়াছে; যাহাদের মধ্য ধবল বদন পানে কোটী কোটী লোক প্রসাদের ও উচ্ছিষ্টের নিমিত্ত তাকাইয়া রহিয়াছে, যাহারা জীবন মরণের কর্ত্তা, সমস্ত ভারতের লোকের, কি রাজা কি প্রজার সুখ দুঃখের কর্ত্তা—যাহারা যো গাযোগ, সম্মান সম্পত্তি স্বাধীনতা সুখ সচ্ছন্দতা, স্বীয় বক্ষোদরে পরিপূরিত করিয়া, ভারতবাসীদিগকে কখন "দিব দিব" বলিয়া কিঞ্চিৎ উদ্গার করিয়া আবার তাহা পুনরায় অধঃকরণ করিয়া প্রবঞ্চনা করিতেছেন—যাহারা ভারতবাসীকে কাষ্টপুত্তলিকের ন্যায় ক্রীড়া করিতেছেন, কখন ভারতকে হাঁসাইতেছেন কখন ক্রন্দন করাইতেছেন, কখন সুখ সাগরে ভাসাইতেছেন, কখন দুঃখ রূপ জ্বলন্ত অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতেছেন, কখন আশা বৃক্ষের মূলে জল সিঞ্চন করিতেছেন, পর ক্ষণেই আবার উহা ছেদন করিতেছেন—কখন ক্রোড়ে লইতেছেন, আবার পর ক্ষণেই গাঢ় আলিঙ্গন দ্বারা অস্থি চূর্ণ করিতেছেন, কখন তাহাকে আকাশে তুলিতে- ছেন, আবার তৎপশ্চাৎ ভূতলে নিক্ষেপ করিতে ছেন—যাহারা দুর্জ্ঞেয়, বজনাধীন, তত্ত্বাধীন, নানা রূপ অর্থাধীন, এমন যে অসুর বংশকারী, ব্রহ্ম অপহারী, শোণিত প্রিয়, প্রবঞ্চক, দুষ্ট, শঠ, লম্পট কপট, দক্ষ, গৌরাঙ্গ দেব ও তাঁহার স্বজন দিগকে বারম্বার নমস্কার করি।

যাঁহারা অমৃত বাজার পত্রিকা গ্রহণ করেন, অথচ মূল্য দেন না, তাহাদিগকেও কোটি কোটিং বার নমস্কার।

ক্রমশঃ

বিজ্ঞাপন।

আমাদের আড়ত ও কারখানার নিমিত্ত একটী সৎ ও কার্য্য দক্ষ লোকের প্রয়োজন, বেতন মাসিক ২০০ টাকা। যিনি এরূপ নিদর্শন দেখাইতে পারি বেন যে ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া তাঁহাকে কখন অসৎ ও অকর্ম্ম বলিয়াছেন, তাহাকেই সর্ব্বাগ্রে মনোনীত করা যাইবে।

পাইক পাড়া }
১৬ই ফাল্গুন। } শ্রীমহিমা চন্দ্র মজুমদার।

—::—

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত অমৃত বাজার পত্রিকা সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সম্পাদক মহাশয়!

আমি ৩০ শে তারিখ একটি বড় শোচনীয় দৃশ্য দেখিয়াছি। উক্ত তারিখে বেলা প্রায় ৩॥০ টার সময়, কার্য্যোদ্দেশে কোন স্থানে গমন করিতেছিলা ম; পথি মধ্যে দেখি এক বৃদ্ধের নাসিকা হইতে প্র বল বেগে রক্ত নিস্রুত হইতেছে। তাঁহাকে দেখি লেই দুঃখের ও দুর্ভাগ্যের দাস বলিয়া চিনিতে পার, ও তাহার চলনে সরলতা স্পষ্টাক্ষরে পাঠ করা যাইত। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি কহি লেন, এক জন মুসলমান মজুর তাঁহার এই দশা করি য়াছে ও তিনি বিচার পতির নিকট গমন করিতে ছেন। অধিক তর দুঃখের বিষয় এই যে তাহার নেত্র দ্বয় অকর্ম্মণ্য হইয়াছে। তাঁহাকে একাকী দেখিয়া আমি তাঁহার সমভিব্যাহারী হইলাম। বৃদ্ধ তাহার উদ্দেশিত স্থানে পৌঁছিয়া যথাবিধি সহকারে সেই

বিচার পতির সম্মুখীন হইলেন। অমনি ন্যায়, অর্দ্ধ চন্দ্রের রূপ ধারণ করিয়া তাহার স্কন্ধ স্পর্শ করিল। সেস্থানে আমার কোন পরিচিত ব্যক্তি ছিলেন না। আবার চতুর্দ্দিকে অহঙ্কার নৃত্য করিতেছে। সুতরাং তৎকালে কর্ত্তব্য জানিবার অন্যতর উপায় না দেখিয়া তত্রস্থ একটি লোককে দুই একটি কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। কিন্তু পর্ব্বত গুহাস্থিত লোকের ক্রন্দন গৃহস্থিত লোকের কর্ণ কুহরে প্রবেশ করা কখন সম্ভব? মহাশয়! মনে করিয়া দেখুন আমার ও সেই বৃদ্ধের তখন কিরূপ অবস্থা! পরে আমার ও অন্য একটি লোকের বিনতিতে একজন কর্ম্মচারী অনুকম্পা প্রকাশ করিয়া একখান দরখাস্ত লিখিয়া দিলেন। কর্ম্মকার মহাশয় সেখানি গ্রহণ করিয়াই বিদায়ের জাল বুনিতে আরম্ভ করিলেন। আমি নিরাকরণ করায় বিলক্ষণ তিরস্কৃত হইয়াছিলাম, কর্ম্মচারী মহাশয়ের লিখন প্রণালীতে বেশ প্রতীত হইল যে, তিনি বিদায়ের জন্য বিলক্ষণ বুঝিয়াছেন। পরে উল্লিখিত বৃদ্ধ দরখাস্ত খান লইয়া বিচার পতির নিকট যাওয়ায় তিনি পুনরায় ন্যায় দীন হইয়া বৃদ্ধের স্কন্ধে প্রচুর অর্দ্ধ চন্দ্র প্রেরণ করিলেন। মহাশয়! আমি এইরূপ অসত্য ও সৌভাগ্যের জয় ও সত্যের ও দুর্ভাগ্যের পরাজয় প্রত্যক্ষ করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলাম। মহাশয়, আমাদিগের মহামান্য রাজ্ঞীর প্রতিনিধি অর্দ্ধচন্দ্রের দ্বারায় প্রজা বাৎসল্য বিদেশ হইতেছেন! ইউরোপীয় বিদ্যালোক সম্পন্ন ব্যক্তিগণ কি সৌভাগ্যের ভোজ বাজিতে আমোদিত হইয়া ও উহার গৌরব করিয়া থাকেন? গবর্ণমেণ্টের নিকট কৃতাঞ্জলি পুটে আমাদের এই প্রার্থনা যে তিনি যেন তাহার স্বীয় প্রজাবর্গের উপরে সানুকম্প হইয়া তাহার প্রতিনিধি গণকে দুর্ভাগ্যের ক্রন্দনে কর্ণপাত করিতে শিক্ষা দেন।

কৃষ্ণনগর কালেজ }
৯ নবেম্বর } শ্রী———য়

—::—

ব্রাহ্ম দিগের বর্ত্তমান গোলযোগে অনেকেই কেশব বাবুকে দোষী মনে করিয়া নানা প্রকার আন্দোলন করিতেছেন। আমি অনেক দিন কেশব বাবুর সংসর্গে ছিলাম, চক্ষু তাঁহাকে কখন অন্যায় পথে পদ বিক্ষেপ করিতে দর্শন করে নাই। বস্তুতঃ তাঁহার মত সাধু নির্ম্মল লোক সুদুর্লভ: কতিপয় ব্রাহ্মের অনুচিত ব্যবহার জন্য তাঁহাকে দোষী করা বিবেক যুক্ত মনুষ্যের কর্ত্তব্য নহে। আমি একদা যে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, মহাশয়! আপনি ত দুর্ব্বলতা বশতঃ আপনাকে পরিত্রাতা মনে করেন না? তাহাতে লজ্জিত ও দুঃখিত হইয়া উত্তর করিলেন যে, পরের কথার জন্য আমাকে দায়ী করিতেছ কেন। আমি যদি কোন দিন এরূপ কথা বলিয়া থাকি, তবে আমাকে তিরস্কার কর। ঈশ্বর ভিন্ন মনুষ্যের পরিত্রাতা নাই। তিনি আরও বলিলেন যে কতক গুলি ব্রাহ্ম ভক্তির অপব্যবহার করিয়া পৌত্তলিক হইতেছেন এবং কতক গুলি ব্রাহ্ম সংস্কার অপব্যবহার করিয়া নাস্তিক হইতেছেন। সত্যাশ্রয়ী ভক্তিই মধ্যপথ এবং শান্তিলাভের উপায়। পরে আমি বলিলাম যে, এই গোলযোগে মহাশয়ের কোন দোষ দেখিতেছি না, তবে যাঁহারা আপনাকে পরিত্রাতা বলেন তাঁহাদিগকে স্পষ্ট নিষেধ করা কর্ত্তব্য।

যাঁহারদিগের কার্য্যে কেশব বাবু বিনা দোষে জগতে কলঙ্কিত হইতেছেন, তাঁহাদিগকেও অনেক অনুনয় বিনয় করিলাম। কিছুতেই তাঁহাদিগের উন্মাদ ভঙ্গ হইল না। অবশেষে সংবাদ পত্র দ্বারা সাধারণের গোচর করিলাম। আমরা কেশব বাবুর দোষ ঘোষণা করি নাই। কেবল উক্ত কার্য্য নিষেধ করিতে তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছি। কারণ অনেকে কেশব বাবুর মনের কথা না জানিয়া তাঁহাকেই দোষী করিবে।

উক্ত ব্রাহ্ম দিগের প্রতি আমার বক্তব্য, তাঁহাদিগের অনুচিত ব্যবহারে যেন কেশব বাবু কলঙ্কিত না হন। কেশব বাবুর প্রতি তাঁহারা ভক্তি করিতেছেন না, কিন্তু সুতীক্ষ্ণ খড়্গাঘাত করিতেছেন।

যাঁহারা কেশব বাবুকে কটূক্তি করিতেছেন তাঁহাদিগের পদ ধারণ করিয়া আমি এই নিবেদন করিতেছি, তাঁহারা কেশব বাবুর মনের ভাব অবগত না হইয়া যেন তাঁহার নির্ম্মল চরিত্রে দোষারোপ না করেন।

নিবেদক
শ্রীবিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী

—::—

মহাশয়,

বিদিত আছেন, বর্ত্তমান কার্ত্তিক মাসায় ভবানিপুর একটী ব্রাহ্ম বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পাত্রের নাম শ্রীযুত বাবু কেদার নাথ রায়। ইনি অত্র শ্রীপুর নিবাসি এক জন সম্ভ্রান্ত জমিদারের পুত্র। ইহার এই রূপ বিবাহ হওয়ায় বৃদ্ধ সম্প্রদায় নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া প্রথমতঃ এক কমিটি করেন। তাহাতে এই স্থির হয় যে কেদার বাবু হিন্দু সমাজের অধীন নহেন। তাঁহাকে আর কি করিবেন। যে সকল ব্যক্তি বর যাত্র গিয়াছিলেন, তাহাদিগকে দলে দূষিত করিবেন, কিন্তু সে আশায় নৈরাশ হইতে হইল, কারণ যে সমস্ত ব্যক্তি বর যাত্র গিয়াছিলেন, তাহাদিগকে দলে দূষিত করিতে গেলে, হিন্দু মহাত্মাদিগের দল থাকে না। কিন্তু মহাশয়, এক্ষন সমস্ত রাগটি স্কুলের উপর পড়িয়াছে। কমিটি স্থির করিয়াছেন, ব্রাহ্ম দিগের স্থাপিত বিদ্যালয় গুলি, দেশের যত অমঙ্গলের মূল, উহা উঠাইয়া দিতে পারিলে, আর আমাদিগের অমঙ্গল বা ধর্ম্মের হানি হইবেনা। ইহা শ্রবণ করিয়া একটি বৃদ্ধ মন্ত্রী উঠিয়া কহিল, দেখ ভাই সকল, স্কুল হইয়া আমাদের কত অনিষ্ট হইয়াছে। পূর্ব্বে আমরা যতই অন্যায় কাজ করি, কখন খবরের কাগজে ছাপিতে দেখি নাই, এক্ষন তাহার যত জানা হইতেই কাগজে দেখতে পাই, এবং বালকগণ প্রায় কেহই হিন্দু ধর্ম্মে বিশ্বাস করে না। অপর মন্ত্রী উঠিয়া কহিলেন, স্কুল সমুদয় সমূলে নির্ম্মূল কর। এবং কমিটিতে স্থির কর, " বিদ্যিদের " স্কুলে ছেলে বা মেয়ে যে দিবে, তারে হুকা দিব না। যাবতীয় সভাস্থ গণ ঐ মন্ত্রণায় অনুমোদন করিলেন। এবং ইহাই স্থির হইল। মহাশয়, বালিকা বিদ্যালয়টি উঠিয়া গিয়াছে। ইংরেজি স্কুল ও প্রায় সেই রূপ, কেবল দৃঢ় প্রতিজ্ঞ বাবু কেদার নাথ রায় চৌধুরী সম্পাদক মহাশয়ের যত্নে অতি অল্প বালক উপস্থিত হইয়া তিনি স্কুল রক্ষা করিয়াছিলেন। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, অদ্য দুই দিবস উক্ত বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা কিঞ্চিন্মাত্র বৃদ্ধি হইয়াছে। মহাশয় মন্ত্রীর কুমন্ত্রণায়, রাজা দুর্য্যোধনের যেরূপ দুরবস্থা ঘটনা হইয়াছিল, আমাদিগের জননী স্বরূপ জন্ম ভূমির ও ঠীক সেই রূপ অবস্থা ঘটনা হইয়াছে। হায় কি দুঃখের বিষয়! আবার শুনতে পাই, বঙ্গ বালক বিদ্যালয় লইয়াও গোল হইতেছে! ইহার দ্বিতীয় শিক্ষক বাবু অমৃত লাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রাহ্ম মিসনারি স্কুলে পাঠ করিতেন! এজন্য তাঁহাকে কর্ম্মচ্যুত করিবার সঙ্কল্প হয়, উক্ত স্কুলের সম্পাদক বাবু যোগেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া ক্রোধান্বিত হইয়া, তিনি স্কুল হইতে আপন ক্ষমতা উঠাইয়া লইবার মানস করিয়াছেন। তাহা হইলেই প্রতুল। ইনি এই স্কুল হস্তে লইয়া স্কুলের বিশেষ উন্নতি করিয়াছেন। এবং নিজ হইতে প্রায় সমস্ত টাকার সাহায্য করেন। চাঁদা প্রায় আদায় হয় না। কেবল ২। ১ ব্যক্তির নিকট আদায় হয় মাত্র, যদি এই স্কুলের উপর ঐ রূপ আধিপত্য প্রকাশ করেন, তাহা হইলে অতি অল্প দিনেই এই ক্ষীণ বিদ্যা মন্দিরটি ভগ্ন হইবেক সন্দেহ নাই।

হায় কি দুঃখের বিষয়! মহাশয় এই দলাদলি প্রিয় মহাত্মা গুলির কি কিছু মাত্র হিতাহিত বিবেচনা নাই? দেশের কত অনিষ্ট হইতেছে তাহা ভ্রমেও স্মরণ করেন না? আর একটি কথা লিখিতে ভুল হইয়াছে, কমিটিতে কেহ কেহ প্রকাশ করিয়াছেন, দেখ ভাই, আমরা যে লেখা পড়া শিখি নাই, তাহাতেও তো আমাদের এক প্রকার চলিতেছে। না হয় আমাদিগের ছেলেরাও এই রূপ করিয়া যাইবেক। তাহা বলিয়া ধর্ম্ম নষ্ট করিতে স্কুলে দিতে পারি না। স্কুলে পড়িয়া বিস্কিট খাইবেক, কুকড়া খাইবেক, আবার জিজ্ঞাসা করিলে তাহা স্বীকার করিবেক। না হয় খাইয়া বলুক যে খাই নাই, তাহা কহিবেক না। আমাদের মধ্যে কি কেহ খায় না, প্রায় অনেকেই খাইয়া থাকে। কিন্তু তাহারা খাইয়া স্বীকার করে না। দেখাইয়া খাওয়া বা খাইয়া স্বীকার করাই দোষ। চুরি করিয়া খাওয়ায় দোষ কি, মহাশয় এরোগের ঔষধ কি?

মহাশয়, বিশেষ দুঃখের বিষয় এই যে ৫।৭ বৎসর পূর্ব্বে এই শ্রীপুরের যেরূপ দুরাবস্থা ছিল, বর্ত্তমান সময়েও অবিকল সেই রূপ হওয়ার সম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। এক্ষণ বৃদ্ধ সম্প্রদায়ের নিকট গলায় বস্ত্র দিয়া প্রার্থনা করিতেছি যে, দেশের যত অনিষ্ট ঘটনা হইয়াছে তাহাতে তত কাতর নহি, এক্ষন আর বেশী না হয়। আমাদিগের রোদন শ্রবণে বধির না হইয়া দয়ালু হউন, মিনতি করি যেন রোদন অরণ্যে রোদন না হয়। সম্পাদক মহাশয়, অনুগ্রহ করিয়া এ বিষয়ের কিছু উপদেশ কাগজে প্রকাশ করিলে বাধিত হই নিবেদন ইতি।

১৮৬৮ } বশম্বদ
১৪ নবেম্বর } শ্রীপুর নিবাসি।

—:০:—

মনের প্রতি উপদেশ।

কাহার লাগিয়া মন কর রে রোদন,
যত দেখ পরিজন, কে বল আপন?
মায় বলে তুমি ভাব সকলি আমার,
ছাড় ছাড় মায় মন! ছার এ সংসার।
ভাব সেই পরমেশ সৃজন কারণ,
যাহার কৃপায়ে ভব ভবে আগমন।
একাকী এসেছ এই অনিত্য ভবনে,
একাকী যাইবে ফিরে অনন্ত জীবনে।
অনিত্য শরীরে আশা! মিছে যত্ন করে,
কি হইবে? মহুর্ত্তেকে দিবে কালে হরে।
অনিত্য সংসার সুখে মুগ্ধ হয়ে মন,
না করিলে তুমি নিত্য সুখ [illegible]!
যাহারে ভজিলে তুমি পাবে পরিত্রাণ,
না ভজিলে তুমি সেই [illegible]

শ্রীমতি [illegible] দেবীর।

এই পত্রিকা [illegible] বাজার অমৃত প্রবাহিনী যন্ত্রে [illegible] শ্রীচন্দ্র নাথ [illegible] দ্বারা প্রকাশিত হয়।

সাপ্তাহিক।

অধীনতা কাল কুটে মরি হায়২।
করেছে কি আর্য্য সুতে চেনা নাহি যায়।

১ খণ্ড { ৭/ ১৮ অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার ১২৭৫সাল ৩রা ডিসেম্বর ১৮৬৮ খৃঃঅব্দ } ৩৯সংখ্যা

অমৃত বাজার পত্রিকা।

বিজ্ঞাপন।

নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ অমৃত বাজার পত্রিকার এজেন্ট নিযুক্ত হইলেন। গ্রাহকগণ ইহাঁদের নিকট পত্রিকার মূল্য দিলে আমরা প্রাপ্ত হইব।

বাবু চন্দ্র নারায়ণ ঘোষ মুক্তিয়ার,
যশোহর

বাবু তারাপদ বন্দোপাধ্যায় বি, এ,
কৃষ্ণনগর

বাবু ... বি, এ, টিচার, হেয়ারস্কুল,
কলিকাতা

বাবু উমেশ চন্দ্র ঘোষ বড়াল জমিদারের মুক্তিয়ার,
শান্তীপুর

বাবু দুর্গামোহন দাস, উকিল,
বরিশাল

যখন গ্রাহকগণ অমৃত বাজার পত্রিকার মূল্য পাঠান, তখন যেন তাহা রেজিষ্টরি করিয়া পাঠান যাঁহারা ষ্ট্যাম্প টিকিট দ্বারা ... পাঠান, তাঁহারা যেন এক আনার অধিক মূল্যের টিকিট না পাঠান। ... ব্যক্তিদিগের পত্রাদি অগ্রহণ করিব। ... গ্রহণ করিব।

বিজ্ঞাপন।

অমৃত বাজার পত্রিকার মূল্যের নিয়ম।

অগ্রিম।

বার্ষিক ৫ টাকা ডাক মাশুল ১ টাকা
ষাণ্মাষিক ৩ „ ১।০
ত্রৈমাসিক ২ „ ৸০
প্রত্যেক সংখ্যার ।০ „ ৴০

বিনা অগ্রিম।

বার্ষিক ৭ টাকা ডাক মাশুল ১ টাকা
ষাণ্মাষিক ৪৷৹ „ ১৷
ত্রৈমাসিক ৩ „ ৸০

এই পত্রিকার বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্য নির্ণয়।
প্রত্যেক পংক্তির প্রতি
প্রথম ... ৵
দ্বিতীয় ও তৃতী.....
... ততোধিকবার.............. ৴৫

বিজ্ঞাপন প্রেরকেরা বিজ্ঞাপনের সহিত তাহার প্রকাশের মূল্য এক আনা কিম্বা আধ আনার ষ্ট্যাম্প টিকিট দ্বারা আমাদের যন্ত্রালয়ে পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

সংগীত শাস্ত্র, প্রথম ভাগ।

উল্লিখিত পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে। উহার দ্বারা নানা বিধ গীত ও বাদ্য গুরুপদেশ ভিন্ন অভ্যাস্থ হইতে পারিবেক। উক্ত পুস্তক কলিকাতাস্থ সংস্কৃত ডিপোজিটারিতে কলিকাতার কলেজ ষ্ট্রীট ব্যানার্জ্জি এণ্ড ব্রদারসদের লাইব্রেরিতে, এবং নিম্ন স্বাক্ষরকারির নিকট তত্ত্ব করিলে গ্রাহকে ছুক মহাশয়েরা পাইতে পারিবেন। মূল্য ॥০ আনা, ডাকমাশুল এক আনা। কেহ নগদ ৫ টাকার বা তদধিক মূল্যের পুস্তক লইলে শতকরা ১২ টাকা বং ৫০ টাকা বা তদধিক মূল্যের পুস্তক লইলে শতকরা ২৫ টাকা কমিশন পাইবেন।

শ্রীনীল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য
যশোহর অমৃত বাজার

বিজ্ঞা পন।

ছুঁচা কি মাকড়সার কামড়ে, মনুষ্য মরিয়াছে কি মর মর হইয়াছে এরূপ আপনি দেখিয়াছেন?

ইহাদের দংশনে কি কি লক্ষণ প্রত্যক্ষীভূত হয়?

মর মর হইয়া বাঁচিয়া উঠিয়াছে, এরূপ যদি কাহার ... থাকেন, তবে সে কি ঔষধ ব্যবহার করিয়া বাঁচিল?

ছুঁচা কি চাঁদ মাকড়সায় কামড়াইয়াছে তাহার প্রমাণ কি?

যিনি আমাকে উপরি উক্ত প্রশ্ন গুলির যে কয়েকটীর উত্তর দিতে পারেন তাহার নিকট আমি বড় বাধিত হইব।

শ্রীশিশির কুমার ঘোষ
অমৃত বাজার

বিজ্ঞাপন।

সর্পাঘাত।

অর্থাৎ।

... দিগের মতে সর্পদংশন চিকিৎসা উক্ত পুস্তক মুদ্রিত হইতেছে। সত্বর মুদ্রিত হইবেক। স্বাক্ষরকারীর প্রতি মূল্য ।০ আনা। ডাকমাশুল ৴০ আনা। গ্রহণাকাঙ্খী মহাশয়েরা নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট লিখিলে উক্ত ... পাইতে পারিবেন।

শ্রীচন্দ্রনাথ কর্ম্মকার
অমৃত বাজার } নেটিবডাক্তার অমৃত বাজার দাতব্য চিকিৎসালয়

অমৃত বাজার পত্রিকা।

১৮ই অগ্রহায়ণ বৃহস্পতি বার ডন-র

শুনিতেছি যে এই পত্রিকা সম্বন্ধে লাইবেল মকর্দ্দামা নাকি আবর ১ লা ডিসেম্বরে হইল না। পূজার পর যে সেসন হয়, তখন এক বার দিন স্থির হয়। তখন গোলমাল করিয়া মাজিষ্ট্রেটেরা মকর্দ্দমা হইতে দেন নাই। আবার সেসন জজ সাউ-ইন ১ লা ডিসেম্বরে যে তারিখ ফেললেন তাহা উলটাইবার নিমিত্ত মাজিষ্ট্রেট সাহেব জজ সাহেবকে পত্র লিখেন যে ঐ তারিখে মকর্দ্দামা না করেন। লকোর্ড সাহেব আগত প্রায়, তাহার কর্ত্তৃক এ মকর্দ্দামা বিচার হয় মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগের অভিপ্রায় এই বোধ হয়!

এই মকর্দ্দামা হওয়া অবধি, আর এ মকর্দ্দামা আষাঢ় মাসে আরম্ভ হয়, আসামী দিগের উপর কত ঝঞ্ঝাট গিয়াছে তাহা বোধ হয় উপযুক্ত সময় হইলে তাহারাই পৃথিবীতে ব্যক্ত করিবেন।

—::—

যশোহরে এবার বড় চুরি হইতেছে। এমন অনেক দিবস হয় নাই। আমরা বুঝিতে পারিতেছিনা যে চোরেরা এক্ষণে বড় চালাক হইয়াছে, না ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আনলি ও মাজিষ্ট্রেট ওএষ্টলাণ্ড সাহেব অকর্ম্মা, অলস। যাহাহউক ক্ষতি বাসন্দা দিগের। স্বয়ং কমিসনার সাহেব যশোহরে উপস্থিত। দেখা যাউক তিনি লম্বা লম্বা রিপোর্ট লিখিতে শুদ্ধ মজবুত, না প্রজা দিগকে রক্ষণা বেক্ষণের ক্ষমতাও তাহার আছে।

যদি চুরি নিবারণের ইচ্ছা থাকে, তবে গবর্ণমেণ্ট কিছু অর্থ ব্যয় করিয়া বেদিয়া দিগকে নীতি ও জ্ঞান শিক্ষা দিউন। আপা

তত তাহার কিছু ফল না দেখা যাইতে পারে। কিন্তু এক্ষণে যাহারা বালক আছে তাহারা ভাল হইলে পারে।

—॥—

সে দিবস যশোহরের নিকটে একটী অপর লোক তাহার স্ত্রীর চরিত্রে বিরক্ত হইয়া তাহাকে আঘাত করে ও সেই আঘাতে তাহার মৃত্যু হয়। দয়ালু জেল সংস্কারক জাইট কুইন সাহেব তাহাকে এক বৎসর মাত্র নিয়াদ দিয়াছেন। তিনি এই রূপ ন্যায় দণ্ড দিয়া থাকেন। প্রেস ডেন্সি ডিবিসনে আইন কান দণ্ড যে রূপ কঠোর হইতেছে, ইহাতে কুইন সাহেবের ব্যবহার দেখিয়া আমরা আরো পুলকিত হইয়াছি। আমরা মুক্ত কণ্ঠে তাঁহাকে ধন্য বাদ করি।

—॥—

প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ক্যারেডের মতে, মনুষ্যের স্বাভাবিক আয়ু এক শত বৎসর। তিনি বলেন, শরীরের পরিবর্দ্ধন দ্বারা জীবনের সংখ্যা নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। মানব দেহ কুড়ি বৎসরের পর আর পরিবর্দ্ধিত হয় না। ঐ সময় মধ্যে উহার অস্থি [illegible]লের সংযোগ ও পরিবর্দ্ধন ক্রিয়ার শেষ হয়। উটের সম্পূর্ণ দৈহিক উন্নতি ৮ বৎসরে হয়, ঘোড়ার ৫ বৎসরে, সিংহের ৪ বৎসরে, কুকুরের ২ বৎসরে ও খরগোসের ১ বৎসরে। এই সকল সময় পাঁচ গুণ করিলে জীবনের সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হইল। মনুষ্য এই হিসাবে ১০০ বৎসর জীবন ধারণ করেন, উট ৪০ বৎসর, ঘোড়া ২৫ বৎসর ইত্যাদি। যে মনুষ্য কখন পীড়া কর্ত্তৃক আক্রান্ত না হন, তিনি সকল স্থানেই ৮০ হইতে ১০০ বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকেন। বিধাতা ১০০ বৎসর আয়ু মনুষ্যকে দিয়াছেন কিন্তু কেহ বা পৈতৃক পীড়া সহ জন্ম গ্রহণ করেন, কেহ অস্বাস্থ্য কর পদার্থ আহার করেন, কেহ রিপু চরিতার্থ ব্যস্ত থাকেন, কেহ আবার চিন্তা জ্বরে প্রপীড়িত হন, ইত্যাদি নানা কারণে তিনি উহা সম্পূর্ণ রূপে ভোগ করিতে সমর্থ হয়েন না। নিসর্গ তাহার জীবন নষ্ট করেন না তিনি নিজের জীবন নিজে হত্যা করেন। ক্যারেডে সাহেব জীবনকে আবার এই কয়েক অবস্থায় বিভাগ করেন—বাল্য, যৌবন, প্রৌঢ় ও বার্দ্ধক্য। বাল্য কাল ২০ বৎসর পর্য্যন্ত, যৌবন ২০ হইতে ৫০, ৫০ হইতে ৭৫ বৎসর প্রৌঢ়, এই সময় মধ্যে দেহযন্ত্রটি সম্পূর্ণ থাকে। ৭৫ বৎসরেই বৃদ্ধ কালের আবির্ভাব হয় এবং ইহার পরে অন্তরস্থ শক্তি যাহার যে পরিমাণে ক্ষয় পায়, তিনি সেই পরিমাণে অধিক কি অল্প দিন বাঁচেন। ক্যারেডে সাহেব গত বৎসর ৭৫ বৎসর বয়সে মানব লীলা সম্বরণ করিয়াছেন। আর কিছু দিন বাঁচিলে তিনি তাহার মত কাজেও দেখাইয়া যাইতেন।

—॥—

কেশব বাবু ও ব্রাহ্ম গণ।

দুইটী ব্রাহ্মের দুখানি পত্র প্রেরিত স্তম্ভে প্রকাশ করা গেল। একজন, কতিপয় ব্রাহ্মের কেশব বাবুর প্রতি অমূচিত ভক্তি দেখিয়া বিরক্ত হইয়াছেন, আর একজন কেশব বাবুর দলে আছেন কিন্তু উপস্থিত ঘটনাতে অত্যন্ত বেদনা পাইয়াছেন। এক খানা কিছু কড়া, আর এক খানা প্রলাপ বাক্যে পরিপূর্ণ। কিন্তু যদিও আমরা স্বীকার করি যে, সে প্রলাপ " প্রেম প্রলাপ ,, উভয়ই সৎ ও ধর্ম্ম নিষ্ঠ। ও ধর্ম্মের জন্যে সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়াছেন। উভয়ই ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দেন, উভয়ই এক পিতার সন্তান বলিয়া স্বীকার করেন—উভয়ই ভ্রাতৃ ভাবের উৎকর্ষের নিমিত্ত নিতান্ত ব্যগ্র—উভয়েরি হৃদয় প্রেমে পরিপূর্ণ—উভয়ই আপনাকে মকিঞ্চন তুল্য মনে করেন না—উভয়ই ঈশ্বরের অপার দয়া বিশ্বাস করেন, তবু উভয়ের মধ্যে পরস্পর কেন অন্তর বিচ্ছেদ হইতেছে, এ কৌতূহল উপপত্তির কেহ মীমাংসা করিতে পারেন?

ভাল মন্দে মিশ্রিত হইয়া ভাল হয়। বায়ু—মনুষ্যের জীবনের আধার, পরীক্ষা করিয়া দেখিলে উহার মধ্যে বিষ আছে পাওয়া যায়। নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি, উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি মিশ্রিত হইয়া মনুষ্যের মনের সৃষ্টি হয়। যাহারা ঈশ্বরকে দয়াল বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করেন, তাহারা এই সমুদায় ভালর মধ্যে মন্দ দেখিয়া কিছু স্থির করিতে পারেন না। ঈশ্বর কে দয়াল বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস অথচ পৃথিবী রোগ শোক, প্রসব বেদনা, অধর্ম্মের জয় ইত্যাদি দেখিয়া তাহারা অবাক হয়েন। ইহাই দেখিয়া দেখিয়া ইহার সিদ্ধান্ত করিবার নিমিত্ত মনুষ্য স্বীয় মস্তিষ্ক হইতে শয়তানের সৃষ্টি করিলেন। ভাল করেন ঈশ্বর, মন্দ করে শয়তান। এই শয়তান জোরএস্টার, মোজেস, শিক্ষা দিয়াছেন। আমাদের হিন্দু ধর্ম্মেও এই ভাবটী মজ্জাগত আছে, কলি ও শনি শয়তানের আর একএক নাম মাত্র। বিশ্বমিত্রেও শয়তানের কিছু কিছু গুণ লক্ষিত হয়।

প্রকৃত পক্ষে, এমন ভাল দেখা যায় না, এমন কি অনুভব করা যায় না, যাহার ম[illegible]ধ্যে না আছে, অথচ এমন [illegible] নাই যাহাতে ভাল কিছু কিছু না দেখা যায়। দেশের মধ্যে এক জন ধর্ম্ম পথ প্রদর্শক হয়েন, যদি এক জন লক্ষ লক্ষ লোককে কুপথ হইতে সুপথে লইয়া যাইতে পারেন, তবে তিনি যে দেশের পরমোপকারী বন্ধু তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন কেশব বাবু এই রূপ লোক। আমরা অনেক ব্রাহ্মের নিকট শুনিয়াছি যে, তাঁহারা কেশব বাবুর নিকট প্রার্থনা করিতে শিখিয়াছেন, ঘোর পাপ পঙ্কিল হইতে তিনি উদ্ধার করিয়াছেন। আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে, কেশব বাবুর যত্নে ক্ষণে ব্রাহ্মেরা বেশ এক দল হইয়াছেন, এমন কি যাহা কেহ কখন পারে নাই, পুরাতন হিন্দু সমাজ ধ্বংশ করিবার উপক্রম করিয়াছেন। ব্রাহ্মদের না চিনে এমন সভ্য দেশই নাই, সেও যে কেশব বাবুর যত্ন ও ক্ষমতায় তাহা স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু সেই কেশব বাবু, সমাজ সংস্কারক কেশব বাবু, অধম তারণ কেশব বাবু, ধর্ম্মপথ প্রদর্শক কেশব বাবু, যাহাদিগের যত উপকার করিয়াছেন, তাহাদিগের সেই পরিমাণে অনিষ্ট করিয়াছেন। যাহারা কেশব বাবুর দলে একবার মিশিয়াছেন, তাঁহারা নিজের ঈশ্বর দত্ত ধনগুলি হারাইয়াছেন। তাঁহারা কেশব বাবুর চোখে দেখেন, কেশব বাবুর কর্ণে শুনেন, ও কেশব বাবুর মস্তিষ্ক দ্বারা চিন্তা করেন। তাহারা কাষ্ঠ পুত্তলিকা হইয়া তার গুলি [illegible] কেশব বাবুর হস্তে প্রদান করেন। ইহাতে আমরা কেশব বাবুকে দোষ দই না, যেহেতু তিনি যে ক্ষমতায় লোকদিকে কুপথ হইতে সুপথে লইয়া যান সেই ক্ষমতারই অব্যর্থ ফল এই। যাঁহারা এক্ষণে কেশব বাবুর দলে, যদি তাঁহারা স্বতন্ত্র থাকিতে পারিতেন, তবে কেহ২ প্রধান [illegible] হইতে পারিতেন। কিন্তু যে রূপ বৃহৎ বৃক্ষের [illegible] ক্ষুদ্র বৃক্ষে [illegible] বর্দ্ধন হয় না, কেশব বাবুর দলে মিশিলে তাহার স্বাধীন ভাবে পরিবর্দ্ধন হওয়া অসম্ভব। যাহারা কিছু বেশী রকম স্বাধীনতা প্রিয়, তাঁহারা কেশব বাবুর দলে থাকিতে পারেন না। কোন ২ ব্রাহ্মেরা মনুষ্যোপাসনা ও কোন কোন ব্রাহ্মেরা কেশব বাবুর দল পরিত্যাগ করার কারণ এই। যাহাতে মনুষ্যের ধর্ম্মে মতি হয়, ইহা আমাদের নিতান্ত ইচ্ছা, কিন্তু কেশব বাবুদের পরস্পর বিরোধ যে ভাল ছাড়া মন্দ হইবে, ইহা আমরা বিশ্বাস করি না। যাহারা জগতের ক্রমোন্নতি স্বীকার করেন, যাঁহারা ঈশ্বরকে দয়াল মনে করেন, যাহারা পরকাল আছে ইহা [illegible]

ঠিক [illegible] করিতে নিমিত্ত বৃহৎ খণ্ড বিভাগ করিতে হইল, [illegible] হৃদয়ের [illegible] তর্ক হয় ও পরে তাঁহারা [illegible] পরাজিত হয়েন।

স্ত্রীলোক [illegible] সেই রূপ। বাহিরের কায পুরুষের, [illegible] কায স্ত্রীলোকের। যে কায [illegible] স্ত্রীলোকেরি করিতে হইবে, এই রূপ ঈশ্বরের অভিপ্রায়, তাহাতে যদি স্ত্রীলোকের অজ্ঞতা থাকে, তবে তাহাই তাহাকে শিক্ষা দেয়া কর্ত্তব্য [illegible] সন্তানকে কি রূপে পালন করিতে হয়, এ জ্ঞান শিক্ষা করিলে পুরুষের থলিয়া [illegible] পূর্ণ হয় সন্দেহ হয়, কিন্তু উঁহার মূল্য অধিক বাড়ে না, সেই রূপ ইউরোপে [illegible] নগর কোন্ নদীর ধারে জানিলে স্ত্রীলোকের থলিয়া পূর্ণ হয় মাত্র, বস্তু একটা জ্ঞান বৃদ্ধি হয় না।

যাঁহারা স্ত্রীলোক দিগকে বিদ্যা শিক্ষা করাইতে নিতান্ত যত্নবান তাঁহারা একটু ঠাহুরিয়া দেখিবেন যে তাঁহারা চান কি। স্ত্রীলোকের সংসারের কি কর্ত্তব্য ও পুরুষের কি কর্ত্তব্য তাহা যিনি তাহা দিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি ঠিক করিয়া বলিতে পারেন, তবে আমাদের বিশ্বাস যে স্ত্রী লোকের কায হৃদয় ঠাণ্ডা করা, দুর্বৃত্ত মনুষ্যকে সুপথে লওয়া, উচ্চাভিমান, দম্ভ, হিংসা, প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তি কর্ত্তৃক বিরক্ত মনুষ্যকে শান্তনা করা, নিরুপায় [illegible] পালন করা, ও উপায়হীন রোগীকে শুশ্রূষা করা, আর ইউরোপে যে রূপক বর্ণনাটী আছে, অর্থাৎ এ সংসারের কণ্টকাকীর্ণ পথে পুষ্প ছড়ান। আর পুরুষের কায মস্তিষ্কের পিপাসার তৃপ্তি করা। পুরুষ পুরুষই থাকুক, স্ত্রী লোক স্ত্রী লোকই থাকুক। পুরুষকে স্ত্রীলোক করিলেও চলে--যেরূপ আমরা বাঙ্গালিরা দিন কাটাইতেছি, কিন্তু স্ত্রীলোক পুরুষ করিলে এই বিষময় সংসারে আর এক দণ্ডও তিষ্ঠান যাইবে না।

—॥—

আমরা গরুর দুষ্প্রাপ্যতা দেখিয়া বড় ভীত হইতেছি। ক্রমেই গব্য সামগ্রী মহার্ঘ্য হইতেছে. ও ক্রমে দেশ হইতে গরুর সংখ্যা কমিয়া আসিতেছে। এ ধান্যের মমস্থরা [illegible] যে এ বৎসর অভাব হইল আর বৎসর অভাব পূর্ণ হইবে। কি এদেশে অভাব হই [illegible] অন্য দেশ হইতে আনা গেল। আমরা মাংসাশী নয় যে দুধের পরিবর্ত্তে মাংস আহার করিব, আমাদের দেশে ঘোটক বেশী নাই যে বলদের পরিবর্ত্তে ঘোটক [illegible] ভূমি কর্ষণ করিব।

[illegible] গরুর দুষ্প্রাপ্যতা আরম্ভ হইতে আরম্ভ হইয়াছে এরূপ [illegible]। পূর্ব্ব কালে কথায় কথায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজারা, ও ধনীলোকে সহস্র গোদান করিতেন কিন্তু এক্ষণে সহস্র গো একত্র করা দুরূহ ব্যাপার। দুঃখের মধ্যে এই যে আমাদের নির্জ্জীব গবর্ণমেণ্টের তালিকা সংগ্রহ করার বড় অভ্যাস নাই। পূর্ব্বে তণ্ডুল সম্বন্ধেও এই রূপ তালিকা ছিল না, কিন্তু দুর্ভাগ্য কি সৌভাগ্য ক্রমে উড়িষ্যায় দুর্ভিক্ষ হওয়ায় গবর্ণমেণ্ট এক্ষণে একটু সতর্ক হইয়াছেন। গোমেষাদি সম্বন্ধে তালিকা লওয়া বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট কখন স্বপ্নেও ভাবেন নাই, কিন্তু বোধ হইতেছে এ বিষয়ে এক্ষণে মনোযোগ না করিলে শেষে অনেক কষ্ট হইবে।

তালিকা নাই থাকুক, কিন্তু গব্য সামগ্রী ও গরু যে ক্রমে মহার্ঘ্য ও দুষ্প্রাপ্য হইতেছে তাহাতে আর সন্দেহ করা যায় না। এই কষ্ট লোকে ১২। ১৪ বৎসর অবধি টের পাইতেছে আর এক্ষণে কষ্ট এত বাড়িয়াছে যে যাহাদের একটু চিন্তা শক্তি আছে সকলেই সশঙ্কিত হইতেছে। কিন্তু যেখানে মনুষ্য এত অধিক, যেখানে ভূমি এত উর্ব্বরা, যেখান কার অধিবাসীগণ গোমাংসের নামে বমন করে, যেখানে [illegible] লোকে গরুকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করে, যেদেশে গরু পালন ও উহার ব্যবসায়ের নিমিত্ত স্বতন্ত্র এক জাতি আছে, যেদেশে গব্য সামগ্রী দ্বারা উপাস্য দেবতার পূজা করে, এরূপ স্থলে গরুর এরূপ অভাব হইবার কারণ কি!

পালনের দ্বারা গরুর কি রূপ অবস্থা হয়, তা [illegible] মালয়ার, দক্ষিণী, খান্দিশী, কনব্যানি, গুজরাটি, মহিসুরী, মালোয়া প্রভৃতি স্থানের গরু দেখিলে বুঝা যায়। টিপু অমৃত মহলে গোপালের নিমিত্ত যে একটী কারখানা করেন, গবর্ণমেণ্ট তাহাই রাখিয়া দিয়াছিলেন ও তাহার ফল এক্ষণে মহিসুরের গরু। মহিসুরের গরুকে আমাদের দেশে বোম্বা গরু বলে। ইউরোপে ধনী লোকেরা অনেকে গরু পালনের ব্যবসায় করিয়া থাকেন, করিয়া, দেশে বলিষ্ঠ, কর্ম্মদক্ষ দামড়া ও দুগ্ধবতী গাভীর প্রচলিত করেন। আমাদের দেশে গাভী পালন গোয়ালারা ও দামড়া পালন চাসারা করিয়া থাকে, কিন্তু গরু পালন করিতে যে অর্থ ব্যয় হয় সে সঙ্গতি তাহাদের না থাকাতে তাহাদের হস্তে গরুর অবস্থা ভাল হইতেছে না।

গরুপালনের নিমিত্ত উত্তম আহার, উত্তম বীজ ও পরিষ্কার স্থান আবশ্যক। চাসারা অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে পল বিচালি পায় বটে, কিন্তু অন্যান্য গৃহস্থেরা ও গোয়ালেরা গরু রাখে। চাসারা দায়গ্রস্থ হইয়া উহাদের নিকট বিচালি বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়, সুতরাং কোন গরুর সুপুষ্ট রূপে পেট ভরে না। আমাদের দেশে ঘাস হইল দুষ্প্রাপ্য, বিচালিও দুষ্প্রাপ্য, আর গরুর এক্ষণে প্রধান আহারই এই। শস্যাদির মূল্য বৃদ্ধি হওয়াতে চাস কর্ম্ম এত বাড়িয়াছে যে, গরু চরাইবার স্থান কৃষ্ণনগরের কোন কোন স্থান ব্যতীত, আর কোন জেলায় প্রায় নাই। অতএব আমাদের দেশে গরু আহার সুন্দর রূপে পায় না, ইহাতে বলিষ্ঠও হইতে পারে না, দুগ্ধবতীও হয় না। ঘাস চাস করিবার রীতি আমাদের দেশে নাই, দেশহিতৈষিগণের এই দিকে একটু দৃষ্টি করা কর্ত্তব্য। পরিশ্রম দ্বারা এবিষয়ে কত দূর কার্য্য হওয়া যায় তাহার উদাহরণ স্থল হাজিও হরিয়া না। আমাদের দেশে উত্তম উত্তম ঘাস আছে। কেশে ও কাসারে বেনা ও দামড়া গরু অত্যন্ত বলিষ্ঠ হয়, কিন্তু অপর্য্যাপ্ত রূপে পাওয়া যায় না। দুগ্ধবতী গাভিকে নাড়ু ঘাস, উড়ি ঘাস, জলভুরা, দূর্ব্বা, দিলে দুগ্ধ উত্তমও হয়, অধিকও হয় কিন্তু ইহার কিছুই অপর্য্যাপ্ত রূপে পাওয়া যায় না। জল ভুরার চাস আরম্ভ হইয়াছে বোধ হয় সত্বর সমস্ত দেশে ব্যাপিবে। বিদেশীয় ঘাসও প্রচলিত করা তত কঠিন বিষয় নয়। প্রাণ ঘাসের বিষয় আমরা পূর্ব্বে লিখিয়াছি। গিনি ঘাস গরুর যেরূপ উপাদেয় খাদ্য, এরূপ আর কিছু নয়, কিন্তু দুঃখের মধ্যে এই যে, ইহার প্রচার অদ্যাপি হইল না। বাবু প্যারি চাঁদ মিত্রের কৃষিপাঠ নামক ক্ষুদ্র গ্রন্থ হইতে গিনি ঘাস চাস পদ্ধতি তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহা সমুদায় উদ্ধৃত করা গেল:—

প্রাতঃকালে রৌদ্র না লাগে এমত একটা স্থান আয়ত্ত করিয়া লইয়া তাহার মৃত্তিকা প্রথমতঃ সুন্দর রূপ গুঁড়া করিয়া প্রচুর রূপে বিজ ছড়াইয়া দিতে হয়, পরে মালী ঐ গুঁড়া মাটী হস্ত দ্বারা উপরে ২ চালিয়া দিয়া সেই সমস্ত বীজ ঢাকাতে আলগা মাটীতে চাপা পড়ে এমত করিয়া দেয়, গ্রীষ্ম বাহুল্য হইলে জল সেক না করিয়া দিন কয়েক ঐ স্থান কেবল মরকা চাপা দিয়া আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়া দিতে হয়। এই রূপ করাতে যথেষ্ট ঘাস জন্মিয়াছে, কখন কোন ব্যাঘাত হয় নাই, নূতন ২ ঘাস যখন তিন অঙ্গুলি পরিমাণ উচ্চ হইয়া উঠে তখন গোড়া নষ্ট না হয় এমত করিয়া প্রত্যেক গাছ অতি সাবধানে মাটীমুদ্ধা তুলিয়া লইয়া দুই ফিট অন্তর রীতি পূর্ব্বক রোপণ করিয়া কয়েক দিবস পর্য্যন্ত সায়ংকালে গোড়ায় জল দিতে ২ ক্রমশঃ সেই নূতন মাটিতে শিকড় বদ্ধ হইয়া বসিয়া যায়।

কথক গুলি নির্ব্বোধ লোক কর্ত্তৃক দেশ হইতে ষাঁড়ের লোপ হইবার যো হইয়াছে ধনী মুছলমানেরা ষাঁড় পাইলে ভক্ষণ করে, নির্ব্বোধ চাসারা বিরক্ত হইয়া ষাড় ধরিয়া দেয় আর নির্ব্বোধ গবর্ণমেণ্ট তাহাই নিলামে বিক্রয় করেন। গবর্ণমেণ্ট আরও এই ষাঁড় ধরিয়া উঁহাদের মূল্য [illegible]

করেন, তাহাদের কেশব বাবু বিজয় বাবুতে বিরোধ কেন, যদি সৌর জগত পরস্পরের সংঘাতে পরমাণু রূপে পরিণত হয়, তাহাতেও জ্রুক্ষেপও করেন না ।

—::—

সংক্রামক জ্বর ।

সংক্রামক জ্বরে এ অঞ্চল উচ্ছিন্ন যাইবার উপক্রম হইল। চারিদিকে কেবল হাহাকার শব্দ শোন। এ দিকে এমন এক খানি গ্রাম নাই যেখানে প্রায় তাবৎ লোকেই পড়িয়া না আছে। তাহাদের শোচনীয় অবস্থা দেখিলে পাষাণ ও গলিয়া যায়। এ দিকের কি ভদ্র কি অভদ্র, প্রায়ই সকলই সংগতি হীন। না তাহারা ঔষধ জুঠাইতে পারে, না তাহাদের রোগীর পথ্য সংগ্রহ করিবার ক্ষমতা আছে। চিকিৎসাভাবে, সুপথ্য অভাবে, অনেকেই মরিয়া যাইতেছে। বিশেষতঃ সেবা শুশ্রূষা না হওয়ার দরুন বিস্তর লোকে ভয়ানক কষ্ট সহ্য করিতেছে। কে কাহাকে দেখে! একটি পরিবারের তাবৎ গুলি পড়িয়া। জলটুকু দেয় এমন একটি লোক নাই। প্রতিবাসীদেরও সেই দশা। গত কল্য আমরা একটি গ্রাম প্রদক্ষিণ করিতে গিয়া অশ্রু পতন করিয়া আসিয়াছি। পথ দিয়া যাইতেছি, ইতি মধ্য ৫। ৭ জন কাতর স্বরে বলিয়া উঠিল "কে যাও গো, আমাদের একটু জল দিয়া যাও। জল না খেয়ে আমরা মলেম।" এই রূপ প্রায় প্রতি ঘরেই দৃষ্টি হইল। যে রূপ শোচনীয় অবস্থায় তাহারা সারি সারি পড়িয়া রহিয়াছে, তাহা দেখিয়া আমরা চখের জল রাখিতে পারিলাম না।

এই সংক্রামক জ্বর প্রথমে গরিবপুর গ্রাম আক্রমণ করে। ইহার উৎপত্তির কারণ ঠিক করা সহজ ব্যাপার নয়। তবে ঐ গ্রামটি অতিশয় জঙ্গলা ও ছোট ২ খানায় পরিপূর্ণ। গত বর্ষায় এই সকল খানা জলে পুরিয়া যায় এবং তাহাতে গাছের পাতা পচিয়া ভয়ানক দুর্গন্ধ হয়। সম্ভবতঃ ইহাই জ্বরের কারণ। উক্ত গ্রামটিকে প্রায় উচ্ছিন্ন করিয়া জ্বর কিছু কাল ক্ষান্ত ছিল। আবার সেখানে প্রবলতর বেগে জ্বর উপস্থিত। প্রতি দিন ২। ৩ টি করিয়া মরিতেছে। এক জন ডাক্তার সেখানে পাঠান হইয়াছে বটে, এবং তাহা কর্তৃক কিছু উপকার ও হইতেছে, কিন্তু এজ্বর সারা কুইনাইনের সাধ্য নয়।

গরিব পুর হইতে জ্বরাক্রান্ত এক ব্যক্তি মাহামুদ পুরে আইসে। কিছু দিন পরেই তাহারা সপরিবারে জ্বরে পড়ে। ক্রমে গ্রামটির তাবতের জ্বর হয়, এবং এক্ষণে সেই জ্বর নিকটবর্ত্তী গ্রাম সকলে বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে।

সংক্রামক জ্বরের উৎপত্তির কারণ যাহাই হউক না কেন, গ্রাম সকল অপরিস্কার থাকিলে যে উহার আরো বৃদ্ধি পায় সেটি নিশ্চিত। আমরা গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করি, জ্বর পীড়িত গ্রাম সকলের জঙ্গল ও পচা পুষ্করণী গুলি যাহাতে পরিস্কার হয় তাহার যথোচিত উপায় সত্বর অবলম্বন করেন।

—::—

প্রাপ্ত।

বিদ্যা শিক্ষা ।

হেয়ার সাহেব যেরূপ বঙ্গালি বালক দিগকে ইংরাজি শিক্ষা দিবার পরিশ্রম করেন বেথুন সাহেব সেই রূপ বালিকা দিগেকে, শিক্ষা দিবার নিমিত্ত পরিশ্রম করেন ও কতক কতক কৃত কার্য্য হয়েন। তাহার পরে স্ত্রী শিক্ষার স্বাপক্ষে শত শত, এমন কি, লক্ষ লক্ষ লোক হইয়াছেন। মাজিষ্ট্র, ব্রাহ্ম, সমাজ সংস্কারক কি রাজ কর্ম্মচারি, সেকেলে হিন্দু কলেজের আউট, কি একেলে বিশ্ব বিদ্যালয়ের লোক, সম্বাদ পত্রের সম্পাদক, কি বকেশ্বর দেশ হিতৈষী, নব বিবাহিতা স্বামী ও সুশিক্ষিত ভ্রাতা, সকলেই বঙ্গবাসী হত ভাগিনী অবলার দিগের কুসংস্কারের এবং অজ্ঞতার নিমিত্ত দুঃখিত।

প্রকৃত, মনুষ্যের মন রবারের শূন্য বলের ন্যায়। ইহাতে যত ধরাও প্রায় তত ধরে। বায়ুও ধরে, অতি কঠিন প্রস্তরও ধরে, ঘৃতও ধরে, বিষ্টাও ধরে। এক্ষণে যিনি যে প্রকার সামগ্রী দিয়া এই থলিয়াটী পূর্ণ করেন সেই রূপ থলিয়াটী বহুমুল্য কি অপদার্থ হয়। দেখিতে গেলে, স্ত্রীলোক দিগের মন কেবল অনেক গুলি কুসংস্কারে পরিপূর্ণ। এক জন সুশিক্ষিত পুরুষের সঙ্গে আমাদের দেশীয় পল্লি গ্রামস্থ একটী অজ্ঞ স্ত্রীলোকের কথা বার্ত্তাই চলেনা। এরা শাস্ত্রীয় আলাপ কাহাকে বলে জানে না। যে পৃথিবীতে বাস করে, তাহার অবস্থা কিছু মাত্র জানে না। যে প্রভু তাহাদের স্রষ্টা, তাহার প্রকৃতি ইহারা কিছু অবগত নহে। এমন কি, এই নিমিত্ত আমাদের দেশে স্ত্রী ও স্বামীতে অনেক স্থলে প্রায় কথা বার্ত্তা চলিবার সম্ভাব না থাকেনা। যে সম্বন্ধে স্ত্রী আলাপ করিতে পারেন, তাহা স্বামীর ভাল লাগেনা, আর স্বামী যাহা বলিতে ভাল বাসেন, তাহা স্ত্রী বুঝিতে পারেন না।

এ সম্বন্ধে [illegible] সত্য, [illegible] নিবারণ করিবার [illegible] দেশ হিতৈষী ও হিতৈষিণী মহাশয় [illegible] কত পুস্তক লিখিয়াছেন ও বক্তৃতা করিয়াছেন তাহা সংখ্যা করিয়া উঠা যায় না। মিস্ কারপেন্টার স্বয়ং এই নিমিত্ত এ দেশে আসিয়াছেন। তিনি, যে রূপ গুরু ট্রেনিং স্কুল আছে এই রূপ স্ত্রী ট্রেনিং স্কুল করিবেন সংকল্প করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট এই কার্য্যে বার্ষিক ১২০০০ মুদ্রা মঞ্জুর করিয়াছেন।

কিন্তু আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিনা যে, স্ত্রীলোকদিগকে কিরূপ শিক্ষা দিলে প্রকৃত তাহাদের অবস্থা ভাল হইবে। যদি আমাদের দেশীয় স্ত্রীলোক দিগকে শিক্ষা দিয়া ইউরোপীয় স্ত্রীলোকের ন্যায় স্বতন্ত্র করিবার মনস্থ থাকে, তবে আমরা বলি, "দেশ হিতৈষি মহাশয়রা, আমাদিগকে আর ক্ষেপাইওনা, তোমাদের পায়ে পড়িছি, আমরা বেশ আছি।" যদি আর মাকি এক রকম করার মনস্থ থাকে, যে রূপ ব্রাহ্মিকা মহাশয়েরা হইয়াছেন, তাহা হইলে আমরা বলি যে, স্ত্রীলোকের মুখে "নমস্কার মহাশয়," "আপনি কুশলে আছেন," ভত মিষ্ট শুনা যায় না।

বিদ্যা কাহাকে বলে তাহা লইয়াই গোল হইতেছে। প্যারি বাবু তাঁহার [illegible] উইসারে কৃষক দিগের [illegible] উচিত বলিয়া যে দীর্ঘ দুই প্রস্তাব লিখিয়াছেন, তাহাতে আমাদের একটী ভাব মনে হইল। যাঁহারা বিজ্ঞান বেত্তা তাঁহারা ভাবেন যে, বিজ্ঞানের ন্যায় সামগ্রী পৃথিবীতে আর নাই। যাঁহারা ধর্ম্ম প্রচারক, তাঁহারা ভাবেন অন্যান্য ব্যবসায়ীরা কেবল পণ্ডশ্রম করিতেছেন, যাঁহারা রাজ নৈতিক রাজ কর্ম্মচারী, তাঁহারা রাজনীতি চর্চ্চার ন্যায় সামগ্রী আর কিছু মনে করেন না। প্যারি বাবু শৈশব কাল অবধি পড়িয়া পড়িয়া বৃদ্ধ হইতে চলিলেন, তিনি কি কৃষক দিগের অপেক্ষা বিদ্বান? কৃষকেরা তাঁহার ন্যায় ইংরাজি সাহিত্য ও ইতিবৃত্ত কিছু জানেনা বটে, কিন্তু তারা শস্যাদি উৎপত্তি প্রকরণ অবগত আছে। কোন্ ভুমিতে কি শস্য ভাল হয়, কোন্ ভুমিতে কি রূপ সার ও কত খানি সার আবশ্যক, কোন্ সময় রোপণ করিবার সর্ব্বোত্তম সময় ইত্যাদি জ্ঞান তাঁহা অপেক্ষা কৃষক দিগের চেয় বেশী আছে। তিনি এক তা শিখিয়াছেন, [illegible] রা আর এক তা শিখিয়াছে। তাঁহার [illegible] সমাজের উন্নতি হইতেছে, কৃষক [illegible] জ্ঞানেও উন্নতি হইতেছে। আমরা [illegible] যে, আমাদের একজন প্রধান বন্ধু একটী [illegible]

...পিপাস কর্ম্ম ঘটান। ...হিন্দুরা যে মুক্তকরে শাস্ত্রের সম্মত ষাঁড় করিয়া দিবার নিয়ম করেন যে, ষাঁড় স্বাধীন ভাবে বাস করিয়া বলিষ্ঠ হইয়া তাহার সেই বল তাহার বংশগণকে দিবে—তাহা আমাদের এক্ষণকার অত্যুৎকৃষ্ট গবর্ণমেণ্টের অধীনে অকর্ম্মা হইয়া গেল। সমস্ত দিন লাঙ্গল চসিয়া ক্লান্ত, দুর্ব্বল অস্থি চর্ম্ম বশিষ্ট আড়িয়ার বীজে যে শাবক উৎপত্তি হয়, তাহা যে সেই রূপ দুর্ব্বল, খর্ব্বকায় ও রুগ্ন হইবে তাহার প্রতি সন্দেহ কি? গবর্ণমেণ্ট বংগুদিগকে রক্ষা করুন।

ইহা ব্যতীত গরুর অনেক শত্রু। আমাদের রাজপুরুষেরা গো খাদক, ও মুছলমানেরা গো খাদক। ইহারা বৎসর বৎসর অনেক গরু (কত ঠিক করিবার যো নাই) উদর সাৎ করেন। চামারেরা আবার চর্ম্মের লোভে, সে কথা ওয়াইয়া অনেক গোরুর প্রাণ নাশ করে। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা গরুর শত্রু পীড়া। যে রূপ বাঙ্গালির মধ্যে পীড়ার ভয়ঙ্কর বৃদ্ধি হইয়াছে—প্রায় বৎসর এপিডেমিক হইতেছে সেই রূপে গরুর মধ্যে এই ১০।১৫ বৎসর কেবল মহামারি হই তেছে। এই রোগের মধ্যে কতক গুলি সংক্রামক ও কতক গুলি উহা নয়। যশোহরের ভুতপুর্ব্ব ডাক্তার সাহেব মেক্রিওডা এতদ্দেশস্থ গো চিকিৎসা প্রণালী সংগ্রহ করিয়া গবর্ণমেণ্ট হইতে ৫০০ টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হন, কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে আমরা, তিনি কি সংগ্রহ করিয়াছেন তাহার কিছুই দেখিতে পাই নাই।

গরুর সর্ব্বাপেক্ষা সাংঘাতিক রোগ "পশ্চিমে ব্যারাম।" দুই তিন দিন থাকিয়া প্রায় মরিয়া যায়। এদেশস্থ লোকের বিশ্বাস যে এ রোগের ঔষধ নাই।

তাহার নিচে বসন্ত। এটী সংক্রামক। যখন পালে একবার হইতে আরম্ভ হইল, তখন পাল কে পাল মরিয়া যায়। মানুষের যে বসন্ত হয়, এ সে বসন্ত নয়। এ উদরের পীড়া, সংক্রামক আমাশয় বলিলে বলা যায়। আমরা দেখিয়াছি যে, বসন্ত রোগ আরম্ভ হইলে প্রায় ১৪ আনা আন্দাজ গরু মরিয়া যায়। একটু সুবিধা এই যে, বৎসর ২ এরূপ হয় না। এই রোগের বর্ণনা প্রথমে ১৮৩৬ সালে লিভিংষ্টোন সাহেব করেন। তিনি বলেন যে, এই রোগের অব্যর্থ ঔষধ তিনি আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছেন, তিনি বলেন "একটা পাত্রে লবণ রাখিয়া আগুনের উপর দাও। তাহার পরে অর্দ্ধ ছটাক আন্দাজ তীব্র দ্রাবক ঢালিয়া দাও। [illegible] গোয়ালির মধ্যে রাখিয়া ঐ পাত্রে [illegible] করিতে হইবে। দ্রাবক ঢালিলে [illegible] ধুমা উঠিতে থাকিবে, তাহা যেন বাহিরে না যায়, [illegible] কালের ব্যারাম [illegible] গো সকলের দ্বার রুদ্ধ করিয়া বাহিরে যাও। গরু গুলি ইহাতে কাশিতে থাকিবে, এই রূপ ৮।১০ মিনিট দুয়ার বন্ধ করিয়া রাখো। এই রূপে তিন চারি দিন করিলে রোগ অন্তর্হিত হইবে। যে গরু সুস্থ আর যাহারা পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছে, ইহার দিগকে পৃথক করিয়া রাখিতে হইবে।"

আর এক প্রকার পীড়া, ইহাকে এদেশে খুর নাড়া আর কোন কোন স্থানে গুড় গুড়িয়া বলে, সাংঘাতিক নয়। কিন্তু রোগ যদিও সাংঘাতিক নয়, গরুকে প্রায় অকর্ম্মা করিয়া ফেলে। এই পীড়ার বিষয় ডনবার সাহেব বলেন (রিপোর্ট এ, এবং হ সোসাইটী বালিষ ৬) "কোলেরা প্রায় এই রোগে কৃতকার্য্য হয়। তাহারা প্রথমে শুদ্ধ জল খাইতে দেয়, আর মুখ ধুয়াইয়া দেয়। পায়ের ঘা যে দেখায়ের অমনি ৪।৫ বার প্রত্যহ বালি দিয়া উহা ধুয়াইয়া দেয়। পরে বেলোয়ার কলের রস (কুচলা?) উহাতে দেয়।" স্থানাভাবে অদ্য এখানেই ক্ষান্ত দেওয়া গেল।

—॥—

সমালোচনা।

তত্ত্ববিদ্যা।

শ্রীযুত বাবু দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর কৃত।

(পুর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কুজনের রিজনের সহিত গ্রন্থকারের প্রজ্ঞার সৌসাদৃশ্য দেখান হইয়াছে। এক্ষণে উভয়ের আর দুই একটী মতের ঐক্যতা দেখান যাইতেছে। উভয়েই বলেন আমরা অপুর্ণ ও সীমাবদ্ধ হইয়াও অভ্রান্ত প্রজ্ঞার প্রসাদে অনন্ত ও অসীম পুরুষের স্বরূপ প্রকৃতরূপে ও সম্পূর্ণরূপে অবগত হইতেছি ঈশ্বরজ্ঞান আমাদের হৃদয়ে কোনরূপ প্রকরণ পদ্ধতি ব্যতিরেকে উদ্ভূত হইতেছে। কারণ প্রজ্ঞা, বুদ্ধির ন্যায়, সত্যের দিকে ক্রমে ২ অগ্রসর হয়না, উহা সত্যে গিয়া একেবারেই পর্য্যন্ত হয়, উভয়েই বলেন "পূর্ণ পরমেশ্বর স্বয়ং যখন তাঁহার জ্ঞান আমাদের হৃদয়ে প্রেরণ করিতেছেন, এবং যখন তিনি সর্ব্বতোভাবে স্বাধীন, তখন যে তিনি আপনাকে অসত্য রূপে প্রকাশ করিবেন ইহা ত একবারেই অসম্ভব।"

কার্য্যকারণ-ভাব সম্বন্ধে এবং অন্যান্য দুই একটী বিষয়ে উভয়ের মতের বড় একটা বৈলক্ষণ্য দেখা যায়না, কিন্তু আমাদের সে সকল সৌসাদৃশ্য দেখাইবার জন্য আয়াস লওয়া নিষ্প্রয়োজন, কারণ যে দুইটী বিষয়ের আলোচনাতে গ্রন্থ খানার অধিকাংশ ব্যয়িত হইয়াছে, সেই দুইটী বিষয়েই যে গ্রন্থকার কুজানের মতাবলম্বী আমরা তাহা বোধ হয় এক রূপ প্রতিপন্ন করিয়াছি। এখন আমরা গ্রন্থ কারের মত বিশেষের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। এখানে বলা কর্ত্তব্য যে এই বিশেষ ২ মত গ্রন্থকারের নিজের মস্তিষ্কজাত নহে। আমরা দেখাইয়াছি যে, তত্ত্ববিদ্যা কুজনের দর্শন অবলম্বন করিয়া লিখিত। তবে ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্তা বজায় রাখিতে গ্রন্থকার কুজনের ও ইউরোপীয় অন্যান্য দার্শনিক পণ্ডিত গণের মত কিছু২ পরিবর্ত্তন ও রূপান্তর করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। অনেকে বলিয়া থাকেন যে ব্রাহ্মধর্ম্ম শুষ্ক তর্কের ধর্ম্ম। এবং তর্ক হইতে কেবল নয়নান্ধকারী ধূমই উত্থিত হয়, পথ প্রদর্শক আলোক নহে। সুতরাং তর্কের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মেরা বিপথ গামী হইয়াছেন, ধর্ম্মের প্রকৃত পথ প্রাপ্ত হন নাই। দ্বিজেন্দ্র বাবু এই কথার অলীকত্ব ও অসারত্ব প্রমাণ ও ব্রাহ্মধর্ম্ম সমর্থন করিবার জন্য এই দেখাইবার চেষ্টা পাইয়াছেন যে, তর্কের দ্বারাও নহে, শিক্ষা দ্বারাও নহে, হৃদয় হইতে, প্রজ্ঞা হইতে, ঈশ্বর জ্ঞান লাভ করা যায়। ধর্ম্ম বুদ্ধির সম্পত্তি নহে কিন্তু হৃদয়ের। এবং তিনি তদনুসারে মনুষ্যকে প্রজ্ঞা রূপ অভ্রান্ত শক্তি সম্পন্ন করিয়া, তাহাকে অনন্ত ঈশ্বরের সম্পূর্ণ ও অভ্রান্ত জ্ঞানলাভের অধিকারী বলিয়া উক্তি করিয়াছেন। আমরা স্বীকার করি যে ধর্ম্মের উৎপত্তি স্থান হৃদয়, মস্তিষ্ক নহে। কিন্তু তত্ত্ববিদ্যার কল্পিত প্রজ্ঞা ও তৎতত্ত্ব সকলে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিনা। মনুষ্য যদি প্রজ্ঞার ন্যায় কোন অভ্রান্ত শক্তির অধিকারী হইত তাহা হইলে অতীব সুখের বিষয় হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রজ্ঞার অস্তিত্ব কে প্রতিপন্ন করিতেছে? দ্বিজেন্দ্রবাবু কি যুক্তি দ্বারা তাহার স্বতঃ সাব্যস্ত করিয়াছেন? সংজ্ঞা যাহা সমস্ত মানসিক বৃত্তির অস্তিত্বে সাক্ষ্য দেয় —প্রজ্ঞার অস্তিত্ব কি প্রতি পন্ন করিতেছে? দ্বিজেন্দ্রবাবু তাঁহার পুস্তকেত কোনরূপ যুক্তির উল্লেখ করেননাই। তিনি আপন মত সামান্যতঃ ব্যক্ত করিয়াছেন মাত্র। সংজ্ঞা দ্বারা আমরা প্রজ্ঞার অস্তিত্ব বিষয়ক কোন প্রমাণ পাইনা, প্রজ্ঞার সদৃশ কোন বৃত্তি যদি আমাদের থাকে, তবে তাহা অবশ্য সংজ্ঞাধীন হইবে। এবং সংজ্ঞার নিয়মাবলী দ্বারা আবদ্ধ থাকিবে। কারণ মানসিক সমুদয় বৃত্তি সংজ্ঞার রূপান্তর মাত্র। সংজ্ঞা বহির্ভূত বৃত্তির অস্তিত্ব অসম্ভব। এখন দেখা যাউক যে, কি নিয়ম সংজ্ঞাকে নিয়মিত করে এবং প্রজ্ঞা সেই সেই নিয়ম দ্বারা নিয়মিত কিনা।

(ক্রমশঃ)

সংবাদাবলী।

গত ১৬ তারিখে বঙ্গ উপসাগরে একটি প্রবল ঝটিকা হইয়া গিয়াছে। আকয়াব অঞ্চলে বড় ভয়ঙ্কর বৃষ্টি ধারণ করিয়াছিল। সেখানে অনেক জিনিষ নষ্ট হইয়াছে। বিস্তর ঘর ও কোটা পড়িয়া গিয়াছে। রাস্তার পর্য্যন্ত যে তার পাতা

অদ্য ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে।

জব্বলপুর হইতে মিল্লি গেজেটে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, শস্য এখানে অতি মূল্য। গোম ও কলাই [illegible] প্রায় ৯ সের টাকায় বিক্রীত হইতেছে। [illegible] টাকায়। আরো ভয়ানক কষ্ট শীঘ্র উপস্থিত হইবে বোধ হইতেছে। একটী জেলায় গোরু, ছাগল পালে ২ মরিতেছে। কেবল বৃষ্টি অভাবে এত গুলি ভয়ানক অনিষ্টের সংঘটন হইতেছে। বৃষ্টির উপর এ দেশের লোকের সর্ব্বস্ব নির্ভর করে। এখানকার ভূমি বেলে পাহাড় পরিপূর্ণ। এই সকল পাহাড় চাস করিয়া বৃষ্টি হইলে শস্য রোপন করা হয়। পাতকূয়া কদাচিৎ দেখা যায়। দরিদ্র লোকের সাহায্যার্থে অনেক স্থানে [illegible] কার্য্য আরম্ভ করা হইতেছে। তাহাতে প্রায় ৫ হাজার লোক নিযুক্ত করা হইয়াছে। দুর্ভিক্ষ পীড়িত ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত মহারাজা নিজ তহবীল হইতে ৩ লক্ষ টাকা দিয়াছেন। একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র আকব সাহেবকে ২০ হাজার টাকা দেওয়া হইয়াছে। তিনি ঐ টাকা দ্বারা শস্য ক্রয় করিয়া যে সকল মজুর তিনি নিযুক্ত করিয়াছেন, তাহাদিগকে সস্তা দরে উহা বিক্রয় করিতে অনুমতি পাইয়াছেন। মাড়োয়ারের অনেক স্থলেই লোকের ভয়ানক অন্ন কষ্ট হইয়াছে। পানীয় জল বিক্রীত হইতেছে এবং ১০। ১২ মাইল হইতে উহা আনা হইতেছে। কর্ণেল কিটিঞ্জ লোকের কষ্ট নিবারণ করিতে অতিশয় যত্ন করিতেছেন। এই অন্ন কষ্টের নিমিত্ত জল পীড়া, চুরী ও ডাকাইতি বিস্তর হইতেছে।

বেম হাটী হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন

১। এরূপ কিম্বদন্তী এজেলায় কোন প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারি আপনার কোন এক মান্য মোক্তারকে বিদায় না দেওয়ার অপরাধে বিশেষ অপমান করিয়াছেন। কিম্বদন্তী সত্য হইলে, একার্য্যটী জমিদার মহাশয়ের পক্ষে নিতান্ত অসঙ্গত হইয়াছে, ভদ্র লোককে অপমান করা সামান্য কথা নহে, অপমানিত না করিয়া সহজে বিদায় চাহিলেও মোক্তার মহাশয় বিদায় না দিতেন, এরূপ অনুভব হয় না। আমরা বন্ধুভাবে জমিদার মহাশয়কে সতর্ক করিয়া দিতেছি, এই বেলা সাবধান হউন, অন্যথা সবিস্তার বিবরণ সহ আমরা উঁহার নাম ধাম প্রকাশ করিয়া দিব।

২। এবিভাগের মাইনর ও বাঙ্গলা ছাত্রীর বৃত্তির পরীক্ষা মড়াইল মোকামে বিগত সোম বার হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

৩। এজেলার ভূত পূর্ব্ব মাজিষ্ট্রেট কালেক্টর জে মনরো সাহেব মধ্যে ২ সরজমিনে বাহির হইয়া প্রজাদিগের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে জঙ্গল পরিষ্কার কি অন্যান্য বিধ অনেক সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন, দুঃখের বিষয় এই তাঁহার গমনের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার সেই সকল সদুদ্দেশ্য বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। যে গ্রামে বা পল্লিতে যাওয়া যায়, তাহাই নিবিড় জঙ্গলাকীর্ণ হিংস্র পশ্বাদির আবাস স্থান বলিয়া প্রতীয় মান হয়। আমরা বর্ত্তমান মাজিষ্ট্রেট কালেক্টর সাহেবকে অনুরোধ করি, তিনি মাননীয় মনরো সাহেবের রীতির অনুসরণ করিয়া এজেলায় লোকাদির ধন্য বাদের পাত্র হন।

৪। মহাশয়। মৌলাত পুরের স্কুলটীর দুরবস্থা দেখিয়া আমরা যার পর নাই দুঃখ পাইলাম। ইহার সবিস্তার বিবরণ অদ্যই লেখার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু অনবকাশ প্রযুক্ত পারিয়া উঠিলাম না। আগামীতে এবিষয় লেখনীয়দের প্রয়াস রহিল।

৫। আমরা আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, এখানস্থ কয়েকটী লোকের অতীব উৎসাহ ও যত্নে এখানে ক্রমশ ২টী ব্যাঘ্র মারা পড়িয়াছে গ্রাম্য ভদ্র লোক দিগের উচিত যে, ইহাদিগকে কিছু কিছু পারিতোষিক দিয়া ইহাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করেন।

—॥—

বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজসাহি বিভাগের অতিরিক্ত সহকারী কমিসনর সি, এ, এস, বেডফোর্ড সাহেব মানভূমে বদলী হইয়া মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

জি, ই, মাকগিল সাহেব হাবড়াতে দ্বিতীয় শ্রেণির জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইবেন।

যতদিন বাবু নবীনচন্দ্র ঘোষ বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, ততদিন মেহেরপুরের মুন্সেফ বাবু গণেশ চন্দ্র চৌধুরি কৃষ্ণনগরের প্রতিনিধি মুন্সেফ হইবেন।

বাবু অমূল্য চন্দ্র মল্লিক নাগপুরের অন্তর্গত লোহারডগার ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডিপুটি কালেক্টর হইয়া দ্বিতীয় শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেট ক্ষমতা পাইবেন।

ডি, এস, ডি, হারিস সাহেব বীরভূমে প্রথম শ্রেণির প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

ডাব্লিউ, ই, ওয়াড সাহেব বর্দ্ধমানের প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইবেন।

জি, কে, ওয়েবষ্টার সাহেব বর্দ্ধমানের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইয়া মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

তৃতীয় শ্রেণির সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন প্রিয়নাথ বসু বিশেষ কার্য্য নদীয়াতে প্রেরিত হইবেন।

টি, এফ, বিগনলড সাহেব ২৬ এ অক্টোবর স্বকার্য্যে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। ঐ দিবস অবধি তিনি বালেশ্বরের প্রথম শ্রেণির প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইয়াছেন।

এ পি, মাকডনেল সাহেব হাজারি বাগের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইয়া বরহি উপবিভাগের ভার পাইয়া প্রথম শ্রেণীর অধীন মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন। তিনি আরও প্রধানতম বিচারালয় ও সেসিয়নে অর্পন করিবার মকদ্দমার প্রথম বিচার করিতে পারিবেন।

সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর টি, ই, কক্স হেড সাহেব মেহেরপুর উপবিভাগের ভার পাইয়া মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ক্ষমতা পাইবেন। তিনি আরও প্রধানতম বিচারালয় ও সেসিয়নে অর্পন করিবার মকর্দ্দমার প্রথম বিচার করিতে পারিবেন।

সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জে, এ, হপকিন্স সাহেব মাগুরা উপবিভাগের ভার পাইয়া মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর ক্ষমতা পাইবেন।

সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এফ, এচ, মাকলষ্টিন সাহেব চুয়াডাঙ্গা উপবিভাগের ভার পাইয়া প্রথম শ্রেণীর অধীন মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন। তিনি আরও প্রধানতম বিচারালয়ে ও সেসিয়নে অর্পন করিবার মকর্দ্দমার প্রথম বিচার করিতে পারিবেন।

নদীয়ার জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডিপুটী কালেক্টর জে, টুইডি সাহেব ১৮৬৯ অব্দের ১০ আইন ও ১৮৬২ অব্দের ৬ আইনের মকর্দ্দমার শালীস [illegible] হণ করিতে পারিবেন।

—॥—

নিম্নের দরখাস্ত খানা সাধারণের জ্ঞাপনার্থ মুদ্রিত করা গেল, ইহা সত্বর যথা স্থানে প্রেরিত হইবে:—

মহামহিম শ্রীযুক্ত ইংরাজ বাহাদুর গণ বরাবরেষু।

লিখিতং শ্রীঅমুক, অমুক, ইত্যাদি সাকিন বাঙ্গলা দেশ। নিবেদন এই। অধীনেরা কাহার নিকট এই দরখাস্ত করিবে জানিতে না পারিয়া হুজুর দিগের সর্ব্ব সাধারণের নিকট এই দরখাস্ত করিতেছে।

অধীন দিগের ও এদেশীয় তাবতের মনে বিশ্বাস, যে হুজুরদের মধ্যে জনে২ আমাদিগের কর্ত্তা, সকলেই প্রভু। যাহার যাহা ইচ্ছা তিনি তাহাই করিতে পারেন।

এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া অধীনেরা হুজুর দিগের সর্ব্ব সাধারণের নিকট এই দরখাস্ত করিতেছে। ইহাতে অনিয়ম হইলেও বোধ হয় হুজুরেরা কৃপা গুণে, এই তুচ্ছ কারণের নিমিত্ত অধীন দিগের আবেদন অগ্রাহ্য করিবেন না।

হুজুরেরা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন ও বরাবর বলিয়াছেন যে ধর্ম্ম, বর্ণ, ইত্যাদিতে দৃষ্টি না করিয়া, পক্ষপাতশূন্য হইয়া সকলের প্রতি সমান ব্যবহার করিতেছেন ও করিবেন।

হুজুরেরা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন ও বরাবর বলিয়াছেন যে, এদেশীয়েরা সচরাচর মিথ্যা কথা কহিয়া ও প্রবঞ্চনা শঠতা করিয়া থাকে, হুজুরেরা সে রূপ কিছু করেন না।

একথা সত্য কি মিথ্যা তাহা অধীনেরা বলিতে পারে না।

কিন্তু সত্যই হউক আর মিথ্যাই হউক, হুজুরেরা যখন এরূপ স্বীকার করিয়াছেন ও বরাবর বলিতেছেন তখন হুজুরদের আর উহা অস্বীকার যাইবার যো নাই।

হুজুরেরা খৃষ্টিয়ান ধর্ম্মের নিমিত্ত এই বাঙ্গলা দেশে আর বৎসর ২ লক্ষ সত্তর হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছেন, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট আর বৎসর খণ্ডয়া, নিমার, হোসেঙ্গাবাদ, ইলচপুর, ছিন্দোয়ারা, কাহাড়, আরা, মতিহারি, পুর্নিয়া, [illegible] প্রভৃতি স্থানে গির্জ্জা ঘর প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন।

আমরা কালী মন্ত্র উপাসক। আমাদের এসম্প্রদায়ের লোক সংখ্যা খৃষ্টিয়ান দিগের অপেক্ষা অনেক অধিক, আমাদের গোটা কয়েক কালী মন্দির প্রস্তুত করিয়া দিতে আজ্ঞা হয়।

আমাদের লর্ড বিশপের ন্যায় মোটা বেতনের ঠাকুর চাইনা। তর্ক পঞ্চানন মহাশয়ের কিঞ্চিৎ বার্ষিক দিলেই তিনি প্রত্যেক অমাবস্যায় পুজা করিতে পারিবেন।

পুজার অন্যান্য দ্রব্যের একটী ফর্দ দিতেছি, ইহার উপর হুজুর দিগের যে বিবেচনা হয় করিবেন।

পাটা	১৩টা	১৩
আতব তণ্ডুল	১ মন	২॥
সুরা		[illegible]
শাটি		[illegible]
ধুপ দীপ ইত্যাদি		[illegible]
বাজনার		[illegible]
কবি (দুই দল) প্যালা পুরোহিত বিদায় [illegible]		[illegible]

সাপ্তাহিক।

অধীনতা কাল কূটে মরি হায় হায়।
জরেছে কি আর্য্য সুত চেনা নাহি যায়।

১ম খণ্ড { ১৮ই পৌষ বৃহস্পতিবার ১২৭৫ সাল ৩১ শে ডিসেম্বর ১৮৬৮ খৃঃ অব্দ } ৪০ সংখ্যা।

—০—

অমৃত বাজার পত্রিকা।

১৮ই পৌষ বৃহস্পতিবার

গত দুই সপ্তাহের কাগজ বাহির না হওয়াতে অনেকে আমাদের উপর বিরক্ত হইতে পারেন, কিন্তু আমরা যে দায়ে পড়িয়া কাগজ বাহির করিতে পারি নাই তাহা শুনিলে আমরা ভরসা করি, তাহাদের কোন বিরক্তের কারণ থাকিবে না। বরং দুঃখিতান্তকরণে আমাদের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি করিয়া তাহারা আমাদের এ ত্রুটিকে ত্রুটি জ্ঞান করিবেন না। আজ সাত মাস ধরিয়া আমরা রাইট সাহেব সম্বন্ধীয় লাইবেল মকর্দ্দমায় বিব্রত। এই সাত মাস মধ্যে এই পত্রিকা সংক্রান্ত কয়েক জন প্রধান লোকের উপর যেরূপ ঝঞ্ঝাট ও অত্যাচার গিয়াছে, তাহা এক্ষণ লিখিবার প্রয়োজন নাই, সময়ে তাহা প্রকাশ হইতে বাঁকি থাকিবে না। তখন সুসভ্য, অসভ্য, সমুদয় জগত জানিতে পারিবেন, আমাদের ক্ষুদ্র পত্রিকা খানি রাজ পুরুষদিগের কিরূপ বিষ নয়নে পড়িয়াছে, কিরূপে তাহারা উহা উঠাইয়া দিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হন কিরূপে কয়েকটি ভদ্র লোক ভয়ানক ষড়যন্ত্রের শিকার স্বরূপ হইয়া প্রভূত কষ্ট সহ্

করেন- কোন কোন মহাত্মা কিরূপে স্বীয় ধর্ম্ম ও বিবেকের মাথা খাইয়া আপনার প্রতিহিংসা চরিতার্থ বিশ্বাস ঘাতকতার আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং আরো কত কত নূতন বিষয় যাহা ব্যক্ত করিবার উপযুক্ত সময় এ নয়। ফল আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, সময়ে এ সমুদায় নিশ্চিত ব্যক্ত হইবে। গত ১০ই ডিসেম্বর লাইবেল মকর্দ্দমা যশোহরের জজ লফোর্ড সাহেবের নিকট উপস্থিত হয়। ছাপাখানার অনেকে সাক্ষ্য দিতে সেখানে উপস্থিত থাকেন। ১০ দিন পর্য্যন্ত অনবরত মকর্দ্দমা হয়। এই পর্য্যন্ত সকলকে সেখানে থাকিতে হয়। গত শনিবারে সাক্ষী জবানবন্দি শেষ হইয়া গিয়াছে।

—::—

সংপ্রতি নড়ালের শ্রীযুক্ত উমেশ বাবু একটি সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। তিনি তাহার স্বর্গগত পিতা শ্রীযুক্ত হরনাথ রায় বাহাদুরের স্মরণার্থ একটি হাসপাতাল [illegible] ভিত্তি ভূমি স্থাপনোপলক্ষে যশোহরের প্রধান ২ ইংরাজ দিগেকে নিমন্ত্রণ করা হয় এবং কমিসনার, ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি অনেক সাহেব সেখানে উপস্থিত হন। তাহাদিগকে একটি উত্তম ভোজ দেওয়া হয়, কমিশনর চ্যাপমান স্বহস্তে ভিত্তি শুলম্ব বো তল প্রোথিত করেন।

—::—

অমৃত বাজারের নিকট জাটিলা প্রভৃতি গ্রামে অত্যন্ত ওলাউঠা হইতে আরম্ভ হইয়েছে। গত বর্ষও ঐ সকল স্থানে প্রথমে ওলাউঠার সৃষ্টি হইয়া শেষে দেশ উচ্ছিন্ন দেয়। এবার কি আবার সেই প্রকার হইবে ?

নিজ যশোহরেও ওলাউঠা ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হইয়াছে। যাহাকে একবার পীড়ায় ধরিতেছে, সে আর প্রায় ফিরিতেছে না। ডাক্তার সাহেব ধামা ২ কলারা পিল বিলাইতেছেন কিন্তু কিছুতেই কিছু হইতেছেনা। সহরে হুলুস্থূল পড়িয়াছে। চারিদিকে হরি বোল আর কাসর ঘণ্টার বাজনা শোন। প্রতি গলিতেই হরি সংকীর্ত্তন হইতেছে। লোকে এত ভীত হইয়াছে যে, অনেকে প্রায় আহার ত্যাগ করিয়াছে।

—::—

নেটিব ম্যারেজ আক্ট।

গত ২৭ নবেম্বরের ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে মেইন সাহেব "নেটিব ম্যারেজ আকট,, সম্বন্ধে নানা দিক হইতে যে সমুদয় আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে তাহার কতক গুলি উল্লেখ করিয়া তদ্বিষয়ক নিজের মতামত প্রকাশ করেন, পরে উক্ত আইন সিলেক্ট কমিটিতে অর্পিত হয়।

যখন ব্রাহ্মরা তাহাদের প্রতিষ্ঠিত বিবাহ প্রণালী বিধিবদ্ধ করিবার নিমিত্ত আবেদন করেন, তখন আমরা মনে ২ তাহাদের কার্য্য অনুমোদন করিনা। তাহাদের গোঁড়াগুণ্ডী সাম্প্রদায়িক ভাব ছিল- সুতরাং আমাদের ভয় হইয়াছিল পাছে ব্রাহ্ম বিবাহ বিধিবদ্ধ করিয়া গবর্ণমেণ্ট ব্রাহ্মদের সেই ভাবটি বদ্ধমূল করেন। মেইন সাহেবের নেটিব ম্যারেজ আক্টে আমাদের সে ভ্রমটি দূর হয়। বিবাহ সম্বন্ধে একপ স্বাধীনতা দেওয়ার প্রস্তাব দেখিয়া আমরা প্রকৃত ভারি খুসী হই। কিন্তু তিনি এখনে যে রূপ সমুদায় পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব করিতেছেন, তাহাতে এরূপ আইন কর্ত্তৃক কখনই কোন শুভ ফল ফলিবে না।

প্রস্তাবিত আইন সম্বন্ধে গত বার আমরা যে আপত্তি গুলি করি, তাহার অনেক গুলিতেই মেইন সাহেব বাংনিষ্পত্তি করেন নাই। আমরা নৈসর্গিক নিয়মের ন্যায় ইংরাজ বাহাদুর গণের প্রকটিত নিয়মাধীন অবস্থিতি করি। আমাদের অহিকের সুখ, সম্পত্তি, শান্তি এক রূপ ব্যাবস্থাপক গণের হস্তে ন্যাস্ত। এমন স্থলে ব্যবস্থা সম্বন্ধে আমরা যে দুটী পাঁচটী কথা বলি, তাহার প্রতি দৃষ্টি না করিলে আমাদের উপর ভয়ানক অত্যাচার করা হয়। দেখি আবার অরণ্যে রোদন করিয়া কোন ফল হয় কি না।

প্রস্তাবিত আইনে স্ত্রী কি স্বামী থাকা সত্ত্বে বিবাহ করা দণ্ডনীয় করা হইয়াছে এবং লিখিত হইয়াছে যে বিধিমতে পরিত্যক্ত না হইলে স্বামীতে অন্য স্ত্রী কি স্ত্রীতে অন্য স্বামী গ্রহণ করিতে পারিবেনা। সুতরাং স্বামী কি স্ত্রী পরিত্যাগ করিবার ব্যবস্থা যে ম্যারেজ আকটের সঙ্গে ২ বিধি বদ্ধ হইবে এরূপ বিশ্বাস আমাদের স্বভাবতঃ হইয়াছিল কিন্তু এক্ষণ মেইন সাহেব বলিতেছেন যে "ডাই ভোরস লা,, করা গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রেত নয়। তবে প্রস্তাবিত আইনের আশ্রিত [illegible] দাম্পতীর মধ্যে যদি স্বামী কি স্ত্রী প[illegible] করিবার বিধি প্রচলিত থাকে, তবে তাহারা সে বিধির ফল হইতে বঞ্চিত না হন এই জন্যে ম্যারেজ আকটের মধ্যে বিধি পূর্ব্বক পরিত্যাগের কথা উল্লেখ হইয়াছে। হিন্দুদিগের মধ্যে এ আইন প্রচলিত হয় গবর্ণমেণ্টের এরূপ ইচ্ছা নাই এবং ব্রাহ্মরা ইহার জন্যে প্রার্থিত নন। অর্থাৎ যাহারা তাহাদের শাস্ত্রানুসারে পরিত্যাগ করিতে পারে করুক, গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধ নাই।

যে মূল হইতে মেইন সাহেব ম্যারেজ আকটের প্রস্তাব করিতেছেন, আমরা বুঝিয়াছিলাম, তাহার সঙ্গে উপরি উক্ত ব্যাবস্থার সম্পূর্ণ ঐক্য থাকিতেছেনা। তিনি নিজে বলিতেছেন যে লর্ড ড্যালহাউসি লেক্স লোসাই আইন দ্বারা ধর্ম্ম সম্বন্ধে এদেশে যে স্বতন্ত্রতা প্রদান করেন, প্রস্তাবিত ম্যারেজ আকট প্রচলিত না থাকিলে সেটী সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইতে পারে না এবং লেক্স লোসাই আইনটী সম্পূর্ণ করিবার নিমিত্ত এই আইনটী উত্থাপিত হইয়াছে। ইহাতে সুস্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে বিবাহ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রতা দেওয়াই এই আইনের উদ্দেশ্য। আরো বিবাহের সঙ্গে মনুষ্যের উত্তরাধিকারিত্ব সত্ত্বের কেবল সম্বন্ধ থাকে না কিন্তু ঐহিক পারত্রিকের সকল সুখ শান্তির সঙ্গে উহার অতি নৈকট্য সম্বন্ধ। অতএব বিবাহ সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা বিধি বদ্ধ করিতে ব্যবস্থাপক গণের কেবল উত্তরাধিকারিত্ব সত্ত্বের প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত নহে, সকল দিকেই দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। হয় বিবাহানুসঙ্গিক সমুদয় বিষয় দৃষ্টি পূর্ব্বক মনুষ্যের বর্ত্তমান বুদ্ধি বিবেচনার দ্বারা যত দূর উহা পরিশুদ্ধ প্রণালীতে পরিণত করা যাইতে পারে করা উচিত, নয় যতটুক হস্তক্ষেপ না করিলে চলে না। ততটুক ব্যবস্থাপক গণের কোন বিধির অধীন করিয়া অপর সমুদয় আমাদের উপর ভার অর্পণ করা কর্ত্তব্য কিন্তু মেইন সাহেব যেরূপ প্রস্তাব করিতেছেন তাহাতে আইন এবিষয়ে অত্যন্ত স্বেচ্ছাচারী ও কঠোর হইতেছে। তিনি স্ত্রী কি স্বামী থাকিতে বিবাহ করা দণ্ডনীয় করিতেছেন, অথচ পরিত্যাগ করার বিধি প্রচলিত করিতেছেন না। এরূপ আইন কোথায় খাটে ? যেখানে মনুষ্য গণ সর্ব্বজ্ঞ ও পরিশুদ্ধ, অথবা যেখানে এমন কোন উপায় উপলব্ধি হইয়াছে যে মানুষে উপযুক্ত সঙ্গী বাছিয়া লইতে পারে। মনুষ্য জাতির বর্ত্তমান অবস্থা ও বর্ত্তমান বিবাহ প্রণালীতে এরূপ নিয়ম অনিষ্টকর না হইয়া যাইতে পারে না। আমেরিকা প্রভৃতি দেশে বিবাহ প্রণালী এক্ষণকার মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কিন্তু সেখানেও ব্যবস্থাপকেরা ডাইভোরস লার প্রয়োজন অনুভব করিয়া উহা বিধি বদ্ধ করিয়াছেন। ব্রাহ্মরা বিবাহকে ঐশ্বরিক সম্বন্ধ বলিয়া পরিত্যাগ বিধির

বিরোধী, কিন্তু কন্যা পুত্র অমুখ জনক অপবিত্র বিবাহ কখনই শান্তিময় শুভকর, অপবিত্র ঈশ্বরের অভিপ্রেত হইতে পারে না। বরং এমন স্থলে স্ত্রী স্বামীতে বিচ্ছিন্ন হওয়াই তাহার অভিপ্রেত বোধ হয়। মেইন সাহেব যদি অসঙ্গত ও অস্বাভাবিক বিবাহ আইন দ্বারা জোর করিয়া আবদ্ধ রাখিতে চান, তবে তিনি অনেককে কুপথ গামী হইতে বাধ্য করিবেন। আমাদের দেশে স্ত্রী জাতি এই নিয়মাধীন থাকিয়া অশেষ যন্ত্রণা সহ্য করিতেছে। কোথায় মেইন সাহেব বিবাহ বিষয়ক স্বতন্ত্রতা প্রদান করিয়া তাহাদিগকে এই শাসন হইতে উদ্ধার করিবেন, তাহা না হইয়া আবার পুরুষ গণকে এই নিয়মাধীন আনিয়া অহাদের কষ্ট দেন। বটে আইনে এরূপ বিধান নাই যে, সকলেরই ইহার অধীনে আসিতে হইবে কিন্তু আইনের বিধান দ্বারা বাধ্য না হউক, অনেকে নিজের বিশ্বাস ও ধর্ম্মের অনুরোধে এই আইনের আশ্রয় লইতে বাধ্য হইবে। তাহা হইলে অনিচ্ছায় ও অনেকেরই এই কঠোর অস্বাভাবিক নিয়মাধীন আসিতে হইতেছে। পরিত্যাগের বিধি প্রচলিত হইলে অনেকে অনিষ্টের শঙ্কা করিতে পারেন, কিন্তু কাযে দেখা যাইতেছে যে, যে দেশে এই বিধি প্রচলিত হইয়াছে সেখানে ইহার দ্বারা শুভ ফল ফলিয়াছে। অপিচ এদেশীয় গণের অপত্য প্রাপ্তির আশা যেরূপ বলবৎ, তাহাতে মেইন সাহেবের বিধান মত আইন হইলে অনেক সময় তাহাদিগকে মর্ম্মান্তিক কষ্ট দেওয়া হইবে। পরিত্যাগের বিধি সম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য, তাহা আমরা পূর্ব্ব প্রস্তাবে প্রকাশ করিয়াছি।

মেইন সাহেব বলেন যে "আইনের এরূপ অভিপ্রায় নয় যে, বিবাহ স্থলে রেজিষ্টরারের উপস্থিত থাকিতে হইবে। তবে ইচ্ছা করিলে এবং তদুপযুক্ত কি দিলে তিনি বিবাহ স্থলে যাইবেন,, কিন্তু ... ও অনেক অসুবিধা ও ব্যয় বাহুল্য। ...রালয়ে উপস্থিত হইয়া বিবাহ রেজিষ্ট... করা আমাদের দেশীয় কন্যা গণের ... কখনই সম্ভব হইবে না। সুতরাং এক... দশ স্থানে বিবাহ উপস্থিত হইবে ... গোল উপস্থিত হইবে। যথা ... মত রেজিষ্টরার নিযুক্ত করিতে ... গবর্ণমেণ্টের অনেক ব্যয় পড়িবে ... রেজিষ্টরির কি প্রায় এই ব্যয় অনুসারে নির্দ্ধার্য্য হইবার সম্ভব। সুতরাং বিবাহ ভারি ব্যয় সাধ্য হইয়া উঠিবে। এ সমস্ত অসুবিধা কি উপায়ে নিরাকরণ হইতে পারে তাহা আমরা পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছি। লোকে কিছু উন্মত্ত না হইলে কখনই ম্যারেজ আক্টের আশ্রয় লইবে না, অতএব যে স্থানে এরূপ বিধানের অনুষ্ঠান হইবার সম্ভব, সেখানে রেজিষ্টরারের যোগ্য লোক দুষ্প্রাপ্য হইবে না।

মেইন সাহেব আর একটী ভারি গোল করিয়াছেন। কোথা কোথা বিবাহ নিষিদ্ধ, তদ্বিষয়ক তাহার প্রকাশিত তালিকা যে সর্ব্ববাদী সম্মত হয় নাই ও নৈসর্গিক নিয়মানুযায়ীও নয়, তাহা তিনি স্বীকার করেন; কিন্তু এবিষয়ে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কি, তদ্বিষয়ক তিনি নিজে কিছুই স্থির করিতে পারেন নাই। যেটুক যাহা করিয়াছেন, তাহা আবার ভ্রম ও গোলোযোগে পরিপূর্ণ। তিনি বলেন "কোথায় বিবাহ নিষিদ্ধ তাহাতে এদেশীয় সকল জাতির মত এক রূপ নয় এবং এমন একটী কিছু সাব্যস্ত করা যায় না যাহা সকলের পক্ষে খাটে। ভিন্ন জাতিতে বিবাহ হওন বিষয়ে ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান এসোসিয়াশন যে আপত্তি করেন, সেটী ভ্রম মুলক। কারণ ভিন্ন জাতিতে বিবাহ হওয়া দেশাচার অনুসারে অকর্ত্তব্য বই অবৈধ কি না বলা যায় না। যাহা হউক এসম্বন্ধে কিছু বলার প্রয়োজন বোধ হয় না। ব্রাহ্মরাও ইহার জন্যে প্রার্থিত নন,, তবে সম্পর্কীয় দিগের মধ্যে কোথায় কোথায় বিবাহ অসিদ্ধ হইবে, ইহা সাব্যস্ত করণাভিপ্রায়ে তিনি সিলেক্ট কমিটিকে এই মর্ম্মে ম্যারেজ আক্টের মধ্যে একটী ধারা বসাইতে অনুরোধ করিয়াছেন, অর্থাৎ "ম্যারেজ আক্ট বিধি বদ্ধ না হইলে যে স্থানে বিবাহ সিদ্ধ হইত না এই আইন জারির পরেও সেখানে উহা সিদ্ধ হইবে না,, মেইন সাহেবের কথার ভাবে বোধ হইতেছে যে ইণ্টার ম্যারেজ অর্থাৎ দেশের বর্ত্তমান প্রচলিত প্রথাতে যেহ স্থলে বিবাহ অনুমোদন করে না, সে সমুদয় বিবাহ আইনে আশ্রয় দিবে না। এস্থলেও তিনি আইন আশ্রিত ব্যক্তি গণকে বিবাহ বিষয়ক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রতা না দিয়া কতক পরিমাণে ...কে দেশীয় আচার ব্যবহারের ...তেছেন। এটী নিতান্ত অযৌ...তঃ এব্যবস্থাটী প্রচলিত হই...র মত ও বিশ্বাসের উপর হস্ত...বে। আমরা জানি না মেইন ...খাই পাইলেন যে, ব্রাহ্মরা ভি...তে ও ভিন্ন জাতিতে বিবাহ হয় এরূপ প্রার্থনা করে না। কেশব বাবুর দলস্থ ব্রাহ্মরা জাতি ভেদ মানেন না, তাহাদের মধ্যে অনেক বিবাহই দেশের প্রচলিত প্রথার বিপরীত ভিন্ন শ্রেণীতে হইয়াছে। ব্রাহ্মগণের কর্ত্তব্য যে তাহারা মেইন সাহেবের এই ব্যবস্থাটি প্রতিবাদ করিয়া গবর্ণমেণ্টে একখানি দরখাস্ত দেন। তাহা না করিলে ব্রাহ্মরা বিবাহটি ইচ্ছা পূর্ব্বক পাকা পাকি করিয়া আইনে অসিদ্ধ করা হইবেক। ফল এরূপ ব্যবস্থার প্রতি আমরা সম্পূর্ণ আপত্তি করি। তিনি বিবাহ সম্বন্ধে কতক বিষয়ে আমাদিগকে স্বাধীনতা দিবেন আবার কতক বিষয়ে দেশাচার ও প্রথার অধীন রাখিবেন এরূপ আইন দ্বারা কখনই কোন শুভ ফলোৎপত্তি হইবেনা। হবার মধ্যে কেবল ইহা দ্বারা তিনি হিন্দু সমাজের অধিকারের প্রতি হস্তক্ষেপ করিবেন। ও ব্রাহ্ম প্রভৃতি ধর্ম্ম সম্প্রদায়ী লোক দিগকে তাহাদের মত ও বিশ্বাসের বিপরীত কায করিতে বাধ্য করিবেন।

মেইন সাহেব আমাদিগকে বিবাহ সম্বন্ধে স্বতন্ত্রতা দিবেন অথচ দেশীয় আচার ব্যবহার কতক পরিমাণে রক্ষা করিবেন এইটী করিতে গিয়া এত গোলযোগ উপস্থিত করিয়াছেন। ফল তাহার কর্ত্তব্য যে তিনি ব্যবস্থা শাস্ত্রের মূল এবং দেহতত্ত্ব নির্ণীত সত্য ভিত্তি ভুমি করিয়া ম্যারেজ আক্ট প্রকটন করেন। এই দুই মূল সত্য রক্ষা করিয়া প্রচলিত প্রথা ও দেশাচার সঙ্গত বিবাহ পদ্ধতি যদি বিধিবদ্ধ করিতে পারেন কিছু মাত্র ক্ষতি নাই। কিন্তু ব্যবস্থা শাস্ত্রের ও দেহতত্ত্বের বিপরীত কোন প্রথা রক্ষা করিয়া আইন প্রস্তুত করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য।

—::—

যে মিশ মেরি কার পেণ্টার ও সামাজিক বিজ্ঞান সভা আমাদের দেশীয় জেলের দুরাবস্থা অবগত হইয়া উহা সংস্কারার্থে যত্নবান হইয়াছেন, অমনি গবর্ণমেণ্ট গুপ্ত কথা পাছে ব্যক্ত হয়, ভাবিয়া সতর্ক হইতেছেন। ডাক্তার মাউট সংপ্রতি একখান তালিকা সহ পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে ৫ বৎসরের অর্থাৎ ১৮৬১সাল হইতে ১৮৬৫ সালের শেষ পর্য্যন্ত জেলের বিবরণ লিখিত আছে। যাহারা ব্রিটিশ রাজ্যে স্বাধীনতা অধিক মনে করেন, তাঁহারা এইটা দেখিবেন যে আমরা দেশ সমেত চীৎকার করিতে থাকিলে গবর্ণমেণ্ট ভ্রূক্ষেপও করেন না, কিন্তু যদি দুই একজন ইংরাজকে হাত করা যায়, তবে আর গবর্ণমেণ্ট অত তাচ্ছল্য করিতে সাহসী হন না। ভারত বর্ষীয়দের জনে জনের ইচ্ছা যে, ভারতবর্ষের সেক্রেটারি পদ ডিউক আর্জিলকে না দিয়া ব্রাইট সাহেব কে দেওয়া হউক, কই তা ত হইল না। সে যাহা হউক

এক্ষণে যে জেল সম্বন্ধীয় অনুসন্ধান আরম্ভ হইয়াছে এ আহ্লাদের বিষয়।

প্রত্যহ কয়েদির সংখ্যা যে বাড়িতেছে তা দেখিলে ভয় হয়। ১৮৬১ সালে সমস্ত বাঙ্গালায় ৫৩২৭৮ জন কয়েদি ও ১৮৬৫ সালে ৭৫৭৪৪ অর্থাৎ ২২৪৬৬ জন কয়েদি বৃদ্ধি হইয়াছে। ইহাতে বৎসর বৎসর ৪ সহস্রের অধিকও কয়েদি বৃদ্ধি হইতেছে এ কয়েদি বৃদ্ধি হইবার কারণ মাউট সাহেব নির্ণয় করিতে পারেন নাই। কিন্তু আমাদের ক্ষুদ্র বিবেচনায় এবড় কঠিন উপপত্তি নয়। পুলিসের বেতন ও পদ বৃদ্ধির এক মাত্র উপায় লোক দিগকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া মাজিষ্ট্রেট সমীপে প্রেরণ করা। আর মাজিষ্ট্রেট দিগকে জবর দস্ত বলিয়া সুখ্যাতি লইতে হইলে লোক দিগকে শাস্তি দেওয়া ব্যতীত আর উপায় নাই। আমরা অতি দুঃখ সহকারে স্বীকার করিতেছি যে আমাদের মনের ধ্রুব বিশ্বাস যে, কমিশন ওয়ালারা সচরাচর দণ্ড দিতে খুব তৎপর। এই দুই কারণে জেল ক্রমে পরিপূর্ণ হইতেছে। তাহার একটা প্রমাণ দেখ। এই ৭৫৭৪৪ জন কয়েদির মধ্যে মোটে ৭৭৫০ জন গুরুতর দণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছে, আর সমুদায় ক্ষুদ্রাপরাধে শাস্তি প্রাপ্ত হইয়াছে আমরা নিশ্চিত বলিতে পারি, কমিশনওয়ালারা আর একটু ন্যায়পর হইলে ইহার অর্দ্ধেককে আদৌ ফাটকে যাইতে হইতনা। একণে দেখা যাউক যে এই ৭৫ সহস্র কয়েদি কি রূপ অবস্থায় বাস করে। ১৮৩৫ সালে মেকালি সাহেব বলেন "আমাদের জেলের অত্যন্ত দুর্দশা, আমাদের চোখের উপর যে জেল, সেখানে শত শত কয়েদি গাদা করিয়া জমা হয়, আর যদি ইহারা একজুট হয় তবে ইহাদের রক্ষকেরা ইহা দিগকে রক্ষা করিতে পারে না। কয়েক মাস গত হইল তাহারা সুপারিন্টেণ্ডিং মাজিষ্ট্রেটকে হত্যা করে।" পরে ১৮৫০ সালে প্রত্যেক প্রদেশে এক এক জন ইনস্পেক্টর জেনারেল নিযুক্ত হন। পরে লরেন্স সাহেব ১৮৬৪ সালে জেল সমুদায় ডাক্তার দিগের হস্তে ন্যস্ত করিলেন। তিনি আরো একটি নিয়ম করেন। প্রত্যেক কয়েদিকে ৫৪ বর্গ ফুট ও ৬৪৮ ঘন ফুট স্থান দিতে হইবে। কিন্তু এই নিয়মটি কেতাবে আছে, কাযে নাই। এই নিয়ম মত কায করিয়া উঠিতে গবর্ণমেন্টের টাকার সঙ্গতি হয় না। আবার সম্প্রতি গ্রে সাহেব অদ্য চারি সপ্তাহ হইল হুকুম দিয়াছেন যে প্রত্যেক জেল জেলার ডাক্তার সাহেবের অধীন থাকিবে, আর তিনি এই নিমিত্ত কিছু অতিরিক্ত বেতন পাইবেন। আগামী ১ জানুয়ারী হইতে এই নিয়ম চলিবে।

এই ১৮৩৫ সালের ডিসেম্বরে যখন প্রথমে মেকালি সাহেব জেল সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলেন, সেই হইতে এপর্য্যন্ত উপরে লিখিত কয়েকটী উন্নতি হইয়াছে, কিন্তু জেলের যে প্রকৃত অভাব তাহাতে অদ্যাপি হস্তক্ষেপ করা হয় নাই। শুনিয়াছি কোন কোন মাজিষ্ট্রেট আসামীকে ফাটকে দিয়া সেই সঙ্গে সঙ্গে জেলখানায় যাইয়া উক্ত হতভাগ্য ব্যক্তিকে ঘাইন গাছ ঘুরান রূপ আমোদ দেখিতেন, যদি এ সত্য হয় তবে ডাক্তার দিগের হাতে জেলখানা যাওয়াতে এরূপ আর হইবে না।

কিন্তু জেলখানার কষ্ট কি কি তাহা অদ্যাপি সাধারণের গোচর করান হয় নাই। যদি সুবিধা হয় আমরা পরে ব্যক্ত করিব। এক্ষণে গোটা দুই কথা বলি। গবর্ণমেন্ট সমুদায় জেলখানা লাভের বিষয় করিয়া ফেলিয়াছেন, আর এই লাভের অংশী জেল রক্ষক! পাঠক! বিবেচনা করুন এ কত ভয়ানক কথা। কয়েদি যত পরিশ্রম করে, তত জেল রক্ষকের সুখ্যাতি ও তাহার অর্থ সম্বন্ধে লাভ, আর এই কয়েদি সম্পূর্ণ রূপে জেল রক্ষকের হাতে। জেল রক্ষক প্রায়ই দরিদ্র ইংরেজেরা হইয়া থাকে, ও তাহাদের বেতনও কম। এ রূপ নিয়মে, অতি দয়ালু ব্যক্তিকেও কঠিন করিয়া ফেলে। এক জন কয়েদি একটু কম পরিশ্রম করিলে, কাযেই জেলার দিগের বুকে বাজে। একজন কয়েদি স্বাভাবিক দৌর্বল্য বশতঃ কায করিতে না পারিলে জেলর দিগের ক্ষতি ও তাহা দিগকে কায করাইতে পারিলে তাহাদের লাভ। কয়েদি পীড়িত হইলে হাসপাতালে যায়, ও তাহাদের কিছু কর্ম্ম করিতে হয় না, এই নিমিত্ত কয়েদি দিগকে হাস পাতালে না যাইতে দেওয়া জেল রক্ষক দিগের স্বার্থ।

আবার জেলে যে যে কর্ম্মে দক্ষ, তাহাকে যদি সেই কর্ম্মে খাটান হয়, তবে গবর্ণমেন্টের লাভ, অথচ কয়েদি দিগের অনর্থক কষ্ট হয় না। ভদ্রলোক [illegible] ঘাইন গাছ ঘুরান, কি কো[illegible] তাহাদের মানসিক সমুদায় বৃত্তি [illegible] স্তেজ হইয়া যায় যে আর [illegible] রা সেই ধাক্কা হইতে শুধরাইতে [illegible]

এক্ষণে জেলের যে রূপ অব[illegible] কাতে কয়েদির থাকিবার নিমিত্ত যে [illegible] র্থক বাবদিক কষ্ট হয়,--যাহারা একবার কয়েদি হইয়াছে তাহাদের যে স্বাধীন ভাব লোপ ও মনোবৃত্তি একেবারে নিস্তেজ হইয়া যায়, কয়েদির কঠোর শাসন ব্যতীত তাহাদের কোন প্রকারে কিছু উন্নতি হয় না।--তাহার বিশেষ উল্লেখ করিব না।

প্রস্তাব উপসংহার কালে আর একটী কথা। হাজতের দুর্দশা ফাটক হইতে আরও ভয়ংকর, অথচ দোষী ব্যক্তি ফাটকে যায়, আর দোষী বলিয়া যাহাদের প্রতি সন্দেহ হয়, তাহারা হাজতে যায়। মৌএট সাহেবের মতে হাজতে যত লোক মরে, ফাটকে তত লোক মরে না। এই কথাটী যে ফাঁক হইয়া পড়িয়াছে, বড় আহ্লাদের বিষয়। আর হাজতে কতলোক যায়! মৌএট সাহেবের রিপোর্ট অনুসারে ২৬৯১৪২ জন হাজতের আসামীর মধ্যে ১০৫২১৭ জন খালাস হয় অর্থাৎ যতটী লোকের নামে পুলিস অভিযোগ করেন ও মাজিষ্ট্রেট দাওরায় সোপর্দ্দ করেন, তাহার মধ্যে প্রায় অর্দ্ধেক খালাস হয়। এই যে ১ লক্ষ ৫ সহস্র লোক অনর্থক হাজতের কষ্ট পাইল, ইহার জওয়াবদিহি কে করিবে? জওয়াবদিহি থাকিলে এত লোক কখন হাজতে যাইতনা।

—::—

আমাদের লাইবেলের মকদ্দমা।

গত সোমবারে আমাদের লাইবেল মকদ্দমার হুকুম জজ সাহেব দিয়াছেন। ইহাতে রাজ কৃষ্ণ বাবুর এক বৎসর মিয়াদ ও ১০০০ টাকা জরিমানা ও প্রিণ্টার বাবু চন্দ্র নাথ রায়ের ছয়মাস মিয়াদ ও ৫০০ টাকা জরিমানা হইয়াছে। শিশির বাবু অব্যাহতি পাইয়াছেন।

যাহারা ভাবিতেন এ মকদ্দমা শুদ্ধ কেবল দুই ব্যক্তিকে লইয়া তাঁহাদের ভ্রম গিয়াছে। যাঁহারা এই মকদ্দমাটীকে শুদ্ধ একটী সামান্য লাইবেল মকদ্দমা ভাবিতেন, তাঁহারা এক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছেন যে ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট রাইটকে অপরাধ করাতে এত গোল কখন হইতনা, ইহার অন্য কোন নিগূঢ় কারণ আছে। এ মকদ্দমার বাদী প্রতি বাদী উভয়েই [illegible] তবু সং সাহেবের বিরুদ্ধে নালিশ করেন। যে লাইবেল মকদ্দমা আনেন তাহা অপেক্ষা অধিক গুরুতর কেন হইল?

[illegible]৫৭ সালের সিপাহি যুদ্ধে কোম্পানি[illegible]রের প্রাণ ধ্বংস হয়। আর যে দিবস [illegible]নি বাহাদুরের জয় হয়, সেই দিবস [illegible]র একটী বৃহত্তর সমরের সূত্র [illegible] বাঙ্গালি মাত্রের যেন মনে [illegible] রাজ বাহাদুরেরা বাঙ্গলা কখন [illegible]স্বীকার করেন নাই। সেরাজদ্দৌলার অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া বাঙ্গালিরা ইংরাজ দিগকে আহ্বান করে, আর এই সুতা অবলম্বন করিয়া ইংরাজেরা বাঙ্গলা শাসন করিতেছেন। সমরে পরাজিত হইলে অধিবাসীগণ যে রূপ বিজেতা

হইয়া যায়, বাঙ্গালিদের সে আস্থা টা হয় নাই।

বাঙ্গালিরা যদিও স্বভাবতঃ ভীরু, কিন্তু এক্ষণে অযোধ্যা ও পঞ্জাবের লোক যেরূপ ভীরু ও নিস্তেজ হইয়া গিয়াছে, বাঙ্গালিরা সে রূপ হয় নাই। কোম্পানি বাহাদুর এক শত বৎসর পর্য্যন্ত নানা প্রকারে দেশের ধন শোষণ করিয়া অধিবাসীদিগকে যন্ত্রণার শেষ দিলেন, তখন পৃথিবী আর তার সহ্য করিতে পারিলেন না, কোম্পানি বাহাদুরের ধ্বংস হইল, মহারাণীর স্বীয় হস্তে ভারতের ভার ন্যস্ত হইল। বাঙ্গালির শুষ্ক হৃদয়ে তখন বারি সঞ্চারিত হইল। নিরাশ বাঙ্গালির আশার অঙ্কুর হইল, আর মহারাণীর সুশাসনে সেই অঙ্কুরের ক্রমে সম্বর্দ্ধন হইতেছে, এই আশা, ইংরাজ দিগের স্বেচ্ছাচারিতার বাধা পদে পদে জন্মাইতেছে। আধা ভিক্রি আধা ডিসমিসের সময় আর নাই, অনেক কাল গিয়াছে।

সূক্ষ্ম দর্শী দেখিবেন যে, ইংরাজ ও বাঙ্গালিতে এই বিবাদ ক্রমে গুরুতর হইয়া উঠিতেছে। ইংরাজের ইচ্ছা বাঙ্গালিকে পদানত রাখা, বাঙ্গালির ইচ্ছা উঠিয়া দাঁড়ান। কাহার না ইচ্ছা করে অন্যকে পদানত করা, আর কাহার অন্যের পদানত থাকিতে ইচ্ছা করে? চোক পাকান, অম্বর টিপনি, উৎকোচ প্রভৃতির দ্বারা অগ্রে যে রূপ বাঙ্গালি দিগকে অনায়াসে করায়ত্ত করা যাইত, এক্ষণে আর তাহা যায়না, কাজেই ইংরাজ দিগের যথা সাধ্য বল প্রয়োগ করিতে হইতেছে। বাঙ্গালির মধ্যেও সহস্র এক্ষণে ন্যায্য দাবির নিমিত্ত "মন্ত্রের সাধন, কিম্বা শরীর পতন" পণ করিয়াছেন। এ সময়ে ইংরাজের দোষ দেই না, বাঙ্গালির দোষ দেই না। আমাদের কমিশনার চ্যাপমান সাহেব যদি প্রেসিডেন্সি ডিবিসনে বাঙ্গালি দিগকে কিছু স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় দেখেন, তিনি স্বচ্ছন্দে এই তেজ খর্ব্ব করার চেষ্টা করুন, ইহাতে তাঁহার জাতির স্বার্থ আছে, কিন্তু আবার বাঙ্গালি মহাশয়দের বলি যেন, তাঁহারা তাঁহাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম করেন, তাহা হইলে চ্যাপমান পারিবেন না, কারণ, পরমেশ্বর আমাদের দিকে। তিনি দুর্ব্বলের দিকে থাকেন, তিনি উপায়হীন দাসের দিকে থাকেন, আর তাঁহার নিকট ইংরাজ, হিন্দু, সাদা, কালা, খৃষ্টিয়ান পৌত্তলিক সব সমান।

আমাদের লাইবেল মকর্দ্দমার এত গোল হইবার কারণ এই। যদি বাঙ্গালিরা একজন ইংরাজকে জব্দ করিতে পারে, তবে ইংরাজের "প্রেষ্টিজ" আর থাকিবে না, অতএব সত্য হউক, মিথ্যা হউক, ন্যায় হউক, অন্যায় হউক, এরূপ কখন করিতে দেওয়া হইবেনা, এক্ষণে ইংরাজ কর্ম্মচারী দিগের এই রাজনীতি। এরূপ বাঙ্গালি দিগের প্রশ্রয় দিলে, আমার দিগের বাঙ্গলা শাসনের অনেক বাধা জন্মিবে, অতএব একটী রাজ্য রক্ষা করিবার নিমিত্ত এই একটু কুকর্ম্ম করায় দোষ নাই এই রূপ তর্ক করিয়া অনেক প্রকৃত সৎ ইংরাজও এইরূপ উদ্ধত বাঙ্গালি দিগকে খর্ব্ব করিবার নিমিত্ত জুট বদ্ধ হয়েন। এরূপ রাজনীতি ভাল কি মন্দ, আমরা কিছু বলিবনা, আমরা কেবল রোজ রোজ যাহা হইতেছে, তাহাই লিখিতেছি।

রাইট সাহেবকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত অনেক ইংরাজ দল বদ্ধ হয়েন। হাইকোর্টে এক্ষণে মকর্দ্দমার আপীল হইতেছে, সুতরাং তাঁহারা নিশ্চিন্ত থাকুন, মকর্দ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইয়া গেলেই, তাহাদের নাম ও ব্যবহার যে প্রকাশ করিলাম না, এ ত্রুটী সংশোধন করা যাইবে। হাইকোর্টের আজ্ঞা ক্রমে এমকর্দ্দমা মাজিষ্ট্রেটের হাত হইতে সেসন জজের হাতে যায়। মকর্দ্দমার দশ দিন বিচার হয়। শুদ্ধ ফরিয়াদির সাক্ষীর জমানবন্দি হয়, প্রতিবাদিরা নাকাই সাক্ষী দেন না। সাক্ষীর মধ্যে ছয় জন ইংরাজ, আর সমুদায় প্রধান প্রধান বাঙ্গালি। জমানবন্দি ছয় জন ইংরাজের হয় বটে, কিন্তু যোগাড় দিতে আরো অনেকে আইসেন। সেই কয়েক দিবস প্রায় সকল কাছারি বন্দ ছিল, আর দেশ দেশান্তর হইতে লোকে মকর্দ্দমা দেখিতে আইসে। মনমোহন বাবু প্রতি বাদীর পক্ষের বারিষ্টার অত্যন্ত সুখ্যাতি লইয়া গিয়াছেন। কাছারিতে লোক ধরিত না, আর ইংরাজ মহাশয়রা অনেকে উপস্থিত থাকিতেন। আমাদের দেশের কর্ত্তা, আমাদের ধন, মান, প্রাণের মহারাণীনিযুক্ত ট্রষ্টি চ্যাপমান সাহেবও এক দিন দেখিতে যান। শুদ্ধ ফরিয়াদির সাক্ষীর পথের ব্যয় এক হাজার গবর্ণমেণ্টের লাগিয়াছে!

নিশ্চিত বলিতে পারি যে, জজ লকোড ও আসামী দ্বয় ... বাবু উভয়েই, চির স্মরণীয় ... ইবেল মকর্দ্দমায় এরূপ গুরু ... কেহ কখন শুনে নাই, অতএব ... মকর্দ্দমার কথা হইলেই জজ লকোডের কথা মনে পড়িবে।*

রাজকৃষ্ণ ও চন্দ্র বাবুর সম্বন্ধে একটী কথা বলিব। রাজকৃষ্ণ বাবুর বাড়ী বারাসতে তিনি রাইট সাহেবকে কখন চক্ষে দেখেন নাই, চন্দ্র বাবুর বাড়ী যশোহর মহকুমা বিগনে। রাইট সাহেবের ফিরিঙ্গ হই দুই দিনের পথ। ইনি রাইট সাহেবকে দেখেনও নাই, কখন নামও শুনেন না উভয়ে অতি কঠোর দণ্ড পাইয়াছেন। ঠক মহাশয়েরা, ইহাদের উদ্ধারের নিমিত্ত মনের সহিত একবার ঈশ্বরকে বলিবেন। অদ্য এই পর্য্যন্ত।]

* জজ লকোড প্রথমে পরিশ্রম সহিত মেয়াদের হুকুম দেন, পরে তাঁহার আমলারা আইন খুলিয়া দেখাইলে তাহা কাটিয়া আবার বিনা পরিশ্রম করিয়া দেন।

—::—

বিবিধ।

... মহারাণীর যে লাইবেল মকর্দ্দমা হই গিয়াছে, ঐ মকর্দ্দমা দাওয়ায় সোপর্দ্দ করিবার সময় ... মাজিষ্ট্রেট ... সাহেব একজন ... যে চার্জ ... দিলেন তাহা ... কিন্তু ... চার্জশীটে ... ঠিক মনে নাই সেই চার্জশীটটী বড় সুন্দর ... যত দূর পারি মনে করিয়া নিম্নে উহা প্রকাশ করিতেছি। ... নাম মনে নাই, অতএব ... ক——রাখিলাম।

"আমি জে, ওয়েষ্টমাকট, আমি ক——র এই অপরাধ সাব্যস্ত করিয়াছি।

(১) যে, ক——২ই তারিখে কি অন্য কোন দিনে অমৃত বাজারে কি অন্য কোন স্থানে মার্শ রাইটকে কি অন্য কাহাকে অপবাদ করিয়াছে কি করিয়াছে না অমৃত বাজার পত্রিকায় "ঘোর অত্যাচার" নামক প্রস্তাব লিখন সময় উক্ত পত্রিকার কি অন্য কোন পত্রিকার "প্রকাশকের" কি "সম্পাদকের" কার্য্য কি অন্য কোন প্রকার কার্য্য করিয়া ইহাতে মার্শ রাইট কি অন্য কাহারো অপবাদ হইয়াছে, অতএব আমি ক——কে দাওয়ায় সোপর্দ্দ করিলাম।

(২) যে, ক——১২ই জুন কি অন্য কোন তারিখে, অমৃত বাজারে, কি অন্য কোন স্থানে, অমৃত বাজার পত্রিকায় কি অন্য কোন পত্রিকায়, "ঘোর অত্যাচার" নামক প্রস্তাব কি অন্য কোন প্রস্তাব "লিখিয়াছে," ইহাতে মার্শ রাইটের কি অন্য কাহারো অপবাদ হইয়াছে, অতএব ইহার নিমিত্ত আমি ক——কে দাওয়ায় সোপর্দ্দ করিলাম।

(৩) যে, উপরে যে "ঘোর অত্যাচার" নামক প্রস্তাবের কথা উল্লেখ হইল উহা খ——"লিখিয়াছে" ক——লিখে নাই, ইহাতে খ——র রাইটকে কি অন্য কাহাকে অপবাদ করায় অপরাধ হইয়াছে।

ক——,উক্ত খ——কে ঐ প্রস্তাব লিখিতে, হয় "সহায়তা" করিয়াছে কি স্বয়ংই "লিখিয়াছে" ইহাতে ক——র খ——কে "সহায়তা" করার অপরাধ হইয়াছে, অতএব আমি ক——কে দাওয়ায় সোপর্দ্দ করিলাম।

(৪) যেহেতু গ——উপরোক্ত প্রস্তাব প্রকাশ করিয়াছে, ও খ——তাহাকে সহায়তা করিয়াছে এই নিমিত্ত অপরাধী হইয়াছে, অতএব ক——অত্যন্ত অপরাধ করিয়াছে, এই নিমিত্ত আমি তাহাকে দাওয়ায় সোপর্দ্দ করিলাম। ইতি।"

—::—

সংবাদাবলি

☞ এই পত্রিকার শেষ দুই ফরমা শ্রীকেশবচন্দ্র রায় দ্বারা প্রকাশিত।

আমরা শুনিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম, সংপ্রতি নাটোরে যখন ভারি ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হয়, তখন কুমার চন্দ্র নাথ রায় ও তাঁহার ভ্রাতা উক্ত পীড়া নিবারণার্থে বিশেষ যত্ন করেন, ঔষধ সহ কয়েক জন নেটিব ডাক্তার পাঠান এবং পীড়িত ব্যক্তিদিগকে যত দূর উপকার করা যাইতে পারে তাহা করা হইয়াছে।

ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে লর্ড মেও এইরূপ একটী বক্তৃতা দিয়াছেন; আমি অতিশয় উচ্চ পদ প্রাপ্ত হইয়াছি। আমার পদের কার্য্য অতি বিস্তৃত ও কঠিন, কিন্তু ভরসা করি পরমেশ্বর আমাকে এরূপ বল ও বুদ্ধি প্রদান করিবেন, যদ্দ্বারা আমি ভারতের সুখ বৃদ্ধি ও আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমাধা করিতে পারগ হইব। আমি বাহার অনুগ্রহ চাহি না; আমি কিরূপ লোক তাহা আমার কার্য্য দ্বারা বিচারিত হউক। কিন্তু আমি যদি, জাতীয় গৌরব রক্ষা করিলে, সভ্যতা বিস্তার করিলে এবং শান্তি স্থাপন করিলে আমার স্বদেশীয়রা আমাকে সাহায্য ও আমার সহিত সম সুখ দুঃখ বেদিতা না দেখাইয়া থাকিতে পারিবেন না।

দিল্লি গেজেটের লণ্ডনস্থ সংবাদ দাতা বলেন, যে লণ্ডন নগর বাসিদিগের অতিশয় ভয় হইয়াছে। বদ মায়েস লোকেরা রাস্তাস্থ লোক দিগের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিতেছে। ইংলণ্ড না সভ্যতার কেন্দ্র?

নাবিক ও পদাতিক সৈন্যের বর্দ্ধনার্থ রুসিয়ায় এইরূপ একটি হুকুম বাহির হইয়াছে যে, হাজার লোকের মধ্যে চারি জন হিসাবে সমুদায় [illegible] হইতে সৈন্য সংগ্রহ করা হইবেক। এই হুকুম ১১ জানুয়ারি হইতে ১৪ ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত থাকিবেক।

সংপ্রতি এক জন প্রসিদ্ধ ওলন্দাজ মানব লীলা সংবরণ করিয়াছেন। আমষ্টারডাম অন্তর্গত য়ুনিবর্সিটির আইন অধ্যাপক মারটিনাস সাহেব যেমন তাঁহার রিডিং রুমে বসিয়া ছিলেন অমনি তিনি হোমপটিসিস রোগাক্রান্ত হন এবং অমনি তাঁহার মৃত্যু হয়। ১৮২৪ অব্দে রটারডামে তাঁহার জন্ম হয় এবং তিনি অসাধারণ বিদ্বান ছিলেন। বিশেষতঃ তাঁহার মেধা শক্তির সীমা ছিল না। তিনি যাহা পড়িতেন, তাহাই তাঁহার হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া থাকিত। যত শীঘ্র পড়া যাইতে পারে, তত শীঘ্র তিনি পুস্তক পাইবা মাত্র পড়িতেন এবং তিনি যে কত পুস্তক পড়িয়াছেন তাহা [illegible] করা যায় না।

ইংলণ্ডের বৃদ্ধতম ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে। ইঁহার নাম রিচার্ড পারসার। ১১২ বৎসর ইঁহার বয়ঃক্রম হইয়াছিল। গত মাসে চেলষ্টান হামে ইঁহার প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে। ৪০ বৎসর বয়সে ইনি বিবাহ করেন। ৬১ বৎসর বয়স্ক একটি পুত্র ইনি রাখিয়া গিয়াছেন। ইঁহার মৃত্যু দিন পর্য্যন্ত ইনি সম্পূর্ণ সুস্থ ও সবলকায় ছিলেন।

মাডাগাস্কারের নূতন রাজ্ঞী পৌত্তলিক পূজা উঠাইয়া দিয়াছেন। তিনি দেব দেবী ও পুরোহিত দিগের প্রতি প্রকাশ্য রূপে ঘৃণা প্রকাশ করিয়াছেন। রাজ্ঞী এখন পর্য্যন্ত খৃষ্ট ধর্ম্মকে প্রশ্রয় দেন নাই কিন্তু বাইবেল শুনিতে লোক গালেস খৃষ্টান দিগের চার্চ্চে উপস্থিত হইতেছে।

দিল্লি গেজেটে রোয়াল পিণ্ড হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, "গত রাত্রে (৯ই ডিসেম্বরে) এখানে অল্পং বৃষ্টি হইয়াছে। এখন পর্য্যন্ত থাকিয়াং বৃষ্টি হইতেছে। মেঘ বিলক্ষণ আছে এবং অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে বৃষ্টি হইবে বোধ হইতেছে। তাহা হইলে দুর্ভিক্ষের আর আশঙ্কা থাকিবে না। গত শেষ রাত্রে একটী ভূমি কম্প হইয়া গিয়াছে। কম্পন এত জোরে হয় যে, অনেকে জাগিয়া উঠে; ঘোড়া গোরু প্রভৃতি আহার এখানে ভারি দুর্মূল্য হইয়া উঠিয়াছে।"

মহারাজা হলকার সংপ্রতি একটি বদান্যতার কায করিয়াছেন। শ্রীরাম পুরের নিকটবর্ত্তি রিসড়া গ্রামের বালিকা বিদ্যালয়ের নিমিত্তে তিনি ২৫০ টাকা দান করিয়াছেন।

নবেম্বর মাসের শেষ পর্য্যন্ত ১০৩০৮৯২৯০ টাকার গবর্ণমেণ্ট কারেন্সি নোট প্রচলিত হয়।

ইণ্ডিয়ান ওব্জিবর শুনিয়াছেন কর্ণেল জারষ্টা মক আপাততঃ কাবুলে আছেন। রুসিয় সেনাপতি কাফম্যান কর্ত্তৃক তিনি শের আলির নিকট প্রেরিত হইয়াছেন। হিন্দু কুশের দক্ষিণ দিকে এক দল কসাকও দৃষ্ট হইয়াছে।

উত্তর পূর্ব্ব বাঙ্গলায় জল্পিগোড়ী নামক একটি নূতন জেলা করা হইয়াছে। পশ্চিম দুয়ার ও জল্পিগোড়ী সব ডিবিসন ইহার অন্তর্গত হইবে। জল্পিগোড়ীতে হেড কুয়াটার করা হইবে। রঙ্গপুরের সঙ্গে জল্পিগোড়ীর আর কোন সম্পর্ক থাকিবে না। এই নূতন জেলা কুচ বেহার ডিবিসনের অধীন থাকিবে।

বর্ত্তমান মাসের শেষে মুরশিদাবাদের নবাব তাঁহার পুত্র দ্বয় ও সহচর গণ সহ ইংলণ্ড যাত্রা করিবেন। কর্ণেল হেরাল্ডের তত্ত্বাবধানে তিনি থাকিবেন।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম কারোলির মহারাজা শস্য শুল্ক উঠাইয়া দিয়া ক্ষান্ত হন নাই, তিনি আগ্রা হইতে শস্য আমদানি করিবার নিমিত্ত ব্যবসায়ী দিগকে বিস্তর অর্থ প্রদান করিয়াছেন। কারোলী রাজ্যের চতুষ্পার্শ্বে দরিদ্র লোক দিগকে সাহায্য দান করা হইতেছে। সিন্ধু হইতে রাজ পুতনায় শস্য আমদানি করিবার নিমিত্ত জাসালমিরে এক জন এজেণ্ট গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়াছেন।

বায়ু তত্ত্ব বেত্তা দিগের মতে বিগত গ্রীষ্ম ঋতু আশ্চর্য্যতর বিপরীত ভাবের নিমিত্ত অনেক দিন পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকিবে। ওদিকে ইংলণ্ড ও ইউরোপের অধিকাংশই যখন সূর্য্যোত্তাপে দগ্ধীভূত হইতেছিল এবং সকলে জল কষ্ট সহ্য করিতেছিল, তখন ভারতবর্ষ জল প্লাবিত হইতেছিল। বাম্বাইর ৯ মাসের মধ্যে ৭৪ ইঞ্চ বৃষ্টি পাত হয়। গত বৎসর ঐ সময় তথায় ৫১ ইঞ্চ মাত্র বৃষ্টিপাত হইয়াছিল। ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানেও বিস্তর অতিবৃষ্টি হয়। গুজরাট, আহাম্মদ বাদ ও সুরাটে বহু সংখ্যক ঘর ভাঙ্গিয়া যায় এবং শস্য সকল একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। আবার দক্ষিণ ইউরোপের [illegible] মাসে বৃষ্টি হয়। ইটালির স্থানেং [illegible] যে, পরিষ্কার আকাশের নিমিত্ত [illegible] প্রার্থনা করা হয়। পাত্রিদার কর্ত্তৃক [illegible] নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

লেদা নামক ব্রিটিশ জাহাজের কাপ্তেন পেজ সাহেব সংপ্রতি ভয়ানক রূপে হত হইয়াছেন। তিনি জাহাজ হইতে যেমন নামিয়াছেন, অমনি তিন জন মাল্লা তাঁহার নিকট অগ্রিম বেতন চায়। তিনি তাহাতে অসম্মত হওয়ায় ইহাদের এক ব্যক্তি তাঁহার মুখে ছুই ঘুসা মারে এবং আর এক জন তাঁহার মাথায় আঘাত করে। তিনি তাহাদিগকে জেলে দিবেন এই ভয় প্রদর্শন করায়, একটি মাল্লা দুর্দান্ত তাঁহাকে বাম হস্তে ছুরি দ্বারা গুরুতর রূপে আঘাত করে। [illegible] সাহেব হাস পাতালে নীত হন এবং কিছু দিন পরেই তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হয়। হত্যাকারীরা জাহাজের উপরেই ধৃত হয়। যখন তাহারা এই পশুবৎ হত্যাকাণ্ড করে, তখন তাহাদের কেহই সুরার অধীন ছিল না।

কলিকাতার ন্যায় বোম্বাইতেও লোফরদিগের ভয়ানক অত্যাচার দৃষ্ট হইতেছে। বোম্বাইয়ের বণিক সম্প্রদায় সংপ্রতি বোম্বাই গবর্ণমেণ্টে এই রূপ আবেদন করিয়াছেন যে নিষ্কর্ম্মা ইউরোপীয় দিগের সংখ্যা দিনং বৃদ্ধি হইতেছে এবং ক্রমশঃ যাহাতে তাহারা স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তিত হয়, গবর্ণমেণ্টের তাহা করা নিতান্ত আবশ্যক।

হাই কোর্ট নিয়ম করিয়াছেন, যাহারা বি, এল, অথবা সিনিয়র প্লেডারশিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন কিম্বা যাহারা কোন আইন সংক্রান্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সিনিয়র প্লেডার উকীলের যোগ্যতা লাভ করিয়াছেন এবং তাহাদের চরিত্র মন্দ নয় ইহা সন্তোষ জনক প্রমাণ দ্বারা কোর্টের হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, তাঁহারা ভিন্ন অন্য কেহ মুক্তিয়ারি কর্ম্ম পাইবেন না।

বম্বে প্রবেশিকা পরীক্ষায় ৬৩৭ জন ছাত্র উপস্থিত হয়, তন্মধ্যে কেবল ২৪৬ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে।

জয়পুরের মহারাজা তুরুদাস নদীর উপর একটী পাকা বাঁধ প্রস্তুত করিতেছেন। রাজধানীর নিকট তিনি একটী ধর্ম্ম শালাও প্রস্তুত করিতেছেন। এখান হইতে দরিদ্র দুঃখী দিগকে সাহায্য প্রদত্ত হইবে।

নরেন্দ্র বাহাদুরের অনুরোধ ক্রমে কলিকাতার লড বিসপ তাঁহার অধীনস্থ তাবৎ গীর্জায় আদেশ দিয়াছেন যে, বৃষ্টি হইবার নিমিত্ত তাঁহারা ঈশ্বর সমীপে প্রার্থনা করেন। বরুণ দেবের আর চুপ করিয়া থাকিবার যো কি!

পাঞ্জাবের শস্যের অবস্থা খুব মন্দ বটে, কিন্তু উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের ন্যায় একেবারে নৈরাশ্যে পূর্ণ নয়। কাঙ্গারা জেলায় শস্য যেরূপ আশা করা গিয়াছিল তাহা অপেক্ষা ঢের ভাল হইয়াছে। গোম প্রচুর পরিমাণে রোপিত হইয়াছে এবং সুস্থ জনক ও সতেজ দেখাইতেছে। গরু ছাগল উত্তমাবস্থায় আছে। গুরুদাস পুর জেলায় বৃষ্টির অতিশয় অভাব হইয়াছে। জল অভাবে রোপিত শস্য নষ্ট হইতেছে এবং বাড়ানি জমির বুনান হইতেছে না। হিসার বিভাগের সর্ব্বত্রই গোম উত্তম হইয়াছে। এক ছড়া কি দুই ছড়া কিছু ভারি [illegible] হইলে দুর্ভিক্ষের কিছু মাত্র আশঙ্কা [illegible]। বিকানিয়ার ও মাড়োয়ার হইতে এখ[illegible] অনেক লোক দলে২ গড়ে আসিতেছে।

হাই কোর্ট নিয়ম করিয়াছেন যে, উপর্য্যুপরি [illegible] বৎসরের বাবহার দ্বারা পথের স্বত্ব [illegible] করা যাইতে পারে। বৎসরের কোন [illegible] এই ব্যবহার সীমা বদ্ধ থাকিলেও [illegible] খাটিবে।

বিচার পতি জাকসন ও কেম্প সংপ্রতি স্থির করিয়াছেন, যখন কোন মৃত হিন্দুর সম্পতি তাহার আত্মীয়ের অধিকারে আসিয়া বর্ত্তায়, তখন তাহার বিধবা স্ত্রীকে তাহাদিগকে ভরণ পোষণ করিতে হইবে, কিন্তু বিধবা স্ত্রীর তাহাদের সংসারে থাকিতে হইবে।

১৯ই ডিসেম্বরে জব্বল পুরে খুব এক পশলা বৃষ্টি হইয়াছে। বৃষ্টি তিন ঘণ্টা পর্য্যন্ত হয়।

৩ই ডিসেম্বর দিল্লিতে একটী গুরুতর ঘটনা হইয়া গিয়াছে। একটী নূতন পুলের নির্মাণ কা- র্য্যের সময়ে কুলির উপর চাপা পড়ে। ইহাদের এক জনকে জীবিতাবস্থায় বাহির করা হয় কিন্তু কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তাহার প্রাণ বিয়োগ হয়।

মধ্য ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজার দিগের ন্যায় ভোপাল নবাব [illegible] রাজ্য হইতে ৮ মা- সের নিমিত্ত শস্যের [illegible] উঠাইয়া দিয়াছেন।

ইংলিশ ম্যানের সংবাদ দাতা বলেন, [illegible] তের আখুন্দ সোয়াত [illegible] তাবৎ মনুষ্য সং- খ্যা গণনা করিয়াছেন তাহাতে ২৪০০০ ঘর লোক নির্দিষ্ট হইয়াছে। প্রত্যেক ঘরে দুই জন লোক যুদ্ধে যাইবার উপযুক্ত। এই গণনা অনুসারে এক টি সৈন্য দল রক্ষিত হইবে। আখুন্দ ৪০ হাজার লোকের বেতন দিয়াছেন। ইহারা অনবরত তা- হার আজ্ঞাধীন থাকিবে।

এডুকেশন গেজেট বলেন, ইতঃপূর্ব্বে কোন ইউরোপীয় বিজ্ঞানবিৎ স্থির করিয়াছিলেন যে সমুদ্রের সুগভীর ভাগে কোন প্রকার জীব জন্তু নাই। কারণ সমুদ্র তলে জলের এত অধিক চাপ যে তথায় কোন প্রাণী প্রাণ ধারণ করিতে সক্ষম নহে; অধিকন্তু তথায় পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আলোক এবং বায়ু নাই। প্রাগুক্ত অধ্যাপক দ্বারা সমুদ্র গর্ভে প্রাণীর বাসোপযুক্ত অংশের যে সীমা নি- র্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, সম্প্রতি তাহার নিম্ন হইতেও প্রাণী উদ্ধৃত হওয়ায়, তাঁহার সিদ্ধান্তের প্রতি সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। সমুদ্র গর্ভে আলোকের স্বল্পতা প্রযুক্ত জীবগণের শরীরের বর্ণ ও দর্শনেন্দ্রি- য়ের ব্যত্যয় ঘটিতে পারে। কিন্তু তাহাদিগের জীবন ধারণের পক্ষে কোন ব্যাঘাত হইতে পারে না; বায়ু স্থিতিস্থাপক সঙ্কোচ্য পদার্থ, জল তদ্রূপ সঙ্কোচ্য নহে অতএব সমুদ্রের উপরিভাগ অপেক্ষা তাহার সুগভীর অংশে অধিক বায়ু থাকারই সম্ভব।

জলে ও স্থলে যে কত পাখি নষ্ট করা হয় তাহার সীমা করা যায় না। ক্লামবরা [illegible] নি- কট বর্ত্তী ১৮ মাইল লম্বা এক খণ্ড সমুদ্র উপকূলে শুদ্ধ আমোদের জন্য ৪ মাস মধ্যে ১০৭১৫০টি পক্ষী ও পাখা লইবার জন্য ১২০০০ টি পক্ষী হত হয় এবং ৭২৪০০টি পক্ষী শাবক আহারাভাবে বাসায় মরিয়া থাকে। কমাণ্ডার নকার যিনি ঐ স্থলে থাকিয়া এই সকল বিষয় রিপোর্ট করিয়াছেন আরো বলেন যে, তুখানি নৌকা মরা পাখী দ্বারা টাপে টোপে বোঝাই হইতে এবং এক সপ্তাহের মধ্যে ৮ জন বন্দুকওয়ালা কর্ত্তৃক ১১০০ টি পাখী হত হইতে তিনি চাক্ষুস দেখিয়াছেন। বিলাতি লেডিদি- গের পোষাক সজ্জীভূত করিবার নিমিত্ত পাখার এত দরকার উপস্থিত যে প্রতি দিন হাজার [illegible] পাখী নষ্ট করা হইতেছে।

ইংলিশ ম্যান বলেন, ব্রিটিশ রাজ্যের আইন সকলের কতক অংশ নেপালিস ভাষায় অনুবাদ করিতে নেপাল গবর্ণমেণ্ট মনস্থ করিয়াছেন। এই অনুবাদিত আইন সকল নেপাল রাজ্যে প্রচ- লিত হইবে।

জন টমসন নামক কোন ব্যক্তি বাইবেল ও খৃষ্ট ধর্ম্মের বিরুদ্ধে অতিশয় অপবিত্র ও নিন্দা সূচক গ্লানি প্রকাশ করায় বিচারার্থে হাউণ্ডসডিচ ম্যাজিষ্ট্রেটে অর্পিত হইয়াছেন। ধর্ম্ম সম্বন্ধে স্বাধী নতা দিতে ইংরেজও নিতান্ত অনিচ্ছুক

আমাদের দেশীয়রা একটি কথা শুনিয়া অবাক হইবেন। ডিউক আরগিল যিনি ভারতবর্ষের সে- ক্রেটারি হইলেন, তাঁহার একটি পুত্র আরডাইন- মেথিসন কোম্পানির হৌসে কর্ম্ম করেন। আ- মাদের গবর্ণর জেনারল লার্ড নর্থব্রুকেরও একটি পুত্র লণ্ডনের জব লট-বিকন কোম্পানির আফি- সে নিযুক্ত আছেন।

২৪এ তারিখে কটকের কমিসনার রেবিনিউ বোর্ডে এই টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছেন:— "শস্যের অবস্থা একই রূপ; বৃষ্টিপাত হয় নাই। অতিশয় মন্দ স্থানেও আট আনা আন্দাজ শস্য পাওয়া যাইবে। অন্যান্য স্থানে শস্যের অবস্থা মন্দ নয়। রবি শস্য আশা জনক। ডিমবের দর কিছু কমিয়াছে এবং আমদানি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে হইতেছে: পাপ কিম্বা পাপরের বৃদ্ধি নাই। বাজারে চাউল ১৬।১৮ সের বিক্রীত হইতেছে। পুরির সংবাদ পাওয়া যায় নাই কিন্তু খুরদার তহসীলদারের নিকট জানা গিয়াছে, সেখানে গড়ে ১০ আনা আন্দাজ শস্য সংগৃহীত হইবে। কোন স্থানেই কষ্টের চিহ্ন দেখা যাইতেছে না। খুরদায় ২৪ সের চাউল বিক্রীত হইতেছে। বা- লেশ্বরে বার আনা আন্দাজ শস্য পাওয়া যাইবে, আশা করা যাইতেছে। ভদ্রক সব ডিবিসনে ১০ আনা আন্দাজ শস্য সংগ্রহ হইবে। গবর্ণমেণ্ট চাউ ল নাম মাত্র বিক্রয় হইতেছে। বালেশ্বরে নূতন চাউল ২৫। ৩০ সের ও বাস্তায় ৩০। ৪০ সের বি- ক্রীত হইতেছে।"

রামপুরের নবাব বাহাদুর কালব আলি খাঁ তাঁহার রাজ্য মধ্যে মাদক দ্রব্য ব্যবহার করিতে বারণ করিয়াছেন।

—::—

ফরিদ পুরের সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন:--

কয়েক দিবস গত হইল বাজারে আগুণ লা- গিয়া অনেক গুলি দোকান ঘর পুড়িয়া গিয়াছে— অন্যান্য বৎসরে ফাল্গুন চৈত্র মাসে ওলাউটার সঙ্গে সর্ব্বভুক ব্রহ্মা দেবের আবির্ভাব হইয়া থাকে, এবার বুঝি এপিডেমিক ফিবরের সহচর রূপে অবতীর্ণ হইলেন।

আমাদের মাজিষ্ট্রেট সাহেব গত কল্য দল বল সহ মফস্বলে গিয়াছেন অনেক সাহেবেরা বা- হিরে গিয়া শীকার করিয়া হাত চরুস্ত করিয়া থাকেন, জগদীশ্বর যেন মর্ষ্টোন সাহেবকে সেরূপ দুর্ম্মতি না দেওয়ান এবং কর্ত্তব্য সাধনে প্রবৃত্তি দেন।

ঈশনপুর গ্রামে বাবু দিগের বাড়িতে একটী ইংরেজী বাঙ্গলা স্কুল আছে, বাবুজিদের বাই দেনটার নাচের টাকা যোটে কিন্তু বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহার্থে যে কিঞ্চিৎ দিতে হয় তাহারই সম্পূর্ণ অকুলান, কি আশ্চর্য্য দেশীয় ধনাঢ্য দিগের ব্যবহার দেখিলে যুগপৎ ক্রোধ এবং দুঃখের উদয় [illegible] কুলটীর অবস্থা দিন দিন উ- ন্নতি [illegible] যে ঐ গ্রামের কত দূর মহোপকার সাধিত হইত, তাহা ইহাঁরা ভ্রমেও ভাবেন না। [illegible] বু তাহাদের কৃপাদৃষ্টি হইলেও বিদ্যালয় [illegible] উন্নতি আশা করা যায় নচেৎ অচি রাৎ [illegible] দশা দৃষ্ট করিয়া আমাদিগকে ব্যথিত হ[illegible] হইবে।

—::—

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত অমৃত বাজার পত্রিকা সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

(সন্তান দিগের ভূমিষ্ট হইবার অব্যবহিত পরেই শিক্ষা কার্য্যারম্ভ হয়।

সন্তান ভূমিষ্ট হইবামাত্র যেমন তাহাদিগের শারীরিক স্বাস্থ্য রক্ষার নিমিত্ত সর্ব্বক্ষণ উৎকৃষ্ট নিয়মানুসারে লালন পালন করা অতীব প্রয়োজ- নীয় বলিয়া বোধ হয়, তদ্রূপ প্রায় সেই সময় হই- তেই তাহাদিগের মানসিক শিক্ষা ও সুশাসন বি- ষয়ে মনোযোগী হইবার আবশ্যকতা হইয়া থাকে। সন্তানেরা সেই বাল্যাবস্থা হইতে জননী প্রভৃতি পরিবার বর্গের আনন্দ রসাভিষিক্ত মুখার বিন্দ হাস্যচ্ছটা সন্দর্শন এবং অন্য কোন প্রকার সুদৃশ্য বস্তু দর্শন বা সুমধুর শব্দ শ্রবণে যে মনে কি এ- ক্তাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিয়া থাকে তাহা কে প্রমাণ করিতে ক্ষমতা বান। পক্ষান্তরে আবার তাঁহার দিগের বিরক্তমুখশ্রী ও কোন রূপ বিশ্রী কদাকার বস্তু দর্শন বা কোন কুশ্রাব্য বিকট শব্দ শ্রবণ করিলেও তাহারা সমধিক অসুখ ও ভয় বোধ করে। নিবিষ্টমনা হইয়া নিরীক্ষণ করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবেক যে, পূর্ব্ব কথিত রূপ কর্ম্ম সংযোগ হইলে অল্প বয়স্ক সন্তান গণের মুখ শ্রীতে সুখ, দুঃখ, হর্ষ, বিষাদ সাহস ভয় প্রভৃতির লক্ষণ সম্পূর্ণ রূপেই প্রকাশ পাইয়া থাকে। ইহা দি প্রত্যক্ষ দর্শন দ্বারা নিশ্চয়ই প্রতীত হ- ইতেছে যে, সন্তানগণের সেই বাল্যাবস্থা হইতে মানসিক শিক্ষার আরম্ভ হইয়া থাকে। বাল্যাবস্থা য় ঐ শিক্ষা কার্য্যারম্ভ হয় বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ রূপে বাক্য স্ফুট হইলে যে, শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, তাহাই বি- শেষ উপকারী। তৎকাল হইতে পরিশ্রম ও যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করাই একান্ত পক্ষে উচিত। এই সময়ে সুকুমার মতি সন্তানগণের সু- কোমল অন্তঃকরণ নিরাশ্রয়া নব লতিকার ন্যায় দোদুল্যমানা থাকে। তখন তাহাকে সদসৎ উভয় বা ইহার কোন এক পথে অনায়াসেই লওয়াইতে পারা যায়। বৃত্তি সকল এই রূপে সৎ বা অসৎপথে পরিচালিত হইলে, ক্রমেতেও তদনুসারে সৎ বা অসচ্চরিত্র সম্পন্ন হইয়া থাকে। ফলতঃ বাল্য কা- লের শিক্ষা দ্বারা যাহার মানসিক বৃত্তি সমূহের যে প্রকার ভাব গতি এবং তজ্জনিত যদ্রূপ সংস্কার বদ্ধমূল হয়, সেই সংস্কার তাঁহার প্রায় চির জীবনের শুভা শুভের প্রবলতর হেতু হইয়া থাকে।

অপর যদি এরূপ অল্প বয়সেই সন্তানগণের শিক্ষা কার্য্য আরম্ভ হয়, তবে সেই সময় হইতে তাহার দিগের অবশ্য এক জন উপযুক্ত শিক্ষক রও আবশ্যক হইয়া উঠে। এই উদাম সময়ের অতি গুরুতর শিক্ষা ভার কাহার প্রতি ন্যস্ত রাখিলে সন্তানগণের ভাবি মঙ্গলের পথ সমুত পরিষ্কৃত হই- তে পারে, এইক্ষণ তদ্বিষয় প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হইতেছে। দেশীয় নিয়মানুসারে এক জন অশি- ক্ষিত গুরু মহাশয়ের নিকট যেরূপ অষ্টম বা নবম বৎসর পর্য্যন্ত বালক শিক্ষার্থে নিযুক্ত রাখার প্রথা আছে, সে প্রকার শিক্ষা বিধান আমাদিগের মতে শ্রেয় নহে। যে হেতু উল্লেখিত গুরু মহাশয়েরা যেরূপ বিদ্যা বুদ্ধি সম্পন্ন এবং তাঁহারা যে রূপ বিশুদ্ধ শিক্ষা প্রণালী অনুসারে শিক্ষা বিধান ক- রেন, ও তাহাতে সন্তানেরা যে রূপ প্রজ্ঞতা লাভ করিয়া থাকে, বোধ করি তাহা কাহার অবিদিত নাই। তদ্রূপ যে সকল গুরু মহাশয়ের প্রতি সন্তান দিগের বাল্য শিক্ষার গুরুতর ভার অর্পিত হয়, অধ্যাপক দিগকে যে সকল গুণে মণ্ডিত থাকা আ- বশ্যক, তাহাঁদিগের মধ্যে প্রায় এই সকল গুণের অভাবই দৃষ্টি হইয়া থাকে। বলিতে কি, অতএব ক্ষুদ্র সন্তান দিগের পক্ষে [illegible] না একদা